সোক্রাটীস

জীবনচরিত ও উপদেশ

শ্রীরজনীকান্ত গুহ, এম্. এ., প্রণীত

দ্বিতীয় খণ্ড
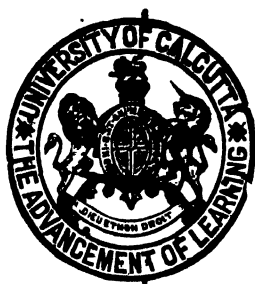
কলিকাতা

উৎসর্গ

’Αστὴρ πρὶν μὲν ἔλαμπες ἐνὶ ζωοῖσιν ῾Εῷος,
νῦν δὲ θανὼν λάμπεις ῞Εσπερος ἐν φθιμένοις.

Plato.

তুমি, প্রভাতী তারার মত, ভাতিয়াছ এত দিন,
ধরাধামে, জীবিত-সমাজে ;
এবে, মরণের পরপারে, গোধূলির তারাসম,
ভাতিতেছ উপরত-মাঝে।

শ্রুতকীর্ত্তি স্বর্গত

আশুতোষ মুখোপাধ্যায়

মহাশয়ের

বিদেহী আত্মার তর্পণকল্পে,

এই গ্রন্থ

উৎসর্গীকৃত হইল।

মুখবন্ধ

"সোক্রাটীস," দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশিত হইল। এই খণ্ড তিন ভাগে বিভক্ত; প্রথম ভাগে সোক্রাটীসের জীবনচরিত, দ্বিতীয় ভাগে প্লেটোবিরচিত সোক্রাটীসের বিচার ও মৃত্যুর কাহিনী, এবং তৃতীয় ভাগে জেনফোন হইতে সঙ্কলিত সোক্রাটীসের উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে। প্রথম ভাগে গ্রীক সাহিত্য হইতে উদ্ধৃত অধিকাংশ বাক্য, এবং সমগ্র দ্বিতীয় ও তৃতীয় ভাগ মূল গ্রীকের অনুবাদ।

সোক্রাটীস গ্রীক দর্শনকে নভোমণ্ডল হইতে ভূতলে আনয়ন করেন; এবং গৌণতঃ তিনিই ইয়ুরোপীয় দর্শনের আদিগুরু। দার্শনিক জগতে তিনি কি কি অভিনব তত্ত্ব প্রচার করিয়াছেন, এবং তাঁহার প্রভাব বিভিন্ন ক্ষেত্রে কি কি ফল প্রসব করিয়াছে, তাহা সম্যক্‌রূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে হইলে পাঠকগণের পক্ষে তদীয় পূর্ব্বাচার্য্য ও শিষ্যগণের সংক্ষিপ্ত পরিচয় একান্ত প্রয়োজনীয়। এই প্রয়োজন পরিপূরণের উদ্দেশ্যেই সপ্তম ও অষ্টম অধ্যায় লিখিত হইয়াছে। যাঁহারা পুস্তকখানি পাঠ করিবেন, তাঁহারা প্রসঙ্গক্রমে ইহাতে থালীস হইতে প্লেটো পর্য্যন্ত গ্রীক দর্শনের ইতিহাসও প্রাপ্ত হইবেন।

দশম অধ্যায়ে তুলনার আলোকে সোক্রাটীস ও বুদ্ধের যুগলরূপ চিত্রিত হইয়াছে। এই উদ্যম সম্পূর্ণ নূতন, একথা বলিলে আশা করি কেহই আমাকে ধৃষ্টতার অপরাধে অপরাধী করিবেন না। অধ্যায়টী লিখিবার সময়ে অনুভব করিয়াছি, যে, কোনও সুপণ্ডিত ব্যক্তি পালি সাহিত্য বিশ্লেষ করিয়া বুদ্ধের জীবনচরিত ও বৌদ্ধ ধর্ম্মের বিবরণ প্রণয়ন করিলে বাঙ্গালা ভাষার একটা বিশেষ অভাব বিদূরিত হইতে পারে।

দ্বিতীয় ভাগের প্রথম তিনটী প্রবন্ধ "প্রবাসী" পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল। "এয়ুথুফ্রোণ" ১৩২২ সনের অগ্রহায়ণ ও পৌষ মাসে, "আত্মসমর্থন" ১৩২৩ সনের অগ্রহায়ণ, পৌষ ও মাঘ মাসে, এবং "ক্রিটোন" ১৩২৪ সনের অগ্রহায়ণ ও পৌষ মাসে মুদ্রিত হয়। সম্পাদক মহাশয়

প্রবন্ধ তিনটী এই গ্রন্থে সন্নিবেশিত করিবার অনুমতি দিয়া আমাকে বাধিত করিয়াছেন।

প্রথম খণ্ডের ন্যায় দ্বিতীয় খণ্ডেও শতাব্দী ও সন শব্দ খৃষ্টীয় শকের পূর্ব্ববর্ত্তী অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে।

যাঁহার অনুকম্পা-ব্যতিরেকে এই বৃহদায়তন গ্রন্থ প্রকাশ করা আমার পক্ষে দুঃসাধ্য হইত, আমি মানস করিয়াছিলাম, দ্বিতীয় খণ্ড তাঁহাকেই উৎসর্গ করিব। তিনি অকস্মাৎ লোকান্তরিত হইয়া আমাকে পুস্তকখানি তাঁহার করকমলে ন্যস্ত করিবার অধিকার ও আনন্দ হইতে বঞ্চিত করিয়াছেন। অগত্যা আমি পরিতপ্তহৃদয়ে "সোক্রাটীসের" দ্বিতীয় খণ্ড আশুতোষের পুণ্যস্মৃতির সহিত গ্রথিত করিয়া রাখিলাম।

আমার কনিষ্ঠ পুত্র কল্যাণভাজন শ্রীমান্ অমিতাভ গুহ, এম্. এ. প্রথম খণ্ডের, এবং প্রেমাস্পদ আত্মীয় ও সহযোগী শ্রীমান্ সরোজেন্দ্রনাথ রায়, এম্. এ. দ্বিতীয় খণ্ডের, তৃতীয় ও চতুর্থ নির্ঘণ্ট-রচনায় আমাকে বিশিষ্টরূপে সাহায্য করিয়াছেন।

নয় বৎসরের গুরুতর পরিশ্রমের ফলে পুনঃ পুনঃ অসুস্থ হইয়া পড়িয়াও যে গ্রীক সভ্যতার বিবরণ-সংবলিত সোক্রাটীসের পূর্ণাঙ্গ জীবনবৃত্তান্ত গুণগ্রাহী সুধীসমাজকে অর্পণ করিতে সমর্থ হইলাম, এজন্য কৃতজ্ঞচিত্তে প্রভু পরমেশ্বরকে বারংবার প্রণিপাত করিতেছি।

কলিকাতা,
২৪এ মাঘ ১৩৩১

শ্রীরজনীকান্ত গুহ

☞ ৩৬১ পৃষ্ঠা ২৬ পংক্তি......"ত্রিশ" স্থলে "ষাট" হইবে।

সূচী

প্রথম ভাগ

সূচী

পৃষ্ঠা

পৃষ্ঠা

ষষ্ঠ অধ্যায়

সপ্তম অধ্যায়

পৃষ্ঠা

পৃষ্ঠা

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

অষ্টম অধ্যায়

প্রথম পরিচ্ছেদ

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

পৃষ্ঠা

পৃষ্ঠা

নবম অধ্যায়

পৃষ্ঠা

প্রথম কণ্ডিকা

দ্বিতীয় কণ্ডিকা

তৃতীয় কণ্ডিকা

পৃষ্ঠা

পৃষ্ঠা

পৃষ্ঠা

একাদশ অধ্যায়

দ্বাদশ অধ্যায়

পৃষ্ঠা

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

দ্বিতীয় ভাগ

তৃতীয় ভাগ

পৃষ্ঠা

দ্বিতীয় অধ্যায়

তৃতীয় অধ্যায়

চতুর্থ অধ্যায়

সোক্রাটীস

প্রথম ভাগ

সোক্রাটীসের জীবনচরিত

সোক্রাটীস

মুখপত্র

Bury's History of Greece I

সোক্রাটীসের জীবনচরিত

প্রথম অধ্যায়

সোক্রাটীসের আবির্ভাবকাল ও পারিপার্শ্বিক অবস্থা

বিশ্ববিশ্রুত ফরাসী লেখক রেণাঁ (Renan) "ঈশার জীবনচরিতে" লিখিয়াছেন, "Le grand homme, par un côte, reçoit tout de son temps ; par un autre, il domine son temps." (Vie de Jésus, p. 471.)—"মহাপুরুষ একদিকে আপনার যুগ হইতে সকলই আহরণ করেন ; অপর দিকে তিনি স্বীয় প্রভাবে তাহার গতি নির্দ্দেশ করিয়া দেন।" সোক্রাটীস তাঁহার জীবিতকালে স্বদেশবাসীদিগের চিত্তে কি প্রভাব বিস্তার করিয়াছিলেন, তাহা পরে প্রদর্শিত হইবে ; তিনি স্বয়ং যে দেশে ও যে কালে আবির্ভূত হইয়াছিলেন, দুই এক কথায় তাহার প্রকৃতি পরিব্যক্ত করাই এই অধ্যায়ের উদ্দেশ্য। সোক্রাটীসের পারিপার্শ্বিক অবস্থা-নিচয়ের চিত্র অঙ্কিত করিবার অভিপ্রায়েই প্রথম খণ্ড রচিত হইয়াছে ; আমরা উহার একাদশ অধ্যায়ের অষ্টম ও নবম পরিচ্ছেদে পঞ্চম শতাব্দীর আথেন্সের যথাসম্ভব পূর্ণাঙ্গ বিবরণ দিতে প্রয়াস পাইয়াছি। সুতরাং এ স্থলে পুনশ্চ তৎসম্বন্ধে কিছু না বলিলেও চলিত। কিন্তু সোক্রাটীসের জীবনচরিত যাঁহাদিগের হাতে পড়িবে, তাঁহারা সকলেই পূর্ব্বাহ্নে ইহার ভূমিকা পড়িয়া রাখিয়াছেন, এরূপ আশা করা অসঙ্গত ; এবং বর্ত্তমান গ্রন্থখানির পূর্ণতার জন্যও সোক্রাটীসের অভ্যুদয়-কালের কিঞ্চিৎ পরিচয় দেওয়া আবশ্যক। অতএব, আমরা বাগ্‌বাহুল্য না করিয়া বক্ষ্যমাণ বিষয়ের অবতারণা করিতেছি।

সোক্রাটীসের আবির্ভাবকাল আথেন্সের—শুধু আথেন্সের বলি কেন, সমগ্র গ্রীসের—উজ্জ্বলতম যুগ। ইতিহাসে এই যুগ পেরিক্লীস-যুগ নামে আখ্যাত। পেরিক্লীস আথেন্সকে কি অপরিশোধ্য ঋণে আবদ্ধ করিয়া গিয়াছিলেন, তাহা প্রথম খণ্ডে সবিস্তার বর্ণিত হইয়াছে ; এখানে আমরা ঐ যুগের আভাসমাত্র প্রদান করিব।

আথীনীয় সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা ও সোক্রাটীসের জন্ম প্রায় সমকালীন। তিনি একটী বিশাল, পরাক্রান্ত ও সমৃদ্ধিশালী সাম্রাজ্যের অধিবাসীরূপে ভূমিষ্ঠ, ও জন্মাবধি স্বাধীনতার আবহাওয়ায় বর্দ্ধিত হইয়াছিলেন। এই সময়ে আথীনীয় গণতন্ত্র পরিপূর্ণ বিকাশ লাভ করিয়াছিল। তাহার ফলে আথেন্সবাসীদিগের চরিত্রে দুইটী লক্ষণ বিশেষরূপে পরিস্ফুট হয়। প্রথমতঃ, তাহারা প্রত্যেকেই প্রতিবিষয়ে স্বাধীন ভাবে অনুসন্ধান ও বিচার করিতে চাহিত। তৎপরে, তাহারা প্রায় সকলেই পর্য্যায়ক্রমে কোন না কোনও রাষ্ট্রীয় কর্ম্মে নিযুক্ত থাকিত ; এজন্য তাহারা পরস্পরকে সমান বলিয়া জ্ঞান করিত ; যাহারা রাজকর্ম্মচারী ও যাহারা রাজকর্ম্মচারী নহে, এই দুই শ্রেণীর অধিবাসীর মধ্যে অন্যান্য রাষ্ট্রে যেমন ভেদ দেখা যায়, আথেন্সে তাহা প্রকট ও বদ্ধমূল হইতে পারে নাই। এই দুই কারণে রাজপুরুষগণের পক্ষে পুরবাসীদিগের উপরে কর্ত্তৃত্ব করা কিছু কঠিন ছিল।

তারপর, সাম্রাজ্যসংগঠনের সঙ্গে সঙ্গে আথেন্সে ধনাগমের পথ সুগম হইয়া যায়। পেরিক্লীসের পরিচালনায় আথীনীয়গণের অসাধারণ শ্রীবৃদ্ধি হইতে থাকে ; এবং তজ্জন্য অধিকতর অবসর পাইয়া তাহারা নানাদিকে জীবনের রসাস্বাদ করিতে সমর্থ হয়। শস্য, মদ্য, তৈল, মধু, লবণ প্রভৃতি আট্টিকার নিজস্ব পণ্যসম্ভার পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর পরিমাণে উৎপন্ন হইতে আরম্ভ করে ; এবং ধাতু ও মর্ম্মর প্রস্তরের ব্যবসায়ও বিস্তর বাড়িয়া যায়। আথীনীয়েরা আলস্যকে পাপ বলিয়া বিবেচনা করিত। শিল্পদ্রব্য উৎপাদনে শ্রমসাধ্য কর্ম্মগুলি দাসদাসীরা সম্পাদন করিত, সুতরাং কায়িক শ্রমদ্বারা ধনোপার্জ্জনের প্রতি আথীনীয়গণের যে বিরাগ ছিল, এই যুগে তাহা শিল্পবাণিজ্যের প্রসারে পরিপন্থী হইতে পারে নাই।

মানুষ সৎপথে থাকিয়া যত উপায়ে ধন লাভ করিতে পারে, তাহারা তাহার কোনটীকেই অনাদর করিত না।

আথেন্সে বৈদেশিকগণের আগমন ও বসতি নিষিদ্ধ ছিল না। আতিথেয়তা আথীনীয় চরিত্রের একটী বিশিষ্ট সদ্‌গুণ ছিল; আথেন্সে কর্ম্মোপলক্ষে যাহারা আসিত, তাহারাই সাদরে গৃহীত হইত; নানা দেশের সহিত এই পুরীর অবাধে আদান প্রদান চলিত। আথেন্সের এই সুগমতা ও সহৃদয়তা তাহার ব্যবসা-বাণিজ্যের উন্নতি সাধন করিয়া তাহাকে গ্রীক জগতের বৈষয়িক কেন্দ্রে পরিণত করে। শিল্পকলায় নিপুণ ব্যক্তিমাত্রেই এখানে আসিয়া লাভবান্ হইত; এজন্য এই নগরে বিবিধ ও বিচিত্র প্রকারের শিল্পকর্ম্মের সমাবেশ ঘটিয়াছিল। ফলতঃ আথেন্স কারুকার্য্য ও শ্রমশিল্পের শিক্ষালয়, এবং নৈপুণ্যসাধ্য উৎকৃষ্টতর দ্রব্যজাত ক্রয়বিক্রয়ের সর্ব্বোত্তম পণ্যবীথিকা বলিয়া গণ্য হইয়াছিল। বণিক্‌গণ নানা দিগ্‌দেশ হইতে পণ্যসম্ভার লইয়া এখানে আগমন করিত। আথেন্সের ধাতব ও চর্ম্মের দ্রব্য, প্রদীপ, তৈজস পাত্র, বিশেষতঃ মৃণ্ময় সামগ্রী সর্ব্বত্র সমাদৃত হইত। শিল্প বাণিজ্য দ্বারা সাতিশয় ঋদ্ধিমান্ হইয়াও আথীনীয়েরা একটী বিশেষত্ব রক্ষা করিয়াছিল। ধনবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মানুষ অলস ও সুখপ্রিয় হইয়া পড়ে। কিন্তু আথেন্সে ধনবল ও স্বাধীন পুরবাসীর উদ্যম একত্র পরিদৃষ্ট হইত; এখানে ধনের মর্য্যাদা ছিল বটে, কিন্তু এই যুগে আথীনীয়েরা ঐশ্বর্য্যের মোহে অন্ধ হইয়া ধনীর চরণে আপনাদিগকে বিকাইয়া দেয় নাই।

কিন্তু ঐহিক সম্পদের পরাকাষ্ঠাই পেরিক্লীস-যুগের প্রধান গৌরব নয়। এই সময়ে আথেন্স গ্রীক জাতির বিশ্ববিদ্যালয় হইয়া উঠিয়াছিল, এবং জগতের বিবিধ বিদ্যার ধারা মিলিত হইয়া ইহাকে জ্ঞান-বিজ্ঞানের ত্রিবেণী-সঙ্গম করিয়া তুলিয়াছিল। পঞ্চম শতাব্দীর আরম্ভ হইতে মধ্যভাগ পর্য্যন্ত এই এক পুরীতে যত মরণজয়ী পুরুষের আবির্ভাব হইয়াছিল; এই কালে এখানে বিদেশ হইতে যত মনস্বী ব্যক্তি আগমন করিয়াছিলেন, এত অল্প সময়ের মধ্যে অন্য কোনও দেশে আজ পর্য্যন্ত সে প্রকার দেখা যায় নাই। থেমিষ্টক্লীস, কিমোন, আরিষ্টাইডীস,

পেরিক্লীস; আইস্খুলস, সফক্লীস, ইয়ুরিপিডীস, থৌকিডিডীস, ফাইডিয়াস— সোক্রাটীস বাল্যে ও যৌবনে যাঁহাদিগকে দেখিয়াছিলেন, আমরা কেবল তাঁহাদিগেরই নাম করিতেছি—আথেন্সের এই কৃতী পুত্রেরা প্রত্যেকেই এক একটা যুগকে বৈশিষ্ট্য দান করিতে পারিতেন। তারপর, হীরডটস, জীনোন, আনাক্সাগরাস, প্রোটাগরাস, গর্গিয়াস, প্রডিকস—ঐতিহাসিক, দার্শনিক, সফিষ্ট—কত খ্যাতিমান্ পুরুষ স্বদেশের মায়া ছাড়িয়া গ্রন্থপ্রচার ও জ্ঞানবিতরণের উদ্দেশ্যে আথেন্সে আসিয়া বাস করেন। "আথেন্স যাহাতে গ্রীসের বিদ্যাদায়িনী রাজধানী হয়, এই সাধনে ইঁহারা সকলেই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে পেরিক্লীসের সহায় ছিলেন। দেশ বিদেশ হইতে আথেন্সে জ্ঞানের বীজ আহরিত হইত ও অনুকূল আবেষ্টন পাইয়া উহা ক্রমে ফলবান্ মহীরুহের আকার ধারণ করিত। পণ্ডিতগণ বিদ্যা-বিতরণের জন্য এখানে সমবেত হইতেন; বিদ্যার্থীরা দূরদূরান্তর হইতে বাগ্‌দেবীর এই পুণ্যতীর্থের যাত্রী হইয়া আসিত। এইরূপে বিভিন্ন প্রকৃতি ও ভাবের ঘাতপ্রতিঘাতে আথেন্সে জ্ঞানচর্চ্চার এক জাতীয় অথচ সার্ব্বভৌমিক আদর্শ বিকাশ প্রাপ্ত হইয়াছিল। আথেন্স তাই মহত্তর সাধনের মিলনভূমি, গ্রীক জগতের হৃদয় ও প্রাণশক্তি, এবং হেলাসের মধ্যে হেলাস বলিয়া পরিকীর্ত্তিত হইত।" (প্রথম খণ্ড, ৪২৩ পৃষ্ঠা)।

আথীনীয়েরা অব্যাহত জ্ঞানচর্চ্চার একান্ত পক্ষপাতী ছিল; এবং সামাজিকতায় গ্রীসে তাহাদিগের তুলনা মিলিত না। তাহারা পরস্পরের সহিত আলাপ করিতে বড়ই ভালবাসিত; অপিচ, মানুষ যাহাতে স্বাধীন ভাবে বিকাশ লাভ করিতে পারে, তৎপক্ষে তাহারা বাধা প্রদান করিত না। যাহারা ব্যক্তিত্বের স্ফূরণ ও পূর্ণ পরিণতি আকাঙ্ক্ষা করে, আথেন্সের রীতিনীতি ও প্রতিষ্ঠানগুলি তাহাদিগের একান্ত অনুকূল ছিল। এজন্য দার্শনিক ও সফিষ্টগণ আথেন্সে আপন আপন বিদ্যা প্রচারের সবিশেষ সুযোগ পাইতেন। প্রাচীন তন্ত্রের আথীনীয়েরা অবাধ জ্ঞানচর্চ্চা তত পছন্দ করিত না; সহসা ধর্ম্মান্ধতার বশীভূত হইয়া তাহারা আনাক্সাগরাস, ইয়ুরিপিডীস প্রভৃতিকে নির্য্যাতন করিতেও ছাড়ে নাই; কিন্তু যুবকেরা চিরকালই স্থিতিশীলতার বিরোধী; তাহারা দলে দলে তত্ত্বজ্ঞানীদিগের

তত্ত্বালোচনা শুনিতে যাইত। অন্যান্য দেশের ন্যায় আথেন্সেও পরস্পর-বিরোধী দুইটী ভাবস্রোতের সংঘাত উপস্থিত হইয়াছিল। প্রাচীনত্বের উপাসক, রক্ষণশীল স্থবির ও নূতনত্বপ্রিয়, উন্নতিকামী যুবাপুরুষ সর্ব্বত্রই আছে।

আথীনীয়গণের জ্ঞানানুরাগে এই একটা বিশেষত্ব ছিল, যে তাহারা সঙ্কীর্ণ গণ্ডীতে আবদ্ধ থাকিতে পারিত না। আথেন্সের প্রধান পুরুষ-দিগের প্রতিভা বহুমুখী ছিল। আইস্খুলস ও সফক্লীস একাধারে কবি ও কর্ম্মী ছিলেন। পেরিক্লীস দীর্ঘকাল রাষ্ট্রের কর্ণধার থাকিয়া অনন্য-সুলভ বাগ্মিতাশক্তিদ্বারা জনগণকে মুগ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন, বারংবার যুদ্ধক্ষেত্রে সেনাপতির কার্য্য করিয়াছেন, আবার এত কাজের মধ্যেও পণ্ডিতদিগের সহিত সূক্ষ্ম দার্শনিক প্রশ্নের আলোচনা করিতে পরাঙ্মুখ হন নাই। থৌকিডিডীস ইতিহাস লিখিয়া যশস্বী হইবার পূর্ব্বে রাজনীতিজ্ঞ ও সেনাপতিরূপে জন্মভূমির পরিচর্য্যা করিয়াছেন। প্রাচ্য ভূখণ্ডের জ্ঞানীরা সমাজ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া থাকিতেন, এজন্য তাঁহারা সর্ব্বদা বাস্তবতার সহিত যোগ রাখিতে পারিতেন না; সুতরাং তাঁহাদিগের শিক্ষাতে কল্পনার সংমিশ্রণ কিঞ্চিৎ অধিক হইয়া পড়িত। আথীনীয়েরা জ্ঞান-বিজ্ঞানকে রাষ্ট্রসেবার সহিত একত্র গ্রথিত করিয়া রাখিয়াছিল; কাজেই দীর্ঘকাল তাহাদিগের বুদ্ধি সতেজ ও চিত্ত সরস থাকিত। এক এক জন প্রসিদ্ধ গ্রীক কিংবা আথীনীয়ের জীবনীশক্তি দেখিয়া বিস্মিত হইতে হয়; দৈহিক ও মানসিক বলের এমন অপূর্ব্ব সমন্বয় গ্রীসের বাহিরে অন্য কোনও দেশে কদাচিৎ দেখা গিয়াছে। সফক্লীস শুধু একশত তেরখানি নাটক লিখিয়াছিলেন, তাহা নহে; অতি প্রাচীন বয়স পর্য্যন্ত তাঁহার মনের বল অক্ষুণ্ণ ছিল। ক্রাটিনস একানব্বই বৎসর বয়সে আরিষ্টফানীসকে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় পরাজিত করেন। পার্মেনিডীস, জীনোন প্রভৃতি যে সকল দার্শনিক জ্ঞানালোচনার জন্য আথেন্সের আতিথ্য স্বীকার করেন, তাঁহারা বৃদ্ধ বয়সেও যুবকের ন্যায় সুস্থ ও সবল ছিলেন। সফক্লীসের মনোমত অভিনেতা পোলস চারি দিনে আটখানি নাটকের প্রধান নটের ভার বহন করিতেন। আথীনীয় গ্রন্থকারগণের বহুমুখী প্রতিভা ও

বলিষ্ঠ মনের ইহাই অন্যতম প্রমাণ, যে তাঁহারা যেমন অপূর্ব্ব উদ্ভাবিনী শক্তির দ্বারা নব নব রূপ সৃষ্টি করিয়াছেন, তেমনি বিজ্ঞানসম্মত গবেষণার সাহায্যে ললিত কলার তলদেশে প্রবেশ করিয়া উহার স্বরূপ ও লক্ষ্য নির্ণয় করিতেও পশ্চাৎপদ হন নাই; বস্তুতঃ, ইঁহারা কাব্যচর্চ্চায় কল্পনা ও বিচার, উভয়কেই তুল্য স্থান দিয়াছেন। সফক্লীস নিজে নাটক সম্বন্ধে একখানি পুস্তিকা লিখিয়াছিলেন; এবং এই যুগের প্রধান প্রধান স্থপতিরা স্থাপত্য বিষয়ে গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া গিয়াছেন।

পেরিক্লীসের প্রযত্নে আথেন্স কিরূপে সুদৃশ্য মন্দির ও সৌধ এবং পরম সুন্দর দেবমূর্ত্তিদ্বারা অতুলনীয় শ্রীসম্পন্ন হইয়া উঠিয়াছিল, প্রথম খণ্ডে আমরা তাহা বর্ণনা করিয়াছি। "জয়-শ্রী-মণ্ডিত বিক্রান্ত গ্রীক জাতির গৌরবময় যুগের অনুপম কীর্ত্তি-কলাপ চিরজাগ্রত করিয়া রাখিবার অভিপ্রায়ে পেরিক্লীসের আমন্ত্রণে গ্রীসের যত কৃতী ও যশস্বী শিল্পী আথেন্সে সমবেত হইলেন। এই অভিপ্রায় সংসাধনে ফাইডিয়াস তাঁহার দক্ষিণহস্তস্বরূপ ছিলেন। এয়ুমারস, কিমোন ও পলুগ্নোটস প্রভৃতি চিত্র-কর; এবং এয়ুডাইয়ুস, ওনাটাস, মুরোন ও পলুক্লাইটস ইত্যাদি ভাস্করগণ অলৌকিক প্রতিভার অধিকারী ফাইডিয়াস, এবং তাঁহার স্বনামধন্য শিষ্য আগরাক্রিটস ও কলোটীসের সহিত মিলিত হইয়া আথেন্সকে রূপলাবণ্যে বস্তুতঃই হেলাসের রাণী করিয়া তুলিলেন। রাষ্ট্রের সেবায় এত বিচিত্র-কর্ম্মা শিল্পীর সমাবেশ এক আথেন্সেই সম্ভবপর হইয়াছিল। মহৈশ্বর্য্যশালী আথীনীয় সাম্রাজ্যের রাজধানীতে পদার্পণ করিয়াই গ্রীকেরা যে দিকে দৃষ্টিপাত করিবে, সেই দিকেই অপরূপ দৃশ্য দেখিয়া তাহাদিগের নয়ন মুগ্ধ এবং প্রাণ বিস্ময়ে ও পুলকে পূর্ণ হইবে, ইহাই পেরিক্লীসের আকিঞ্চন ছিল; তিনি রাজকোষের অগাধ ধনরাশি এই আকিঞ্চনপূরণে নিয়োজিত করিয়াছিলেন; আথীনীয়েরাও তাঁহার মহৎ উদ্দেশ্য বুঝিতে পারিয়া অকাতরে অপরিমেয় অর্থব্যয় অনুমোদন করিত।" (৪১২-১৩ পৃষ্ঠা)।

এক কথায়, সোক্রাটীস যে যুগে আবির্ভূত হন, সেই যুগে আথেন্স গ্রীক জগতে শিল্প বাণিজ্যের কেন্দ্র, ললিতকলার প্রতিযোগিতা-ক্ষেত্র এবং সর্ব্বপ্রধান বিদ্যাপীঠে পরিণত হইয়াছিল।

মহাপুরুষেরা স্বদেশের পূর্ব্বগামিনী সাধনার ফল; তাঁহাদিগের মৌলিকতা যতই অসাধারণ হউক না কেন, তাঁহারা কখনও একেবারে জাতীয় সভ্যতা-নিরপেক্ষ হইয়া ফুটিয়া উঠিতে পারেন না। রাষ্ট্রীয় বিধি ব্যবস্থা, পরিবার, সমাজ, শিক্ষাপদ্ধতি, ধর্ম্ম—এই সমুদায় তাঁহাদিগকে গড়িয়া তোলে; সংগঠনের কার্য্য একপ্রকার সম্পন্ন হইলে তাঁহাদিগের মৌলিক প্রতিভা ক্রিয়া করিতে আরম্ভ করে। জাতীয় সভ্যতারূপ ভিত্তির উপরে মহাজনগণের মহত্ত্বপরিকল্পিত, নবসিদ্ধির প্রাসাদ নির্ম্মিত হয়। সোক্রাটীস গ্রীক সভ্যতার উজ্জ্বল প্রতিমূর্ত্তি। তাঁহার মত প্রতিভাবান্ পুরুষ যে স্বজাতির যাবতীয় উৎকৃষ্ট ভাব আত্মসাৎ করিয়া পরে তাহাকে নূতন গন্তব্য পথ দেখাইয়া দিবেন, তাহা বিচিত্র নয়।

আমরা দেখিলাম, কোন্ প্রকার আবেষ্টনের মধ্যে সোক্রাটীসের শৈশব, বাল্য ও যৌবন উত্তীর্ণ হইয়াছিল। যে ব্যক্তি গৃহের বাহির হইয়াই কত বিচিত্র প্রকৃতির মানুষ দেখিতে পায়, কত বিভিন্ন বিষয়ের অবাধ আলোচনায় যোগ দেয়; প্রতিদিন স্থাপত্য, ভাস্কর্য্য ও চিত্রবিদ্যার অতুলনীয় নিদর্শন দেখিয়া যাহার নয়ন মন মুগ্ধ হয়; যে সংবৎসর ধরিয়া বিবিধ পর্ব্বোপলক্ষে স্বদেশের পরাক্রম ও ধনবলের পরাকাষ্ঠা দর্শন করে; যে দেবতার মহোৎসবে ভূতলে অতুল শোকাত্মক ও বিদ্রূপাত্মক নাটকের অভিনয়ে উপস্থিত থাকে; বাল্যাবধি যে বীরজাতির দীক্ষা প্রাপ্ত হয়, জন্মভূমির সেবায় আত্মোৎসর্গ করিতে শিক্ষা করে, জ্ঞানানুশীলনে কোনও বন্ধন মানে না, রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে কাহারও ভ্রূকুটি গ্রাহ্য করে না, 'শতনৃপতির শাসনে সদা কম্পিত আসনে' রহে না—সে ব্যক্তি যদি আবার অলৌকিক মনস্বিতার অধিকারী হয়, তবে তাহার চরিত্রে কি কি বিশেষত্ব ফুটিয়া উঠিবে, তাহা অনুমান করা দুরূহ নহে। আপনারা স্মরণ রাখিবেন, সোক্রাটীসের জীবনকালে আথীনীয়েরা স্বচ্ছন্দগতি বিহঙ্গের ন্যায় স্বাধীন ছিল; তিনি নিজে শাসন সংরক্ষণের কার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করিয়াছেন; যথাকালে রাষ্ট্রীয় কর্ম্মে আহূত হইয়াছেন; গ্রীসের অদ্বিতীয় রাষ্ট্রনীতিবিৎ ও অন্যতম শ্রেষ্ঠ বক্তা পেরিক্লীসের বক্তৃতা শুনিয়াছেন; অনুপম ভাস্কর ফাইডিয়াসের কলাভবনে গমন করিয়া ভাবাবেশে আবিষ্ট হইয়াছেন। তাঁহার

চক্ষুর সম্মুখে কুমারী-মন্দির, আথীনার মূর্ত্তি প্রভৃতি ললিত কলার অতুল্য রচনা অভিব্যক্ত হইয়া উঠিয়াছে; বৎসরের পর বৎসর আইস্খুলস, সফক্লীস, ইয়ুরিপিডীস, আরিষ্টফানীস রঙ্গমঞ্চে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় লিপ্ত হইয়া স্ব স্ব গুণপণা প্রদর্শন করিয়াছেন; পামেনিডীস, আনাক্সাগরাস, প্রোটাগরাস, প্রডিকস, গর্গিয়াস প্রভৃতি দার্শনিক ও লোকশিক্ষক আথেন্সে আসিয়া নানা তত্ত্বালোচনার উৎস খুলিয়া দিয়াছেন। মুক্ত বাতাসে, বিচার ও বিতর্কের আবর্ত্তে, চারুশিল্পের অপূর্ব্ব স্ফূরণ দেখিতে দেখিতে, স্বদেশের উদ্দাম কর্ম্মপ্রবাহের মধ্যে তাঁহার জীবনের প্রভাত ও মধ্যাহ্ন অতীত হইয়াছে। *তিনি যদি আর কোন শিক্ষাই না পাইতেন, তথাপি তাঁহার হৃদয়মনের* বিকাশে ব্যাঘাত ঘটিত না; কেন না, তিনি নিয়ত যাহা দেখিতেন ও শুনিতেন, এবং নিঃশ্বাসে প্রশ্বাসে প্রতিক্ষণ যাহা আত্মস্থ করিতেন, তাহাই তাঁহার গ্রহণপটু মনে পরোক্ষ শিক্ষারূপে মহাফল প্রসব করিয়াছিল। কিন্তু আমরা এমত বলিতেছি না, যে এই অপ্রত্যক্ষ শিক্ষাই তাঁহার একমাত্র সম্বল ছিল, এবং তিনি দেশপ্রচলিত শিক্ষাপ্রণালী হইতে কিছুই লাভ করেন নাই। তিনি জ্ঞাতসারে ও অজ্ঞাতসারে স্বদেশ হইতে আত্মোন্নতির যে সকল উপাদান প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তাহা দিঙ্-মাত্র প্রদর্শিত হইল। অতঃপর আমরা সোক্রাটীসের জীবনকথা বলিতে প্রবৃত্ত হইতেছি।

দ্বিতীয় অধ্যায়

সংসারাশ্রম

প্রথম পরিচ্ছেদ

পিতামাতা ও শিক্ষা

সোক্রাটীস খৃষ্টীয় শকারম্ভের ৪৬৯ বা ৪৭০ বৎসর পূর্ব্বে আথেন্স নগরে আন্টিয়খিস শাখার এক দরিদ্র ভদ্র পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম সোফ্রনিস্কস (Sophroniskos), মাতার নাম ফাইনারেটী (Phaenarete)। সোফ্রনিস্কসের সামান্য কিছু ভূসম্পত্তি ছিল। কিন্তু ভূসম্পত্তি থাকিলেও তাহাতে সংসারের ব্যয় নির্ব্বাহ হইত না; এজন্য তিনি ভাস্করের ব্যবসায় অবলম্বন করিয়াছিলেন, এবং তাঁহার পত্নী ধাত্রীর কর্ম্ম করিতেন। ইহাতে কেহ মনে করিবেন না, যে সোফ্রনিস্কস একান্ত নিঃস্ব ও অখ্যাতনামা পুরুষ ছিলেন। প্লেটোর একটী প্রবন্ধ হইতে প্রতীয়মান হয়, যে আলোপেকাই নামক স্বীয় জনপদে (deme) তাঁহার বিলক্ষণ প্রভাব ও প্রতিপত্তি ছিল। (Laches, 80-1)। তাঁহার সামাজিক মর্য্যাদার অন্যতম প্রমাণ এই, যে সোক্রাটীসের নিকটে আথেন্সের ধনী ও পদস্থ ব্যক্তিগণের গৃহদ্বার সদা উন্মুক্ত থাকিত, এবং তিনি অতি সম্ভ্রান্ত জনের সহিতও সমকক্ষ ভাবে মিশিতেন ও আলাপ করিতেন। সোক্রাটীসের সহোদর ভ্রাতা বা ভগিনী কেহই ছিল না; তবে তাঁহার জননীর প্রথম পতির ঔরসজাত একটী পুত্র বর্ত্তমান ছিলেন; তাঁহার নাম পাট্রক্লীস; তিনিই জনসমাজে সোক্রাটীসের ভ্রাতা বলিয়া পরিচিত ছিলেন। (Euthydemos, 24.)।

সোক্রাটীসকে পিতার জীবদ্দশায় অন্নবস্ত্রের ক্লেশ পাইতে হয় নাই; সুতরাং তিনি দেশপ্রচলিত পদ্ধতি অনুসারে সমুচিত শিক্ষা প্রাপ্ত

হইয়াছিলেন। তিনি বাল্যে ও যৌবনে ব্যায়াম, কলাশাস্ত্র (Music), জ্যামিতি ও জ্যোতিষ শিক্ষা করেন। তখন জ্যামিতি ও জ্যোতিষের উন্নতি অতি অল্পই হইয়াছিল, সুতরাং এই দুইটী অধ্যয়ন করিয়া সোক্রাটীস যে সবিশেষ উপকৃত হইয়াছিলেন, এরূপ বলা যায় না। বরং পরবর্ত্তী কালে তিনি এই দুই বিদ্যার প্রতি অশ্রদ্ধাই প্রকাশ করিতেন। তিনি বলিতেন, জ্যামিতি শুধু ভূমির পরিমাণ নির্ণয়ে আবশ্যক; এবং জ্যোতিষচর্চ্চা দিন, মাস, ঋতু ও প্রহর গণনা, এবং জলে স্থলে যাতায়াতের পক্ষে যতটুকু আবশ্যক, ততটুকুই বাঞ্ছনীয়, তদতিরিক্ত আলোচনা নিষ্ফল ও ধর্ম্মবিরোধী। (Xenophon, Memorabilia, IV. 7. 2-4)। কলাশাস্ত্র গ্রীক শিক্ষার একটী অত্যাবশ্যক ও অপরিহার্য্য অঙ্গ ছিল; সুতরাং তাঁহাকে ইহার যথাযথ অনুশীলন করিতে হইয়াছিল; কিন্তু তিনি ইহাতে সম্যক্ পারদর্শিতা লাভ করিয়াছিলেন কি না, আমরা বলিতে পারি না। তাঁহার শিষ্য জেনফোন "পান-পর্ব্ব" (Symposion) নামক পুস্তকে লিখিয়াছেন, যে সোক্রাটীস নৃত্যটাকে স্বাস্থ্যরক্ষা ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গ পরিচালনের পক্ষে খুব অনুকূল বিবেচনা করিতেন, এবং তিনি পরিণত বয়সে উপনীত হইয়াও উপযুক্ত শিক্ষকের নিকটে উহা শিখিতে উৎসুক ছিলেন। তাঁহার শেষোক্ত কথাটী শুনিয়া যখন উপস্থিত সকলে হাসিয়া উঠিল, তখন তিনি একটী ছোটখাট বক্তৃতা করিয়া বুঝাইয়া দিলেন, যে তাঁহার নৃত্য শিখিবার ইচ্ছাটা মোটেই অযৌক্তিক নয়। আর এস্থলে তাঁহার মত ও আচরণে যে বিরোধ ছিল, তাহাও নহে। তাঁহার আহ্বানে তদীয় শিষ্য খার্মিডীস সাক্ষ্য দিলেন, যে তিনি একদিন প্রাতঃকালে সোক্রাটীসকে একাকী নৃত্য করিতে দেখিয়াছেন। (Symp. II. 15-20)। পূর্ব্ববর্ণিত বিষয়গুলি ছাড়া তিনি তৎকালপ্রচলিত দর্শন-সমূহও অধ্যয়ন করেন। তাঁহার গুরুদিগের মধ্যে আর্খিলাউস (Archilaus) ও জীনোনের (Zenon) নাম উল্লেখযোগ্য। সোক্রাটীসের উক্তিগুলি পাঠ করিলে দেখিতে পাওয়া যায়, যে তিনি তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী দার্শনিক পার্মেনিডীস (Parmenides), আনাক্সাগরাস (Anaxagoras), হীরাক্লাইটস (Heracleitos) প্রভৃতির মতবাদের সহিত সুপরিচিত

ছিলেন। প্লেটো বলিতেছেন, প্রোটাগরাস ও পার্মেনিডীস সোক্রাটীসের তরুণ বয়সেই ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন, যে তিনি কালে দর্শনে যশোলাভ করিবেন। (Prot. 361 ; Parm. 130)। হিপ্পিয়াস ও প্রডিকসের সহিতও তাঁহার ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল। কিন্তু সোক্রাটীসের বিশেষত্ব তাঁহার অনন্যসাধারণ মৌলিকতায় ; সুতরাং তিনি মানসিক শক্তিসমূহের বিকাশের জন্য সেই যুগের শিক্ষাপ্রণালীর নিকটে সবিশেষ ঋণী ছিলেন কি না, বলা কঠিন। মানসিক শিক্ষা সম্বন্ধে তাঁহার ঋণ অল্প বা অধিক, যাহাই হউক না কেন, শরীরের উৎকর্ষ সাধনে সেকালের শিক্ষাপদ্ধতি হইতে তিনি প্রভূত উপকার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তিনি স্বভাবতঃই অতি সুস্থ ও সবলকায় পুরুষ ছিলেন ; তদুপরি ব্যায়াম তাঁহার দেহখানিকে বজ্রের মত কঠিন করিয়া গড়িয়া তুলিয়াছিল। কি শীতকাল, কি গ্রীষ্মকাল, সারাবৎসর তিনি একপ্রকার স্থূল ও কর্কশ বস্ত্র ও অঙ্গরক্ষা (chiton) পরিধান করিতেন ; গৃহে বা বাহিরে পাদুকা ব্যবহার করিতেন না ; এমন কি ভয়ঙ্কর শীতের মধ্যেও অবলীলাক্রমে নগ্নপদে তুষারের উপরে বিচরণ করিতেন ; দীর্ঘকাল ক্ষুৎপিপাসা সহ্য করিতে পারিতেন, অথচ আবার উৎসবক্ষেত্রে পানভোজনে ইঁহার নিকটে সকলেই পরাজয় স্বীকার করিত। বস্তুতঃ শরীরটী সুশীল ভৃত্যের মত ইঁহার একান্ত অনুগত ছিল ; তাহা না হইলে ইনি বৈষয়িক উন্নতির আশায় জলাঞ্জলি দিয়া জনসমাজের সেবায় কখনও আপনাকে পরিপূর্ণরূপে উৎসর্গ করিতে পারিতেন না।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

রাষ্ট্রসেবা ও গার্হস্থ্যজীবন

সোক্রাটীস শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া ও বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া পিতার ব্যবসায়ে প্রবেশ করেন। উত্তরকালে আথীনায়েরা আক্রপলিসের পুরোভাগস্থ কয়েকটী দেবীমূর্ত্তি দেখাইয়া বলিত, যে সেগুলি ইঁহার হস্তের রচনা। কিন্তু এই মূর্ত্তিকয়েকটী যে বাস্তবিকই সোক্রাটীসের ভাস্কর্য্যের নিদর্শন,

তাহার কোনও নিশ্চিত প্রমাণ পাওয়া যায় নাই। আথেন্সের নিয়মানুসারে ইঁহাকে দেশের সেবাতেও শক্তি ও সময় দিতে হইয়াছিল। আথীনীয়দিগের অধিকারভুক্ত পটিডাইয়া (Potidæa) নগর বিদ্রোহী হইলে উহার অবরোধের জন্য যে বাহিনী প্রেরিত হয়, সোক্রাটীস তাহাতে সাধারণ সৈনিকরূপে উপস্থিত ছিলেন। এই অবরোধকালে তিনি যে সহিষ্ণুতা, সংযম ও সাহস প্রদর্শন করেন, তাহা সকলেরই বিস্ময় উৎপাদন করিয়াছিল। এই সময়ে একদিন ইনি রণক্ষেত্রে আল্কিবিয়াডীসকে (Alcibiades) আসন্ন মৃত্যুর হস্ত হইতে রক্ষা করেন। সে যুগে এই নিয়ম ছিল যে, যে ব্যক্তি যুদ্ধে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক বীরত্ব প্রকাশ করিত, সে পুরস্কার প্রাপ্ত হইত। ঐ যুদ্ধের পরে যখন পুরস্কার প্রদানের সময় উপস্থিত হইল, তখন সোক্রাটীস আপনাকে একেবারে ভুলিয়া গেলেন, এবং তাঁহার সনির্ব্বন্ধ অনুরোধে বীরত্বের জয়মাল্য আল্কিবিয়াডীসকেই প্রদত্ত হইল। (৪৩২—৪২৯ সন)। আল্কিবিয়াডীস সম্ভ্রান্ত বংশের সন্তান, এবং তিনি কালে জননায়ক পেরিক্লীসের উত্তরাধিকারীর পদে অভিষিক্ত হইবেন—আথীনীয়েরা পুরস্কারার্পণে এই দুই হীন ভাব দ্বারা পরিচালিত হয় নাই, তাহা নহে; কিন্তু ইহাতে সোক্রাটীসের আত্মবিস্মৃতি ও গুণগ্রাহিতার গৌরব বরং আরও বর্দ্ধিত হইয়াছে। পেলপনীসসের যুদ্ধ আরম্ভ হইবার সাত বৎসর পরে (৪২৪ সন) ডীলিয়নের (Delion) যুদ্ধে আথীনীয়েরা থীব্‌স্‌বাসীদিগের নিকটে সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হয়; আথেন্সের সেই মহাবিপদের দিনে কেবল সোক্রাটীস ও তাঁহার সহচর লাখীসই ভয়বিহ্বল হইয়া রণক্ষেত্র হইতে পলায়ন করেন নাই। তাঁহারা দুইজন অকুতোভয়ে ধীরপাদক্ষেপে প্রত্যাবর্ত্তন করেন; কথিত আছে, তখন সোক্রাটীসের অমানুষিক সাহস ও তেজঃপূর্ণ বিশাল চক্ষুদুটী দেখিয়া শত্রুগণের চিত্তে এমন আতঙ্কের সঞ্চার হইয়াছিল, যে তাহারা কিছুতেই তাঁহার নিকটবর্ত্তী হইতে পারে নাই। ইহা আল্কিবিয়াডীসের সাক্ষ্য। (Plato, Symposion, 221)। সেনাপতি লাখীস বলিতেছেন, "এই যুদ্ধে অন্যান্য সকলে যদি সোক্রাটীসের ন্যায় হইত, তবে আমাদিগের জন্মভূমির গৌরব অক্ষুণ্ণ থাকিত, এবং তাঁহার ভাগ্যে এই পরাজয় ঘটিত না।"

(Laches, 181)। তিনি আম্ফিপলিসের সংগ্রামেও প্রভূত শৌর্য্য প্রদর্শন করেন (৪২২ সন)। জননী জন্মভূমির দুর্দ্দিনে তাঁহার জন্য প্রাণদান করিতে তিনি কুণ্ঠিত ছিলেন না; শান্তির সময়েও মন্ত্রণা-সভার সদস্যরূপে তিনি তাঁহার সেবা করিয়াছেন। এই সময়ে একদা ইনি কি বীর্য্য ও ন্যায়-নিষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার "আত্মসমর্থনে" বর্ণিত রহিয়াছে। কিন্তু তিনি রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে দীর্ঘকাল ব্যাপৃত থাকেন নাই; কেন, তাহা তাঁহার আত্মসমর্থন পাঠ করিলেই বুঝিতে পারা যাইবে।

সোক্রাটীসের গার্হস্থ্য জীবন কত বয়সে আরম্ভ হয়, ঠিক জানা যায় না বটে, কিন্তু তিনি যে ত্রিশ বৎসর উত্তীর্ণ হইয়া বিবাহ করিয়াছিলেন, তাহা একপ্রকার নিঃসন্দেহ। গ্রীক দর্শনের ইতিবৃত্ত-লেখক ডিয়গেনীস (Diogenes) ও সুপ্রসিদ্ধ গ্রীক গ্রন্থকার প্লূটার্ক (গ্রীক Plutarchos) একটী প্রবাদ উল্লেখ করিয়াছেন; তদনুসারে সোক্রাটীস দুইবার দার পরিগ্রহ করেন; তাঁহার প্রথমা পত্নীর নাম মুর্টো (Myrto); ইনি পুণ্যশ্লোক স্বদেশ-সেবক আরিষ্টাইডীসের কন্যা ছিলেন। প্রবাদটীর ভিত্তি খুব দৃঢ় নয়; তবে ইহা হাসিয়া উড়াইয়াও দেওয়া যায় না। সোক্রাটীসের দ্বিতীয়া পত্নী ক্ষান্থিপ্পী (Xanthippe, নিলাশ্বিনী); নামটী সম্ভ্রান্তকুলের পরিচায়ক। ক্ষান্থিপ্পী কোপনস্বভাবা ও কলহপরায়ণা নারীরূপে ইতিহাসে অক্ষয়কীর্ত্তি লাভ করিয়াছেন। ইঁহার দুর্জ্জয় ক্রোধ ও নিরীহ স্বামীর প্রতি অযথা অত্যাচার সম্বন্ধে অনেক কৌতুকাবহ গল্প প্রচলিত আছে। গল্পগুলি ডিয়গেনীসের উর্ব্বর মস্তিষ্কপ্রসূত। কিন্তু ক্ষান্থিপ্পী যদি বস্তুতঃই রণচণ্ডী রমণী হইতেন, তাহা হইলেও তাঁহার পক্ষে এইটুকু বলা উচিত, যে স্বামী সংসারের এবং স্ত্রীপুত্রের প্রতি উদাসীন হইয়া সারাদিন পথে পথে ঘুরিয়া বেড়াইলেও অবিচলিত ধৈর্য্য রক্ষা করিয়া সকল ক্লেশ সহিয়া যাইতে পারেন, এমন পত্নী কোন দেশেই একান্ত সুলভ নহেন। প্লেটো বোধ করি একথাটা বুঝিতেন, তাই তিনি কোনখানেই ক্ষান্থিপ্পীকে এমন কৃষ্ণবর্ণে চিত্রিত করেন নাই, যাহাতে তাঁহার প্রতি গভীর অশ্রদ্ধার উদ্রেক হয়; বরং "ফাইডোনে" সোক্রাটীসের শেষ

মুহূর্ত্তের যে বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে, তাহা পড়িয়া মনে হয়, সে পতির প্রতি তাঁহার অকপট প্রেম ছিল। জেনফোন কিন্তু তাঁহার উগ্রস্বভাবের প্রতি কটাক্ষ করিতে ছাড়েন নাই। "সোক্রাটীসের জীবনস্মৃতি" নামক গ্রন্থের দ্বিতীয় ভাগের দ্বিতীয় অধ্যায়ে সোক্রাটীস ও তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্রের যে কথোপকথনটী উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহার আরম্ভটাই এই, যে পুত্র জননীর দুর্দ্দমনীয় ক্রোধ ও মুখরতা সহিতে না পারিয়া পিতার নিকটে অভিযোগ করিতেছেন। (Mem. II. 2) সোক্রাটীসের বন্ধুরা তাঁহার দ্বন্দ্বপ্রিয়া পত্নীকে লক্ষ্য করিয়া যে সময়ে সময়ে তাঁহাকে পরিহাস করিতেন, জেনফোনের "পান-পর্ব্ব" নামক পুস্তকে তাহার আভাস পাওয়া যায়। উহাতে লিখিত আছে, যে কাল্লিয়াসের গৃহে এক বালিকার ব্যায়াম-কৌশল দেখিয়া সোক্রাটীস বলিলেন, "বন্ধুগণ, এই বালিকার ক্রীড়া ও অন্যান্য অনেক বিষয় হইতে স্পষ্টই দেখা যাইতেছে, যে নারীজাতি শারীরিক বল ও উদ্যমে পুরুষদিগের অপেক্ষা হীন হইলেও বুদ্ধিতে তাহাদের অপেক্ষা ন্যূন নহে ; অতএব তোমাদিগের মধ্যে যাহারা বিবাহিত, তাহারা পত্নীকে যাহা ইচ্ছা শিক্ষা দিও ; নিশ্চয় জানিও, যে তাহাতে তোমরা সুফল পাইবে।" কথাটা শুনিয়াই আণ্টিস্থেনীস বলিলেন, "আচ্ছা, সোক্রাটীস, ইহাই যদি তোমার মত হয়, তবে তুমি ক্সান্থিপ্পীকে শিক্ষা দেও না কেন? তাহা না দিয়া তুমি কেন এমন স্ত্রী লইয়া ঘর করিতেছ, যার তুল্য ক্রোধপরায়ণা নারী এক্ষণে ধরাতলে রমণীকুলে বিদ্যমান নাই, কোন দিন ছিল না, এবং কস্মিন্ কালেও থাকিবে না।" সোক্রাটীস উত্তর করিলেন, "কেন, বলিতেছি। যাহারা অশ্বারোহণে দক্ষ হইতে চায়, তাহারা মৃদু-স্বভাব অশ্ব ক্রয় করে না ; তাহারা তেজীয়ান্ ঘোড়াই পছন্দ করে ; কারণ তাহারা জানে, যে এগুলি বশীভূত করিতে পারিলে তাহারা অক্লেশে অন্য সব ঘোড়াই চালাইতে পারিবে। আমিও তেমনি সর্ব্বসাধারণের সহিত আলাপ ও বাস করিতে চাই বলিয়া এই প্রকার রমণীর পাণিগ্রহণ করিয়াছি ; কেন না, আমি বেশ জানি, যে আমি যদি ইঁহার সহিত বাস করিতে পারি, তবে আর সকলের সঙ্গই সহিতে পারিব।" (Symp. II. 9, 10)। সে যাহা হউক, কতকটা

ঘরণীর ভয়ে, কতকটা জীবনব্রত সাধনের জন্য, সোক্রাটীস দিবা রাত্রির অধিকাংশ ঘরের বাহিরেই যাপন করিতেন। তিনি পারিবারিক জীবনের রসাস্বাদনে বঞ্চিত ছিলেন, এবং বোধ হয় সেজন্য বিশেষ লালায়িতও ছিলেন না। না হইবারই কথা। ভারতবর্ষে জন্মগ্রহণ করিলে ইনি সংসারত্যাগী সন্ন্যাসী হইতেন; ইঁহাতে গ্রীক আদর্শ চরম বিকাশ প্রাপ্ত হইয়াছিল বলিয়াই ইনি একাধারে গৃহী ও সন্ন্যাসী ছিলেন। সোক্রাটীস তিনটী পুত্র লাভ করিয়াছিলেন; তাহাদিগের নাম লাম্প্রক্লীস, সোফ্রনিস্কস ও মেনেক্সেনস। এই নামগুলিও প্রমাণ করিতেছে, যে তিনি প্রতিষ্ঠাবান্ পরিবারের পুরুষ ছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর সময়ে জ্যেষ্ঠ পুত্রটীর বয়স পনর কি ষোল ছিল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

জীবন-গতির পরিবর্ত্তন

সোক্রাটীস ইচ্ছা করিলে গৃহধর্ম্ম ও রাষ্ট্রধর্ম্ম পালন করিয়াই তৃপ্ত থাকিতে পারিতেন; কিন্তু যে জীবনের প্রভাব ইয়ুরোপ আজও ভুলিতে পারে নাই, তাহা কিরূপে শুধু আপনাতেই আবদ্ধ থাকিবে? তাই বিধাতার ইঙ্গিতে প্রৌঢ় বয়সে উপনীত হইবার পূর্ব্বেই ইঁহার জীবনে এক মহা পরিবর্ত্তন উপস্থিত হইল। সেই পরিবর্ত্তন-কাহিনী তিনি "আত্মসমর্থনে" নিজেই বর্ণনা করিয়াছেন; তাহার মর্ম্ম প্রদত্ত হইতেছে। একদা তাঁহার অন্যতম সুহৃৎ খাইরেফোন (Chaerephon, বাহ্বাস্ফোটন) ডেল্‌ফিতে (গ্রীক Delphoi) যাইয়া আপলো দেবকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এক্ষণে গ্রীসদেশে সর্ব্বাপেক্ষা জ্ঞানী কে?" দেবতা উত্তর করিলেন, "সোক্রাটীস।" খাইরেফোন আথেন্সে ফিরিয়া আসিয়া সোক্রাটীসকে একথা জানাইলেন। শুনিয়া তিনি নিতান্ত বিস্মিত হইলেন, এবং ভাবিতে লাগিলেন, "দেবতা কেন এরূপ বলিলেন? এই দৈব-বাণীর অর্থ কি? আমি তো নিজে বেশ জানি, যে অল্পই হউক, অধিকই হউক, আমি মোটেই জ্ঞানী নহি; তবে তিনি যে বলিতেছেন, আমি সর্ব্বাপেক্ষা

জ্ঞানী, ইহার তাৎপর্য্য কি? তাৎপর্য্য একটা নিশ্চয়ই আছে, কেন না, তিনি কখনই মিথ্যা কথা বলেন নাই।" অনেক দিন পর্য্যন্ত সোক্রাটীস এই দৈব-বাণীর অর্থ বুঝিতে পারেন নাই; পরিশেষে একান্ত অনিচ্ছা-পূর্ব্বক তিনি ইহার অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলেন, এবং যাহারা আপনাদিগকে জ্ঞানী বলিয়া বিবেচনা করে, একে একে তাহাদিগকে পরীক্ষা করিতে লাগিলেন। রাজনীতি-ব্যবসায়ী, কবি, শিল্পী প্রভৃতি নানা শ্রেণীর লোক পরীক্ষা করিয়া তিনি দেখিতে পাইলেন, যে "যাহাদিগের জ্ঞানের অভাব একেবারে পরিপূর্ণ, তাহারাই জ্ঞানের গর্ব্বে স্ফীত হইয়া ধরাকে সরা জ্ঞান করিতেছে।" তখন তিনি আপনার ও অপর লোকের মধ্যে এই পার্থক্য উপলব্ধি করিলেন—অপর লোকে যাহা জানে না, তাহাও জানে বলিয়া ভাবে; তিনি যাহা জানেন না, তাহা জানেন বলিয়া মনেও করেন না। অন্য প্রকারে বলা যাইতে পারে, সোক্রাটীস জানেন, যে তিনি কিছুই জানেন না; প্রাকৃত জন ইহাও জানে না, যে তাহারা কিছুই জানে না। এই প্রকার পরীক্ষাপরম্পরার মধ্যে দৈববাণীর অর্থ তাঁহার নিকটে সুস্পষ্ট হইয়া উঠিল। তিনি বলিতেছেন—"আমার বিবেচনায় প্রকৃত প্রস্তাবে এক ঈশ্বরই জ্ঞানী; এবং দৈববাণী দ্বারা তিনি বলিতেছেন, যে মানবীয় জ্ঞানের মূল্য অত্যল্প, অথবা কিছুই নহে। * * * যে জানে, যে তাহার জ্ঞানের কোনও মূল্য নাই, সেই সর্ব্বাপেক্ষা জ্ঞানী।" (Apology, 9)। এইরূপে তাঁহার জীবনব্যাপী জিজ্ঞাসা ও পরীক্ষা আরম্ভ হইল।

এখানে পাঠকগণের মনে এই জিজ্ঞাসা উদিত হইতে পারে, যে খাইরেফোন দেবতাকে এমন একটা অদ্ভুত প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে গেলেন কেন? অধ্যাপক টেলর (Taylor) জিজ্ঞাসাটীর এই প্রকার মীমাংসা করিয়াছেন। সোক্রাটীস পূর্ব্ব হইতেই জ্ঞানবিতরণে ব্যাপৃত থাকিয়া জনসমাজে লব্ধপ্রতিষ্ঠ হইয়াছিলেন; এবং তাঁহার অনুবর্ত্তীর সংখ্যাও সামান্য ছিল না; আচার্য্যকে তাহারা যে গভীর ভক্তি করিত, দেবানুমোদন লাভ করিয়া তাহাকে সুদৃঢ় ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করিবার আকাঙ্ক্ষাই খাইরেফোনকে উক্ত প্রশ্ন জিজ্ঞাসায় প্রণোদিত

করিয়াছিল। শিক্ষাদান অভ্যস্ত কর্ম্ম হইলেও ডেল্‌ফির দৈববাণী যে উহাতে নূতন প্রাণ ও নূতন অর্থ সঞ্চারিত করিয়াছিল, তাহাতে অণুমাত্রও সংশয় নাই। উক্ত অধ্যাপকের অনুমান মতে পেলপনীসসের যুদ্ধ আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে—সোক্রাটীসের বয়স তখন চল্লিশ বৎসরের কম ছিল—আপলো ঐ বাণী ঘোষণা করেন।

তৃতীয় অধ্যায়

জীবন-ব্রত

বিধাতা কোন্ সূত্র ধরিয়া সোক্রাটীসের জীবনগতি নির্ণিত করিয়া দিলেন, তাহা উল্লিখিত হইল। এই সময় হইতে জীবনের অবশিষ্ট প্রায় চল্লিশ বৎসর কাল ঈশ্বর ও মানবের সেবা ভিন্ন তাঁহার ভাবিবার ও করিবার আর কিছুই ছিল না। এক্ষণে তাঁহার এই জীবন-ব্রতের কথাই বলা যাইতেছে। কিন্তু তৎপূর্ব্বে সংক্ষেপে বলিয়া রাখি, যে প্লেটোর সুকৌশলী তুলিকায় সোক্রাটীসের যে জীবনালেখ্য চিত্রিত হইয়াছে, তাহাতে তিনটী স্তর দৃষ্ট হয়। প্রথম স্তরে তিনি সত্যানুসন্ধিৎসু জ্ঞানার্থী; দ্বিতীয় স্তরে তথা-কথিত জ্ঞানীদিগের পরীক্ষক, সমালোচক, ভ্রমপ্রদর্শক, 'মোহমুদ্গর'; তৃতীয় স্তরে যুবকগণের উপদেষ্টা ও হিতৈষী সুহৃৎ।

সোক্রাটীসের এই অভিনব জীবনধারার আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলেই ইহার তিনটী লক্ষণ বিশেষভাবে আমাদিগের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। প্রথমতঃ, তিনি সুদীর্ঘকাল অনন্যকর্ম্মা হইয়া জনসাধারণের সহিত তত্ত্বালোচনায় নিযুক্ত ছিলেন, এবং এজন্য তিনি প্রসন্নচিত্তে অশেষ প্রকার দারিদ্র্যের ও অভাবের মধ্যে বাস করিয়া গিয়াছেন। দ্বিতীয়তঃ, তিনি বিশ্বাস করিতেন, যে তিনি জীবনের ছোট বড় সকল কার্য্যেই দৈবাদেশ শুনিতে পান। এই আদেশ বা ইঙ্গিত বা বাণী ইতিহাসে সোক্রাটীসের উপদেবতা (Daemon) নামে আখ্যাত হইয়া থাকে। তৃতীয়তঃ, জ্ঞানের রাজ্যে আলোচ্য বিষয় ও আলোচনার প্রণালী, উভয় সম্বন্ধেই তাঁহার প্রতিভা একেবারে মৌলিক ছিল; সত্যানুসন্ধানে বুভুক্ষার উদ্দীপন ও বিচারশক্তির উন্মেষ সাধন—এই দুই বিষয়ে তাঁহার সমকক্ষ কেহই আজ পর্য্যন্ত জন্ম গ্রহণ করে নাই। একে একে তাঁহার এই তিনটী বিশেষত্ব আলোচিত হইতেছে।

প্রথম পরিচ্ছেদ

লোক-শিক্ষায় আত্মোৎসর্গ

সোক্রাটীস আত্মসমর্থনকালে বলিয়াছিলেন, "আমি কখনও কাহাকেও কোনও প্রকার জ্ঞান শিক্ষা দিই নাই, বা শিক্ষা দিতে প্রতিশ্রুতও হই নাই।" (Apology, 21)। কিন্তু তথাপি তিনি লোকশিক্ষার ব্রতেই আপনাকে পূর্ণরূপে নিয়োগ করিয়াছিলেন। যৌবনের অবসানেই ঈশ্বরের প্রেরণা অন্তরে উজ্জ্বলরূপে উপলব্ধি করিয়া তিনি যে ব্রত গ্রহণ করিয়াছিলেন, সংসারের আর সকল কর্ম্ম হইতে অপসৃত হইয়া জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত একনিষ্ঠ ভাবে তাহা উদ্‌যাপন করিয়া গিয়াছেন। দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বৎসরের পর বৎসর লোকের সহিত কথাবার্ত্তা বলাই তাঁহার একমাত্র কার্য্য ছিল। দিবারাত্রির মধ্যে যখন যেখানে জনসমাগম অধিক, তখন সেইখানেই সোক্রাটীস উপস্থিত। প্রত্যূষে শয্যাত্যাগ করিয়াই তিনি রাজপথে বাহির হইয়াছেন; নগরবাসীরা যে যে স্থানে ভ্রমণ করিতেছে, তিনি সেই সেই স্থানে যাইয়া তাহাদিগের সহিত মিলিত হইয়াছেন। কিছুকালের মধ্যেই বিদ্যালয় ও ব্যায়ামশালাগুলি বালক ও যুবকদলে পূর্ণ হইয়া উঠিল, সোক্রাটীসও তাহাদিগের সহিত বাক্যালাপে মগ্ন হইয়া গেলেন। ক্রমে বেলা বাড়িতে লাগিল, বাজার ও দোকানপাট জনকোলাহলে মুখরিত হইয়া উঠিল; সোক্রাটীস দেখিলেন, তত্ত্বালোচনার মহা সুযোগ উপস্থিত হইয়াছে; তিনি সেখানে যাইয়া যাহাকে পাইলেন, তাহাকে লইয়াই নানা বিষয়ের বিচার আরম্ভ করিয়া দিলেন। তাঁহার দিনগুলি এইরূপে জনসংঘের মধ্যে কাটিয়া যাইত। জ্ঞানালোচনায় তাঁহার নিকটে অধিকারী অনধিকারীর ভেদ ছিল না। যুবক ও বৃদ্ধ, ধনী ও নির্ধন, জ্ঞানী ও অজ্ঞান, পুরুষ ও রমণী, যে-কেহ ইচ্ছা করিলেই অক্লেশে তাঁহার সহিত আলাপ করিতে পারিত। তিনি যখন যাহা বলিতেন, তাহাতে গোপন করিবার কিছুই থাকিত না, সুতরাং তাহা এমন ভাবে বলিতেন, যে উপস্থিত সকলেই তাহা শুনিতে

পায়। তিনি কখনও কাহারও নিকটে বেতন চাহিতেন না; কেহ স্বতঃপ্রণোদিত হইয়া দিতে চাহিলেও তাহা গ্রহণ করিতেন না; তখনকার শিক্ষাব্যবসায়ী সফিষ্টদিগের সহিত তাঁহার এই এক গুরুতর পার্থক্য ছিল। রাজনীতিজ্ঞ, সৈনিক, শিল্পী, শ্রমজীবী, শিক্ষক—ব্যবসায়-ও-সম্প্রদায়-নির্ব্বিশেষে তিনি সকলের সহিত সকল বিষয়েই আলোচনা করিতেন। জ্ঞানালোচনায় তাঁহার দেশকালপাত্রের বিচার ছিল না, এবং তাহাতে তাঁহার কদাপি অরুচি হইত না। এজন্য লঘুচিত্ত লোকেরা তাঁহাকে কত বিদ্রূপ করিত। তিনি যে জ্ঞানচর্চ্চার জন্য দারিদ্র্যকে বরণ করিয়াছিলেন, এবং জ্ঞানদান করিয়া তদ্বিনিময়ে কিছুই গ্রহণ করিতেন না, ইহাতে তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী সফিষ্টেরা অবজ্ঞা করিয়া তাঁহাকে মুখের উপরেই শুনাইয়া দিত, যে তাঁহার বুদ্ধিবিবেচনা কিছুই নাই। অপরের কথায় কাজ কি, অমর ব্যঙ্গ-নাট্যকার আরিষ্টফানীস "মেঘমালা" নামক নাটকে তাঁহাকে কি কদর্য্য ভাষায় পরিহাস করিয়াছেন, একাদশ অধ্যায়ে আমরা তাহা দেখিতে পাইব। তাঁহার এই অহেতুক জ্ঞান-বিতরণের পুরস্কার যে সব সময়ে শুধু গালাগালি বা হাস্যপরিহাসেই নিবদ্ধ থাকিত, তাহাও নয়। এরূপও কথিত আছে, যে তিনি প্রশ্নের উপরে প্রশ্ন করিয়া সকলকে এমনই জ্বালাতন করিয়া তুলিতেন, যে এজন্য এক একদিন উদ্ধত, দুর্ব্বিনীত লোকেরা তাঁহাকে সমূহ লাঞ্ছনা, এমন কি প্রহার পর্য্যন্ত করিত। কিন্তু লোকগঞ্জনা বা বিদ্রূপ বা অত্যাচারের ভয়ে সোক্রাটীস এক মুহূর্ত্তের তরেও জীবনদেবতার নিয়োগ অবহেলা করেন নাই। গুণগ্রাহী প্লুটার্ক যে কথা বলিয়া তাঁহার জ্ঞানপ্রিয়তার প্রশংসা করিয়াছেন, আপনারা তাহা অবধান করুন। প্লুটার্ক বলিতেছেন, "সোক্রাটীস জ্ঞানচর্চ্চায় দেশ কালের অপেক্ষা করিতেন না; তিনি যে শুধু আসনে উপবেশন না করিয়া, এবং শিষ্যগণের সহিত পর্য্যটন ও সৎপ্রসঙ্গের জন্য নির্দ্দিষ্ট সময় না রাখিয়াও তত্ত্বালোচনা করিতে পারিতেন, তাহা নহে; কিন্তু ক্রীড়া, পানাহার, যুদ্ধ, ক্রয়বিক্রয়, এমন কি কারাবাস ও বিষপান—সকল অবস্থাই তাঁহার জ্ঞানানুশীলনের পক্ষে প্রশস্ত ছিল; তিনি প্রতিপন্ন করিয়াছেন, যে মানুষের জীবন সর্ব্ব

কালে, সর্ব্ব বয়সে, সকল প্রবৃত্তি ও কর্ম্মের মধ্যে, সর্ব্বত্র জ্ঞানালোচনার উপযোগী।" (Whether an aged Man Ought to meddle in state affairs, 26)।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

দৈবাদেশ—জ্ঞানপ্রচারে ধর্ম্মপ্রচার

সোক্রাটীস বিচারালয়ে স্পষ্টাক্ষরে বলিয়াছিলেন, "আমি বুঝিয়াছিলাম ও বিশ্বাস করিয়াছিলাম, যে ঈশ্বর আমাকে জ্ঞানান্বেষণে, এবং আপনার ও অপরের পরীক্ষায় জীবন যাপন করিতে নিয়োগ করিয়াছেন।" (Apology, 17)। অতএব তিনি জ্ঞান-বিস্তারের শ্রমকে ধর্ম্মসাধনেরই একটী অঙ্গ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন। বর্ত্তমান কালেও সচরাচর লোকে শিক্ষাদানকে একটী সামান্য সাংসারিক কার্য্য বলিয়া বিবেচনা করে; কিন্তু উহাকে অতি মহৎ, পবিত্র ও অবশ্যপালনীয় ধর্ম্মাচরণরূপে না দেখিলে কি কোনও ব্যক্তি উহার জন্য প্রাণ দিতে পারে? তাই তিনি মরণের তিমিরময় পথ-প্রান্তে উপনীত হইয়াও বিচারকগণকে বলিতে পারিয়াছিলেন, "হে আথীনীয়গণ, আমি তোমাদিগকে শ্রদ্ধা করি ও ভালবাসি; কিন্তু আমি তোমাদিগের অপেক্ষা বরং ঈশ্বরেরই অনুগামী হইব; যতদিন আমার নিঃশ্বাস বহিবে ও দেহে সামর্থ্য থাকিবে, ততদিন আমি জ্ঞানান্বেষণে এবং তোমাদিগকে শিক্ষাদান ও সৎপথ প্রদর্শন করিতে বিরত হইব না।" (Apology, 17)। ফলতঃ একথা বলিলে একটুকুও অতিরঞ্জন হইবে না, যে ধর্ম্মসাহিত্যে প্রেরিত (apostle) বা প্রচারক (missionary) বলিতে যাহা বুঝায়, সোক্রাটীস ঠিক তাহাই ছিলেন। ইংরেজ ঐতিহাসিক গ্রোটের (Grote) কথায় বলা যাইতে পারে, এই ধর্ম্মপ্রচারক দর্শনের আলোচনা ও প্রচারকেই আপনার জীবনব্রত বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন। জ্ঞান-চর্চ্চায় এই ধর্ম্মানুগত ভাব তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী পার্মেনিডীস ও আনাক্সাগরাস এবং পরবর্ত্তী প্লেটো ও আরিষ্টটল প্রভৃতি প্রাচীন দার্শনিক হইতে তাঁহাকে স্বাতন্ত্র্য দান করিয়াছে।

আর একটী বিষয়ে তাঁহার স্বাতন্ত্র্য ইহা অপেক্ষাও সুস্পষ্ট ও সর্ব্বজন-বিদিত। দৈবাদেশ পাইয়া নূতন পথে যাত্রা আরম্ভ করিলেই কেহ সেই পথে আমরণ অবিচ্ছেদে চলিতে পারে না। একজন সরলপ্রাণ-ব্যক্তি কোনও শুভ মুহূর্ত্তে ইষ্টদেবতার বাণী শুনিয়া কঠিন কর্ত্তব্যভার মাথা পাতিয়া গ্রহণ করিতে পারে ; কিন্তু দেবতা যদি এক দিন অন্তরে প্রেরণা দিয়াই নীরব হন, তবে তাঁহার সেবক কোন্ ভরসায় সেই কর্ত্তব্যপালনে তিল তিল করিয়া আপনাকে ক্ষয় করিবে? সোক্রাটীস নিয়ত দৈববাণী শুনিতে পাইতেন। কোন্ কর্ম্ম করণীয়, কোন্ কর্ম্ম অকরণীয়, কোন্ ঘটনা শুভ, কোন্ ঘটনা অশুভ, কখন কি বলিতে হইবে, কি না বলিতে হইবে—এ সকলই তিনি দৈব ইঙ্গিতের সাহায্যে স্থির করিতেন। এই প্রেরণা সম্বন্ধে তিনি এমন নিঃসংশয় ছিলেন, যে তিনি কাহারও নিকটে এ তত্ত্বটী গোপন করিতেন না ; তাঁহার পরিচিত সকলেই জানিত, যে তিনি আপনাকে সত্যসত্যই দৈবানুগৃহীত বলিয়া বিশ্বাস করেন। ইহা হইতেই পরে তাঁহার বিরুদ্ধে এই একটী অভিযোগের উৎপত্তি হইয়াছিল, যে তিনি এক নব দেবতার সৃষ্টি করিয়াছেন।

দৈববাণীর বিবিধ ব্যাখ্যা।

কিন্তু তাঁহার নিত্যসঙ্গী এই দৈববাণীটী যে কি, তৎসম্বন্ধে বিস্তর মতভেদ রহিয়াছে। সোক্রাটীস নিজে ইহাকে কায়া প্রদান করেন নাই। তিনি "আত্মসমর্থনের" একস্থলে বলিতেছেন, "আমি আজীবন দৈব ইঙ্গিত পাইয়া আসিতেছি ; এতদিন উহা নিয়তই আমার সঙ্গে সঙ্গে থাকিত, এবং আমি যদি অতি তুচ্ছ বিষয়েও অন্যায় করিতে উদ্যত হইতাম, তবে প্রতিবাদ করিত।" (Apology, 31)। এই উক্তি হইতে আমরা দেখিতে পাইতেছি, যে প্লেটোর মতে সোক্রাটীসের দৈববাণী নিবর্ত্তকরূপে তাঁহাকে পরিচালিত করিত, কখনও কোনও কার্য্যে তাঁহাকে প্রবর্ত্তিত করিত না। "থেয়াগীস" নামক প্রবন্ধেও উপদেবতা "অন্তর্যামী" বা নিষেধকারী বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। উহাতে সোক্রাটীস বলিতেছেন, "এই বাণী যখনই আবির্ভূত হয়, তখনই আমি যাহা করিতে যাইতেছি,

তাহা হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইবার জন্য আমাকে ইঙ্গিত করে, কিন্তু কখনও কিছু করিতে প্ররোচিত করে না।” (Theag. 128)। কিন্তু জেনফোন “সোক্রাটীসের জীবন-স্মৃতিতে” লিখিয়াছেন, যে সোক্রাটীস যেমন দৈবাদেশে অবৈধ কর্ম্ম হইতে প্রতিনিবৃত্ত থাকিতেন, তেমনি উহার অধীন হইয়াই শুভ কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইতেন ; শুধু তাহাই নহে ; অনেক সময়ে দেবতার ইঙ্গিত পাইয়া তিনি বন্ধুবান্ধবকেও পূর্ব্বেই বলিয়া দিতেন, তাঁহারা কোন্ কর্ম্ম হইতে শুভ ও কোন্ কর্ম্ম হইতে অশুভ ফল লাভ করিবেন। (Mem. I. 1. 4; IV. 8. 1.)। সোক্রাটীসের দুই শিষ্যের মধ্যেই যখন এ সম্বন্ধে মতভেদ বিদ্যমান, তখন পরবর্ত্তী লেখকেরা যে নানা জনে নানা কথা বলিবেন, তাহাতে আর বৈচিত্র্য কি? কয়েকটী মত এখানে উল্লিখিত হইতেছে। প্লুটার্ক “সোক্রাটীসের উপদেবতা” নামক প্রবন্ধে সমস্যাটীর একটা মীমাংসা প্রদান করিয়াছেন। “সোক্রাটীসের উপদেবতা কি?”— এই প্রশ্নের উত্তরে একজন বলিলেন, “ওটা হাঁচি বই আর কিছুই নয়; সোক্রাটীস হাঁচি, টিক্‌টিকি মানিতেন, তাহাকেই উপদেবতা নাম দিয়াছেন।” এ কথার প্রতিবাদ করিয়া অন্য এক ব্যক্তি বলিলেন, “তাহা হইতেই পারে না। সোক্রাটীসের ন্যায় সত্যনিষ্ঠ, সরলপ্রাণ, মহানুভব ব্যক্তি যে নিজের খেয়াল, আত্মম্ভরিতা বা বুজরুকি উপদেবতা বলিয়া প্রচার করিবেন, তাহা কখনও সম্ভবপর নয়। আর তিনি বিনা বিচারে, বুদ্ধিবিবেচনা বিসর্জ্জন দিয়া হঠকারীর মত কোনও কার্য্য করিতেন না; তিনি ধীর ভাবে চিন্তাপূর্ব্বক একবার যে সংকল্প স্থির করিতেন, তাহা কদাপি বিচলিত হইত না। সুতরাং তিনি হাঁচি, টিক্‌টিকি গ্রাহ্য করিতেন, তাহাও বিশ্বাস করি না।” অতএব প্লুটার্কের সিদ্ধান্ত এই, যে এক উপদেবতা (Daemon) অর্থাৎ দেব ও মানবের মধ্যবর্ত্তী কোনও আত্মা সোক্রাটীসের নিত্যসহচর ছিলেন; সোক্রাটীস তাঁহাকে দেখিতে পাইতেন না, কিন্তু তাঁহারই বাণী শুনিতে পাইতেন। (Socrates's Daemon, 10, 11, 20)। সোক্রাটীসের অন্যান্য প্রাচীন ভক্তেরাও এই মতের পক্ষপাতী। আবার খৃষ্টীয় ধর্ম্মের ইতিহাসে যাঁহারা পিতৃগণ (Fathers) বলিয়া পরিচিত, তাঁহাদিগের মতে

সোক্রাটীসের পরিচালক ছিলেন মানবের চিরশত্রু এক অপদেবতা (a devil)। লা ক্লেয়ার (Le Clerc) ইঁহাদিগের অপেক্ষা একটু নরম সুরে বলিয়াছেন, যে দেবগণ ঈশ্বরের চরণে অপরাধ করিয়া স্বর্গ হইতে বিতাড়িত হইয়াছিলেন, সোক্রাটীসের উপদেষ্টা সেই শাপভ্রষ্ট দেবতাদিগেরই একজন। কোন কোন আধুনিক ভাষ্যকারের মতে সোক্রাটীসের দৈববাণী তাঁহার একটা বিনয়ের ভাণ বই আর কিছুই নয়। ফরাসী লেখক লেলু (Lelut) সোজা কথায় বলিয়া দিয়াছেন, সোক্রাটীস পাগল ছিলেন; তিনি মোহের নেশায় সত্য সত্যই বিশ্বাস করিতেন, যে তিনি একটা বাণী শুনিতে পান। তবে কিনা, তিনি সাধারণ শ্রেণীর পাগল ছিলেন না; লেলু তাঁহাকে লুথার, পাস্কাল, রুসো প্রভৃতির দলে স্থান দিয়াছেন। গ্রীক দর্শনের ইতিবৃত্ত-লেখক জর্ম্মণদেশীয় পণ্ডিত জেলার (Zeller) এই প্রশ্নটীর বিস্তারিত আলোচনা করিয়াছেন। তিনি যাহা লিখিয়াছেন, তাহার সারাংশ প্রদত্ত হইতেছে। যাঁহারা মনে করেন, যে সোক্রাটীস কোনও দেবাত্মা বা প্রেতাত্মার বাণী শ্রবণ করিতেন, তাঁহারা ভ্রান্ত। তিনি বিশ্বাস করিতেন, দৈববাণী, স্বপ্ন ও অন্যান্য অনেক উপায়ে ঈশ্বরের বিধি ও অভিপ্রায় মানবের নিকটে প্রকাশিত হয়। (Xen., Mem. I. 1; Plato, Apology, 22)। তিনি সঙ্গে সঙ্গে ইহাও বলিতেন, যে মানুষ আপনার বুদ্ধিবৃত্তি পরিচালনা করিয়া নিজেই যে বিষয়ের মীমাংসা করিতে পারে, তাহার জন্য দৈবাদেশের প্রতীক্ষা করা উচিত নহে। সুতরাং দেখা যাইতেছে, যে জ্ঞানালোচনার ক্ষেত্রে দৈববাণী নীরব। উহা তবে কি? উহা বিবেকের বাণী নহে। কেন না, বিবেক ফলাফল বিচার না করিয়া শ্রেয়ঃ ও প্রেয়ঃ, এই দুইয়ের কোন্‌টীকে গ্রহণ করিতে হইবে, তাহাই বলিয়া দেয়; কিন্তু সোক্রাটীসের দৈববাণী ফলাফলের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া তাঁহাকে পরিচালিত করিত। তা'ছাড়া, যদি দৈববাণী ও বিবেকবাণী এক হইত, তবে সোক্রাটীস তাহা লইয়া সময়ে সময়ে পরিহাস করিতেন না। অতএব জেলারের সিদ্ধান্ত এই, যে কোন্ কর্ম্মটী উচিত, কোন্ কর্ম্মটী অনুচিত, সোক্রাটীস তাহা বিনা বিচারে আপনার অন্তরে উজ্জ্বলরূপে অনুভব করিতেন। এই ঔচিত্যবোধই ছিল তাঁহার দৈববাণী।

উহা সকল ক্ষেত্রেই তাঁহার সহায়তা করিত। কোন কর্ম্ম হয় তো বিবেক-বিরুদ্ধ; কোন কর্ম্মের ফল হয় তো নিমেষে মনশ্চক্ষুতে অশুভ বলিয়া দেদীপ্যমান হইয়া উঠিয়াছে; কোনও কর্ম্মে হয় তো স্বতঃই অরুচি হইতেছে। এ সমুদায় স্থলেই এই ঔচিত্যবোধ তাঁহার পরিচালক। এই অর্থেই জর্ম্মণ পণ্ডিত হার্ম্মাণ (Hermann) সোক্রাটীসের উপদেবতাকে "ব্যক্তিগত সুবিবেচনার অন্তঃস্থবাণী" (the inner voice of individual tact) বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। কোন কোনও ইংরেজ লেখকের মতও প্রায় এইরূপ। তাঁহারা শ্লায়ারমাকারের (Schleirmacher) পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া বলেন, যে কোনও স্থলে কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যের সমস্যা উপস্থিত হইলেই সোক্রাটীস বিদ্যুৎচমকের মত এমন ত্বরিতগতিতে তাহার মীমাংসা করিতে পারিতেন, যে এই মীমাংসার হেতু খুঁজিয়া না পাইয়া তিনি ভাবিতেন, দৈববাণীই তাঁহাকে সমস্যাটীর সমাধান করিয়া দিয়াছে। বিয়েনা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব্ব অধ্যাপক গম্পার্টস্ (Gomperz) এই কথাটাই অন্য রকম করিয়া বলিয়াছেন। তিনি বলেন, যে মানুষের আত্মা দুই প্রকারে ক্রিয়া করে; একটা তাহার জ্ঞানগোচর; আর একটা জ্ঞানের অগোচর। সোক্রাটীসের আত্মাও তাঁহার জ্ঞানের অন্তরালে থাকিয়া তাঁহাকে কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য বলিয়া দিত। তাঁহার দৈববাণী বিবেকবাণীও নয়, ঈশ্বরের সহিত নিত্যযোগের ফলও নয়, উহা একজাতীয় সহজ সংস্কার (instinct)। এই পল্লবিত আলোচনার মূলে একটী বিষয় লক্ষ্য করিবার আছে। আমাদিগের বোধ হয়, ঈশার শিষ্য ভিন্ন অপর কেহ মহাজ্ঞানী হইলেও সাক্ষাৎভাবে ঈশ্বরের বাণী শুনিতে পায় না, এই বিশ্বাস পোষণ করিয়াই পাশ্চাত্য লেখকেরা এত গোলে পড়িয়াছেন। ভারতীয় ধর্ম্মশাস্ত্রে দৈববাণী-শ্রবণের কাহিনী এত ভূরি ভূরি রহিয়াছে, যে আমাদিগের পক্ষে একথাটা বুঝিতে ও স্বীকার করিতে কোনই বাধা নাই, যে সোক্রাটীস যে বাণীর নিকটে আত্মসমর্পণ করিয়াছিলেন, তাহা ঈশ্বরেরই বাণী।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

জ্ঞানচর্চ্চায় মৌলিকতা—ধর্ম্মনীতির প্রতিষ্ঠা

এক্ষণে সোক্রাটীস মানবের চিন্তারাজ্যে কি যুগান্তর উপস্থিত করিয়াছিলেন, আমরা তাহারই আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতেছি।

রোমের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বাগ্মী ও সাহিত্যিক কিকেরো (Cicero) বলিয়াছেন, "সোক্রাটীস দর্শনশাস্ত্রকে নভোমণ্ডল হইতে ভূতলে আনয়ন করিয়াছেন।" (Tusc. Quest. V. 4)। কথাটার মধ্যে গভীর তাৎপর্য্য আছে।

সোক্রাটীসের পূর্ব্ববর্ত্তী দার্শনিকেরা জগত্তত্ত্বের আলোচনায় ব্যাপৃত ছিলেন। এই বিশ্বের মূল কি, ইহার উপাদান কি, পদার্থ কিরূপে সৃষ্ট হইল, কিরূপে স্থিতি করিতেছে, কিরূপে ক্ষয় হইতেছে, কিরূপে ধ্বংস পাইতেছে, এই সকল প্রশ্নের বিচারেই তাঁহাদিগের মনোযোগ নিবদ্ধ ছিল। কেহ বলিলেন, জগৎপ্রপঞ্চের মূল জল (থালীস); কেহ বলিলেন, অগ্নি (হীরাক্লাইটস); কেহ বলিলেন, বায়ু (আনাক্সিমেনীস)। আবার কেহ বলিলেন, সৎপদার্থ এক, অনাদি, অবিনাশী ও গতিহীন (পার্মেনিডীস); কেহ বলিলেন, সৎপদার্থ বহু ও সততসঞ্চরমাণ (আনাক্সাগরাস, লেয়ুকিপ্পস)। একমতে পদার্থসমূহের উৎপত্তি ও বিলয় নাই (এলেয়া-প্রস্থান); অপরমতে উহারা চঞ্চল, নিত্যপরিবর্ত্তনাধীন (হীরাক্লাইটস)। সুতরাং ইঁহারা প্রাকৃতিক বিজ্ঞান (Physics) ও পদার্থতত্ত্বের (Metaphysics) ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত করিয়া গেলেন, তাহার অতিরিক্ত আর কিছুই করিতে পারিলেন না। সোক্রাটীস যৌবনকালে এই দুইটী শাস্ত্র যথারীতি অধ্যয়ন করিয়াছিলেন, কিন্তু ইহা তাঁহাকে তৃপ্তি দিতে পারে নাই; কেন না, তিনি বুঝিয়াছিলেন, এই সকল তত্ত্বের আলোচনা নিষ্ফল; কারণ, এতদ্দ্বারা নিঃসংশয় জ্ঞানে উপনীত হওয়া মানববুদ্ধির সাধ্যাতীত; তা' ছাড়া, উহা সেকালের পক্ষে অনেক পরিমাণে অনুপযোগী হইয়া পড়িয়াছিল। আথেন্স তখন একটা সমৃদ্ধ ও প্রতাপশালী

সাম্রাজ্যের রাজধানী। আথেন্সে তখন গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত; সুতরাং রাষ্ট্রের শাসনসংরক্ষণ, যুদ্ধবিগ্রহ, ব্যবসায়বাণিজ্য প্রভৃতি সম্বন্ধে যখন যে সমস্যা উপস্থিত হয়, জনসাধারণই তাহার মীমাংসা করে। এই সকল প্রশ্নের সমাধান করিবার জন্য আথীনীয়েরা প্রতিনিয়ত সভাসমিতিতে মিলিত হইতেছে; শুধু তাহাই নহে; আলোচনার ফলে যাহা স্থির হইবে, তাহা তাহাদিগকেই কার্য্যে পরিণত করিতে হইবে। অতএব কিসে এই নিখিলবিশ্বের উৎপত্তি হইল, সৎপদার্থ এক, না বহু, অসৎ মননের বিষয় হইতে পারে কি না—এইপ্রকার প্রশ্ন তাহাদিগের পক্ষে একান্ত প্রয়োজনীয় ছিল না; কেন না, এইসকল প্রশ্নের সদুত্তর দিতে না পারিলেও তাহাদিগের জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ সুকঠিন হইয়া উঠিত না। ইহার উপরে তাহাদিগের জীবনমরণ নির্ভর করিত না; কিন্তু এই যুদ্ধটা ঘোষণা করা ঠিক হইবে কি না, এই সন্ধিটায় সম্মতি দেওয়া কর্ত্তব্য কি না, এতদনুরূপ প্রশ্ন আর ঠেলিয়া দূরে ফেলিবার উপায় ছিল না; এগুলি অহরহ তাহাদিগের মনের দ্বারে আঘাত করিত, তাহাদিগের সুখদুঃখ, সম্পদ্‌বিপদ্‌ অতি ঘনিষ্ঠ ভাবেই এগুলির সহিত জড়িত ছিল। সুতরাং এইকালে আথীনীয়দিগের ভাবিবার ও শিখিবার বিষয় ছিল, ন্যায় কি? অন্যায় কি? শ্রেষ্ঠ কি? অশ্রেষ্ঠ কি? কর্ত্তব্য কি? অকর্ত্তব্য কি? পূর্ব্বাচার্য্যগণ এসকল প্রশ্ন উত্থাপন করেন নাই। সোক্রাটীস তাই নিরর্থক পদার্থতত্ত্বানুসন্ধান হইতে মানবীয় ব্যাপারের প্রতি জনগণের মনোযোগ আকর্ষণ করিলেন। তিনি বলিলেন, "আপনাকে জান; মানুষই মানুষের প্রকৃত অধ্যয়নীয় বিষয়।" এই বাক্য দ্বারা ধর্ম্মনীতির বীজ উপ্ত হইল।

আথীনীয়েরাও তখন এমন শিক্ষা চাহিত, যাহা তাহাদিগকে রাষ্ট্রীয় জীবন যাপনের উপযোগী করিয়া গঠন করিবে; দেশের সেবায় দক্ষ করিয়া তুলিবে; কিংবা জনসাধারণের চিত্তে প্রভাব বিস্তার করিয়া মান্যগণ্য ও যশস্বী হইবার পথ সুগম করিয়া দিবে। তর্কশক্তি ও বাক্‌পটুতা এই শিক্ষার অপরিহার্য্য অঙ্গ ছিল। কেন না, যে দেশে রাষ্ট্রের যাবতীয় ক্ষমতা জনসাধারণের হাতে, যেখানে প্রকাশ্য সভায় তাঁহাদিগকে

সকল কথা বুঝাইয়া দিতে না পারিলে ও প্রতিবাদকারীর আপত্তি উপস্থিত-মত খণ্ডন না করিলে রাষ্ট্রসংক্রান্ত কিছুই করিবার উপায় নাই, সে দেশে তর্কে সুদক্ষ ও বাগ্মিতায় জনমনোমোহন না হইলে কেহই কোন ক্ষমতা লাভ করিতে পারে না। শুধু তাহাই বা বলি কেন; যদিচ ইহা খুবই সত্য, যে অনেকগুলি গুণের সমবায় না ঘটিলে কেহই জননায়কপদ লাভ করিতে পারে না, তথাপি ইহাও কাহারও অবিদিত নয়, যে বাক্‌পটুতার সহিত মিলিত না হইলে এইসকল গুণ প্রায়ই সাফল্য দান করিতে পারে না; এমন কি, মণিকাঞ্চনযোগের মত প্রকৃত কার্য্যদক্ষতা ও বাগর্থপ্রতিপত্তির যোগ এতই দুর্লভ, যে আধুনিক সুসভ্য দেশসমূহেও প্রাকৃতজন বাক্য-সম্পদ্‌কেই আধ্যাত্মিক সম্পদ্‌ বলিয়া ভুল করিয়া বসে। এই জন্যই দেখিতে পাওয়া যায়, যে এই সকল দেশে রাজনৈতিক সংগ্রামে শাণিত-ক্ষুরধারসম রসনা একটী অমোঘ অস্ত্র। সেকালে আথেন্সে যে সকল যুবক অন্তরে উচ্চাকাঙ্ক্ষা পোষণ করিত, তাহারা আগে ভাবিত, রসনাটীকে কিরূপে চটুল ও লীলাপটু করিতে হয়। এই সাধনায় তাহাদিগের সহায় ছিলেন সফিষ্টেরা; কেন না, তখন গ্রীসে শিক্ষাদানের ভার তাঁহাদিগেরই হস্তে ন্যস্ত ছিল। এই প্রসঙ্গে ইঁহাদিগের একটু পরিচয় দেওয়া প্রয়োজন।

চতুর্থ অধ্যায়

সফিষ্টগণ

"সফিষ্ট" (Sophistēs) কথাটী "সফস" (sophos) অর্থাৎ "জ্ঞানী" শব্দ হইতে ব্যুৎপন্ন হইয়াছে ; সুতরাং প্রথমে উহা ভাল অর্থেই ব্যবহৃত হইত। কবি, দার্শনিক, কলাবিৎ—যিনি যে ক্ষেত্রে অসামান্য কৃতিত্ব প্রদর্শন করিতেন, তিনিই "সফিষ্ট" বা "জ্ঞানী" বলিয়া অভিহিত হইতেন। ক্রমে পঞ্চম শতাব্দীতে উহা একটা নিন্দাসূচক বাক্যে পরিণত হইল ; তাহার কয়েকটা কারণ নির্দ্দেশ করা যাইতেছে। প্রথমতঃ, সফিষ্টেরা বিশ্বতত্ত্বের আলোচনা করিতেন ; প্রাচীনতন্ত্রের রক্ষণশীল লোকেরা তাহা পছন্দ করিতেন না ; কেন না, জ্ঞানের রাজ্যে যে মানুষের পক্ষে বর্জ্জনীয় কিছুই নাই, তাঁহারা ইহা মানিতেন না। তৎপরে, কেহ কোনও প্রকার শ্রমসাধ্য কর্ম্ম, বিশেষতঃ জ্ঞানদান করিয়া অর্থোপার্জ্জন করিলে গ্রীকেরা তাহাকে বড়ই অশ্রদ্ধা করিত ; সফিষ্টেরা শিক্ষা বিতরণ করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেন ; এজন্য তাঁহারা জনসমাজের বিরাগভাজন ছিলেন। তৃতীয়তঃ, অনেকের এমন সাধ্য ছিল না, যে উপযুক্ত বেতন দিয়া ইঁহাদিগের নিকটে শিক্ষালাভ করে। যাহারা শিক্ষায় বঞ্চিত থাকিত, তাহারা বিচারালয়ে, রাজকার্য্যে ও অন্যান্য স্থলে পদে পদে অসুবিধা ভোগ করিত ; কাজেই তাহারা সফিষ্টদিগকে দেখিতে পারিত না। পরিশেষে, সফিষ্টদিগের যে অপবাদ ও অখ্যাতি আজিও ইতিহাসের পত্রে পত্রে দুরপনেয় হইয়া রহিয়াছে, প্লেটোর অমর তুলিকার অপরূপ চিত্রাঙ্কনই তাহার প্রধান কারণ। তাঁহার অজস্র, সরস পরিহাসের ফলেই এখন "সফিষ্ট" বলিতে লোকে কুতার্কিক, জ্ঞানাভিমানী, পণ্ডিতমন্যমান, বাক্যবিশারদ প্রভৃতি বুঝিয়া থাকে। তবে এস্থলে বলা উচিত যে, স্বয়ং প্লেটো, তাঁহার গুরু সোক্রাটীস ও শিষ্য আরিষ্টটল, এমন কি মহর্ষি ঈশা পর্য্যন্ত কাহারও না কাহারও কৃপায় "সফিষ্ট" আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছেন।

আমরা প্রথম খণ্ডের পঞ্চম অধ্যায়ে যে শিক্ষাপদ্ধতি বর্ণনা করিয়াছি, পঞ্চম শতাব্দীর আথেন্সের পক্ষে তাহা পর্য্যাপ্ত ছিল না। তাহাতে যে যে অভাব ছিল, তাহার পূরণের প্রয়োজনবশেই সফিষ্টদিগের আবির্ভাব হইয়াছিল। ইঁহারা পরিব্রাজক আচার্য্য ছিলেন; নগরে নগরে ভ্রমণ করিয়া যুবকগণকে শিক্ষাদান করাই ইঁহাদিগের জীবনের প্রধান কার্য্য ছিল। প্রাকৃতিক বিজ্ঞান, পদার্থতত্ত্ব, ভূগোল, জ্যোতিষ, কাব্য, ব্যাকরণ, অলঙ্কার—সকল বিষয়েই ইঁহারা শিক্ষা দিতেন; তবে রাষ্ট্রনীতি ও ধর্ম্মনীতিই অধ্যেতব্য বিষয়সমূহের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় বলিয়া বিবেচিত হইত। ইঁহাদিগের অনেকে তৎকালের যাবতীয় বিদ্যা আয়ত্ত করিয়াছিলেন। সফিষ্টেরা জ্ঞানবিতরণের ব্যবসায় অবলম্বন করিয়া বিদেশে বাস করিতেন, এবং সরকার হইতে কোনও প্রকার সাহায্য পাইতেন না, সুতরাং ইঁহাদিগকে আত্মচেষ্টায় জীবনে সিদ্ধিলাভ করিতে হইত। ইঁহারা অনেকেই যে প্রখর বুদ্ধি, গভীর জ্ঞান ও শিক্ষাদানের নৈপুণ্যের গুণে অর্থে ও প্রতিপত্তিতে জনসমাজে অগ্রগণ্য হইয়াছিলেন, তাহার প্রমাণস্বরূপ প্রোটাগরাস, প্রডিকস ও গর্গিয়াসের নাম করিলেই যথেষ্ট হইবে। সফিষ্টেরা গ্রীসে জ্ঞানচর্চ্চার (culture) ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত করেন। সত্য ও ন্যায়, সাম্য ও স্বাধীনতা প্রভৃতি সম্বন্ধে প্রোটাগরাস ও অন্যান্য আচার্য্যগণের উপদেশ অতি মূল্যবান্। "ঈশ্বর প্রত্যেক মানুষকেই স্বাধীনতার অধিকারী করিয়া সৃজন করিয়াছেন; প্রকৃতি কাহাকেও দাসত্বে নিয়োজিত করে নাই"—গ্রীক দর্শনের এই শ্রেষ্ঠ উক্তিটী প্লেটো বা আরিষ্টটলের লেখনী হইতে নিঃসৃত হয় নাই; উহা একজন সফিষ্টেরই বাণী। প্রাদেশিক সঙ্কীর্ণতা পরিহার করিয়া সমগ্র গ্রীক জাতিকে স্বজন বলিয়া প্রীতি করিতে হইবে, এই উদার ঐক্যবোধটীও সফিষ্টেরাই জনসমাজে উদ্দীপিত করিয়া রাখিয়াছিলেন।

আমরা সফিষ্টদিগের পক্ষে যতটা বলিবার ছিল, বলিলাম; কিন্তু কয়েকজন প্রখ্যাত লোকের জীবনী দ্বারা একটা সম্প্রদায়ের সাধারণ প্রকৃতি ও গুণাগুণ নির্ণিত হয় না। সফিষ্টদিগের দ্বারা যদি দেশের কিছুমাত্র অপকার না হইত, তবে তাঁহাদিগের সহিত সোক্রাটীসের সংঘর্ষ ঘটিত না।

পঞ্চম শতাব্দীর আথেন্সে বাক্‌পটুতার কি সমাদর ছিল, তাহা পূর্ব্বে বর্ণিত হইয়াছে। সফিষ্টগণ অবশ্যই এমন কথা বলিতেন না, যে শিষ্যগণকে বাক্যবিশারদ করিয়া তোলাই তাঁহাদিগের প্রধান কাজ। তাঁহারা বলিতেন, তাঁহাদিগের ব্যবসায়ের লক্ষ্য লোককে ধর্ম্ম (aretē) শিক্ষা দেওয়া। কিন্তু ধর্ম্ম বলিতে তাঁহারা বুঝিতেন, রাষ্ট্র ও পরিবার পরিচালনের শক্তি। সুতরাং তাঁহারা যে শিক্ষা দিতেন, কার্য্যতঃ তাহা তর্ক-ও-বক্তৃতা-শক্তির বিকাশেই কেন্দ্রীভূত হইয়া পড়িয়াছিল। অনেকে তর্কবলে মিথ্যাকে সত্য ও কৃষ্ণকে শ্বেত বলিয়া প্রতিপন্ন করিয়া অত্যন্ত গৌরব বোধ করিতেন; এবং বিচারে পারিয়া না উঠিলে চীৎকার করিয়া ও গালাগালি দিয়া প্রতিপক্ষকে জব্দ করিতেও কুণ্ঠিত হইতেন না। বিশেষতঃ তাঁহারা শিক্ষাদান করিয়া বেতনস্বরূপ প্রচুর অর্থ গ্রহণ করিতেন, এজন্য কেবল ধনশালী লোকের সন্তানেরাই তাঁহাদিগের শিষ্য হইতে পারিত। কিরূপে রাষ্ট্র মধ্যে খ্যাতি ও ক্ষমতায় সকলের শীর্ষস্থানীয় হওয়া যায়, তাহারা অধিকাংশ কেবল সেইদিকেই লক্ষ্য রাখিত। শিষ্য যাহা প্রয়োজনীয় মনে করিত, গুরু তাহাই শিখাইতেন, তাহার অধিক ভাল মন্দ কিছুই বলিতে চাহিতেন না। কিন্তু যাঁহারা জনসমাজের শিক্ষার ভার গ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহারা যদি গতানুগতিকের মত যাহা লোকে মানিয়া আসিতেছে, কেবল তাহা শিক্ষা দিয়াই সন্তুষ্ট থাকেন; তাঁহারা যদি অসত্য ও অন্যায়কে নির্দ্দয়রূপে আক্রমণ করিতে ভয় পান; তাঁহারা যদি শিষ্যের মনে প্রবল সত্যানুরাগ সঞ্চার করিয়া তাহাকে স্বাধীন ভাবে ধর্ম্মে প্রতিষ্ঠিত থাকিতে সমর্থ না করেন; তবে তাঁহাদিগের শিক্ষার সাহায্যে দেশ কখনও শক্তিশালী ও শ্রীসম্পন্ন হইতে পারে না। মানবের আত্মাকে অজ্ঞানতার বন্ধন হইতে মুক্তি দিয়া আত্মপ্রতিষ্ঠ করিয়া দেওয়াই শিক্ষার মুখ্য উদ্দেশ্য; যে শিক্ষকগণ এই উদ্দেশ্য ভুলিয়া যান, তাঁহারা কি কদাপি কোনও জাতিকে ধ্বংসের পথ হইতে বাঁচাইতে পারেন? সফিষ্টেরা পবিত্র শিক্ষাব্রত গ্রহণ করিয়াও এই মহোদ্দেশ্য ভুলিয়া গিয়াছিলেন। তাই প্লেটো "সাধারণতন্ত্র" (The Republic) নামক গ্রন্থে তাঁহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া এই কঠোর কথাগুলি বলিয়াছেন।

"একদল বেতনভুক্ লোক আছে, অর্থোপার্জ্জন করাই তাহাদিগের মুখ্য উদ্দেশ্য। জনসাধারণ তাহাদিগকে 'সফিষ্ট' নাম দিয়াছে; তাহারা তাহাদিগকে আমাদিগের প্রতিদ্বন্দ্বী বিবেচনা করে। বহুসংখ্যক লোক একস্থানে মিলিত হইলে তথায় অধিকাংশ ব্যক্তি যে সমুদায় মত প্রকাশ করে, উহারা সেই মতগুলি ছাড়া আর কিছুই শিথায় না; এইগুলিকেই তাহারা বলে 'জ্ঞান'। কোনও ব্যক্তি যদি একটা প্রকাণ্ড ও মহাবল জানোয়ার পোষণ করিয়া তাহার খেয়াল ও রুচি পর্য্যবেক্ষণ করে; কিরূপে ইহার কাছে যাওয়া যায়, কিরূপে ইহাকে স্পর্শ করিতে হয়, কথন কেন ইহা একান্ত ক্রুদ্ধ হইয়া উঠে, কথন কেন ইহা শান্ত থাকে; অপিচ কথন ইহা নানা রকম রব করে, এবং অপরে কিরূপ রব করিয়া ইহাকে শান্ত বা উত্তেজিত করে—দীর্ঘকাল এই জানোয়ারের সংস্রবে থাকিয়া এইগুলি অনুশীলন ও আয়ত্ত করিয়া এই ব্যক্তিও তাহা হইলে আপনার পরীক্ষার ফলগুলিকে জ্ঞান বলিয়া অভিহিত করিতে পারে; এবং এই ফলগুলিকে একটা বিদ্যার আকারে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া একটা বিদ্যালয়ও খুলিয়া দিতে পারে। যদিচ এই জানোয়ারটার কোন্ খেয়াল ও রুচিগুলি ভাল, কোন্‌গুলি মন্দ, কোন্‌গুলি কল্যাণকর, কোন্‌গুলি অকল্যাণকর, কোন্‌গুলি ন্যায্য, কোন্-গুলি অন্যায়, তাহা কিন্তু বাস্তবিক সে কিছুই জানে না; এজন্য সে এই অতিকায় জানোয়ারটার খেয়ালগুলিকেই ঐ সকল নাম দিয়া তৃপ্ত থাকে; উহা যাহা পছন্দ করে, তাহাকেই সে বলে কল্যাণ, যাহা অপছন্দ করে, তাহাকে বলে অকল্যাণ। সে কল্যাণ ও অকল্যাণের সংবাদ ইহার অধিক আর কিছুই রাখে না। শুধু তাহাই নহে; যে-সকল কাজ বাধ্য হইয়া করা হয়, সেইগুলিকেই সে 'ন্যায্য' ও 'সুন্দর' নামে আখ্যাত করে; কেন না, যাহা বাধ্যতামূলক ও যাহা শ্রেয়ঃ, এই দুইয়ের মধ্যে যে আকাশ-পাতাল ভেদ রহিয়াছে, তাহা সে নিজেও বুঝিতে পারে নাই এবং অপরকেও বুঝাইতে পারে না। দেবতার দিব্য, বল দেখি, তুমি কি মনে কর না, যে এইপ্রকার এক ব্যক্তি অতি অদ্ভুত শিক্ষক হইয়া দাঁড়াইবে?

"হাঁ, নিশ্চয়ই করি।

"তবে তুমি কি বিবেচনা কর যে, যে ব্যক্তি চিত্র, সঙ্গীত, রাজনীতি, সকল বিষয়েই সমবেত সহস্রশীর্ষ জনমণ্ডলীর খেয়াল ও অভিরুচির অনুশীলনকেই জ্ঞান বলিয়া স্থির করিয়া বসিয়া আছে, তাহার ও ঐ প্রথমোক্ত ব্যক্তির মধ্যে কিছুমাত্র পার্থক্য আছে ?" (Rep. II. 493)।

প্লেটো এই কথাগুলি তাঁহার গুরুর মুখ দিয়া বলাইয়াছেন ; একদেশদর্শী হইলেও বাস্তবিক এগুলি সোক্রাটীসেরও প্রাণগত কথা।

সফিষ্টদিগের সহিত তাঁহার বিরোধ কোন্‌খানে, তাহা নির্দ্দেশ করিতেছি। সফিষ্টেরা শিষ্যদিগকে সকল বিষয়েই চিন্তা ও তর্ক করিতে শিক্ষা দিতেন ; যাহা নিজের বিবেচনায় ও অভিজ্ঞতাতে ঠিক বলিয়া বোধ হয়, তাহাই ঠিক—তাঁহাদিগের শিক্ষার ফলে এই সংস্কারই তাহাদিগের মনে বদ্ধমূল হইত। এজন্য অনেক যুবক দেশপ্রচলিত ধর্ম্ম ও নীতিতে আস্থাহীন হইয়া পড়িতেছিল। তৎপরে, সোক্রাটীস বলিতেন, যে সত্য, শিব ও সুন্দরের সাধন মানব জীবনের লক্ষ্য ; সফিষ্টেরা শিখাইতেন, যে এক্ষেত্রে ব্যক্তিগত রুচিই একমাত্র নিয়ামক। কাজেই তাঁহাদিগের শিক্ষার গুণে শিষ্যেরা ধর্ম্ম, সমাজ ও রাষ্ট্রের বিধিসমূহ উল্লঙ্ঘন করিতে অভ্যস্ত হইত, এবং সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব ভুলিয়া গিয়া অনেকটা ব্যক্তিত্বপ্রধান হইয়া উঠিত। অতএব, গন্তব্য পথ ও অভীষ্ট তীর্থ, অথবা সাধ্য ও সাধন, উভয় সম্বন্ধেই সোক্রাটীস ও সফিষ্টদিগের মধ্যে গুরুতর পার্থক্য ছিল।

সোক্রাটীস জ্ঞানের রাজ্যে যে মহাকার্য্য সাধন করিয়াছেন, তাহার নিগূঢ় সঙ্কেত আমরা এইস্থলে প্রাপ্ত হইতেছি। দেশে যখন শিক্ষার এই দুরবস্থা, তখন তিনি সংস্কারকরূপে কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন। সংস্কারকার্য্যে কৃতকার্য্য হইবার যোগ্যতাও তাঁহার ছিল। তিনি কেমন জ্ঞানানুরাগী ছিলেন, তাঁহার নিজের কথায় তাহা ব্যক্ত হইতেছে। তিনি বিখ্যাত সফিষ্ট হিপ্পিয়াসকে বলিতেছেন, "হিপ্পিয়াস, আমি তোমাকে সত্য কথাই বলিতেছি, এবং তুমি নিজেও দেখিতেছ, যে আমি জ্ঞানী লোক পাইলে কেমন একাগ্র হইয়া তাঁহাকে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করি। আমার মনে হয়, এইটাই আমার চরিত্রের একমাত্র ভাল লক্ষণ ; কেন না, আমার দোষত্রুটির অন্ত নাই, এবং আমি সর্ব্বদাই একটা না একটা ভুল করিয়া

বসি। আমার অভাবের ইহাই এক প্রমাণ, যে আমার যখন তোমার ন্যায় বিখ্যাত জ্ঞানীর সহিত সাক্ষাৎ হয়—সমগ্র গ্রীস যাঁহার জ্ঞানের সাক্ষ্য দিতেছে—তখন দেখা যায়, যে আমি কিছুই জানি না, কারণ, বলিতে গেলে কোন বিষয়েই তোমার সহিত আমার মতের ঐক্য নাই। জ্ঞানীজনের সহিত মতবৈষম্য অপেক্ষা অজ্ঞানতার আর কি অকাট্য প্রমাণ থাকিতে পারে ? কিন্তু আমার একটা আশ্চর্য্য সদ্‌গুণ আছে, তাহাতেই আমি বাঁচিয়া গিয়াছি—আমি শিক্ষা করিতে লজ্জা বোধ করি না ; আমি জিজ্ঞাসা করি, অনুসন্ধান করি ; এবং যাহারা আমার জিজ্ঞাসার উত্তর দেয়, তাহাদিগের নিকটে কৃতজ্ঞ থাকি ; আমি তাহাদিগকে কৃতজ্ঞতা অর্পণ করিতে কখনও ভুলি না। অপিচ, আমি যখন কিছু শিক্ষা করি, তখন আমার শিক্ষককে অস্বীকার করি না, অথবা এমন ভাণ করি না, যে যাহা শিখিয়াছি, তাহা নিজেই আবিষ্কার করিয়াছি ; কিন্তু আমি তাঁহার জ্ঞানের প্রশংসা করি, এবং তাঁহার নিকটে যাহা শিক্ষা করিয়াছি, মুক্তকণ্ঠে তাহা ঘোষণা করি।” (Lesser Hippias, 372)।

তিনি অন্যত্র বলিয়াছেন, “আমি সর্ব্বান্তঃকরণে ইহাই চাই, যে আমি যাহা বলি, তাহা যদি সত্য না হয়, তবে অন্যে তাহা খণ্ডন করুক ; এবং ইহাও চাই, যে অপরে যাহা বলে, তাহা যদি সত্য না হয়, তবে আমি তাহা খণ্ডন করি। অপরে আমার ভ্রম প্রদর্শন করুক, এবং আমি অপরের ভ্রম প্রদর্শন করি—আমি এই দুইটীর জন্যই সমান প্রস্তুত। কিন্তু আমার বিবেচনায় প্রথমটীই অধিকতর লাভের বিষয়, ঠিক যেমন অপরের মহাদুঃখ মোচন করা অপেক্ষা নিজে মহাদুঃখ হইতে মুক্ত হওয়াই অধিকতর বাঞ্ছনীয়।” (Gorgias, 458)।

এক্ষণে আলোচ্য বিষয়, আলোচনার প্রণালী ও আলোচনালব্ধ মত, এই ত্রিবিধ ধারায় আমরা সোক্রাটীসের সংস্কার-কার্য্যের অনুসরণ করিতেছি।

পঞ্চম অধ্যায়

শিক্ষাক্ষেত্রে সোক্রাটীসের সংস্কার

প্রথম পরিচ্ছেদ

আলোচ্য বিষয়

সোক্রাটীস যখন দৈবাদেশে লোকশিক্ষায় ব্রতী হইলেন, তখন আথেন্সের হাটে মাঠে, ঘাটে বাটে, সর্ব্বত্র নানা বিষয়ের আলোচনা চলিতেছে; তন্মধ্যে রাজনীতির চর্চ্চাই নিত্য প্রয়োজনীয় বলিয়া জনসমাজের চিত্তকে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক অধিকার করিয়াছে। রাজনীতির সহিত কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য, ধর্ম্মাধর্ম্মের প্রশ্ন ওতপ্রোত-ভাবে জড়িত; এজন্য সোক্রাটীস স্থির করিলেন, সর্ব্বাগ্রে ধর্ম্মনীতির (Ethics) আলোচনায় মনোযোগী হওয়াই আথীনীয়দিগের একান্ত কর্ত্তব্য। বিশেষতঃ তিনি নিজে আনাক্সাগরাস প্রভৃতি দার্শনিকের প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের গ্রন্থগুলি অধ্যয়ন করিয়া অত্যন্ত নিরাশ হইয়াছিলেন। কি আনন্দ ও আশা লইয়া তিনি ঐ পুস্তকগুলি পড়িতে আরম্ভ করিয়াছিলেন, এবং পড়িয়া প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের প্রতি তাঁহার কি অশ্রদ্ধার উদয় হইয়াছিল, তাহা "ফাইডোনের" (Phaedon) ৪৬ ও ৪৭তম অধ্যায়ে তিনি স্বয়ং বিশদরূপে বিবৃত করিয়াছেন। অতএব, তিনি প্রথমেই আলোচ্য বিষয়ের একটা সীমা নির্দ্দেশ করিয়া দিলেন। তিনি এই মত পোষণ করিতেন, যে বিশ্বের যাবতীয় ব্যাপার দৈব ও মানবীয়, এই দুই ভাগে বিভক্ত। জ্যোতিষ, পদার্থবিদ্যা প্রভৃতি শাস্ত্রের অনুসন্ধেয় বিষয়গুলি দৈব; এই সকল ব্যাপারের নিগূঢ় তত্ত্ব দেবতারা মানবের নিকটে প্রকাশিত করেন নাই। তাঁহারা স্বপ্ন, আদেশ বা বাণীর দ্বারা মানুষকে যতটুকু জানিতে দেন, ততটুকুই তাহার জানিবার অধিকার; তদতিরিক্ত জানিতে চাহিলে তাঁহাদিগের ইচ্ছার বিরুদ্ধাচরণ করা হয়। (Xen.,

Mem. I. 1. 6—15)। মানুষ যাহা কিছুর অনুশীলন করিবে, তাহাতেই তাহার এই লক্ষ্য সর্ব্বদা নয়নপথে রাখিতে হইবে, যে তাহার কর্ত্তব্যা-কর্ত্তব্য, ইষ্টানিষ্টের সহিত অধ্যেতব্য বিষয়ের সম্পর্ক আছে কি না। অতএব ব্যক্তি বা সমাজ, এই দুইটাই মানবের প্রধান আলোচ্য বিষয়। ডেল্‌ফির দেবমন্দিরের দ্বারদেশে লিখিত ছিল, gnōthi sauton—আত্মানং বিদ্ধি, আপনাকে জান। ডেল্‌ফির অধিষ্ঠাত্রী দেবতার বাণী শুনিয়াই সোক্রাটীস জীবনব্রত গ্রহণ করিয়াছিলেন। সুতরাং তিনি যে শিক্ষাপদ্ধতি প্রতিষ্ঠিত করিলেন, অতি স্বাভাবিক রূপে তাহারও মূলমন্ত্র হইল, "আপনাকে জান।" "মানবই মানবের প্রকৃত অধ্যয়নীয় বিষয়"—তাঁহার এই উক্তি আজিও সভ্য জগৎ ভুলিতে পারে নাই। জেনফোন লিখিয়াছেন, তিনি সদাসর্ব্বদা এই সকল প্রশ্নের আলোচনায় ব্যাপৃত থাকিতেন—পুণ্য কি? পাপ কি? মহৎ কি? অধম কি? ন্যায় কি? অন্যায় কি? সংযম কি? প্রমত্ততা কি? বীরত্ব কি? কাপুরুষতা কি? রাষ্ট্র কি? রাষ্ট্রনীতিজ্ঞের গুণ কি? রাজ্যশাসনের অর্থ কি? রাজ্যশাসনে দক্ষ বলিতেই বা কি বুঝায়? (Mem. I. 1. 16)। কিকেরোর যে উক্তিটী উপরে উদ্ধৃত হইয়াছে, আমরা এখন তাহার তাৎপর্য্য বুঝিতে পারিলাম।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

আলোচনার প্রণালী

সোক্রাটীসের প্রকৃতিতে তিনটী বিশেষত্ব ছিল। প্রথমতঃ, তাঁহার মনটী অত্যন্ত পরীক্ষাপ্রবণ ও বিচারপটু ছিল। যাহা কিছু তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইত, তাহাই তিনি তন্ন তন্ন করিয়া পরীক্ষা করিতেন, এবং এইরূপে বহু পদার্থ পরীক্ষা করিয়া সেগুলির সামান্য ধর্ম্ম কি, তাহা বুঝিয়া লইতেন। তাঁহার বহুর মধ্যে এক, এবং একের মধ্যে বহুকে দেখিবার শক্তি অতুলনীয় ছিল। তৎপরে, তাঁহাতে বিচারবুদ্ধির সহিত কার্য্যকরী

বুদ্ধির অপূর্ব্ব সম্মিলন ঘটিয়াছিল। তিনি একাগ্রচিত্তে সকলই পরীক্ষা করিতেন, অথচ সে জন্য বাস্তবতার সহিত তাঁহার অন্তরের যোগ ছিন্ন হইত না। শতপ্রকার তর্ক ও বিচারের মধ্যেও তাঁহার এই বোধ সর্ব্বদা উজ্জ্বল থাকিত, যে কোন্‌টী জীবনে প্রয়োজনীয়, কোন্‌টী উপেক্ষণীয়। পরিশেষে, তাঁহার ধর্ম্মভাব অতি গভীর ছিল, তাঁহার চিত্ত সদা দেবতার প্রতি বিশ্বাস ও ভক্তিতে আপ্লুত থাকিত। প্রকৃতির এই ত্রিবিধগুণ তাঁহাকে সহজেই ধর্ম্মনীতির আলোচনার দিকে আকৃষ্ট করিয়াছিল। ধর্ম্মনীতিতে বিজ্ঞানসম্মত আলোচনার প্রবর্ত্তন তাঁহার একটী চিরস্মরণীয় কার্য্য।

কিন্তু সোক্রাটীস এই কার্য্যে ব্রতী হইয়াই দেখিতে পাইলেন, পথে গুরুতর অন্তরায় বর্ত্তমান। ধর্ম্মনীতিকে জ্ঞানানুগত ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে আগে জ্ঞান সম্বন্ধে একটা জ্ঞানানুগত ধারণা থাকা চাই; তিনি দেখিলেন, আথীনীয়দিগের সেই ধারণাটা একেবারেই নাই। তাহারা পিতা পিতামহের মুখে যে যাহা শুনিতে পাইয়াছে, তাহাই মানিয়া আসিতেছে। ধর্ম্মাধর্ম্ম, কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যের প্রশ্নগুলির তলদেশে কেহই প্রবেশ করে নাই, প্রবেশ করা আবশ্যকও বোধ করে নাই। বিশেষতঃ এই আধুনিক যুগের মত সেকালেও এমন অসংখ্য লোক ছিল, যাহারা ভাবিত, পূর্ব্বপুরুষেরা যাহা মানিয়া গিয়াছেন, তাহাই ভাল, এবং যাহা কিছু নূতন, তাহাই হেয় ও বর্জ্জনীয়। এই দলের অগ্রণী ছিলেন আরিষ্টফানীস। ইনি এবং ইঁহার মত অনেকে এই ধুয়া ধরিয়াছিলেন, যে মারাথোন-যুগের গ্রীকেরা বীরত্বে ও চরিত্রগৌরবে আদর্শস্থানীয় পুরুষ ছিলেন; তাঁহাদিগের মহিমোজ্জ্বল, কীর্ত্তিবিমণ্ডিত জীবনকাহিনী স্মরণ করিলে সমসাময়িক লোকদিগকে চিরবরেণ্য পূর্ব্বপুরুষগণের অধঃপতিত বংশধর বলিয়া অভিহিত করিতে হয়। এইরূপে চিন্তাহীনতা ক্রমে জনসমাজের অস্থিমজ্জাগত হইয়া পড়িয়াছিল। তাহাতে আবার আথীনীয়েরা স্বভাবতঃই অত্যন্ত বাক্যপ্রিয় ছিল। (প্রথম খণ্ড, ৩৮, ৪০৯ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।) যাহাদিগের বুদ্ধি প্রখর এবং সর্ব্বতোমুখী, এবং যাহারা চঞ্চল ও নিত্য নূতন ভাবের জন্য আকুল; রাষ্ট্রীয় কর্ত্তব্যপালনের

অনুরোধে যাহাদিগকে দিবসের অধিকাংশ কাল পরস্পরের সহবাসে যাপন করিতে হয়; এবং যাহারা বাল্যাবধিই অবিরত তর্ক শুনিয়া ও তর্ক করিয়া আসিতেছে, তাহারা তো ন্যায়বাগীশ না হইয়াই পারে না। ফলেও তাহাই ঘটিয়াছিল। আথীনীয়দিগের সহিত কথায় আঁটিয়া উঠিতে পারে, এমন জাতি সেকালে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের কোথাও ছিল না। সোক্রাটীস তাই দেখিতে পাইলেন, কাহাকেও কিছু জিজ্ঞাসা করিলে তখনই সে একটা উত্তর দেয়; সে প্রশ্নটা মোটেই তলাইয়া দেখে না; কেন না, তাহার অটল ধারণা রহিয়াছে, যে, সে জানে না, এমন বিষয়ই নাই। প্রত্যেকেই আপন মনে সর্ব্ববিৎ হইয়া বসিয়া আছে। কথা সকলেই বলে, কিন্তু কোন্ কথার কি অর্থ, তাহা কেহই বলিতে পারে না। ধর্ম্ম, পুণ্য, ন্যায় প্রভৃতি যে সকল শব্দ তাহারা অবিরত উচ্চারণ করিয়া আসিতেছে, তাহার কোন্‌টীর মর্ম্মার্থ কি, সে বিষয়ে কাহারও কোনও স্পষ্ট জ্ঞান নাই, শব্দ-সংজ্ঞা নির্ণয়ে কাহারও যত্নও নাই। একটা দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতেছে। এয়ুথুফ্রোণ একজন গণক, প্রাচীন ধর্ম্মের খুব এক বড় পাণ্ডা; তাঁহার বিশ্বাস, তিনি ঈশ্বরের বিধি ও পাপপুণ্যের তত্ত্ব অতি উত্তম রূপেই অবগত আছেন। সোক্রাটীস তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "বল দেখি, তোমার মতে পাপ কি, এবং পুণ্যই বা কি ?" এয়ুথোফ্রোণ ধাঁ করিয়া উত্তর দিলেন, "আমি যাহা করিতেছি, তাহাই পুণ্য; অর্থাৎ যদি কেহ নরহত্যা, দেবমন্দিরে চুরি, কিংবা এইরূপ অপর কোনও অপরাধ করে—সে পিতা হউক, বা মাতা হউক, বা অপর যে কেহ হউক না কেন—তাহাকে অভি-যুক্ত করাই পুণ্য, এবং তাহা না করাই পাপ।" উত্তরটী সোক্রাটীসের শাণিত শরের মত সুতীক্ষ্ণ প্রশ্নের মুখে টিকিল না। তখন এয়ুথুফ্রোণ সংজ্ঞা রূপান্তরিত করিয়া বলিলেন, "যাহা দেবগণের প্রিয়, তাহাই পুণ্য, যাহা প্রিয় নহে, তাহাই পাপ।" কিন্তু এই উত্তরটীর আলোচনায় সিদ্ধান্ত দাঁড়াইল এই, যে পাপ ও পুণ্য এক। ফাঁপরে পড়িয়া গণক ঠাকুর আবার পার্শ্ব পরিবর্ত্তন করিলেন। অনেকক্ষণ ধরিয়া আলোচনার পরে দেখা গেল, যে তাঁহার সংজ্ঞাগুলি পুতুলনাচের পুতুলের মত ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। এয়ুথুফ্রোণ ততক্ষণে চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছেন; তিনি

কোনও প্রকারে সরিয়া পড়িতে পারিলে হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচেন; কিন্তু সোক্রাটীস তাঁহাকে কিছুতেই ছাড়িবেন না; তিনি আবার তাঁহাকে মিনতি করিয়া বলিলেন, "হে পুরুষোত্তম, বল, তুমি কি পুণ্য বলিয়া বিবেচনা কর; আমার নিকটে উহা গোপন করিও না।" এয়ুথুফ্রোণ আর কি করেন, মহা বিপদ্ গণিয়া, "সে কথা তবে আর একদিন হইবে, আমি এখন ব্যস্ত", এই বলিয়াই দ্রুতবেগে পলায়ন করিলেন।

অন্তর যতক্ষণ আত্মম্ভরিতায় পূর্ণ থাকে, ততক্ষণ কেহই জ্ঞানলাভের অধিকারী হইতে পারে না। "আমি সবই জানি," এই সংস্কার চূর্ণ করিয়া, "আমি কিছুই জানি না," এই বোধ উদ্দীপ্ত করিতে না পারিলে মন জ্ঞানাহরণের উপযোগিতাই প্রাপ্ত হয় না। যে আপনার অজ্ঞতা লইয়া বেশ আত্মতৃপ্ত রহিয়াছে, আগে তাহার ভুল ভাঙ্গিতে হইবে, তাহাকে জাগরিত করিতে হইবে। যে আত্মা অজ্ঞানতায় সুষুপ্ত, তাহাকে বেদনা দিয়া সচেতন করা প্রয়োজন। গুরু যদি শৈশবকাল হইতে শিষ্যের শিক্ষার ভার গ্রহণ করেন, তবে সেখানে বেদনা প্রদানের প্রয়োজন তত অধিক না হইতে পারে, কেন না, শিষ্যের মনটী একেবারে সাদা পাইলে গুরু তাহাতে যাহা ইচ্ছা অঙ্কিত করিতে পারেন; মনটী যতদিন মৃৎ-পিণ্ডের মত কোমল ও নমনীয় থাকে, ততদিন তাহাকে ইচ্ছানুরূপ আকার দিয়া গঠন করা যাইতে পারে। কিন্তু যেখানে এই সুযোগ ঘটে নাই, সেখানে ধ্বংস-কার্য্যটা পরিপূর্ণরূপে সংসাধিত হইলে তবে সংগঠনের কাজ আরম্ভ করা সম্ভবপর। একটী অট্টালিকা যখন কালবশে ভগ্ন ও জীর্ণ হইয়া পতনোন্মুখ হয়, তখন তাহাকে জোড়াতাড়া দিয়া বাসোপযোগী করিবার চেষ্টা বিড়ম্বনামাত্র; গৃহস্বামী বুদ্ধিমান্ হইলে তাহাকে একেবারে ভূমিসাৎ করিয়া তাহার স্থানে নূতন হর্ম্ম্য নির্ম্মাণ করেন। শিক্ষাক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়া সোক্রাটীসকে সর্ব্বাগ্রে এই ধ্বংসের কার্য্যেই সমগ্র শক্তি নিয়োগ করিতে হইয়াছিল। তিনি যাহাদিগের সহিত মিশিতেন, তাহা-দিগের মধ্যে যুবক, প্রৌঢ়, বৃদ্ধ, সকল বয়সের লোকই থাকিত। ইহাদিগের অধিকাংশেরই আত্মম্ভরিতা অত্যন্ত প্রবল ছিল। তিনি শিক্ষাদানে ব্রতী হইয়াই দেখিতে পাইলেন, যে "যাহাদিগের জ্ঞানের খ্যাতি সর্ব্বাপেক্ষা

অধিক, জ্ঞানের অভাবও তাহাদিগেরই প্রায় পরিপূর্ণ।" (Apology, 7)। এরূপ স্থলে চৈতন্য সম্পাদন না করিলে, অর্থাৎ আত্মবোধ উজ্জ্বল না হইলে, শুধু উপদেশ দিয়া কোনও ফল নাই। এজন্য সোক্রাটীস জ্ঞানার্জ্জনের অভাবাত্মক দিক্‌টাতেই খুব জোর দিয়াছিলেন। তিনি যে প্রতিনিয়ত লোককে পরীক্ষা করিয়া বেড়াইতেন, তাহার অন্যতম উদ্দেশ্যই ছিল তাহাদিগকে জানাইয়া দেওয়া, যে তাহারা জ্ঞানে কত দরিদ্র। তিনি জানিতেন, যে এই দারিদ্র্য-বোধ জন্মিলে, এবং জ্ঞানের জন্য বুভুক্ষা উদ্রিক্ত হইলে, জ্ঞানার্থীর জ্ঞানার্জ্জন-পথে যাত্রার আর বিলম্ব নাই।

জগতের মহাজনগণ যুগে যুগে এই উপদেশ দিয়া গিয়াছেন, যে আত্মপরীক্ষা ভিন্ন জ্ঞান ও ধর্ম্মের উন্নতি অসম্ভব; সোক্রাটীসও তাহাই বলিতেন; কিন্তু তিনি শুধু তাহা বলিয়া ক্ষান্ত হন নাই; তিনি আরও একটু অগ্রসর হইয়া আত্ম-পরীক্ষা ও পর-পরীক্ষাকে একসূত্রে গ্রথিত করিয়াছেন। তিনি বিচারালয়ে অতি দৃঢ়তাসহকারে বলিয়াছিলেন, "প্রতিদিন ধর্ম্ম ও অন্যান্য বিষয়ে কথাবার্ত্তা বলা, এবং আপনাকে ও অপরকে পরীক্ষা করাই মানবের পক্ষে মহত্তম সৌভাগ্য। যে জীবনে পরীক্ষা নাই, তাহা ধারণযোগ্যই নয়।" (Apology, 29)। আপনাকে ও অপরকে পরীক্ষা করাই তিনি জীবনের ব্রত বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি চিরকালই জ্ঞানান্বেষী ছিলেন, জ্ঞানাভিমান কদাপি তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে নাই। তিনি যাহাদিগের সহিত তত্ত্বালোচনায় প্রবৃত্ত হইতেন, তাহাদিগকেই বলিতেন, "এস, আমরা বিষয়টী পরীক্ষা করিয়া দেখি; তাহার ফলে আমি কিছু শিখিব, তোমরাও কিছু শিখিবে। আমি কাহারও গুরু বা উপদেষ্টা নই, আমিও তোমাদিগেরই ন্যায় শিক্ষার্থী।" যে দুইটী গুণ থাকিলে জ্ঞানার্থী জ্ঞানের সাধনে সিদ্ধিলাভ করিতে পারে, তাঁহাতে সেই গুণ দুটীর অপূর্ব্ব সমন্বয় সাধিত হইয়াছিল। প্রথমতঃ, সত্যানুসন্ধানে তাঁহার ধৈর্য্য অটল ও অপরাজেয় ছিল; দ্বিতীয়তঃ, তাঁহার হৃদয়টী একেবারে সংস্কারবর্জ্জিত হইয়া গিয়াছিল। সকলই বিচার করিতে হইবে, বিনা বিচারে কিছুই গ্রহণ করা হইবে না; একটা বিষয় সর্ব্ববাদিসম্মত হইলেও তাহা মাজিয়া ঘসিয়া

নিকষ পাথরে পরখ করিয়া তবে মানিয়া লইব; প্রতিপক্ষের যুক্তি যত দুর্ব্বলই হউক্ না কেন, তাহাও ধীরচিত্তে শুনিতে হইবে; এমন কি, যে মতগুলি শুনিয়াই লোকে শিহরিয়া উঠে, সেগুলিও পক্ষপাতশূন্য হইয়া বিচার করিয়া দেখা কর্ত্তব্য—ইহাই তাঁহার মনের ভাব ছিল। যে প্রশ্নগুলি মানবের মহত্তম মঙ্গলের সহিত সংশ্লিষ্ট, তাহার আলোচনায় অপরিসীম উৎসাহ; আবার সঙ্গে সঙ্গে অন্তরের অনাবিল সরলতা, অক্ষুণ্ণ স্থৈর্য্য ও সুগভীর প্রসন্নতা;—তিনি যেমন যুগপৎ এই পরস্পরবিরোধী গুণগুলির আধার ছিলেন, এমন অতি অল্পই দেখা গিয়াছে।

জ্ঞানান্বেষণে লিপ্ত হইয়া সোক্রাটীস দার্শনিক আলোচনায় দুইটী নূতন পদ্ধতি প্রবর্ত্তিত করেন। প্রথমটী প্রশ্নোত্তর-মূলক তর্কপ্রণালী (Dialectical method); দ্বিতীয়টী ব্যাপ্তিগ্রহ, অর্থাৎ পরীক্ষাধীন বিষয়টীর বহুল দৃষ্টান্ত আলোচনা করিয়া একটী সামান্য নির্ণয় করণ (Inductive discourses)। লোকের ভ্রান্তি দূর করিবার পক্ষে প্রথমোক্ত প্রণালীটী তাঁহার হস্তে ব্রহ্মাস্ত্রের কাজ করিয়াছিল।

(১) প্রশ্নোত্তর-মূলক তর্কপ্রণালী।

প্রশ্নোত্তর-মূলক তর্কপ্রণালীটী বোধ হয় সোক্রাটীসের নিজের আবিষ্কার নয়; কেহ কেহ বলেন, তিনি ইহা তাঁহার অন্যতম গুরু জীনোনের নিকটে শিক্ষা করিয়াছিলেন। একথা সত্য হইলেও ইহাতে তাঁহার মৌলিকতা খর্ব্ব হইতেছে না, কেন না, তিনি এই প্রণালীটীর অসাধারণ উন্নতি সাধন করেন, এবং তিনি ইহার সাহায্যে যে ফল লাভ করিয়াছিলেন, আজ পর্য্যন্ত পশ্চিম জগতে তাহার তুলনা মিলে নাই। উহাতে তাঁহার প্রগাঢ় আস্থা ছিল। প্লেটো-বিরচিত "ফাইড্রস" (Phaedros) নামক সংলাপ-নিবন্ধে তিনি বলিতেছেন, "আমি তো সংশ্লেষ ও বিশ্লেষ প্রণালীটী খুব ভালবাসি, কেন না, উহা বলিবার ও ভাবিবার বড়ই অনুকূল। যদি আমি এমত কাহাকেও পাই, যে বিশ্বে এক এবং বহুকে দেখিতে সুক্ষম, তবে আমি তাহার অনুগামী হই, এবং 'দেবতার মত

তাহার পদাঙ্ক অনুসরণ করি'।" (Phaedros 226, B)। জেনফোন লিখিয়াছেন, যে সোক্রাটীস বলিতেন, "তর্ক করার (dialegesthai) অর্থই এই, যে কতিপয় ব্যক্তি একত্রিত হইয়া পদার্থনিচয় সম্বন্ধে আলোচনা করিবে ও সেগুলির পরস্পরের পার্থক্য কি, তাহা বুঝিয়া লইবে। এই প্রণালী অনুশীলন করা ও ইহাতে সুদক্ষ হওয়া প্রতিজনেরই কর্ত্তব্য; কারণ, ইহার সাহায্যেই মানুষ সর্ব্বগুণান্বিত, লোকপরিচালনে একান্ত কুশল ও তর্কে অতীব সুনিপুণ হইতে পারে।" (Mem. IV. 5)।

এই উক্তি দুটী একত্র মিলাইয়া পাঠ করিলে এই প্রণালীর স্বরূপ বুঝিতে পারা যাইবে। মনে করুন, সোক্রাটীস ও অন্য এক ব্যক্তির মধ্যে 'সংযম' সম্বন্ধে আলোচনা উপস্থিত হইয়াছে। কথাটা খুবই সুপরিচিত ও সুপ্রচলিত; যাঁহার সহিত আলোচনা হইতেছে, তিনি অবলীলায় শব্দটী ব্যবহার করিয়া গেলেন; কিন্তু সোক্রাটীস শব্দটী শুনিয়াই সন্তুষ্ট হইতে পারিলেন না; তিনি উহার সংজ্ঞা চাহিলেন, উহার স্বরূপ কি, উহার মধ্যে কি কি ভাব অনুস্যূত আছে, জিজ্ঞাসা করিলেন। প্রতিবাদী একটীর পর একটী সংজ্ঞা দিতে লাগিলেন, সোক্রাটীস বহুবিধ দৃষ্টান্ত উপস্থাপিত করিয়া দেখাইয়া দিলেন, যে কোন সংজ্ঞাই সকল স্থলে খাটিতেছে না। এইরূপে প্রশ্ন ও উত্তরের সাহায্যে 'সংযম' তত্ত্বটীর সংশ্লেষ ও বিশ্লেষ, মেলন ও বিভাগ চলিতে লাগিল। প্রতিপক্ষ ক্রমে অনুভব করিতে আরম্ভ করিলেন, যে প্রত্যেকটী শব্দের অর্থ স্পষ্টরূপে জানা না থাকিলে, ও প্রত্যেক পদার্থের সংজ্ঞা প্রথমেই স্থির করিয়া না লইলে, কোন বিষয়েই তর্ক চলিতে পারে না। এই আলোচনার ফলে প্রতিবাদীর ভুল ভাঙ্গিবে, তিনি কথাবার্ত্তায় পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর সাবধান হইবেন, প্রত্যেকটী শব্দ ওজন করিয়া ব্যবহার করিতে শিখিবেন; তাঁহার বুদ্ধি মার্জ্জিত হইবে, এবং আত্মাভিমান হইতে মুক্ত হইয়া তিনি সরলচিত্তে জ্ঞানপথের পথিক হইতে পারিবেন।

এইটী সম্পাদন করাই এই প্রণালীর মুখ্য উদ্দেশ্য। চিত্তের গতি ফিরাইয়া দেওয়া, মনটীকে জ্ঞানের জন্য উন্মুখী করা, হৃদয়কে সত্যধারণের উপযোগী করিয়া তোলা—শিক্ষার্থীর পক্ষে ইহাই সর্ব্বাগ্রে

আবশ্যক। এইজন্য আমরা দেখিতে পাই, যে প্লেটোর যে সংলাপ-নিবন্ধগুলি এই প্রণালীর উৎকৃষ্ট উদাহরণ, উহার কয়েকটীতে আলোচনার কোনও মীমাংসা প্রদত্ত হয় নাই। "এয়ুথুফ্রোণ" পাঠ করিলেই পাঠক এ কথার প্রমাণ পাইবেন। উহাতে "পুণ্য কি ?" এই প্রশ্ন আলোচিত হইয়াছে; সোক্রাটীস সূক্ষ্ম বিচার দ্বারা এয়ুথুফ্রোণের সমুদায় সংজ্ঞা উড়াইয়া দিয়া ও প্রশ্নজালে তাঁহাকে জর্জ্জরিত ও অভিভূত করিয়া দেখাইয়া দিয়াছেন, যে প্রতিপক্ষ এই তত্ত্বটীর কিছুই জানেন না; কিন্তু তিনি স্বয়ং পুণ্য বলিতে কি বুঝিতেন, তাহা একটীবারও বলেন নাই। সোক্রাটীস যে অনেক স্থলে একটী প্রশ্ন উত্থাপিত করিয়া তাহার উত্তর প্রদান করেন নাই, শুধু অপরের ভ্রম প্রদর্শন করিয়াই ক্ষান্ত হইয়াছেন, ইহার তিনটী কারণ নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। প্রথমতঃ, তিনি এমন অনেক তত্ত্বের আলোচনা উপস্থিত করিয়াছেন, যেগুলি সম্বন্ধে তাঁহার মনে প্রথমে কোনও সুস্পষ্ট মীমাংসা বর্ত্তমান ছিল না। তিনি সরল জিজ্ঞাসুর ন্যায় প্রশ্ন করিয়াছেন; যে আপনাকে কোনও বিষয়ে বিশেষজ্ঞ মনে করে, তাহার নিকটে তাহারই বিদ্যার বিষয়ীভূত কোনও তত্ত্ব জানিতে চাহিয়াছেন; অনর্থক একটা তর্কে রত হওয়া তাঁহার অভিপ্রায় ছিল না। কিন্তু তিনি প্রতিপক্ষের পল্লবগ্রাহিতায় সন্তুষ্ট হইতে পারেন নাই, কাজেই তাহাকে প্রশ্নের পর প্রশ্ন করিতে হইয়াছে; ইহাতে অনেক ভ্রমের নিরসন হইয়াছে বটে, কিন্তু জিজ্ঞাস্য বিষয়ের কোনও মীমাংসায় উপনীত হওয়া সম্ভব হয় নাই। অথবা, কখনও বা এমনও ঘটিয়াছে, যে প্রতিপক্ষ জ্ঞানের গর্ব্বে এত স্ফীত ছিল, যে দশজনের চক্ষুর সম্মুখে তাহার গর্ব্ব খর্ব্ব হইল দেখিয়া সে অত্যন্ত অসহিষ্ণু হইয়া উঠিয়াছে; সুতরাং তাহার চিত্তকে সত্যগ্রহণের প্রতিকূল দেখিয়া সোক্রাটীস আলোচনাটীর উপসংহার করিবার পূর্ব্বেই প্রতি-নিবৃত্ত হইয়াছেন। তৃতীয়তঃ, যেখানে এয়ুথুফ্রোণের মত তার্কিক চির-পোষিত আত্মাভিমান প্রতিবাদীর যুক্তির আঘাতে সহসা ধরণীসাৎ হইল দেখিয়া পলায়ন করাই শ্রেয়ঃকল্প বিবেচনা করিয়াছেন, সেখানে তিনি শেষ পর্য্যন্ত যাইবার অবসরই পান নাই।

কিন্তু ইহাতে কিছু আসিয়া যায় নাই। একটা সুমীমাংসিত ও সুসঙ্গত তত্ত্ব অপরের হাতে তুলিয়া দেওয়া জ্ঞান-চর্চ্চার গৌণ প্রয়োজন। সোক্রাটীস এই গৌণ প্রয়োজনটী পশ্চাতে রাখিয়া পূর্ব্ববর্ণিত মুখ্যোদ্দেশ্য সাধনেই স্বীয় শক্তি বিশেষভাবে নিয়োজিত করিয়াছিলেন। জীব-বিজ্ঞান বলিয়া থাকে, প্রাণ হইতেই প্রাণ নিঃসৃত হইয়াছে, কেবল জীবনই জীবন দিতে পারে। সোক্রাটীসের সংস্পর্শে আসিয়া কত লোকের প্রাণে নবচেতনার সঞ্চার হইয়াছে, অন্তরে জ্ঞানাহরণে উৎসাহ জন্মিয়াছে, মনোবৃত্তি পুষ্টিলাভ করিয়াছে। প্রশ্ন ও উত্তর অবলম্বন করিয়া মন মনের উপরে ক্রিয়া করিয়াছে, আত্মায় আত্মায় ঘাত প্রতিঘাত উৎপন্ন হইয়াছে, নবভাব ও নবশক্তির স্ফূরণ ঘটিয়াছে। ইহাই তত্ত্বান্বেষণের সর্ব্বাপেক্ষা অনুকূল অবস্থা। সমুদ্রে টর্পিডো নামক একজাতীয় মৎস্য আছে, তাহার দেহে তাড়িতের শক্তি এত প্রবল, যে উহাকে স্পর্শ করিবামাত্র লোকে একটা আঘাত অনুভব করে। প্লেটো লিখিয়াছেন, সোক্রাটীসের তর্ক-প্রণালীটী এই মৎস্যের ন্যায় ছিল। "মেনোন" নামধেয় প্রবন্ধে মেনোন বলিতেছেন—"সোক্রাটীস, তোমার সহিত মিলিত হইবার পূর্ব্বে আমি শুনিয়াছিলাম, যে তুমি কেবল নিজেকে বিভ্রান্ত কর, এবং অপরকেও বিভ্রান্ত কর ; ইহা ছাড়া তোমার আর কাজ নাই। এখন কিন্তু আমার মনে হইতেছে, যে তুমি আমাকে যাদু করিতেছ, ঔষধ দ্বারা মুগ্ধ করিতেছ, মন্ত্রবলে বশীভূত করিতেছ ; এইজন্যই আমি একেবারে দিশাহারা হইয়া পড়িয়াছি। আমার পক্ষে যদি ব্যঙ্গ করা অসঙ্গত না হয়, তবে আমি বলিতে পারি, যে আমার মতে তুমি চেহারায় ও অন্যান্য বিষয়ে ঠিক সেই চ্যাপ্‌টা সামুদ্রিক মৎস্যের (টর্পিডোর) মত। যে-কেহ কখনও এই মৎস্যের নিকটে আইসে ও ইহাকে স্পর্শ করে, তাহাকেই ইহা তৎক্ষণাৎ অবশ করিয়া ফেলে। আমার আত্মা ও মুখও সত্যই তেমনি অবশ হইয়াছে ; কাজেই আমি জানি না, তোমাকে কি উত্তর দিব। আমি কতবার সহস্র লোকের নিকটে ধর্ম্ম (aretē)-বিষয়ে কত বক্তৃতা করিয়াছি—আমার বিবেচনায় উৎকৃষ্ট বক্তৃতাই করিয়াছি—অথচ এক্ষণে ধর্ম্ম জিনিসটী যে কি, তাহাই আমি বলিতে পারিতেছি না। আমার

বোধ হয়, তুমি যে জলপথে ভ্রমণে বহির্গত হও না, কিংবা স্বদেশ ছাড়িয়া বিদেশে যাও না, তাহা অতি সুবুদ্ধির পরিচয়; কেন না, তুমি যদি বিদেশী-রূপে অন্য দেশে এই সকল ক্রিয়া করিতে, তবে অচিরাৎ যাদুকর বলিয়া লোকের বিদ্বেষভাজন হইয়া দুঃখ পাইতে।" (Menon, 79E—80B)।

এই প্রকার পরীক্ষার আগুনে যখন মানুষের আত্মাভিমান দগ্ধ হইয়া যায়, তখন সে বুঝিতে পারে, যে সে কত অজ্ঞ; এই অজ্ঞানতার বোধটী অপ্রত্যাশিতরূপে উদিত হইয়া কঠিন ক্লেশ প্রদান করে ও সকল গর্ব্ব চূর্ণ করিয়া দেয়; তখন অন্তরে সংগ্রাম ও অশান্তি উপস্থিত হয়; কিন্তু তাহার সঙ্গে সঙ্গেই চিত্তবৃত্তিগুলি সজাগ হইয়া উঠে ও সত্য-লাভের আকাঙ্ক্ষা উদিত হইয়া থাকে। ইহা না হইলে ভবিষ্যৎ উন্নতির কোনই আশা নাই। সোক্রাটীস বলিতেন, মানুষের জীবনে তিনটী ধাপ আছে। যখন মানুষ ইহাও জানে না, যে সে কিছুই জানে না; যখন তাহার অজ্ঞানতার বোধই উদিত হয় নাই; যখন সে অজ্ঞানতাকেই জ্ঞান বলিয়া আলিঙ্গন করে, এবং নিজের অন্ধতায় তৃপ্ত থাকে, তখন সে সকলের নীচের ধাপে অবস্থান করিতেছে। যখন তাহার চেতনার সঞ্চার হইল, অজ্ঞানতার বোধ জন্মিল ও আত্মোন্নতির আকাঙ্ক্ষা জাগিয়া উঠিল, তখন সে মধ্যম ধাপে উপনীত হইয়াছে। তৃতীয় ও সর্ব্বোচ্চ ধাপ সত্যজ্ঞান-লাভ। দ্বিতীয়টী অতিক্রম না করিলে উহাতে কেহই উপস্থিত হইতে পারে না। সোক্রাটীস এই দ্বিতীয় অবস্থাটীকে সন্তান-সম্ভাবনার সহিত তুলনা করিতেন। তাঁহার মতে যাহারা স্বাভাবিক অক্ষমতাবশতঃ, কিংবা উপযুক্ত সুযোগের অভাবে এই অবস্থা প্রাপ্ত হয় নাই, জ্ঞানের রাজ্যে তাহারা বন্ধ্যা নারীর তুল্য। তিনি সময়ে সময়ে পরিহাস করিয়া বলিতেন, "আমি আমার মাতার ব্যবসায় অবলম্বন করিয়াছি।" (Theaetetos, 149)। ইহার তাৎপর্য্য এই, যে তাঁহার তেজস্বিনী ও স্পষ্টবাদিনী জননী যেমন ধাত্রীরূপে প্রসূতির সন্তান-প্রসবে সাহায্য করিতেন, তিনিও তেমনি পুরুষধাত্রী হইয়া জ্ঞান-শিশুর জন্মে সাহায্য করিবার জন্য জ্ঞানার্থীর নিকটে উপস্থিত হইতেন। গুরু ও শিষ্যের সম্বন্ধ এইরূপই হওয়া উচিত। শিষ্যের মনে কিছু ঢুকাইয়া দেওয়া প্রকৃত শিক্ষা নহে; তাহার মধ্যে যে শক্তি আছে,

তাহার বিকাশ সাধন করা; সত্যের জন্য তাহাকে এমন লালায়িত করিয়া তোলা, যে সে যতক্ষণ না সত্য লাভ করে, ততক্ষণ যাতনায় অধীর হইয়া উঠে, এবং পরিশেষে, যাহাতে তাহার যাতনার উপশম হয়, সেই উপায় দেখাইয়া দেওয়া, ও যে তত্ত্ব সে প্রাপ্ত হইল, তাহা সত্য কি না, এই পরীক্ষায় তাহার সহায়তা করা—ইহাই যেখানে শিক্ষাদানের মুখ্য উদ্দেশ্য, সেইখানেই গুরুশিষ্যের মধ্যে সত্য সম্বন্ধ বিদ্যমান। সোক্রাটীসের প্রশ্নোত্তর-মূলক-প্রণালী এই মহোদ্দেশ্য সম্পাদনে আশ্চর্য্য সাফল্য লাভ করিয়াছিল। প্লেটো এই প্রণালীর একান্ত পক্ষপাতী ছিলেন। ধীশক্তির উৎকর্ষ সাধনের পক্ষে তিনি ইহা এত অনুকূল জ্ঞান করিতেন, যে তাঁহার সমুদায় গ্রন্থই এই পদ্ধতি অবলম্বন করিয়া রচিত হইয়াছে। শুধু তাহাই নহে; তিনি বিশ্বাস করিতেন, যে এই প্রণালী ভিন্ন, শুধু গ্রন্থ পাঠ করিয়া, মানুষ কখনও সত্য জ্ঞান লাভ করিতে পারে না। যদি কেহ ভাবে যে, সে কোনও বিষয়ে জ্ঞান উপার্জ্জন করিয়াছে, অথচ সে যদি প্রতিপক্ষের সমুদায় যুক্তির সদুত্তর দিতে সমর্থ না হয়, তবে তাহার জ্ঞান জ্ঞানই নয়। আপনারা অষ্টম অধ্যায়ে প্লেটোর জীবনচরিতে দেখিবেন, যে তিনি জ্ঞানাহরণের পক্ষে কথিত বাক্যকে লিখিত বাক্য অপেক্ষা কত শ্রেষ্ঠ বিবেচনা করিতেন। তাহার কারণ এই, যে মৌখিক কথোপকথন প্রত্যেক স্থলে প্রত্যেক ব্যক্তির বুদ্ধি ও প্রয়োজনের অনুরূপ পরিচালিত হইতে পারে; উহা নির্দ্দিষ্ট বাক্যে আবদ্ধ থাকে না; উহাতে জ্ঞানার্থীর মনে যেমন সংশয়ের উদয় হইতেছে, তেমনি তৎক্ষণাৎ তাহার নিরসনও হইয়া যাইতেছে; উহা তাহাকে ভাবিতে ও বিচার করিতে শিক্ষা দেয়; সুতরাং সুনিপুণ গুরু জিজ্ঞাসা ও উত্তরের সাহায্যে শিষ্যের নিদ্রিত শক্তিকে উদ্বোধিত করিয়া আত্মচেষ্টায় তাহার সত্যাবগতির পথ সুগম করিয়া দিতে সমর্থ হন। প্লেটো এই তত্ত্বটী সোক্রাটীসের নিকটে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

সোক্রাটীসের শিক্ষাদান-প্রণালীর এক অঙ্গ বর্ণিত হইল। উহার দুইটী বিশেষ লক্ষণ আপনাদিগের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া থাকিবে। (১) তিনি নিজে কিছু শিক্ষা দিতেন না, এবং (২) তিনি শুধু জ্ঞান-শিশুর জন্মকালে ধাত্রীর কাজ করিতেন। ইহার আর একটী বিশেষত্ব

ছিল; তাহা এই, যে (৩) অন্তঃস্থ দেবতা সহায় না হইলে তাঁহার সহিত আলাপ করিয়া কেহই উপকৃত হইত না। আমরা এক্ষণে সোক্রাটীসের নিজের কথায় এই তিনটী লক্ষণ প্রকট করিতেছি।

সোক্রাটীস থেয়াইটীটসকে বলিতেছেন, "প্রিয় থেয়াইটীটস, তুমি এই জন্য দুঃখ পাইতেছ, যে তুমি শূন্যগর্ত্ত নও, তোমার জঠরে শিশু আছে। কিন্তু তুমি ধাত্রীর সাহায্য ব্যতীত (জঠর-ভার হইতে) মুক্ত হইতে পারিবে না। এই সাহায্য প্রদান করিবার কৌশল আমি আয়ত্ত করিয়াছি; *যে-সকল অন্তঃসত্ত্ব মন স্বয়ং সন্তান প্রসব করিতে পারে না*, আমি তাহাদিগের প্রসবে সহায়তা করি। আমি জ্ঞানী নই, আমি নিজে কোনও সত্যকে জন্মদান করিতে পারি না, কিন্তু আমার মাতার নিকটে আমি যে বিদ্যা লাভ করিয়াছি, তাহা দ্বারা আমি অপরের অন্তর হইতে সত্য প্রসূত করাইতে পারি। অপরে যে উত্তর দেয়, তাহা আমি পরীক্ষা করিতে পারি, এবং এইরূপে উত্তরগুলি সত্য ও মূল্যবান্, না মিথ্যা ও অসার, তাহা আমি বলিয়া দিতে সমর্থ হই। আমি নিজে কিছুই শিক্ষা দিতে পারি না; যুবকগণের চিত্তে যাহা আলোড়িত হইয়া বহির্গত হইবার প্রয়াস পাইতেছে, আমি কেবল তাহাই আলোকের রাজ্যে আনয়ন করিতে পারি। যদি তাহাদিগের অন্তর শূন্য হয়, তবে আমার প্রক্রিয়া নিষ্ফল। যে-সকল উত্তর প্রদত্ত হইতেছে, তাহা সত্য, না মিথ্যা, ইহা পরীক্ষা করাই আমার সর্ব্বপ্রধান কার্য্য। কিন্তু অধিকাংশ লোকেই আমার অভিপ্রায় না বুঝিয়া ভাবে, যে আমি একটা কিম্ভূত পুরুষ; অপরকে সংশয়ে আন্দোলিত করাই আমার একমাত্র কাজ। তাহারা আমার এই নিন্দা করে—নিন্দাটা কিন্তু যথার্থ—যে আমি সর্ব্বদা শুধু অপরকে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতেছি, কিন্তু নিজের কথা কিছুই বলিতেছি না; তাহার কারণ এই, যে আমার নিজের শুনিবার যোগ্য বলিবার কথা কিছুই নাই। যে তরুণ যুবকেরা সদা সর্ব্বদা আমার সহবাসে কাল কাটায়, তাহারা (জ্ঞানশিশু) প্রসব করিবার পূর্ব্বে প্রায়শঃ দিবারাত্রি দীর্ঘকাল ধরিয়া প্রসব-যন্ত্রণা ভোগ করে। কেহ কেহ, যখন তাহারা প্রথমে আমার নিকটে আইসে, তখন নির্ব্বোধ বলিয়া প্রতীয়মান হয়;

কিন্তু আমার দেবতা তাহাদিগের প্রতি প্রসন্ন হইলে তাহারা আশ্চর্য্য উন্নতি সাধন করিয়া থাকে। অনেকে আবার আমার কথাবার্ত্তায় শ্রান্ত হইয়া কালবিলম্ব না করিয়া প্রস্থান করে; সুতরাং আমি যেটুকু উপকার করিয়াছি, তাহাদিগের মন হইতে তাহা একেবারে মুছিয়া যায়। কখন কখনও এই অসহিষ্ণু সহচরদিগের মধ্যে অনেকে পরে আমার নিকটে আবার ফিরিয়া আসিতে চাহে—কিন্তু আমার নিত্যসঙ্গী উপদেবতা কাহাকে কাহাকেও গ্রহণ করিতে আমায় নিষেধ করেন। তিনি যাহাদিগকে গ্রহণ করিবার অনুমতি দেন, তাহারা পুনরায় উন্নতিপথে অগ্রসর হইতে থাকে।" (Theaetetos, 148-151 ; সংক্ষিপ্ত মর্ম্মানুবাদ)।

আমরা এক্ষণে সোক্রাটীসের দ্বিতীয় প্রণালীর কথা বলিতে যাইতেছি।

(২) ব্যাপ্তিগ্রহ (Induction)।

সোক্রাটীসের মানস পৌত্র আরিষ্টটল (গ্রীক Aristoteles) লিখিয়াছেন, দর্শনশাস্ত্র দুইটী গুরুতর কার্য্যের জন্য তাঁহার নিকটে ঋণী; প্রথমতঃ, তিনিই সামান্যের (general concepts) সংজ্ঞা নিরূপণ করিতে আরম্ভ করেন; দ্বিতীয়তঃ, তিনি ব্যাপ্তিগ্রহের (induction) প্রবর্ত্তক। (Metaphysics, XIII. 4)। এই কার্য্য দুইটী পরস্পরের সহিত অচ্ছেদ্য যোগে যুক্ত। বহুসংখ্যক পদার্থ পরীক্ষা না করিলে উহাদিগের সাধারণ ধর্ম্ম অবগত হওয়া যায় না, এবং সাধারণ ধর্ম্ম অবগত না হইলে সামান্য বা নামও নির্ণিত হইতে পারে না। একটী একটী করিয়া যতদূর সম্ভব অধিক-সংখ্যক পদার্থ পরীক্ষা করিয়াই মানুষ ক্রমে সাধারণ ধর্ম্ম জানিতে পারিয়াছে, এবং এইরূপে পদার্থগুলি জাতি, শ্রেণী গোষ্ঠী, শাখা প্রভৃতিতে বিভক্ত হইয়াছে। আমরা কিরূপে জানিলাম, যে মানুষমাত্রেই মরণশীল? রাম মরিয়াছে, শ্যাম মরিয়াছে, যদু মরিয়াছে, মধু মরিয়াছে; মানুষ শত শত বৎসর ধরিয়া মরিয়া আসিতেছে, আজও আমাদের চক্ষুর সম্মুখে মরিতেছে—একটী একটী করিয়া এইরূপ অসংখ্য ঘটনা দেখিয়া এই সিদ্ধান্ত স্থির হইয়া গিয়াছে, যে মানব মর্ত্ত্য। দুইটী চারিটী স্থল দেখিয়া কোনও সিদ্ধান্তে উপনীত হইলে, তাহাতে ভ্রান্তির সম্ভাবনা থাকে। কোনও

বৈদেশিক অল্পকাল বঙ্গদেশে বাস করিয়া ও কয়েকটী বাঙ্গালীর সহিত মিশিয়াই যদি অবধারণ করেন, যে বাঙ্গালীরা সকলেই ইংরেজী বলিতে পারে, তাহা যেমন ঠিক হইবে না, তেমনি অল্পসংখ্যক পদার্থ দেখিয়াই তাহার নাম নির্ণয় করিলে তাহাও অভ্রান্ত হইবে না। এজন্য বিজ্ঞানের ইতিহাসে দেখিতে পাওয়া যায়, এক যুগে যাহা অবিসংবাদী সত্য বলিয়া সাদরে গৃহীত হয়, পরবর্ত্তী কালে তাহাই লোকের অশ্রদ্ধার উদ্রেক করে। এক সময়ে বৈজ্ঞানিকেরা বলিতেন, স্তন্যপায়ী জীবমাত্রেই শাবক প্রসব করে; কিন্তু এক্ষণে এই নিয়মের ব্যভিচার আবিষ্কৃত হইয়াছে। এইরূপ আরও হাজার দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতে পারে। সোক্রাটীস ইহা জানিতেন; এজন্য তিনি যতদূর সম্ভব ব্যাপকরূপে আলোচ্য বিষয়টীর পরীক্ষা করিতেন। জেনফোন হইতে একটী আলোচনা উদ্ধৃত করিয়া আমরা তাঁহার প্রণালীটীর ব্যাখ্যা করিতেছি। এই আলোচনাটী তাঁহার প্রশ্নোত্তর-মূলক-তর্কপ্রণালীরও একটী উৎকৃষ্ট উদাহরণ।

এয়ুথুডীমস নামক এক যুবক রাষ্ট্র-নায়ক হইতে অভিলাষ করিয়াছিলেন। সোক্রাটীস তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কি ভাবিয়া দেখিয়াছ, যে ন্যায়পরায়ণ না হইলে কেহই এই কর্ম্মে সুদক্ষ হইতে পারে না?" তিনি উত্তর করিলেন, "হাঁ, নিশ্চয়ই ভাবিয়া দেখিয়াছি; ন্যায়-পরায়ণতা ভিন্ন কেহ উত্তম রাষ্ট্রবাসীই হইতে পারে না।"

সোক্রাটীস জিজ্ঞাসা করিলেন, "আচ্ছা, তবে তুমি কি এই গুণটী উপার্জ্জন করিয়াছ?"

এয়ুথুডীমস কহিলেন, "হাঁ, সোক্রাটীস, আমি তো মনে করি, যে, তুমি আমাকে কাহারও অপেক্ষা কম ন্যায়বান্ দেখিতে পাইবে না।"

"তবে, যেমন শিল্পীর কতকগুলি কার্য্য আছে, তেমনি ন্যাযবান্ লোকেরও কতকগুলি কার্য্য আছে?"

"হাঁ, নিশ্চয়ই আছে।"

সোক্রাটীস প্রশ্ন করিলেন, "আচ্ছা, তবে যেমন শিল্পী কতকগুলি কার্য্য দেখাইয়া বলিতে পারে, 'এই গুলি আমার কার্য্য,' তেমনি ন্যায়বান্ ব্যক্তিরও এমন কতকগুলি কার্য্য আছে, যাহা তিনি অপরকে দেখাইতে পারেন?"

এয়ুথুডীমস উত্তর দিলেন, "আমিই বা কেন বলিতে পারিব না, কোন্‌গুলি ন্যায়ের কার্য্য ? আর কোন্‌গুলি অন্যায়ের কার্য্য, তাহাই বা কেন আমি নিশ্চিত বলিতে পারিব না ? কেন না, আমরা তো প্রতিদিন এগুলি অল্প দেখিতে ও শুনিতে পাই না।"

সোক্রাটীস বলিলেন, "তবে কি তুমি চাও, যে আমি এইখানে একদিকে একটা 'ন' ও একদিকে একটা 'অ' লিখিয়া লই ? এবং যে যে কার্য্য আমাদিগের নিকটে ন্যায়ের কার্য্য বলিয়া বোধ হয়, তাহা 'ন' এর নীচে, এবং যাহা অন্যায়ের কার্য্য,তাহা 'অ' এর নীচে রাখি ?"

তিনি বলিলেন, "যদি তোমার মনে হয়, যে এই অক্ষর দুটীর প্রয়োজন আছে, তবে লিখ।"

সোক্রাটীস আপনার প্রস্তাব মত অক্ষর দুটী (মাটীতে) লিখিয়া বলিলেন, "মানবসমাজে কি মিথ্যা কথা বলা চলিত আছে ?"

তিনি বলিলেন, "অবশ্যই আছে"

সোক্রাটীস জিজ্ঞাসা করিলেন, "উহা তবে কোথায় রাখিব ?"

তিনি উত্তর করিলেন, "সুস্পষ্টই অন্যায়ের কোঠায়।"

"আচ্ছা, প্রবঞ্চনাও আছে ?"

"নিশ্চয়ই।"

"ইহা তবে কোন্ কোঠায় রাখিব ?"

"এ তো স্পষ্টই দেখা যাইতেছে, যে এটী অন্যায়ের কোঠায় রাখিতে হইবে।"

"তারপর ? দুষ্কর্ম্মাচরণ বর্ত্তমান আছে ?"

"হাঁ, তাহাও আছে।"

"মানুষ চুরি করিবার ও মানুষকে দাস করিয়া রাখিবার প্রথাও বিদ্যমান আছে ?"

"হাঁ, তাহাও আছে।"

"এয়ুথুডীমস, এই দুইটীর কোনটীই কি আমরা ন্যায়ের কোঠায় রাখিব না ?"

তিনি বলিলেন, "সেটা বড়ই অদ্ভুত হইবে।"

"সে কি ? যদি কোনও সেনাপতি অন্যায়াচারী শত্রুর পুরী অধিকার করিয়া পুরবাসীদিগকে দাসত্বে নিয়োজিত করেন, তবে আমরা কি বলিব, তিনি অন্যায় করিলেন ?"

এয়ুথুডীমস উত্তর দিলেন, "তা' নিশ্চয়ই নয়।"

"আমরা কি বলিব না, তিনি ন্যায়াচরণই করিয়াছেন ?"

"হাঁ, অবশ্য।"

"তবে ? তিনি যদি তাহাদিগের সহিত সংগ্রামে লিপ্ত হইয়া শঠতা করেন ?"

"তাহাও ন্যায় সঙ্গত।"

"তিনি যদি তাহাদিগের সম্পত্তি অপহরণ ও বলপূর্ব্বক অধিকার করেন, তবে কি তাঁহার কার্য্যটী ন্যায়সঙ্গত হইবে না ?"

"নিশ্চয়ই ; কিন্তু আমি প্রথমে ভাবিয়াছিলাম, যে তুমি এই প্রশ্নগুলি কেবল মিত্র সম্বন্ধেই জিজ্ঞাসা করিয়াছ।"

সোক্রাটীস কহিলেন, "তাহা হইলে আমরা যাহা যাহা অন্যায়ের কোঠায় ফেলিয়াছি, সে সমস্তই ন্যায়ের ঘরে রাখিতে হইবে ?"

তিনি বলিলেন, "তাহাই তো বোধ হয়।"

"তবে কি তুমি চাও, যে এইগুলি ন্যায়ের কোঠায় রাখিয়া আমরা আবার এই পার্থক্যটী মানিয়া লইব, যে এই সকল কার্য্য শত্রুর প্রতি করিলে ন্যায়সঙ্গত, কিন্তু মিত্রের প্রতি করিলে অন্যায় ? এবং মিত্রের প্রতি এই সেনাপতির যতদূর সম্ভব অকপট থাকাই কর্ত্তব্য ?"

এয়ুথুডীমস উত্তর করিলেন, "হাঁ, একেবারে সুনিশ্চিত।"

সোক্রাটীস বলিলেন, "আচ্ছা, যদি কোনও সেনাপতি সৈন্যদিগকে ভগ্নোৎসাহ দেখিয়া মিথ্যা কল্পনার আশ্রয় লইয়া বলেন, যে তাহাদিগের সহায়গণ নিকটবর্ত্তী হইয়াছে, এবং এই মিথ্যা কথা বলিয়া সেনাদলের ভগ্নোৎসাহ নিবৃত্ত করেন, তবে এই প্রবঞ্চনাকে আমরা কোন্ ঘরে রাখিব ?"

তিনি বলিলেন, "আমার বোধ হয়, ন্যায়ের ঘরে।"

"যদি কেহ দেখিতে পায়, যে তাহার পুত্রের ঔষধের প্রয়োজন,

কিন্তু সে ঔষধ খাইতে চাহিতেছে না, এবং যদি সে বঞ্চনা করিয়া তাহাকে খাদ্য বলিয়া ঔষধ দেয়, ও এই মিথ্যা ব্যবহার দ্বারা তাহার আরোগ্য সম্পাদন করে, তবে এই প্রবঞ্চনার কার্য্যটী কোন্ কোঠায় ফেলিতে হইবে ?"

"আমার বোধ হয়, ইহাও ঐ একই কোঠায় ফেলিতে হইবে।"

"বেশ কথা ; যদি কোনও ব্যক্তি বন্ধুকে বিকলচিত্ত দেখিয়া, এবং সে বা আত্মহত্যা করে, এই ভয়ে ভীত হইয়া তাহার তরবারি ও অন্যান্য অস্ত্র চুরি করে, বা জোর করিয়া লইয়া যায়, তবে এই কাজটী কোন্ কোঠায় রাখিতে হইবে ?"

"ইহাও নিশ্চয়ই ন্যায়ের কোঠায় রাখিতে হইবে।"

সোক্রাটীস বলিলেন, "তবে তুমি বলিতেছ, যে মিত্রের প্রতিও সকল সময়ে অকপট ব্যবহার করা উচিত নহে ?"

এয়ুথুডীমস উত্তর করিলেন, "না, না, নিশ্চয়ই নয় ; আমি পূর্ব্বে যাহা যাহা বলিয়াছি, তাহা প্রত্যাহার করিতেছি—যদি প্রত্যাহার করা সম্ভব হয়।"

সোক্রাটীস কহিলেন, "কার্য্যগুলি যদি ঠিক জায়গায় না রাখিতে পার, তবে তাহা অপেক্ষা কথাগুলি প্রত্যাহার করা অনেক গুণে ভাল। আচ্ছা, যাহারা অহিত সাধনের উদ্দেশ্যে মিত্রদিগকে বঞ্চনা করে, (এ প্রশ্নটীর আলোচনাও উপেক্ষা করা উচিত নহে), তাহাদিগের মধ্যে কে অধিকতর অন্যায় করে, যে ইচ্ছাপূর্ব্বক বঞ্চনা করে, না যে অনিচ্ছাপূর্ব্বক বঞ্চনা করে ?"

এয়ুথুডীমস বলিলেন, "কিন্তু, সোক্রাটীস, আমি যে সমুদায় উত্তর দিতেছি, তাহাতে আমার নিজেরই আর আস্থা নাই ; কেন না, আমি পূর্ব্বে যাহা বলিয়াছি, এখন সে সকলই, আমি তখন যেমন ভাবিয়াছিলাম, তাহা অপেক্ষা আমার নিকটে অন্যরূপ প্রতীয়মান হইতেছে। যাহা হউক, আমি বলিয়া ফেলি, যে আমার মতে যে-ব্যক্তি অনিচ্ছাপূর্ব্বক প্রবঞ্চনা করে, তাহার অপেক্ষা যে ইচ্ছাপূর্ব্বক বঞ্চনা করে, সেই অধিকতর অন্যায়াচারী।" (Mem. IV. 2. 11—19)।

এই পর্য্যন্তই যথেষ্ট। জেনফোন এই আলোচনাটী যে আকারে লিখিয়া রাখিয়াছেন, তাহাতে ইহার কোথাও 'ন্যায়' ও 'অন্যায়ের' সংজ্ঞা প্রদত্ত হয় নাই; কিন্তু আমরা আলোচনাটীর যতখানি উদ্ধৃত করিয়াছি, তাহাতেই উহা অনুস্যূত রহিয়াছে। মোটামুটি বলা যাইতে পারে, বিবিধ দৃষ্টান্ত দেখাইয়া সোক্রাটীস অন্যায়ের এই প্রকার একটা সংজ্ঞা নির্দ্দেশ করিলেন—যুদ্ধরত শত্রু ভিন্ন অপর কাহারও প্রতি অহিত সাধনের উদ্দেশ্যে ইচ্ছাপূর্ব্বক শঠতা বা অত্যাচার করাই 'অন্যায়'। অর্থাৎ যে ব্যক্তি জানিয়া শুনিয়া অপকার করিবার অভিপ্রায়ে মিত্রকে ঠকায়, বা তাহার ধন অপহরণ করে, সেই অন্যায়াচারী।

সোক্রাটীস বলিতেন, পদার্থের স্বরূপ অবগত হইতে হইলে এই প্রণালী ছাড়া দ্বিতীয় পথ নাই। *আগে ব্যাপ্তিগ্রহের সাহায্যে সামান্য নিরূপণ করিতে হইবে, তবে পদার্থের প্রকৃত জ্ঞান লাভ হইবে।* যে জ্ঞান এই উপায়ে লব্ধ হয় নাই, তাহা জ্ঞানই নয়। এ কথা সত্য যে, সেকালে বিশেষ বিশেষ বিদ্যার এতদূর উৎকর্ষ সাধিত হয় নাই, নিখিল জগৎ সম্বন্ধে মানবের জ্ঞান এখনকার মত এমন বিশাল ও গভীর হইয়া উঠে নাই, সমীক্ষা (observation) ও পরীক্ষার (experiment) এপ্রকার উন্নতি হয় নাই, যে এই প্রণালী অবলম্বন করিয়া তিনি সর্ব্বত্র অভ্রান্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারিয়াছেন। কোনও বিষয়ের আলোচনা করিতে হইলে তাহার প্রকৃত তত্ত্ব জানিবার জন্য তাঁহাকে বিবিধ শ্রেণীর লোকের সহিত মিশিতে হইত; তাহাদিগের কথাবার্ত্তা হইতে তিনি যে অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করিতেন, তাহার উপরে নির্ভর করা ভিন্ন তাঁহার উপায়ান্তর ছিল না। তিনি নিজে যতগুলি দৃষ্টান্ত দেখিয়াছেন বা শুনিয়াছেন, সেইগুলির সাহায্যেই তিনি সামান্যের সংজ্ঞা নির্দ্দেশ করিতেন; বিশ্বমানবের অভিজ্ঞতা বিশ্লেষ করিয়া কোনও প্রশ্নের মীমাংসা করিবার সুযোগ তিনি প্রাপ্ত হন নাই, সুতরাং তাঁহার ভুল ভ্রান্তির সম্ভাবনা যথেষ্টই ছিল। কিন্তু তিনি এই বিপদ্ সম্বন্ধে অজ্ঞ ছিলেন না। তিনি যখন যে বিষয়ের আলোচনা করিয়াছেন, তাহাতে একজাতীয় দৃষ্টান্ত আহরণ করিয়াই সন্তুষ্ট থাকিতেন না, প্রত্যুত উহার বিপরীত ও

বিবিধ শ্রেণীর দৃষ্টান্ত উপস্থিত করিয়া, এবং সকলগুলি পরস্পর মিলাইয়া, ভ্রম প্রমাদের আশঙ্কা নিরাকরণ করিতেন। বন্ধুজনের সহিত কোনও প্রশ্নের বিচার উপস্থিত হইলেই তিনি উহার বিভিন্ন দিক্ দেখাইয়া দিতেন; একটী বস্তুর বোধ জন্মিতে গেলেই কিরূপে তাহার বিপরীত বোধও সঙ্গে সঙ্গে আসিয়া পড়ে, তাহা ব্যাখ্যা করিতেন; যে সিদ্ধান্তটী একদেশদর্শী অভিজ্ঞতার উপরে প্রতিষ্ঠিত, তাহা বহুল সমীক্ষার সাহায্যে সংশোধিত ও পূর্ণাঙ্গ করিয়া তুলিতেন; এইরূপে তাহার একটী সূক্ষ্মতর সংজ্ঞা নির্দ্দিষ্ট হইত। কোন্‌টী কোন্ পদার্থের স্বরূপ এবং কোন্‌টী উহার স্বরূপ নয়, এই প্রণালীতে তিনি তাহার জ্ঞানে উপনীত হইতেন।

মেকলে (Macaulay) লিখিয়াছেন, আমরা যে বর্ত্তমান কালে ধরাতলে জ্ঞানবিজ্ঞানের অচিন্ত্যনীয় উন্নতি ও ভোগৈশ্বর্য্যের পরাকাষ্ঠা দেখিতে পাই, বেকন (Bacon) তাহার সাধনার পথ দেখাইয়া গিয়াছেন। এই উক্তিটীর মধ্যে স্বজাতিপ্রীতির আতিশয্য থাকিলেও উহা একেবারে মিথ্যা নহে। বেকনের Novum Organum নামক যে চিরস্মরণীয় গ্রন্থখানি সপ্তদশ শতাব্দীতে ইয়ুরোপে জ্ঞানচর্চ্চার বিপ্লব সাধন করে, তাহাতে তিনি বিশদরূপে প্রতিপন্ন করেন, যে সমীক্ষা, পরীক্ষা ও অন্বীক্ষা (inference), এই তিন উপায় আশ্রয় না করিলে কখনও কোন সত্য আবিষ্কৃত হইতে পারে না। ব্যাপ্তিগ্রহ এগুলির প্রাণ। অনেকে এজন্য মনে করেন, বেকনই এই প্রণালীর প্রতিষ্ঠাতা; কিন্তু একথা ঠিক নহে। তিনি ইহার গুরুত্ব ও উপযোগিতা দেখাইয়া দেন, এবং ইহার কি কি অন্তরায় আছে, তাহা নির্দ্দেশ করেন। বিশুদ্ধ জ্ঞানলাভের অনুকূল ও প্রতিকূল অবস্থা সম্বন্ধে তিনি যাহা যাহা বলিয়াছেন, সোক্রাটীসের উক্তিগুলির সহিত তাহার আশ্চর্য্য সৌসাদৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায়। বেকনের ন্যায় অসাধারণ মনস্বী পুরুষ এ বিষয়ে সোক্রাটীসের নিকটে ঋণী ছিলেন কি না, তাহা বলা কঠিন; বলিবার বিশেষ প্রয়োজনও নাই। এইটুকু বলিলেই যথেষ্ট হইবে, যে মহাপুরুষদিগের মহত্ত্ব খাঁটি মৌলিকতাতেই আবদ্ধ নয়। সোক্রাটীস

ইয়ুরোপে ব্যাপ্তিগ্রহের জন্মদাতা, বেকন তাহার যুগান্তরসাধিনী শক্তি প্রমাণিত করিয়া জ্ঞানানুশীলনের গতি ফিরাইয়া দিয়াছেন। কিন্তু উভয়ের লক্ষ্যে আকাশপাতাল ব্যবধান। সোক্রাটীস যাহাকে দেখিতেন, তাহাকেই বলিতেন, "দেহের জন্য ভাবিও না, অগ্রেই অর্থের জন্য খাটিয়া মরিও না, কিন্তু আত্মা যাহাতে পূর্ণতা লাভ করিতে পারে, তাহারই জন্য যত্নশীল হও।" (Apology, 17)। বেকন লিখিয়াছেন, মানব যে অবস্থা-সমূহের মধ্যে জীবন যাপন করে, তাহার উন্নতি সম্পাদন করাই জ্ঞানের উদ্দেশ্য। মানুষ যদি নব নব তত্ত্ব আবিষ্কার ও নিত্য নূতন শক্তি সঞ্চয় করিয়া জীবনকে শ্রীসম্পন্ন করিতে না পারিল, তবে তাহার জ্ঞানচর্চ্চা নিষ্ফল। সোক্রাটীস আত্মার সম্পদ্‌কেই পরম সম্পদ্ বিবেচনা করিতেন; বেকন যে-পথ নূতন করিয়া খুলিয়া দিয়া গিয়াছেন, তাহার গতি দুঃখ-নিবৃত্তি ও সুখ-সাধনের দিকে; এবং তাহার চরম লক্ষ্য ঐহিক সম্পদ্ লাভ। সোক্রাটীসের সহিত বেকনের আর একটী পার্থক্য এই, যে সোক্রাটীস প্রাকৃতিক বিজ্ঞান উপেক্ষা করিয়া দর্শনালোচনায় জীবন সমর্পণ করিয়াছিলেন; বেকন দর্শনের প্রতি মনোনিবেশ করেন নাই; তিনি প্রাকৃতিক বিজ্ঞানকেই সর্ব্বোপরি স্থান দিয়াছেন। এই দুই বিষয়ে পার্থক্য প্রদর্শন করিলাম বলিয়া আমরা যে বেকনের গৌরবের হানি করিলাম, তাহা নয়; কেন না, মানবের দুঃখহ্রাস ও সুখবৃদ্ধি করিবার প্রচেষ্টা নিন্দনীয় নহে; এবং প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের চর্চ্চাতে নিমগ্ন হইয়া বিশ্বাসী জ্ঞানার্থী ঈশ্বরের মহিমা দেখিয়া ভক্তিতে বিগলিত হইয়া যাইতে পারে। বেকন নিজে প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের অনুশীলন করিয়া অনেক নূতন তত্ত্ব আবিষ্কার করেন নাই। কিন্তু তিনি গবেষণার দ্বারা সিদ্ধি-লাভ করিয়া মানবজাতির কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন, এমন কথা এখন কেহই বলে না। তিনি জ্ঞানের রাজ্যে মানবের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে যে মহতী আশা ও ধারণা পোষণ করিতেন, তাহাই তাঁহার প্রকৃত গৌরব। (**The great and wonderful work which the world owes to him was in the idea, and not in the execution.—R. W. Church,** ***Bacon***, p. 178)।

সোক্রাটীস যদি দৈহিক আরামকেই পরম ধন বলিয়া বরণ করিতেন, তবে তাঁহার জ্ঞানচর্চ্চার কোনও মূল্য থাকিত না, এবং তাঁহার প্রণালী দুটী এমন অভিনব ফল প্রসব করিত না। তিনি নির্ম্মল জ্ঞান পাইবার আকাঙ্ক্ষায় আকুল ছিলেন, আত্মাকে বন্ধনমুক্ত করিবার সাধনায় আত্মহারা হইয়াছিলেন, তাই যেমন দীপশিখা হইতে দীপশিখা জন্মলাভ করে, তেমনি তাঁহা হইতে হৃদয়ে হৃদয়ে জ্ঞানাগ্নি প্রজ্জ্বলিত হইয়াছিল। নিত্য নূতন আলোচনা, বিভিন্নদিক্ হইতে প্রত্যেক বিষয়ের পরীক্ষা, ভ্রান্তি-বিনোদনে অক্লান্ত শ্রম ও নব সত্যালিঙ্গনে অপরিসীম উৎসাহ ভিন্ন ইহা কখনও সম্ভব হইত না। এমন কত জ্ঞানার্থী আছে, যাহারা কেবল আলোচনার ফল চায়, কিন্তু বিচারের ক্লেশ স্বীকার করিতে চাহে না; তাহারা প্রচলিত যুক্তিগুলি কণ্ঠস্থ করিয়াই সন্তুষ্ট থাকে, সেগুলি কখনও পরীক্ষা করে না; তাহারা যাহা জানিয়া আসিতেছে, তাহার বিরুদ্ধে আপত্তি উত্থাপন করিলেই মহাবিরক্ত হয় ও আপত্তিকারীকে পরম শত্রু জ্ঞান করে। এই ব্যাধি হইতে মুক্ত না হইলে ইহাদিগের দর্শনের চর্চ্চা করিয়া কোনও লাভ নাই। সোক্রাটীসের ধ্বংস-নীতি, তাঁহার জাগাইবার রীতি, তাঁহার আঘাত করিবার প্রণালী, এই ব্যাধির একমাত্র সফল চিকিৎসা। পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাস পাঠ করিলেই তাঁহার প্রণালী দুটীর সার্থকতা চক্ষুর সম্মুখে উজ্জ্বল হইয়া উঠিবে। তাঁহার তর্ক-প্রণালী হইতে গ্রীক ন্যায়ের উদ্ভব হইয়াছে; তিনি গ্রীক দর্শনের বিভিন্ন শাখার আদিগুরু। তাঁহার শিষ্য প্লেটো তত্ত্ববিচারে একাই এক লক্ষের সমান; আজিও বিদ্যার্থীরা বিস্মিত-পুলকিত-চিত্তে তাঁহার কবিত্বমধুর অমূল্য গ্রন্থগুলি পাঠ করিয়া থাকে। কিন্তু এইটুকু বলিলেই যথেষ্ট বলা হইল না। খৃষ্টীয় ধর্ম্মবিজ্ঞানে প্লেটোর প্রভাব এত সুস্পষ্ট, যে অনায়াসেই বলা যাইতে পারে, প্লেটোর দর্শন আশ্রয় না করিলে খৃষ্টধর্ম্ম বর্ত্তমান আকার প্রাপ্ত হইত না। ঐ ধর্ম্মের আদিম যুগে সেণ্ট অগষ্টীন (St. Augustine) প্রভৃতি আচার্য্যগণ তাঁহাকে ঈশার অগ্রদূতরূপে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করিতেন। বিশ্বতোমুখী মনীষার অধিকারী, দার্শনিক-শিরোমণি আরিষ্টটল প্লেটোর শিষ্য। তিনি দর্শনশাস্ত্রে কি অটল প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছেন, তাহা ইহা

হইতেই বুঝা যাইবে, যে সপ্তদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত ইয়ুরোপ তাঁহার চরণতলে বসিয়া তত্ত্বজ্ঞানের আলোচনা করিত। ইটালীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কবি দান্তে (Dante) তাঁহাকে "জ্ঞানিগণের গুরু" (Maestro di color che sanno) বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। (Inferno, IV.)। আধুনিক ইয়ুরোপীয় দর্শন প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে প্লেটো ও আরিষ্টটল হইতে নিঃসৃত হইয়াছে, একথা বলিলে অত্যুক্তি হয় না। তৎপরে, এয়ুক্লাইডীস, আরিষ্টিপ্পস ও আণ্টিস্থেনীস, প্রত্যেকেই দর্শনের এক একটী শাখা প্রতিষ্ঠিত করেন; ইঁহারাও সোক্রাটীসের শিষ্য ছিলেন। সোক্রাটীসের তিরোধানের পরে বহু শতাব্দী ধরিয়া গ্রীসে ও রোমে যে সকল দর্শনের আলোচনা প্রচলিত ছিল; ষ্টৌয়িক (Stoic), সীনিক (Cynic), এপিকুর্যারিয়ান (Epicurean) প্রভৃতি যে-সকল সম্প্রদায় প্রাচীন কালে সর্ব্বত্র বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছিল; দেবোপাসনার পতনদশায় যে তত্ত্বজ্ঞান ধর্ম্মের আসন গ্রহণ করিয়াছিল; সে সমুদায়ই তাঁহার সাধনার ফল। তিনি নিজে একখানিও গ্রন্থ রচনা করেন নাই, অথচ এই একটী জীবনের তপস্যার ফলে নানা ভাষায় এত গ্রন্থ রচিত হইয়াছে, যে তাহার সংখ্যা নাই। যিনি সারাজীবন লোকের সহিত কথাবার্ত্তা বলিয়াই কাটাইয়া গেলেন, তাঁহার বাণীতে কি এক ঐশী শক্তি নিহিত ছিল, যে তাহা তখনকার মহাপ্রতিভাসম্পন্ন যুবকদিগকে এমন করিয়া বিমথিত ও বিমোহিত করিতে পারিয়াছিল, এবং তাঁহাদিগের প্রাণে এমন প্রবল সত্যানুরাগ উদ্দীপ্ত করিয়া দিয়াছিল, যে জগদ্বাসী আজিও তাঁহাদিগের জ্ঞানতর্পণের অমৃত ফল আস্বাদন করিয়া কৃতার্থ হইতেছে। যাঁহার স্পর্শ পাইয়া পশ্চিম ভূখণ্ডে জ্ঞানের ইন্ধন বংশপরম্পরাক্রমে প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিয়াছিল, শিক্ষাক্ষেত্রে তাঁহার অনুপম কৃতিত্ব যে চিরদিন সুধীসমাজে শ্লাঘ্য হইয়া থাকিবে, তাহাতে কি আর লেশমাত্রও সন্দেহ আছে ?

ষষ্ঠ অধ্যায়

সোক্রাটীসের কয়েকটী মত

আমরা এতক্ষণ সোক্রাটীসের শিক্ষা-প্রণালীর আলোচনা করিলাম। তিনি কি শিখাইয়া গেলেন, এখন তাহাই একটু বিচার করিয়া দেখিতে হইবে। তাঁহার প্রধান প্রধান উপদেশগুলি পরে উদ্ধৃত হইবে; এখানে কেবল কয়েকটী মতের প্রতি পাঠকগণের মনোযোগ আকর্ষণ করিতেছি।

(১) জ্ঞান ও ধর্ম্মের একত্ব।

একজন জর্ম্মণ পণ্ডিত বলিয়াছেন, সোক্রাটীস সদা নির্ম্মল জ্ঞানের জন্য প্রাণ দিতে প্রস্তুত ছিলেন; এবং ভক্ত যেমন ভগবানের সঙ্গ লাভের জন্য ব্যাকুল, তিনিও তেমনি ব্যাকুল হইয়া বিশুদ্ধ সামান্যের সন্ধানে ঘুরিয়া বেড়াইতেন। উক্তিটীর মধ্যে একটু প্রবেশ করা প্রয়োজন। সোক্রাটীস কোন্ জ্ঞানের অন্বেষণ করিতেন? আমরা যাহাকে পারমার্থিক জ্ঞান বলি, উপনিষদে যাহা পরা বিদ্যা বলিয়া উক্ত হইয়াছে, উহা ঠিক সেই জ্ঞান নহে; অথচ উহাকে অপরা বিদ্যাও বলা যায় না। আত্মা কিসে পূর্ণতা লাভ করিতে পারে, ইহাই তাঁহার সাধনার লক্ষ্য ছিল। তিনি বলিতেন, চিন্তায়, ভাষায় ও কর্ম্মে শুদ্ধ না হইলে, আত্মা অপূর্ণ ও বিকলাঙ্গ থাকিয়া যাইবে। অর্থাৎ অভ্রান্ত চিন্তা-প্রণালী, অর্থযুক্ত বাক্য ও জ্ঞানানুমোদিত কার্য্য ভিন্ন আত্মার বিকাশ অসম্ভব। তিনি "ফাই-ডোনের" ৬৪তম অধ্যায়ে ক্রিটোনকে বলিতেছেন, "ভ্রমপূর্ণ কথা বলা যে শুধু নিজেই একটা দোষ, তাহা নহে, কিন্তু উহা আত্মাতেও অকল্যাণ উৎপাদন করে।" ইহা হইতেই বুঝা যাইবে, প্রত্যেক বিষয়ের স্পষ্ট ও নিখুঁত ধারণাটী তিনি কি অত্যাবশ্যক বিবেচনা করিতেন। তিনি যে সামান্যের সংজ্ঞা নির্ণয়ে এত শ্রম করিতেন, ইহাই তাহার কারণ। তিনি

বিশ্বাস করিতেন, যাহার চিন্তায় শৃঙ্খলা নাই, কথাবার্ত্তায় স্থিরতা নাই, কার্য্যাকার্য্যের জ্ঞান নাই, সে কখনও পূর্ণ জীবনের অধিকারী হইতে পারে না। প্লেটো "ফাইড্রস" নামক নিবন্ধে সোক্রাটীসের একটী প্রার্থনা উদ্ধৃত করিয়াছেন, উহাতে তাঁহার মনোভাব চমৎকার ব্যক্ত হইয়াছে। প্রার্থনাটী এই—"হে দেবতা, আশীর্ব্বাদ কর, যেন আত্মাতে সুন্দর হইতে পারি; আমার অন্তর ও বাহিরের ধনে যেন ঐক্য থাকে।" সোক্রাটীস যেন বলিতেছেন, "আমার ভাবনা সত্য হউক, বাক্য সত্য হউক, কার্য্য সত্য হউক।" জ্ঞান ভিন্ন প্রার্থনা নিস্ফল। জ্ঞান-যোগী সোক্রাটীস এই জন্তই জ্ঞানের প্রাধান্য স্বীকার করিতেন, এবং বলিতেন, "ধর্ম্ম ও জ্ঞান এক," অর্থাৎ জ্ঞান ভিন্ন ধর্ম্ম সম্ভবে না; এবং যেখানে জ্ঞান আছে, সেখানে ধর্ম্মও থাকিবে। আমরা বুঝিয়া দেখি, এই তত্ত্বটীর মর্ম্ম কি।

সোক্রাটীস তাঁহার "আত্মসমর্থনে" অন্যতম অভিযোক্তা মেলীটসকে বলিতেছেন, "ইহা সুস্পষ্ট, যে আমি অনিচ্ছাপূর্ব্বক যে দুষ্কর্ম্ম করিতেছি, দুষ্কর্ম্ম বলিয়া বুঝিতে পারিলেই উহা হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইব।" (Ap. 13)। ধর্ম্মাধর্ম্ম সম্বন্ধে তাঁহার মত এই উক্তিটীর মধ্যে বীজাকারে বর্ত্তমান রহিয়াছে। তিনি অন্য একস্থলে বলিতেছেন "ইচ্ছাপূর্ব্বক কেহই পাপাচরণ করে না; লোকে যাহা মন্দ বলিয়া বিশ্বাস করে, ভাল ছাড়িয়া তাহাই বরণ করিবে, ইহা মানুষের প্রকৃতিতে সম্ভবপরই নয়।" (Prot. 358)। সুতরাং পাপ অজ্ঞানতার ফল। যে দুষ্কর্ম্মে লিপ্ত রহিয়াছে, তাহাকে জ্ঞান দান কর; জ্ঞান লাভ করিলেই সে পাপের পথ পরিহার করিবে। আবার, যে জ্ঞান লাভ করিয়াছে, সে কখনও দুষ্কর্ম্ম করিতে পারে না; যে জ্ঞানী, সে ধার্ম্মিক হইবেই হইবে; কেন না, মানুষের পক্ষে ইহা কখনও সম্ভবই নয়, যে, সে ধর্ম্ম কি, তাহা জানিয়াও অধর্ম্মের পথে চলিবে। তবে আমরা সংসারে এত পাপাচরণ দেখিতে পাই কেন? তাহার দুইটী কারণ। প্রথমতঃ, যাহারা অধর্ম্মাচরণ করিতেছে, তাহাদিগের বুদ্ধিবৃত্তি বিকশিত হয় নাই; তাহারা মূর্খ, তাহারা অজ্ঞানতায় নিমজ্জিত রহিয়াছে। দ্বিতীয়তঃ, তাহারা লক্ষ্যসিদ্ধির

উপায় সম্বন্ধে ভুল করিতেছে। লক্ষ্য সকলেরই এক, আপনার ভাল সকলেই বুঝে। যাহা ভাল, যাহা শ্রেয়ঃ, তাহা কে না চায়? কিন্তু কিসে ভাল হয়, কল্যাণ হয়, শ্রেয়োলাভ হয়, তাহা সকলে বুঝে না। মানুষে মানুষে পার্থক্য লক্ষ্যে কিংবা আকাঙ্ক্ষায় নয়; পার্থক্য আকাঙ্ক্ষার পূর্ণতা সম্পাদনের উপায়ে ও শক্তিতে। সাধ্য এক; সাধনা বিভিন্ন—এই-খানেই একজনের সহিত আর একজনের প্রভেদ। মনোবৃত্তির সম্যক্ বিকাশ হইলে এই প্রভেদ থাকিবে না। শুদ্ধ জ্ঞান অর্জ্জন কর, তুমি পুণ্যবান্ হইবে; প্রজ্ঞা বা নির্ম্মল জ্ঞান হইতেই পুণ্য কর্ম্ম প্রসূত হয়; পক্ষান্তরে অজ্ঞানের পক্ষে ধার্ম্মিক হইবার আশা দুরাশা।

ধর্ম্ম ও জ্ঞান যখন এক, তখন ধর্ম্মের লক্ষণগুলিও পরস্পর অভিন্ন। পুণ্য, ন্যায়, বীর্য্য ও সংযম ধর্ম্মের লক্ষণ; এ সমস্তই প্রজ্ঞা হইতে উদ্ভূত হয়। ঐশ্বরিক বিধির জ্ঞান পুণ্য; মানবীয় বিধির জ্ঞান ন্যায়; বিপদে কর্ত্তব্য কি, সেই জ্ঞান বীর্য্য; মহৎ ও মঙ্গলের জ্ঞান সংযম। প্রজ্ঞা (sophia) ও সংযম (sōphrosunē) এবং জ্ঞান বা বিদ্যা (epistêmē) এক ও অভিন্ন। (Mem. IV. 6. 4, 6; III. 9. 4)। যে ব্যক্তি জানে, দেবতার ঋণ কি এবং দেবগণের প্রতি কর্ত্তব্য কি, সে ন্যায়বান্; বিপদ্ উপস্থিত হইলে যে বুঝিতে পারে, উহাতে কি ভয় করিবার আছে, কি ভয় করিবার নাই, এবং যে সঙ্কটকালে যথারীতি আপনার কর্ত্তব্য করিয়া যায়, সে বীর্য্যবান্; পরিশেষে, যে জানে, শ্রেয়ঃ ও মহৎ কি, ও কিরূপে তাহার অনুসরণ করিতে হয়; এবং হেয় কি, ও কিরূপে তাহা বর্জ্জন করিতে হয়, সেই সংযমী। মিথ্যা জ্ঞান এই সকল গুণোপার্জ্জনের পরিপন্থী। আপনাকে জান, সত্যজ্ঞান লাভ কর, তুমি গুণবান্ হইবে, ধার্ম্মিক হইবে।

কিন্তু এখানে যে জ্ঞানের কথা বলা হইয়াছে, তাহা কি প্রকার জ্ঞান, সোক্রাটীসের উক্তিগুলির মধ্যে সে প্রশ্নের মীমাংসা পাওয়া যায় না। একবার মনে হয়, তিনি বুঝি বস্তুতন্ত্র বা ব্যবহারিক জ্ঞানের কথা বলিতেছেন; পরক্ষণেই দেখা যায়, না, এই ধারণাটী ঠিক নহে; যে সামান্যের সংজ্ঞানির্দ্দেশের উপরে তিনি জোর দিতেন, তাহাকে বস্তুতন্ত্র বলা

চলে না; তাহা তাত্ত্বিক দর্শন বা ন্যায়ের অন্তর্গত। কখনও বোধ হয়, তিনি ফলাফলের দিকে না চাহিয়া জ্ঞানের জন্যই জ্ঞানকে শ্রেষ্ঠ আসনে বসাইতেছেন; আবার কখনও বা দেখিতে পাই, তিনি কার্য্যফল বা কার্য্যের সফলতা দ্বারাই জ্ঞানকে পরখ করিয়া লইতেছেন। "মহৎ ও মঙ্গলের জ্ঞান, সংযম ইত্যাদি গুণ মানুষকে সুখভোগ করিতে সমর্থ করে"—এমন কথা বলিতেও তিনি দ্বিধা বোধ করেন নাই। (Mem. IV. 5. 10)। উপরে যে সংজ্ঞাগুলি উদ্ধৃত হইয়াছে, পাঠকগণ সেগুলি জেনফোন-রচিত "জীবনস্মৃতি" নামক পুস্তকে দেখিতে পাইবেন। উহার একস্থলে সোক্রাটীস বলিতেছেন, যে বীর্য্য প্রভৃতি প্রকৃতিদত্ত গুণও শিক্ষার সাহায্যে উৎকর্ষ লাভ করে। (Mem. III. 9. 1)। এখানে জ্ঞানের প্রাধান্য স্বীকৃত হইতেছে বটে, কিন্তু জ্ঞান ও নৈপুণ্যের প্রভেদ কি, তাহা স্পষ্ট করিয়া বলা হয় নাই; কেন না, তিনি রাজ্যশাসন, নৌপরিচালন, কৃষিকর্ম্ম, চিকিৎসা, তন্তুবয়ন ইত্যাদি জ্ঞান বা বিদ্যার যতগুলি দৃষ্টান্ত উপস্থিত করিয়াছেন, সে সমস্তই জ্ঞানীর নৈপুণ্যের পরিচয়। (Mem. III. 9. 11)। প্লেটোর "মেনোন" নামক প্রবন্ধে 'ধর্ম্ম কি?" এই বিষয়ে সবিস্তার আলোচনা আছে; উহাতে "ধর্ম্ম (aretē) জ্ঞান বা বিদ্যা (epistēmē)," ধর্ম্মের এই সংজ্ঞা নির্দ্দেশ করিয়া সোক্রাটীস উপসংহারে বলিতেছেন, "ধর্ম্ম স্বভাবসিদ্ধ বস্তু নহে, শিক্ষায়ত্ত বিষয়ও নহে; উহা মনের অগোচর ঈশ্বরের এক বিশেষ দান।" "যাহারা ধার্ম্মিক; তাহারা ঈশ্বরের দান পাইয়াই ধর্ম্ম লাভ করিয়া থাকে।" (Menon, 87, 100)। উক্তি দুইটী পরস্পরবিরোধী, সুতরাং আলোকের অন্বেষণে আমাদিগকে অন্যত্র যাইতে হইবে। "প্রোটাগরাস"-আখ্যাত নিবন্ধে সোক্রাটীস সফিষ্ট-প্রধান প্রোটাগরাসকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন, "প্রজ্ঞা, সংযম, বীর্য্য, ন্যায় ও পবিত্রতা, এই পাঁচটী নাম একই বস্তুর প্রতি প্রযোজ্য; না উহাদিগের প্রত্যেকটীর পশ্চাতে একটা স্বতন্ত্র সত্তা ও বস্তু বিদ্যমান আছে?" (Prot. 349)। এই প্রশ্নের আলোচনাকালে জ্ঞানের উদাহরণ দিতে যাইয়া সোক্রাটীস বিশেষ বিশেষ ব্যবসায় ও কর্ম্মের শিক্ষা ও দক্ষতাই

উল্লেখ করিয়াছেন। সুতরাং আমরা যে প্রশ্নটী উত্থাপন করিয়াছি, তাহার সদুত্তর পাওয়া গেল না।

তাহা হইলেও, সোক্রাটীস কেন এই মতটী পোষণ ও প্রচার করিতেন, ইহা একটু চিন্তা করিলেই বুঝিতে পারা যায়। প্রথমতঃ, তিনি আজীবন জ্ঞানের সাধক ছিলেন; জ্ঞানের উপরে তাঁহার অবিচলিত ও অপরিসীম আস্থা ছিল; অতএব জ্ঞান যে-জাতীয়ই হউক না কেন, "ধর্ম্ম জ্ঞান ভিন্ন বাঁচিতে পারে না," এই বিশ্বাসকে তিনি যে তদেকনিষ্ঠ হইয়া হৃদয়ে স্থান দিবেন, তাহা কিছুই বিচিত্র নয়। তৎপরে, তিনি মানুষের সামাজিক জীবন ও সামাজিক কর্ত্তব্যগুলিকে বিশেষ বিশেষ কলা বা ব্যবসায়ের সহিত তুলনা করিতেন। তিনি ভাবিতেন, যে-ব্যক্তি নাবিক হইতে চায়, তাহাকে নাবিকের বিদ্যাটী শিক্ষা করিতে হয়; যে চিকিৎসক হইতে চাহে, সে রীতিমত আয়ুর্ব্বেদ অধ্যয়ন করে; শিল্পী আগে শিল্পকর্ম্ম শিখিয়া তবে ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হয়। এ সকল স্থলেই শিক্ষা ও জ্ঞানের প্রয়োজন আছে, আর জীবনযাত্রানির্ব্বাহটা কি এতই সহজ, যে তাহা বিনা জ্ঞানেই বেশ চলিতে পারে? না, তাহা কখনও সম্ভব নয়। মানুষ সামাজিক জীব; তাহাকে নিয়ত অপরের সংস্রবে আসিতে হয়, অপরের স্বত্ব ও রুচি মানিয়া চলিতে হয়; সমাজের দ্বন্দ্ব কোলাহল ও ঘাত প্রতিঘাতে তাহার জীবন ফুটিয়া উঠে; সুতরাং সমাজধর্ম্মী মানব কখনই জ্ঞান ছাড়া ধর্ম্ম লাভ করিতে পারে না। এই জন্যই তিনি বলিতেন, "জ্ঞান বা প্রজ্ঞা (sophia) মানবের শ্রেষ্ঠ সম্পদ্" (Mem. IV. 5. 6); "স্বর্ণরৌপ্যের ভাণ্ডার অপেক্ষা জ্ঞানই অধিকতর আদরণীয়; কেন না, স্বর্ণরৌপ্য মানুষকে উন্নততর করিতে পারে না; প্রত্যুত জ্ঞানীজনের উপদেশই মানবকে ধর্ম্মধনে ধনী করিয়া থাকে।" (Mem. IV. 2, 9)। শুধু তাহাই নহে। তিনি "মেনোনে" বলিতেছেন, ধর্ম্ম শ্রেয়ঃ, অথবা বাঞ্ছনীয় পদার্থ। মানবসমাজে যাহা শ্রেয়ঃ বলিয়া পরিগণিত—যথা, স্বাস্থ্য, সৌন্দর্য্য, ধন, দৈহিক বল—তাহার কোনটীই জ্ঞান ভিন্ন সুব্যবহৃত ও হিতকর হয় না। কেবল পার্থিব সম্পদের কথাই বা বলি কেন? ন্যায়, সংযম, বীর্য্য, বুদ্ধিমত্তাদি আত্মার সদ্গুণও জ্ঞান

বিনা সুপথে পরিচালিত ও সফল হইতে পারে না। অতএব জ্ঞানই ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠ উপাদান, অথবা জ্ঞানই ধর্ম্ম। (Menon, 87-88)। পরিশেষে, তাঁহার এই মতটী তাঁহার নিজের জীবনের ফল। তাঁহাতে শ্রেয়ঃ ও প্রেয়ের পূর্ণ মিলন ঘটিয়াছিল ; যাহা ধর্ম্মানুগত, তাঁহার ইচ্ছা সেই দিকেই ধাবিত হইত ; যাহা হেয়, চিত্ত স্বভাবতঃই তাহা বর্জ্জন করিত। তিনি যাহা ভাল বলিয়া বুঝিতেন, অনায়াসেই তাহা আলিঙ্গন করিতেন, যাহা অন্যায়-বিবেচনা করিতেন, কোন ভয়, কোন সুখের লালসাই তাঁহাকে সেদিকে লইয়া যাইতে পারিত না। জ্ঞান আলোকপাত করিয়া তাঁহার জীবনপথকে সুগম করিয়া দিয়াছিল, ধর্ম্ম জ্ঞানের আশ্রয় পাইয়া অটল ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। তিনি দেখিয়াছিলেন, তাঁহার অন্তরে ধর্ম্মবুদ্ধি ও ইচ্ছাশক্তির মধ্যে বিরোধ নাই ; উভয়ে জ্ঞানের প্রভাবে মার্জ্জিত ও নির্ম্মল হইয়া একত্র একই ধারায় জীবনের কাজগুলি নির্ব্বাহ করিয়া যাইতেছে। আপনাকে দেখিয়া তাঁহার এই ধারণা জন্মিল, তবে বুঝি বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সকলেই তাঁহার মত। ইহা হইতেই তাঁহার এই দৃঢ় প্রত্যয় উদ্ভূত হইয়াছিল, যে জ্ঞান ও ধর্ম্ম এক।

কিন্তু সোক্রাটীসের জীবনে বিবেক ও ইচ্ছা সাম্যাবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছিল বলিয়াই মতটী অভ্রান্ত হইতে পারে না। উহাতে সত্য আছে বটে, কিন্তু সত্যের সহিত ভ্রমও মিশ্রিত রহিয়াছে। ইহা সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে, যে জ্ঞানের সহিত ধর্ম্মের যোগ অতি ঘনিষ্ঠ ও প্রগাঢ়। মানব-জাতির ইতিহাস ইহার সাক্ষী। আদিম যুগে মানুষ ধর্ম্মের নামে কত অন্যায় কর্ম্ম করিত, কালক্রমে জ্ঞানোন্নতির সঙ্গে সঙ্গে সেগুলি পরিত্যক্ত হইয়াছে। এমন সভ্যজাতি বিরল, যাহাদিগের মধ্যে এক কালে নরবলি ধর্ম্মের অঙ্গ বলিয়া পরিগণিত হইত না, যাহারা ঈশ্বর সম্বন্ধে অতি স্থূল ধারণা পোষণ করিত না, যাহারা স্বধর্ম্ম রক্ষা করিতে যাইয়া অপরের ন্যায্য স্বত্ব ও অধিকারকে অক্লেশে পদদলিত করিতে সঙ্কুচিত হইত। এখনও কত সম্প্রদায়ের মধ্যে ধর্ম্মের নামে নরহত্যা, মদ্যপান, ব্যভিচার, পরস্বাপহরণ প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হইতেছে। যে-দেশে, যে-সম্প্রদায়ে জ্ঞানের বিকাশ যত অধিক হইয়াছে, সেই দেশে ও সেই সম্প্রদায়ে ধর্ম্মও ততই

বিশুদ্ধ আকার লাভ করিয়াছে। এই নিয়ম অনুসারেই দেখিতে পাই, প্রত্যেক ধর্ম্মই জ্ঞানচর্চ্চার ফলে যুগে যুগে সংস্কৃত ও নবীভূত হইতেছে। হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টীয়, কোন ধর্ম্মই চিরকাল অবিকল এক থাকিয়া যাইতেছে না। যদি থাকিত, তবে "ধর্ম্মের অভিব্যক্তি" কথাটার কোন অর্থই খুঁজিয়া পাওয়া যাইত না। তৎপরে, জ্ঞান যদি মানুষের ধর্ম্মজীবনে প্রভাব বিস্তার না করিত, তবে বিদ্যালয়-গুলির কোনও সার্থকতা থাকিত না। ধর্ম্ম জিনিসটা যদি একেবারে জ্ঞাননিরপেক্ষ হইত, তবে আমরা কিরূপে আশা করিতে পারিতাম, যে জ্ঞান পাইলে লোকের চরিত্র পরিবর্ত্তিত হইয়া যাইবে? কেহই এরূপ বলিবে না, যে শিক্ষার উদ্দেশ্য কেবল মনোবৃত্তির উৎকর্ষ সাধন করা; চরিত্রের সহিত, ধর্ম্মের সহিত উহার কোনও সম্পর্ক নাই। বরং এই বাঙ্গলা দেশে যে একটা রব উঠিয়াছে, যে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষায় কোনই ফল হইতেছে না—এই ব্যর্থতাবোধই, অকারণ হউক আর সকারণ হউক, আমাদিগকে স্পষ্টরূপে বলিয়া দিতেছে, যে শিক্ষা যদি ধর্ম্মবুদ্ধিকে উদ্দীপ্ত ও বলিষ্ঠ করিয়া না তুলিতে পারে, তবে অন্য শতগুণ থাকিলেও উহা নিষ্ফল; শুধু নিষ্ফল নয়, ভবিষ্যৎ অকল্যাণের নিদান। সুতরাং জ্ঞান ও ধর্ম্ম পরস্পরের অপেক্ষা রাখে, ইহা স্বীকার না করিয়া উপায় নাই।

ইহাতে প্রমাণিত হইল, সোক্রাটীসের মতটীতে আংশিক সত্য বর্ত্তমান। কিন্তু উহা অভ্রান্ত নহে। "জীবনের উদ্দেশ্য ও সার্থকতা সম্বন্ধে উজ্জ্বল জ্ঞান না থাকিলে মানুষ ধার্ম্মিক হইতে পারে না," এই মত মানিলে বালকবালিকা ও অধিকাংশ বয়ঃপ্রাপ্ত নরনারীর নৈতিক জীবন অর্থহীন হইয়া পড়ে। কিন্তু মানুষ জন্মাবধি পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্ররূপ আবেষ্টনের মধ্যে থাকিয়া উহাদিগের নীরব প্রভাবে গড়িয়া উঠে। সে যেমন বায়ুসাগরে অজ্ঞাতসারে নিঃশ্বাসপ্রশ্বাস গ্রহণ করিয়া দৈহিক জীবন রক্ষা করে, তেমনি অজ্ঞাতসারে সামাজিক রীতিনীতি, বিধিব্যবস্থা, পূজার্চ্চনার মধ্যদিয়া তাহার ধর্ম্মজীবন পরিপুষ্ট হয়। জন্ম হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত জ্ঞানের আলোকে জীবনকে পরিচালিত করিতে

পারে, এমন ভাগ্যবান্ পুরুষ সংসারে কেহ আছে কি? সোক্রাটীস নিজেই তো উপদেবতার বাণী অর্থাৎ জ্ঞানাতীত এক ঐশীশক্তির নিকটে আত্মসমর্পণ করিয়াছিলেন। প্রকৃত কথা এই, যে কোন্‌টা আমাদিগের জ্ঞানগোচর, এবং কোন্‌টা আমাদিগের জ্ঞানের অগোচর, কখন আমরা সজ্ঞান, সচেতন, বা জাগ্রত, এবং কখন আমরা অজ্ঞান, অচেতন, বা সুপ্ত, এই দুইয়ের মধ্যে সীমারেখা নির্দ্দেশ করা একান্ত কঠিন। আমরা অজ্ঞানতা হইতে যাত্রা করিয়া ক্রমে জ্ঞানের রাজ্যে প্রবেশ করি; অবোধ শৈশবে নির্ব্বিচারে ধর্ম্মবিধির নিকটে নতি স্বীকার করিয়া ধীরে ধীরে জ্ঞানের আলোকে পথ চলিতে অভ্যস্ত হই। আমাদিগের নৈতিক জীবন কোন সোপানেই সম্পূর্ণরূপে জ্ঞানানুগত বা একেবারে জ্ঞানবর্জ্জিত নহে। বাহিরের অনুশাসন সঙ্গত বলিয়া জানিয়া অন্তর সানন্দে তাহা গ্রহণ ও পালন করিবে, মানুষ বাল্যাবধি যে-শিক্ষা পায়, ইহাই তাহার লক্ষ্য। অতএব, ধর্ম্মজীবন ষোল আনাই জ্ঞান-সাপেক্ষ, আমরা ইহা স্বীকার করিতে পারি না। তৎপরে, মতটী যে সম্পূর্ণ সত্য নহে, প্রত্যেক সরলপ্রাণ ধর্ম্মার্থীর জীবন তাহা দেখাইয়া দিতেছে। কেবল ইচ্ছাশক্তিই মানুষের সবখানি নয়, তাহাতে বুদ্ধি, প্রবৃত্তি, ভাব, ইচ্ছা, সমস্তই আছে। তাহার ইচ্ছা কেবল জ্ঞানের পথে চলে না—জ্ঞানের পথে বরং উহা অল্পই চলিতে চায়; উহা অধিকাংশ সময়েই কাম, ক্রোধ, লোভ প্রভৃতি রিপুর অধান থাকে; সুতরাং ভালকে জানিলেই যে লোকে সকল সময়ে ভালকে ভালবাসিতে পারে, তা' নয়। এই জন্যই জ্ঞান মানুষকে সর্ব্বত্র পাপ হইতে রক্ষা করিতে পারে না; এবং এই জন্যই দেখিতে পাই, যাঁহাদিগের ধর্ম্মানুরাগ অত্যন্ত গভীর, তাঁহারাও এক এক সময়ে জ্ঞান ও কর্ম্মের অসামঞ্জস্যের তীব্র বেদনায় অধীর হইয়া আর্ত্তনাদ করিয়া থাকেন। এদেশে বিদ্যালয়ের বালকেরাও এই শ্লোকটী কণ্ঠস্থ করে—

জানামি ধর্ম্মং ন চ মে প্রবৃত্তিঃ
জানাম্যধর্ম্মং ন চ মে নিবৃত্তিঃ।

"আমি ধর্ম্ম জানি, কিন্তু তাহাতে আমার প্রবৃত্তি হয় না; আমি

অধর্ম্ম জানি, অথচ তাহা হইতে নিবৃত্ত হই না।" কি আশ্চর্য্য! দুই সহস্র বৎসর পূর্ব্বে সুদূর পশ্চিমে রোমক কবিও অবিকল এই কথাই বলিয়াছেন। "Video meliora probaque; deteriora sequor"—"আমি যাহা উত্তমতর, তাহা দেখি ও অনুমোদন করি, অথচ যাহা অধমতর, তাহারই পশ্চাতে ধাবিত হই।" আর, অক্লান্তকর্ম্মী, সাধক-শ্রেষ্ঠ সেণ্ট পলের এই কাতর ক্রন্দন কোন্ ধর্ম্মপিপাসু ব্যক্তির হৃদয়কে না বিগলিত করিয়াছে?—"আমি যে কল্যাণ কর্ম্ম করিতে চাই, তাহা করি না, এবং যে অপকর্ম্ম পরিহার করিতে চাই,তাহাই করিয়া থাকি; হায়! কে আমাকে এই মৃত্যুময় দেহ হইতে উদ্ধার করিবে?" (Rom. VII. 15,24)। অধিক দৃষ্টান্ত দিবার প্রয়োজন নাই। ধর্ম্ম মানবের সমগ্র জীবনকে অধিকার করিবে, ইহাই বর্ত্তমান যুগের আদর্শ। জ্ঞান ধর্ম্মের সহায় এবং জ্ঞান ভিন্ন ধর্ম্ম অপূর্ণ ও দুর্ব্বল; কিন্তু ধর্ম্ম যেমন জ্ঞান চায়, তেমনি প্রেম ও পুণ্যও চায়; জ্ঞান, প্রেম ও পুণ্য, এই তিনটী ধর্ম্মকে পূর্ণতা দান করে; অতএব জ্ঞান ও ধর্ম্ম এক ও অভিন্ন বলিয়া স্বীকার করা যায় না।

(২) শ্রেয়ঃ।

সোক্রাটীসকে যদি কেহ জিজ্ঞাসা করিত, আপনি যে বলিতেছেন, জ্ঞানই ধর্ম্ম, সে জ্ঞান কিসের জ্ঞান? তাহা হইলে তিনি উত্তর দিতেন, শ্রেয়ের জ্ঞান। যে জানে, শ্রেয়ঃ কি, মঙ্গল কি, সেই ধার্ম্মিক। এ কথার পরে প্রশ্ন উঠে, শ্রেয়ঃ কি? এই প্রশ্নটীর উত্তর যে কি, তাঁহার নানা কথাবার্ত্তা হইতে তাহা বাছিয়া লইতে হয়। জেনফোনের "জীবনস্মৃতি" পুস্তকখানির কোথাও দেখিতে পাই, সোক্রাটীস বলিতেন, যাহা নিয়মানুগত (nomimon) বা বিধিসঙ্গত, তাহাই ন্যায্য বা শ্রেয়ঃ, তাহাতেই কল্যাণ। (Mem. IV. 6. 6)। এখানে নিয়ম বলিতে রাষ্ট্রীয় বিধি বুঝিতে হইবে। (Mem. IV. 4. 13)। কিন্তু, যাহা বৈধ বলিয়া চলিয়া আসিতেছে, তাহাই যে উচিত, একথাও তিনি সর্ব্বত্র মানিতেন না। জেনফোনই কোন কোন স্থানে লিখিয়াছেন, সোক্রাটীস ফলাফল দ্বারা

ঔচিত্য অনৌচিত্যের বিচার করিতেন। একদা আরিষ্টিপ্পস তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি কি এমন কিছু জানেন, যাহা ভাল?" সোক্রাটীস উত্তর দিলেন, "কিসের জন্য ভাল? তোমার প্রশ্নের মর্ম্ম যদি এই হয়, যে আমি এরকম একটা কিছু জানি কি না, যাহা কোনও বিশেষ প্রয়োজনেই ভাল নয়, তবে আমি তাহা জানি না, জানিতেও চাহি না।" (Mem. III. 8. 2-3)। উত্তরটীতে তাঁহার এই মনোগত ভাব ব্যক্ত হইতেছে, যে যাহা স্বীয় প্রয়োজন সিদ্ধ করে, তাহাই ভাল; যে বস্তু যে অভিপ্রায়ে সৃষ্ট হইয়াছে, তাহা যদি সেই অভিপ্রায় সম্পন্ন করে, তবেই তাহা ভাল, নতুবা তাহা মন্দ; সুতরাং একই বস্তু এক সময়ে ভাল, অন্য সময়ে মন্দ। এই কথোপকথনটীর মধ্যে সোক্রাটীস অতি স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছেন, যে যাহা হিতকর বা সুবিধাজনক, তাহাই ভাল, এবং যাহা প্রয়োজন সিদ্ধ করে, তাহাই সুন্দর। সুতরাং প্রত্যেক পদার্থ স্বীয় উদ্দেশ্য সাধনের অনুকূল ও তৎপক্ষে প্রয়োজনীয় হইলেই ভাল ও সুন্দর; নতুবা উহা মন্দ ও কুৎসিত। ভাল মন্দের বিচার উদ্দেশ্যসাধনের দ্বারা—তা' ছাড়া উহার আর কোনও কষ্টিপাথর নাই। এই মত অনুসারে, পরম শ্রেয়ঃ বা পরম শিব বলিয়া কিছুই নাই; শ্রেয়ঃ, অশ্রেয়ঃ দেশকালপাত্রের অধীন; সুবিধা অসুবিধাই উহার মানদণ্ড। সংযম বাঞ্ছনীয় কেন? না, উহা জীবনকে সুখময় করে, এবং অসংযম দুঃখ টানিয়া আনে। (Mem. IV. 5. 9)। কষ্টসহিষ্ণুতা স্বাস্থ্যের অনুকূল; উহাদ্বারা বিপদ্ পরিহার ও যশোমান অর্জ্জন করা যায়; অতএব ব্যায়াম ও কষ্টসহিষ্ণুতা অভ্যাস করিতে হইবে। (Mem. III. 12. 5-8)। অবিনয় জীবনে সমূহ ক্ষতি করে, এই জন্য আমাদিগের বিনয়ী হওয়া কর্ত্তব্য। (Mem. I. 7)। আমরা ধর্ম্মশীল হইব, কেন না, তাহা হইলে ঈশ্বর ও মানবের নিকটে আমরা মহোচ্চ পুরস্কার পাইব। (Mem. II. 1. 27-28)। জেনফোন হইতে এইজাতীয় আরও কত দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতে পারে।

কিন্তু সত্যই কি সোক্রাটীস শ্রেয়ঃকে এত খাটো করিয়াছিলেন? প্লেটোর প্রবন্ধগুলি পড়িলে তো তাহা বোধ হয় না। তিনি লিখিয়াছেন,

সোক্রাটীস সদাসর্ব্বদাই বলিতেন, "ধর্ম্মই আত্মার স্বাস্থ্য, অধর্ম্মই আত্মার ব্যাধি।" (Rep. IV. 444)। সুতরাং পাপ পাপীর অকল্যাণ করে; পুণ্যই নিত্য-ও-অবশ্যহিতকর। (Gorgias, 507)। আর একস্থানে তিনি বলিতেছেন, "এই বাক্যটীর তুলনা নাই, ইহা চিরদিনই অতুলনীয় থাকিবে—যাহা হিতকর তাহাই মহৎ; যাহা অহিতকর তাহাই অধম।" (Rep. V. 457)। সোক্রাটীসের সুদীর্ঘ জীবনই আমাদিগকে বলিয়া দিতেছে, এই ভারতীগুলি তাঁহাতে মূর্ত্তিমতী হইয়া অবতীর্ণ হইয়াছিল। তাঁহার "আত্মসমর্থন" পড়িলেই বুঝা যাইবে, তিনি সাংসারিক লাভক্ষতিকে কতটুকু গ্রাহ্য করিতেন। জেনফোনের "জীবনস্মৃতিতেও" দেখিতে পাই, সোক্রাটীস বলিতেছেন, "আত্মাই মানবের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধন, কেন না, আত্মা প্রজ্ঞার আলয়, এবং প্রজ্ঞাই সর্ব্বাপেক্ষা মূল্যবান্; আত্মার জন্য যত্নশীল হওয়াই মানুষের প্রধান কর্ত্তব্য। তুমি শিক্ষাদ্বারা যে পরিমাণে আত্মার উৎকর্ষ সাধন করিবে, সেই পরিমাণে তোমার আচরণ সুন্দর হইবে। জ্ঞানোপার্জ্জন করিয়া মনোবৃত্তির পূর্ণতা সম্পাদন করিতে হইবে; জ্ঞানধন পরম ধন, তাহার তুলনায় সংসারের সমুদায় ঐশ্বর্য্যই তুচ্ছ।" (Mem. I. 4. 13; I. 2. 4; IV. 8. 6; IV. 5. 6)।

এখানে আমরা একটা অসামঞ্জস্য দেখিতে পাইতেছি। এই অসামঞ্জস্য জেনফোনের দোষে ঘটিয়াছে, কি সোক্রাটীস নিজেই এক এক সময়ে এক এক রকম কথা বলিয়াছেন, তাহা আমরা ঠিক বলিতে পারি না। জেনফোন সম্বন্ধে আমরা যাহা জানি, তাহাতে মনে হয়, দোষের মাত্রাটা তাঁহারই বেশী, তিনি তাঁহার গুরুর বাক্যগুলি সব সময়ে ভাল করিয়া ধরিতে পারেন নাই। জেলার বলেন, যে সোক্রাটীসের ভিতরে বাস্তবিকই এই অসামঞ্জস্য ছিল। তিনি ধর্ম্মনীতিকে জ্ঞানের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহিয়াছিলেন; কিন্তু জ্ঞান বলিতে তিনি তাত্ত্বিক জ্ঞানও বুঝিতেন; আবার অভিজ্ঞতালব্ধ নৈপুণ্যও বুঝিতেন। কাজেই তাঁহার উক্তিগুলির মধ্যে শ্রেয়ঃ অশ্রেয়ঃ, ভাল মন্দ সম্বন্ধেও একটা গোলযোগ দাঁড়াইয়া গিয়াছে। ব্যবহারিক জ্ঞানের লক্ষ্য ভাল বা মঙ্গল; যাহা উপকারী, তাহাই মঙ্গলজনক; সুতরাং মঙ্গল ও সুবিধা একই কোঠায়

পড়িল। সোক্রাটীস যে তত্ত্বটী খুব পরিষ্কার করিয়া বুঝাইয়া দেন নাই, তাহার প্রমাণ এই, যে কঠোর কৃচ্ছ্রসাধনের পক্ষপাতী শুনঃসম্প্রদায় (The Cynics) ও সুখবাদী কুরীনী-সম্প্রদায় (The Cyrenaics), পরস্পর-বিরোধী এই দুই দলের প্রতিষ্ঠাতাই তাঁহার শিষ্য ছিলেন। তাঁহার উপদেশগুলি স্বার্থপরতাকে মোটেই প্রশ্রয় দেয় নাই, তথাপি ইহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই, যে তাঁহার ধর্ম্মনীতি হিতবাদ বা সুখবাদের আকার ধারণ করিয়াছে।

অনেক পাশ্চাত্য লেখকই জেলারের সহিত একমত হইয়া বলিয়া থাকেন, সোক্রাটীসের ধর্ম্মনীতিতে সুখই ধর্ম্মের লক্ষ্য। কিন্তু সুখ বলিতে কি তিনি তুচ্ছ সাংসারিক সুখের কথা ভাবিতেন? কখনই নয়। তিনি যখন বলিতেন, "ধর্ম্মেই সুখ," তখন তাঁহার চিত্ত কোন্ ঊর্দ্ধ লোকের দিকে ধাবিত হইত, প্লেটোর এই একটী উক্তি হইতেই আমরা তাহা বুঝিতে পারিব—"যে সর্ব্বোত্তম ও সর্ব্বাপেক্ষা ন্যায়পরায়ণ, সেই সর্ব্বাপেক্ষা সুখী।" (Rep. IX. 580)। এখানে স্মরণ রাখিতে হইবে, যে সোক্রাটীস ও প্লেটোর মতে ন্যায়পরায়ণতা ধর্ম্মের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ লক্ষণ ও মানবের মহত্তম গুণ। উপনিষদের ঋষি যেমন বলিয়াছেন, "যোবৈ ভূমা তৎ সুখম্—যিনি ভূমা, তিনিই সুখ", সোক্রাটীসও তেমনি সেই সত্যের আভাস পাইয়াই নিজের সাধনার সহিত মিলাইয়া নিজের কথায় বলিয়াছেন, "ধার্ম্মিক ব্যক্তিই সুখী।"

(৩) আত্মার স্বাধীনতা।

সোক্রাটীস নিজে ত্যাগ ও সংযমের আদর্শস্থানীয় পুরুষ ছিলেন। তিনি পুনঃ পুনঃ শিষ্য ও সহচরদিগকে ত্যাগী ও সংযমী হইতে উপদেশ দিতেন। তিনি বলিতেন, "সংযমই ধর্ম্মজীবনের ভিত্তি।" (Mem. I. 5. 4)। আত্মজয়ী হইতে না পারিলে, কেহই স্বাধীন হইতে পারে না। যদি আপনার প্রভু হইতে চাও, অভাব জয় কর, আত্মশক্তির অনুশীলন কর; দেহের সুখসুবিধার দ্বারাই যদি তুমি পরিচালিত হইলে, তবে তো তুমি দাস। (Mem. I.

5. 3; I. 6. 5; II. I. 11; etc.)। যে তত্ত্বজ্ঞানের চর্চায় জীবন যাপন করিতে চাহে, তাহাকে ইন্দ্রিয়ের উপরে জয়লাভ করিয়া, সকল প্রকার বাসনা ও কামনাকে পায়ে দলিয়া চলিতে হইবে; সে সংসারকে তুচ্ছ করিয়া সত্যের অন্বেষণে আপনাকে পূর্ণরূপে অর্পণ করিবে। সে যতই বিষয়জালকে অকিঞ্চিৎকর বলিয়া ভাবিতে শিখিবে, এবং বুঝিতে পারিবে, জ্ঞান ভিন্ন, মনোবৃত্তির বিকাশ ভিন্ন জীবনে সুখের আশা নাই, ততই সে মত ও কার্য্যের ঐক্যসাধনে যত্নবান্ হইবে ও সংসারের বন্ধন হইতে মুক্তি লাভ করিবে। পাঠকগণকে বলিয়া দিতে হইবে না, যে, ত্যাগ ও সংযমের সাধনে সোক্রাটীস ও ভারতীয় সাধকগণের মধ্যে আশ্চর্য্য সৌসাদৃশ্য রহিয়াছে। এ বিষয়ে তাঁহার উপদেশগুলি প্রায় অবিকল ভগবদ্গীতা প্রভৃতি শাস্ত্রের ভাষায় রূপান্তরিত করা যাইতে পারে। কিন্তু একটী গুরুতর পার্থক্য আছে; সোক্রাটীস সন্ন্যাস-ধর্ম্মের প্রচারক ছিলেন না; বৃথা কৃচ্ছ্রসাধন, নিরর্থক দেহের নিগ্রহ তাঁহার আদর্শ ছিল না। তিনি যে সংযমের উপদেশ দিতেন, তাহা তিনি ভোগের মধ্যে সাধন করিতেন। ভোগে চিন্তা-শক্তিকে অবিকৃত ও প্রাঞ্জল রাখিয়া আপনার স্বাধীনতাতে অটল প্রতিষ্ঠিত থাকাই তাঁহার সংযমের লক্ষ্য ছিল। এদেশে ব্রহ্মচর্য্য কথাটী যে-অর্থে ব্যবহৃত হয়, তাহাই যে ধর্ম্মের প্রধান অঙ্গ, সোক্রাটীস এমন উপদেশ কোথাও দেন নাই; তাঁহার মতে আত্মার স্বাধীনতাই মানবজীবনের শ্রেষ্ঠ সম্পদ্।

(৪) বন্ধুতা—মণ্ডলী।

গ্রীকেরা বন্ধুতা জিনিসটাকে বড়ই সমাদর করিত। তাহাদিগের মধ্যে উহা কেবল সামাজিক জীবনেই আবদ্ধ থাকিত না; রাষ্ট্রীয় জীবনে ও রণক্ষেত্রেও উহার প্রভাব দেখা যাইত। সোক্রাটীস বলিতেন, যাহারা জ্ঞানের সাধনায় সতীর্থ ও চরিত্রগুণে সমতুল্য, তাহারা পরস্পরের সহবাসে কালযাপন না করিয়াই পারে না; তাহারা প্রণয়-ডোরে বাঁধা পড়িয়া ক্রমে একটী মণ্ডলী গঠন করিবে। গুরুশিষ্যের মধ্যে গভীর প্রেমের যোগ থাকিবে, এবং শিষ্যগণ পরস্পরকে অকৃত্রিম প্রীতি করিবে, জ্ঞানচর্চ্চার

ইহাই আদর্শ। তিনি নিজে যুবকদিগের সঙ্গ বড় ভালবাসিতেন, এবং তাহাদিগের সহিত মিলিত হইলেই বাজে কথায় সময় নষ্ট না করিয়া বিবিধ তত্ত্বের আলোচনা করিতেন। কনিষ্ঠের প্রতি চিত্তের স্বাভাবিক প্রীতি ও জ্ঞানে একনিষ্ঠ রতি, এই দুইটী তাঁহাতে ওতপ্রোতভাবে মিশিয়া গিয়াছিল। ইহা হইতেই তাঁহার অনুবর্ত্তী মণ্ডলীর উদ্ভব হইয়াছিল।

এই সময়ে গ্রীকগণের মধ্যে বন্ধুতায় কালিমা প্রবেশ করিয়াছিল। সোক্রাটীস তাহা লক্ষ্য করিয়া বলিতেন, বন্ধুতা কেবল ধার্ম্মিকজনের মধ্যেই সম্ভব। যাহারা ধর্ম্ম-পথের পথিক, তাহাদিগের বন্ধুতার প্রয়োজন আছে, সাধন-সহায় না হইলে তাহাদিগের চলে না। স্বার্থত্যাগের প্রবৃত্তি ও সেবায় অনুরাগ না থাকিলে বন্ধু লাভ করা যায় না। যে নিঃস্বার্থ হইয়া প্রেমাস্পদের হিতসাধনে রত থাকে, সেই প্রকৃত বন্ধু। যে-প্রেমে স্বার্থ বা ইন্দ্রিয়পরায়ণতার দুর্গন্ধ আছে, তাহা খাঁটি প্রেম নহে, প্রেমের বিকার। (Xen., Symp. VIII.)। দুইটী বন্ধুর মধ্যে বয়সের পার্থক্য যথেষ্ট থাকিতে পারে, তাহাতে ক্ষতি নাই ; কিন্তু সাবধান থাকিতে হইবে, যে পাপাসক্তি যেন এই প্রেমযোগকে পতনের পথে লইয়া না যায়।

(৫) পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্র।

প্রথম খণ্ডের ষষ্ঠ অধ্যায়ে আমরা বলিয়াছি, গ্রীক জাতির মধ্যে বিবাহের আদর্শ খুব উচ্চ ছিল না। গ্রীক স্বামী স্ত্রীকে সন্তানের গর্ভ-ধারিণীরূপেই বেশী দেখিতেন, এবং মনের স্ফূর্ত্তি ও আরামের অন্বেষণে গৃহের বাহিরেই অধিক কাল কাটাইতেন। স্বামীস্ত্রীর মধ্যে হৃদয়মনের একটা ঘনিষ্ঠ যোগ থাকিত না বলিয়াই পুরুষেরা বালক ও যুবকদিগের সঙ্গ ভালবাসিত, অথবা জ্ঞানালোচনায় আনন্দ পাইবার আকাঙ্ক্ষায় সখী-দিগের গৃহে যাইত। আমরা পূর্ব্বে সোক্রাটীসের পারিবারিক জীবন সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছি, তাহা হইতে সকলেই বুঝিতে পারিয়াছেন, যে তিনিও এ সম্বন্ধে তাঁহার সমসাময়িকগণ হইতে স্বতন্ত্র ছিলেন না। তাঁহার পক্ষে পুরুষের সাহচর্য্যই যথেষ্ট ছিল। তিনি আপনাকে ভগবৎ-প্রেরিত লোকশিক্ষক বলিয়া বিবেচনা করিতেন; জ্ঞান-বিতরণের তুলনায়

পারিবারিক জীবনের আরাম ও আনন্দ তাঁহার নিকটে তুচ্ছ ছিল। তা' ছাড়া, তিনিও গ্রীক জাতির এই বিশ্বাস অন্তরে পোষণ করিতেন, যে পরিবার ধর্ম্মসাধনার প্রধান লক্ষ্য নয়; মানবের শ্রেষ্ঠ সাধনক্ষেত্র রাষ্ট্র।

গ্রীক সাহিত্যে একটী সুপরিচিত কথা আছে, তাহা এই—"মানুষ স্বভাবতঃই রাষ্ট্রধর্ম্মী জীব।" সোক্রাটীসও বলিতেন, কোন লোকই রাষ্ট্র ছাড়িয়া বাঁচিয়া থাকিতে পারে না; অপরকে শাসন করা, কিংবা অপরের দ্বারা শাসিত হওয়া, প্রত্যেককেই এই দুইয়ের একটী মানিয়া চলিতে হইবে। (Mem. II. 1. 12)। "জীবনস্মৃতির" একস্থানে থার্মিডীস নামক শিষ্যের প্রতি তাঁহার এই উপদেশটী দেখিতে পাওয়া যায়—"জন্মভূমির প্রতি উদাসীন হইও না; যদি কোনও দিকে উহার উন্নতি সাধন করা তোমার সাধ্যায়ত্ত হয়, তবে সে বিষয়ে যত্নবান্ হইও; কারণ, স্বদেশের কাজগুলি যদি ভাল চলে, তাহা হইলে শুধু যে দেশের অন্যান্য অধিবাসীরা উপকৃত হইবে, তাহাই নহে; কিন্তু তোমার নিজের ও তোমার বন্ধুবান্ধবদিগের লাভও কাহারও অপেক্ষা কম হইবে না।" (III. 7)। রাষ্ট্রের প্রতি কর্ত্তব্যবোধ তাঁহার এমন উজ্জ্বল ছিল, যে তিনি একস্থানে নিয়মানুগত্য বা বিধির নিকট বশ্যতাস্বীকারকেই ন্যায় বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। রাষ্ট্রবিধিকে কি সম্ভ্রমের চক্ষুতে নিরীক্ষণ করিতে হয়, "ক্রিটোন" নামক প্রবন্ধটীতে প্রাণস্পর্শী ভাষায় তাহা জাজ্বল্যমান প্রকটিত রহিয়াছে, এবং তাঁহার জীবন ও মৃত্যু যুগযুগান্তরের জন্য মানবজাতিকে তাহা শিক্ষা দিয়া গিয়াছে। কে না জানে, তিনি দেশের আইন লঙ্ঘন করিতে সম্মত হইলেই অক্লেশে কারাগার হইতে পলায়ন করিয়া প্রাণ রক্ষা করিতে পারিতেন? পরম সুহৃৎ ক্রিটোন্ তাঁহাকে কারাগৃহ ত্যাগ করিতে কত অনুরোধ করিলেন, তিনি কিছুতেই সম্মত হইলেন না; বন্ধুকে বুঝাইবার জন্য আইনকানুনের পক্ষ হইয়া বলিতে লাগিলেন, "তুমি কি এই কথাটাও বুঝিতে পারিতেছ না, যে তোমার জন্মভূমি দেবকুল ও মনস্বী মানবকুল সমক্ষে তোমার পিতা, মাতা ও অন্য সমস্ত পূর্ব্বপুরুষ অপেক্ষা পূজ্যতর, মহত্তর, পবিত্রতর ও অধিকতর শ্রদ্ধার পাত্র? তোমার কর্ত্তব্য এই, যে জন্মভূমি ক্রুদ্ধ হইলে তুমি তোমার পিতা অপেক্ষাও তাঁহার অধিকতর

অর্চ্চনা করিবে, নতি স্বীকার করিবে, স্তুতি করিবে, এবং তিনি যাহাই আদেশ করুন না কেন, হয় তাহা হইতে মার্জ্জনা ভিক্ষা করিবে, নতুবা তাহা পালন করিবে। তিনি যদি তোমার প্রতি কোনও দণ্ডের ব্যবস্থা করেন—যদি তিনি তোমাকে প্রহার করেন বা কারাগারে নিঃক্ষেপ করেন, কিংবা আহত বা মৃত্যুমুখে পতিত হইবার জন্য যুদ্ধে নিয়োগ করেন—তুমি সে দণ্ড নীরবে গ্রহণ করিবে।" (Criton, XII.)। আমাদের শাস্ত্রেও আছে, "জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী"—কিন্তু গ্রীক জাতির, বিশেষতঃ সোক্রাটীসের জীবনে এই আদর্শ যেমন প্রতিফলিত হইয়াছিল, ভারতবর্ষে সেরূপ হইলে ইহার ইতিহাস আরও আলোকময় হইত।

আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি, সোক্রাটীস জনসমাজের সেবার উদ্দেশ্যেই শিক্ষাব্রত গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি বলিতেন, প্রত্যেকেরই আপনার শক্তি অনুসারে দেশের সেবা করা কর্ত্তব্য। তিনি নিজে শাসন-সংরক্ষণের ব্যাপার হইতে দূরে থাকিয়া শিক্ষাক্ষেত্রে কার্য্য করিতেন। জননায়কগণ যাহাতে নিজ নিজ কর্ত্তব্য নিষ্ঠা ও দক্ষতার সহিত সুসম্পন্ন করেন, তিনি তাঁহাদিগকে সর্ব্বদা সেই দিকে দৃষ্টি রাখিতে বলিতেন। সেকালে আথীনীয়েরা ভাবিত, ইচ্ছা করিলেই যে-কেহ রাষ্ট্রপরিচালনে নিপুণ হইতে পারে, সে জন্য শিক্ষা ও অভিজ্ঞতার প্রয়োজন নাই। তিনি এ কথার ঘোরতর প্রতিবাদ করিতেন। তিনি বলিতেন, যেমন অন্যান্য ব্যবসায়ে কৃতকার্য্য হইতে হইলে পূর্ব্বে শিক্ষা চাই, তেমনি রাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রেও শিক্ষা একান্ত আবশ্যক। মনোবৃত্তির সমুচিত বিকাশ ও নির্ম্মল জ্ঞান ভিন্ন কেহই রাষ্ট্রনীতিজ্ঞ হইতে পারে না। "প্রভূত ক্ষমতা থাকিলে, কুশপাত (লটারী) করিয়া উচ্চপদ পাইলে, কিংবা জনসাধারণ দ্বারা রাজপুরুষরূপে নির্ব্বাচিত হইলেই একজন রাজ্যশাসনের যোগ্যতা লাভ করে না; উহার জন্য চাই জ্ঞান।" (Mem. III. 9. 10)। যেমন জ্ঞান ভিন্ন কোন ধর্ম্মই অক্ষুণ্ণ থাকে না, তেমনি জ্ঞান না থাকিলে রাষ্ট্রধর্ম্মও পালন করা অসম্ভব। সকলেই সমান, সকলেরই রাষ্ট্রপরিচালনে সমান অধিকার; কিংবা যাহাদিগের আভিজাত্য বা ধনবল আছে, কেবল তাহারাই দেশের প্রভুত্ব করিবে—এসকল কথা তিনি মানিতেন না। তিনি বলিতেন,

জ্ঞানের আভিজাত্যই শ্রেষ্ঠ আভিজাত্য; যাহারা জ্ঞানী, তাহারাই দেশ শাসন করিবে, ইহাই নিয়ম হওয়া উচিত। যেখানে সাধারণের কর্ত্তৃত্ব, সেখানে চাই একদল সুশিক্ষিত পরিচালক; যেখানে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত, সেখানে চাই বিশেষজ্ঞদিগের শাসন। এই মতটীকে প্লেটো তাঁহার "সাধারণতন্ত্রে" পূর্ণাঙ্গ করিয়া মনোহর বেশে চিন্তাশীল ব্যক্তিগণের সমক্ষে উপস্থিত করিয়াছেন; কিন্তু সোক্রাটীস ইহা প্রচার করিয়া আথীনীয়গণের বিদ্বেষভাজন হইয়াছিলেন। হইবারই কথা। তিনি বলিতেন, রাষ্ট্রনীতির লক্ষ্য সমাজের হিত; তাহারা ভাবিত, কিসে তাহাদিগের ক্ষমতা ও গৌরব বাড়িবে। শিক্ষাক্ষেত্রেও গুরুতর পার্থক্য ছিল। সোক্রাটীস বলিতেন, শিক্ষার উদ্দেশ্য সত্যলাভ; তাহারা চাহিত কর্ম্মে দক্ষতা; তিনি বলিতেন, তত্ত্বালোচনা জ্ঞানানুশীলনের সহায়; তাহারা বলিত, বাক্‌পটু হইলেই যথেষ্ট হইল। তিনি সেই জ্ঞানের সন্ধান করিতেন, যদ্দ্বারা রাষ্ট্রের সংস্কার সাধিত হয়; তাহাদিগের গুরু সফিষ্টেরা কেবল সেই জ্ঞানেরই সমাদর করিতেন, যাহার সাহায্যে রাষ্ট্র শাসন করা যায়। পরে দেখা যাইবে, সোক্রাটীসের বিরুদ্ধে যে তিনটী অভিযোগ উপস্থিত হইয়াছিল, তাহার অন্তরালে রাষ্ট্রনৈতিক বিদ্বেষ লুক্কায়িত থাকিয়া তাঁহাকে অপমৃত্যুর কবলে টানিয়া লইয়া গিয়াছিল।

(৬) জগৎ।

সোক্রাটীস বিশ্বাস করিতেন, যে বিশ্বসৃষ্টিতে স্রষ্টার অভিপ্রায় বিদ্যমান রহিয়াছে; সেই অভিপ্রায় মানবের হিতসাধন। জগৎ মঙ্গলময়; উহার প্রতি পদার্থ মানুষের কল্যাণ করিবার উদ্দেশ্যে রচিত হইয়াছে। ব্রহ্মাণ্ডের প্রত্যেক বস্তুতে উপায় ও উদ্দেশ্যের একটা সামঞ্জস্য দেখিতে পাওয়া যায়; ইহা হইতে বুঝিতে হইবে, নিখিল বিশ্বে এক জ্ঞান-শক্তি ক্রিয়া করিতেছে। আমরা সৃষ্টি-কৌশলে স্রষ্টার পরিচয় পাই। ক্ষিতি, বারি, অগ্নি, বায়ু; চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ, তারা; পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ; সকলেই মানবের উপকার করিতেছে, সকলেই স্রষ্টার সর্ব্বজ্ঞতা ও সর্ব্বশক্তিমত্তার সাক্ষ্য দিতেছে। সোক্রাটীস প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের দিক্ হইতে বিশ্বজগৎ অধ্যয়ন করেন নাই,

তিনি উহাতে স্রষ্টার কৌশল ও অভিপ্রায় খুঁজিতেন; এবং উহাতে জ্ঞানের লীলা দেখিয়া বিশ্বাস ও ভক্তি পরিপুষ্ট করিতেন। জগৎ সম্বন্ধে তাঁহার উদার মতটী গ্রীকদিগের চিন্তাপ্রবাহ নূতন পথে লইয়া গিয়া প্রাচীন প্রাকৃতিক বিজ্ঞানকে নব আকার প্রদান করিয়াছিল। উহাতে ভ্রম থাকিলেও লোকের চিত্তকে সৃষ্টির অনুশীলনে আকৃষ্ট করিয়া উহা জ্ঞানোন্নতির সমূহ সাহায্য করিয়াছে।

(৭) ঈশ্বর।

সোক্রাটীস সে কালের গ্রীকদিগের মত দেবদেবীর অস্তিত্বে বিশ্বাস করিতেন; কিন্তু তাঁহাদিগের সম্বন্ধে যে-সকল উপাখ্যান প্রচলিত ছিল, তাহাতে তাঁহার শ্রদ্ধা ছিল না। তিনি একাধারে বহুদেববাদী ও একেশ্বরবাদী ছিলেন। এদেশে ইহা নূতন নয়; আমাদিগের অনেক বড় বড় সাধকই এক্ষেত্রে সোক্রাটীসের সতীর্থ ছিলেন। "জীবনস্মৃতির" চতুর্থ ভাগের তৃতীয় অধ্যায়ে তিনি বলিতেছেন, "দেবগণ নানারূপে আমাদিগের কত হিতসাধন করিতেছেন, কিন্তু আমরা চর্ম্মচক্ষুতে তাঁহাদিগকে দেখিতে পাই না; তাঁহারা যখন আমাদিগকে ইষ্ট বস্তু প্রদান করেন, তখন সশরীরে আমাদিগের সম্মুখে আবির্ভূত হন না; আমরা সংসারের বিবিধ কার্য্যের মধ্যে তাঁহাদিগের পরিচয় পাইয়া তাঁহাদিগকে পূজা ও অর্চ্চনা করি, এবং তাহাতেই তৃপ্ত থাকি। তেমনি, বিশ্বের প্রভু সর্ব্বশক্তিমান্ ঈশ্বরও আমাদিগের চক্ষুর গোচর নহেন; তিনি ব্রহ্মাণ্ডকে বিধৃত করিয়া রহিয়াছেন, তাহার যাবতীয় ব্যাপার বিধান করিতেছেন, তাহাকে সৌন্দর্য্যে ও মঙ্গলে পূর্ণ করিয়া রচনা করিয়াছেন; ইহার ক্ষয় নাই, ধ্বংস নাই, বিশৃঙ্খলা নাই; তিনিই ইহাকে নিয়ত রক্ষা করিতেছেন; ইহা মন অপেক্ষাও দ্রুতগতিতে যথাবিধি তাঁহারই ইচ্ছা পালন করিতেছে। তিনি নিখিল বিশ্বের নিয়ন্তারূপে সর্ব্বত্র বর্ত্তমান থাকিয়াও আমাদিগের নিকটে অদৃশ্য ও নিরাকার।" সোক্রাটীস বিশ্বাস করিতেন, এক অদ্বিতীয় ঈশ্বর প্রজ্ঞাশক্তিরূপে জগতে বিদ্যমান আছেন; দেহের সহিত আত্মার যে সম্বন্ধ, ব্রহ্মাণ্ডের সহিত তাঁহার সেই সম্বন্ধ;

অর্থাৎ আত্মা যেমন দেহের প্রতি অণুপরমাণুতে বর্ত্তমান থাকিয়া তাহাকে চালাইতেছে, তিনিও তেমনি ব্রহ্মাণ্ডের সর্ব্বত্র পরিব্যাপ্ত থাকিয়া তাহাকে নিয়মিত করিতেছেন। তিনি নিরাকার, সর্ব্বব্যাপী, *সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্বশক্তিমান্। জেনফোন যে-অধ্যায়ে বিশ্ব ও বিশ্বেশ্বর সম্বন্ধে* সোক্রাটীসের মতটী সবিস্তার লিখিয়া রাখিয়াছেন, তৃতীয় ভাগে তাহা উদ্ধৃত হইবে।

পূজা, প্রার্থনা ইত্যাদি।

সোক্রাটীস বিশুদ্ধ একেশ্বরবাদের জ্ঞান লাভ করিয়া থাকিলেও দেশপ্রচলিত ধর্ম্ম ত্যাগ করেন নাই। পরে দেখা যাইবে, তিনি পুরবাসীদিগের দেবোপাসনা ও পর্ব্বাদিতে নিষ্ঠার সহিত যোগ দিতেন; কিন্তু পূজা ও প্রার্থনা সম্বন্ধে তাঁহার মত অতি উদার ও উন্নত ছিল। তিনি দেবতাদিগের চরণে কেবল এই প্রার্থনা করিতেন, যে, যাহা শুভ, তাঁহারা যেন তাঁহাকে তাহাই প্রদান করেন; কি কি শুভ, তাঁহারাই তাহা সকলের অপেক্ষা ভাল জানেন। (Mem. I. 3. 2)। তিনি বিশ্বাস করিতেন, ধন, জন ঐশ্বর্য্যের জন্য প্রার্থনা করা, আর, "আমি যেন পাশা খেলিয়া জিতিতে পারি," "আমি যেন যুদ্ধে জয়ী হই," এই প্রকার প্রার্থনা করা একই কথা; কেন না, পাশা খেলার ফল যেমন অনিশ্চিত, ধন, জন প্রভৃতি ঐহিক সম্পদের ফলও তেমনি অনিশ্চিত। (Do)। তিনি অতি গরীব ছিলেন; তিনি দেবতাদিগকে যে নৈবেদ্য নিবেদন করিতেন, তাহা খুব সামান্যই ছিল। কিন্তু তিনি ভাবিতেন, ধনশালী ব্যক্তিরা তাহাদিগের অগাধ ভাণ্ডার হইতে যে-সমুদায় বড় বড় বহুমূল্য বলি উৎসর্গ করে, তাঁহার যৎকিঞ্চিৎ নৈবেদ্যের মূল্য তাহা অপেক্ষা কম নহে; কারণ, দেবতারা যদি ভূরি বলি পাইয়া ক্ষুদ্র নৈবেদ্য তুচ্ছ করিতেন, তবে তাহা শোভন হইত না; তাহা হইলে পাপীদিগের বলিগুলিই ধার্ম্মিকজনের দান অপেক্ষা অধিকতর আদরণীয় হইয়া উঠিত, এবং পাপ ও পুণ্য জীবনে কোনও প্রভেদ থাকিত না। কিন্তু প্রকৃত কথা এই, যে যাহারা সর্ব্বাপেক্ষা ভক্তিমান্, দেবগণ তাহাদিগের উপহার পাইয়াই সর্ব্বাপেক্ষা

অধিক প্রীতি লাভ করিয়া থাকেন। সোক্রাটীস এই বচনটীর খুব প্রশংসা করিতেন ও উহা প্রায়ই তাঁহার মুখে শুনা যাইত—

"আপনার শক্তি অনুসারে অমর দেবগণকে বলি প্রদান কর।"

Hesiod, *Works and Days*, 336. (Mem. I. 3.)

ধর্ম্মবিজ্ঞানের কূট প্রশ্নের আলোচনায় তাঁহার রুচি হইত না ; তিনি নিজে শুধু ইহাই চাহিতেন, যে তাঁহার জীবনটী যেন পূর্ণরূপে ধর্ম্মানুগত হয় ; এবং অপরকেও নিয়ত এই উপদেশ দিতেন, যে তাহারাও যেন দৈহিক সুখ-কামনা ত্যাগ করিয়া আজীবন এই সাধনায় নিযুক্ত থাকে।

(৮) মানবাত্মা ।

সোক্রাটীসের এই দৃঢ় প্রত্যয় জন্মিয়াছিল, যে মানবাত্মায় ঈশ্বরের স্বরূপ বর্ত্তমান ; তাহা না হইলে মানুষ কখনই দৈব প্রেরণার অধিকারী হইত না। আত্মার অমরত্বে তাঁহার কি অবিচলিত বিশ্বাস ছিল, পাঠকগণ "আত্মসমর্থন" ও "ফাইডোন" পড়িলেই তাহা বুঝিতে পারিবেন। কেহ কেহ মনে করেন, "আত্মসমর্থনে" সংশয়ের ছায়াপাত হইয়াছে ; সোক্রাটীস হয় তো জীবনের প্রায় শেষ মুহূর্ত্তেও আত্মা অমর কি না, এ সম্বন্ধে সন্দেহ উত্তীর্ণ হইতে পারেন নাই। কিন্তু একথার উত্তরে আমরা বলিতে চাই, তিনি বিচারালয়ে তর্কস্থলে যাহা বলিয়াছেন, তাহাতে এমত বুঝা যায় না, যে বাস্তবিক তাঁহার চিত্তে আত্মার অমরত্ব বিষয়ে বিচিকিৎসা বিদ্যমান ছিল। তিনি প্রশ্নটীকে নানা দিক্ হইতে আলোচনা করিয়াছেন, এইটুকু বলাই সঙ্গত। তৎপরে, ইহাও অনেকে বলেন, যে "ফাইডোনের" যুক্তিগুলি সোক্রাটীসের নয়, প্লেটোর নিজের ; ইহা মানিয়া লইলেও কিছু আসিয়া যায় না। ঐ গ্রন্থের শেষভাগে সোক্রাটীসের অন্তিমদশার যে জীবন্ত, অত্যুজ্জ্বল ও মনোমুগ্ধকর চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে, তাহা খাঁটি ঐতিহাসিক বলিয়া সকলেই একবাক্যে স্বীকার করিয়া থাকেন। উহাও যদি আমাদিগকে বলিয়া না দেয়, আত্মার অমরত্বে তাঁহার বিশ্বাস কি অটল ও কি গভীর ছিল, তবে আমাদিগের মনের আঁধার কিছুতেই ঘুচিবার নয়।

সপ্তম অধ্যায়

সোক্রাটীসের পূর্ব্ববর্ত্তী দার্শনিকগণ

প্রথম পরিচ্ছেদ

গ্রীক দর্শনের উৎপত্তি

সোক্রাটীস গ্রীক দর্শনে কি কি নব ভাব আনয়ন করিয়া উহাকে নূতন পথে লইয়া গেলেন, তাহা বর্ণিত হইল; এক্ষণে তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী দার্শনিকগণের একটু সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া আবশ্যক, নতুবা তাঁহার জীবনচরিত অসম্পূর্ণ থাকিয়া যাইবে; কেন না, তাঁহার সময় পর্য্যন্ত জ্ঞানের বিকাশ কতদূর সাধিত হইয়াছিল, তাহা না জানিলে, তিনি যাহা করিলেন, তাহার তাৎপর্য্য আমরা সম্যক্ বুঝিতে পারিব না।

প্রাচীন কাল হইতেই এই একটা বিতর্ক চলিয়া আসিতেছে, যে গ্রীক দর্শনের আদি উৎস কোথায়? হীরডটস প্রভৃতি গ্রীক লেখকেরা বিশ্বাস করিতেন, যে গ্রীক জাতি মিশর দেশ হইতে দর্শন, জ্যামিতি ইত্যাদি শিক্ষা করিয়াছে। অধুনাও অনেক সুপণ্ডিত ঐতিহাসিক বলিয়া থাকেন, প্রাচ্য মহাদেশ গ্রীক দর্শনের জন্মস্থান। (পাশ্চাত্য সুধীবর্গ মিশরকে প্রাচ্য মহাদেশের অন্তর্গত বলিয়া বর্ণনা করেন।) ভারতবর্ষের কোন কোনও বৈদেশিক ভক্ত, এবং ভারতমাতার বহু কৃতবিদ্য সুসন্তান এমন কথাও বলিতে দ্বিধা বোধ করেন না, যে গ্রীক দর্শন ভারতীয় দর্শনের অপত্য বা অনুকরণ। প্রত্যেক ক্রিয়ারই একটা প্রতিক্রিয়া আছে; তাই সম্প্রতি ইয়ুরোপীয় ইতিবৃত্তকারেরা শুধু এই অতিপ্রশংসার প্রতিবাদ করিয়াই নিরস্ত হইতেছেন না, তাঁহাদিগের মধ্যে কেহ কেহ ইহার ঠিক উল্টা কথা বলিতে আরম্ভ করিয়াছেন; তাঁহাদিগের মতে ভারতীয় দর্শন গ্রীক প্রভাবের ফল। অধ্যাপক বার্ণেট এই দলের অগ্রণী। তিনি "প্রাচীন গ্রীক দর্শনের ইতিহাসে" লিখিয়াছেন, "No one now will suggest

that Greek Philosophy came from India, and indeed everything points to the conclusion that Indian Philosophy arose *under Greek influence." (Early Greek Philosophy, p. 18)*— অর্থাৎ "এ কথা এখন কেহই বলিবেন না, যে গ্রীক দর্শন ভারতবর্ষ হইতে আসিয়াছে; বরং সকল দিক্ হইতে এই সিদ্ধান্তই সমর্থিত হইতেছে, যে ভারতীয় দর্শন গ্রীকদিগের প্রভাবে উদ্ভূত হইয়াছিল।" "সকল দিক্" বা "সকল যুক্তি" কি, বার্ণেট তাহা ব্যাখ্যা করেন নাই, তিনি শুধু বলিতেছেন, "So far as we can see, the great Indian systems are later in date than the Greek philosophies they most nearly resemble."—"আমরা যতদূর দেখিতে পাইতেছি, (তাহাতে মনে হয়,) ভারতের প্রধান দর্শনগুলি, যে-যে গ্রীক দর্শনের সহিত তাহাদিগের অধিকতম সাদৃশ্য আছে, তাহাদিগের পরবর্ত্তী।" আমরা কিন্তু বুঝিতে পারিলাম না, যে, আদি গ্রীক দার্শনিক থালীসের ও পূর্ব্বে ও তাঁহার সমকালে এদেশে যে-সকল দর্শন প্রচারিত হইয়াছিল, তাহা কিরূপে গ্রীক জাতির কৃপাতে জন্মগ্রহণ করিল, অথবা সাংখ্য, বেদান্ত কি করিয়া প্লেটো বা আরিষ্টটলের পরবর্ত্তী হইল। যাক্, আমরা বৃথা কল্পনা জল্পনা হইতে দূরে থাকাই শ্রেয়ঃ বিবেচনা করিতেছি, এবং সবিনয়ে নিবেদন করিয়া রাখিতেছি, যে গ্রীক দর্শন ভারতীয় দর্শন হইতে প্রসূত, কিংবা ভারতীয় দর্শন গ্রীক দর্শন হইতে প্রসূত, আমরা এই দুইয়ের কোন মতেরই প্রতিপোষক নই। আমরা বলি, গ্রীক ও হিন্দু জাতি, উভয়েই মৌলিক প্রতিভার অধিকারী, এবং উভয়ের প্রতিভাই স্বতন্ত্র ও ভিন্নপ্রকৃতি; সুতরাং দর্শনের উদ্ভববিষয়ে একে অন্যের নিকটে ঋণী, অখণ্ডনীয় প্রমাণ না পাইলে আমরা তাহা স্বীকার করিতে পারি না।

প্রথম খণ্ডে গ্রীক সভ্যতার যে বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে, তাহা হইতে আপনারা পুনশ্চ কয়েকটী তত্ত্ব স্মৃতিপথে আনয়ন করুন। আমরা বলিয়াছি, গ্রীক সভ্যতা পুরী-রাষ্ট্র আশ্রয় করিয়া বিকশিত হইয়াছিল; গ্রীকেরা বুঝিয়াছিল, রাষ্ট্র ছাড়া ব্যক্তিত্বের পূর্ণ অভিব্যক্তি অসম্ভব; তাহাদিগের মতে রাষ্ট্রগত জীবনই আদর্শ জীবন, এই জন্যই তাহারা এত

বিধির বাধ্য ছিল। এই বাধ্যতা অজ্ঞানতা হইতে প্রসূত হয় নাই; তাহারা বিশ্বাস করিত, বিধি প্রজ্ঞানের সাক্ষাৎ মূর্ত্তি। এই জন্যই উহা তাহাদিগের ব্যক্তিগত, সামাজিক ও রাষ্ট্রনৈতিক, সমগ্র জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করিত। তাহারা পরিপূর্ণ আত্মসমর্পণের মধ্য দিয়াই পরিপূর্ণ স্বাধীনতার আস্বাদন পাইত। (৪৬১ পৃষ্ঠা)। বিধিবশ্যতার সহিত স্বাধীনতা-প্রিয়তার সামঞ্জস্য-সাধন গ্রীক জাতির একটী বিশিষ্ট কার্য্য। তাহারা আত্মাকে সকল প্রকারে বন্ধনমুক্ত রাখিবার জন্য যত্ন করিত। গ্রীকেরা কখনও অভ্রান্ত শাস্ত্রের নিগড়ে আবদ্ধ হয় নাই; তদুপরি সত্যানুসন্ধানে তাহাদিগের অপরিসীম উৎসাহ ছিল। তাহারা নির্ভয়ে জগত্তত্ত্বের আলোচনা করিত; আপ্তবাক্যের সহিত পদে পদে সঙ্গতি রক্ষা করিয়া তাহাদিগকে সত্য-বিচারে ব্যাপৃত হইতে হয় নাই। গ্রীসের আকাশ যেমন স্বচ্ছ ও নির্ম্মল, এবং উহার নৈসর্গিক দৃশ্য যেমন সুস্পষ্ট ও সুপরিচ্ছিন্ন, গ্রীক জাতির প্রতিভাও সেইরূপ তীক্ষ্ণ, প্রাঞ্জল ও নির্ম্মল; উহাতে কার্য্যকরী বুদ্ধি ও কল্পনাবৃত্তি, উভয়ই একে অন্যের সহায়রূপে মিলিত হইয়াছে। গ্রীক সভ্যতার প্রধান লক্ষণ সমন্বয়; সমন্বয়-সাধনের আকাঙ্ক্ষাই গ্রীকদিগকে সৌন্দর্য্যের উপাসক করিয়া তুলিয়াছিল; তাহারা সর্ব্বত্র সুন্দরকে অন্বেষণ করিত, সাম্য ও সামঞ্জস্য প্রতিষ্ঠার জন্য যত্নবান্ থাকিত। (৪৯২, ৪৯৫ পৃষ্ঠা)।

এই লক্ষণগুলির সাহায্যে গ্রীক সভ্যতার সহিত প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতার তুলনা করিলে আমরা সহজেই উপলব্ধি করিতে পারিব, যে উভয়ের পার্থক্য কত গুরুতর; সুতরাং গ্রীকগণ বা হিন্দুগণ স্বীয় জাতীয় প্রকৃতি বিস্মৃত হইয়া অপরের নিকট হইতে জগত্তত্ত্ব ও আত্মতত্ত্ব আলোচনা করিতে শিক্ষা করিয়াছে, ইহা কিছুতেই বিশ্বাস করিতে পারি না। এই দুই জাতি এক চক্ষুতে বিশ্বকে দর্শন করে নাই, এক লক্ষ্য লইয়া জগদ্ব্যাপারের পর্য্যালোচনায় প্রবৃত্ত হয় নাই; তাহাদিগের চিন্তার ধারা এক দিকে, এক পথে প্রবাহিত হয় নাই। এই জন্যই গ্রীক দর্শন ও হিন্দু দর্শনে প্রকৃতিগত আত্যন্তিক বিভেদ বর্ত্তমান। ৺মহামহোপাধ্যায় চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার লিখিয়াছেন—"ভারতীয় দর্শনসকল আধ্যাত্মিক দর্শন।......

বস্তুগত্যা আধ্যাত্মিক-প্রয়োজন-সম্পাদনই দর্শনশাস্ত্রের মুখ্য ও প্রধান উদ্দেশ্য বা প্রয়োজন। ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ, এই চতুর্ব্বিধ পুরুষার্থ *অর্থাৎ পুরুষ-প্রয়োজনের মধ্যে মুক্তি বা মোক্ষই পরম পুরুষার্থ, ইহা* সর্ব্ববাদিসিদ্ধ। মহর্ষি কণাদ ও গোতম প্রভৃতি অধিকাংশ দর্শন-প্রণেতাগণ নিঃশ্রেয়স বা মুক্তিই তাঁহাদের দর্শনের প্রয়োজন, ইহা স্পষ্ট ভাষায় বলিয়া গিয়াছেন, তত্ত্বজ্ঞান মুক্তির কারণ, ইহাও তাঁহারা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়াছেন।" (ফেলোশিপের লেক্‌চর, প্রথম বর্ষ, ৬৮ পৃষ্ঠা)। উদ্ধৃত বাক্যে দুইটী বিষয় লক্ষ্য করিবার আছে। প্রথমতঃ, ভারতীয় দর্শন আধ্যাত্মিক শাস্ত্র। আদি যুগের গ্রীক দর্শন অর্থাৎ যবন প্রদেশের দর্শন মোটেই আধ্যাত্মিক দর্শন নহে ; এবং পুথাগরাস, প্লেটো ও আরিষ্টটলের দর্শনও মূলতঃ আধ্যাত্মিকভাবাক্রান্ত নয় ; উহাতে আধ্যাত্মিক তত্ত্ব যথেষ্ট আছে, এই পর্য্যন্ত বলা যায়। দ্বিতীয়তঃ, কণাদ প্রভৃতির ন্যায় গ্রীক দার্শনিকেরা কোন দিনই বলেন নাই, যে মুক্তিই তাঁহাদের দর্শনের প্রয়োজন। গ্রীসে এক অর্ফেয়ুসপন্থীদিগের সাহিত্যে মুক্তির প্রসঙ্গ আছে ; অপর কোনও সম্প্রদায় সাক্ষাৎভাবে উহার আলোচনা করে নাই। কেন না, মোক্ষ বা অপুনরাবৃত্তি তাহাদিগের ধর্ম্মসাধনের লক্ষ্য ছিল না। অতএব, এইখানে আমরা দুই বিষয়ে হিন্দু দর্শন ও গ্রীক দর্শনের মধ্যে গুরুতর প্রভেদ দেখিতে পাইতেছি। উভয়ের আরও একটী প্রভেদ আছে, তাহাও প্রণিধান করা উচিত। ভারতীয় দর্শন শাস্ত্র প্রধানতঃ আস্তিক ও নাস্তিক, এই দুই ভাগে বিভক্ত ; আস্তিক দর্শন আবার বৈদিক ও অবৈদিক এই দুই শ্রেণীভুক্ত। "বৌদ্ধদর্শন ও আর্হতদর্শনে বেদের প্রামাণ্য অঙ্গীকৃত হয় নাই, সুতরাং উহা অবৈদিক। অন্যান্য সমস্ত আস্তিক দর্শনে বেদের প্রামাণ্য স্বীকৃত হইয়াছে বলিয়া উহারা বৈদিক। বৈদিক দর্শনও দুই শ্রেণীতে বিভক্ত—যুক্তিপ্রধান ও শ্রুতিপ্রধান। মীমাংসা ও বেদান্ত, এই দুইটী দর্শন শ্রুতিপ্রধান। এই দর্শনদ্বয়ে শ্রুতিই প্রধান প্রমাণ অর্থাৎ শ্রুতিই উক্ত দর্শনদ্বয়ের মূলভিত্তি। উহাতে শ্রুত্যর্থ উপপাদন করিবার জন্যই সমস্ত যুক্তি প্রযুক্ত হইয়াছে। কেবল যুক্তিবলে কোন বিষয় অঙ্গীকৃত বা প্রত্যাখ্যাত হয় নাই।" (ফেলোশিপের লেক্‌চর, প্রথম বর্ষ, ৭৬ পৃষ্ঠা)। গ্রীক জাতির

বেদ নাই, সুতরাং তাহাদের বৈদিক দর্শনও নাই, এবং শ্রুত্যর্থ উপপাদনের জন্য তাহাদিগকে দর্শন-রচনাতেও নিযুক্ত হইতে হয় নাই। শাস্ত্রনিরপেক্ষ দর্শন ও শাস্ত্রমুখাপেক্ষী দর্শনের মধ্যে একান্ত প্রভেদ না থাকিয়াই পারে না; এই জন্যই দেখিতে পাই, প্লেটো ও আরিষ্টটলের দর্শন যেমন নিরঙ্কুশ, ভারতের ষড়্‌দর্শন সে প্রকার নিরঙ্কুশ নহে।

হিন্দু ও গ্রীক দর্শনের প্রকৃতিগত প্রভেদ প্রদর্শন করিবার পরে আমাদিগের স্বীকার করিতে আপত্তি নাই, যে বিশেষ বিশেষ তত্ত্ব, (যেমন জন্মান্তরবাদ) এক দেশ হইতে অন্য দেশে গৃহীত হইয়া থাকিতে পারে।

আমরা গ্রীক দর্শনের উৎপত্তির কথা বলিতে যাইয়া অনেক দূরে আসিয়া পড়িলাম। এক্ষণে মূল বিষয়ে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছি।

সোক্রাটীসের পূর্ব্ববর্ত্তী দার্শনিকগণ তিন শ্রেণীতে বিভক্ত; (১) প্রাচীন প্রস্থানত্রয়; (২) পঞ্চম শতাব্দীর প্রাকৃতিকবিজ্ঞানবিদ্‌গণ; (৩) সফিষ্টগণ।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

প্রাচীন প্রস্থানত্রয়

প্রথম কণ্ডিকা

যবন-প্রস্থান

গ্রীক দর্শন প্রাচ্য প্রভাবের নিকটে ঋণী হউক বা না হউক, প্রাচ্য দেশেই উহার প্রথম অঙ্কুরোদ্গম হইয়াছিল। আসিয়ার পশ্চিম উপকূলস্থ যবন প্রদেশ (Ionia) গ্রীক দর্শনের সূতিকাগার, এবং থালীস উহার জনক। যবন প্রদেশে গ্রীক দর্শনের উদ্ভব স্বাভাবিকই বলিতে হইবে। যবনগণ সাহসী নাবিক ও উদ্যমশীল বণিক্ ছিল; তাহারা সর্ব্বদা সুসভ্যতর প্রাচ্য জাতিসমূহের সংস্পর্শে আসিত, এবং উন্নততর ফিনিসীয়, কারিয়ান ইত্যাদি জাতির সহিত তাহাদিগের যৌনসম্বন্ধ স্থাপিত হইয়াছিল। এই সকল কারণে তাহাদিগের বুদ্ধি তীক্ষ্ণ ও বহুমুখী, এবং চিত্তবৃত্তি সতেজ ও

বলিষ্ঠ হইবার সুযোগ প্রাপ্ত হইয়াছিল। বহুপ্রকৃতির লোকের সহিত আদানপ্রদান ছিল বলিয়া এই কালে যবনগণের ব্যক্তিত্ব নানাদিকে ফুটিয়া উঠিয়াছিল, এবং তাহারা বদ্ধজলাশয়ের ন্যায় একটা স্থিতিশীল সমাজে পরিণত হয় নাই। অনুকূল আবেষ্টনের প্রভাবে গ্রীক জাতির *এই শাখাতেই প্রথম জগত্তত্ত্বানুসন্ধিৎসা প্রকাশ পায়।*

১। থালীস (Thales)।

থালীস গ্রীক দর্শনের আদিম, প্রাচ্য শাখার প্রতিষ্ঠাতা। তিনি ক্ষুদ্র আসিয়ার প্রধান পুরী মিলীটস নগরে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার জীবিত-কাল নিশ্চিত নির্দ্ধারিত হয় নাই ; বিশেষজ্ঞেরা অনুমান করেন, তিনি ৬৪০ বা ৬২৪ সনে ভূমিষ্ঠ ও ৫৪৮ সনে লোকান্তরিত হন। হীরডটস বলেন, তিনি ফিনিসীয় বংশে জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছিলেন ; যাঁহারা ইহা বিশ্বাস করিতে চাহেন না, তাঁহারা অন্ততঃ এইটুকু স্বীকার করেন, যে তাঁহার শোণিতে কাম্নিয়ান নামক প্রাচ্য জাতির সংস্রব ছিল।

হীরডটস থালীস সম্বন্ধে যে সামান্য দুই একটা কথা বলিয়াছেন, তদতিরিক্ত অতি অল্পই এযাবৎ নির্ণিত হইয়াছে। তিনি লিখিয়াছেন, যে থালীস এক সূর্য্যগ্রহণের কাল গণনা করিয়া বলিয়া রাখিয়াছিলেন; এই গ্রহণ-নিবন্ধন লীডিয়া ও মীডিয়ার মধ্যে যে যুদ্ধ চলিতেছিল, তাহা থামিয়া যায়। জ্যোতির্বিদ্‌গণ গণনা করিয়া দেখিয়াছেন, এই গ্রহণ ৫৮৫ সনে দৃষ্ট হইয়াছিল। একজন প্রাচীন লেখকের মতে থালীস মিশর হইতে গ্রীসে জ্যামিতি প্রচলন করেন। তিনি যে মিশর দেশে গমন করিয়া-ছিলেন, ইহা সম্ভবপর বলিয়াই বোধ হয়। হীরডটস পুনশ্চ বলিতেছেন, যে যবন প্রদেশের উপনিবেশগুলি যখন লীডিয়ার গ্রাসে পতিত হইবার উপক্রম হইয়াছিল, তখন থালীস তাহাদিগকে সম্মিলিত হইয়া টেয়স-দ্বীপে রাজধানী স্থাপন করিয়া স্বাধীনতা রক্ষার জন্য সংগ্রাম করিতে পরামর্শ দিয়াছিলেন। ইহাতে তাঁহার রাষ্ট্রনৈতিক দূরদর্শিতার পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। তাঁহার পরামর্শ না শুনিয়া মিলীটস ভিন্ন আর সকল নগরই স্বাধীনতা হারাইয়াছিল। কথিত আছে, যে তিনি ধ্রুবতারাধারী

নক্ষত্রমণ্ডল দেখিয়া জাহাজ চালাইবার কৌশল শিক্ষা দেন। থালীস একাধারে বৈজ্ঞানিক, জ্যোতির্বিৎ, রাজনীতিজ্ঞ ও দার্শনিক ছিলেন, আখ্যানগুলি ইহাই প্রকাশ করিতেছে।

থালীস কোনও গ্রন্থ লিখিয়া যান নাই। আরিষ্টটল তাঁহার কয়েকটী উক্তি উদ্ধৃত করিয়াছেন, যথা—

(১) পৃথিবী জলের উপরে ভাসিতেছে।

(২) জল বিশ্বের যাবতীয় পদার্থের উপাদান-কারণ।

(৩) সমস্ত পদার্থই দেবগণে পরিপূর্ণ। চুম্বক জীবিত, কেন না, ইহার লৌহ আকর্ষণ করিবার শক্তি আছে।

প্রথম উক্তির ব্যাখ্যা নিষ্প্রয়োজন। দ্বিতীয় উক্তির তাৎপর্য্য এই, যে জগতের সমুদায় বস্তু জল হইতে উদ্ভূত হইয়া জলে প্রত্যাগমন করিতেছে। তৃতীয় উক্তির অর্থ সম্বন্ধে নানা মত আছে। আরিষ্টটল বলেন, থালীস জগতের আত্মায় বা বিশ্বাত্মায় বিশ্বাস করিতেন; একজন প্রাচীন লেখকের মতে এই বিশ্বাত্মাই ঈশ্বর। রোমক লেখক কিকেরো বুঝিয়াছিলেন, যে বিশ্বকর্ম্মা জলরূপ উপাদানে বিশ্ব সৃষ্টি করিয়াছেন—থালীস এই তত্ত্বই প্রচার করিয়াছেন। উক্তিটীর প্রকৃত মর্ম্ম কি, তাহা দুর্জ্ঞেয়।

২। আনাক্সিমাণ্ডার (গ্রীক Anaximandros)।

আনাক্সিমাণ্ডারও মিলীটস নগরের অধিবাসী ছিলেন। তিনি থালীসের এক পুরুষ পরে, অর্থাৎ ষষ্ঠ শতাব্দীতে আবির্ভূত হন।

থালীসের ন্যায় আনাক্সিমাণ্ডারও কতকগুলি প্রয়োজনীয় বস্তু আবিষ্কার করেন; তন্মধ্যে মানচিত্র বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। কৃষ্ণসাগরের তীরে আপলোনিয়া নগরে মিলীটসের অধিবাসীরা যে উপনিবেশ স্থাপন করে, তিনি তাহার নেতৃত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন; সুতরাং তিনিও রাষ্ট্রীয় কর্ম্মে নির্লিপ্ত ছিলেন না; তাঁহার স্বপুরবাসীরা তাঁহার একটী প্রতিমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়াছিল।

আনাক্সিমাণ্ডারের কোন গ্রন্থ বিদ্যমান নাই। আরিষ্টটলের শিষ্য ও উত্তরাধিকারী থেয়ফ্রাষ্টস (Theophrastos) তাঁহার দর্শনের সারনিষ্কর্ষ

প্রদান করিয়াছেন; তাহা এই—"প্রাক্সিয়াডীসের পুত্র, থালীসের সহচর ও প্রতিবেশী, মিলীটসবাসী আনাক্সিমাণ্ডার বলেন, অনন্ত (apeiron, অপার) পদার্থসমূহের উপাদান-কারণ ও উপাদান; তিনিই সর্ব্ব প্রথম উপাদান-কারণকে এই নামে অভিহিত করেন। তাঁহার মতে ইহা জল বা অন্য কোনও তথাকথিত ভূত নহে, কিন্তু ইহা এ সমুদায় হইতে স্বতন্ত্র ও অনন্ত; ইহা হইতেই নভোমণ্ডল ও তন্মধ্যস্থ জগৎ-সমূহ উৎপন্ন হইয়াছে।"

"তিনি বলেন, ইহা 'শাশ্বত ও অজর'; এবং ইহা সমগ্র বিশ্বকে আচ্ছাদন করিয়া রহিয়াছে।"

"পদার্থসমূহ যাহা হইতে উৎপন্ন হয়, তাহাতেই পুনরায় প্রতিগমন করে; ইহাই সঙ্গত; কেন না, তাহারা পরস্পরের প্রতি যে অন্যায়াচরণ করিয়াছে, কালের নিয়মানুসারে তাহার ক্ষতিপূরণ করিয়া তাহারা একে অন্যকে সন্তুষ্ট করে—তিনি একটু কবিত্বের ভাষায় এইরূপ বলিয়াছেন।"

"এতদ্ব্যতীত এক শাশ্বত গতি আছে; তাহাতেই জগৎ-সমূহের উৎপত্তি সংসাধিত হইতেছে।"

"জড়ের পরিবর্ত্তনবশতঃ পদার্থসমূহ উদ্ভূত হইয়াছে, তিনি এপ্রকার বলেন নাই; তিনি বলেন, মূল উপাদান অসীম, তাহাতেই পরস্পরবিরোধী ধর্ম্মসমূহ পরিচ্ছিন্ন হইয়া থাকে।"

উদ্ধৃত বাক্যগুলির সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা প্রদত্ত হইতেছে।

আনাক্সিমাণ্ডারের মতে এমন একটী শাশ্বত ও অবিনশ্বর বস্তু আছে, যাহা হইতে সমুদায় পদার্থ উদ্ভূত হইতেছে, এবং যাহাতে প্রত্যেক পদার্থ প্রত্যাগমন করিতেছে; উহা অপক্ষয়বর্জ্জিত, অফুরন্ত; একদিকে যেমন পদার্থসমূহ ধ্বংস পাইতেছে, অপর দিকে তেমনি নূতন নূতন পদার্থ রচিত হইতেছে। এই বস্তু অনন্ত; নতুবা কালে সৃষ্টি বিলুপ্ত হইত। আরিষ্টটলের ব্যাখ্যা অনুসারে ইহা জড়ীয়, বা একপ্রকার অব্যক্ত জড়; ইহার ব্যাপ্তি আছে। ইহা "ক্ষিত্যপ্‌তেজোমরুৎ" এই ভূতচতুষ্টয়ের কোনটীই নহে, কিন্তু বলিতে গেলে ইহাদিগের প্রাগ্‌ভাব।

এই মৌলিক উপাদানে পরস্পরবিরুদ্ধ ধর্ম্মের সংগ্রাম চলিতেছে। তাপ শৈত্যের বিরোধী, শুষ্কতা আর্দ্রতার বিরোধী। ইহারা একে

অন্যের উপরে অন্যায়াচরণ করে ; তাপ গ্রীষ্মকালে শৈত্য অপেক্ষা প্রবল, এবং শৈত্য শীতকালে তাপ অপেক্ষা প্রবল হইয়া উঠে; ইহাই অন্যায়াচরণ ; যথাকালে তাহাদিগকে ইহার প্রতীকার করিতে হইবে। এই বিরোধ হইতেই জগৎ উদ্ভূত হইয়াছে। বিরোধের প্রতীকার না থাকিলে অনন্ত ভিন্ন আর সকলই অবশেষে বিনষ্ট হইত ; কিন্তু সৃষ্টি ও বিনাশ পর্য্যায়ক্রমে অবিচ্ছেদে প্রবহমান হইতেছে। আমাদিগের এই জগৎ উহা হইতে উদ্ভূত হইয়াছে, এবং উহাতেই লীন হইবে।

আনাক্সিমাণ্ডার অসংখ্য জগতে বিশ্বাস করিতেন।

তিনি যে শাশ্বত গতির কথা বলিয়াছেন, অনেকে মনে করেন, তাহা একপ্রকার ঘূর্ণাবর্ত্ত।

নভোমণ্ডলের উদ্ভব বিষয়ে তিনি যে মত ব্যক্ত করিয়াছেন, তাহার সারাংশ, যথা—

"তিনি বলেন, অনন্ত হইতে তাপ ও শৈত্য উৎপাদন করিতে পারে, বিশ্বসৃষ্টির প্রাক্কালে এমন একটা কিছু পরিচ্ছিন্ন বা পৃথকীভূত হইল। ইহা হইতে অগ্নিগোলক উৎপন্ন হইল ; বৃক্ষের বল্কল যেমন উহাকে আবেষ্টন করিয়া থাকে, তেমনি ঐ গোলক পৃথিবীর চতুর্দ্দিগস্থ বায়ুমণ্ডলকে পরিবেষ্টিত করিয়া রহিল। ইহা যখন আবার বিচ্ছিন্ন হইয়া কতকগুলি অঙ্গুরীয়কে আবদ্ধ হইল, তখন সূর্য্য, চন্দ্র ও তারকাবলি উৎপন্ন হইল।"

ধরা ও সাগর সম্বন্ধে কয়েকটী উক্তি উদ্ধৃত হইতেছে।

"আদিতে পৃথিবী বাষ্পময় ছিল ; অগ্নি উহার অধিকাংশ জলীয় ভাগ শুষ্ক করিয়াছে ; যাহা অবশিষ্ট আছে, তাহাই সমুদ্র ; এই দাহনিবন্ধনই উহা লবণাক্ত।"

"পৃথিবী পটহাকার ; ইহা যত বিস্তৃত, তাহার এক-তৃতীয়াংশ গভীর।"

"পৃথিবী স্বচ্ছন্দে শূন্যে ঝুলিতেছে ; ইহার কোনও অবলম্বন নাই। ইহা সমুদায় বস্তু হইতে সমদূরে অবস্থিত, এজন্য স্বস্থানে অবস্থান করিতেছে। ইহা প্রস্তরস্তম্ভের ন্যায় শূন্যগর্ভ ও গোলাকার। আমরা উহার এক পৃষ্ঠে বাস করিতেছি ; অপরটী বিপরীত দিকে।" (অর্থাৎ পৃথিবীর এক পৃষ্ঠে তাপ ও শুষ্কতা, অপর পৃষ্ঠে শৈত্য ও আর্দ্রতা)।

চন্দ্র সূর্য্য সম্বন্ধে আনাক্সিমাণ্ডার অদ্ভুত মত পোষণ করিতেন।

"সূর্য্য রথচক্রের ন্যায় একটী চক্র; উহা পৃথিবী অপেক্ষা আটাইশ গুণ বৃহৎ। উহার নেমি শূন্যগর্ত্ত এবং অগ্নিতে পরিপূর্ণ। যেমন ভস্ত্রার নাসার মধ্য দিয়া অগ্নি দৃষ্ট হয়, তেমনি ঐ চক্রের এক গহ্বরের মধ্য দিয়া অগ্নি দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে।"

"চন্দ্রও (সূর্য্যের ন্যায়) একটী চক্র এবং পৃথিবী অপেক্ষা উনিশগুণ বৃহৎ।"

আনাক্সিমাণ্ডার জীবের উৎপত্তি বিষয়ে যাহা বলিয়াছেন, তাহা বিস্ময়-কর। তিনি বলিতেছেন—"সূর্য্য যখন আর্দ্র ভূত শুষ্ক করিতেছিল, তখন জীবিত প্রাণী উৎপন্ন হইল। মানুষ অন্য প্রাণীর ন্যায় প্রথমে মৎস্য ছিল।"

"আদিম জীবজন্তু আর্দ্রতার মধ্যে উদ্ভূত হইয়াছিল, এবং কণ্টকময় চর্ম্মে আচ্ছাদিত ছিল। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাহারা শুষ্কতর স্থানে আগমন করে।"

"তিনি বলেন, মানব আদিতে ভিন্নজাতীয় জীব হইতে উদ্ভূত হয়। তিনি তাহার এই কারণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। অন্য প্রাণী জন্মের অল্প-কাল পরেই আপনার খাদ্য আহরণ করিতে পারে; কিন্তু একা মানবকেই দীর্ঘকাল স্তন্য পান করিয়া কাটাইতে হয়। সুতরাং মানুষ এখন যেমন (অসহায়), যদি প্রথমাবধি তাহাই থাকিত, তবে বাঁচিয়া থাকিতে পারিত না।"

"তিনি এই মত প্রচার করিয়াছেন, যে আদি মানব মৎস্যের জঠরে উদ্ভূত হইয়াছিল; হাঙ্গরের ন্যায় প্রতিপালিত হইবার পরে সে যখন আত্মরক্ষার উপযোগী বল লাভ করিল, তখন সে উপকূলে উৎক্ষিপ্ত হইল, এবং স্থলে বাস করিতে আরম্ভ করিল।" (কথিত আছে, যে হাঙ্গর পুনঃ পুনঃ শাবক গ্রাস ও উদ্গীরণ করে)।

কোন কোনও পণ্ডিত মনে করেন, এই উক্তিগুলিতে অভিব্যক্তিবাদের বীজ নিহিত আছে; এজন্য তাঁহারা আনাক্সিমাণ্ডারকে ডারুইনের অগ্র-গামী বলিয়া অভিনন্দিত করিয়াছেন।

৩। আনাক্সিমেনীস (Anaximenes)।

আনাক্সিমেনীস মিলীটসের অধিবাসী ও আনাক্সিমাণ্ডারের বয়ঃকনিষ্ঠ সহচর ছিলেন। ষষ্ঠ শতাব্দী তাঁহার আবির্ভাবকাল।

আনাক্সিমেনীস একখানি গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন, কয়েক শতাব্দী উহা বর্ত্তমান ছিল। তিনি গুরুর ন্যায় নির্ভীক দার্শনিক ছিলেন না, কিন্তু তৎ-প্রচারিত তত্ত্বগুলি উত্তরকালে প্রচুর ফল প্রসব করিয়াছিল। তাঁহার দর্শনের সারমর্ম্ম নিম্নে সঙ্কলিত হইল।

"এয়ুরুষ্ট্রাটসের পুত্র এবং আনাক্সিমাণ্ডারের সহচর, মিলীটসবাসী আনাক্সিমেনীস, তাঁহারই ন্যায় বলিয়াছেন, যে মৌলিক উপাদান এক ও অনন্ত। কিন্তু তিনি আনাক্সিমাণ্ডারের মত ইহাকে অব্যক্ত বলেন নাই; তাঁহার মতে ইহা ব্যক্ত, কারণ, তিনি বলেন, ইহা মরুৎ।"

"তিনি বলেন, ভূত, ভবিষ্য, বর্ত্তমান, সমুদায় পদার্থ, দেবকুল ও সকল দৈব বস্তু, ইহা হইতেই উদ্ভূত হইয়াছে। অন্যান্য পদার্থ ইহার অপত্য হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকে।"

"তিনি বলিয়াছেন, আমাদিগের আত্মা প্রাণ বা বায়ু; উহা যেমন আমাদিগকে বিধৃত করিয়া রহিয়াছে, ঠিক তেমনি, প্রাণ ও মরুৎ জগৎকে আচ্ছাদন করিয়া রহিয়াছে।"

"মরুতের আকার এই প্রকার। ইহা যথায় একান্ত মসৃণ বা সমভাবে ব্যাপ্ত, তথায় আমাদিগের দৃষ্টির অগোচর; কিন্তু শৈত্য ও তাপ, আর্দ্রতা ও গতি ইহাকে দৃশ্যমান করে। ইহা সতত সঞ্চরণশীল, তাহা যদি না হইত, তবে ইহা এত পরিবর্ত্তিত হইত না।"

"ইহা সঙ্কোচন ও প্রসারণ (অথবা সূক্ষ্মতাপাদন বা ঘনতাপাদন) নিবন্ধন ভিন্ন ভিন্ন পদার্থে ভিন্ন ভিন্ন।"

"ইহা যখন প্রসারণবশতঃ সূক্ষ্মতর হয়, তখন অগ্নিতে পরিণত হইয়া থাকে; পক্ষান্তরে বাতাস ঘনীভূত মরুৎ। চাপ (বা বিঘট্টন) দ্বারা মরুৎ হইতে মেঘ উৎপন্ন হয়; এবং মেঘ আরও ঘনীভূত হইলে জলরূপ ধারণ করে। জল অধিকতর ঘনীভূত হইয়া পৃথিবীতে রূপান্তরিত হয়;

এবং যতদুর সম্ভব ঘনীভূত হইলে প্রস্তরের আকার গ্রহণ করিয়া থাকে।”

আনাক্সিমেনীস সঙ্কোচন ও প্রসারণের তত্ত্ব প্রচার করিয়া তৎকালীন বিজ্ঞানের উন্নতি সাধন করিয়াছেন।

আনাক্সিমেনীস যাহাকে মরুৎ নামে অভিহিত করিয়াছেন ও আমরা যাহাকে মরুৎ বলি, এই উভয়ের মধ্যে পার্থক্য আছে। তাঁহার মতে বায়ু, প্রাণ বা নিঃশ্বাস, বাত্যা, বাষ্প বা কুজ্ঝটিকা, এ সকলই মরুতের বিভিন্ন রূপ। তিনি বলিতেছেন, আত্মা অর্থাৎ প্রাণবায়ুর সহিত মানবজীবনের যে সম্বন্ধ, মরুতের সহিত জগতের অবিকল সেই সম্বন্ধ, অর্থাৎ আদিম উপাদান মরুৎ যেমন জগতের, তেমনি মনুষ্যের জীবন রক্ষা করিতেছে।

আমরা এক্ষণে জগৎসৃষ্টি সম্বন্ধে আনাক্সিমেনীসের কয়েকটী উক্তি উদ্ধৃত করিতেছি।

“তিনি বলেন, মরুৎ যখন চাপ-প্রাপ্ত বা বিঘট্টিত হইল, তখন অগ্রে পৃথিবীর সৃষ্টি হইল; ইহা অত্যন্ত বিস্তীর্ণ, সুতরাং বায়ুদ্বারা বিধৃত।”

“সূর্য্য, চন্দ্র, এবং অন্যান্য অগ্নিময় জোতিষ্কমণ্ডলীও বিস্তৃত, অতএব বায়ুদ্বারা বিধৃত। পৃথিবী হইতে যে বাষ্প নির্গত হইয়াছিল, তাহাতে জ্যোতিষ্কসমূহ নির্ম্মিত হইয়াছে। এই বাষ্প সূক্ষ্মতর হইলে অগ্নি উৎপন্ন হয়; তারকারাজি এই ঊর্দ্ধগত অগ্নিসম্ভূত। নক্ষত্রলোকে পার্থিব উপাদান-রচিত অনেক পিণ্ড আছে, তাহারা নক্ষত্রদিগকে পরিভ্রমণ করিতেছে। তিনি বলেন, অনেকে মনে করে, জ্যোতিষ্কমণ্ডলী পৃথিবীর নীচে গমন করে, কিন্তু তাহা ঠিক নহে; উষ্ণীষ যেমন মস্তকের চতুর্দ্দিকে ঘুরিতে পারে, উহারা তদ্রূপ পৃথিবীর চারিদিকে ঘুরিতেছে। সূর্য্য যে পৃথিবীর তলদেশে যায় বলিয়া অদৃশ্য হয়, তাহা নহে; কিন্তু উহা পৃথিবীর উচ্চতর ভাগ দ্বারা আবৃত হয়, এবং উহার দূরত্বও বাড়িয়া যায়, এই জন্যই দৃষ্টির বহির্ভূত হইয়া থাকে। তারাগুলি পৃথিবী হইতে বহুদূরে অবস্থিত, এ জন্য তাপ প্রদান করে না।”

“সূর্য্য অগ্নিময়, এবং বৃক্ষপত্রের ন্যায় প্রশস্ত।”

“চন্দ্র অগ্নিময়।”

আনাক্সিমেনীসের মতে সূর্য্য, চন্দ্র, তারকারাজি ও পৃথিবী থালার ন্যায়, এবং বায়ুসাগরে ভাসমান। তিনি নক্ষত্রলোকের যে পিণ্ডগুলির কথা বলিতেছেন, তদ্দ্বারা বোধহয় গ্রহণ এবং চন্দ্রকলার হ্রাসবৃদ্ধি ব্যাখ্যা করিতে চাহিয়াছেন। তিনি অসংখ্য জগৎ মানিতেন। তাঁহার মরুৎ অনাদি ও অনন্ত। তিনি দেবগণের জন্ম ও মরণে বিশ্বাস করিতেন।

আনাক্সিমাণ্ডার ও আনাক্সিমেনীস, উভয়েই বলিয়াছেন, জগৎ পর্য্যায়-ক্রমে সৃষ্ট ও বিনষ্ট হইতেছে।

আনাক্সিমেনীসের দর্শন আনাক্সিমাণ্ডারের দর্শন অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর নহে; অথচ তিনি তদীয় জীবনকালে ও তাহার পরেও সুদীর্ঘকাল তাঁহার গুরুর অপেক্ষা সমধিক খ্যাতি ও প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিলেন; পুথাগরাস, আনাক্সাগরাস, ডিয়গেনীস প্রভৃতি পরবর্ত্তী দার্শনিকগণ অনেকেই তাঁহার নিকটে ঋণী।

থালীস, আনাক্সিমাণ্ডার ও আনাক্সিমেনীস, এই তিন জনের দর্শন ইতিহাসে মিলীসীয় অর্থাৎ মিলীটসনগরের প্রস্থান অথবা যবন-প্রস্থান নামে আখ্যাত।

দ্বিতীয় কণ্ডিকা।

পুথাগরাস-সম্প্রদায় (The Pythagoreans)

যবন-প্রস্থান প্রাকৃতিক ব্যাপারের আলোচনায় ব্যাপৃত; ধর্ম্মের সহিত উহার কোনও সংস্রব নাই। থালীস প্রভৃতি দৈব শব্দ বারংবার ব্যবহার করিয়াছেন বটে, কিন্তু তাহাতে কোনও আধ্যাত্মিক অর্থ আরোপ করা যায় না। পরবর্ত্তীযুগের দার্শনিক পুথাগরাস (Pythagoras) ও জেনফানীস (Xenophanes) যবন প্রদেশের অধিবাসী হইলেও পশ্চিমে জীবনের অধিকাংশকাল যাপন করেন; তথায় দর্শনকে ধর্ম্ম হইতে বিযুক্ত করিয়া রাখিবার উপায় ছিল না; ইঁহাদিগের দর্শন এ জন্য আধ্যাত্মিক-ভাবাপন্ন। ইঁহাদিগের পূর্ব্বেই অর্ফেয়ুসতন্ত্রের প্রভাবে গ্রীক জগতে ধর্ম্মসাধনে নবভাব ও নবোৎসাহ সঞ্চারিত হইয়াছিল।

প্রথম খণ্ডের নবম অধ্যায়ে অর্ফেয়ুসতন্ত্র সবিস্তার বর্ণিত হইয়াছে; এস্থলে শুধু উহার দুইটা বিশেষত্ব উল্লিখিত হইতেছে। প্রথমতঃ, অর্ফেয়ুসপন্থীদিগের আপ্ত, সর্ব্বজনমান্য, বংশপরম্পরাগত সাহিত্য ছিল; ইহা এদেশের শ্রুতি বা স্মৃতির সঙ্গে তুলিত হইতে পারে। দ্বিতীয়তঃ, তাহারা একটা মণ্ডলী বা সম্প্রদায় গঠন করিয়াছিল। পুথাগরাস-প্রতিষ্ঠিত সম্প্রদায় ইহারই প্রভাবের ফল। অপিচ ইনি দর্শন বা তত্ত্বজ্ঞানকে জন্মরূপ চক্র হইতে মুক্তির পথ বলিয়া বিবেচনা করিতেন। এই সম্প্রদায়ে বিজ্ঞান ও ধর্ম্মের মধ্যে ঘনিষ্ঠ যোগ স্থাপিত হইয়াছিল। কিন্তু ইহাতে কেহ মনে করিবেন না, যে ইহাদিগের দর্শন প্রচলিত ধর্ম্মের কোনও বিশেষ মত সমর্থন করিত। ইহা আত্মা সম্বন্ধে নূতন তত্ত্ব প্রচার করে; তাহা বরং সর্ব্বসাধারণের মতের বিরোধীই ছিল।

পুথাগরাস।

পুথাগরাস ষষ্ঠ শতাব্দীতে সামস নগরে আবির্ভূত হন। তিনি জীবনের প্রথমাংশ সামসে যাপন করিয়া রাজা পলুক্রাটীসের অত্যাচার হইতে নিষ্কৃতি পাইবার উদ্দেশ্যে ইটালীর অন্তঃপাতী ক্রটোন নগরে যাইয়া তাঁহার সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠা করেন। ক্রটোনের অধিবাসীরা তাঁহার কর্ত্তৃত্ব অগ্রাহ্য করিয়া বিদ্রোহী হইলে তিনি মেটাপন্টিয়ন নামক নগরে প্রস্থান করেন, এবং তথায় তাঁহার মৃত্যু হয়।

কথিত আছে, যে পুথাগরাস বহু দেশ পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন। এই প্রবাদ এক্ষণে অনেকেই অবিশ্বাস্য বলিয়া স্থির করিয়াছেন; এমন কি, তিনি যে মিশরে গমন করিয়াছিলেন, ইহাও তাঁহারা বিশ্বাস করিতে চাহেন না।

পুথাগরাসের সম্প্রদায়।

কেহ কেহ বলেন, পুথাগরাস যে-সম্প্রদায় স্থাপন করেন, তাহার একটা রাজনৈতিক লক্ষ্য ছিল; এই ধারণা ভুল; উহা একটী ধর্ম্মমণ্ডলী; পবিত্রতা অর্জ্জন উহার মুখ্য উদ্দেশ্য। অর্ফেয়ুসতন্ত্রের সহিত উহার

এস্থলে সাদৃশ্য আছে; কিন্তু উহার উপাস্য আপলো, ডিওনীসস নহেন। নরনারী সমভাবে ইহার সভ্য হইতে পারিত। এই সম্প্রদায় কিছুদিন দক্ষিণ ইটালী ও সিসিলীর কতকগুলি রাষ্ট্রের শাসনদণ্ড পরিচালন করিয়াছিল; কিন্তু উহা দীর্ঘকাল ক্ষমতা রক্ষা করিতে পারে নাই। কেন ইহার পতন হইল, তাহা সুনিশ্চিতরূপে জানা যায় না।

ধর্ম্মমত।

পুথাগরাস জন্মান্তরবাদ প্রচার করেন। ইহা জীবহত্যার বিরোধী। কথিত আছে, ইনি ডীলসদ্বীপে এক "পিতা" আপলোর বেদি ভিন্ন অন্য সমুদায় বেদিতে নৈবেদ্য উৎসর্গ করিতে অস্বীকৃত হইয়াছিলেন। উক্ত বেদিতে শুধু সাত্ত্বিক নৈবেদ্য নিবেদন করিবার বিধি ছিল। তিনি এই শিক্ষা দিয়াছেন, যে মনুষ্য ও ইতরপ্রাণী পরস্পরের জ্ঞাতি। তাঁহার অনুবর্ত্তিগণ নিরামিষাশী ছিল। পর্ফীরী (গ্রীক Porphirios) লিখিয়াছেন, যে তাহারা সচরাচর মাংস খাইত না বটে, কিন্তু বলির মাংস ভোজন করিত। এই সম্প্রদায় কতকগুলি বিধিনিষেধ মানিয়া চলিত কয়েকটী উল্লিখিত হইতেছে।

১। শিম (beans) আহার করিবে না।

২। যাহা মাটিতে পড়িয়া গিয়াছে, তাহা উঠাইবে না।

৩। শ্বেত কুক্কুট স্পর্শ করিবে না।

৪। রুটী ভাঙ্গিবে না।

৫। অর্গল ডিঙ্গাইবে না।

৬। লৌহ দ্বারা আগুণ নাড়িয়া দিবে না।

৭। আস্ত রুটী খাইতে আরম্ভ করিবে না।

৮। মালা ছিঁড়িবে না।

৯। ধামার উপরে বসিবে না।

১০। হৃৎপিণ্ড খাইবে না।

১১। রাজপথে বেড়াইবে না।

১২। চড়ুইকে ঘরের চালে বাসা বাঁধিতে দিবে না।

১৩। আগুন হইতে হাঁড়ি নামাইবার পরে ছাইয়ের উপরে দাগ রাখিবে না, ছাইগুলি নাড়িয়া চাড়িয়া রাখিবে।

১৪। আলোর পার্শ্বে দর্পণে মুখ দেখিবে না।

১৫। যখন শয্যা ত্যাগ করিবে, তখন বিছানার চাদরে যাহাতে শরীরের ছাপ না থাকে, এজন্য চাদরখানি জড়াইয়া রাখিবে।

অধ্যাপক বার্ণেটের মতে এগুলি আদিম বর্ব্বরতার নিদর্শন।

পরবর্ত্তীকালের উপাখ্যান অনুসারে এই সম্প্রদায়ের লোকেরা কৃচ্ছ্র-সাধনরত সন্ন্যাসী ছিল; তাহাদিগের নিজস্ব ধন ছিল না; সম্প্রদায়ের সম্পত্তি সকলে সমভাবে ভোগ করিত; মাংস ও শিম ভক্ষণ এবং পশমের বস্ত্র পরিধান হইতে বিরত থাকিত; এবং দলের সমুদায় ব্যাপার সংগোপন রাখিবার জন্য শপথে আবদ্ধ হইত। চরিত্রের সংশোধন ও উন্নতি-সাধন এই সম্প্রদায়ের একটা প্রধান লক্ষ্য ছিল; এজন্য ইহার সভ্যগণ ডোরিক-পদ্ধতিমতে দেহ মনের স্বাস্থ্য, সদাচার ও সংযম লাভের উদ্দেশ্যে রীতিমত শিক্ষা গ্রহণ করিত। শিল্প, ললিতকলা, ব্যায়াম, গীতবাদ্য, ভৈষজ্যবিদ্যা, বিজ্ঞানচর্চ্চা এই শিক্ষার অন্তর্গত ছিল।

পুথাগরাস বৈজ্ঞানিক।

পূর্ব্বোক্ত বিধিনিষেধগুলিই যদি পুথাগরাসের একমাত্র বা প্রধান কীর্ত্তি হইত, তবে তিনি দর্শনের ইতিহাসে স্থান পাইতেন না। কিন্তু তাঁহার সম্প্রদায় গ্রীসে বিজ্ঞানচর্চ্চার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শিক্ষালয় ছিল; তিনিই উহার প্রবর্ত্তক। হীরডটস লিখিয়াছেন, "পুথাগরাসকে কিছুতেই গ্রীক জাতির দুর্ব্বলতম জ্ঞানী পুরুষ বলা যায় না।"[১] তিনি শব্দ-বিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠাতা। বীণার তারের দৈর্ঘ্যের সহিত তাহার ধ্বনির বিভিন্ন গ্রামের যে-সম্বন্ধ আছে, তাহার অবধারণ তাঁহার একটী চিরস্মরণীয় বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার। তিনি দেখাইয়াছেন, যে সুরগুলির ব্যবধান সংখ্যা দ্বারা প্রকাশ করা যাইতে পারে।

আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি, অর্ফেয়ুসপন্থীরা শুদ্ধি-সাধন দ্বারা পুনঃ পুনঃ জন্মরূপ চক্র হইতে আত্মার মুক্তি অন্বেষণ করিত। পুথাগরাস স্বীয়

সম্প্রদায়ে তাহাদিগের আচারানুষ্ঠান প্রবর্ত্তিত করিয়া "শুদ্ধি-সাধনের" নূতন তাৎপর্য্য প্রচার করেন। আরিষ্টক্সেনীস লিখিয়াছেন, যে অর্ফেয়ুস-পন্থীরা যেমন দেহ শুদ্ধ করিবার উদ্দেশ্যে ভেষজ প্রয়োগ করিত, তাঁহার অনুবর্ত্তিগণ তেমনি আত্মার পবিত্রতা সম্পাদনের জন্য সঙ্গীতের সাহায্য লইত। তাহারা যে সংবাদিতাবিদ্যার (Harmonics) অনুশীলন করিত, ইহাই তাহার কারণ। আরিষ্টটল ধর্ম্মনীতিতে যে তাত্ত্বিক, ব্যবহারিক ও পর্য্যবেক্ষণপ্রিয়, এই ত্রিবিধ জীবন বর্ণনা করিয়াছেন, পুথাগরাসই তাহার প্রথম প্রচারক। তাঁহার মতের মর্ম্ম এই,—"আমরা এই সংসারে প্রবাসী; দেহ আত্মার সমাধিস্থান; কিন্তু আমরা আত্মহত্যা করিয়া উহা হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিতে পারি না; কেন না, আমরা ঈশ্বরের সম্পত্তি; তিনি আমাদিগের পালক; তাঁহার আদেশ ব্যতীত আমাদিগের পলায়ন করিবার অধিকার নাই। অলুম্পিয়ার মহোৎসবে যেমন তিন শ্রেণীর লোক গমন করে, তেমনি এই সংসারে তিন শ্রেণীর মানুষ আছে। যাহারা ক্রয় বিক্রয় করিতে আইসে, তাহারা নিম্নতম শ্রেণী; যাহারা প্রতিযোগিতার জন্য আগমন করে, তাহারা তদূর্দ্ধশ্রেণী। কিন্তু যাঁহারা শুধু পর্য্যবেক্ষণ করিবার অভিপ্রায়ে আসিয়া থাকেন, তাঁহারাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। সুতরাং বিজ্ঞান মহত্তম পবিত্রতা-সাধন; এবং যে-ব্যক্তি এই সাধনে আপনাকে অর্পণ করেন, যিনি যথার্থ তত্ত্বজ্ঞানী, তিনিই 'জন্মচক্র' হইতে পূর্ণরূপে মুক্তিলাভ করিয়াছেন।"

পুথাগরাস পাটীগণিত ও জ্যামিতির কতকগুলি নূতন সত্য আবিষ্কার করেন। জ্যামিতির প্রথম ভাগের ৪৭তম প্রতিজ্ঞা তাঁহাদ্বারা উদ্ভাবিত হইয়াছিল, এই জনশ্রুতি প্রসিদ্ধ। তিনি বলিতেন, সমুদায় পদার্থই সংখ্যা। জগৎ সংখ্যার নিয়ম দ্বারাই পরিচালিত হইতেছে। তাঁহার গণিতের তত্ত্বগুলি দুরূহ, এ জন্য তাহাদিগের ব্যাখ্যা পরিবর্জ্জিত হইল।

সৃষ্টি-প্রকরণ বিষয়ে পুথাগরাসের ও আনাক্সিমেনীসের মত প্রায় অভিন্ন; এবং নভোমণ্ডল সম্বন্ধে তাঁহার মত আনাক্সিমাণ্ডারের মতের অনুরূপ। তিনি নভোমণ্ডলের পূর্ব্ব হইতে পশ্চিমে আহ্নিক গতি, এবং সূর্য্য, চন্দ্র ও গ্রহগণের পশ্চিম হইতে পূর্ব্বদিকে শ্লথতর আবর্ত্তন, এই

দুইয়ের পার্থক্য বুঝিয়াছিলেন। পৃথ্বী যে গোলাকার, তাহাও তিনি অবগত ছিলেন। তিনি যেমন জীবনে সংবাদিতা ও সৌন্দর্য্যের জন্য ব্যাকুল ছিলেন, তেমনি বিশ্বে সংবাদিতা ও সৌন্দর্য্য বর্ত্তমান, ইহাই বিশ্বাস করিতেন। বীণার সুর লইয়া পরীক্ষা করিয়াই তিনি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলেন, যে চন্দ্র, সূর্য্য, বুধ, শুক্র প্রভৃতি জ্যোতিষ্কমণ্ডলী স্বীয় স্বীয় গতিবেগ দ্বারা একতান উৎপাদন করিতেছে। তাঁহার পরে গ্রীক দর্শনের প্রকৃতি অনতি-আয়ত ও অনতি-শিথিল বীণার তার, অর্থাৎ সংবাদিতার ভাব দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইয়াছিল।

সোক্রাটীসের সহচর সিম্মিয়াস ও কেবীস পুথাগরাসের সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন, এবং প্লেটো উক্ত সম্প্রদায়ের মতগুলি শ্রদ্ধাসহকারে অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। "ফাইডোনে" ও অন্যান্য গ্রন্থে তাহার ভূরি ভূরি নিদর্শন বিদ্যমান আছে।

তৃতীয় কণ্ডিকা

এলেয়া-প্রস্থান

১। জেনফানীস (Xenophanes)।

দক্ষিণ ইটালীর অন্তঃপাতী এলেয়া নগরে গ্রীক দর্শনের যে শাখা উদ্ভূত হইয়াছিল, তাহা এলেয়া-প্রস্থান নামে আখ্যাত। যবন জেনফানীস ইহার প্রবর্ত্তক। তিনি অনুমান ৫৬৫ সনে ক্ষুদ্র আসিয়ার কলফোন নগরে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি আনাক্সিমাণ্ডারের শিষ্য ছিলেন। তিনি স্বদেশ হইতে বিতাড়িত হইয়া পঞ্চবিংশতিবর্ষে পরিব্রাজকবৃত্তি অবলম্বন করেন, এবং বহু দেশ পরিভ্রমণ করিয়া অবশেষে সিসিলীতে উপনীত হন। বিরানব্বই বৎসর বয়সেও তাঁহার পর্য্যটনের পরিসমাপ্তি হয় নাই। তিনি মনের সকল কথা কবিতায় লিখিয়া রাখিতেন, এবং ভোজ-সভায় তাহা আবৃত্তি করিতেন। জেনফানীস কখনও এলেয়া নগরে বাস করিয়াছিলেন কি না, তদ্বিষয়ে সন্দেহ আছে।

জেনফানীস বিলাপসঙ্গীত ও ব্যঙ্গসঙ্গীত, এই দুই শ্রেণীর কবিতা রচনা করেন। উহার অধিকাংশই বিলুপ্ত হইয়াছে, কেবল কতিপয় ভগ্নাংশ বর্ত্তমান আছে। বিলাপসঙ্গীতের দুইটী অংশ অনুবাদিত হইতেছে।

(১) "কিন্তু সর্ব্বাগ্রে ইহাই শোভন, যে মানুষ আনন্দসহকারে পবিত্র আখ্যান ও শুদ্ধ বাক্যে দেবতার স্তব গান করিবে; তারপর, পানীয় অর্ঘ্যনিবেদন, এবং আমরা যেন ধর্ম্মানুগত আচরণ করিবার বল লাভ করি, এই প্রার্থনা করিবার পরে—কারণ, ধর্ম্মানুগত আচরণই জীবনের প্রথম কর্ত্তব্য—সে যদি জরাতুর না হয়, এবং সে যতখানি উদরে ধরিতে সমর্থ, ও যতখানি পান করিয়া অনুচর ছাড়াও সে গৃহে ফিরিয়া যাইতে পারে, যদি সে ততখানি মদ্য পান করে, তবে তাহাতে তাহার পাপ হইবে না। যে-ব্যক্তি মদ্যপান করিয়া স্মৃতি ও শক্তির আনুকূল্য অনুসারে নৈপুণ্যের প্রতিযোগিতায় আপনার দক্ষতা প্রদর্শন করিতে পারে, মানব-সমাজে সেই প্রশংসনীয়। সে যেন অসুর ও দানবকুল সম্বন্ধে সঙ্গীত না করে—এ গুলি প্রাচীন যুগের লোকের কাল্পনিক উপাখ্যান; সে যেন উদ্দাম অন্তর্দ্রোহ-বিষয়েও গান না করে—কেন না, ইহাতে কিছুমাত্র কল্যাণ নাই; কিন্তু সযতনে দেবগণকে শ্রদ্ধা অর্পণ করাই চিরদিন শ্রেয়স্কর।"

নিম্নোক্ত কবিতাংশে জেনফানীস পুথাগরাসকে বিদ্রূপ করিতেছেন। তিনি জন্মান্তরবাদ মানিতেন না।

(২) "এখন আমি অন্য এক কাহিনী বলিব ও পথ প্রদর্শন করিব।... কথিত আছে, একদা তিনি (পুথাগরাস) যাইতে যাইতে দেখিলেন, এক ব্যক্তি একটা কুকুরকে প্রহার করিতেছে; তখন তিনি বলিলেন, 'থাম, উহাকে প্রহার করিও না; কারণ, আমি উহার রব শুনিয়াই বুঝিয়াছি, যে উহা আমার এক বন্ধুর আত্মা।'"

জেনফানীস যে ব্যঙ্গকবিতায় হোমার ও হীসিয়ডকে পরিহাস করিয়াছিলেন, তাহার কিয়দংশ প্রথম খণ্ডের দশম অধ্যায়ে (৩৪২-৩ পৃষ্ঠা) অনুবাদিত হইয়াছে; এস্থলে পুনরুদ্ধারের প্রয়োজন নাই। অপর দুই একটীর অনুবাদ দেওয়া যাইতেছে।

(১) "পৃথিবী হইতে সমুদায় পদার্থের উৎপত্তি, এবং পৃথিবীতেই সমুদায় পদার্থের পরিসমাপ্তি।"

(২) "উৎপদ্যমান ও বর্দ্ধমান সমুদায় পদার্থই পৃথিবী ও বারি।"

(৩) "সূর্য্য পৃথিবীর উপরে ঝুলিতেছে, এবং ইহাকে উত্তাপ দিতেছে।"

(৪) "আমরা সকলেই পৃথিবী-ও-বারিজাত।"

(৫) "দেবগণের সম্বন্ধে, এবং আমি যাহাদিগের কথা বলিতেছি, সেই সকল বিষয়ে, নিশ্চিত জ্ঞান আছে, এমন মানুষ কোন কালে ছিল না এবং কোন কালে হইবেও না। যদি কেহ দৈবাৎ পূর্ণ সত্য প্রকাশও করে, তথাপি সে নিজে জানে না, যে উহা পূর্ণ সত্য। কিন্তু কল্পনা জল্পনা সকলেই করিতে পারে।"

(৬) "দেবতা যদি কৃষ্ণাভ মধু সৃষ্টি না করিতেন, তবে লোকে ফিগ্ ফলকে (figs) এখন যত মিষ্ট মনে করে, তদপেক্ষা অনেক অধিক মিষ্ট বোধ করিত।"

নভোমণ্ডল।

জেনফানীসের এক কবিতাংশে উক্ত হইয়াছে, "লোকে যাহাকে ইরিস (রামধনু, দেবদূতী) কহে, তিনিও মেঘ, দেখিতে নীল, পীত ও লোহিত।" তিনি চন্দ্র, সূর্য্য ও তারাগণকেও মেঘ মনে করিতেন; তাঁহার মতে উহা গতিবেগে প্রজ্বলিত হইয়াছে। তিনি বলিতেন, প্রত্যহ এক একটী নবসূর্য্য উদিত হয়; আজ যে সূর্য্য অস্তগত হইল, কাল তাহা উদিত হইবে না। অপিচ সূর্য্য অনধ্যুষিত প্রদেশে যাইয়া যখন একটা গর্ত্তে পতিত হয়, তখনই গ্রহণ দৃষ্ট হইয়া থাকে। উহা একমাস কালও স্থায়ী হইতে পারে। বোধ হয় মানবরূপী দেবগণকে পরিহাস করাই বক্তার উদ্দেশ্য ছিল।

পৃথিবী ও বারি।

প্রাচীন লেখকগণের মতে "সমুদায় পদার্থই পৃথিবী ও বারি," ইহার তাৎপর্য্য এই—

"জেনফানীস বলিয়াছেন, যে পৃথিবী সমুদ্রের সহিত মিশ্রিত হইতেছে ও ক্রমশঃ জলে গলিয়া যাইতেছে। (তিনি নানাদেশে পর্ব্বতশিখরে ও

প্রস্তররাশয়ে জীবকঙ্কাল দেখিয়া এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলেন)। তিনি বলেন, সকলই যখন কর্দ্দমময় ছিল, তখন এগুলি উৎপন্ন হইয়াছিল; উহাদিগের চিহ্ন কর্দ্দমে শুষ্ক হইয়া রহিয়াছে। যখন পৃথিবী সমুদ্রে নীত হইয়া কর্দ্দমে পরিণত হইবে, তখন মানবজাতি বিলয় পাইবে। সমুদায় জগতেই এই পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইতেছে।"

শেষোক্ত বাক্য হইতে মনে হয়, জেনফানীস অসংখ্য জগতে বিশ্বাস করিতেন। কিন্তু তিনি অন্যত্র বলিয়াছেন, "ঈশ্বর বা জগৎ এক।" তাঁহার মতে জগৎ অনন্ত না অন্তবৎ, তদ্বিষয়ে আজিও বিতণ্ডা চলিতেছে।

ঈশ্বর ও জগৎ।

আরিষ্টটল লিখিয়াছেন, যে জেনফানীস "একের পক্ষপাতী ছিলেন।" এবং তাঁহার লিখনভঙ্গীতে বোধ হয়, যে তিনি তাঁহাকেই এলেয়া-প্রস্থানের প্রথম দার্শনিক বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। তিনি পুনশ্চ বলিতেছেন, "জেনফানীস নিখিল বিশ্বের দিকে চাহিয়া বলিয়াছেন, 'এই একই ঈশ্বর।'" অর্থাৎ তাঁহার মতে ঈশ্বর ও জগৎ এক ও অভিন্ন। জগৎ সচেতন, যদিচ ইহার বিশিষ্ট ইন্দ্রিয় নাই; ইহা মননশক্তিদ্বারা সমুদায় পদার্থকে নিয়ন্ত্রিত করিতেছে। তিনি ইহাকে "এক ঈশ্বর" বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। ইহা যদি একেশ্বরবাদ হয়, তবে তিনি একেশ্বরবাদী ছিলেন। কিন্তু একেশ্বরবাদ শব্দ এক্ষণে এ অর্থে ব্যবহৃত হয় না। জেনফানীস উক্ত বাক্যে পৌরাণিক দেবগণের অস্তিত্ব অস্বীকার করিতেছেন, এবং বলিতেছেন, "জগৎ ভিন্ন ঈশ্বর নাই।" তিনি বহুদেববাদী ছিলেন, এই মতও সমীচীন নহে। তাঁহাকে কিয়ৎপরিমাণে অদ্বৈতবাদী বলিলে বিশেষ দোষ হইবে না। কিন্তু জেনফানীস স্বয়ং হয় তো "বহুদেববাদী," "একেশ্বরবাদী," "অদ্বৈতবাদী," ইত্যাকার সব নামই প্রত্যাখ্যান করিতেন।

২। পার্মেনিডীস (Parmenides)।

পার্মেনিডীস এলেয়া (বা বেলিয়া) নগরের অধিবাসী ছিলেন। তাঁহার জন্মবৎসর সম্বন্ধে ঐতিহাসিকগণের মধ্যে ঐক্য নাই। প্লেটো

লিখিয়াছেন, সোক্রাটীস তরুণ বয়সে আথেন্সে তাঁহার বক্তৃতা শুনিয়াছিলেন। অতএব পঞ্চম শতাব্দী তাঁহার অভ্যুদয়ের কাল। তিনি প্রথমে পুথাগরাস-সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন।

অপরাপর প্রাচীন দার্শনিকের ন্যায় পার্মেনিডীসও রাষ্ট্রীয় কর্ম্মে লিপ্ত থাকিতেন। তিনি স্বপুরীর জন্য সংহিতা প্রণয়ন করিয়াছিলেন। কোন কোনও প্রাচীন লেখক বলেন, এলেয়ার কর্ত্তৃপক্ষ প্রতিবৎসর অধিবাসীদিগকে এই শপথ করাইতেন, যে তাহারা পার্মেনিডীসের সংহিতা মানিয়া চলিবে।

তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী আনাক্সিমাণ্ডার, আনাক্সিমেনীস ও হীরাক্লাইটস গদ্যে গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন। পার্মেনিডীস পদ্যে দার্শনিক তত্ত্ব প্রচার করেন। তাঁহার কবিতাগুলি সমস্ত বর্ত্তমান নাই; যে ভগ্নাংশ অবশিষ্ট আছে, তাহা হইতে কয়েকটী প্রয়োজনীয় স্থল উদ্ধৃত হইতেছে।

সত্য পথ।

(১) "এস, আমি তোমাকে এখন পথ বলিয়া বলিতেছি—তুমি আমার বাক্যে মনোনিবেশ কর এবং উহা সঙ্গে লইয়া যাও—সত্যানুসন্ধানের মোটে দুইটী পথ আছে; আমি তোমাকে তাহাই বলিতেছি। প্রথম পথ, 'ইহা আছে', এবং না থাকা ইহার পক্ষে অসম্ভব; ইহাই বিশ্বাসের পথ, কেন না, সত্য ইহার সহচর। দ্বিতীয় পথ, 'ইহা নাই', এবং ইহা নিশ্চয় থাকিতেই পারে না;—আমি তোমাকে বলিতেছি, এই পথ কেহই কোন কালে অবগত হইতে সমর্থ নহে। কারণ, যাহা নাই, তাহা তুমি জানিতে পার না—ইহা অসম্ভব—এবং তাহা ব্যক্ত করিতেও পার না; যেহেতু, যাহা আছে, এবং যাহা মনন করা যায়, এই দুইটী এক ও অভিন্ন।"

(২) "আমাদিগের পক্ষে মাত্র একটী পথের কথা বলিবার আছে; তদ্‌যথা, 'ইহা সৎ।' যাহা সৎ, তাহা অনাদি ও অবিনশ্বর, এই পথে তাহার অনেক নিদর্শন আছে। কারণ, ইহা পূর্ণ, অটল ও অসীম। ইহা এককালে বর্ত্তমান ছিল, বা এককালে বর্ত্তমান থাকিবে, তাহা নহে;

যেহেতু ইহা 'এক্ষণে বর্ত্তমান', নিত্য পূর্ণরূপে, অবিচ্ছিন্নরূপে বর্ত্তমান। তুমি ইহার কি প্রকার উত্তর প্রত্যাশা কর? কোন্ উপায়ে কোন্ ভাণ্ডার হইতে ইহা নিজের বর্দ্ধনের উপাদান আহরণ করিতে পারিত? ...... আমি তোমাকে বলিতে বা ভাবিতে দিব না, যে অসৎ হইতে ইহা উৎপন্ন হইয়াছে; কারণ অসৎ অর্থাৎ 'ইহা নাই', এইটী মনন করা বা প্রকাশ করা যায় না। পুনশ্চ, যদি ইহা অসৎ হইতে উদ্ভূত হইত, তবে ইহা অগ্রে উদ্ভূত না হইয়া পরে উদ্ভূত হইল কেন? অতএব, ইহা পূর্ণভাবে নিত্য বিদ্যমান, অথবা মোটেই বিদ্যমান নহে। অসৎ হইতে যে সত্যের অতিরিক্ত কিছু উৎপন্ন হইবে, সত্যের বল তাহা কিছুতেই সহ্য করিবে না। এই জন্য ন্যায় তাঁহার শৃঙ্খল শিথিল করেন না, এবং কোন বস্তুই উৎপন্ন বা বিলুপ্ত হইতে দেন না, কিন্তু উহা দৃঢ়রূপে ধরিয়া থাকেন। এ বিষয়ে আমাদিগের সিদ্ধান্ত নিম্নোক্ত তত্ত্বের উপরে নির্ভর করিতেছে,—'ইহা সৎ, না অসৎ; আছে, না নাই?' নিশ্চয়ই অপরিহার্য্যরূপে এই সিদ্ধান্তই সমীচীন, যে আমরা এক পথ অচিন্তনীয় ও অনামিক বলিয়া বর্জ্জন করিব (কেন না, ইহা সত্য পথ নহে); এবং অপর পথ প্রকৃত ও সত্য বলিয়া জানিব। তবে যাহা সৎ, তাহা কিরূপে ভবিষ্যতে জাত হইতে যাইবে? অথবা কিরূপেই বা ইহা উৎপন্ন হইবে? যদি ইহা অতীত কালে উৎপন্ন হইয়া থাকে, তবে ইহা অসৎ, যদি ইহা ভবিষ্যতে উৎপন্ন হইতে চাহে, তাহা হইলেও ইহা অসৎ। এইরূপে ভবন (সঞ্জাত হওয়া) তিরোহিত হইল, এবং বিনাশও শ্রোতব্য রহিল না।"

"ইহা বিভাজ্যও নহে; কেন না, ইহা সর্ব্বতঃ একরূপ; ইহা একস্থানে অধিক ও অন্যস্থানে অল্প বর্ত্তমান, এবং তজ্জন্য ইহা পরিচ্ছিন্ন হইয়াছে, তাহা নহে; কিন্তু প্রত্যেক পদার্থ সৎদ্বারা পরিপূর্ণ; অতএব ইহা একেবারে অখণ্ড; কারণ, যাহা সৎ, তাহা সৎএর সহিত সংলগ্ন।"

"অপিচ ইহা অচ্ছেদ্য শৃঙ্খলে আবদ্ধ ও অচল; ইহার আদি নাই, অন্তও নাই, যেহেতু উৎপত্তি ও বিনাশ দূরে বর্জ্জিত হইয়াছে, এবং সত্য বিশ্বাস তাহাদিগকে নিষ্কাশিত করিয়াছে। ইহা একরূপ, একই স্থানে অবস্থিত, স্বপ্রতিষ্ঠ। এইরূপে ইহা সদা স্বস্থানে অটল থাকে; কেন না,

কঠোর নিয়তি ইহাকে সীমার শৃঙ্খলে বাঁধিয়া রাখে; সীমাই তাহাকে সকল দিকে দৃঢ়রূপে ধরিয়া থাকে। এই জন্যই যাহা সৎ, তাহা অনন্ত হইতে পারে না; কারণ ইহার কিছুরই প্রয়োজন নাই; পক্ষান্তরে যদি ইহা অনন্ত হইত, তবে ইহার সমস্ত বস্তুরই প্রয়োজন থাকিত।"

(যাহা সৎ, তাহাই মননের বিষয়; যাহা অসৎ, তাহা মননের বিষয় নহে।) "অতএব, উৎপত্তি ও বিলয়, সত্তা ও অসত্তা, স্থানপরিবর্ত্তন ও উজ্জ্বল বর্ণবিপর্য্যয়, মর্ত্ত্য মানব সত্য মনে করিয়া এই যে-সকল শব্দ ব্যবহার করে, তাহা শুধু নাম।"

উদ্ধৃত উক্তিগুলিতে পার্মেনিডীস তাঁহার দর্শনের মূলতত্ত্ব বিবৃত করিয়াছেন। উহার ভাষ্য আবশ্যক।

ইহা সৎ।

পার্মেনিডীস বলিতেছেন, "যাহা আছে, তাহা আছে;" এই "যাহা" কি? ইহা জড়পিণ্ড; তিনি ইহাকে জড়পিণ্ডের ন্যায় দেশে ব্যাপ্ত বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন, এবং এক স্থানে বলিয়াছেন, ইহা একটী গোলক। "ইহা সৎ", একথার অর্থ এই, যে, নিখিল জগৎ পদার্থে পরিপূর্ণ; ইহার বাহিরে বা ভিতরে কোথাও শূন্যতা নাই; সুতরাং জগতে গতিও নাই। হীরাক্লাইটসের মতে "এক" নিত্যপরিবর্ত্তনশীল; পার্মেনিডীসের মতে পরিবর্ত্তন একটা অধ্যাস। তিনি বলেন, যদি একে বিশ্বাস কর, তবে আর সকলই অবিশ্বাস করিতে হইবে। তিনি আনাক্সিমেনীসের সঙ্কোচন ও প্রসারণ, পুথাগরাসের জগতের বহির্ভূত শূন্য দেশ বা মরুৎ, এবং হীরাক্লাইটসের বিশ্বের চঞ্চলতা অগ্রাহ্য করিয়া জগৎপ্রপঞ্চের নূতন ব্যাখ্যা দিতে প্রয়াস পাইয়াছেন।

বিচার-প্রণালী।

পার্মেনিডীসের বিচার-প্রণালীতে নূতনত্ব আছে। তিনি প্রথমে জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, পূর্ব্বগামী দার্শনিকদিগের সাধারণ স্বতঃসিদ্ধ কি? উত্তর, অসতের বিদ্যমানতা। এখন প্রশ্ন এই, অসৎ কি মননের বিষয়

হইতে পারে ? না। অতএব, অসৎ বলিয়া কিছুই নাই। যাহা মননের বিষয়, শুধু তাহারই অস্তিত্ব সম্ভবপর, কেন না, মনন সতের জন্য বর্ত্তমান। অতএব, যে-জ্ঞান সমুদায় পদার্থে এই সৎকে দেখাইয়া দেয়, তাহাই সত্য। এই জ্ঞানের নাম প্রজ্ঞা (logos)। ইন্দ্রিয়সমূহ ভ্রান্তির আকর।

এই বিচার-প্রণালী দর্শনের উন্নতি সাধন করিয়াছে; ইহা গ্রীক দর্শনকে জড়বাদে, এবং জড়বাদ হইতে পরমাণুবাদে লইয়া যায়।

"ইহা সৎ," এই তত্ত্ব গৃহীত হইলে যে-যে সিদ্ধান্ত অপরিহার্য্য হইয়া পড়ে, পার্মেনিডীস তাহা প্রাঞ্জলরূপে ব্যক্ত করিয়াছেন। পুনরুক্তি নিষ্প্রয়োজন। উহার সারনিষ্কর্ষ এই—যাহা সৎ, তাহা অন্তবৎ, গোলাকার, গতিহীন, জড়ধর্ম্মী, শূন্যতাবর্জ্জিত দেশ। বহু, গতি, শূন্যস্থান, ও কাল—এগুলি অধ্যাস। পূর্ব্ববর্ত্তী দার্শনিকেরা একটা মৌলিক উপাদান অন্বেষণ করিতেছিলেন। পার্মেনিডীসের হস্তে উহা "স্বয়ং সৎ পদার্থ" রূপ ধারণ করিয়াছে। পরবর্ত্তী যুগের "ভূতচতুষ্টয়", ইত্যাদি এই "সৎ"। কেহ কেহ পার্মেনিডীসকে অধ্যাত্মদর্শনের প্রতিষ্ঠাতা বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। প্রকৃতপক্ষে সমুদায় জড়বাদ তাঁহার সৎ-বাদের উপরে প্রতিষ্ঠিত।

পার্মেনিডীস "প্রাকৃতজনের বিশ্বাস" নামক কবিতা-পুস্তকে একপ্রকার দ্বৈতবাদ ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন; সৃষ্টিপ্রকরণ সম্বন্ধে উহার কয়েকটী কবিতাংশ বর্ত্তমান আছে; উহাতে তিনি আলোক ও অন্ধকারকে (অর্থাৎ অগ্নি ও পৃথিবীকে) জগতের মৌলিক উপাদান বলিয়া প্রচার করিয়াছেন। এই মতে মানব পার্থিব পঙ্ক হইতে উৎপন্ন হইয়াছিল।

পার্মেনিডীস স্বীয় দর্শনে জগতের গতি ও পরিবর্ত্তন অস্বীকার করিয়া আবার কেন নিত্যপরিবর্ত্তনশীল বিশ্বপ্রপঞ্চ ব্যাখ্যা করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, সে প্রশ্নের সুমীমাংসা আজিও হয় নাই।

৩। জীনোন (Zenon)।

জীনোন এলেয়ার অধিবাসী এবং পার্মেনিডীসের শিষ্য ছিলেন। তিনি তাঁহার গুরুর পঁচিশ বৎসর পরে ও সোক্রাটীসের কুড়ি বৎসর

পূর্ব্বে জন্মগ্রহণ করেন। দীর্ঘকায় সুদর্শন পুরুষ বলিয়া তাঁহার খ্যাতি ছিল।

জীনোন স্বপুরীর রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে জড়িত হইয়া পড়িয়াছিলেন। তিনি অত্যাচারী রাজার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হইয়া অকুতোভয়ে যে নিদারুণ শারীরিক যন্ত্রণা সহ্য করিয়াছিলেন, ইতিহাস তাহা আজিও বিস্মৃত হয় নাই।

জীনোন গদ্যে কয়েকখানি দর্শনগ্রন্থ প্রণয়ন করেন; তাহার কতকগুলি ভগ্নাংশ বর্ত্তমান আছে।

আরিষ্টটল লিখিয়াছেন, যে জীনোন প্রশ্নোত্তরমূলক এক নূতন বিচার-প্রণালীর প্রতিষ্ঠাতা। উহার নাম ডায়ালেক্‌টিক (dialectic)। এই প্রণালী কতকটা ন্যায়দর্শনের অভ্যুপগম সিদ্ধান্তের অনুরূপ। "প্রতিবাদীর কথা যুক্তিযুক্তই হউক বা নিতান্ত অযুক্তিই হউক, তাহা মানিয়া লইয়া প্রকারান্তরে প্রতিবাদীকে পরাজিত করিবার অভিপ্রায়ে তদ্গত বিশেষের পরীক্ষাই অভ্যুপগম সিদ্ধান্ত।" (ফেলোশিপের লেক্‌চর, ১ম বর্ষ; ১৫৬ পৃষ্ঠা)। জীনোনও প্রতিবাদীর মূল স্বীকার্য্য গ্রহণ করিয়া তাহা হইতে দুইটী পরস্পরবিরোধী সিদ্ধান্ত নিষ্পাদন করিতেন। তিনি এই অস্ত্রটী প্রধানতঃ পুথাগরাস-সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে, পার্মেনিডীসের দর্শন সমর্থন করিবার উদ্দেশ্যে, প্রয়োগ করিয়াছিলেন। উহার দুইটী প্রধান তত্ত্ব, বহুত্ব ও গতির অপলাপ। জীনোন বহুত্ব-ও-গতিবাদীর বিপক্ষে যে-সকল যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহার সারাংশ প্রদত্ত হইতেছে।

বহুত্ব অসম্ভব।

(১) সৎ যদি বহু হইত, তবে ইহা অনন্তগুণে ক্ষুদ্র ও অনন্তগুণে বৃহৎ না হইয়াই পারিত না;—অনন্তগুণে ক্ষুদ্র হইত এই জন্য, যে ইহা এক এক করিয়া অনেকের সমষ্টি; ইহাদিগের প্রত্যেকটী অবিভাজ্য, সুতরাং মহত্ত্ববর্জ্জিত; অনন্তগুণে বৃহৎ হইত এই জন্য, যে ইহার প্রত্যেক অংশের অগ্রে আর একটা অংশ আছে; ইহা তাহা হইতে বিচ্ছিন্ন;

তদগ্রে আর একটা অংশ আছে ; ইহা তাহা হইতে বিচ্ছিন্ন ; এই প্রকার অংশ-সংস্থানের অন্ত নাই।

(২) আবার, সৎ যদি বহু হইত, তবে ইহা সংখ্যায় সসীম ও অসীম, উভয়ই না হইয়া পারিত না ;—সসীম হইত এই জন্য, যে এখন যতগুলি পদার্থ আছে, ততগুলিই থাকিবে, তাহার অপেক্ষা অধিকতর বা অল্পতর থাকিতে পারে না ; অসীম হইত এই জন্য, যে বহু হইতে গেলেই কোনও দুইটী বস্তুর মধ্যে তৃতীয় একটী বস্তু থাকিবেই থাকিবে ; এই তৃতীয় বস্তু এবং উক্ত বস্তুদ্বয়ের মধ্যে চতুর্থ একটী বস্তু থাকিবেই থাকিবে ; এই ধারা অনন্ত।

(৩) সমুদায় বস্তুই দেশে অবস্থিত ; দেশও অবশ্য কিছুতে অবস্থান করিবে ; দেশ তবে অন্য এক দেশে অবস্থিত, সে দেশও দেশান্তরে অবস্থিত, ইত্যাদি। অতএব দেশ নাই।

(৪) এক ডালি সর্ষপ মাটিতে ঢালিয়া ফেলিলে শব্দ উৎপন্ন হয় ; তাহা হইলে প্রত্যেকটী সর্ষপ ও তাহার প্রত্যেক কণা শব্দ উৎপন্ন করে। (কেন না, প্রত্যেকটী সর্ষপ যদি শব্দ উৎপাদন না করে, তবে সকলের মিলনে কি করিয়া শব্দ উৎপন্ন হইতে পারে ? লক্ষ শূন্য যোগ করিলেও এক হয় না।)

গতি অসম্ভব।

(১) তুমি একটা মাঠ পার হইতে পারিবে না। তুমি সসীম কালে অসীম সংখ্যক বিন্দু অতিক্রম করিতে পার না। সমগ্র দূরত্ব উত্তীর্ণ হইবার পূর্ব্বে তোমাকে অর্দ্ধেক দূরত্ব অতিক্রম করিতে হইবে ; তৎপূর্ব্বে এই অর্দ্ধের অর্দ্ধ, তৎপূর্ব্বে এই শেষোক্ত অর্দ্ধের অর্দ্ধ ; অনন্ত ধারায় এই প্রকার অর্দ্ধের পর অর্দ্ধ বর্ত্তমান। প্রত্যেক দেশে অসীম সংখ্যক বিন্দু আছে ; তুমি সসীম কালে একটী একটী করিয়া সকলগুলি স্পর্শ করিতে পারিবে না।

(২) একটা কচ্ছপ যদি কিঞ্চিৎ অগ্রে থাকিয়া চলিতে আরম্ভ করে, তবে আখিলীস (হোমারে "দ্রুতপদ" বলিয়া পরিকীর্ত্তিত) তাহাকে ধরিতে

সক্ষম হইবেন না ; কেন না, কচ্ছপ যদি "ক" নামক স্থান হইতে যাত্রা করিয়া থাকে, তবে আখিলীসকে প্রথমে সেই স্থানে পঁহুছিতে হইবে ; তিনি যতক্ষণে 'ক' তে উপনীত হইলেন, ততক্ষণে কচ্ছপ 'খ' নামক স্থানে গিয়াছে ; তিনি পুনশ্চ 'খ' তে যাইয়া দেখিবেন, কচ্ছপ 'গ' নামক স্থানে উপস্থিত হইয়াছে ; এইরূপে তিনি ক্রমাগত কচ্ছপের নিকটতর হইবেন, কিন্তু কস্মিন্ কালেও তাহাকে ধরিতে পারিবেন না।

(৩) ধনু হইতে যে বাণ নিঃক্ষিপ্ত হইল, তাহা নিশ্চল ; যেহেতু যাহা নিজের সমপরিমাণ দেশ অধিকার করে, তাহা নিশ্চল; বাণ ধাবনের প্রত্যেক মুহূর্ত্তে আপনার সমপরিমাণ দেশ অধিকার করিতেছে ; সুতরাং ইহা প্রতি মুহূর্ত্তেই নিশ্চল ; কাজেই ইহা গতিহীন।

(৪) দুইটী বস্তুর বেগ সমান হইলে তাহারা সমকালে সমপরিমাণ দেশ অতিক্রম করিবে। এখন মনে কর ক, খ, গ তিন গোলক-শ্রেণী ; এবং প্রত্যেক শ্রেণীতে চারিটী করিয়া গোলক আছে। ক নিশ্চল ; খ ও গ সমবেগে বিপরীত দিকে ধাবিত হইতেছে। যতক্ষণে ক, খ ও গ ধাবন-ক্ষেত্রের এক স্থানে সমসূত্রে উপনীত হইল, ততক্ষণে 'খ' 'ক' এর যতগুলি গোলক অতিক্রম করিল, 'গ' এর তদপেক্ষা দ্বিগুণ গোলক অতিক্রম করিয়াছে। অতএব 'ক' অতিক্রম করিতে ইহার যে সময় লাগিয়াছে, 'গ' অতিক্রম করিতে তাহার দ্বিগুণ সময়ের প্রয়োজন হইয়াছে ; কিন্তু 'খ' ও 'গ' যে সময়ে 'ক' এর অবস্থান-স্থলে উত্তীর্ণ হইয়াছে, তাহা সমান। সুতরাং দ্বিগুণ কাল অর্দ্ধেক কালের সমান।

প্রথম দৃষ্টান্তে একটী বিন্দু সচল ; দ্বিতীয় দৃষ্টান্তে দুইটী বিন্দু সচল। তৃতীয় দৃষ্টান্তে একটী রেখা সচল ; চতুর্থ দৃষ্টান্তে দুইটী রেখা সচল।

জীনোনের যুক্তিগুলি পরবর্ত্তীকালে দেশ, কাল ও গতির আলোচনায় ও স্বরূপ-নির্ণয়ে প্রভূত সাহায্য করিয়াছিল।

৪। মেলিস্সস (Melissos)।

মেলিস্সস সামসদ্বীপে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি একাধারে কর্ম্মী ও দার্শনিক ছিলেন। ইনি ৪৪১ সনে সামসের সেনাপতিরূপে আথীনীয়

নৌবাহিনী পরাজিত করেন। মেলিস্‌সস পার্মেনিডীসের শিষ্য ছিলেন, এবং তাঁহার মত সমর্থন করিয়া "পদার্থতত্ত্ব" নামক একখানি পুস্তক লিখিয়াছিলেন; উহার কতিপয় ভগ্নাংশ রক্ষিত হইয়াছে। তাহার প্রতিপাদ্য তত্ত্বগুলি এই।

"সৎ পদার্থ শাশ্বত ও অবিনাশী; যাহা আছে, চিরকাল আছে এবং চিরকাল থাকিবে; কেন না, 'নাসতো বিদ্যতে ভাবো নাভাবো বিদ্যতে সতঃ'—অসৎ হইতে সৎ উদ্ভূত হইতে পারে না, এবং সতের অভাব বা বিলয় নাই। অতএব ইহা অনাদি ও অনন্ত। সৎ মহত্ত্বে অসীম; ইহার ব্যাপ্তির শেষ নাই। তাহার কারণ এই, যে জগতে কোন দেশই শূন্য নহে; যাহা শূন্য, তাহা অসৎ; অসতের অস্তিত্ব অসম্ভব।"

"সৎ এক ও অবিভাজ্য। যদি ইহা এক না হইত, তবে অপর কিছুর দ্বারা সীমাতে আবদ্ধ হইয়া পড়িত।"

"সৎ একরূপ ও সর্ব্বত্র সমজাতি। ইহার গতি নাই, কারণ ইহা পরিপূর্ণ, ইহার গন্তব্য দেশ নাই। শূন্য থাকিলে ইহা শূন্যে যাইত; কিন্তু শূন্য নাই।"

"সৎ মিশ্রণবিরহিত; ইহার সঙ্কোচন ও প্রসারণ, অথবা ঘনতাপাদন ও সূক্ষ্মতাপাদন নাই। কারণ, যাহা সূক্ষ্ম, তাহা ঘন পদার্থের ন্যায় পূর্ণ হইতে পারে না; তাহা উহা অপেক্ষা শূন্যতর।"

"সৎ অপরিবর্ত্তনীয়, অপক্ষয়বর্জ্জিত, ইহার সুখদুঃখবোধ নাই।"

"ইন্দ্রিয়গ্রাম ভ্রান্তির উৎপাদক।"

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

পঞ্চম শতাব্দীর প্রাকৃতিকবিজ্ঞানবিদ্‌গণ

১। হীরাক্লাইটস (Herakleitos)।

হীরাক্লাইটস ক্ষুদ্র আসিয়ার অন্তর্গত এফেসস নগরে রাজবংশে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। পঞ্চম শতাব্দী তাঁহার অভ্যুদয়ের কাল। তিনি চিন্তাশীল, স্বাধীনচিত্ত ও দাম্ভিকপ্রকৃতি পুরুষ ছিলেন; তিনি জগতে

কাহাকেও শ্রদ্ধা করিতেন না। হীরাক্লাইটস একখানি দার্শনিক পুস্তক লিখিয়া গিয়াছিলেন। উহার ভাষা অত্যন্ত দুর্ব্বোধ্য, এজন্য পরবর্ত্তী কালে তিনি "তমসাচ্ছন্ন" (skoteinos) বলিয়া অভিহিত হইতেন। ঐ পুস্তকের এক শত ত্রিশটী ভগ্নাংশ বর্ত্তমান আছে। এগুলি তাঁহার অলৌকিক প্রতিভার উজ্জ্বল নিদর্শন। আমরা প্রথমে কয়েকটী বাক্যের অনুবাদ দিয়া পরে তাঁহার মূল তত্ত্বগুলি ব্যাখ্যা করিব।

(১) প্রাকৃতজন সুষুপ্তিকালে কি করে, তাহা যেমন ভুলিয়া যায়, তেমনি তাহারা যখন জাগ্রত থাকে, তখন জানে না, তাহারা কি করিতেছে।

(২) মূর্খেরা যখন কিছু শুনে, তখন বধিরের ন্যায় থাকে; "তাহারা বর্ত্তমান থাকিয়াও অবর্ত্তমান", এই বাণী তাহাদিগের সম্বন্ধেই সাক্ষ্য দিতেছে।

(৩) মানুষের যদি আত্মা থাকে, এবং আত্মা যদি চক্ষুকর্ণের ভাষা বুঝিতে না পারে, তবে চক্ষুকর্ণ অধম সাক্ষী।

(৪) রথ্যাপুরুষেরা সম্মুখের বস্তু দেখিতে পায় না, উপদেশ দিলেও তাহা লক্ষ্য করে না, যদিচ ভাবে, যে তাহারা উপদেশ শুনিতেছে।

(৫) অবধান করিতে জানে না, কথা বলিতেও জানে না।

(৬) যদি তুমি অপ্রত্যাশিতকে প্রত্যাশা না কর, তবে তাহা কদাপি দেখিতে পাইবে না; কেন না, উহা অন্বেষণ করিয়া বাহির করা দুষ্কর ও দুরূহ।

(৭) অনেক বিষয় শিক্ষা করিলেই জ্ঞানের উদয় হয় না; যদি তাহাই হইত, তবে হীসিয়ড ও পুথাগরাস, জেনফানীস ও হেকটাইয়স জ্ঞান লাভ করিতেন।

(৮) আমি যত জনের সঙ্গে আলাপ করিয়াছি, তাহাদিগের মধ্যে এক-জনও এই কথাটা বুঝিতে পারে নাই, যে প্রজ্ঞা সমুদায় বস্তু হইতে স্বতন্ত্র।

(৯) প্রজ্ঞা এক বস্তু। যে মননদ্বারা সমুদায় পদার্থ সমুদায় পদার্থের মধ্যদিয়া পরিচালিত হইতেছে, তাহার অবগতিই প্রজ্ঞা।

(১০) এই জগৎ সকলের পক্ষেই এক; কোন দেব বা মনুষ্য ইহা সৃষ্টি করেন নাই; ইহা নিত্যবিদ্যমান অগ্নিতে চিরকাল বর্ত্তমান ছিল,

এক্ষণে বর্ত্তমান আছে এবং চিরকাল বর্ত্তমান থাকিবে। এই অগ্নির এক এক মাত্রা প্রজ্বলিত হইতেছে, এক এক মাত্রা নির্ব্বাপিত হইতেছে।

(১১) অগ্নির রূপান্তর সর্ব্বাগ্রে সাগর; সাগরের অর্দ্ধেক পৃথিবী, অর্দ্ধেক ঘূর্ণবায়ু।

(১২) সমুদায় পদার্থ অগ্নির এবং অগ্নি সমুদায় পদার্থের বিনিময়; ঠিক যেমন কুণ্ডল স্বর্ণের এবং স্বর্ণ কুণ্ডলের বিনিময়।

(১৩) বজ্র সমুদায় পৃথিবীর গতি বিহিত করিতেছে।

(১৪) সূর্য্য তাহার মাত্রা অতিক্রম করিতে পারে না; যদি করে, ন্যায়ের কিঙ্করী চণ্ডিকারা (Erinyes) তাহাকে ধরিয়া ফেলিবেন।

(১৫) সূর্য্য প্রত্যহ নূতন।

(১৬) হীসিয়ড অধিকাংশ লোকের শিক্ষক। লোকে নিশ্চিত মনে করে, যে তিনি বহু বিষয় জানিতেন; অথচ তিনি দিবা বা রাত্রি জানিতেন না। দিবারাত্রি এক। (হীসিয়ড বলেন, দিবা রাত্রির অপত্য। Theog. 124)।

(১৭) ঈশ্বর দিবা ও রাত্রি, শীত ও গ্রীষ্ম, সংগ্রাম ও শান্তি, ক্ষুধা ও ক্ষুন্নিবৃত্তি; কিন্তু যেমন অগ্নি বিভিন্ন সুগন্ধি দ্রব্যের সহিত যুক্ত হইয়া বিভিন্ন নামে অভিহিত হয়, তেমনি তিনি বিভিন্ন আকার ধারণ করেন।

(১৮) হোমারের বলা উচিত হয় নাই, "দেবকুল ও মানবসমাজ হইতে বিরোধ তিরোহিত হউক।" (Iliad, 18, 107)। তিনি বুঝিতে পারেন নাই, যে তিনি বিশ্বের বিনাশের জন্য প্রার্থনা করিতেছেন; কেন না, তাঁহার প্রার্থনা পূর্ণ হইলে সমুদায় পদার্থই ধ্বংস প্রাপ্ত হইবে।

(১৯) সংগ্রাম সকলের পিতা ও সকলের প্রভু; তিনি কাহাকেও দেবতা, কাহাকেও মনুষ্য, কাহাকেও স্বাধীন, কাহাকেও পরাধীন করিয়াছেন।

(২০) মানুষ জানে না, যে যাহা বিরোধী, তাহাও নিজের সহিত ঐক্যভাবাপন্ন। ইহা ধনু ও বীণার ন্যায় বিপরীত আয়তির (tension) সামঞ্জস্য বা সংবাদিতা।

(২১) বিপরীতই আমাদিগের পক্ষে কল্যাণকর।

(২২) ব্যক্ত সংবাদিতা অপেক্ষা অব্যক্ত সংবাদিতাই মধুরতর।

(২৩) যাহারা প্রজ্ঞা ভালবাসে, তাহাদিগকে বহু বিষয় অবগত হইতে হইবে।

(২৪) ভাল ও মন্দ, কল্যাণ ও অকল্যাণ এক।

(২৫) চিকিৎসকেরা রোগীদিগকে কাটে, পোড়ায়, আঘাত করে, যন্ত্রণা দেয়, এবং তাহার জন্য আবার পারিতোষিক চাহে; তাহারা পারিতোষিকের যোগ্যই নয়।

(২৬) এই সমুদায় (অন্যায়াচরণ) না থাকিলে মানুষ ন্যায় কি, তাহা জানিতে পারিত না।

(২৭) ঈশ্বরের নিকটে সমস্ত পদার্থই সুন্দর, শুভ ও শ্রেয়ঃ; কিন্তু মানুষ কতকগুলি ভাল ও কতকগুলি মন্দ বলিয়া বিশ্বাস করে।

(২৮) আমাদিগের জানা উচিত, যে সংগ্রাম সার্ব্বজনীন, এবং বিরোধই ন্যায়, এবং সমুদায় বস্তু বিরোধের দ্বারাই উৎপন্ন ও বিনষ্ট হয়।

(২৯) আমরা জাগ্রত অবস্থায় যাহা কিছু দেখি, সকলই মৃত্যু, যেমন সুষুপ্তিতে যাহা কিছু দেখি, সকলই নিদ্রা।

(৩০) শুধু একজন জ্ঞানী; তিনি জেয়ুস নামে আখ্যাত হইতে চাহেন ও চাহেন না।

(৩১) মর্ত্ত্যগণ অমর এবং অমরগণ মর্ত্ত্য; ইহাদিগের একের মৃত্যু অপরের জীবন, একের জীবন অপরের মৃত্যু।

(৩২) ঊর্দ্ধগামী পথ ও নিম্নগামী পথ এক ও অভিন্ন।

(৩৩) বৃত্তের পরিধিতে আদি ও অন্ত এক।

(৩৪) তুমি কোন দিকে ভ্রমণ করিয়াই আত্মার সীমা পাইবে না, ইহা এমনই দুরবগাহ্য।

(৩৫) আমরা একই নদীতে অবগাহন করি না; আমি আছি ও নাই।

(৩৬) পুরী যেমন দৃঢ়রূপে স্বীয় বিধি ধরিয়া থাকে, যাহারা বুদ্ধির সহিত কথা বলে, তাহারা তেমনি বা তদপেক্ষাও দৃঢ়তররূপে যাহা বিশ্বজনীন

তাহাকে ধরিয়া থাকিবে; কেন না, সমুদায় মানবীয় বিধি এক ঈশ্বরিক বিধিদ্বারা পরিপুষ্ট। ইহা ইচ্ছানুরূপ জয়লাভ করে; এবং ইহা সকল পদার্থের পক্ষেই যথেষ্ট, যথেষ্ট অপেক্ষাও অধিক।

(৩৭) যাহার সহিত তাহাদিগের নিত্যযোগ, তাহাই তাহাদিগের নিকটে অপরিচিত।

(৩৮) সুপ্ত ব্যক্তির ন্যায় কথা বলা ও কার্য্য করা উচিত নহে।

(৩৯) মানুষ যেমন বালককে শিশু বলে, ঈশ্বর তেমনি মানুষকে শিশু বলেন।

(৪০) পরম সুন্দর বানরও যেমন মানুষের তুলনায় কুৎসিত, মানুষও তেমনি ঈশ্বরের তুলনায় বানর।

(৪১) জ্বলন্ত গৃহের অগ্নি যেমন নির্ব্বাপিত করিতে হয়, তেমনি কাম নির্ব্বাপিত করা কর্ত্তব্য।

(৪২) মানুষ যাহা যাহা চায়, সে সকলই প্রাপ্ত হওয়া তাহার পক্ষে শুভ নহে; রোগই স্বাস্থ্যকে মনোরম করে; তেমনি অমঙ্গল মঙ্গলকে, ক্ষুধা প্রচুর আহার্য্যকে, শ্রান্তি বিশ্রামকে মনোরম করিয়া থাকে।

(৪৩) একজন মানুষ যদি শ্রেষ্ঠ হয়, তবে সে একাই আমার নিকটে দশ হাজারের সমান।

(৪৪) এফেসসবাসীদিগের মধ্যে যাহারা পরিণতবয়স্ক, তাহাদিগের প্রত্যেকেরই কর্ত্তব্য, তাহারা উদ্বন্ধনে প্রাণ ত্যাগ করিয়া অজাতশ্মশ্রু বালকগণের হস্তে পুরী সমর্পণ করে; কারণ, তাহারা তাহাদিগের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পুরুষ হার্মডোরসকে নির্ব্বাসিত করিয়াছে; তাহারা বলিয়াছে, "আমরা শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিকে আমাদিগের মধ্যে থাকিতে দিব না; যদি এমন কেহ থাকে, সে অন্য দেশে অপর লোকের নিকটে চলিয়া যাক্।"

(৪৫) মানুষের চরিত্রই তাহার দৈব বা নিয়তি (daemon)।

(৪৬) তাহারা এই প্রতিমাগুলির নিকটে প্রার্থনা করে, যেন একজন কাহারও গৃহের সহিত কথাবার্ত্তা বলিতেছে; তাহারা জানে না, দেবতা বা বীরগণ কি।

(৪৭) তাহারা আপনাদিগকে শোণিতে কলঙ্কিত করিয়া বৃথা শুদ্ধ হইবার প্রয়াস পাইতেছে; ঠিক যেন, যে-ব্যক্তি কর্দ্দমে পদার্পণ করিয়াছে, সে কর্দ্দমে পদদ্বয় প্রক্ষালন করিতেছে। যদি কেহ তাহাকে এইরূপ করিতে দেখে, তবে সে ভাবিবে, লোকটা পাগল।

হীরাক্লাইটসের নবতত্ত্ব।

হীরাক্লাইটস শুধু প্রাকৃতজনকে নয়, কিন্তু পূর্ব্বগামী দর্শনাচার্য্যদিগকেও অবজ্ঞা করিতেন; ইহার কারণ এই, যে তিনি বিশ্বাস করিতেন, আর কেহ যাহা কোন দিন দেখিয়াও দেখে নাই, তিনি তাহার জ্ঞান লাভ করিয়াছেন (৩৭ম উক্তি)। ইহা কিসের জ্ঞান? অষ্টম ও বিংশতি সংখ্যক উক্তিতে ইহার উত্তর প্রদত্ত হইয়াছে। লোকে অদ্যাপি এই তত্ত্বটী ধরিতে পারে নাই, যে, যে-সকল পদার্থ আপাততঃ স্বতন্ত্র ও পরস্পর-বিরোধী বলিয়া প্রতীয়মান হয়, তাহারা বস্তুগত্যা এক; পক্ষান্তরে এই একও বহু। বৈধর্ম্ম্যসমূহের বিরোধ বাস্তবিক সামঞ্জস্য বা সংবাদিতা-সাধন। অতএব বহু বিষয় শিক্ষা করিলেই প্রজ্ঞার উদয় হয় না; পরস্পর-বিরোধী পদার্থনিচয়ের মূলে যে ঐক্য আছে, তাহার উপলব্ধিই প্রকৃত জ্ঞান বা প্রজ্ঞা। ইহাই হীরাক্লাইটসের নবাবিষ্কার।

এক ও বহু।

আনাক্সিমাণ্ডার বলিয়াছেন, যে বৈধর্ম্ম্যসমূহ অসীম হইতে পরিচ্ছিন্ন হইয়া আবার তাহাতেই প্রত্যাবৃত্ত হয়, এবং এইরূপে তাহারা পরস্পরের প্রতি যে অন্যায়াচরণ করিয়াছিল, তাহার প্রায়শ্চিত্ত করে। ইহা হইতে এই সিদ্ধান্ত প্রসূত হইতেছে, যে বিপরীতধর্ম্মী পদার্থসমূহের বিরোধ অন্যায় এবং উহাদিগের সত্তাদ্বারা একের একত্ব বাধিত হইতেছে। হীরাক্লাইটস যে-সত্য প্রচার করিয়াছেন, তাহা এই, যে, জগৎ যুগপৎ এক ও বহু; এবং বিপরীতধর্ম্মী পদার্থসমূহ বিপরীত দিকে আকর্ষণ করিতেছে বলিয়াই একের একত্ব রক্ষিত হইতেছে। বিরোধ ও বিপরীত আয়তি অন্যায় নহে, বিরোধই ন্যায় (২৮)।

অগ্নি।

বিরোধের সার্থকতা খুঁজিতে যাইয়া হীরাক্লাইটস স্থির করিলেন, অগ্নি জগতের মূল উপাদান। অগ্নি সমুদায় পদার্থে প্রবেশ করে, এবং সমুদায় পদার্থ অগ্নিতে প্রবিষ্ট হয়। অগ্নিশিখা যখন স্থিরভাবে জ্বলিতে থাকে, তখন আমরা ভাবি, উহা অপরিবর্ত্তিত রহিয়াছে; কিন্তু বস্তুতঃ তাহা নহে; শিখা এক দিকে ধূমে পরিণত হইতেছে, অপর দিকে ইন্ধন হইতে উপাদান আহরণ করিতেছে। এই ক্রিয়াটী বিনিময় নামে আখ্যাত হইয়াছে (১২)। জগৎও এই প্রকার চিরপ্রজ্বলিত অগ্নি; উহা সমুদায় পদার্থে, এবং সমুদায় পদার্থ উহাতে রূপান্তরিত হইতেছে (১৬)।

বর্ত্তমান কালের বৈজ্ঞানিকগণ সৌরজগতের উৎপত্তি ও পরিণাম সম্বন্ধে যাহা বলেন, তাহার সহিত হীরাক্লাইটসের এই মতের ঐক্য আছে।

চঞ্চলতা।

এইরূপে বিচার করিলে আমরা স্পষ্টই উপলব্ধি করিতে পারিব, যে জগৎ চঞ্চল, প্রবাহিনী স্রোতস্বিনীতুল্য; ইহা এক মুহূর্ত্তও স্থির থাকে না। এই তত্ত্বটী একটী প্রসিদ্ধ বাক্যে প্রকাশিত হইয়াছে; তাহা, "সকলই চঞ্চল বা প্রবহমান" (panta rhei)। "কিছুই বিদ্যমান নহে, সকলই সম্ভূত হইতেছে;" "সকলই চঞ্চল, কিছুই স্থির নহে," ইত্যাদি নানা বাক্যে প্লেটো উহা বুঝাইতে চাহিয়াছেন।

ঊর্দ্ধগামী ও নিম্নগামী পথ।

হীরাক্লাইটসের মতে জগদুৎপত্তির প্রণালী বর্ণিত হইতেছে।

সর্ব্ব বা বিশ্ব (the all) অন্তবৎ, এবং জগৎ এক। ইহা অগ্নি হইতে উদ্ভূত হইয়াছে, এবং শাশ্বত কাল ধরিয়া কল্পে কল্পে অগ্নিতে দগ্ধ হইতেছে। নিয়তিক্রমে ইহা ঘটিতেছে। বৈধর্ম্ম্যসমূহের মধ্যে যাহা জগতের উদ্ভবের কারণ, তাহার নাম সংগ্রাম ও বিরোধ; এবং যাহা চরম দহনের কারণ, তাহার নাম ঐক্য ও শান্তি।

হীরাক্লাইটস পরিবর্ত্তনকে উর্দ্ধগামী পথ ও নিম্নগামী পথ বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন (৩২) ; তিনি বিশ্বাস করিতেন, যে জগৎ এই দুই পথেই উদ্ভূত হইয়াছে। অগ্নি ঘনীভূত হইয়া আর্দ্র হয় , এবং চাপ পাইলে জলে পরিণত হইয়া থাকে ; জল জমিয়া পৃথিবীর রূপ ধারণ করে ; ইহাই নিম্নগামী পথ। পুনশ্চ, পৃথিবী গলিয়া জল হয়, এবং জল হইতে অপর সমুদায় পদার্থ উৎপন্ন হইতেছে ; কেন না, তাঁহার মতে সমুদ্রের বাষ্পই নিখিল-বস্তুর উৎপত্তির নিদান। ইহাই উর্দ্ধগামী পথ।

দিবা এবং রাত্রি, মাস ও বৎসর, বৃষ্টি ও বাত্যা, এবং এই প্রকার অন্যান্য সমুদায় বিভিন্ন বাষ্পনির্গমনের ফল।

উদ্ভব ও বিলয়, বিলয় ও উদ্ভব, বিশ্বসৃষ্টির এই ছন্দঃ (rhythm) আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত।

মাত্রা।

পদার্থ সদা প্রবহমান হইলেও স্থির বলিয়া প্রতীয়মান হয় কেন? উত্তর, উহাতে মাত্রা রক্ষিত হইতেছে। প্রত্যেক বস্তুতে চিরজ্বলন্ত অগ্নির নির্দ্দিষ্ট মাত্রা জ্বলিতেছে, আবার নির্দ্দিষ্ট মাত্রা নির্ব্বাপিত হইতেছে (১০)। অগ্নির-সহিত সকলেরই বিনিময় চলিতেছে (১২)। সূর্য্যও মাত্রা অতিক্রম করিতে পারে না (১৪)। কিন্তু স্থলবিশেষে মাত্রার ব্যতিক্রম ঘটিয়া থাকে।

মানব।

মানব অগ্নি, জল ও মৃত্তিকা, এই তিন উপাদানে রচিত ; যেমন জগতে অগ্নি ও প্রজ্ঞা এক, তেমনি মনুষ্যদেহে একমাত্র অগ্নিই সংজ্ঞাবান্। অগ্নি যখন দেহ ত্যাগ করে, তখন অবশিষ্ট উপাদানদ্বয়ের কোনও মূল্য থাকে না। কিন্তু এই অগ্নিরও আরোহণ ও অবরোহণ আছে। আমরাও অপর সকল পদার্থের ন্যায় প্রবহমান, পরিবর্ত্তনাধীন, চঞ্চল। আমরা অব্যবহিত দুই মুহূর্ত্তে এক নই (৩৫)। আমাদিগের অগ্নি

জল ও জল মৃত্তিকায় পরিণত হইতেছে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে বিপরীত ক্রিয়াও চলিতেছে; এই জন্যই মনে হয়, আমরা স্থির আছি।

নিদ্রা ও জাগরণ।

আমাদিগের দেহে যে-জল আছে, তাহা হইতে উদ্গত আর্দ্র ও কৃষ্ণবর্ণ বাষ্প যখন প্রবল হইয়া উঠে, তখন দেহস্থ অগ্নি নিস্তেজ হইয়া পড়ে। এই জন্যই আমরা নিদ্রায় অভিভূত হই। নিদ্রাকালে আমরা জগতের অগ্নির সহিত সংযোগ হারাই, এবং স্বকীয় জগতে প্রত্যাগমন করি। যে আত্মাতে অগ্নি ও জল সাম্যাবস্থায় বর্ত্তমান, প্রাতঃকালে উজ্জ্বল বাষ্প উদ্ভূত হইয়া তাহার সাম্যাবস্থা পুনরায় প্রতিষ্ঠিত করে। ইহাই জাগরণ।

জীবন ও মৃত্যু।

কিন্তু কোনও আত্মাতেই অগ্নি ও জল দীর্ঘ কাল সাম্যাবস্থায় থাকে না; একটী না একটী কালে প্রবল হইয়া উঠে; তাহার ফল মৃত্যু। জলে পরিণত হওয়াই আত্মার মৃত্যু; ইন্দ্রিয়পরিচর্য্যাও মৃত্যুর কারণ। এই জন্যই সংযমের এত প্রয়োজন (৪১)। শুষ্ক আত্মাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট।

আবার, শীত ও গ্রীষ্ম যেমন বস্তুতঃ এক, এবং বিরোধের দ্বারা পরস্পরকে উৎপাদন করিতেছে, জীবন ও মৃত্যুও তদ্রূপ এক ও পরস্পরের জনক; এবং যৌবন ও বার্দ্ধক্যও ঠিক তাই। অতএব, আত্মা পর্য্যায়ক্রমে বাঁচিয়া থাকিতেছে ও মরিতেছে। আর্দ্রতার আধিক্যবশতঃ যে আত্মা মরিয়া গেল, তাহা পৃথিবীর কুক্ষিতে প্রবেশ করিল; কিন্তু পৃথিবী হইতে বারি নিঃসৃত হইল, বারি হইতে পুনশ্চ আত্মা উদ্গত হইল। এই জন্যই দেব ও মানব এক; তাহারা একে অন্যের জীবন ও মৃত্যুর সমাংশভাক্ (৩১)।

বিরোধ ও সংবাদিতা।

ঊর্দ্ধগামী ও নিম্নগামী পথে যে বিরোধ প্রকাশিত হইতেছে, তাহার অর্থ এতক্ষণে পরিস্ফুট হইয়া থাকিবে। কোন একটা মুহূর্ত্ত ধরা যাক্।

এই মুহূর্ত্তে অগ্নি, জল ও পৃথিবী, প্রত্যেকটী দুই সমান ভাগে বিভক্ত; এক ভাগ ঊর্দ্ধগামী, অপর ভাগ নিম্নগামী; দুই ভাগ দুই বিপরীত দিকে যাইতেছে ও আকর্ষণ করিতেছে বলিয়াই পদার্থনিচয়ের সাম্যাবস্থা রক্ষিত হইতেছে ও তাহারা বিধৃত রহিয়াছে। এই সাম্যাবস্থা ক্ষণকালের জন্য ও কিয়ৎ পরিমাণে ব্যাহত হইতে পারে বটে, কিন্তু বিনষ্ট হইতে পারে না। ইহাই জগতের নিগূঢ় সংবাদিতা (১২); অন্য অর্থে বিরোধ। সুতরাং আমরা স্পষ্টই দেখিতে পাইতেছি, যে, যাহারা পরস্পরের বিপরীত বলিয়া প্রতীয়মান হয়, তাহারা পরস্পরের সহিত একসূত্রে গ্রথিত। শৈত্য বিনা উত্তাপ থাকিতে পারে না। এই জন্যই হীরাক্লাইটস বলিয়াছেন, "ভাল ও মন্দ, কল্যাণ ও অকল্যাণ, এক" (২৪)। ভালই মন্দ, মন্দই ভাল, কল্যাণই অকল্যাণ, অকল্যাণই কল্যাণ, কেহ বাক্যটীর এই ব্যাখ্যা গ্রহণ করিবেন না। ইহাই বাক্যটীর তাৎপর্য্য, যে ভাল ও মন্দ, কল্যাণ, ও অকল্যাণ একই বস্তুর দুই অর্দ্ধভাগ বা দুই দিক্; একটী অপরটীকে ছাড়িয়া থাকিতে পারে না। যে ভাল, শুধু সেই মন্দ হইতে পারে; যে মন্দ, শুধু তাহার পক্ষেই ভাল হওয়া সম্ভবপর। ২৫ম ও ২৬ম উক্তির ইহাই মর্ম্ম। অর্থাৎ বিপরীত পদার্থযুগল পরস্পরের অপেক্ষা করে; তাহাদিগের মধ্যে আপেক্ষিকতা বিদ্যমান। আবার যাহা একজনের পক্ষে ভাল, আর একজনের পক্ষে তাহাই মন্দ; এবং যাহা সমাজের বা দেশের বর্ত্তমান অবস্থার পক্ষে ভাল, তাহা পরবর্ত্তী অবস্থার পক্ষে মন্দ। ইহাও আপেক্ষিকতা। যে ইহা বুঝিয়াছে, যে বহুর একত্ব উপলব্ধি করিয়াছে, যে বিশ্বনিয়ন্ত্রী মননশক্তি অবগত হইয়াছে, সেই জ্ঞানী।

সকলেই স্বীকার করিবেন, উপরে যে তত্ত্বটী ব্যাখ্যাত হইল, তাহাতে গভীর সত্য নিহিত আছে।

ঈশ্বর।

হীরাক্লাইটসের এক সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বর অগ্নি। ইঁহাকে জেয়ুস নামে অভিহিত করিতে তাঁহার আপত্তি নাই (৩০)। তিনি প্রতিমাপূজা ও বলিদানের নিন্দা করিয়াছেন। (৪৬, ৪৭)।

ধর্ম্মনীতি।

হীরাক্লাইটস বলিয়াছেন, "যাহা সাধারণ অর্থাৎ সার্ব্বজনীন, তাহারই অনুসরণ কর।" "যাহা বহুজনসম্মত, তাহাই আচরণ করিবে," এ অর্থে বাক্যটী কথিত হয় নাই; কেন না, তাঁহার মতে "বহুজন মূর্খ" (১, ২, ৪)। আমাদিগের প্রথম কর্ত্তব্য এই, যে আমরা আত্মাকে শুদ্ধ রাখিব, এবং এক অগ্নিরূপিণী প্রজ্ঞার সহিত তাহাকে যোগে একীভূত করিব; এই প্রজ্ঞাই "সাধারণী" বা সার্ব্বজনীন। সুপ্তের ন্যায় কার্য্য করা, অর্থাৎ আত্মাকে আর্দ্র হইতে দিয়া বিশ্বনিহিত অগ্নি হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলা নিতান্ত নির্ব্বোধের লক্ষণ। মানুষের সুখ তাহার নিজের হস্তেই ন্যস্ত রহিয়াছে (৪৫)। ঈশ্বরপ্রতিষ্ঠিত বিশ্বনিয়মে অবিচলিত আস্থা থাকিলে চিত্তে যে সন্তোষের উদয় হয়, তাহাই মানবজীবনের পরম শ্রেয়ঃ।

২। এম্পেডক্লীস (Empedocles)।

এম্পেডক্লীস সিসিলীর অন্তর্গত আক্রাগাস নগরে জন্মগ্রহণ করেন। গ্রীক জাতির ডোরিক শাখার রাষ্ট্রে এই একমাত্র যশস্বী দার্শনিকের উদ্ভব হইয়াছিল। ইঁহার পিতামহের নামও এম্পেডক্লীস; তিনি ৪৯৬-৪৯৫ সনে অলুম্পিয়ার মহোৎসবে চতুরশ্বরথ-ধাবনে জয়লাভ করিয়াছিলেন। দার্শনিক এম্পেডক্লীস পঞ্চম শতাব্দীর প্রারম্ভে ভূমিষ্ঠ ও ৪৪৪ সনের পরে উপরত হন, ইহার অধিক নিশ্চিতরূপে বলা যায় না।

অন্যান্য দার্শনিকের ন্যায় এম্পেডক্লীসও রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে খ্যাতি লাভ করেন। তিনি স্বপুরে গণতন্ত্রের নায়ক ছিলেন; আরিষ্টটল সাক্ষ্য দিয়াছেন, তাঁহাকে রাজমুকুট অর্পিত হইয়াছিল, কিন্তু তিনি তাহা গ্রহণ করেন নাই। তিনি শুধু রাষ্ট্রনীতিজ্ঞ ছিলেন না; তিনি "যাদুকর" ও ধর্ম্মপ্রচারকও ছিলেন। প্রাচীন ঐতিহাসিকেরা বলেন, যে তিনি আপনাকে দেবতা বলিয়া প্রচার করিতেন, এবং পুরবাসীদিগের নিকটে দেবোচিত পূজা চাহিতেন। শুদ্ধি ও সংযম দ্বারা কিরূপে "জন্ম-চক্র" হইতে মুক্তি অর্জ্জন করিতে হয়, তাহাই তাঁহার শিক্ষার বিষয় ছিল।

সম্ভবতঃ, পুথাগরাস-সম্প্রদায়ের সহিত তাঁহার যথেষ্ট ঐকমত্য ছিল, কিন্তু তিনি নির্ব্বিচারে উহার সকল মত গ্রহণ করেন নাই। আরিষ্টটল এম্পেডক্লীসকে বাগ্মিী বিদ্যার (Rhetoric) প্রতিষ্ঠাতা বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন, এবং প্রসিদ্ধ বৈদ্য গালেন বলেন, যে ভৈষজ্যশাস্ত্রের ইটালীয় শাখার তিনিই প্রবর্ত্তক। শেষোক্ত উক্তি সত্য হউক বা না হউক, এম্পেডক্লীস যে বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী ছিলেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। তাঁহার শত্রুগণ রাষ্ট্র করিয়াছিল, যে তিনি দেব বলিয়া পরকীর্ত্তিত হইবার আশয়ে আগ্নেয় গিরি এট্‌নার গহ্বরে লম্ফ দিয়া পড়িয়াছিলেন। আখ্যায়িকাটী সর্ব্বৈব মিথ্যা। এম্পেডক্লীস দক্ষিণ গ্রীসে কিংবা ইটালীর এক নগরে পরলোকগমন করেন। কোন কোনও প্রাচীন লেখক বলেন, এম্পেডক্লীস পার্মেনিডীসের শিষ্য ছিলেন; তিনিও তাঁহার অনুকরণে পদ্যে দর্শন রচনা করিয়াছিলেন। তাঁহার দুইখানি পুস্তকের নাম প্রাপ্ত হওয়া যায়; একখানি "পদার্থতত্ত্ব", অপরখানি "শুদ্ধিসাধন,"; উভয়ে পাঁচ হাজার পংক্তি ছিল; তন্মধ্যে প্রায় তিনশত পঞ্চাশ সম্পূর্ণ ও ভগ্ন পংক্তি বর্ত্তমান আছে। কতকগুলির অনুবাদ প্রদত্ত হইল।

পদার্থতত্ত্ব।

(১) "যাবতীয় পদার্থের মূল কি, শুন—উহা জ্যোতির্ম্ময় জেয়ুস, জীবনদায়িনী হীরা, আইডনেয়ুস ও নেষ্টিস, যাঁহার অশ্রুবিন্দু মর্ত্ত্যের পক্ষে নির্ঝরিণী" (অর্থাৎ অগ্নি, পৃথিবী, বায়ু ও বারি)।

(২) "নিখিলে কিছুই শূন্য নহে, কিছুই অত্যধিক পূর্ণ নহে।"

(৩) "দ্বন্দ্ব ও প্রেম যেমন পূর্ব্বে চিরকাল ছিল, তেমনি চিরকাল থাকিবে; আমার মনে হয়, অন্তহীন কাল কোনদিনই উক্ত যুগলশূন্য হইবে না।"

(৪) "আমি তোমাকে এক যুগল কাহিনী বলিব। একদা বহু হইতে শুধু এক উৎপন্ন হইল; অন্য সময়ে এই এক, এক না থাকিয়া, বহু হইবার জন্য বিভক্ত হইল। বিনাশী পদার্থনিচয়ের দ্বিবিধ উদ্ভব ও দ্বিবিধ বিলয় আছে। সমুদায় পদার্থ একত্র হইয়া এক উদ্ভব সংঘটন ও বিনাশ করে;

আবার যখন পদার্থ সমূহ বিভক্ত হয়, তখন দ্বিতীয় উদ্ভব সংঘটিত ও বিক্ষিপ্ত হইয়া থাকে। এই সমস্ত পদার্থ নিয়ত স্থান পরিবর্ত্তন করিতেছে; ইহাতে কদাপি বিরতি নাই; এক সময়ে তাহারা প্রেমের আকর্ষণে মিলিত হইতেছে; অন্য সময়ে বিরোধের বিদ্বেষবশতঃ প্রত্যেকে বিভিন্ন দিকে নীত হইতেছে। এইরূপে, বহু হইতে এক, ও এক বিভক্ত হইয়া বহু হওয়া তাহাদিগের স্বভাবের পক্ষে যতদূর সম্ভব, ততদূর তাহারা উদ্ভব লাভ করিতেছে, এবং তাহাদিগের জীবন অস্থির থাকিয়া যাইতেছে। কিন্তু, যেহেতু তাহারা অবিরত স্থান পরিবর্ত্তন করিতেছে, এবং ইহার কখনও বিরাম নাই, এজন্য তাহারা সত্তা-চক্র পরিভ্রমণ করে, এবং ততটুকু অচঞ্চল থাকে।" (ইহার পরের কবিতাংশে ক্ষিত্যপ্তেজোমরুৎ, এই চতুর্ভূত বর্ণিত হইয়াছে।)

(৫) "তিনি সকল দিকে সমান এবং অন্তহীন, গোল ও বর্ত্তুলাকার, আপনার চক্রমধ্যগত নীরবতায় আনন্দমগ্ন।"

শুদ্ধিসাধন।

ইহার কতিপয় শ্লোক প্রথম খণ্ডের নবম অধ্যায়ে (২৬১, ২৬২, ২৬৪ পৃষ্ঠায়) উদ্ধৃত হইয়াছে; নিম্নে আর কয়েকটীর অনুবাদ প্রদত্ত হইল।

(১) "হা হতভাগ্য, ঘোর দুঃখী মর্ত্ত্য মানবজাতি, এই প্রকার বিরোধ ও বিলাপ হইতে তোমরা জন্মগ্রহণ করিয়াছ।"

(২) "সেই মানুষ ধন্য, যে ঐশ্বরিক জ্ঞানরূপ ধন লাভ করিয়াছে; সে দুর্ভাগা, যে অন্তরে দেবগণের সম্বন্ধে তমসাচ্ছন্ন মত পোষণ করে।"

(৩) "আমরা ঈশ্বরকে চক্ষুর সম্মুখে স্থাপন করিব, কিংবা হস্ত দ্বারা ধরিয়া ফেলিব, ইহা আমাদিগের সাধ্যায়ত্ত নহে; অথচ হস্ত দ্বারা স্পর্শ করাই মানুষের অন্তরে প্রত্যয় উৎপাদন করিবার প্রশস্ততম পথ।"

(৪) "কেন না, তাঁহার দেহোপরি মনুষ্যের ন্যায় মস্তক নাই, তাঁহার স্কন্ধ হইতে দুইটী শাখা উদ্গত হয় না, তাঁহার চরণ বা শীঘ্রগামী জানু বা রোমশ প্রত্যঙ্গ নাই; কিন্তু তিনি শুধু শুদ্ধ ও অনির্ব্বচনীয় মন, যাহা নিখিল বিশ্বে আশুগতি মনন সাহায্যে ভাতি পাইতেছে।"

(৫) "দুষ্কর্ম্ম হইতে উপবাসী থাক।"

আমরা এক্ষণে তাঁহার দর্শনের স্থূল মর্ম্ম প্রদান করিব।

চতুর্ভূত।

এম্পেডক্লীস ক্ষিতি, অপ্, তেজঃ ও মরুৎ, এই চারিটী ভূত জগতের মূল বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন; এগুলি অনাদি, অবিনাশী ও অপরিবর্ত্তনীয়। যাহা ছিল না, তাহা উৎপন্ন হইতে পারে না; যাহা আছে, তাহার ধ্বংস নাই। ভূতগুলি মৌলিক; বিশ্লেষণ করিয়া ইহাদিগের পরে আমরা আর কিছুই দেখিতে পাই না।

বিরোধ ও প্রেম।

এলেয়া-প্রস্থান গতি অস্বীকার করিয়াছে। পার্মেনিডীসের বিশ্বরূপী গোলক অবিমিশ্র ও একরূপ এবং গতিবিবর্জ্জিত। এম্পেডক্লীস বিশ্বসৃষ্টির মূলে চারিটী উপাদান অঙ্গীকার করিয়াছেন; কিন্তু উহাদিগকে সক্রিয় করিবে কিসে? তজ্জন্য বিরোধ ও প্রেম (অর্থাৎ সংশ্লেষ ও বিশ্লেষ) কল্পিত হইয়াছে। এই দুইটী জীবজগতে ও জড়জগতে সর্ব্বত্র বিদ্যমান। কিন্তু ইহারাও জড়ীয়, অশরীরী শক্তি নহে; ইহাদিগের দৈর্ঘ্য ও প্রাশস্ত্য আছে। তিন একস্থলে চারি ভূত, বিরোধ ও প্রেম, ছয়টীকেই সমান বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। মিলন প্রেমের কার্য্য, বিচ্ছেদ বিরোধের কার্য্য।

যুগচতুষ্টয়।

জগতের ইতিহাসে চারিটী যুগ আছে। প্রথম যুগে জগৎ একটী গোলক; উহাতে প্রেম চতুর্ভূতের মিলন সাধন করিয়াছে। দ্বিতীয় যুগে প্রেম বহির্গত হইতেছে, এবং বিরোধ গোলকে প্রবেশ করিতেছে। এই কালে ভূতগুলি কিয়ৎ পরিমাণে মিশ্রিত ও কিয়ৎ পরিমাণে বিচ্ছিন্ন থাকে। তৃতীয় যুগে প্রেম গোলকের বহির্ভাগে চলিয়া গিয়াছে, এবং বিরোধ স্বচ্ছন্দে সদৃশের সহিত সদৃশের মিলন ঘটাইতেছে। চতুর্থ যুগে প্রেম পুনশ্চ গোলকে প্রবেশ করিয়া ভূতচতুষ্টয়কে মিলিত করিতেছে, এবং

বিরোধ অপসৃত হইতেছে। এক্ষণে আমরা গোলকে উপনীত হইলাম, এবং সৃষ্টি-ও-ধ্বংস-চক্র পুনর্ব্বার আবর্ত্তিত হইতে আরম্ভ করিল। বিনশ্বর পদার্থনিচয়সমন্বিত জগৎ দ্বিতীয় ও চতুর্থ যুগে উদ্ভূত হইয়া থাকে। এম্পেডক্লীস এই গোলককে ঈশ্বর বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন।

এম্পেডক্লীস চন্দ্র, সূর্য্য ও তারা সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, তাহাতে নূতনত্ব বিশেষ কিছুই নাই; তবে তিনি সূর্য্যগ্রহণের কারণ ও চন্দ্রালোকের উৎপত্তিস্থল অবগত ছিলেন; এবং রাত্রি যে পৃথিবীর ছায়াপ্রসূত, তাহাও তিনি জানিতেন। ইনি তরুলতা, প্রাণীপুঞ্জ ও জীবদেহ বিষয়ে বহু তত্ত্বের অবতারণা করিয়াছেন। জীবোৎপত্তি সম্বন্ধীয় উক্তিগুলিতে অভিব্যক্তিবাদ ও যোগ্যতমের উদ্বর্ত্তনবাদের আভাস পাওয়া যায়।

ধর্ম্মমত।

ধর্ম্মমত বিষয়ে এম্পেডক্লীস ও জেনফানীসের মধ্যে খুব সাদৃশ্য আছে; তাঁহার আচারানুষ্ঠান বিষয়ক উপদেশ পুথাগরাস ও অর্ফেয়ুসতন্ত্রের অনুরূপ। তাঁহার মতে চারি ভূত অবিনশ্বর, কিন্তু দেবগণ মর্ত্ত্য। তিনি ভূতচতুষ্টয় ও গোলককে দেব নামে বর্ণনা করিয়াছেন, কিন্তু এস্থলে দেব শব্দের অর্থ অন্যরূপ। এম্পেডক্লীস জন্মান্তরবাদে বিশ্বাস করিতেন, প্রথম খণ্ডে তাহার পরিচয় প্রদত্ত হইয়াছে। তিনি বলেন, বিধিমত শুদ্ধিসাধন ও আমিষবর্জ্জন আদিম পাপ হইতে মুক্তির সোপান। হিংসা আদিম পাপের জনয়িত্রী। এই দার্শনিক ধর্ম্মসাধনে জন্মান্তর মানিতেন বটে, কিন্তু তাঁহার সৃষ্টিপ্রকরণে আত্মার অমরত্বের স্থান নাই। তাঁহার পদার্থতত্ত্ব ও ধর্ম্মতত্ত্বে ঐক্য ছিল কি না, তাহাও বলা কঠিন। তিনি বলেন, আত্মা যে-মনুষ্যদেহে অবতীর্ণ হইয়াছে, সেই মনুষ্যের কর্ম্মের উপরে তাহার গতি নির্ভর করে; অথচ তিনি আবার ইহাও বলিতেছেন, যে মনুষ্যের প্রবৃত্তি, অর্থাৎ কর্ম্মের প্রেরয়িত্রী, তাহার দৈহিক উপাদান-প্রসূত। প্রথম মতে মানুষ স্বীয় সুকৃতি দুষ্কৃতির জন্য দায়ী; দ্বিতীয় মতে দায়ী নহে।

৩। আনাক্সাগরাস (Anaxagoras)।

আনাক্সাগরাস পারসীক সাম্রাজ্যের অন্তর্গত ক্ষুদ্র আসিয়ার ক্লাজমেনাই (Klazomenai) নগরে, অনুমান ৫০০ সনে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি আনাক্সামেনীসের অনুবর্ত্তী ছিলেন। ৪৬৮—৬৭ সনে "ছাগনদীতে" (Aigospotamoi) একটী প্রকাণ্ড উল্কাপিণ্ড পতিত হয়। ইহা সৃষ্টিতত্ত্ব বিষয়ে তাঁহার চিন্তাকে নূতন পথে পরিচালিত করে। তিনি বিজ্ঞানালোচনায় এমন অনুরাগী ছিলেন, যে এজন্য স্বীয় বৈষয়িক ব্যাপারের প্রতি উদাসীন হইয়া পড়েন। ইঁহার গণিতে অসামান্য ব্যুৎপত্তি ছিল। প্রাচীন কালে তিনি তত্ত্বজ্ঞানপরায়ণ পুরুষরূপে জনসমাজের শ্রদ্ধাভাজন ছিলেন। তিনি ৪৮০ সনে আথেন্সে আগমন করিয়া তথায় ত্রিশ বৎসর অবস্থিতি করেন। দার্শনিকগণের মধ্যে ইনিই আথেন্সের প্রথম অতিথি। আথীনীয়গণতন্ত্রের অপ্রতিদ্বন্দ্বী নায়ক পেরিক্লীস ইঁহার শিষ্যশ্রেণীভুক্ত হইয়াছিলেন। ৪৫০ সনের কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে বা পরে আনাক্সাগরাস ধর্ম্মদ্রোহিতার অভিযোগে অভিযুক্ত হন; ইঁহার অপরাধ এই, যে ইনি প্রচার করিয়াছিলেন, যে সূর্য্য রক্তবর্ণ, উত্তপ্ত প্রস্তর, এবং চন্দ্র মৃৎপিণ্ড। এই অমার্জ্জনীয় পাপে আথীনীয়েরা তাঁহাকে কারাগারে নিঃক্ষেপ করে। তিনি পেরিক্লীসের সহায়তায় কারাগার হইতে পলায়ন করিয়া রক্ষা পাইয়াছিলেন। তিনি যবন প্রদেশে লাম্প্সাকসনগরে শেষ জীবন যাপন করেন। ইহার অধিবাসীরা তাঁহার স্মরণার্থ বাজারে একটী বেদি নির্ম্মাণ করিয়া "আত্মা ও সত্যকে" উৎসর্গ করিয়াছিল। ৪২৮ সনে তাঁহার মৃত্যু হয়। তাঁহার সাংবৎসরিক মৃত্যুদিনে বিদ্যালয়ের বালকেরা ছুটী পাইত।

আনাক্সাগরাস পদার্থতত্ত্ব বিষয়ে একখানি পুস্তক লিখিয়াছিলেন; উহার ভাষা গাম্ভীর্য্যপূর্ণ ও মনোহর ছিল। সোক্রাটীস "আত্মসমর্থনে" বলিয়াছেন, উহা আথেন্সে খুব অল্পমূল্যে বিক্রীত হইত। উহার কয়েকটী ভগ্নাংশের অনুবাদ দেওয়া যাইতেছে।

(১) "সমুদায় পদার্থ একত্র ছিল; তাহারা সংখ্যায় যেমন অনন্ত, ক্ষুদ্রত্বেও তেমনি অনন্ত ছিল; কেন না, যাহা ক্ষুদ্র, তাহাও অনন্ত ছিল।

অপিচ, যখন সমুদায় পদার্থ একত্র ছিল, তখন ক্ষুদ্রত্বনিবন্ধন কোনটীকেই পৃথক্ করিয়া বুঝিবার উপায় ছিল না। কারণ বায়ু ও ঈথার (aether) সর্ব্বোপরি প্রবল ছিল; তাহারা উভয়েই অনন্ত; যেহেতু সমুদায় পদার্থের মধ্যে এই দুইটীই পরিমাণে ও আকারে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ।"

(২) "আর সমুদায় পদার্থই প্রত্যেক পদার্থের অংশভাক্; কিন্তু একা আত্মা (Nous) অনন্ত ও আত্মবশ; ইহা কিছুর সহিত মিশ্রিত নহে; ইহা একাকী ও স্বপ্রতিষ্ঠ। কেন না, যদি ইহা স্বপ্রতিষ্ঠ না হইত, যদি ইহা অন্য কোনও পদার্থের সহিত মিশ্রিত থাকিত, তবে কোন একটীর সহিত মিশ্রিত হইলেই সমুদায় পদার্থের অংশভাক্ হইয়া পড়িত; কারণ, পূর্ব্বেই বলিয়াছি, যে প্রত্যেক পদার্থেই অপর প্রত্যেক পদার্থের অংশ বিদ্যমান; তাহা হইলে ইহার সহিত মিশ্রিত পদার্থগুলি ইহাকে ব্যাহত করিত; এখন স্বপ্রতিষ্ঠ বলিয়া ইহার সকল পদার্থের উপরেই প্রভুত্ব আছে, কিন্তু তখন কোন পদার্থের উপরেই তাহা থাকিত না। ইহা সর্ব্বাপেক্ষা সূক্ষ্ম ও বিশুদ্ধ; প্রত্যেক বিষয় সম্বন্ধেই ইহার পূর্ণ জ্ঞান, এবং প্রবলতম শক্তি আছে; অধিকন্তু ক্ষুদ্র ও বৃহৎ, সমুদায় প্রাণবান্ পদার্থের উপরেই আত্মার কর্ত্তৃত্ব আছে। অপিচ, সমগ্র আবর্ত্তের উপরে আত্মার পরিচালিনী শক্তি রহিয়াছে, এই জন্য উহা আদিতে আবর্ত্তিত হইতে আরম্ভ করিয়াছিল। প্রথমে আবর্ত্তন সঙ্কীর্ণ সীমায় আবদ্ধ ছিল, ক্রমশঃ উহা বৃহৎ হইতে বৃহত্তর দেশে পরিব্যাপ্ত হইতেছে। যে-সকল পদার্থ একত্র মিশ্রিত, এবং পরস্পর হইতে পৃথক্কৃত ও ভিন্নলক্ষণাক্রান্ত হইতেছে, আত্মা সে সমস্তই অবগত আছে। আবার, অতীতে যে-সকল পদার্থ উৎপৎস্যমান ছিল, যাহা বর্ত্তমান ছিল; কিন্তু এক্ষণে বর্ত্তমান নাই, এবং যাহা বর্ত্তমান আছে—আত্মাই এ সমুদায় বিহিত করিয়াছে; এবং এই যে-আবর্ত্তনে চন্দ্র, সূর্য্য ওতারকাসমূহ এবং বায়ু ও ঈথার (যাহা পৃথকীভূত হইয়া থাকে) আবর্ত্তিত হইতেছে, তাহাও তাহারই ব্যবস্থা। এই আবর্ত্তনই পৃথক্‌করণের কারণ; সূক্ষ্ম ঘন হইতে, তপ্ত শীতল হইতে, উজ্জ্বল অন্ধকার হইতে, এবং শুষ্ক আর্দ্র হইতে পৃথক্ হইয়া থাকে। অপিচ বহু পদার্থে বহু অংশ বর্ত্তমান। কিন্তু আত্মা ভিন্ন আর কোন পদার্থই অপর কোনও

পদার্থ হইতে সম্পূর্ণরূপে পৃথক্ ও ভিন্নলক্ষণাক্রান্ত বা বিভিন্ন নহে। অধিকন্তু ক্ষুদ্র ও বৃহৎ, সমুদায় আত্মাই সদৃশ; পক্ষান্তরে কোন পদার্থই অন্য পদার্থের সদৃশ নহে; কিন্তু প্রত্যেক স্বতন্ত্র পদার্থই, উহা যে-যে পদার্থের সর্ব্বাপেক্ষা অধিক অংশভাক্, সুস্পষ্ট তাহাই ছিল, এবং তাহাই আছে।"

(৩) "গ্রীকেরা ভবন ও বিলয় শব্দ ব্যবহার করিয়া ভ্রান্তিতে পতিত হইতেছে; কেন না, কিছুই উৎপন্ন বা বিলীন হয় না, কিন্তু বিদ্যমান পদার্থ-সমূহ মিশ্রিত ও পৃথক্ হইয়া থাকে। অতএব, যদি তাহারা ভবনকে মিশ্রণ (বা সংশ্লেষ) ও বিলয়কে পৃথক্ হওয়া (বা বিশ্লেষ) বলিয়া আখ্যাত করে, তবেই ঠিক হয়।"

এখন দেখা যাক্, আনাক্ষাগরাসের দর্শনের মুল তত্ত্ব কি কি।

প্রতিপাদ্য বিষয়।

পার্মেনিডীস বলিলেন, জড় অপরিবর্ত্তনীয়; অথচ আমাদিগের চক্ষুর সম্মুখে জগৎ নিত্যই পরিবর্ত্তনশীল ও বিনশ্বর বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছে। আনাক্ষাগরাসও এম্পেডক্লীসের ন্যায় এই দুইয়ের সামঞ্জস্যসাধনের প্রয়াস পাইয়াছেন। তিনি পার্মেনিডীসের সিদ্ধান্তগুলি গ্রহণ করিয়া তাহার নূতন ব্যাখ্যা প্রদান করিয়াছেন। বিশ্বজগৎ পূর্ণ; উহার হ্রাসবৃদ্ধি নাই; উহা অবিনাশী। প্রাকৃতজন যাহাকে উৎপত্তি ও বিনাশ কহে, তাহা বস্তুতঃ সংশ্লেষ ও বিশ্লেষ। ইহার সপক্ষে একটী যুক্তি এই, যে "প্রত্যেক পদার্থেই প্রত্যেক পদার্থের অংশ বিদ্যমান।" ইহা অবিশ্বাস্য নহে, কেন না, জড় বিভাজ্য; ইহার বিভাজ্যতার অন্ত নাই; ইহা যতই ক্ষুদ্র বা অণুপরিমাণ হউক না কেন, ইহাতে প্রত্যেক পদার্থের অংশ থাকিবেই থাকিবে।

"প্রত্যেক পদার্থ" কি? ইহা বিপরীত ধর্ম্মসমূহ। আনাক্ষাগরাস এমন কথা বলেন নাই, যে, অগ্নিতে জল বা জলে অগ্নি আছে; তাঁহার অভিপ্রায় এই, যে, যাহা উষ্ণ, তাহাতেও কিঞ্চিৎ শীতলতা থাকে। তিনি বলিয়াছেন, তুষারও কৃষ্ণবর্ণ। শুভ্র তুষারে কৃষ্ণতাগুণ না থাকিলে উহা জলে রূপান্তরিত হইতে পারিত না।

"বীজ।"

এইস্থানে এম্পেডক্লীসের সহিত তাঁহার পার্থক্য। এম্পেডক্লীস বলেন, পদার্থ বিশ্লেষ করিলে তুমি মূলে ক্ষিত্যপ্‌তেজোমরুৎ, এই চারিটী উপাদান পাইবে; উহারা মৌলিক; উহাদিগের বিশ্লেষ সম্ভবপর নয়। আনাক্সাগরাস বলিতেছেন, তুমি একটী পদার্থ যতদূর সাধ্য বিশ্লেষ করিয়া অণুপরমাণুতে উপনীত হইলেও দেখিবে, তাহাতে সমুদায় বিপরীত ধর্ম্মের অংশ বিদ্যমান। জড়ের প্রত্যেক রূপের "বীজে" অল্পাধিক মাত্রায় সমুদায় বিপরীত ধর্ম্মের অংশ নিহিত আছে, এই জন্যই প্রত্যেক পদার্থ অপর পদার্থে রূপান্তরিত হইতে পারে। কোনও পদার্থে যে-ধর্ম্ম অধিক থাকে, উহা তদ্ধর্ম্মী বলিয়া প্রতীয়মান হয়। যাহা শৈত্যপ্রধান, তাহাই বায়ু, যাহা তাপপ্রধান, তাহাই অগ্নি। এই মতে চতুর্ভূত মৌলিক নহে।

"যখন সমুদায় পদার্থ একত্র মিশ্রিত ছিল," তখন এই মহাপিণ্ড বায়ুর আকারে পরিদৃশ্যমান হইত। এইখানে আনাক্সামেনীসের শিষ্যত্ব দেদীপ্যমান। এই মহাপিণ্ড অনন্ত ও স্বপ্রতিষ্ঠ; ইহা আপনাতে পদার্থ-নিচয়ের অসংখ্য "বীজ" ধারণ করিয়া রহিয়াছে। বীজগুলির এক ভাগে শীতল, আর্দ্র, ঘন ও কৃষ্ণ অংশগুলি ও অপর ভাগে উষ্ণ, শুষ্ক, সূক্ষ্ম ও উজ্জ্বল অংশগুলি প্রধান ছিল; অতএব, অনায়াসেই বলা যাইতে পারে, আদিম জড়পিণ্ড অনন্ত বায়ু ও অনন্ত অগ্নির সংমিশ্রণ; এই মিশ্রণে শূন্যতা ছিল না।

আত্মা।

জড়পিণ্ড স্বয়ং গতিশীল নহে; ইহাকে গতি দিবার জন্য আনাক্সাগরাস আত্মার উপন্যাস করিয়াছেন। এই জন্য তিনি অনেকের নিকটে দর্শনে অধ্যাত্মবাদের প্রবর্ত্তকরূপে প্রশংসা পাইয়াছেন। কিন্তু সোক্রাটীস তাঁহার দর্শন পড়িয়া যে-প্রকার নিরাশ হইয়াছিলেন, তাহাতে মনে এই সন্দেহ উদিত হয়, যে তিনি এই প্রশংসার যোগ্য কি না। "ফাইডোন" পড়িলে বোধ হয়, যে আনাক্সাগরাস-প্রোক্ত আত্মা এম্পেডক্লীসের প্রেম ও বিরোধের সমতুল্য। পূর্ব্বোদ্ধৃত দ্বিতীয় বাক্যটী অভিনিবেশসহকারে পাঠ

করুন, দেখিবেন, আত্মা জড়ীয়; ইহার শৈত্য ও উত্তাপ আছে; ইহা অপর পদার্থে শক্তি সঞ্চার করে। হীরাক্লাইটস অগ্নি সম্বন্ধে ও এম্পেডক্লীস বিরোধ-সম্বন্ধেও তাহাই বলিয়াছেন। শুধু ইহাই নহে; আত্মা সূক্ষ্মতম, সুতরাং সর্ব্বত্র প্রবেশ করিতে পারে। একথা কেবল জড়পদার্থ সম্বন্ধেই খাটে। সত্য বটে, আত্মা সর্ব্বজ্ঞ; কিন্তু অন্যান্য আচার্য্যেরা অগ্নি ও বায়ুতেও সর্ব্বজ্ঞতা আরোপ করিয়াছেন। আত্মা দেশে অবস্থিত; যেহেতু ইহার বৃহত্তর ও ক্ষুদ্রতর অংশ আছে। সম্ভবতঃ আনাক্ষাগরাস যাবনিক প্রস্থানের "সর্ব্বজ্ঞ পদার্থ" বর্জ্জন করিতে অনিচ্ছুক হইয়া উহাকে নব্যদর্শনের "গতিপ্রদায়ক পদার্থের" অর্থাৎ নিয়ন্ত্রী-শক্তির সহিত এক ও অভিন্ন বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। তবে তিনি শেষোক্ত পদার্থকে এম্পেডক্লীসের ন্যায় "প্রেম ও বিরোধ" সংজ্ঞা না দিয়া "আত্মা" নাম দিয়াছেন, এইটুকু তাঁহার বিশেষত্ব।

সৃষ্টি-প্রকরণ।

আনাক্ষাগরাসের সৃষ্টিতত্ত্ব বিস্তৃতরূপে ব্যাখ্যা করিবার স্থান নাই; আমরা মাত্র দুই তিনটী উক্তি উদ্ধৃত করিব। পূর্ব্ববর্ত্তী যবন দার্শনিকদিগের ন্যায় তিনিও বহুজগতের অস্তিত্বে বিশ্বাস করিতেন।

(১) "পৃথিবী থালার ন্যায় সমতল; ইহা আকারে বৃহৎ ও ইহার চতুর্দ্দিকে শূন্য নাই, এই জন্য আকাশে অবস্থিতি করিতেছে। এই জন্যই বায়ু মহাবল, উহা আশ্রয়রূপে পৃথিবীকে ধরিয়া রহিয়াছে।"

(২) "সূর্য্য, চন্দ্র, ও তারারাজি অগ্নিময় প্রস্তর, ঈথারের ঘূর্ণনবশতঃ চক্রাকারে ভ্রাম্যমাণ হইতেছে। সূর্য্য ও চন্দ্র নক্ষত্রপুঞ্জের নিম্নে অবস্থিত; তাহাদিগের সহিত আরও কতকগুলি পিণ্ড আবর্ত্তন করিতেছে। কিন্তু তাহারা আমাদিগের নিকটে অদৃশ্য।"

(৩) "সূর্য্য পেলপনীসস অপেক্ষা আকারে বৃহৎ। চন্দ্রের নিজের আলোক নাই, কিন্তু সূর্য্য হইতে আলোক প্রাপ্ত হইয়া থাকে। তারাগণের কক্ষ পৃথিবীর অধোদেশ দিয়া গিয়াছে।"

(৪) "পৃথিবী যখন চন্দ্র হইতে সূর্য্যালোক আবৃত করে, তখন চন্দ্রগ্রহণ হয়; চন্দ্রের নিম্নে যে পিণ্ডগুলি আছে, তদ্দ্বারাও কখন কখনও গ্রহণ

হইয়া থাকে। অমাবস্যা তিথিতে চন্দ্র যদি সূর্য্যকে আমাদিগের দৃষ্টি হইতে আবৃত করে, তবে সূর্য্যগ্রহণ হয়। বায়ুর প্রতিকূল বেগবশতঃ সূর্য্য ও চন্দ্র, দুই-ই আবর্ত্তনকালে পশ্চাৎ গমন করে; চন্দ্র প্রায়শঃ পশ্চাদ্বর্ত্তী হয়, কারণ ইহা শৈত্য পরাজয় করিতে পারে না।" (সূর্য্যের অয়ন ও চন্দ্রের পৃথিবী-প্রদক্ষিণের অপরূপ ব্যাখ্যা।)

(৫) "আনাক্সাগরাস বলেন, চন্দ্র মৃত্তিকাময়, এবং উহাতে সমভূমি ও গহ্বর আছে।"

জীবতত্ত্ব।

"প্রত্যেক পদার্থেই আত্মা ভিন্ন অপর প্রত্যেক পদার্থের অংশ আছে; কোন কোন পদার্থে আত্মাও আছে"—এই বাক্যে আনাক্সাগরাস চেতন ও অচেতন পদার্থের প্রভেদ প্রদর্শন করিয়াছেন। আত্মাই প্রাণবান্ সমুদায় পদার্থকে পরিচালন করে। জীব ও উদ্ভিদের আত্মা এক; তবে আমরা উভয়ের মধ্যে বুদ্ধির যে তারতম্য দেখি, তাহা দৈহিক সংগঠনের বিভিন্নতা-জনিত। দেহের বিভিন্নতা উপায় বা সুযোগের বিভিন্নতার কারণ; তাই জীব ও তরুলতার মধ্যে বুদ্ধির পার্থক্য দৃষ্ট হয়। মানুষ এই জন্য সর্ব্বাপেক্ষা জ্ঞানবান্, যে তাহার হস্ত আছে; তাহার আত্মা উৎকৃষ্টতর, সেজন্য নহে।

আনাক্সাগরাসের মতে আদিতে বায়ু ও ঈথারে জীবাণু ছিল; পার্থিব পঙ্কে সেগুলি অঙ্কুরিত হইয়া চেতনা লাভ করে; এইরূপে ধরাতে জীবের উৎপত্তি হইয়াছে।

৪। লেয়ুকিপ্পস (Leukippos)।

লেয়ুকিপ্পস মিলীটস নগরে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি এম্পেডক্লীস ও আনাক্সাগরাসের সমসাময়িক ছিলেন। গ্রীক দর্শনে পরামাণুবাদের উদ্ভাবন ইঁহার কীর্ত্তি। থেয়ফ্রাষ্টস ইহার যে সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদান করিয়াছেন, তাহা এই—

"এলেয়ার অথবা মিলীটসের লেয়ুকিপ্পস (ইঁহার এই দুই আখ্যাই প্রচলিত আছে) পার্মেনিডীসের দর্শন অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। কিন্তু

পামের্নিডীস ও জেনফানীস যে-পথে পদার্থতত্ত্ব নিরূপণ করিয়াছেন, তিনি সে পথে না যাইয়া তাহার বিপরীত পথে গিয়াছেন। তাঁহারা সর্ব্ব বা বিশ্বকে এক, অচল, অনাদি ও অন্তবৎ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন, এবং 'অসতের' অন্বেষণ করিতে আমাদিগকে অনুমতি দেন নাই; তিনি অসংখ্য ও সদাচল ভূত অর্থাৎ পরমাণু অঙ্গীকার করিয়াছেন। তাঁহার মতে এগুলির আকারও সংখ্যায় অনন্ত, কেন না, তাহারা একরূপ না হইয়া অন্যরূপ কেন হইবে, তাহার কোনই কারণ নাই; অধিকন্তু তিনি বুঝিয়াছিলেন, যে পদার্থের ভবন (বা উৎপত্তি) ও পরিবর্ত্তনেরও বিরাম নাই। অপিচ, তিনি বলিতেন, যে 'অসৎ' যেমন বাস্তব, 'সৎ' তদপেক্ষা অধিক বাস্তব নহে; এবং যে-সকল পদার্থ সম্ভূত হইতেছে, 'সৎ' ও 'অসৎ', এই দুইই তাহার কারণ; যেহেতু তিনি সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, যে পরমাণু-পুঞ্জের ধাতু ঘন ও পূর্ণ; তিনি ইহাদিগকে 'সৎ' নামে অভিহিত করিয়াছেন; ইহারা শূন্যে চলিতেছে; এই শূন্যই 'অসৎ' নামে উক্ত হইয়াছে; কিন্তু তিনি দৃঢ়তার সহিত বলিতেছেন, যে 'সৎ' যেমন বাস্তব, 'অসৎ'ও ঠিক তেমনি বাস্তব।"

ইহার সহিত আরিষ্টটল হইতে কয়েকটী বাক্য যুক্ত হইতেছে।

"লেয়ুকিপ্পস উদ্ভব ও বিলয়, কিংবা গতি বা পদার্থের বহুত্ব অস্বীকার করেন নাই। ইহা স্বীকার করিয়া তিনি এক দিকে অভিজ্ঞতার মর্য্যাদা রক্ষা করিয়াছেন; অপর দিকে যাঁহারা এক-বাদী, যাঁহারা বলিয়াছিলেন, যে শূন্য ছাড়া গতি অসম্ভব, শূন্য বাস্তব নহে, এবং যাহা বাস্তব, তাহার কিছুই অবাস্তব হইতে পারে না—তিনি তাঁহাদিগের তত্ত্বও মানিয়া লইয়াছেন। কেন না, তিনি বলিতেছেন, যাহা প্রকৃতপক্ষে বাস্তব, তাহা একেবারে পূর্ণ বা নিরেট (plenum); কিন্তু নিরেট এক নহে। বরং পূর্ণ বা নিরেটগুলি সংখ্যায় অনন্ত; তাহারা আকারের ক্ষুদ্রত্বনিবন্ধন অদৃশ্য। তাহারা শূন্যে চলিতেছে (কেন না শূন্য আছে); তাহারা একত্র মিলিত হইয়া ভবন, এবং পরস্পর বিচ্ছিন্ন হইয়া বিলয় সংসাধন করিতেছে।"

জীনোন দেখাইলেন, সকল বহুত্ববাদই অবিশ্বাস্য, যেহেতু পদার্থের বিভাজ্যতার শেষ নাই। মেলিস্সস আনাক্সাগরাসের মত খণ্ডন করিতে

যাইয়া বলিলেন, পদার্থ বহু, একথা যদি ঠিক হয়, তবে তাহারা প্রত্যেকেই এলেয়া-প্রস্থানের "এক" এর অনুরূপ হইবে। লেয়ুকিপ্পস ইহার উত্তরে বলিলেন, "তাহা হউক না; তাহাতে আপত্তি কি?" পদার্থ বিভাজ্য বটে, কিন্তু তাহার বিভাজ্যতার সীমা আছে; যাহা অবিভাজ্য, তাহাই পরমাণু (গ্রীক atomos শব্দের অর্থ অবিভাজ্য); উহাতে পার্মেনিডীস-বর্ণিত "এক" এর সকল গুণই বিদ্যমান।

পরমাণু।

এ স্থলে স্মরণ রাখিতে হইবে, যে পরমাণু গণিত শাস্ত্রের পক্ষে অবিভাজ্য নহে, যেহেতু ইহার বিস্তৃতি আছে; পার্মেনিডীসের "এক"-এ যেমন শূন্য নাই, ইহার মধ্যেও তেমনি শূন্য দেশ নাই, এই জন্যই ইহা দৈহিক বিভাগের অতীত। প্রত্যেক পরমাণুর বিস্তৃতি আছে, এবং সকলগুলির ধাতুই অবিকল একপ্রকার; সুতরাং পদার্থে পদার্থে যে প্রভেদ দৃষ্ট হয়, পরমাণুগুলির আকার ও সংস্থানের প্রভেদই উহার কারণ।

পার্মেনিডীস দেশের অস্তিত্ব অস্বীকার করিয়াছেন; এলেয়া-প্রস্থানে শূন্য বর্জ্জিত হইয়াছে। পুথাগরাস-সম্প্রদায় শূন্য মানে, কিন্তু উহাকে বায়ুমণ্ডলের সহিত অভিন্ন বলিয়া ধরিয়া লইয়াছে। এম্পেডক্লীস প্রমাণ করিয়াছেন, বায়ুমণ্ডল জড়ীয়। লেয়ুকিপ্পস স্বীকার করিতেছেন, যে দেশ বস্তুতন্ত্র অর্থাৎ জড়ীয় নহে, কিন্তু তাঁহার মতে দেশেরও অস্তিত্ব আছে; এই জন্যই তিনি বলিয়াছেন, 'সৎ' ও 'অসৎ', উভয়ই তুল্যরূপে বিদ্যমান।

লেয়ুকিপ্পস পরমাণুসমূহকে নিত্যগতিশীল বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন; এগুলি সদাচঞ্চল, অবিরত ইতস্ততঃ ধাবিত হইতেছে। তিনি এম্পেডক্লীস ও আনাক্সাগরাসের ন্যায় গতি-উৎপাদক প্রেম ও বিরোধ, কিংবা আত্মা কল্পনা করেন নাই। তাঁহার মতে গতির কারণ-প্রদর্শন অনাবশ্যক।

যাবনিক প্রভৃতি পূর্ব্বাচার্য্যগণ বলিয়াছিলেন, মৌলিক জড় পদার্থের হ্রাসবৃদ্ধি নাই; উহার পরিমাণ চিরস্থির। আনাক্সাগরাস ঘোষণা

করিলেন, উহা অপরিবর্ত্তনীয়, উহার গুণেরও ব্যত্যয় হয় না। লেয়ুকিপ্পস জড়ের অবিনশ্বরতা ও অপরিবর্ত্তনীয়তার সহিত অবিভাজ্যতা যুক্ত করিয়া পরমাণুবাদে উপনীত হইয়াছেন।

লেয়ুকিপ্পসের সৃষ্টিতত্ত্ব যবন-প্রস্থানের উপরে প্রতিষ্ঠিত; ইহাতে শিক্ষণীয় বিশেষ কিছুই নাই।

লেয়ুকিপ্পসের শিষ্য আবৃডীরা-বাসী ডীমক্রিটস (Demokritos) পরমাণুবাদকে বিজ্ঞানের সমুদায় বিভাগে প্রয়োগ করিয়া একটী সুপ্রচলিত তত্ত্বে পরিণত করেন। তিনি সোক্রাটীসের নয় বৎসর পরে ভূমিষ্ঠ হইয়াছিলেন।

৫। আর্খীলায়স (Archelaos)।

আর্খীলায়স আথেন্সে উদ্ভূত হইয়াছিলেন। গ্রীক দর্শনের ইতিহাসে আমরা এই প্রথম আথীনীয় দার্শনিকের সাক্ষাৎ পাইলাম। ইনি আনাক্ষাগরাসের শিষ্য ও সোক্রাটীসের গুরু ছিলেন। আনাক্ষাগরাসের তিরোভাবের পরে ইনি লাম্প্সাকসের চতুষ্পাঠীতে প্রধান অধ্যাপকের পদে অধিষ্ঠিত হন। ইঁহার সৃষ্টিতত্ত্বের কিঞ্চিৎ আভাস দিতেছি।

"আর্খীলায়স মিশ্রণ ও মৌলিক উপাদান সম্বন্ধে আনাক্ষাগরাসের সহিত একমত ছিলেন, কিন্তু তিনি বিশ্বাস করিতেন, যে আত্মাতেও মিশ্রণ নিহিত আছে। তিনি দুইটী উৎপত্তি-কারণ মানিতেন; উহারা পরস্পর হইতে বিশ্লিষ্ট হইতেছে; এই দুইটী কারণ তাপ ও শৈত্য। তাপ গতিশীল, শৈত্য নিশ্চল।"

"পৃথিবী বিশ্বের কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত, কেন না, উহা বিশ্বের এক দুর্নিরীক্ষ্য অংশ। বায়ু সর্ব্বোপরি কর্ত্তৃত্ব করিতেছে; ইহা অগ্নির দহন-সম্ভূত; ইহার আদি দহন হইতেই জ্যোতিষ্কমণ্ডলীর উপাদান আহরিত হইয়াছে। ইহাদিগের মধ্যে সূর্য্য সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ, চন্দ্র দ্বিতীয় স্থানীয়; অবশিষ্টগুলির আকার বিবিধ। তিনি বলেন, নভোমণ্ডল একদিকে অবনত ছিল, এবং তখন সূর্য্য পৃথিবীকে আলোক দিত, এবং বায়ুকে স্বচ্ছ ও পৃথিবীকে শুষ্ক করিত; কেন না, পৃথিবী প্রথমে পুষ্করিণীর ন্যায়

প্রান্তদেশে উচ্চ ও মধ্যস্থলে গভীর ছিল। তিনি ইহার এই প্রমাণ প্রদর্শন করিয়াছেন, যে পৃথিবী সমতল হইলে যেমন উহার সর্ব্বত্র সমকালে সূর্য্য উদিত হইত ও অস্ত যাইত, এক্ষণে সকল জাতির পক্ষে উহা সে প্রকার সমকালে উদিত ও অস্তমিত হয় না।"

"তিনি বলেন, যে, আত্মা সকল প্রাণীতে সমভাবে বিদ্যমান, যেহেতু মনুষ্য এবং প্রত্যেক ইতর প্রাণী আত্মা ব্যবহার করিতেছে; তবে কেহ ক্ষিপ্রতর, কেহ শ্লথতর গতিতে উহা ব্যবহার করে*।"

আর্থীলায়সের দর্শনে আত্মা জগৎ-স্রষ্টা নহে; এবং তিনিও বহু জগতের অস্তিত্বে বিশ্বাসী ছিলেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

সফিষ্টগণ

আমরা চতুর্থ অধ্যায়ে সফিষ্টগণের একটা সাধারণ বিবরণ প্রদান করিয়াছি। বর্ত্তমান পরিচ্ছেদে প্রধান প্রধান সফিষ্টদিগের তত্ত্ব ব্যাখ্যাত হইবে। ভূমিকাস্বরূপ বলিয়া রাখি, ইহা "সফিষ্ট দর্শনের" বিবৃতি নহে; কেন না, বিশেষজ্ঞদিগের মতে "সফিষ্ট দর্শন" বলিয়া কোনও দর্শন নাই। জর্ম্মণ ইতিবৃত্তকার গম্পার্ট্স্ বলিতেছেন, "সফিষ্টিক মন, সফিষ্টিক নীতি, সফিষ্টিক সংশয়বাদ ইত্যাদি বাক্যের ব্যবহার অসঙ্গত; শুধু অসঙ্গত নয়, উপহাসাস্পদ।" "আমরা যেন সাবধান থাকি, যে এই মিথ্যা ধারণা আমাদিগের অন্তরে স্থান না পায়, যে সফিষ্টেরা গ্রীক দর্শনের ইতিহাসে একটা সম্প্রদায় বা শাখা প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন।" (The Greek Thinkers, vol. I. pp. 415, 425)। সফিষ্টগণ কখনও দলবদ্ধ হন নাই; তাঁহারা স্বাধীন ভাবে আপন আপন মত প্রচার করিয়াছেন; সুতরাং দার্শনিক বিষয়ে তাঁহাদিগের মধ্যে অল্পই ঐক্য আছে; এ জন্য বিখ্যাত শিক্ষকগণের পরিচয়ের মধ্য দিয়াই আমাদিগকে তথ্যানুসন্ধানের পথে অগ্রসর হইতে হইবে।

১। প্রডিকস (Prodikos)।

প্রডিকস কেয়স দ্বীপের অধিবাসী ছিলেন। ইনি উহার দূতস্বরূপ আথেন্সে আগমন করিয়া তথায় প্রভূত প্রতিপত্তি লাভ করেন। ইনি "সোক্রাটীসের অগ্রগামী" বলিয়া আখ্যাত হইয়াছেন; কিন্তু প্লেটো ইঁহাকে মসীলিপ্ত করিতে ছাড়েন নাই। আরিষ্টফানীসের এক নাটকে ইনি "কলনাদিনী স্রোতস্বিনী" রূপে উপহসিত হইয়াছেন।

প্রডিকস অতি একাগ্রচিত্ত ও গম্ভীরপ্রকৃতি পুরুষ ছিলেন। যে-কয়েকটী কার্য্যের জন্য তিনি স্মরণীয়, তাহা একে একে সংক্ষেপে উল্লিখিত হইতেছে।

(১) প্রডিকস সমার্থক শব্দসমূহের নির্ঘণ্ট প্রণয়ন করিয়া দুইটী সমার্থক শব্দের মধ্যে অর্থের কি পার্থক্য আছে, তাহার আলোচনা প্রবর্ত্তন করেন। এতদ্দ্বারা ভাষাচর্চ্চার উন্নতি সাধিত হইয়াছে।

(২) তিনি দুঃখবাদী ছিলেন; পশ্চিম ভূখণ্ডে ইঁহাকে দুঃখবাদের প্রবর্ত্তক বলা যাইতে পারে। ইনি যখন দুর্ব্বলদেহ হইয়াও জলদগম্ভীরস্বরে জরা, মরণ, রোগ, শোক ইত্যাদি দুঃখ বর্ণনা করিতেন, তখন শ্রোতৃমণ্ডলী ভাবের উচ্ছ্বাসে অধীর হইয়া উঠিত। তিনি মৃত্যুভয় বিদূরণের জন্য বলিতেন, "যতক্ষণ আমরা আছি, ততক্ষণ মৃত্যু নাই; যখন মৃত্যু থাকিবে, তখন আমরা থাকিব না।" মানবজীবন দুঃখময় বলিয়া ঘোষণা করিলেও তিনি কখনও এমন কথা বলেন নাই, যে সুখসম্ভোগই মানুষের চরম লক্ষ্য। তিনি বলিতেন, কর্ম্ম ইন্দ্রিয়সুখ অপেক্ষা উচ্চতর। প্রাচীন কালে যে-কয়ব্যক্তি শারীরিক দৌর্ব্বল্যসত্ত্বেও সর্ব্বপ্রযত্নে রাষ্ট্রীয় কর্ত্তব্য সম্পাদন করিয়া খ্যাতি লাভ করিয়াছেন, তিনি তাঁহাদিগের মধ্যে এক জন। তিনি অনেক বার জন্মভূমির নিয়োগানুসারে বিদেশে দৌত্যকার্য্যে গমন করিয়াছিলেন। মহাবীর ও অক্লান্ত কর্ম্মী হীরাক্লীস তাঁহার আরাধ্য আদর্শ ছিলেন; তদ্রচিত "হীরাক্লীসের উপাখ্যান" বিখ্যাত; খৃষ্টীয় জগতেও উহার প্রভাব পরিদৃষ্ট হয়। পাঠকগণ তৃতীয় ভাগে উহা পাঠ করিবেন।

(৩) প্রডিকস শিক্ষা দিয়াছেন, যে ধন, জন, গৃহ, যশোমান প্রভৃতি স্বতঃ উপেক্ষণীয় বস্তু; জ্ঞানানুগত ব্যবহার এগুলিকে মূল্য সমর্পণ করে; অজ্ঞোচিত ব্যবহার করিলে এ সমুদায় অকল্যাণের কারণ হইয়া থাকে। সীনিক ও ষ্টোয়িক সম্প্রদায়ে এই তত্ত্বটী গৃহীত হইয়াছিল।

(৪) তিনি ধর্ম্ম-বিশ্বাসের উৎপত্তি বিষয়ে একটী নূতন তত্ত্ব প্রচার করেন। তাঁহার মতে, যে-সকল প্রাকৃতিক পদার্থ মানবজাতির পরম হিতকর, যেমন, চন্দ্র, সূর্য্য, নদী, ফল, শস্য—তাহাদিগকেই মানুষ প্রথমে দেবরূপে পূজা করিতে আরম্ভ করে; সভ্যতা-প্রতিষ্ঠাতা বীরগণ তৎপরে নানা উপকারী বস্তু আবিষ্কার করিয়া দেবকুলে উন্নীত হন। প্রডিকস জড়পূজার নিদান অবগত ছিলেন।

২। হিপ্পিয়াস (Hippias)।

হিপ্পিয়াস ঈলিসের অধিবাসী ছিলেন। তাঁহাকে বিশ্বকর্ম্মা বলিলে অত্যুক্তি হয় না। তাঁহার বুদ্ধি সর্ব্বতোমুখী ছিল; তিনি একাধারে জ্যোতির্বিৎ, জ্যামিতিকার ও পাটীগণিতজ্ঞ ছিলেন; তিনি শব্দতত্ত্ব, ছন্দঃ ও গীতবাদ্য সম্বন্ধে গ্রন্থ লিখিয়াছেন; ভাস্কর্য্য ও চিত্রাঙ্কনের মূল তত্ত্ব লইয়া আলোচনা করিয়াছেন; পুরাণ ও জাতিতত্ত্বে বিশেষজ্ঞ বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন; ঘটনাবলির পঞ্জিকা ও স্মারকসূত্র-প্রণয়নে প্রয়াস পাইয়াছেন। এতদ্ব্যতীত তিনি বহুল নীতিবাক্য রচনা করিয়াছেন, এবং স্বপুরীর পক্ষে দূত হইয়া বিদেশে গিয়াছেন। এত ব্যাপারে ব্যাপৃত থাকিয়াও তাঁহার কর্ম্মোৎসাহ মন্দীভূত হয় নাই; তাঁহার লেখনী হইতে জলধারার ন্যায় অজস্র মহাকাব্য, নাটক, প্রবাদবাক্য প্রভৃতি নানা আকারের কবিতা নিঃসৃত হইয়াছে। পরিশেষে, তিনি প্রায় যাবতীয় শ্রমশিল্পে নৈপুণ্য লাভ করিয়াছিলেন। তিনি একবার অলুম্পিয়ার মহোৎসবে গমন করেন; তদুপলক্ষে তিনি যে বস্ত্রালঙ্কারে সজ্জিত হইয়াছিলেন, পাদুকা হইতে কটিবন্ধ ও অঙ্গুরীয়ক পর্য্যন্ত সে সমস্তই তাঁহার স্বহস্তরচিত ছিল। তাঁহার কাব্যাদি বিস্মৃতিসাগরে নিমজ্জিত হইয়াছে; কিন্তু মনুষ্যত্বের পূর্ণ অভিব্যক্তির দিকে তাঁহার যে একটা উদ্যম ছিল, তাহা প্রশংসনীয়, সন্দেহ নাই।

আত্মতৃপ্তি বা আত্মবশতা (autarkeia) হিপ্পিয়াসের আদর্শ ছিল। তাঁহার আর দুইটী বিশেষত্ব স্মরণযোগ্য। তিনি বর্ব্বর অর্থাৎ অ-গ্রীক জাতিদিগকে অবজ্ঞা করিতেন না; তিনি স্বদেশের ন্যায় বর্ব্বর জাতির ইতিহাসও পক্ষপাতবিরহিত হইয়া পাঠ করিয়াছেন। তৎপরে, তিনি একখানি গ্রন্থে আখিলীস ও অডুস্‌সেয়ুসকে তুলনা করিয়া অধিকতর সত্যবাদী বলিয়া আখিলীসকেই শ্রেষ্ঠত্ব দান করিয়াছেন। গ্রীক জাতির সত্যবাদিতার প্রতি তত অনুরাগ ছিল না, তাহা আমরা প্রথম খণ্ডে বলিয়াছি।

হিপ্পিয়াসের ভাষা সুললিত ও হৃদয়গ্রাহী ছিল; তিনি সমুদায় জাতীয় মহোৎসবে তাঁহার গ্রন্থ আবৃত্তি করিতেন; লোকে তাহা আগ্রহের সহিত শুনিত, এবং গ্রীসের সর্ব্বত্র উহা সমাদর লাভ করিত।

৩। আণ্টিফোন (Antiphon)।

আপনারা তৃতীয় ভাগে সোক্রাটীস ও আন্টিফোনের কথোপকথন পাঠ করিবেন। এজন্য এখানে তাঁহার স্বল্প পরিচয় দিতেছি। আন্টিফোনও একাধারে নীতিবিৎ, পদার্থতত্ত্ববিৎ, প্রাকৃতিকবিজ্ঞানবিৎ, জ্যামিতিকার, গণক ও স্বপ্নব্যাখ্যাতা ছিলেন। তাঁহার গ্রন্থগুলি বিলুপ্ত হইয়াছে; তন্মধ্যে "মিলন" নামক পুস্তক অগ্রগণ্য ছিল। উহা সালঙ্কার রচনা-চাতুর্য্য, স্বচ্ছন্দপ্রবাহ শব্দযোজনা ও অপূর্ব্ব ভাবসম্পদের জন্য প্রাচীন কালে সমধিক খ্যাতি লাভ করিয়াছিল। উহাতে স্বার্থপরতা, ইচ্ছাশক্তির দৌর্ব্বল্য, আলস্য ও উচ্ছৃঙ্খলতা ধিকৃত, এবং কামনাসমূহের জ্ঞান ও শিক্ষার প্রভাব প্রশংসিত ও উজ্জ্বলবর্ণে চিত্রিত হইয়াছে। শিক্ষা বিষয়ে তাঁহার একটী উক্তি উপাদেয়। "কৃষক ভূমিতে যে-প্রকার বীজ বপন করিয়াছে, সেই প্রকার ফলই আশা করিতে পারে। তরুণ মনে যদি উৎকৃষ্ট বৃত্তি রোপিত হয়, তবে তাহা যে-ফুল উৎপাদন করিবে, সে ফুল শেষ পর্য্যন্ত স্থায়ী হইবে; তাহা বৃষ্টিতে নষ্ট করিতে পারিবে না, অনাবৃষ্টিতেও শুষ্ক হইয়া যাইবে না।" তাঁহার আর একটী উক্তিও উদ্ধারের অযোগ্য নয়। "লোকে কখনও অপরকে সম্মান দিতে চাহে না;

কেন না, তাহারা ভাবে, তাহা হইলে তাহাদিগের নিজের মানের হানি হইবে।”

৪। প্রোটাগরাস (Protagoras)।

প্রোটাগরাস আব্‌ডীরার অধিবাসী এবং সফিষ্টগণের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বয়োজ্যেষ্ঠ ও বিখ্যাত ছিলেন। তিনি ত্রিশ বৎসরে উপনীত হইবার পূর্ব্বেই সফিষ্ট, অর্থাৎ পরিব্রাজক শিক্ষকের ব্যবসায় অবলম্বন করেন। তৎকালে এই ব্যবসায় নূতন ছিল। তিনি বহুবার আথেন্সের আতিথ্য গ্রহণ করেন। পেরিক্লীস তাঁহাকে অকৃত্রিম সৌহার্দ্দ্য দ্বারা সম্মানিত করিয়াছিলেন; ইয়ুরিপিডীস ও অন্যান্য প্রসিদ্ধ পুরুষদিগের সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠ যোগ ছিল। তিনি চল্লিশ বৎসরের অধিক কাল গ্রীসের সর্ব্বত্র বিদ্যাবিতরণে ব্যাপৃত ছিলেন; শিক্ষকরূপে তাঁহার খ্যাতির অবধি ছিল না; সকলেই তাঁহার নিকটে শিক্ষালাভ করিবার জন্য ঔৎসুক্য প্রকাশ করিত। শিষ্যকে রাষ্ট্রীয় কর্ম্মের উপযোগী করিয়া গড়িয়া তোলাই তাঁহার শিক্ষাদানের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল। এই উদ্দেশ্যের সাধনকল্পে প্রোটাগরাস বাগ্মী বিদ্যা, শিক্ষাতত্ত্ব, সংহিতাতত্ত্ব, রাষ্ট্রনীতি, ধর্ম্মনীতি প্রভৃতি নানা বিষয় শিক্ষা দিতেন। তিনি সর্ব্বতোমুখী প্রতিভার অধিকারী, সুতরাং বিবিধ বিদ্যায় পারদর্শী ও উপায় উদ্ভাবনে সুদক্ষ ছিলেন। ভারবাহী-দিগের শ্রমলাঘবের জন্য কৌশলময় যন্ত্রের আবিষ্কার হইতে বিধি-প্রণয়ন পর্য্যন্ত কোন কর্ম্মই তাঁহার তীক্ষ্ণ বুদ্ধির পক্ষে অসাধ্য ছিল না। তাঁহার বাগ্মিতাপূর্ণ সদর্থ বাক্যে ধর্ম্মাচার্য্যের উদ্দীপনা ও দুর্দ্দমনীয় শক্তি থাকিত। তিনি বিদ্যাদান করিয়া প্রচুর অর্থ গ্রহণ করিতেন। কিন্তু তাঁহার একটী নিয়ম চমৎকার ছিল। শিক্ষা সমাপ্ত হইবার পরে তিনি যে-অর্থ চাহিতেন, কোনও ছাত্র যদি তাহা দিতে অস্বীকার করিত, তবে তিনি তাহাকে বলিতেন, সে দেবমন্দিরে যাইয়া শপথগ্রহণপূর্ব্বক বলুক, সে তাঁহার নিকটে যে-শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহার আর্থিক মূল্য কত। ৪৪৩ সনে আথীনীয়েরা গ্রীসের সমুদায় প্রদেশের লোক লইয়া ইটালীতে থৌরিঅই (Thourioi; ইং Thurii) নামক

একটী উপনিবেশ স্থাপন করে। পেরিক্লীসের অনুরোধে প্রোটাগরাস উহার জন্য শাসনপদ্ধতি প্রস্তুত করেন। এই কার্য্যটী তাঁহার জীবনের প্রধান কীর্ত্তি। নবনির্ম্মিত পুরী জ্ঞানচর্চ্চা ও ঐহিক সমৃদ্ধির জন্য গ্রীক জগতে সাতিশয় প্রসিদ্ধ হইয়া উঠিয়াছিল; হীরডটস, এম্পেডক্লীস প্রভৃতি অনেক যশস্বী ব্যক্তি উহার অধিবাসী হইয়া উপনিবেশটীর খ্যাতি আরও বর্দ্ধিত করিয়াছিলেন।

প্রোটাগরাস ও সোক্রাটীসের ভাগ্যবিপর্য্যয়ে সাদৃশ্য আছে। প্রায় সত্তর বৎসর বয়সে তিনি "দেবগণ" নামক একখানি পুস্তক লিখেন, এবং স্বীয় অগাধ প্রতিপত্তি ও নির্ম্মল কর্ম্মময় জীবনের প্রভাবে আপনাকে নিরাপদ ভাবিয়া ইয়ুরিপিডীসের গৃহে যাইয়া উহা একজনকে পাঠ করিতে দেন। পুস্তকখানি পঠিত হইবার পরেই পুথডোরস নামক এক সুবুদ্ধি অশ্বারোহী কর্ম্মচারী তাঁহার বিরুদ্ধে ধর্ম্মদ্রোহিতার অভিযোগ আনয়ন করে। বিচারে তাঁহার গ্রন্থ দূষণীয় বলিয়া অবধারিত হয়; এবং উহার যত খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছিল, সরকার বাহাদুর সে সমস্তই বাজেয়াপ্ত করিয়া ভস্মসাৎ করেন। প্রোটাগরাস সম্ভবতঃ বিচারনিষ্পত্তির পূর্ব্বেই আথেন্স ত্যাগ করিয়া জলপথে ইটালীতে যাত্রা করিয়াছিলেন; কিন্তু গন্তব্য স্থানে পঁহুছিবার পূর্ব্বেই তিনি পোতসহ সমুদ্রগর্ভে অন্তর্হিত হইলেন।

যে গ্রন্থখানির জন্য প্রোটাগরাসের অপমৃত্যু ঘটিল, তাহার মাত্র প্রথম বাক্যটী বর্ত্তমান আছে, তাহার অনুবাদ যথা—"দেবগণের সম্বন্ধে ইহাই আমার বক্তব্য, যে, তাঁহারা আছেন, কি তাঁহারা নাই, তাহা জানিবার আমার সামর্থ্য নাই; কেন না, এই জ্ঞান লাভের পথে অনেক বিঘ্ন বর্ত্তমান; প্রধান বিঘ্ন এই, যে, বিষয়টী দুর্জ্জ্ঞেয়, এবং মানবজীবনও অল্পকালস্থায়ী।" প্রোটাগরাস বস্তুতঃ নাস্তিক ছিলেন না; তাঁহার আচরণে দেবতার প্রতি বিশ্বাসের যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যাইত। তাঁহার বলিবার তাৎপর্য্য বোধ হয় ইহাই ছিল, যে, দেবতারা ইন্দ্রিয়ের গোচর নহেন; সুতরাং তাঁহাদিগের সম্বন্ধে সংশয়াতীত জ্ঞান লাভ করা একান্ত দুরূহ, কেন না, এজন্য যে-প্রকার পর্য্যবেক্ষণ ও পরীক্ষা আবশ্যক, মানুষের স্বল্পপরিসর জীবন তৎপক্ষে পর্য্যাপ্ত নহে।

প্রোটাগরাসের শিক্ষকতার কর্ম্মে অনন্যসুলভ দক্ষতা ছিল। তিনি শান্ত ও নির্ব্বিকার চিত্তে শিক্ষা-বিষয়ে বহুল চিন্তা করিয়া তাহার ফল জনসমাজে বিতরণ করিয়াছেন। তাঁহার তিনটী উক্তি প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলিতেছেন, "শিক্ষার জন্য স্বাভাবিক প্রবৃত্তি ও পরিচালনা চাই; উহা যৌবনেই আরব্ধ হওয়া আবশ্যক।" "ব্যবহারবর্জ্জিত তত্ত্ব ও তত্ত্ববর্জ্জিত ব্যবহার, উভয়ই নিষ্ফল।" "আত্মার অন্তরতম দেশ স্পর্শ করিতে না পারিলে উহাতে জ্ঞানের বীজ অঙ্কুরিত ও বর্দ্ধিত হয় না।" শিক্ষাক্ষেত্রে তাঁহার কয়েকটী নূতন কার্য্য উল্লেখ করিতেছি। (১) তিনিই ব্যাকরণ পাঠের আদি প্রবর্ত্তক; "শুদ্ধ কথন" নামক পুস্তকে তিনি তাঁহার ব্যাকরণ-সম্বন্ধীয় অনুশীলন লিপিবদ্ধ করেন। উহাতে সর্ব্বপ্রথম ক্রিয়াপদের কাল ও অনুজ্ঞাদি রূপ বিভক্ত হইয়াছে। তিনি শব্দের লিঙ্গ সম্বন্ধেও বহু আলোচনা করিয়াছেন। (২) তিনি শুধু অধ্যাপনা করিয়াই নিরস্ত হইতেন না; অধীত বিষয়ে ব্যবহারসাহায্যে শিষ্য-গণকে পারগামী করিবার জন্য তিনি বাঙ্ময়ী বিদ্যার চর্চ্চাতে দুইটী নূতন প্রণালী আবিষ্কার করেন। প্রথমতঃ, শিষ্যেরা যাহাতে তর্কে সুনিপুণ হইতে পারে, তদুদ্দেশ্যে তিনি তাহাদিগের জন্য বিবিধ বিষয় উদ্ভাবন করিতেন; তাহারা উহার সপক্ষে ও বিপক্ষে যুক্তি প্রয়োগ করিতে অভ্যাস করিত। দ্বিতীয়তঃ, তাহারা যাহাতে সরল ও প্রাঞ্জল ভাষা আয়ত্ত করিয়া উহা অনর্গল বলিতে সমর্থ হয়, তদর্থে তিনি তাহাদিগকে কতকগুলি সাধারণ বক্তৃতার বিষয় বলিয়া দিতেন। এতদ্দ্বারা তাহারা বিচারপটু, এবং ওজস্বী, বিশদ ও অযত্নসম্ভূতবাক্য-যোজনায় পারদর্শী হইত।

প্রোটাগরাস প্রাকৃতিকবিজ্ঞানেও যথেষ্ট অনুরাগী ছিলেন। পদার্থ-তত্ত্ব-বিষয়ে তাঁহার একটীমাত্র উক্তি আবিষ্কৃত হইয়াছে; উহাই তাঁহাকে অমর করিয়া রাখিয়াছে। তদ্‌যথা—"মানব সমুদায় পদার্থের মাত্রা, বা মানদণ্ড; যে-সমস্ত পদার্থ বিদ্যমান, তাহারা যে বিদ্যমান, এবং যে-সমস্ত পদার্থ অবিদ্যমান, তাহারা যে অবিদ্যমান, মানবই তাহার মানদণ্ড।" প্রাচীন কাল হইতে এই প্রসিদ্ধ বাক্যটী তিন অর্থে

গৃহীত হইয়া আসিতেছে। (১) পদার্থের লক্ষণ ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির নিকটে ভিন্ন ভিন্ন। সুস্থ ব্যক্তির নিকটে মধু মিষ্ট, পাণ্ডুরোগীর পক্ষে তিক্ত। পদার্থের স্বরূপ বস্তুতঃ অজ্ঞেয়। যাহার নিকটে যে-বস্তু যে-প্রকার প্রতীয়মান হয়, তাহার নিকটে তাহা সেই প্রকার; তাহার পক্ষে উহাই সত্য। পাণ্ডুরোগীর পক্ষে মধুর তিক্ততাই সত্য। (২) পদার্থের অস্তিত্ব প্রত্যেক ব্যক্তির মতের উপরে নির্ভর করে। আমি যদি বলি, সূর্য্য আকাশে নাই, তবে আমার পক্ষে সূর্য্য সত্তাহীন। অর্থাৎ পদার্থের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নাই; আমরা ইন্দ্রিয়সাহায্যে যাহা উপলব্ধি করি, তাহাকেই পদার্থ নাম দিয়া থাকি; পদার্থের সত্তা আমাদিগের অভ্যন্তরে, বাহিরে নয়। প্রকারান্তরে বলা যাইতে পারে, বিষয়ের অস্তিত্ব বিষয়ীর উপরে নির্ভর করে। (৩) প্রত্যেক ব্যক্তির নিকটে যাহা সত্য বলিয়া প্রতীয়মান হয়, তাহার পক্ষে তাহাই সত্য। এই মতানুসারে যুক্তিপূর্ণ বিচার ও জ্ঞানানুগত আচরণ অসম্ভব, এবং ধর্ম্ম, নীতি ও রাষ্ট্রীয় বিধি নিরর্থক; ইহা উন্মার্গগামিতার প্রস্রবণ। প্লেটো একস্থলে বাক্যটীকে এই অর্থেই ব্যাখ্যা করিয়াছেন। অধ্যাপক গম্পার্ট্সের মতে এই তিনই কদর্থ। তিনি বলেন, উক্তিটীর প্রকৃত তাৎপর্য্য এই—"মানব কিনা মানবজাতি বা মানব-প্রকৃতি পদার্থসমূহের অস্তিত্বের মানদণ্ড। অর্থাৎ যাহা বাস্তব বা সত্য, আমরা শুধু তাহারই জ্ঞান লাভ করিতে পারি; অবাস্তব বা অসৎ আমাদিগের জ্ঞানের বিষয়ীভূত নহে।" পদার্থের অবগতির জন্য মানুষ আপনার প্রকৃতি বা বৃত্তির বাহিরে যাইতে পারে না; যাহা জ্ঞাতব্য, তাহা তাহাকে আত্মপ্রকৃতির সাহায্যেই জ্ঞাত হইতে হইবে—কথাটী বোধ হয় এই মর্ম্মে উচ্চারিত হইয়াছিল। ঐতিহাসিক গ্রোটের "প্লেটো" নামক পুস্তকে উহার বিস্তারিত আলোচনা আছে।•

আর একটী বাক্যের জন্য প্রোটাগরাস খুব নিন্দাভাজন হইয়াছিলেন। বাক্যটী এই—"প্রত্যেক জিজ্ঞাসারই দুইটী উত্তর আছে; উত্তর দুইটী পরস্পরের বিপরীত।" একথা শুনিয়া অনেকে ভাবিয়াছিল, তিনি ছাত্রদিগকে কুতর্ক শিক্ষা দিয়া সত্যের প্রতি উদাসীন করিয়া তুলিতেছেন। এই অভিযোগ ভিত্তিহীন। চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রেই স্বীকার করিবেন,

প্রত্যেক বিষয়েরই দুইটী দিক্ আছে; শুধু এক দিক্ দেখিয়া যাহারা একটা সিদ্ধান্ত করিয়া বসে, তাহারা পদে পদে ভ্রমে পতিত হয়। জন্ ষ্টুয়ার্ট্ মিল্ *"স্বাধীনতা"* নামক পুস্তকে এই তত্ত্বটী প্রাঞ্জলরূপে ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

আমরা বলিয়াছি, প্রোটাগরাস বাগ্মিতা বিদ্যা শিক্ষা দিতেন। আরিষ্ট-টল লিখিয়াছেন, "তিনি গর্ব্ব করিয়া বলিয়াছেন, 'আমি দুর্ব্বলতর পক্ষ বা বক্তৃতাকে সবলতর করিয়া দিতে পারি'; ইহাতে গ্রীকেরা তাঁহার প্রতি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়াছিল।" ক্রুদ্ধ হইবারই কথা; কেন না, এক অর্থে কার্য্যটী একান্ত গর্হিত। কিন্তু স্মরণ রাখিতে হইবে, যে, তৎকালে বক্তৃতা একটা অমোঘ অস্ত্র ছিল বলিয়া বাগ্মিতা বিদ্যার অধ্যাপকমাত্রেই শিষ্যকে দুর্ব্বলতর যুক্তিকে প্রবলতর করিবার কৌশল শিখাইতে যত্ন করিতেন; (বর্ত্তমান সুসভ্য জগতের বিচারালয়ে অহরহ এই কৌশলের অভিনয় চলিতেছে;) এবং প্রোটাগরাস স্বয়ং অতি উন্নতচরিত্র সাধু পুরুষ ছিলেন। তিনি মিথ্যার প্রশ্রয় দিতেন, একথা কিছুতেই বলা যায় না।

৫। গর্গিয়াস (Gorgias)।

গর্গিয়াস সিসিলীর অন্তর্গত লেয়ন্টিনির অধিবাসী ছিলেন। পেল-পনীসস-যুদ্ধ আরম্ভ হইবার পরে, ৪২৭ সনে, সিসিলীর কতিপয় পুরী সীরাকুস (গ্রীক Syrakousai) দ্বারা আক্রান্ত হইবার ভয়ে কাতর হইয়া আথেন্সে এক দল প্রতিনিধি প্রেরণ করে। লেয়ন্টিনির দূত গর্গিয়াস তাঁহাদিগের মুখপাত্র ছিলেন। তিনি প্রথমে মন্ত্রণা-সভায় ও পরে জন-সভায় বক্তৃতা করেন। তাঁহার শ্রুতিমধুর মনোমোহিনী বাক্যচ্ছটাতে আথীনীয়েরা এতদূর মন্ত্রমুগ্ধ হইয়া গিয়াছিল, যে তাহারা অনুনয় করিয়া তাঁহাকে আথেন্সে বাস ও শিক্ষাদান করিতে সম্মত করে। তিনি গ্রীসের যেখানে গিয়াছেন—কি আথেন্সে, কি ডেল্ফির ও অলুম্পিয়ার মহোৎসবে, কি থেসালীর রাজভবনে—সেইখানেই বাগ্মিতার প্রভাবে তাঁহার জয়জয়কার পড়িয়া গিয়াছে। এক শত বৎসর উত্তীর্ণ

হইয়া কালগ্রাসে পতিত হইবার মুহূর্ত্তেও তাঁহার চিত্তের সরসতার ব্যত্যয় হয় নাই। "এক্ষণে নিদ্রা আমার ভার আমার ভ্রাতার হস্তে অর্পণ করিতেছে," এই পরিহাসবাক্য উচ্চারণ করিতে করিতে তিনি চির-নিদ্রায় নিদ্রিত হইলেন। গর্গিয়াসের কীর্ত্তি অবিনশ্বর করিবার উদ্দেশ্যে তাঁহার দুইটী প্রতিমূর্ত্তি স্থাপিত হইয়াছিল। ডেল্‌ফির স্বর্ণপ্রতিমা তিনি নিজেই উৎসর্গ করিয়াছিলেন। তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্রতনয় অলুম্পিয়াতে দ্বিতীয় মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করেন; উহার পাদমূলে লিখিত আছে, "ধর্ম্মানুগত আচরণের জন্য মানুষের আত্মাকে সুদৃঢ় করিবার অভিপ্রায়ে কেহই উৎকৃষ্টতর পন্থা আবিষ্কার করেন নাই।"

গর্গিয়াস বাগ্মিতা বিদ্যার জনক বলিয়া অভিহিত হইয়াছেন। তিনি গ্রীক ভাষায় গদ্য-রচনা-প্রণালীর অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। বাগ্মিতা দুই প্রকার। এক শ্রেণীর বাগ্মিতা শান্ত, সংযত, বিশদ, মনে বিদ্ধ হইয়া থাকিবার উপযোগিনী; ইহাতে কল্পনা অপেক্ষা জ্ঞানের ভাগ অধিক; ইহা বিচারবুদ্ধিকে উদ্দীপ্ত করে, ভাবোচ্ছ্বাসের প্রতি লক্ষ্য রাখে না। প্রোটাগরাস এই প্রকার বক্তৃতার প্রবর্ত্তক। দ্বিতীয় শ্রেণীর বাগ্মিতা গাম্ভীর্য্য, ভাবগৌরব, অলঙ্কার, উজ্জ্বল বর্ণপাত এবং ভাষার চাকচিক্য ও শ্রুতিমাধুর্য্যের জন্য বিখ্যাত; ইহা সুললিত পদবিন্যাস দ্বারা মনকে মুগ্ধ করে, উদ্দাম ভাবের তরঙ্গে শ্রোতাকে অভিভূত করিয়া ফেলে। পরিহাসপটু, রসিকপ্রধান, সাবলীলকল্পনাশক্তির অধিকারী গর্গিয়াস শেষোক্ত শ্রেণীর বক্তৃতার শিক্ষকরূপে ইতিহাসে কীর্ত্তিত হইয়া আসিতেছেন। এত প্রশংসার পরেও সমালোচকেরা বলিতে বাধ্য হইয়াছেন, যে গর্গিয়াসের রচনাভঙ্গী কৃত্রিমতা-দোষে দূষিত।

গর্গিয়াস গ্রীক জাতির ঐক্যবোধটীকে সর্ব্বদা জাগ্রত রাখিবার জন্য যত্নশীল ছিলেন। তিনি অলুম্পিয়ার বক্তৃতায় বলিয়াছেন, "তোমরা আপনাদিগের পুরীগুলি শেল দ্বারা ধ্বংস করিতে প্রয়াসী হইও না; তোমরা তৎপরিবর্ত্তে বর্ব্বরগণের দেশ আক্রমণ করিয়া ছারখার কর।" যুদ্ধনিহত আথীনীয়গণের স্মরণসভায় তিনি যে বক্তৃতা করেন, তাহার একটী বাক্য উদ্ধৃত হইতেছে। "বর্ব্বরগণের উপরে যে-সকল জয়

অর্জ্জিত হইয়াছিল, তাহা বিজয়সঙ্গীতের উপযুক্ত; গ্রীকদিগকে বিকল করিয়া যে-সকল জয় লব্ধ হইয়াছে, তাহা বিলাপগীতির অপেক্ষা করিতেছে।”

গর্গিয়াস শুধু বক্তা ও স্বদেশপ্রেমিক ছিলেন, তাহা নহে; তিনি প্রাকৃতিকবিজ্ঞান, ধর্ম্মনীতি, ও তর্কশাস্ত্রেরও অনুশীলন করিতেন। এলেয়া-প্রস্থানের মূল মত খণ্ডনের জন্য তিনি একখানি পুস্তক লিখিয়াছিলেন; তাহার একটী স্থূল ইতিহাসে স্থায়িত্ব লাভ করিয়াছে। আমরা উহার অনুবাদ দিতেছি। “কোন পদার্থ ই নাই; যদিই বা পদার্থ থাকিত, আমরা তাহা জানিতে পারিতাম না; যদিই বা জানিতে পারিতাম, যাহা জানি, অপরকে তাহা বুঝাইতে পারিতাম না।” প্রথম প্রতিজ্ঞা প্রতিপাদনের জন্য যে-প্রমাণ প্রদর্শিত হইয়াছে, তাহা কেবল কথার মারপ্যাঁচ। দ্বিতীয় প্রতিপাদ্য বিষয়ের সপক্ষে প্রধান যুক্তি এই যে, আমাদিগের ইন্দ্রিয়গ্রাম, চিন্তা ও কল্পনা, কিছুই অভ্রান্ত, সুতরাং বিশ্বাসযোগ্য নহে; ইহার শত শত দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতে পারে। তৃতীয় বচনের অনুকূল যুক্তি মানবীয় ভাষার অপূর্ণতা; আমরা কতবার দেখিয়াছি, যে-বস্তু সম্বন্ধে আমাদিগের প্রত্যক্ষ জ্ঞান আছে, তাহাও অপরকে বুঝাইয়া দেওয়া কত কঠিন। এই তিনটী প্রতিজ্ঞা প্রতিপন্ন করিবার জন্য লেখনী ধারণ করিয়াছিলেন বলিয়া অনেকে গর্গিয়াসকে অসদ্‌বাদী বলিয়া আখ্যাত করিয়াছেন। গ্রোট্ প্রভৃতি ঐতিহাসিক তাঁহার এই কলঙ্ক ক্ষালনের জন্য অশেষ শ্রম স্বীকার করিয়াছেন; কৃতকার্য্য হইয়াছেন কিনা, বলিতে পারি না।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

উপসংহার

আমরা সোক্রাটীসের পূর্ব্ববর্ত্তী গ্রীক দর্শনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ সমাপ্ত করিলাম। প্রথম যুগের দার্শনিকগণের লক্ষ্য, জগতের উৎপত্তি, কারণ ও উপাদান নির্ণয়; বিচারপ্রণালী, অনুমান, ও প্রমাণবিহীন সিদ্ধান্ত;

(কেন না, তখনও জগদ্ব্যাপার বিষয়ে গ্রীক জাতির জ্ঞান পরিস্ফুট ও তত্ত্ব-বিচারের প্রকৃষ্ট পন্থা আবিষ্কৃত হয় নাই;) ফল জড়বাদ। উক্ত যুগের শেষ ভাগে আনাক্সাগরাস জড় ও আত্মার প্রভেদের প্রতি লোকের মনোযোগ আকর্ষণ করেন। এই সময়ে সফিষ্টগণ সংশয়বাদ দ্বারা জন-সমাজের চিত্তকে বিক্ষিপ্ত করিয়া ফেলেন। তাঁহারা সতত জ্ঞান ও নীতির মূল তত্ত্ব লইয়া আলোচনা করিতেন, সত্য; কিন্তু তাঁহাদিগের বিচারের মীমাংসা এই দাঁড়াইল, যে জ্ঞান ও নীতির কোনও বিজ্ঞানসম্মত ভিত্তি নাই। মানুষ জ্ঞানলাভের অধিকারী, এই বিশ্বাস যদি চলিয়া যায়, তবে মানুষের সত্য অবগত হইবার অধিকার আছে, এ বিশ্বাসও অন্তর্হিত হইবে। পুনশ্চ, ঐশ্বরিক ও মানবীয় বিধিসমূহ সর্ব্বোপরি প্রভু, অতএব অবশ্যপালনীয়, গ্রীক জাতির নীতি এই প্রত্যয়ের উপরে প্রতিষ্ঠিত ছিল; এই প্রত্যয় যেমন শিথিল হইল, তাহাদিগের নৈতিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনও তেমনি ম্লান হইয়া পড়িল। গ্রীকদিগকে দুর্গতি হইতে রক্ষা করিবার জন্য এই কালে যে-বস্তুটীর একান্ত প্রয়োজন ছিল, তাহা, জ্ঞান কি, জ্ঞানের প্রতিষ্ঠাভূমি কি, জ্ঞানলাভের উপায় কি কি—এই প্রশ্নগুলির যুক্তিযুক্ত সমাধান। এই প্রয়োজন-পূরণের অভিপ্রায়ে সোক্রাটীস কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন। তিনি সামান্য-নিরূপণ ও ব্যাপ্তিগ্রহের সাহায্যে সত্যানুসন্ধানের পথ সুগম করিয়া দিলেন, এবং ধর্ম্ম ও নীতিকে প্রধানতঃ বিচার্য্যবিষয়রূপে নির্দ্ধারণ করিয়া গ্রীক দর্শনকে নভোমণ্ডল হইতে ভূতলে আনয়ন করিলেন। শেষোক্ত কর্ম্মে কালপ্রবাহ তাঁহার সহায় হইয়াছিল। পঞ্চম শতাব্দীর প্রারম্ভ হইতেই গ্রীকেরা সৃষ্টিতত্ত্ব হইতে নৃতত্ত্বে অধিকতর মনোনিবেশ করিয়া আসিতেছিল। প্রথমে স্বভাবতঃই তাহাদিগের কৌতূহলপরবশ দৃষ্টি বহির্জ্জগতের প্রতি নিবদ্ধ ছিল; ক্রমে তাহারা মানবীয় ব্যাপারের অনুশীলনে অভিনিবিষ্ট হইতে অভ্যস্ত হইল; তাহারা বুঝিল, "মনুষ্যই মনুষ্যের যথার্থ অধ্যয়নীয় বিষয়।" গ্রীক জাতির চিত্ত এই যে ধীরে ধীরে নৈসর্গিক গবেষণা হইতে মানবসমাজের হিতচিন্তার দিকে ধাবিত হইতেছিল, সোক্রাটীসের প্রযত্নে তাহাদিগের চিত্তের সেই বেগ প্রবল হইয়া উঠিল। তাঁহার যৌবনকালে গ্রীক দর্শনের সকল

শাখা আথেন্সে আসিয়া মিলিত হইয়া উহাকে জ্ঞানচর্চ্চার কেন্দ্র করিয়া তুলিয়াছিল; সোক্রাটীস কষ্টিপাথর দ্বারা প্রত্যেকটীর মূল্য নির্ণয় করিলেন, এবং পরীক্ষার ফলে নিরাশ হইয়া একটী পূর্ণাবয়ব অভিনব বিচারপ্রণালী প্রতিষ্ঠা করিয়া অগ্রগামী সাধকরূপে আলোকবর্ত্তিকা লইয়া গ্রীক দর্শনকে চরম উৎকর্ষ ও পরিণতির পথ দেখাইয়া দিলেন।

অষ্টম অধ্যায়

সোক্রাটীসের শ্রাবকবর্গ

সোক্রাটীস আপনাকে কাহারও গুরু বলিয়া স্বীকার করেন নাই; এজন্য যাঁহারা তাঁহার সঙ্গে কালযাপন করিতেন এবং তাঁহার উপদেশ শুনিতে ভালবাসিতেন, তাঁহাদিগকে আমরা শ্রাবক নামে অভিহিত করিলাম। শব্দটীর ব্যুৎপত্তিগত অর্থ শ্রোতা; সুতরাং যাঁহারা সোক্রাটীসের তত্ত্বালোচনা শুনিতেন, তাঁহার মৌলিক বিচারপ্রণালীর সমাদর করিতেন, তাঁহার মহৎ ও উন্নত চরিত্র এবং ধর্ম্মানুগত্য দেখিয়া মুগ্ধ হইতেন, কিন্তু যাঁহারা স্বয়ং রুচি বা শক্তির অভাববশতঃ গভীর দার্শনিক বিষয়ের আলোচনায় নিমগ্ন হইতে পারেন নাই, তাঁহাদিগকে শ্রাবক নামে আখ্যাত করিলে বিশেষ দোষ হইবে না। ক্রিটোন ও তৎপুত্র ক্রিটবৌলস, খাইরেফোন ও তাঁহার ভ্রাতা খাইরেক্রাটীস, আরিষ্টডীমস, এয়ুথুডীমস, থেয়াগীস, হার্ম্মগেনীস্র, ফাইডোনিডীস, থেয়ডটস, এপিগেনীস, মেনেক্সেনস, থেয়াইটীটস, টার্প্সিওন, খার্মিডীস, প্লেটোর ভ্রাতা গ্লৌকোন, ক্লেয়ম্‌ব্রটস, ক্রিটিয়াস, আল্কিবিয়াডীস প্রভৃতি এই শ্রেণীর অন্তর্গত। পুনশ্চ, বৌদ্ধ সাহিত্যে শ্রাবক কথাটী শিষ্য অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। অতএব, যাঁহারা জ্ঞানচর্চ্চায় প্রকৃতপক্ষেই সোক্রাটীসের শিষ্য ছিলেন, যাঁহাদিগের মধ্যে কেহ কেহ তাঁহার শিক্ষার প্রভাবে তত্ত্বজ্ঞানে অনুরাগী হইয়া অল্পবিস্তর দর্শনানুশীলনে সময় নিয়োগ করিয়াছেন, কেহ কেহ তদীয় তত্ত্বসমূহের এক একটী অবলম্বন করিয়া এক একটী সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছেন, কেহ বা তাঁহার বীজরূপী সত্যসকলকে পরিস্ফুট, বিকশিত ও বর্দ্ধিত করিয়া মহামহীরূহের আকার প্রদানপূর্ব্বক দার্শনিক জগতে অমর কীর্ত্তির অধিকারী হইয়াছেন, তাঁহাদিগকেও শ্রাবক-সংজ্ঞায় সংজ্ঞিত করিয়া আমরা

পূর্ব্বাচার্য্যগণের পদাঙ্কই অনুসরণ করিতেছি। সোক্রাটীসের এই শ্রাবক-বর্গকে আমরা দুই পর্য্যায়ে বিভক্ত করিলাম। জেনফোন, আইস্খিনীস, সিম্মিয়াস ও কেবীস প্রথম পর্য্যায়ভুক্ত; ইঁহারা সোক্রাটীসের সাহচর্য্য লাভ করিয়া বিলক্ষণ উপকৃত হইয়াছিলেন, এবং তত্ত্ব-বিচারে ইঁহাদিগের যথেষ্ট অনুরাগও ছিল। কিন্তু প্রথমোক্ত দুইজন দার্শনিকপ্রতিভার জন্য খ্যাতি লাভ করেন নাই; এবং সিম্মিয়াস ও কেবীস সূক্ষ্মদর্শী ও চিন্তা-শীল তার্কিক ছিলেন বটে, কিন্তু তাঁহাদিগের কোনও গ্রন্থ বিদ্যমান নাই। সুতরাং আমরা আইস্খিনীস, সিম্মিয়াস ও কেবীসের নামমাত্র উল্লেখ করিয়াই নিরস্ত হইলাম। কিন্তু জেনফোনকে আমরা এত সহজে বিদায় দিতে পারিতেছি না। তিনি নিজে দার্শনিক না হইলেও "সোক্রাটীসের জীবন-স্মৃতি" নামক পুস্তকে স্বীয় গুরুর জীবনী ও উপদেশের সার সঙ্কলন করিয়াছেন; উহা চিরকাল বিদ্বৎসমাজে সমাদর লাভ করিয়া আসি-তেছে। তা'ছাড়া, জেনফোন গ্রীক সাহিত্যের একজন খ্যাতনামা লেখক। এই সকল কারণে তাঁহার মত ও বিশ্বাসের স্বল্প পরিচয় প্রদত্ত হইবে।

সোক্রাটীসের শিষ্যগণের মধ্যে যাঁহারা দর্শনের বিভিন্ন শাখা প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন, তাঁহাদিগকে আমরা দ্বিতীয় পর্য্যায়ে স্থান দিতেছি। এই পর্য্যায়ের অন্তর্ভূত এয়ুক্লাইডীস, ফাইডোন, আন্টিস্থেনীস, আরিষ্টিপ্পস, এবং সর্ব্বোপরি প্লেটো এক একটী প্রস্থানের প্রতিষ্ঠাতারূপে অদ্যাপি মানবের স্মরণ-পথে বর্ত্তমান রহিয়াছেন। এগুলির নাম (১) মেগারার প্রস্থান, (২) ঈলিস-এরেট্রিয়ার প্রস্থান, (৩) কুক্কুরবৃত্তিক প্রস্থান, (৪) কুরীনার প্রস্থান ও (৫) আকাডীমাইয়ার প্রস্থান। একা সোক্রাটীস এ সমুদায়ের আদি উৎস। অতএব আমরা এক্ষণে উক্ত পাঁচটী প্রস্থানের সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদান করিতে প্রবৃত্ত হইতেছি। কিন্তু পূর্ব্বাহ্নেই বলিয়া রাখি, যে আমরা উহাদিগের আনুপূর্ব্বিক ইতিহাস লিখিবার প্রয়াস পাইব না; সোক্রাটীসের উক্ত শ্রাবকগণের সম্পর্কে তাঁহাদিগের দর্শনের কথা যতটুকু বলা প্রয়োজন, আমরা শুধু তাহাই বলিব।

প্রথম পরিচ্ছেদ

জেনফোন

জেনফোন অনুমান ৪৩১ সনে আথেন্সে গ্রুল্লসের ঔরসে জন্মগ্রহণ করেন। সুদর্শন বলিয়া ইঁহার খ্যাতি ছিল। কথিত আছে, বাল্যকালে ইনি একদিন এক সঙ্কীর্ণ পথ দিয়া যাইতেছিলেন; সেখানে সোক্রাটীস তাঁহাকে সম্মুখে দেখিয়া স্বীয় যষ্টিদ্বারা পথ রোধ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "আহার্য্য কোথায় ক্রয় করা যায়?" জেনফোন একটী স্থানের নাম করিলে সোক্রাটীস পুনরপি জিজ্ঞাসা করিলেন, "মানুষ কোথায় মহৎ ও সুন্দর হইতে শিক্ষা করে?" জেনফোন এই প্রশ্নের উত্তর দিতে পারিলেন না। তখন সোক্রাটীস বলিলেন, "তবে আমার সহিত এস ও শিক্ষা কর।" জেনফোন তদবধি সোক্রাটীসের শিষ্য হইলেন।

পারস্যের সম্রাট্ দ্বিতীয় আর্ত্তক্ষয়র্ষের (Artaxerxes) কনিষ্ঠ ভ্রাতা খস্রু ৪০১ সনে সিংহাসন অধিকার করিবার মানসে এক বিপুল বাহিনী লইয়া পারসীক সাম্রাজ্যের অভ্যন্তরে প্রবেশ করেন। দশ সহস্রাধিক গ্রীক সৈন্য এই বাহিনীর সহায় ছিল; জেনফোন স্বয়ংব্রতী সৈনিকরূপে গ্রীক সেনানীর সহিত এই অভিযানে খসরুর অনুগামী হইয়াছিলেন। রাজধানী বাবীলোন হইতে পঁচিশ ক্রোশ দূরে দুই ভ্রাতার মধ্যে যে যুদ্ধ হয়, তাহাতে গ্রীকেরা পুরোবর্ত্তী প্রতিপক্ষের উপরে জয়লাভ করিল বটে, কিন্তু খসরু নিজে যুদ্ধক্ষেত্রে সহোদরকে দেখিয়া ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়া তাঁহাকে বধ করিতে যাইয়া প্রাণ হারাইলেন, সুতরাং গ্রীকদিগের পরাক্রম ব্যর্থ হইল। ইহার কয়েকদিন পরে পারস্যের অন্যতম প্রধান পুরুষ ক্ষত্রপ টিসাফার্নীস পাঁচ জন গ্রীক সেনাপতিকে সন্ধির ছলনায় শিবিরে নিমন্ত্রণ করিয়া লইয়া যাইয়া সহগামী অধস্তন কর্ম্মচারী ও রক্ষিবর্গসহ সকলেরই বিনাশ সাধন করেন; এবং ইহাতে শত্রুপরিবেষ্টিত কাণ্ডারীবিহীন গ্রীক সেনা নিতান্ত ভীত ও বিপন্ন হইয়া পড়ে। এই সময়ে জেনফোন স্বদেশবাসীদিগের উদ্ধার-কল্পে অগ্রসর হইয়া তাহাদিগকে আশা ও উৎসাহের বাণী শুনাইয়া

উদ্দীপিত করিয়া অন্যতম সেনাপতি মনোনীত হন, এবং "দশ সহস্রের প্রত্যাবর্ত্তন"-কালে অসাধারণ সাহস, দক্ষতা ও প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব প্রভৃতি গুণে প্রভূত খ্যাতি অর্জ্জন করেন। ইহাই তাঁহার জীবনের সর্ব্বপ্রধান কীর্ত্তি। তিনি "অধিরোহণ" (Anabasis) নামক গ্রন্থে এই অভিযান ও প্রত্যাবর্ত্তনের সরল ও সুপাঠ্য বিবরণ লিখিয়া গিয়াছেন। পুস্তকখানির ঐতিহাসিক মূল্য অসামান্য।

জেনফোন স্পার্টা ও স্পার্টার রাজা আগেসিলাউসের একান্ত ভক্ত ছিলেন। তিনি ৩৯৪ সনে উক্ত রাজার অধীনে করোনাইয়ার সংগ্রামে আথেন্স ও থীব্‌সের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন। এই অপরাধে জেনফোন স্বপুরী হইতে নির্ব্বাসিত হন, এবং স্পার্টার কৃপায় অলুম্পিয়ার অদূরে স্কিল্লস নামক গ্রামে কিঞ্চিৎ ভূসম্পত্তি পাইয়া তথায় দেবী আর্টেমিসের মন্দির ও স্থায়ী বাসগৃহ নির্ম্মাণ করিয়া স্ত্রীপুত্রসহ ধর্ম্মনিষ্ঠ, শ্রান্তিপ্রিয়, মৃগয়ারত গৃহস্থ ও অনুরাগী সাহিত্যসেবীরূপে দীর্ঘ কাল যাপন করেন। ৩৭১ সনে লেয়ুক্‌ট্রার যুদ্ধে স্পার্টানেরা থীব্‌সের শ্রুতকীর্ত্তি অধিনায়ক এপামাইনণ্ডাসের হস্তে হতবীর্য্য হইলে জেনফোন তাহার ফলে স্কিল্লস হইতে তাড়িত হইয়া কিছুদিন করিন্থের আশ্রয় লইয়াছিলেন। ৩৬২ সনে স্পার্টা ও আথেন্স পুনশ্চ মান্টিনাইয়ার যুদ্ধে এপামাইনণ্ডাসের নিকটে পরাজিত হয়; এই যুদ্ধে জেনফোনের জ্যেষ্ঠপুত্র গ্রুল্লস শ্লাঘ্য বীর্য্য প্রদর্শনপূর্ব্বক প্রাণবিসর্জ্জন করেন। বোধ করি ইহারই পুরস্কারস্বরূপ আথীনীয়েরা জেনফোনকে নির্ব্বাসনদণ্ড হইতে অব্যাহতি দেয়। আনুমানিক ৩৫৪ সনে তাঁহার মৃত্যু হয়।

জেনফোন বিচিত্র, বহুমুখী মনস্বিতা লইয়া আবির্ভূত হইয়াছিলেন। গ্রীক লেখকগণের মধ্যে একা তাঁহারই সমুদায় গ্রন্থ বিদ্যমান আছে। এগুলি পাঠ করিলে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয়, যে ইঁহার চরিত্র উদার ও বীরত্বপূর্ণ, মনোভাব উন্নত ও পবিত্র, এবং রুচি বিশুদ্ধ ছিল। কিন্তু তিনি যে দার্শনিক প্রতিভার অধিকারী ছিলেন না, এবং গুরুকে সকল সময়ে যথাযথ বুঝিতে পারেন নাই, তাহা আমরা অন্যত্র বলিয়াছি। ইনি সোক্রাটীসের শিক্ষার তাত্ত্বিক দিক্ ছাড়িয়া ব্যবহারিক দিকেই অধিক

জোর দিয়াছেন। প্রশ্নোত্তরমূলক বিচারপ্রণালী, ব্যাপ্তিগ্রহ, আত্মজ্ঞান, ধর্ম্মনিষ্ঠা, সংযম, বিদ্যাচর্চ্চা, অর্থের সদ্ব্যবহার—জেনফোনের গ্রন্থগুলিতে এ সমুদায় বিষয়েই সোক্রাটীসের মতামতের আভাস পাওয়া যায়, কিন্তু সে আভাস সর্ব্বত্র সুস্পষ্ট ও নির্ভরযোগ্য নহে। বিশেষতঃ প্রশ্নোত্তর-মূলক বিচারপ্রণালীটী তাঁহার হস্তে বড়ই নির্জ্জীব ও নিষ্প্রভ হইয়া পড়িয়াছে। সোক্রাটীসের ন্যায় জেনফোনও ইন্দ্রিয়পরায়ণতা ও পশ্বাচারের ঘোর নিন্দা করিয়াছেন; এবং বলিতেছেন, যে নারীজাতি সমাজে আপনার মর্য্যাদার অনুরূপ পদ গ্রহণ করিবেন; তাঁহাদিগের শিক্ষার জন্য সমুচিত ব্যবস্থা থাকিবে; এবং স্বামীস্ত্রী স্ব স্ব বিভিন্ন শক্তি ও কর্ম্ম দ্বারা প্রকৃতই পরস্পরের সহচর ও সহচরী হইবেন। তিনি মানুষকে শ্রমে উৎসাহ দিয়াছেন, এবং নানাস্থলে সুন্দর ও সুখী জীবনের আদর্শ চিত্রিত করিয়াছেন। দেবগণের জ্ঞান ও সর্ব্বশক্তিমত্তা, মানবজাতির প্রতি তাঁহাদিগের যত্ন ও করুণা, এবং ধর্ম্মের পুরস্কার ইত্যাদি বিষয়ে তাঁহার উক্তি আবেগময়ী; কিন্তু দেশকালপ্রচলিত বলি ও ভবিষ্যদ্‌গণনায় তাঁহার অটল আস্থা ছিল। জেনফোন মহত্তর পারলৌকিক জীবনে বিশ্বাস করিতেন, কিন্তু তদ্বিষয়ে নিঃসংশয় দৃঢ় প্রত্যয়ে উপনীত হইতে পারেন নাই। তাঁহার মতে আত্মা অদৃশ্য ও অমর; যাহারা নিরপরাধীর প্রাণ হরণ করে, তাহাদিগের প্রায়শ্চিত্ত অনিবার্য্য; উপরতগণের প্রতি শ্রদ্ধার্পণ অবশ্যকর্ত্তব্য।

উদ্ধৃত মতসমূহে সোক্রাটীসের প্রভাব দেদীপ্যমান; কিন্তু গ্রীক দর্শনের ইতিহাস জেনফোন হইতে বলিতে গেলে কিছুই লাভবান্ হয় নাই।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

মেগারার প্রস্থান

এয়ুক্লাইডীস (Eukleides)।

মেগারা-প্রস্থানের প্রতিষ্ঠাতা এয়ুক্লাইডীস (ইংরেজী ইয়ুক্লীড)। ইহাঁর জন্ম ও মৃত্যুর তারিখ অনিশ্চিত। ইনি সোক্রাটীসের একজন

বিশ্বস্ত বন্ধু ও ভক্ত ছিলেন, এবং জন্মস্থান মেগারা হইতে প্রায়শঃ তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিতেন। এয়ুক্লাইডীস সোক্রাটীসের অন্তিম-কালে তাঁহার নিকটে উপস্থিত ছিলেন; গুরুর তিরোভাবের পরে প্লেটো-প্রমুখ শিষ্যগণ ইঁহার সহিত দীর্ঘ কাল বাস করেন। ইঁনি এলেয়ার প্রস্থানেও পারদর্শী ছিলেন; সোক্রাটীসের মতসমূহের সহিত উহাকে যুক্ত করিয়া তিনি দর্শনের যে শাখা প্রবর্ত্তিত করেন, খৃষ্টীয় তৃতীয় শতাব্দী পর্য্যন্ত তাহা প্রচলিত ছিল। নিম্নে উহার সারতত্ত্ব প্রদত্ত হইতেছে।

(১) সত্তা ও ভবন।

সোক্রাটীস সামান্যের জ্ঞান চাহিতেন। এলেয়া-প্রস্থানে ইন্দ্রিয়ের অনুভূতিপ্রসূত জ্ঞান এবং বিচারবুদ্ধিপ্রসূত জ্ঞান, এই দুইয়ের ভেদ অঙ্গীকৃত হইয়াছে। এয়ুক্লাইডীস সোক্রাটীসের জিজ্ঞাসার সহিত এলেয়া-প্রস্থানের এই ভেদকেও গ্রহণ করিয়াছেন। তিনি উক্ত দ্বিবিধ জ্ঞানের পার্থক্য মানিয়া লইয়া এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন, যে, যাহা পরিবর্ত্তনশীল, এবং এক অবস্থা হইতে অন্য অবস্থায় সম্ভূত হইয়া থাকে, ইন্দ্রিয়গণ আমাদিগকে তাহারই জ্ঞান প্রদান করে; পক্ষান্তরে যাহা অপরিবর্ত্তনীয় ও বাস্তবসত্তার অধিকারী, আমরা শুধু মনন দ্বারা তাহার জ্ঞান লাভ করি। সোক্রাটীস সামান্যের জ্ঞান-উপার্জ্জনকেই মননের লক্ষ্য বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন; তাঁহার মতে পদার্থের যে-অংশ অপরিবর্ত্তনীয়, সামান্য তাহারই পরিচয় দেয়। এয়ুক্লাইডীস বলিতেছেন, জড়পদার্থের প্রকৃত সত্তা নাই; প্রকৃত সত্তা কেবল অজড় জাতি ও শ্রেণী (species) সম্বন্ধেই প্রযোজ্য। এই পর্য্যন্ত প্লেটোর সহিত তাঁহার ঐক্য আছে। কিন্তু প্লেটোর মতে জাতি ও শ্রেণী জীবন্ত অধ্যাত্ম শক্তি; এয়ুক্লাইডীস পার্মেনিডীসের মতে মত দিয়া সত্তার সর্ব্বপ্রকার গতি অস্বীকার করিয়াছেন। তিনি বলেন, সত্তাতে (বা সৎপদার্থে) ক্রিয়া, প্রবৃত্তি কিংবা গতি, কিছুই আরোপ করা যায় না।

(২) শিব।

সোক্রাটীস বলিতেছেন, ধর্ম্ম এক; এবং ধর্ম্ম ও শিব অভিন্ন; পার্মেনিডীস বলিতেছেন, সৎপদার্থ এক। এয়ুক্লাইডীস এই দুইটাকে মিলিত করিয়া প্রচার করিয়াছেন, শিবই সেই এক সৎপদার্থ। সোক্রাটীস বলিয়াছেন, শিবই জ্ঞানের চরম লক্ষ্য। এয়ুক্লাইডীস এস্থলে তাঁহার সহিত একমত। পার্মেনিডীস 'সৎ' পদার্থে যে-সকল গুণ আরোপ করিয়াছেন, তাঁহার মতে শিবে সে সকলই বর্ত্তমান। সত্য শিব এক, অপরিবর্ত্তনীয়, নিত্য, সদৈকরূপ; আমরা শুধু বিভিন্ন নামে ইঁহাকে বুঝিতে ও ধারণা করিতে প্রয়াস পাই। ঈশ্বর, বুদ্ধি, জ্ঞান—আমরা যে-শব্দই ব্যবহার করি না কেন, এক পরম শিবই আমাদিগের অভিপ্রেত, এই জন্যই—সোক্রাটীসও এই শিক্ষাই দিয়াছেন—পরম শিবের জ্ঞানলাভই আমাদিগের নৈতিক জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য; উহার অন্য উদ্দেশ্য নাই; অপিচ আমরা যখন বিভিন্নগুণের নাম করি, তখন স্মরণ রাখিতে হইবে, যে এগুলি একই গুণের ভিন্ন ভিন্ন নাম।

কিন্তু পরম শিবের সহিত অন্যান্য পদার্থের সম্বন্ধ কি? যখন পরম শিবই একমাত্র সত্য বলিয়া গৃহীত হইলেন, তখন কি অপর সমুদায় পদার্থের অস্তিত্ব অস্বীকার করিতে হইবে? এয়ুক্লাইডীস এই প্রশ্নের স্পষ্ট উত্তর দেন নাই।

বিতণ্ডা।

এয়ুক্লাইডীস স্বীয় সম্প্রদায়ে একপ্রকার বিচারপ্রণালী প্রবর্ত্তিত করেন, তাহা ন্যায়দর্শনের বিতণ্ডার অনুরূপ। "নিজের কোনও পক্ষ নির্দ্দেশ না করিয়া কেবল পরপক্ষ খণ্ডনের উদ্দেশে বিজিগীষু যে কথার প্রবর্ত্তনা করে, তাহার নাম বিতণ্ডা"। (ফেলোশিপের লেক্চর, ১ম বর্ষ, ১৬০ পৃষ্ঠা)। এই প্রণালী অনুসারে তার্কিকেরা প্রমাণ করিয়াছেন, যে, জড়ের অস্তিত্ব নাই, যেহেতু উহা বিভাজ্য ও পরিবর্ত্তনাধীন। সোক্রাটীস, বস্তুতত্ত্ব অবধারণের জন্য আবশ্যক হইলে উপমানের সাহায্য লইতেন। "প্রসিদ্ধ পদার্থের সাদৃশ্য দ্বারা অপ্রসিদ্ধ পদার্থের সাধন বা প্রজ্ঞাপনের

নাম উপমান।" (ঐ, ১৫০ পৃষ্ঠা)। এয়ুক্লাইডীস উপমানের সার্থকতা অস্বীকার করিয়াছেন। বিচারপ্রণালী হইতেই মেগারার প্রস্থান "বৈতণ্ডিক" (Eristic), এই নামান্তর প্রাপ্ত হইয়াছে। মেগারা-প্রস্থানের পণ্ডিতেরা অন্য সম্প্রদায়ের দোষত্রুটি ধরিতে অত্যন্ত পটু ছিলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

ঈলিস-এরেট্রিয়ার প্রস্থান

ফাইডোন (Phaedon)।

সোক্রাটীসের প্রিয় শিষ্য, ঈলিস-বাসী ফাইডোন ঈলিস-এরেট্রিয়া প্রস্থানের প্রবর্ত্তক। কোন কোনও ঐতিহাসিক বলেন, ইনি সম্ভ্রান্তবংশের সন্তান হইলেও দৈব দুর্ব্বিপাকে বন্দীদশায় আথেন্সে নীত হইয়া অতি হীন দাস্য কর্ম্মে নিয়োজিত হইয়াছিলেন; পরিশেষে সোক্রাটীসের অনুরোধে তাঁহার এক সুহৃৎ ফাইডোনকে দাসত্ব হইতে উদ্ধার করেন। গুরুর দেহত্যাগের পরে ইনি ঈলিসনগরে একদল শিষ্য দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া দর্শনচর্চ্চায় মনোনিবেশ করেন; তাঁহার সম্প্রদায় উক্ত নগরের নামে অভিহিত হইত। কয়েক বৎসর পরে তাঁহার দুই অনুবর্ত্তী বিদ্যালয়টী এরেট্রিয়াতে লইয়া যান; এই জন্যই ফাইডোন-প্রতিষ্ঠিত প্রস্থানের পূর্ণ নাম ঈলিস-এরেট্রিয়ার প্রস্থান। ইহা দীর্ঘকাল বাঁচিয়া থাকিতে পারে নাই।

ফাইডোনের মত সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানিবার উপায় নাই। প্রাচীন কালের এক পণ্ডিত ইঁহাকে এয়ুক্লাইডীসের ন্যায় বাচাল বলিয়া নিন্দা করিয়াছেন; ইহার অর্থ এই, যে ফাইডোন তর্ক করিতে ভাল বাসিতেন। তিনি ধর্ম্মনীতির আলোচনার অধিকতর পক্ষপাতী ছিলেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

কুক্কুরবৃত্তিক প্রস্থান

আণ্টিস্থেনীস (Antisthenes)।

মেগারা-প্রস্থানের ন্যায় কুক্কুরবৃত্তিক প্রস্থান বা শুনঃসম্প্রদায়ও (the Cynics) সোক্রাটীসের শিক্ষা, এবং এলেয়ার ও সফিষ্টদিগের

মতের মিলন হইতে উদ্ভূত। এয়ুক্লাইডীসের শিষ্য ষ্টিল্‌পোনের দ্বারা ইহাদিগের মিলন সাধিত হয়, এবং জীনোন তাঁহার নিকট হইতে উহা গ্রহণ করিয়া ষ্টোয়িক দর্শনের ভিত্তি স্থাপন করেন। আথেন্সের অধিবাসী আন্টিস্থেনীস কুক্কুরবৃত্তিক প্রস্থানের প্রথম আচার্য্য। ইঁহার জননী থ্রেসদেশীয়া রমণী ছিলেন, সুতরাং ইনি পূরা আথীনীয় ছিলেন না। ইঁহাতে যে মাত্রাজ্ঞানহীনতা ও জাতীয় ধর্ম্মে অশ্রদ্ধা দৃষ্ট হইত, ইহাই কি তাহার কারণ? আন্টিস্থেনীস জীবনের অপরাহ্ণে সোক্রাটীসের সহিত পরিচিত হইলেও, একনিষ্ঠ শিষ্যরূপে তাঁহার প্রতি আমরণ অনুরক্ত ছিলেন, এবং সর্ব্বদা গুরুর সূক্ষ্ম বিচারপ্রণালীর অনুসরণ করিতেন; তবে ইঁহাতে বিতণ্ডা-ও-কুতর্কপ্রিয়তারও অভাব ছিল না। আন্টিস্থেনীস তরুণ বয়সে গর্গিয়াস ও অন্যান্য সফিষ্টের নিকটে শিক্ষা লাভ করেন। তিনি সোক্রাটীসের সংশ্রবে আসিবার পূর্ব্বেই শিক্ষকতাকর্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন; সুতরাং তাঁহার লোকান্তরগমনের পরে তিনি যখন একটী বিদ্যালয় খুলিলেন, তখন স্বীয় পূর্ব্ব ব্যবসায়েই প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। ইনি অনেকগুলি পুস্তক লিখিয়াছিলেন; উহার ভাষা ও রচনা-পারিপাট্য সর্ব্বজন-প্রশংসিত ছিল। আমরা সংক্ষেপে তৎপ্রবর্ত্তিত প্রস্থানের স্থূল স্থূল তত্ত্ব সঙ্কলন করিতেছি।

ক। কুক্কুরবৃত্তিক প্রস্থানের শিক্ষা।

১। তাত্ত্বিক জ্ঞানের প্রতি অবজ্ঞা।

আন্টিস্থেনীস প্রভৃতি কুক্কুরবৃত্তিক প্রস্থানের আচার্য্যগণ বলিয়া থাকেন, যে তাঁহারাই সোক্রাটীসের যথার্থ উত্তরাধিকারী, কেন না, এই দর্শন তাঁহারই শিক্ষার স্বাভাবিক পরিণতি। কিন্তু সোক্রাটীস যে-বহুমুখী প্রতিভাবলে জ্ঞানচর্চ্চায় মানসিক ও নৈতিক উৎকর্ষের মিলন সাধন করিয়াছিলেন, এবং যদ্দ্বারা বিজ্ঞানের পূর্ণতর বিরাট্ ভিত্তি গঠিত হইয়াছিল, আন্টিস্থেনীস তাহাতে বঞ্চিত ছিলেন। তাঁহার বুদ্ধি স্বতঃই কিঞ্চিৎ স্থূল ও সঙ্কীর্ণ, কিন্তু ইচ্ছাশক্তি যৎপরোনাস্তি দৃঢ় ছিল; এজন্য তিনি

সর্ব্বোপরি গুরুর চরিত্রের স্বাধীনতা, ধর্ম্মানুগত্যে অটলতা, জীবনের সকল অবস্থায় অবিচলিত সন্তোষ, এবং অনুত্তর আত্মসংযম দ্বারাই সমধিক আকৃষ্ট ও মুগ্ধ হইয়াছিলেন। সোক্রাটীস প্রধানতঃ নির্মুক্ত সত্যানুসন্ধান দ্বারা এই সকল গুণ লাভ করিয়াছিলেন; উহাই তাঁহাকে সঙ্কীর্ণ দৃষ্টি হইতে রক্ষা করিয়াছিল; কিন্তু আণ্টিস্থেনীস তাহা বুঝিতে পারেন নাই; ইহাও তাঁহার বোধগম্য হয় নাই, যে, সোক্রাটীস যে-সামান্যের জ্ঞানের উপরে এত জোর দিতেন, তাহা শুধু তৎপ্রবর্ত্তিত ধর্ম্মনীতিতেই আবদ্ধ থাকিতে পারে না। যে-সমুদায় জ্ঞান ধর্ম্মনীতির পরিপোষক নহে, তিনি এই জন্যই তাহা অহঙ্কার-ও-সুখপ্রিয়তাপ্রসূত, অতএব অনাবশ্যক, এমন কি অনিষ্টজনক, এই বিশ্বাসে বর্জ্জন করিয়াছিলেন। তিনি বলিতেন, ধর্ম্ম কর্ম্মের ব্যাপার; তাহা কথা ও জ্ঞানের অপেক্ষা করে না। ইহার একটীমাত্র বস্তুর প্রয়োজন আছে; সে বস্তুটী সোক্রাটীসের ন্যায় অজেয় ইচ্ছাশক্তি। এই কারণে তিনি ও তাঁহার অনুবর্ত্তিগণ ন্যায়শাস্ত্র, প্রাকৃতিকবিজ্ঞান, ললিতকলা ইত্যাদি যে-সকল বিদ্যা সাক্ষাৎ সম্বন্ধে মানবের নৈতিক উন্নতি সাধনকেই লক্ষ্য বলিয়া গ্রহণ করে না, তাহা অকিঞ্চিৎকর বিবেচনা করিতেন। তাঁহারা যে জ্ঞানানুশীলনের প্রতি একেবারে উদাসীন ছিলেন, এরূপ বলা যায় না; কিন্তু ধর্ম্মনীতির পুষ্টির জন্য যতটুকু প্রয়োজনীয়, তাঁহারা ন্যায়শাস্ত্র ও বিজ্ঞানের ততটুকুরই আলোচনা করিতেন, তাহার অতিরিক্ত নহে। আণ্টিস্থেনীস ন্যায়শাস্ত্রে একটা নূতন মত প্রচার করেন। সোক্রাটীস বলিতেন, কোনও পদার্থ সম্বন্ধে কিছু বলিবার পূর্ব্বে তাহার স্বরূপ ও সামান্য নির্ণয় করা আবশ্যক; আণ্টিস্থেনীসও তাহাই বলিতেন; কিন্তু তাঁহার মতে আমরা একটী পদার্থকে শুধু তাহার নাম দ্বারা উপলক্ষিত করিতে পারি, তাহার অধিক কিছুই বলিতে পারি না। যথা, আমরা কেবল বলিতে পারি, "মনুষ্য মানবীয়," "ভাল ভাল;" কিন্তু "মনুষ্য ভাল," আমরা এরূপ বলিতে পারি না। এই মত সর্ব্বপ্রকার জ্ঞান ও সিদ্ধান্তের মূলে কুঠারাঘাত করিতেছে; কিন্তু এই কূটতর্কের আলোচনা আমাদিগের সাধ্য ও উদ্দেশ্যের বহির্ভূত।

(২) ধর্ম্মনীতি—শ্রেয়ঃ ও অশ্রেয়ঃ।

কিন্তু তাই বলিয়া শুনঃসম্প্রদায় জ্ঞানচর্চ্চা ত্যাগ করিতে পারে নাই। আণ্টিস্থেনীস নিজে জ্ঞান ও মতের প্রভেদ বুঝাইবার উদ্দেশ্যে চারিখানি পুস্তক লিখিয়াছিলেন। এই সম্প্রদায় বলিতেছে, জ্ঞানের লক্ষ্য ব্যবহারিক; জ্ঞান মানুষকে ধার্ম্মিক, এবং ধর্ম্ম মানুষকে সুখী করিবে, জ্ঞানানুশীলনের ইহাই একমাত্র লক্ষ্য। অন্যান্য দার্শনিকদিগের ন্যায় ইহাও ঘোষণা করিতেছে, যে সুখই মানবের পরম শ্রেয়ঃ; সুখই মানবজীবনের চরম উদ্দেশ্য; কিন্তু ইহার মতে ধর্ম্ম ও সুখ এক ও অভিন্ন। ধর্ম্মভিন্ন কিছুই ভাল বা শ্রেয়ঃ নহে; পাপ ভিন্ন কিছুই মন্দ বা অশ্রেয়ঃ নহে; যাহা ধর্ম্মও নয়, অধর্ম্মও নয়, তাহা ভালও নহে, মন্দও নহে, তাহা উপেক্ষণীয়। প্রত্যেক পদার্থের পক্ষে যাহা তাহার নিজস্ব, শুধু তাহাই ভাল। মনই মনুষ্যের নিজস্ব; আর সকলই অবান্তর ও অবস্থাসাপেক্ষ। মানুষ শুধু মানসিক ও নৈতিক শক্তিসমূহের গুণেই স্বাধীন। বুদ্ধি ও ধর্ম্ম মানুষের অভেদ্য বর্ম্ম; দৈবের আঘাত পরাঙ্মুখ হইয়া উহা হইতে প্রত্যাবৃত্ত হয়। যে-ব্যক্তি কোনও বাহিরের বন্ধনে আবদ্ধ নহে, এবং যাহার অন্তরে কোনও বাহিরের বিষয়ের অণুপরিমাণ বাসনা নাই, একাকী সেই স্বাধীন।

সুতরাং সুখী হইবার জন্য মানুষের ধর্ম্ম ব্যতীত আর কিছুরই প্রয়োজন নাই। সে শুধু ধর্ম্মে সন্তুষ্ট থাকিবার অভিপ্রায়ে আর সকলই তুচ্ছজ্ঞান করিতে পারে। কেন না, ধর্ম্মছাড়া ধনের সার্থকতা কি? ধর্ম্মহীন ধন যত অনর্থের মূল। ধন ও ধর্ম্ম কদাপি একত্র বাস করিতে পারে না; অতএব কুক্কুরবৃত্তিকের পক্ষে ভিক্ষুকের জীবনই জ্ঞানলাভের সরল পথ। মান, অপমান, নিন্দা, প্রশংসা কি? না মূর্খের বচনাবলি, বুদ্ধিমান্ ব্যক্তির ভাবনার অযোগ্য। মানবসমাজে সম্মান একটা অশুভ; লোকের অবজ্ঞাই শ্রেয়স্কর; যেহেতু তাহা বৃথা কর্ম্মচেষ্টা হইতে আমাদিগকে নিবৃত্ত রাখে। যে গৌরব চায় না, সেই গৌরব পায়। মৃত্যু কি? নিশ্চয়ই অমঙ্গল নহে; কারণ যাহা মন্দ, শুধু তাহাই অমঙ্গল হইতে পারে। আমরা মৃত্যুকে অমঙ্গল বলিয়া উপলব্ধি

করি না, কেন না, মরিলে আমাদিগের কোনও উপলব্ধিই থাকে না। সুতরাং এগুলি কেবল মিথ্যা কল্পনা। মনকে এসমুদায় হইতে মুক্ত রাখাই প্রজ্ঞার লক্ষণ। অধিকাংশ মানুষ যাহার জন্য লালায়িত, সেই ইন্দ্রিয়সুখই সর্ব্বাপেক্ষা অকিঞ্চিৎকর ও অনিষ্টজনক বস্তু। শুনঃ-সম্প্রদায়ের মতে ইন্দ্রিয়সুখ একটা কল্যাণ তো নহেই; উহা সর্ব্বাধিক অকল্যাণ। আন্টিস্থেনীস একদা বলিয়াছিলেন, যে তিনি ইন্দ্রিয়-তৃপ্ত অপেক্ষা বরং উন্মাদ হইতে প্রস্তুত আছেন। মানুষ যখন সুখের লালসায় আত্মহারা হইয়া পড়ে, তখন যে-কোনও কঠোর উপায়ে তাহা নির্ম্মূল করা কর্ত্তব্য। পক্ষান্তরে অধিকাংশ মানুষ যাহা ভয় করে, সেই শ্রম ও প্রচেষ্টাই কল্যাণকর, কেন না, শুধু তদ্দ্বারাই লোকে স্বাধীনতার আস্বাদন করিতে সমর্থ হয়। হীরাক্লীস এই জন্য উক্ত সম্প্রদায়ের আদর্শ পুরুষ ও রক্ষা-দেবতা।

আন্টিস্থেনীস সুখের সংজ্ঞা কিঞ্চিৎ রূপান্তরিত করিয়া স্বীকার করিয়াছিলেন, যে শ্রম-ও-প্রচেষ্টা-জনিত তৃপ্তি শ্রেয়ঃ ও বৈধ বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে। তিনিও সোক্রাটীসের কথায় বলিয়াছেন, যে তাঁহার বৈরাগ্য, সংযম ও কৃচ্ছ্রসাধনের জীবন প্রাকৃতজনের ভোগনিমগ্ন জীবন অপেক্ষা মহত্তর ও গভীরতর সুখে পরিপূর্ণ, যেহেতু ত্যাগ ও নিবৃত্তি তাঁহাকে সম্ভোগ্য বস্তুর প্রকৃত রসাস্বাদনে সক্ষম করিয়াছে। জেনফোন "পানপর্ব্বে" আন্টিস্থেনীসের একটী ক্ষুদ্র বক্তৃতা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। তাহাতে দেখিতে পাই, তিনি এই বলিয়া গর্ব্ব করিতেছেন, যে, ঘোর দারিদ্র্যের মধ্যে বাস করিলেও তাঁহার মত ধনী কেহই নাই, কারণ, তাঁহার কখনও খাদ্য, পানীয় ও বস্ত্রের অভাব ঘটে না; গৃহসামগ্রী তাঁহার এত অধিক, যে তিনি কোন্‌টী ব্যবহার করিবেন, তাহাই খুঁজিয়া পান না। তিনি যতক্ষণ গৃহে থাকেন, ততক্ষণ গৃহের প্রাচীর অঙ্গরক্ষা ও গৃহের ছাদ কোমল কম্বল হইয়া তাঁহার শীত নিবারণ করে। "আমি যখন বিবিধ বহুমূল্য ভোজ্য দ্বারা রসনা পরিতৃপ্ত করিতে চাই, তখন আমি সেগুলি বাজারে ক্রয় করিতে যাই না; (আমার তাহার মূল্য দিবার সাধ্য নাই;) কিন্তু আমার মনের ভাণ্ডারেই সে সমুদায় প্রাপ্ত হই।" "আমার অবসরও যথেষ্ট আছে; সুতরাং যাহা দেখিবার যোগ্য, তাহা

আমি দেখিতে পাই, যাহা শুনিবার যোগ্য, তাহা শুনিতে পাই; বিশেষতঃ আমি ইহাই সর্ব্বাপেক্ষা মূল্যবান্ বিবেচনা করি, যে আমি সোক্রাটীসের সহিত নিরুপদ্রবে সারাদিন যাপন করিতে পারি। যাহাদিগের অগাধ অর্থবিত্ত আছে, তিনি তাহাদিগের দিকে মুগ্ধনেত্রে চাহিয়া থাকেন না; কিন্তু যাহাদিগের সঙ্গ তাঁহাকে আনন্দ প্রদান করে, তাহাদিগের সহিত আলাপ করাকেই তিনি জীবনের ব্রত বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন।" (Symp. IV. 34—44)।

আন্টিস্থেনীস উপর্য্যুক্ত কারণে স্থির সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন, যে ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম, পাপ ও পুণ্য ভিন্ন আর সকলই আমাদিগের পক্ষে নিষ্প্রয়োজন, সুতরাং সে সমুদায়ের প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করাই কর্ত্তব্য। যাহারা দারিদ্র্য ও ঐশ্বর্য্য, মান ও অপমান, আরাম ও শ্রান্তি, জীবন ও মৃত্যু— এসকলের অতীত; যাহারা সকল শ্রম ও সকল দশার জন্যই সমান প্রস্তুত; যাহারা কিছুকেই ভয় করে না, কিছুর জন্যই উদ্বিগ্ন হয় না, শুধু তাহারাই দৈবের সম্মুখে অক্ষতদেহ থাকিতে পারে, সুতরাং কেবল তাহারাই সুখ ও স্বাধীনতার অধিকারী হইতে সমর্থ হয়।

ধর্ম্ম (aretē)।

উপরে যাহা বলা হইল, তাহা অভাবাত্মক; ধর্ম্মের ভাবাত্মক দিক্ কি? এই প্রশ্নের উত্তরে আন্টিস্থেনীস সোক্রাটীসের সহিত একমত হইয়া বলিতেছেন, ধর্ম্মের স্বরূপ প্রজ্ঞা বা বুদ্ধি; এবং জ্ঞানই একমাত্র বস্তু, যাহা জীবনকে মূল্য প্রদান করে। সুতরাং তিনিও গুরুর ন্যায় বলেন, ধর্ম্ম এক ও অবিভাজ্য, এবং উহা শিক্ষাসাধ্য। অপিচ, যে ধার্ম্মিক, সে কদাপি ধর্ম্মচ্যুত হইতে পারে না, কেন না, যাহা একবার পরিজ্ঞাত হইয়াছে, তাহার বিস্মৃতি অসম্ভব। বুদ্ধি বলিতে আন্টিস্থেনীস বুঝিতেন, সম্যক্ ইচ্ছাশক্তি, দৃঢ়তা, আত্মসংযম ও সাধুতা; সোক্রাটীস যে বলিতেন, জ্ঞান ও ধর্ম্ম এক, ইহাতেও সেই ভাবই প্রকাশ পাইতেছে। সুতরাং আন্টিস্থেনীসের মতে ধর্ম্মশিক্ষা বরং নীতির সাধন, উহা জ্ঞানের অনুসন্ধান নহে; এবং ধর্ম্মাভ্যাসই ধর্ম্মশিক্ষার প্রকৃষ্ট পন্থা।

জ্ঞানী ও মূর্খ।

সংসারের অধিকাংশ লোক মূর্খ, জ্ঞানীর সংখ্যা মুষ্টিমেয়। জ্ঞানীর কোনও অভাব নাই। কেন না, জগতের সকল পদার্থই তাঁহার। তিনি সর্ব্বত্র স্বচ্ছন্দে বিহার করেন, এবং আপনাকে সর্ব্বাবস্থার উপযোগী করিয়া গড়িতে পারেন। তিনি দোষরহিত ও প্রেমোদ্দীপক; দৈব তাঁহাকে স্পর্শ করিতে অক্ষম। তিনি দেবপ্রতিম, দেবগণের নিত্যসঙ্গী। তাঁহার সমগ্র জীবন এক মহোৎসব; তিনি দেবকুলের সখা, সুতরাং, তাঁহারা তাঁহাকে যাবতীয় কাম্যবস্তু বিধান করেন। প্রাকৃতজনের অবস্থা ইহার বিপরীত; তাহাদিগের মন পঙ্গু; তাহারা কামনার দাস, উন্মত্ততা হইতে কেশমাত্র ব্যবধানে অবস্থিত। দুঃখ ও নির্ব্বুদ্ধিতা মর্ত্ত্য মানবের সাধারণ নিয়তি। তুমি যদি একজন খাঁটি মানুষ দেখিতে চাও, তবে তোমাকে প্রকাশ্য দিবালোকে প্রদীপ লইয়া অন্বেষণে বহির্গত হইতে হইবে।

খ। কুক্কুরবৃত্তিক প্রস্থানের শিক্ষার ফল।

আণ্টিস্থেনীস ও তাঁহার শিষ্যগণ পূর্ব্ববর্ণিত মতানুসারে জীবনে এই ব্রত গ্রহণ করিয়াছিলেন, যে তাঁহারা পবিত্র নীতি, নিঃস্পৃহতা ও সংযম এবং জ্ঞানিজনোচিত স্বাধীনতার দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিবেন, এবং অপরকেও স্বীয় হিতকর প্রভাবের দ্বারা বল প্রদান করিয়া তুলিয়া ধরিবেন। তাঁহারা অসামান্য আত্মত্যাগসহকারে আপনাদিগকে এই ব্রতসাধনে নিয়োজিত করিয়াছিলেন; কিন্তু তাঁহারা সংযম ও ত্যাগের মাহাত্ম্য ঘোষণা করিতে যাইয়া এত বাড়াবাড়ি করিতেন, এমন অসঙ্গত আচরণে লিপ্ত হইতেন, এমনতর ভব্যতা ও শ্লীলতার সীমা অতিক্রম করিয়া যাইতেন, এমন নির্লজ্জতার পরিচয় দিতেন, এপ্রকার দুঃসহ আত্মম্ভরিতা এবং শূন্যগর্ভ গর্ব্বে স্ফীত হইয়া উঠিতেন, যে তাঁহারা শ্রদ্ধার যোগ্য, না কৃপার পাত্র, তাঁহাদিগের মনের বল দেখিয়া তাঁহাদিগকে আমরা প্রশংসা করিব, না অতিকেন্দ্রিকতার জন্য উপহাস করিব, তাহা বলা কঠিন;

(১) ত্যাগ ও বৈরাগ্য।

আমরা যে-দোষগুলির উল্লেখ করিলাম, সে সকলেরই মূল এক। শুনঃসম্প্রদায়ের প্রধান তত্ত্ব এই, যে, ধর্ম্ম স্বয়ংতৃপ্ত, স্বপ্রতিষ্ঠ। তাহারা স্থূলভাবে এই তত্ত্বটীর শুধু একটা দিক্ ধরিয়াছিল, কাজেই ইন্দ্রিয়সুখ ও বিষয়বাসনার অতীত হইলে আত্মা যে-স্বাধীনতার আস্বাদন পায়, তাহাতে সন্তুষ্ট থাকিতে পারে নাই। তাহারা ভাবিত, যে-বস্তুগুলি না হইলে কিছুতেই চলে না, শুধু তাহারাই অভাব পূরণ করিতে হইবে; বাহ্য বিষয়ের অনুভূতিজনিত সুখদুঃখবোধকে নির্ম্মূল করিতে হইবে; যাহা আমাদিগের সাধ্যের আয়ত্ত নহে, তৎপ্রতি উপেক্ষা পোষণ করিতে হইবে; এই ত্রিবিধ উপায়ে সকল সুখ সম্পূর্ণরূপে পরিহার না করিলে তাহাদিগের জীবনের লক্ষ্য কদাপি সংসিদ্ধ হইবে না। সোক্রাটীস শিক্ষা দিতেন, "অভাবের অতীত হও; দেবগণের কোনও অভাব নাই; যে মানুষের অভাব অত্যল্প, সেই যথাসম্ভব দেবগণের অনুরূপ।" কিন্তু তিনি এই নীতিবাক্যের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হইয়াও পুত্রকলত্রযুক্ত গৃহী ছিলেন, সংসারত্যাগী সন্ন্যাসী ছিলেন না। আণ্টিস্থেনীস ও তাঁহার শিষ্যগণ ইহাকে রূপান্তরিত করিয়া এই মন্ত্র গ্রহণ করিলেন, "সংসার বর্জ্জন কর।" তাঁহাদিগের নিজেদের গৃহ ছিল না; তাঁহারা "ভোজনং যত্র তত্র চ শয়নং হট্টমন্দিরে," এই বচন অনুসারে পথে পথে কিংবা প্রকাশ্যস্থানে দিবা যাপন করিতেন, এবং রজনীতে "চংক্রমণশালায়" বা যদৃচ্ছা অন্যত্র নিদ্রা যাইতেন। ইঁহাদিগের শয্যা বা আসবাবের প্রয়োজন হইত না। ইঁহারা সোক্রাটীসের ন্যায় একবস্ত্র পরিধান করিতেন; কেহ কেহ অগ্নির ব্যবহার ত্যাগ করিয়া আমমাংস ভোজন করিতেও সঙ্কোচ বোধ করেন নাই। দীর্ঘ ও রুক্ষ কেশ ও শ্মশ্রু, ভিক্ষার ঝুলি, মলিন-স্থূল বস্ত্র এবং দণ্ড ইঁহাদিগের সাধারণ চিহ্ন ছিল।

(২) সামাজিক জীবন বর্জ্জন।

পারিবারিক জীবন।

কুক্কুরবৃত্তিক সম্প্রদায়ের মত এই, যে, মানুষ যদি স্বাধীন হইতে চাহে, তবে তাহাকে যাবতীয় সামাজিক সম্পর্ক বর্জ্জন করিতে হইবে।

আণ্টিস্থেনীস বিবাহের বিরোধী ছিলেন না, কেন না, তিনি মনে করিতেন, লোকরক্ষার জন্য উহার প্রয়োজন আছে। কিন্তু তাঁহার অনুবর্ত্তীরা বিবাহবন্ধনের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করিতেন না; অথচ তাঁহারা গ্রীক জাতির চিরন্তন প্রকৃতি অনুসারে একনিষ্ঠ ব্রহ্মচর্য্যেও আস্থাহীন ছিলেন। তাঁহারা পারিবারিক জীবন উপেক্ষণীয় বলিয়া প্রচার করিতেন; কিন্তু ইহা সকলের জীবনে সুফল প্রসব করে নাই।

রাষ্ট্রীয় জীবন।

ইঁহারা পারিবারিক জীবনের ন্যায় রাষ্ট্রীয় জীবনও উপেক্ষণীয় জ্ঞান করিতেন। জ্ঞানীর দৃষ্টিতে স্বাধীনতা ও দাসত্বে কোনও প্রভেদ নাই। যে ভীরু, সেই দাস, অতএব যে-ব্যক্তি প্রকৃতই স্বাধীন, সে কখনও দাস হইতে পারে না, এবং যে-ব্যক্তি দাস, তাহার পক্ষে স্বাধীন হওয়া অসম্ভব। চিকিৎসক যেমন রোগীর প্রভু, তেমনি জ্ঞানী দাস বলিয়া আখ্যাত হইলেও অপরের প্রভু। ইহাতে কেহ ভাবিবেন না, যে শুনঃসম্প্রদায় দাসত্ব-প্রথার সমর্থন করিত; না, গ্রীক জাতির মধ্যে ইহারাই সর্ব্বাগ্রে ঘোষণা করে, যে দাসত্বপ্রথা প্রকৃতির নিয়মবিরুদ্ধ। তাহারা মানুষে মানুষে এক ধর্ম্ম ও অধর্ম্মের পার্থক্য ছাড়া অন্য পার্থক্য মানিত না; সুতরাং দাসত্ব-প্রথার প্রতিবাদ ইহারই ফল। এই সম্প্রদায়ের জ্ঞানী পুরুষ রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে নির্লিপ্ত থাকেন, কারণ, এমন কোন্ শাসন-ব্যবস্থা আছে, যাহা তাঁহার সকল প্রয়োজন পূর্ণ করিতে পারে? বসুধা যাহাদিগের কুটুম্বক, যাহারা আপনাদিগকে বসুন্ধরার পুরবাসী বলিয়া বিবেচনা করে, কোন্ দেশ এমন বিশাল, যাহা তাহাদিগের স্বদেশরূপে গৃহীত হইবার উপযুক্ত? এই জন্যই আণ্টিস্থেনীস প্রভৃতি রাষ্ট্র ও বিধির সাময়িক সার্থকতা স্বীকার করিলেও রাষ্ট্রীয় কর্ম্ম হইতে দূরে থাকিতেন। সমগ্র মানবজাতি একত্র সংঘবদ্ধ হইয়া বাস করিবে, ইহাই তাঁহাদিগের আদর্শ ছিল। তাঁহারা জীবনের নিত্যপ্রয়োজনীয় বস্তুর সংখ্যা যথাসম্ভব হ্রাস করিয়া দিলেন; অনর্থের মূল অর্থব্যবহার পরিহার করিলেন; বিবাহ ও পারিবারিক জীবনের প্রতি বিমুখ হইলেন; এ সকলেরই লক্ষ্য তাঁহারা আদিম

স্বভাবের অবস্থায় অনাড়ম্বর, সরল জীবনে প্রত্যাবর্ত্তন করিবেন। সামাজিক ও জাতীয় জীবনের সমুদায় বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া প্রত্যেক ব্যক্তি পূর্ণ স্বাধীনতা সম্ভোগ করিবে, ইহাই কুক্কুরবৃত্তিক প্রস্থানের মুখ্য উদ্দেশ্য।

এই ভাব দ্বারা প্রণোদিত হইয়া উহার অনুবর্ত্তিগণ যেরূপে ব্রীড়া ও শিষ্টাচারকে পদদলিত করিয়া চলিতেন, তাহা এস্থলে বর্ণনা করিবার যোগ্য নহে।

(৩) দেশপ্রচলিত ধর্ম্মে অশ্রদ্ধা।

সোক্রাটীস দেশপ্রচলিত ধর্ম্মে আস্থাবান্ ছিলেন। আন্টিস্থেনীস ও তাঁহার মতাবলম্বী ব্যক্তিগণ এবিষয়ে গুরুর পশ্চাদনুসরণ করেন নাই। তাঁহারা লৌকিক ধর্ম্মের বিরোধী ছিলেন, এবং কথায় ও কাজে তৎপ্রতি অশ্রদ্ধা প্রদর্শন করিতে সঙ্কুচিত হইতেন না। ধর্ম্মবিষয়ে তাঁহারা স্বাধীন চিন্তার সমাদর করিতেন। তাঁহারা মানবরূপী বহুদেবতার অস্তিত্বে বিশ্বাস করিতেন না; তাঁহাদিগের মতে ঈশ্বর এক এবং নয়নের অগোচর; কোনও প্রতিমূর্ত্তি বা রূপক তাঁহাকে প্রকাশ করিতে পারে না। ফলতঃ কুক্কুরবৃত্তিক সন্ন্যাসীরাই গ্রীক জগতে একেশ্বরবাদের নির্ভীক ও স্পষ্টবাদী প্রথম প্রচারক। ইঁহারা বলেন, ধর্ম্মই ঈশ্বরের প্রীতিসম্পাদন করিবার একমাত্র পথ; আর সকলই অন্ধ সংস্কার। মানুষ প্রজ্ঞা ও সাধুতার সাহায্যেই দেবগণের সেবক ও সখা হইতে পারে; লোকে তাঁহাদিগের অনুগ্রহ লাভের আশায় যাহা করিতেছে, তাহা তুচ্ছ ও নিরর্থক। জ্ঞানী পুরুষ ধর্ম্মানুগত্য দ্বারা ঈশ্বরের প্রতি ভক্তি প্রকাশ করেন, বলির দ্বারা নহে; কেন না, ঈশ্বরের বলির প্রয়োজন নাই। তিনি জানেন, দেব-মন্দির অন্য স্থান অপেক্ষা অধিকতর পবিত্র নহে। অজ্ঞজন শ্রেয়ঃ জ্ঞান করিয়া যে-সকল বস্তুর জন্য প্রার্থনা করে, তিনি তজ্জন্য প্রার্থনা করেন না; তিনি ধনের জন্য নয়, কিন্তু ধর্ম্মের জন্য প্রার্থনা করিয়া থাকেন।

পুরুষকারপ্রধান কুক্কুরবৃত্তিক প্রস্থানে প্রার্থনার লৌকিক ভাব পরিত্যক্ত হইয়াছে; কেন না, ইহা বলে, মানুষ স্বীয় সাধনবলেই ধর্ম্ম লাভ

করিতে সমর্থ। আন্টিস্থেনীসের শিষ্য ডিয়গেনীস প্রার্থনা, শপথ, মানস, দৈববাণী, ভবিষ্যদ্‌গণনা, প্রবক্তা—সমুদায়ের প্রতি বিদ্রূপবাণ বর্ষণ করিয়াছেন; এবং তাঁহারা উভয়েই গ্রীসের গুপ্তপূজার উপরে এমন খড়্গহস্ত ছিলেন, যে নির্ম্মম ভাষায় উহাকে পরিহাস না করিয়া নিরস্ত থাকিতে পারেন নাই। আন্টিস্থেনীস পৌরাণিক দেবতা মানিতেন না; এ জন্য কাব্য-ও-পুরাণবর্ণিত কাহিনীগুলির রূপক ব্যাখ্যা দিবার উদ্দেশ্যে তিনি বিস্তর সময় ক্ষয় করিয়াছিলেন; এবং তদর্থে হোমারের এক বিপুল ভাষ্যও লিখিত হইয়াছিল। কথিত আছে, একদা এক ব্যক্তি দেবজননী কুবেলীকে বলি উৎসর্গ করিবার মানসে তাঁহার নিকটে অর্থ চাহিয়াছিল; তাহাতে তিনি বলিয়াছিলেন, "দেবগণ নিশ্চয়ই তাঁহাদিগের কর্ত্তব্য অবগত আছেন; তাঁহাদিগের মাতার ভরণপোষণ তাঁহারাই করিবেন।"

গ। কুক্কুরবৃত্তিক প্রস্থানের প্রভাব।

এতক্ষণ যাহা বলা হইল, তাহা হইতে আপনারা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিয়াছেন, কুক্কুরবৃত্তিকগণ ধর্ম্মের স্বয়ংতৃপ্ততা ও স্বপ্রতিষ্ঠতা বলিতে কি বুঝিতেন। জ্ঞানী পুরুষ সম্পূর্ণরূপে ও সর্ব্ববিষয়ে স্বাধীন; তিনি অভাব, কামনা, সংস্কার ও গতানুগতিকতার অতীত। তাঁহারা যে-প্রকার চেষ্টা ও দৃঢ়চিত্ততার সহিত এই লক্ষ্য-সাধনে আপনাদিগকে সমর্পণ করিয়াছিলেন, তাহা অপূর্ব্ব ও বিস্ময়কর। কিন্তু তাঁহারা ব্যক্তিগত জীবনের সীমা লঙ্ঘন করিয়াছিলেন, এবং স্বাভাবিক নীতিসঙ্গত আচরণের নিয়মও মানিয়া চলিতেন না; এজন্য তাঁহাদিগের একনিষ্ঠতা স্বেচ্ছাপ্রিয়তায় এবং দৃঢ়তার মহিমা গর্ব্বে পরিণত হইয়াছিল। আর তাঁহারা যে বস্তুতঃই পূর্ণরূপে স্বাধীন ও সর্ব্বসম্বন্ধনিরপেক্ষ হইতে পারিয়াছিলেন, তাহাও নহে। তাঁহারাও সখ্যাকাঙ্ক্ষায় ধার্ম্মিকজনের সঙ্গ খুঁজিতেন, এবং মনে করিতেন, উপদেশ দিয়া মানব-মণ্ডলীকে উন্নতির পথে লইয়া যাওয়া জ্ঞানী পুরুষের অবশ্যকর্ত্তব্য। ধর্ম্মের পুরস্কার তাঁহারা একাকী সম্ভোগ করিবেন, ইহা তাঁহারা ভাবিতে পারিতেন না; এই জন্যই তাঁহারা জনসমাজে জ্ঞানবিতরণের ব্রত গ্রহণ করিয়াছিলেন, এবং এই জন্যই তাঁহারা

দুর্নীতিপরায়ণ, বিলাসনিমগ্ন গ্রীক জাতির জীবনে প্রাক্তন অটল ধর্ম্মানুগত্য ও আড়ম্বরবিমুখতা আনয়ন করিবার প্রয়াস পাইতেন। কুক্কুরবৃত্তিক জ্ঞানী প্রাকৃতজনের বৈদ্য; তিনি তাহাদিগকে ষড়রিপুর দাসত্ব, এবং গর্ব্ব-ও-অহমিকা-জনিত দুঃখ হইতে আরোগ্য প্রদান করেন। তিনি জানেন, "ব্যাধিতস্যৌষধং পথ্যং নিরুজস্য কিমৌষধৈঃ"—ব্যাধিগ্রস্ত ব্যক্তিরই ঔষধ ও পথ্যের প্রয়োজন আছে, নীরোগের ঔষধের প্রয়োজন কি?—তাই তিনি অবজ্ঞাত, উপেক্ষিত, পদদলিত লোকের নিকটে সুসমাচার লইয়া উপস্থিত হইতেছেন। কুক্কুরবৃত্তিক জ্ঞানিগণ অনেকেই সোক্রাটীসের ন্যায় সত্যের প্রচারক ছিলেন। তাঁহাদিগের এই বিশেষত্বটী স্মরণযোগ্য; প্লেটো বা আরিষ্টটল, জীনোন বা এপিকৌরস, অধিকারী-নির্ব্বিশেষে জ্ঞান বিতরণ করিবার অনুমোদন করিতেন না।

কিন্তু মানবজাতির উন্নতি-সাধন সহজসাধ্য নহে। যে পরিত্রাণাকাঙ্ক্ষী, তাহাকে সত্য তত্ত্ব শুনিতে হইবে, কিন্তু সত্য চিরকাল অপ্রিয়; ঘোরতর শত্রু কিংবা পরম বান্ধব ভিন্ন কেহ অপরকে খাঁটি সত্য কথা বলিতে পারে না। কুক্কুরবৃত্তিকগণ এই বান্ধবের কার্য্যভার গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই কার্য্য সম্পাদন করিতে যাইয়া তাঁহারা অন্যের বিরক্তি ও ক্রোধ উৎপাদন করিতেও শঙ্কা বোধ করিতেন না। তবে তাঁহারা অনেকে বিলক্ষণ রসজ্ঞ ও পরিহাসপটু ছিলেন, এজন্য তাঁহাদিগের উপদেশ স্থলবিশেষে খুব হৃদয়গ্রাহী হইত।

গ্রীক জগতে কুক্কুরবৃত্তিক সম্প্রদায়ের একটা বিশেষ স্থান আছে। ইঁহাদিগের মাত্রাজ্ঞানবিহীন আতিশয্য দেখিয়া লোকে যেমন ইঁহাদিগকে উপহাস করিত, তেমনি আবার ইঁহাদিগের অপূর্ব্ব আত্মত্যাগ দেখিয়া তাহারা মুগ্ধ হইয়া যাইত; ইঁহারা ভিক্ষুক বলিয়া আপামর-সাধারণের অবজ্ঞাভাজন ছিলেন, কিন্তু ইঁহাদিগের কঠোর নীতি-পরায়ণতার জন্য সকলেই ইঁহাদিগকে ভয় করিত; মানবের মূর্খতার প্রতি ইঁহারা অবিমিশ্র ঘৃণা প্রকাশ করিতেন, অথচ তাহাদিগের নৈতিক দুর্গতিজনিত দুঃখ দেখিয়া ইঁহাদিগের হৃদয় করুণায় বিগলিত হইত। ইঁহারা দুর্জ্জয় প্রতিজ্ঞার বল লইয়া সে কালের জনসমাজের বুদ্ধি ও

দুর্নীতির বিরুদ্ধে অভ্যুত্থিত হইয়াছিলেন। ইঁহাদিগের দোষক্রটি অনেক ছিল। ইঁহারা নির্দ্দয়ভাবে অন্যের পাপ ও নির্ব্বুদ্ধিতা আক্রমণ করিতেন; স্বাধীনতা ও আত্মবিসর্জ্জন ইঁহাদিগের জীবনের মূল মন্ত্র ছিল, কিন্তু ইঁহাদিগের প্রচারের ফলে মানুষে মানুষে মিলন দুরূহ হইয়া উঠিত; সমাজ ও রাষ্ট্র হইতে বিচ্ছিন্ন থাকিয়া ইঁহারা গর্ব্ব, আত্মম্ভরিতা ও খামখেয়ালী দ্বারা পরিচালিত হইতেন। গ্রীক দর্শনও ইঁহাদিগের নিকটে বিশেষ কোনও নূতন তত্ত্ব প্রাপ্ত হয় নাই। কিন্তু ইঁহারা ইহসর্ব্বস্ব ও ভোগাসক্ত গ্রীকদিগের সম্মুখে ত্যাগ, রিক্ততা, অকিঞ্চনতা, নিঃস্পৃহতা ও নিঃস্বার্থতার দৃষ্টান্ত দেখাইয়া পাশ্চাত্য জাতিসমূহের প্রভূত কল্যাণ সাধন করিয়া গিয়াছেন। বৌদ্ধ ভিক্ষু ও হিন্দু সন্ন্যাসীর সহিত ইঁহাদিগের নানা বিষয়ে সাদৃশ্য আছে। ভারতের শ্রমণ ও বেদপন্থী পরিব্রাজক, গ্রীসের কুক্কুরবৃত্তিক সম্প্রদায় এবং মধ্যযুগের খৃষ্টীয় সন্ন্যাসীগণের আদর্শ সর্ব্বাংশে এক না হইলেও সংসারের প্রতি বিরাগ-বিষয়ে অভিন্ন। বর্ত্তমান কালে সুসভ্য দেশসমূহে ঐ আদর্শ অনাদৃত হইতেছে; কোন কোনও লেখক ইঁহাদিগকে বিভ্রান্ত ও লক্ষ্যভ্রষ্ট বলিয়া তিরস্কার করিতেও কুণ্ঠিত হন নাই। কিন্তু কোনও দেশে যদি একদিকে ঐহিক সুখের আসক্তি একান্ত প্রবল হইয়া উঠে, তবে অপর দিকে তাহার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদধ্বনি উত্থিত না হইয়াই পারে না; দূষিত বায়ুকে পরিষ্কৃত করিবার জন্য যেমন প্রচণ্ড বাত্যার প্রয়োজন, উন্মার্গগামী সমাজকে সংস্কৃত করিয়া সৎপথে আনয়ন করিবার জন্য ঠিক তেমনি বিষম প্রতিক্রিয়া অত্যাবশ্যক; নচেৎ মানবের উন্নতি ও ধর্ম্মচর্য্যার সম্ভাবনা তিরোহিত হইয়া যায়। কুক্কুরবৃত্তিকগণ যদি ভোগৈশ্বর্য্যলালসা ও ইন্দ্রিয়তৃপ্তির প্রতিবাদ করিতে যাইয়া "সর্ব্বমত্যন্তং গর্হিতম্", এই অপরাধে অপরাধী হইয়াও থাকেন, তথাপি তাঁহারা বৈরাগ্যের সাধকরূপে গ্রীক জাতির অশেষ কৃতজ্ঞতাভাজন। কে একব্যক্তি বলিয়াছেন, কুক্কুরবৃত্তিক প্রস্থান গ্রীসের নির্ধন ইতর জনের দর্শন; যদি তাহাই হয়, তাহাতেই বা নিন্দার বিষয় কি আছে? লোকে ইঁহাদিগকে যতই বিদ্রূপ করুক না কেন, স্বাধীনতার জন্য অতর্পণীয় পিপাসা, মানবজীবনে প্রগাঢ় দুঃখবোধ,

প্রজ্ঞার মহত্ত্ব ও পূর্ণতায় অটল বিশ্বাস এবং কুলক্রমাগত আদর্শের প্রতি অপরিসীম অবজ্ঞা ইঁহাদিগকে যে বৈশিষ্ট্য দিয়া চিহ্নিত করিয়াছে, তাহা কদাপি বিস্মৃত হইবার নহে।

গ্রীক ভাষায় "কুওন" (kuōn) শব্দের অর্থ কুক্কুর। আন্টিস্থেনীস ও তাঁহার অনুবর্ত্তিগণ কুক্কুরের ন্যায় শ্লীলতাবর্জ্জিত অপরিচ্ছন্ন জীবন যাপন করিতেন; অথবা তাঁহারা কুনসার্গেস নামক উপবনে শিক্ষা দিতেন, এই দুইয়ের এক কারণে তাঁহারা "কুনিকস" (kunikos) বলিয়া অভিহিত হইতেন। ইরেজী cynic শব্দটী শেষোক্ত গ্রীক শব্দের বিকৃত রূপ। গ্রীক "কুওন" (kuōn, ষষ্ঠী কুনস্, kunos) ও সংস্কৃত "শ্বন্" (ষষ্ঠী শুনস্) মূলতঃ এক। এজন্য আমরা ব্যুৎপত্তি ধরিয়া kunikos বা cynic কথাটী "শুনঃ-সম্প্রদায়" রূপে অনুবাদ করিয়াছি। পুনশ্চ, মজ্ঝিম নিকায়ের ৫৭ম সূত্রের নাম কুক্কুরবত্তিকসুত্ত; উহাতে "অচেলো সেনিয়ো কুক্কুরবত্তিকো," অর্থাৎ সেনিয় নামক এক নগ্ন কুক্কুরবৃত্তিক সন্ন্যাসীর উল্লেখ আছে। আমাদিগের মতে, গ্রীক ও পালি শব্দ দুইটীর অর্থসাম্য লক্ষ্য করিলে স্পষ্টই উপলব্ধি হইবে, যে আন্টিস্থেনীস-প্রবর্ত্তিত দার্শনিক শাখার অবিকল প্রতিরূপ "কুক্কুরবৃত্তিক প্রস্থান।"

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

কুরীনীর প্রস্থান

আরিষ্টিপ্পস (Aristippos)।

সুখবাদী কুরীনী-প্রস্থানের (the Cyrenaics) প্রবর্ত্তক আরিষ্টিপ্পস উত্তর আফ্রিকার অন্তঃপাতী কুরীনী (Cyrene) নগরের অধিবাসী ছিলেন। কথিত আছে, যে তিনি একদা অলুম্পিয়ার মহোৎসব দেখিতে আসিয়া একব্যক্তির মুখে সোক্রাটীস ও তাঁহার উপদেশের বার্ত্তা শুনিয়া এতদূর মোহিত হইয়াছিলেন, যে তিনি অবিলম্বে আথেন্সে যাইয়া সোক্রাটীসের সহিত পরিচিত না হওয়া পর্য্যন্ত কিছুতেই সুস্থির থাকিতে

পারেন নাই। এই মহাপুরুষের অলৌকিক চরিত্র তাঁহাকে এক অপূর্ব্ব ভাবে আবিষ্ট করিয়াছিল; কিন্তু উভয়ে পার্থক্যও ছিল গুরুতর। আরিষ্টিপ্পস স্বাস্থ্য, সৌন্দর্য্য, সমৃদ্ধি ও পরাক্রমে অতুলনীয়া মনোহারিণী কুরিনী-পুরী হইতে যে বিলাসিতা ও সুখপ্রিয়তা লইয়া আসিয়াছিলেন, তাহা সোক্রাটীসের সংযম ও অল্পায়াসযুক্ততার একেবারে বিপরীত। তৎপরে, তিনি সোক্রাটীসের সংস্রবে আসিবার পূর্ব্বেই জ্ঞান ও চিন্তায় অনেকটা পরিপক্ক হইয়াছিলেন। এজন্য এই প্রতিভাবান্ যুবক গুরুর সহিত বিচারে যথেষ্ট স্বাধীনচিত্ততার পরিচয় দিতেন; তিনি নিজের বিশেষত্ব বিসর্জ্জন দিয়া কখনও তাঁহাকে অন্ধের ন্যায় অনুসরণ করিতেন না। সোক্রাটীসের তিরোভাবের পরে তিনি শিক্ষকতার ব্যবসায় অবলম্বন করেন। তিনি জ্ঞানবিতরণ করিয়া বেতন লইতেন ও সফিষ্ট-দিগের মত দেশ হইতে দেশান্তরে পর্য্যটন করিতেন। বহুকাল নানা স্থান পরিভ্রমণ করিয়া পরিশেষে তিনি স্বীয় জন্মভূমিতে প্রত্যাবর্ত্তন করেন এবং তথায় বিদ্যালয় খুলিয়া শিক্ষাদান করিতে প্রবৃত্ত হন। তাঁহার কন্যা আরেটী (গুণবতী) পিতার দর্শনে এমন ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছিলেন, যে তিনিই পরে আপনার পুত্র কনিষ্ঠ আরিষ্টিপ্পসকে মাতামহের দর্শন শিক্ষা দেন।

ক। কুরীনী-প্রস্থানের শিক্ষা।

(১) মূল মত।

আরিষ্টিপ্পসও আণ্টিস্থেনীসের ন্যায় গুরূপদিষ্ট দর্শনের ব্যবহারিক দিক্ গ্রহণ করিয়াছেন, এবং তিনিও তর্কশাস্ত্র ও প্রাকৃতিকবিজ্ঞানের প্রতি বীতরাগ ছিলেন; তিনি ও তাঁহার অনুবর্ত্তিগণ ধর্ম্মনীতিকেই সর্ব্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় বিদ্যা বলিয়া বিবেচনা করিতেন। তাঁহাদিগের মতে মানবের সুখসাধন দর্শনের উদ্দেশ্য; এবিষয়ে আরিষ্টিপ্পস ও আণ্টিস্থেনীস, উভয়েই একমত। কিন্তু আণ্টিস্থেনীস এক ধর্ম্মকেই সুখ (eudaimonia) বলিয়া জানিতেন, সুতরাং তাঁহার বিবেচনায় ধর্ম্মই জীবনের একমাত্র

লক্ষ্য ; পক্ষান্তরে আরিষ্টিপ্পস বলেন, যে পরম আরামে ও সুখে জীবন যাপন করাই মানবের চরম লক্ষ্য ; যাহা সুখভোগের সহায়, শুধু তাহাই বাঞ্ছনীয় ও কল্যাণকর। ফলতঃ সোক্রাটীসের এই দুই শিষ্য দুই বিপরীত পথে ধাবিত হইয়াছেন।

(২) সুখদুঃখবোধই একমাত্র জ্ঞেয় বস্তু।

আরিষ্টিপ্পস বিশ্বাস করিতেন, পদার্থের প্রকৃত স্বরূপ আমাদিগের জ্ঞানের অগোচর ; উহা আমাদিগের চিত্তে যে ভোগ (pathē) বা ভাবের উদ্রেক করে, আমরা কেবল তাহাই অবগত হইতে সমর্থ ; অতএব বস্তুর জ্ঞান আমাদিগের হৃদ্‌বৃত্তিতে আবদ্ধ। একটী বস্তু আমাদিগকে সুখ দিল, না দুঃখ দিল, তাহা আমরা নিঃসন্দেহেই বলিতে পারি, কিন্তু উহা অপরের পক্ষে সুখ না দুঃখ উৎপন্ন করিল, তাহা আমরা কিছুই জানি না। অতএব অনুভূতিমাত্রেই আপেক্ষিক ও ব্যক্তিগত। এই মতানুসারে কেবল হৃদ্‌বৃত্তি বা সুখদুঃখবোধ দ্বারাই কর্ম্মের অভিপ্রায় ও মূল্য নিরূপিত হইতে পারে। পদার্থসমূহ যখন শুধু আমাদিগের অন্তরের ভাব দ্বারাই আমাদিগের নিকটে পরিজ্ঞাত হইয়া থাকে, তখন কর্ম্মদ্বারা শুধু ভাব বা সুখদুঃখের অনুভূতিই উৎপাদিত হইতে পারে, তদতিরিক্ত আর কিছুই নহে, সুতরাং যাহা ভাব বা হৃদ্‌বৃত্তির পক্ষে একান্ত প্রীতিপ্রদ, তাহাই আমাদিগের নিকটে সর্ব্বোৎকৃষ্ট।

(৩) সুখ ও দুঃখ।

আরিষ্টিপ্পস বলেন, পদার্থনিচয় মানুষের অন্তরে ত্রিবিধ ভাব উৎপাদন করে ; এই ভাব একপ্রকার মানসিক গতি (kinesis) বা চাঞ্চল্য। মৃদু ও কোমল গতি হইতে সুখবোধ, এবং উত্তাল ও প্রচণ্ড গতি হইতে দুঃখবোধ প্রসূত হয় ; অপিচ আমরা যখন সাম্যাবস্থায় থাকি, অর্থাৎ যখন গতি এত দুর্ব্বল, যে উহা অনুভবযোগ্য নহে, তখন আমরা সুখও বোধ করি না দুঃখও বোধ করি না। এই তিন অবস্থার মধ্যে এক সুখবোধই সর্ব্বথা বাঞ্ছনীয়। প্রকৃতি স্বয়ং ইহার সাক্ষী ; কেন না,

সকলেই পরমশ্রেয়ঃ রূপে সুখ অন্বেষণ করে ; দুঃখ কেহই চাহে না। আমরা সুখের পরিবর্ত্তে দুঃখের নিবৃত্তিকে জীবনের লক্ষ্য বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি না ; কারণ দুঃখ-বিমুক্তির অবস্থায় সুখ বা দুঃখ, কিছুই অনুভূত হয় না ; উহা সুষুপ্তির ন্যায় একপ্রকার সংজ্ঞাহীনতা। অতএব, যাহা আরামজনক, যাহা সুখকর, তাহাই ভাল, অর্থাৎ শ্রেয়ঃ ; যাহা আরামের প্রতিকূল, কিংবা যাহা ক্লেশকর, তাহাই মন্দ, অর্থাৎ অশ্রেয়ঃ ; যাহা সুখ দেয় না, দুঃখও দেয় না, তাহা ভালও নহে, মন্দও নহে ; তাহা শ্রেয়ঃ ও অশ্রেয়ঃ, উভয়েরই বহির্ভূত।

(৪) পরম শ্রেয়ঃ।

অতএব, সুখানুভূতিই সকল কর্ম্মের লক্ষ্য। মনের প্রশান্ত ভাব বা সাম্যাবস্থা জীবনের উদ্দেশ্য নহে ; সমগ্র জীবনের অধিকতম পরিমাণ সুখের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া কার্য্যাকার্য্য স্থির করিতে হইবে, এই উপদেশও অসমীচীন। প্রত্যেক ব্যক্তি বর্ত্তমান মুহূর্ত্তে কি উপায়ে সুখী হইতে পারে, তাহার জ্ঞানই কর্ম্মের নিয়ামক। অতীত ও ভবিষ্যৎ আমাদিগের অধীন নহে ; এক বর্ত্তমানই আমাদিগের অধিকারভুক্ত। সুতরাং অতীত ও অনাগতের ভাবনায় আপনাকে প্রপীড়িত করিও না ; শুধু বর্ত্তমানের সুখ-সম্ভোগে রত ও সন্তুষ্ট থাক। কিপ্রকার বস্তুর দ্বারা সুখবোধ উৎপন্ন হইতেছে, তাহাও দেখিবার প্রয়োজন নাই। সুখ যাহা হইতেই প্রসূত হউক না কেন, উহা শ্রেয়ঃ ও বাঞ্ছনীয় ; অপিচ সুখে সুখে কোনও ভেদ নাই ; সকলপ্রকার সুখই সমভাবে আদরণীয়। কতকগুলি সুখভোগ শুধু বিধিবিরুদ্ধ ও রীতিনিন্দিত নহে, কিন্তু তাহা স্বভাবতঃই মন্দ—কুরীনী-প্রস্থান একথা স্বীকার করে না ; ইহার মতে গর্হিত-কর্ম্মজনিত সুখও সুখ বলিয়াই ভাল ও বাঞ্ছনীয়। কিন্তু এই মতটী অপরিবর্ত্তিত আকারে সকলে গ্রহণ করেন নাই। আরিষ্টিপ্পসের অনুবর্ত্তিগণ একথা ভুলিয়া যান নাই, যে সুখের তারতম্য আছে, এবং সমুদায় সুখ সমপরিমাণে শ্রেয়ঃ ও বাঞ্ছনীয় নহে ; আবার এমন কতকগুলি সুখ আছে, যাহা পরিণামে অধিকতর দুঃখ আনয়ন করে ; অধিকন্তু

নিরবচ্ছিন্ন সুখ জগতে দুর্লভ। সুতরাং তাঁহারা বলেন, আমাদিগকে কর্ম্মের ফলাফল বিচার করিতে হইবে। তাঁহারা প্রথমে বলিয়াছিলেন, যে, কর্ম্ম স্বতঃ ভাল মন্দ কিছুই নহে; কিন্তু পূর্ব্বোক্ত বাক্যে ভালমন্দের প্রভেদ স্বীকৃত হইল। এই নিয়মানুসারে কোনও কার্য্য যতখানি সুখ দেয়, যদি তদপেক্ষা অধিকতর দুঃখ প্রসব করে, তবে তাহা পরিহার করিতে হইবে। এই জন্যই যে-সকল কর্ম্ম রাষ্ট্রীয় বিধিতে দণ্ডনীয় ও লোকমত দ্বারা বিগর্হিত, বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি তৎসমুদায় হইতে বিরত থাকেন। পরিশেষে তাঁহারা শারীরিক ও মানসিক সুখের প্রভেদ বিশ্লেষণ করিতেও বিস্মৃত হন নাই। তাঁহাদিগের মতে ইন্দ্রিয়জনিত ভাব ছাড়াও মানুষের মধ্যে একটা কিছু আছে; নতুবা আমরা কাহারও বাস্তব যন্ত্রণা দেখিয়া ক্লেশ পাই, অথচ রঙ্গমঞ্চে অপরকে যন্ত্রণা পাইতে দেখিলে তাহা সম্ভোগ্য বিবেচনা করি কেন? আবার এমন সুখদুঃখও আছে, দেহের সহিত যাহার কোনও সম্পর্ক নাই; যেমন, আমরা আপনাদিগের শ্রীবৃদ্ধিতে যে-প্রকার সুখী হই, স্বদেশের শ্রীবৃদ্ধিতেও ঠিক সেই প্রকার সুখ অনুভব করি। অতএব কুরীনী-প্রস্থান যদিচ সাধারণ ভাবে বলিতেছে, যে সুখই মঙ্গল, এবং দুঃখই অমঙ্গল, তথাপি উহা এমন কথা বলে না, যে পাশবিক বৃত্তির চরিতার্থতাতেই প্রকৃত সুখ নিহিত রহিয়াছে। তুমি যদি জীবনকে সত্যরূপে সম্ভোগ করিতে চাও, তবে তুমি যে শুধু প্রত্যেক সুখভোগের মূল্য ও ফল নির্দ্ধারণ করিবে, তাহা নহে; অপিচ, তোমাকে তোমার মনটীকেও উত্তমরূপে গড়িয়া তুলিতে হইবে। বুদ্ধি ও বিমৃশ্যকারিতা সুখময় জীবনের অত্যাবশ্যক সহায়; ইহার দুইটী কারণ আছে। উক্ত গুণ দুইটী একদিকে মানুষকে প্রত্যুৎপন্ন-মতিত্ব প্রদান করে, সুতরাং তাহার কখনও উপায়ের অভাব হয় না; অপরদিকে উহা জীবনের বাঞ্ছনীয় পদার্থসমূহকে যথাযথরূপে ব্যবহার করিতে শিক্ষা দেয়; ঈর্ষা, উদ্দাম প্রেম ও কুসংস্কার প্রভৃতি কৃতকার্য্যতার অন্তরায়গুলিকে বিদূরিত করে; অতীতের জন্য অনুশোচনা, ভবিষ্যৎ বিষয়ের কামনা, এবং বর্ত্তমান সম্ভোগের পারবশ্য হইতে আমাদিগকে রক্ষা করে; এবং আত্মার যে-স্বাধীনতা ব্যতীত আমরা প্রত্যেক মুহূর্ত্তে

আমাদিগের উপস্থিত নিয়তিতে সন্তুষ্ট থাকিতে পারি না, আমাদিগকে সেই স্বাধীনতাতে সুপ্রতিষ্ঠিত করে।

এই জন্যই আরিষ্টিপ্পস ও তাঁহার অনুবর্ত্তিগণ মানসিক উৎকর্ষ সাধনের এমন পৃষ্ঠপোষক ছিলেন; তাঁহাদিগের বিবেচনায় দর্শন বা তত্ত্বজ্ঞানই সত্য মানবজীবনের প্রকৃত পথ, এবং সুখলাভের একমাত্র উপায়। সংসারের সাধারণ নিয়ম এই, যে, জ্ঞানী সুখী, এবং মূর্খ দুঃখী; সুতরাং জ্ঞানই পরম শ্রেয়োলাভের প্রকৃষ্ট সাধন।

খ। সুখবাদী সম্প্রদায়ের ব্যবহারিক জীবন।

আমরা আরিষ্টিপ্পসের মত ও আচরণ সম্বন্ধে যেটুকু অবগত আছি, তাহা উপর্য্যুক্ত বিবৃতির অনুরূপ। একটী প্রবাদ দ্বারা তাঁহার মনের প্রধান ভাব ব্যক্ত হইয়াছে। তিনি বলেন, "যে-ব্যক্তি আপনাকে একটীও সুখে বঞ্চিত না করিয়াও প্রতিমুহূর্ত্তে আপনার ও পারিপার্শ্বিক অবস্থার প্রভু থাকিতে পারে, জীবন তাহাকেই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পুরস্কার প্রদান করে।" কুক্কুরবৃত্তিকের ন্যায় অভাব হইতে মুক্ত থাকাই তাঁহার লক্ষ্য নহে। তাঁহার মতে ভোগ হইতে বিরতি অপেক্ষা বুদ্ধিসঙ্গত সুখ-সম্ভোগ একটা মহত্তর বিদ্যা। তিনি নিজে শুধু আরামে বাস করিতেন, তাহা নহে; তিনি বিলাসৈশ্বর্য্যে নিমগ্ন থাকিতেন। চর্ব্ব্যচোষ্যলেহ্যপেয় ভোজন; বহুমূল্য পরিচ্ছদ পরিধান; সুগন্ধি দ্রব্য দ্বারা অঙ্গের প্রসাধন; প্রণয়িনীগণের সহিত স্বচ্ছন্দ বিহার,—আরিষ্টিপ্পসের জীবন এই প্রকার ভোগের মধ্যেই অতিবাহিত হইত। বিলাসোপযোগী অর্থোপার্জ্জনেও তিনি বিমুখ ছিলেন না; কেন না, তিনি বলিতেন, ধনের উপরে ধন যত বাড়ে, ততই ভাল; ঐশ্বর্য্য পুরাতন পাদুকার ন্যায় স্ফীত হইলেই অব্যবহার্য্য হয় না। এই জন্যই তিনি শিক্ষা দান করিয়া অর্থ গ্রহণ করিতেন, এবং ধনলাভের উদ্দেশ্যে এমন কর্ম্মেও লিপ্ত হইতেন, অন্য তত্ত্বজ্ঞানীর দৃষ্টিতে যাহা আত্মমর্য্যাদার অনুপযুক্ত বলিয়া প্রতীয়মান হইত। তিনি সোক্রাটীসের ন্যায় মৃত্যুভয় অতিক্রম করিতেও সমর্থ হন নাই। তাই বলিয়া কেহ আরিষ্টিপ্পসকে এক সামান্য সুখলোলুপ ব্যক্তি বলিয়া

মনে করিবেন না। তিনি সুখ-সম্ভোগ করিতে চাহিতেন বটে, কিন্তু আবার সুখ-ভোগের অতীত হইতেও প্রয়াস পাইতেন। তিনি আপনাকে সর্ব্বাবস্থার উপযোগী করিবার কৌশল আয়ত্ত করিয়াছেন; তিনি সকল মানুষ ও সকল পদার্থকে আপনার প্রয়োজন সম্পাদনে নিয়োগ করিতে জানেন; তিনি রসিক পুরুষ, সদুত্তর প্রদানে সুপটু; অধিকন্তু তাঁহার মনের প্রশান্তভাব এত গভীর এবং চিত্তের স্বাধীনতা এমন অপরাজেয়, যে তিনি অক্লেশে অক্ষুব্ধ অন্তরে সুখ-সম্ভোগ পরিহার করিতে পারেন; ধীরতা-সহকারে ক্ষতি বহন করেন; যাহা আছে, তাহাতেই সন্তুষ্ট থাকেন; এবং যখন যে-অবস্থায় পতিত হন, তখন তাহাতেই আপনাকে সুখী অনুভব করেন। "অতীত ও ভবিষ্যতের ভাবনা ভুলিয়া গিয়া বর্ত্তমানকে সম্ভোগ কর, এবং সর্ব্বাবস্থায় প্রফুল্ল থাক," ইহাই তাঁহার জীবনের মূলমন্ত্র। যাহাই ঘটুক না কেন, সকল বিষয়েরই একটা উজ্জ্বলতর দিক্ আছে; তিনি ভিক্ষুকের ছিন্ন বস্ত্র ও রাজপুরুষের মহার্ঘ বসন, উভয়ই তুল্য প্রসন্নতার সহিত পরিধান করিতে সমর্থ, এবং তাঁহার দৃষ্টিতে উভয়ের শোভাই সমান। তিনি সুখ ভালবাসেন, কিন্তু সুখ ত্যাগ করিতেও কাতর নহেন। তিনি চিরদিন বাসনার প্রভু হইয়া থাকিবেন এবং কিছুতেই বিচলিত হইবেন না। সংসারে ধনের প্রয়োজন আছে, কিন্তু তিনি অনায়াসে ধন বিসর্জ্জন করিতেও সুক্ষম। তাঁহার নিকটে সন্তোষ অপেক্ষা অধিকতর মূল্যবান্ ধন নাই, এবং অর্থলোভ অপেক্ষা অধিকতর দুশ্চিকিৎস্য ব্যাধি নাই। তিনি আরামে জীবন যাপন করেন বটে, কিন্তু শ্রমে কাতর নহেন। তিনি স্বাধীনতাকে সর্ব্বোপরি বরণ করিয়াছেন, এজন্য তিনি শাসক বা শাসিত, কোন প্রকার বন্ধনেই আবদ্ধ হইতে বাঞ্ছা করেন না।

আরিষ্টিপ্পস যতই সুখপ্রিয় হউন না কেন, তাঁহার হৃদয় উন্নত ও মন সুমার্জ্জিত ছিল। মানবীয় ব্যাপারের অস্থির পরিবর্ত্তন-স্রোতে কিরূপে অন্তরের স্থৈর্য্য ও স্বাধীনতা রক্ষা করিতে হয়; কিরূপে আপনার রুচি ও প্রবৃত্তিকুলকে সংযত ও বশীভূত করিয়া সতত স্বপ্রতিষ্ঠ থাকিতে হয়; এবং কিরূপে জীবনের সমুদায় অবস্থা-বিপর্য্যয়ের মধ্যে যথাসাধ্য শ্রেয়ঃ

আহরণ করিতে হয়, তাহা তিনি সম্যক্ অবগত ছিলেন। যে অদম্য ইচ্ছাশক্তির প্রভাবে মানুষ নিয়তিকে নির্ভয়ে অগ্রাহ্য করিতে পারে; মহাপ্রাণ ব্যক্তি যে একাগ্রতার সহিত স্বীয় উন্নত লক্ষ্য-সাধনে আপনাকে সমর্পণ করেন; একনিষ্ঠ সাধকে যে অবিচল ধর্ম্মানুগত্য পরিদৃষ্ট হয়;—আরিষ্টিপ্পস তাহার অধিকারী ছিলেন না; কিন্তু তিনি সন্তোষ ও সমগুণে অবস্থিতির সাধনে সিদ্ধ হইয়াছিলেন। তাঁহার ধর্ম্মনীতিতে প্রগাঢ়তার অভাব ও সুখলোলুপতার আধিক্য আমাদিগের অন্তরে যত অশ্রদ্ধার উদ্রেক করে, আমরা তাঁহার মনোহর সহৃদয়তা এবং দৈনন্দিন জীবনের শান্ত ও নির্ম্মল প্রসন্নভাব দ্বারা তদপেক্ষা অনেক অধিক আকৃষ্ট ও বিমুগ্ধ হই। রোমক কবি হরেস (Horace) আরিষ্টিপ্পসের প্রশংসাচ্ছলে যাহা বলিয়াছেন, তাহাতে অত্যুক্তির দুর্গন্ধ নাই—

Omnes Aristippum decuit color et status et res,
temptantem maiora, fere praesentibus aequum.

Ep. I. 17.23-24.

"জীবনের সকল বৈচিত্র্য, সকল পদ ও সকল অবস্থাই আরিষ্টিপ্পসকে শোভা পাইত; তিনি মহত্তর লক্ষ্যের জন্য সংগ্রাম করিতেন, কিন্তু প্রায়শঃ বর্ত্তমান নিয়তিতেই সন্তুষ্ট থাকিতেন।"

গ। সোক্রাটীসের সহিত কুরীনী-প্রস্থানের সম্বন্ধ।

আমরা এতক্ষণ যাহা বলিলাম, তাহা হইতে স্পষ্টই দেখা যাইতেছে, যে আরিষ্টিপ্পস ও তৎপ্রতিষ্ঠিত সম্প্রদায় সোক্রাটীস হইতে অনেক দূরে আসিয়া পড়িয়াছেন। সোক্রাটীস দার্শনিক বিচারকে সামান্যের জ্ঞানের উপরে প্রতিষ্ঠিত করেন; ইঁহারা ইন্দ্রিয়ের অনুভূতি ভিন্ন আর কিছুই গ্রাহ্য করিতেন না। তিনি সর্ব্বদা জ্ঞানের জন্য লালায়িত ছিলেন; বিচার-বিতর্কে তাঁহার কদাপি শ্রান্তির উদয় হইত না; ইঁহারা জ্ঞানের প্রতি বিমুখ হইয়া তাত্ত্বিক জিজ্ঞাসা একেবারে বর্জ্জন করিয়াছেন। তিনি সর্ব্বদা সূক্ষ্ম ধর্ম্মাধর্ম্মবোধ দ্বারা পরিচালিত হইতেন, অপরাজিতচিত্তে বিবেকবাণীর অনুসরণ করিতেন, নিয়ত আপনার ও অপরের পরীক্ষায় নিযুক্ত থাকি-

তেন। ইঁহারা জীবন-যাত্রার সহজ পথ আবিষ্কার করিয়াছিলেন; সুখ ও সম্ভোগই ইঁহাদিগের তপস্যা ছিল; এবং ভোগের উপকরণ-সংগ্রহের কোন উপায়ই ইঁহাদিগের নিকটে উপেক্ষণীয় বলিয়া বিবেচিত হইত না। সোক্রাটীসের চরিত্রে আত্মত্যাগ, সংযম, ধর্ম্মভীরুতা, স্বদেশপ্রেম ও ভগবদ্‌ভক্তি দেদীপ্যমান; ইঁহাদিগের জীবনে দেখিতে পাই বিলাসমগ্ন সুখপ্রিয়তা, লঘু বহুমুখিতা, স্বদেশনিরপেক্ষ বিশ্বপ্রেম, এবং আস্তিক্য-বুদ্ধিবিবর্জ্জিত বিচারপ্রবণতা। তথাপি আমরা এমন বলিতে পারি না, যে আরিষ্টিপ্পস সোক্রাটীসের ভাক্ত শিষ্য ছিলেন, অথবা তাঁহার দর্শন গুরুপ্রদত্ত শিক্ষার প্রহসনবিশেষ। দার্শনিক গবেষণায় তিনি যে গুরুর প্রভাব দ্বারা গভীররূপে আবিষ্ট হইয়াছিলেন, তাহাতে অণুমাত্রও সন্দেহ নাই। ইহা সত্য, যে তাঁহাতে সোক্রাটীসের জ্ঞানানুরাগ, তত্ত্বানুসন্ধানে অটল আস্থা এবং সত্যনির্ণয়ে অপরাজেয় উদ্যম পরিলক্ষিত হয় না। সোক্রাটীস জ্ঞানাহরণে আপনার সমগ্র শক্তি নিয়োজিত করিয়াছিলেন; আরিষ্টিপ্পস তাত্ত্বিক জ্ঞানকে মানুষের পক্ষে সাধ্য বলিয়াই বিশ্বাস করিতেন না; সোক্রাটীস জ্ঞানের নূতন তত্ত্ব ও জ্ঞানোপার্জ্জনের নব পন্থা প্রচার করেন; আরিষ্টিপ্পস ব্যবহারিক জ্ঞান ছাড়া আর কিছুই চাহিতেন না। এ সকল সত্ত্বেও আমাদিগকে স্বীকার করিতে হইবে, যে আরিষ্টিপ্পস যে-বিচারদক্ষতা ও সংস্কারবর্জ্জিত সংযত ভাবের গুণে প্রশংসিত হইয়া আসিতেছেন, তাহা তিনি সোক্রাটীসের নিকটেই শিক্ষা করিয়াছিলেন।

তাঁহার নৈতিক শিক্ষা ও আচরণ সম্বন্ধেও ঐ কথা প্রযোজ্য। তিনি এই দুই বিষয়ে গুরুর অপেক্ষা কত হীন ছিলেন, তাহা কাহাকেও বুঝাইয়া বলিতে হইবে না, তথাপি গুরুর সহিত তাঁহার সাদৃশ্যও ঘনিষ্ঠ ছিল। আমরা বলিয়াছি, সোক্রাটীস হিতবাদের উপরে ধর্ম্মনীতিকে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন; অর্থাৎ তিনি ফল দ্বারা কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যের বিচার করিতেন। আরিষ্টিপ্পসও এই জন্য ভাবিয়াছিলেন, যে জীবনের লক্ষ্য সম্বন্ধে সোক্রাটীসের সহিত তাঁহার মতভেদ নাই, যদিচ সুখসাধনের উপায়-বিষয়ে উভয়ের মত-বৈষম্য অতি গুরুতর। তৎপরে, আরিষ্টিপ্পসও গুরুর কতকগুলি গুণের অধিকারী ছিলেন। সর্ব্বাবস্থার ঊর্দ্ধে অবস্থিতি করিবার উপযোগী অবিচলিত

স্থৈর্য্য, আপনাকে ও আপনার পারিপার্শ্বিক বিষয়নিচয়কে আত্মবশে রাখিবার মত চিত্তের স্বাধীনতা, সহৃদয়তার জনক সদাপ্রসন্ন ভাব, এবং মানসিক বীর্য্যপ্রসূত অটল ধীরতা—চরিত্রের এই সকল লক্ষণে আরিষ্টিপ্পস ও সোক্রাটীসের মধ্যে সৌসাদৃশ্য আছে। তিনিও এক অর্থে জ্ঞানকে অতি মূল্যবান্ মনে করিতেন, এবং তাহার সাহায্যে মানুষকে স্বপ্রতিষ্ঠ করিতে চাহিতেন। এক্ষেত্রে কুক্কুরবৃত্তিক সম্প্রদায় ও কুরীনীর সম্প্রদায় পরস্পরের সন্নিহিত হইয়াছে। উভয়ের মতেই দর্শনের লক্ষ্য ব্যবহারিক জ্ঞানানুশীলন; উভয়েই ন্যায়শাস্ত্র ও প্রাকৃতিকবিজ্ঞানের প্রতি উদাসীন; এবং উভয়েই বুদ্ধিবিবেচনার সহায়তায় মানবকে বাহ্যবস্তু ও ঘটনা-পরম্পরার পাশ হইতে মুক্তি প্রদান করিবার অভিলাষী। তবে এক বিষয়ে ইহাদিগের মধ্যে বিষম বিরোধ বিদ্যমান—ইহারা দুই বিপরীত পথে একই লক্ষ্য সাধনের প্রয়াস পাইতেছে। শুনঃ-সম্প্রদায় আত্ম-ত্যাগ, এবং কুরীনী-প্রস্থান আত্ম-সম্ভোগরূপ পথের পথিক; একে বহির্জ্জগৎকে বিসর্জ্জন করিয়াছে, অপরে তাহা স্বীয় ভোগে নিয়োজিত করিতেছে। উভয়ের উদ্দেশ্য এক, সুতরাং মূলতত্ত্বও এক। কুক্কুরবৃত্তিকগণ আত্ম-ত্যাগেই মহোচ্চ সুখ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন; আরিষ্টিপ্পস সম্পত্তি ও সম্ভোগ এই জন্য পরিহার করেন, যে তাহা হইলে তিনি গভীররূপে উহার রসাস্বাদন করিতে সমর্থ হইবেন। রাষ্ট্রীয় জীবন ও লৌকিক ধর্ম্ম সম্বন্ধেও উভয় সম্প্রদায়ের ঐকমত্য আছে; উভয়েই স্বয়ংতৃপ্ত ও আত্মপ্রতিষ্ঠ, সুতরাং লোকমতের অতীত। বৈসাদৃশ্য সত্ত্বেও এই দুই প্রস্থানই সোক্রাটীসের অপত্য, এবং ইহাদিগের সোদরত্ব নিঃসন্দেহ, যদিচ উভয়েতেই সফিষ্টগণের শোণিত-সংস্রব রহিয়াছে। তবে একথা স্বীকার্য্য, যে আরিষ্টিপ্পস আণ্টিস্থেনীস অপেক্ষাও গুরু হইতে অধিক দূরে যাইয়া পড়িয়াছেন।

সোক্রাটীসের সহিত আরিষ্টিপ্পসের ঐক্যানৈক্য।

আরিষ্টিপ্পস সোক্রাটীসকে পূর্ণরূপে বুঝিতে পারেন নাই। তাঁহার দর্শনে দুইটী মূলতত্ত্ব বর্ত্তমান। একটী সোক্রাটীসের অনুমোদিত; অন্যটী

তাঁহার মতবিরুদ্ধ। প্রথম তত্ত্বটী এই, যে সুখই জীবনের একমাত্র লক্ষ্য; সোক্রাটীস এমন কথা কখনও বলেন নাই। দ্বিতীয় তত্ত্বটী তাঁহারই শিক্ষার ফল; তাহা এই, যে বুদ্ধি ও বিমৃশ্যকারিতাই সুখলাভের একমাত্র উপায়। আমরা দেখিয়াছি, সোক্রাটীস সর্ব্বদা সহচরগণকে সকল কার্য্যে জ্ঞানানুগত ও সতর্ক থাকিতে উপদেশ দিতেন। আমরা যদি শুধু প্রথম তত্ত্বটী গ্রহণ করি, তবে এই প্রত্যয়ে উপনীত হইব, যে দৈহিক সুখই মানবজীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য। দ্বিতীয়টী সোক্রাটীস-প্রোক্ত ধর্ম্মনীতির মর্ম্মকথা। এই দুইটী তত্ত্ব মিলিত করিয়া আরিষ্টিপ্পস নিশ্চিত সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন, যে আত্মার পূর্ণ স্বাধীনতা-সহকারে বর্ত্তমানের ভোগ্যজাত সম্ভোগ করিবার নৈপুণ্যই সুখলাভের অব্যর্থ পন্থা। পূর্ব্বোক্ত মতদ্বয় সখ্যভাবে একত্র অবস্থান করিতে পারে কি না, তিনি তাহা ভাবিয়া দেখেন নাই। ভোগের মধ্যে বাস করিয়া আত্মার স্বাধীনতা রক্ষা করা কত কঠিন, ভারতীয় আচার্য্যগণ তাহা পুনঃ পুনঃ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। সুতরাং আরিষ্টিপ্পস-প্রবর্ত্তিত প্রস্থান যে তাঁহার অনুবর্ত্তীদিগের হস্তে ক্রমশঃ রূপান্তরিত হইয়া কতিপয় শতাব্দীর অবসানেই বিলীন হইয়া গেল, তাহাতে আমরা বিস্ময় প্রকাশ করিতেছি না।

আমরা দেখিলাম এক সোক্রাটীসরূপ কাণ্ড হইতে দর্শনের কত শাখা প্রশাখা উদ্গত হইয়াছে। তিনি নিজে একটা সুপরিণত সম্যক্-অভিব্যক্ত দর্শন প্রতিষ্ঠিত করিয়া যান নাই; সুতরাং তাঁহার অনুবর্ত্তিগণের মধ্যে যিনি তাঁহাকে যে-ভাবে বুঝিয়াছেন, তিনি সেই ভাবে তাঁহার শিক্ষা অবলম্বন করিয়া এক একটী প্রস্থান প্রবর্ত্তিত করিয়াছেন। ইঁহাদিগের সকলের মনস্বিতা ও কৃতিত্ব সমান ছিল না, সুতরাং প্রস্থানগুলিও সমপরিমাণ দীর্ঘজীবন লাভ করে নাই। মেগারা এবং ঈলিস-এরেট্রীয়ার প্রস্থান অধিককাল স্থায়ী হইল না। কুক্কুরবৃত্তিক প্রস্থান একটী সম্প্রদায়ে জীবিত রহিল, এবং ষ্টোয়িক দর্শনকে স্বীয় ধর্ম্মনীতি ও ক্ষীণ বৈজ্ঞানিক ভাব দ্বারা পুষ্ট করিয়া পশ্চিম ভূখণ্ডকে আপনার ঋণে আবদ্ধ করিয়া রাখিল। আরিষ্টিপ্পসের প্রস্থান কালে এপিকোরসের সুখবাদের রূপ ধারণ

করিল। ফলতঃ সোক্রাটীসের জ্ঞাননির্ঝরিণী কুক্কুরবৃত্তিক ও কুরীনীর প্রস্থানের আকারে দুই ধারায় নিঃসৃত হইয়া একটী হীরাক্লাইটসের এবং অপরটী ডীমক্রিটসের প্রাকৃতিকবিজ্ঞানের সহিত মিলিত হইল। এয়ুক্লাইডীস, আণ্টিস্থেনীস ও আরিষ্টিপ্পস, কেহই অলোকসামান্য প্রতিভা লইয়া জন্মগ্রহণ করেন নাই; কিন্তু তাহা না হইলেও ইঁহারা প্লেটো ও আরিষ্টটলের উপরে প্রভূত প্রভাব বিস্তার করিয়াছিলেন। শুধু তাহাই নহে; পরবর্ত্তী যুগের দর্শনগুলিও ইঁহাদিগের সহিত ঘনিষ্ঠ যোগে যুক্ত। গ্রীসে ও রোমক রাজ্যে প্রাচীন ধর্ম্ম যেমন নির্ব্বীর্য্য ও নিষ্প্রভ হইয়া পড়িতে লাগিল, এই দর্শনগুলি তেমনি উহার অভাব পরিপূরণ করিতে আরম্ভ করিল। সুতরাং সোক্রাটীসের উপদেশ শিক্ষিতসমাজের চিত্তে ধর্ম্মের স্থান অধিকার করিয়া শতাব্দীর পর শতাব্দী তাহাদিগের আধ্যাত্মিক ক্ষুধা-নিবৃত্তির উৎকৃষ্ট উপায় হইয়া রহিল।

সোক্রাটীসের অপূর্ণ শ্রাবক বা অংশাবতারগণের কথা সমাপ্ত হইল। এক্ষণে যে মহামনস্বী দার্শনিক তাঁহার তত্ত্বমালা প্রগাঢ়রূপে অধিগত হইয়া, অতুলনীয় প্রতিভাবলে তাহার বিকাশসাধনপূর্ব্বক নব নব সত্যমণ্ডিত এক অপূর্ব্ব মৃত্যুঞ্জয় দর্শন প্রচার করিয়া গিয়াছেন, তাঁহারই জ্ঞানতপস্যার যথাকথঞ্চিৎ পরিচয় প্রদত্ত হইতেছে।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

আকাডীমাইয়ার প্রস্থান (The Academy)

প্লেটো।

প্রথম কণ্ডিকা

প্লেটোর জীবনবৃত্তান্ত

প্লেটো ৪২৮-৭ সনে আইগিনা (Aegina) দ্বীপে জন্মগ্রহণ করেন; তথায় ইঁহার পিতা ভূসম্পত্তির অধিকারী ছিলেন। প্লেটো যে-বংশে উদ্ভূত হইয়াছিলেন, তাহা আথেন্সে অতি প্রাচীন ও সম্ভ্রান্ত বলিয়া বিদিত ছিল। তাঁহার পিতার নাম আরিষ্টোন (কোন কোনও স্তাবকের মতে

প্লেটো আপলোদেবের অপত্য ছিলেন), মাতার নাম পেরিক্টিওনী। প্লেটোর পিতৃকুল আথেন্সের শেষ নৃপতি কোড্রস, এমন কি দেব পসাইডোনকে স্বীয় আদিপুরুষরূপে ঘোষণা করিত ; তাঁহার মাতামহকুল সংহিতা-প্রতিষ্ঠাতা সলোনের সহিত শোণিত-সম্পর্কে সংসৃষ্ট ছিল। ত্রিংশন্নায়কের অন্যতম ক্রিটিয়াস পেরিক্টিওনীর জ্ঞাতিভ্রাতা, এবং রাষ্ট্রনীতিজ্ঞ থার্মিডীস তাঁহার সহোদর ছিলেন। আরিষ্টোন প্লেটোর এক গ্রন্থে লব্ধপ্রতিষ্ঠ পুরুষ বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছেন। তিনি আডাইমাণ্টস, গ্লৌকোন ও প্লেটো, এই তিন পুত্রের জনক ছিলেন। কনিষ্ঠ পুত্রের শৈশবদশায় তিনি লোকান্তর গমন করেন ; পেরিক্টিওনী পরে পুরিলাম্পীস নামক এক সুপুরুষের সহিত পরিণীতা হন। প্লেটোর হৃদয় যে পূর্ণমাত্রায় স্বীয় বংশগৌরবের পুলকময় প্রভাবে সদা পরিপ্লুত থাকিত, তাঁহার নানা প্রবন্ধে তাহার নিঃসংশয় নিদর্শন বিদ্যমান আছে।

প্লেটো প্রথমে পিতামহের নামানুসারে আরিষ্টক্লীস নামে আখ্যাত হইয়াছিলেন ; যৌবনোদ্গমের সঙ্গে সঙ্গে তিনি এমন "ব্যূঢ়োরস্ক, বৃষস্কন্ধ" হইয়া উঠিলেন, যে আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধব সকলেই পিতৃদত্ত নাম বর্জ্জন করিয়া তাঁহাকে "প্লাটোন" অর্থাৎ "প্রশস্ত" বা "বিশালবপুঃ" বলিয়া সম্বোধন করিতে লাগিলেন। ইতিহাসে তিনি এই প্লাটোন (ইংরেজী Plato, প্লেটো) নামেই অমর হইয়া রহিয়াছেন। প্লেটো দেখিতে অতি সুন্দর ছিলেন, এবং তাঁহার দেহও অতি সবল ছিল ; তিনি আথেন্সের ব্যায়ামশালায় রীতিমত ব্যায়ামচর্চ্চা করেন, এবং তদুপরি আর্গসবাসী এক শিক্ষকের নিকটে মল্লযুদ্ধ বিষয়ে শিক্ষা প্রাপ্ত হন ; এই দুই উপায়ে দৈহিক উৎকর্ষ সাধন করিয়া প্লেটো বিবিধ ক্রীড়াতে এমন নৈপুণ্য ও কৌশল আয়ত্ত করিয়াছিলেন, যে, কথিত আছে, তিনি করিন্থ-যোজকের মহোৎসবে বালকগণের মল্লযুদ্ধে পুরস্কারপ্রাপ্তির আশায় প্রতিযোগিতা করিতেন। দুইজন অধ্যাপক তাঁহাকে সাহিত্য ও সঙ্গীতে শিক্ষা দান করেন ; পাঠ্যাবস্থাতেই তিনি একদিকে অপূর্ব্ব অভিনিবেশ ও তীক্ষ্ণবুদ্ধিমত্তা, এবং অপরদিকে গাম্ভীর্য্য ও বিনয়ের পরিচয় দিয়াছিলেন। গ্রীক কবিগণ তাঁহার কণ্ঠে বসতি করিতেন ; শুধু তাহাই নহে ; তিনি স্বয়ং বিবিধ

প্রকারের কবিতা রচনা করিতেন; কেহ কেহ বলেন, সোক্রাটীসের সাহচর্য্য লাভ করিবার পরে তিনি সেগুলি অগ্নিসাৎ করিয়া ফেলেন। প্লেটোর কবিতাসমূহের মাত্র কয়েক ছত্র বর্ত্তমান আছে; যাহা আছে, তাহা অতি মনোহর; এবং তিনি যে অনুপম কল্পনার অধিকারী স্বভাব-কবি ছিলেন, তাঁহার প্রবন্ধাবলিই তাহার জাজ্জ্বল্যমান প্রমাণ।

প্লেটো প্রায় বিশ বৎসর বয়সে সোক্রাটীসের সহিত পরিচিত হন, এবং তদবধি গুরুর তিরোভাব পর্য্যন্ত (৪০৬-৩৯৯ সন) সখা ও সহচরের ন্যায় তাঁহার সহবাসে কালযাপন করেন। প্লেটোর এক চরিতাখ্যায়ক লিখিয়াছেন, সোক্রাটীস যে-দিন প্লেটোকে প্রথম দর্শন করেন, তৎপূর্ব্ব রজনীতে তিনি স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন, যে এক রাজহংস আসিয়া তাঁহার বক্ষে উপবেশন করিয়াছে। সে যাহা হউক, প্লেটো ঊনবিংশ হইতে পঞ্চবিংশ বর্ষ পর্য্যন্ত (৪০৯-৪০৩ সন) যে অনন্যকর্ম্মা হইয়া আপনাকে দর্শনের অনুশীলনেই নিয়োগ করিয়াছিলেন, তাহা নহে। এই ছয় বৎসর আথেন্সের এক বিষম অগ্নিপরীক্ষার কাল; আপনারা প্রথম খণ্ডে (একাদশ অধ্যায়, দশম পরিচ্ছেদ, তৃতীয় কণ্ডিকা) তাহার বিবরণ পাঠ করিবেন। প্লেটোর ন্যায় সুস্থকায় ও বলবান্ যুবক যে জন্মভূমির জীবনমরণের সন্ধিস্থলে নিরুপদ্রবে জ্ঞানচর্চ্চায় নিমগ্ন থাকিতে অভিলাষী হইবেন, কিংবা অভিলাষী হইলেই যে তিনি সামরিক কর্ম্ম হইতে অব্যাহতি পাইবেন, তাহা বিশ্বাসযোগ্য নহে; আথীনীয় বিধি অনুসারে তাঁহাকে নিশ্চয়ই স্বদেশরক্ষার জন্য পুররক্ষী বা সৈনিকরূপে বহুবিধ শ্রমসাধ্য কষ্টকর ব্যাপারে লিপ্ত হইতে হইয়াছিল। তৎপরে, প্লেটো নিজেই বলিয়াছেন (৭ম পত্র), যে ধনী ও সম্ভ্রান্ত বংশের অন্যান্য যুবকগণের ন্যায় তিনিও যৌবনকালে রাষ্ট্রনীতিক্ষেত্রে প্রবেশ করিতে উৎসুক হইয়াছিলেন। তাঁহার নিকট-আত্মীয় ক্রিটিয়াস ও থার্মিডীস নবপ্রতিষ্ঠিত স্বল্পনায়কতন্ত্রের দুই প্রধান পুরুষ ছিলেন, সুতরাং রাষ্ট্রীয় কার্য্যে যশঃ ও ক্ষমতা অর্জ্জন করা প্লেটোর পক্ষে কঠিন হইত না। কিন্তু ক্রিটিয়াস-প্রমুখ ত্রিংশন্নায়কের নৃশংস অত্যাচার দর্শনে ব্যথিত ও বিক্ষুব্ধ হইয়া প্লেটো স্বল্পনায়কতন্ত্রের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হইলেন; এবং ইহার পরে আথেন্সে যে গণতন্ত্র পুনরায় প্রতিষ্ঠিত

হইল, তাহাই সোক্রাটীসকে বধ করিল। প্লেটো কোন কালেই গণতন্ত্রের প্রতি আস্থাবান্ ছিলেন না ; গুরুর অপমৃত্যু তাঁহাকে তৎপ্রতি একেবারে বিরূপ করিয়া তুলিল। শুধু তাহাই নহে ; রাজনীতিক্ষেত্রে অন্যায় ও অধর্ম্মের প্রাবল্য দেখিয়া তিনি বুঝিলেন, তাঁহার মত জ্ঞানপ্রিয় ও ধর্ম্ম-ভীরু লোকের পক্ষে উহার সংস্রব হইতে দূরে থাকাই সর্ব্বথা কর্ত্তব্য ; অধিকন্তু তৎকালে আথীনীয়গণের যে তীব্র বিদ্বেষবহ্নিতে সোক্রাটীস দগ্ধ হইয়াছিলেন, তাহার লেলিহান রসনা তদীয় অনুগামীদিগকেও গ্রাস করিতে উদ্যত হইয়াছিল। এই সকল কারণে প্লেটো আথেন্সে বাস করা বিপদসঙ্কুল জ্ঞান করিয়া রাষ্ট্র-সেবার আকাঙ্ক্ষায় জলাঞ্জলি দিয়া সতীর্থ এয়ুক্লাইডীসের বাসভূমি মেগারায় প্রস্থান করিলেন ; এবং তথায় তাঁহার সহিত কিয়ৎকাল বাস করিয়া দেশ-পর্য্যটনে বহির্গত হইলেন।

প্লেটো গুরুর তিরোধানের পরে তের বৎসরকাল (৩৯৯—৩৮৬ সন) বিদেশ-ভ্রমণে যাপন করেন ; ইহার মধ্যে প্রয়োজন উপস্থিত হইলে তিনি অল্প সময়ের জন্য আথেন্সে প্রত্যাগমন করিতেন। তিনি মেগারা হইতে প্রথমে কুরীনী-নগরে গমন করেন, এবং পরে ইটালী ও সিসিলীতে উপনীত হন। প্লেটো ৩৮৭ সনে, চল্লিশ বৎসর বয়সে, প্রথমবার সিসিলী দর্শন করেন ; তথায় পরবর্ত্তীকালে বিখ্যাত ডিওন (Dion) নামক যুবকের সহিত তাঁহার পরিচয় স্থাপিত হয়, এবং তাঁহারই অনুরোধে তদীয় ভগিনী-পতি, সীরাকুসের একচ্ছত্র অধীশ্বর, ডিওনীসিয়সের সহিত সাক্ষাৎ করিবার উদ্দেশ্যে উক্ত নগরে গমন করেন। এই দুর্দ্দান্ত নরপতি প্লেটোর জ্ঞান-গর্ভ সদুপদেশ শুনিয়া একান্ত বিরক্ত হইয়া তাঁহাকে অনাদরসহকারে বিদায় দেন, এবং তাঁহারই প্ররোচনায় ও আদেশে প্লেটো আইগিনা দ্বীপে দাসরূপে বিক্রীত হন। তাঁহার দাসত্ব দীর্ঘকাল স্থায়ী হয় নাই ; কতিপয় সুহৃৎ নিষ্ক্রয়ের অর্থ প্রদান করিয়া অচিরে তাঁহার মুক্তি সম্পাদন করিয়া-ছিলেন ; কিন্তু এই সময়ে আথেন্স ও আইগিনার মধ্যে যুদ্ধ চলিতেছিল, সুতরাং দাসত্ববিমোচনের পরেও তাঁহার বিপদের অবসান হয় নাই ; বরং আথীনীয় বলিয়া এখানে তাঁহার প্রাণাত্যয়ের আশঙ্কা উপস্থিত হইয়া-ছিল ; সৌভাগ্যক্রমে বন্ধুবর্গের সাহায্যে সকল বিঘ্ন উত্তীর্ণ হইয়া তিনি

নিরাপদে আথেন্সে উপনীত হইতে সমর্থ হইয়াছিলেন। প্লেটোর জীবনে এই বিচিত্র সংসারের কোন দশাবিপর্য্যয়ই অজ্ঞাত ও অনাস্বাদিত ছিল না।

বিদ্যালয়প্রতিষ্ঠা।

অতঃপর প্লেটো বিদ্যালয় খুলিয়া শিক্ষাদান করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। আথেন্সের উত্তরদিকে, "যুগলদ্বার" (Dipylon) হইতে প্রায় অর্দ্ধ ক্রোশ দূরে, এলেয়ুসিসের পথপ্রান্তে, বীর আকাডীমসের নামে উৎসর্গীকৃত এক উপবন আছে; উহাতে বৃক্ষচ্ছায়াসমন্বিত পরিক্রমণ-বর্ত্ম ও ব্যায়ামাগার নির্ম্মিত হইয়াছে। প্লেটো উহারই সন্নিকটে এক ক্ষুদ্র বাসগৃহ ও উদ্যান ক্রয় করিয়া তথায় ৩৮৬ সনে আকাডীমাইয়া (Academy) নামক চিরস্মরণীয় বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিলেন। তদবধি ৫২৯ খৃষ্টাব্দে ইস্তাম্বুলের সম্রাট্ জষ্টিনিয়ানস কর্ত্তৃক উহার দ্বার রুদ্ধ হওয়া পর্য্যন্ত প্রায় সহস্র বৎসর এই শিক্ষালয় গ্রীস ও রোমের প্রধান বিদ্যাপীঠ ছিল। শতাব্দীর পর শতাব্দী দেশ-দেশান্তর হইতে জ্ঞানপিপাসু বিদ্যার্থীরা এখানে সমবেত হইত। চতুর্থ শতাব্দীতে প্লেটো ও ইসক্রাটীসের বিদ্যা-বিতরণের খ্যাতি পশ্চিম ভূখণ্ডে এতদূর পরিব্যাপ্ত হইয়াছিল, যে গ্রীক যুবকেরা দলে দলে আসিয়া ইঁহাদিগের চরণোপান্তে বসিয়া বাগ্দেবীর সাধনা করিয়া কৃতার্থ হইত; সুতরাং এই যুগে আথেন্স প্রকৃতই "হেলাসের শিক্ষালয়ে" পরিণত হইয়া পেরিক্লীসের আকিঞ্চনকে সার্থক করিয়াছিল। প্লেটোর বিদ্যালয় এক অর্থে ধর্ম্মসাধনের ক্ষেত্র ছিল; এই উদ্যানে বাগ্দেবীগণের উদ্দেশ্যে মন্দির স্থাপিত হইয়াছিল, এবং এখানে পর্ব্বোপলক্ষে যথারীতি দেবার্চ্চনা হইত; অপিচ ইহার অধ্যাপক ও ছাত্রগণ প্রায়শঃ একত্র অবস্থান ও পান-ভোজন করিতেন। প্লেটো বিদ্যা বিতরণ করিয়া অর্থ লইতেন না; কিন্তু ধনী লোকে উপঢৌকন প্রদান করিলে তাহা গ্রহণ করিতেও দ্বিধা বোধ করিতেন না। তাঁহার ছাত্রগণ অধিকাংশই সম্পন্ন পরিবার হইতে আসিত; বিদ্যালয়ের ব্যয় সম্ভবতঃ তাহাদিগের স্বতঃপ্রদত্ত দানেই নির্ব্বাহিত হইত। শিক্ষা-বিষয়ে সোক্রাটীসের সহিত প্লেটোর দুইটী পার্থক্য

আছে। প্লেটো গুরুর ন্যায় যাহাকে তাহাকে শিক্ষা দিতেন না; তিনি পরীক্ষাপূর্ব্বক শিষ্য গ্রহণ করিতেন। তৎপরে তিনি দিবসের অধিকাংশ লোকচক্ষুর সম্মুখে যাপন করিতেন না; তিনি নীরব, শান্ত উপবনে আপনার অভিরুচি অনুসারে অধ্যাপনায় ব্যাপৃত থাকিতেন। প্লেটো শিক্ষকতা-কার্য্যে কতদূর সাফল্য লাভ করিয়াছিলেন, তাহা বহু শিষ্যের মধ্যে অদ্বিতীয় বাগ্মী ডীমস্থেনীস ও দার্শনিকশিরোমণি আরিষ্টটল, এই দুই জনের নাম করিলেই উজ্জ্বলরূপে প্রতিভাত হইবে। তাঁহার ছাত্রগণ অনেকে রাজনীতিক্ষেত্রেও বিলক্ষণ কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছিলেন।

শিক্ষাদান-প্রণালী।

প্লেটো গদ্য সাহিত্যে অদ্বিতীয় শিল্পী; অথচ তিনি লিখিত আলোচনাকে অকিঞ্চিৎকর জ্ঞান করিতেন। "ফাইড্রস" নামক নিবন্ধে তিনি লিখিত বাক্যের উপরে কথিত বাক্যের শ্রেষ্ঠতা প্রতিপাদন করিবার উদ্দেশ্যে অনেক যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন; আমরা তাহার সারাংশ প্রদান করিতেছি। (১) লিখিত পুস্তক জ্ঞানার্থীর স্মরণ-শক্তিকে ম্লান করিয়া দিয়া তাহার বিস্মৃতি সৃজন করে; সুতরাং সে যদিচ বহু বিষয় শ্রবণ করে, তথাপি প্রকৃত জ্ঞান কিছুই লাভ করে না; তাহার জ্ঞান সত্য জ্ঞানের অবভাস মাত্র; সে সর্ব্বজ্ঞ বলিয়া প্রতীয়মান হয় বটে, কিন্তু বস্তুগত্যা নিরবচ্ছিন্ন অজ্ঞ থাকিয়া যায়। (২) লিখিত প্রস্তাব প্রাণহীন; উহা পাঠকের জিজ্ঞাসার উত্তর দিতে পারে না। তৎপরে, পুস্তক একবার প্রচারিত হইলে, যাহারা উহা বুঝিতে পারে, এবং যাহাদিগের উহা বুঝিবার সামর্থ্য নাই, গড়াইতে গড়াইতে নির্বিশেষে সকলেরই হাতে যাইয়া পড়ে। বিশেষতঃ উহা বিভিন্ন শ্রেণীর পাঠকের বুদ্ধি ও প্রয়োজন অনুসারে নীরব থাকিতে বা কথা বলিতে জানে না। (৩) পক্ষান্তরে জ্ঞানানুপ্রাণিত লিপি শিক্ষার্থীর আত্মাতে মুদ্রিত হইয়া যায়; কিরূপে আত্মসমর্থন করিতে হইবে, কাহার নিকটে কথা বলিতে হইবে, এবং কাহার নিকটে নীরব থাকিতে হইবে, উহা তাহা অবগত আছে। এই

লিপি, জ্ঞানময়ী বাণী; উহা প্রাণময়ী, আত্মবতী; লিখিতবাক্য উহার প্রতিবিম্ব বই আর কিছুই নহে। প্রকৃত জ্ঞানী এজন্য শুধু বৃদ্ধ বয়সে, মরণের তীরে দাঁড়াইয়া, ক্রীড়াচ্ছলে পুস্তক প্রণয়ন করেন। (৪) কেন না, তিনি জানেন, প্রশ্নোত্তরমূলক প্রণালীই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ; তিনি মনের মত মানুষ পাইলে এতৎসাহায্যে তাহার অন্তরে জ্ঞানের বীজ বপন করেন; উহা যথাকালে অঙ্কুরিত ও বর্দ্ধিত হইয়া সুফল প্রসব করে। (৫) লিখিত বাক্যে এমন বিষয় থাকে, যাহা তেমন সারবান্ নহে; লেখককে বাধ্য হইয়া উহার অবতারণা করিতে হইয়াছে। অত্যুত্তম গদ্য বা পদ্য সাহিত্যও শুধু আমাদিগের প্রাক্তন জ্ঞানের স্মৃতিকে জাগ্রত করে। উচ্চারিত বাক্য দ্বারা শ্রাবকের আত্মাতে ন্যায়, সৌন্দর্য্য ও মহত্ত্বের আদর্শকে মুদ্রিত করিয়া দেওয়াই উৎকৃষ্ট লিখনরীতি; উহাই সুস্পষ্ট, পরিপূর্ণ ও অর্থযুক্ত।" (Phaedros, 275—278)।

উপর্য্যুক্ত মতানুসারে প্লেটো শিক্ষাদানকালে কোনও গ্রন্থ পড়াইতেন না; তিনি শুধু বক্তৃতার দ্বারা অধ্যাপনা করিতেন। তিনি বক্তৃতাগুলি লিখিতেন না, কেন না, লিখিত প্রবন্ধের প্রতি তাঁহার শ্রদ্ধা ছিল না। তাঁহার জীবদ্দশায় কতিপয় শিষ্য "শ্রেয়ঃ" সম্বন্ধে তাঁহার শিক্ষার মর্ম্ম পুস্তকাকারে প্রকাশ করিয়াছিলেন; প্লেটো উহার প্রামাণিকতা অস্বীকার করিয়া এক পত্রে বলিয়াছেন—

"এবিষয়ে আমার কোনও লিখিত প্রবন্ধ নাই, এবং কদাপি থাকিবে না; কারণ, অন্যান্য শিক্ষণীয় বিষয়ের ন্যায় ইহা কখনও ভাষায় ব্যক্ত হইতে পারে না; কিন্তু এই বিষয়টী লইয়া দীর্ঘকাল পরস্পরের সাহচর্য্যে থাকিলে ও পরস্পর একত্র জীবন যাপন করিলে, তবে তাহার ফলে, উদ্গতস্ফুলিঙ্গ হইতে যেমন হুতাশন প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠে, তেমনি একটী আলোক উৎপন্ন হইয়া থাকে; ঐ আলোক যখন আত্মাতে প্রবিষ্ট হয়, তখন উহা অতঃপর আপনি আপনাকে পোষণ করে। আমি অন্ততঃ এতটুকু জানি, যে, যদি এই সকল বিষয় লিখিতে বা বর্ণনা করিতে হয়, তবে অপরের অপেক্ষা আমাদ্বারাই উহা উৎকৃষ্টতর রূপে বিবৃত হইতে পারে; এবং আমি ইহাও জানি, যে, উহা কদর্য্য ভাবে লিখিত হইলে আমিই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক দুঃখ

পাইব। আমি যদি মনে করিতাম, যে, এগুলি জনসমাজের জন্য সম্যক্ ব্যক্ত ও লিখিত হইতে পারে, তবে মানবের পক্ষে যাহা এমন মহোপকারী, তাহার লিখন, এবং প্রকৃতিকে দিবালোকের মত সকলের নিকটে প্রকাশ করণ—ইহা অপেক্ষা আমার জীবনে কোন্ উৎকৃষ্টতর কর্ম্ম থাকিতে পারিত? কিন্তু এতদর্থে প্রয়াস পাওয়াকেও আমি মানুষের পক্ষে কল্যাণকর বলিয়া বিবেচনা করি না; যে স্বল্পসংখ্যক ব্যক্তি সংক্ষিপ্ত সঙ্কেতসাহায্যে স্বয়ং এই সমুদায় তত্ত্ব আবিষ্কার করিতে সমর্থ, প্রাগুক্ত প্রচেষ্টা শুধু তাহাদিগের পক্ষেই সমীচীন; অপর সকলে এতদ্দ্বারা কেবল অপ্রীতিকর অবজ্ঞায় পূর্ণ হইবে, কিংবা 'আমরা মহৎ একটা কিছু আয়ত্ত করিয়াছি,' এই ভাবিয়া ঔদ্ধত্যময় বৃথা গর্ব্বে স্ফীত হইয়া উঠিবে।" (Seventh Epistle, 341)।

প্লেটো উদ্ধৃত বাক্যটীতে শিক্ষার নিগূঢ় তত্ত্ব ব্যক্ত করিয়াছেন। তাঁহার মতে দর্শন প্রতিজনের সাধনের ধন; উহা অন্যের চিন্তার প্রতিধ্বনি নহে। দর্শনের লক্ষ্য দুইটী—আত্মার সংস্কার বা দ্বিজত্বপ্রাপ্তি (peristrophē) এবং বিশ্বমানবের সেবা। সুতরাং প্লেটোর বিদ্যালয় শুধু বক্তৃতাগার ছিল না; এখানে যাঁহারা বাস করিতেন, তাঁহারা প্রকৃতই জ্ঞানের সাধক ছিলেন। প্লেটো দর্শনচর্চ্চার মুখবন্ধস্বরূপ পাটীগণিত, জ্যামিতি, জ্যোতিষ ও তানলয়বিদ্যা (Harmonics) শিক্ষা দিতেন। তাঁহার বিদ্যালয়ে বিশ্লেষণ (analytikē methodos) ও বিভাগ (diairesis), এই দুই প্রণালী অনুসৃত হইত; এবং অন্বয়ী ও ব্যতিরেকী, উভয়বিধ প্রমাণই তুল্যসমাদর লাভ করিত।

অধ্যাপনাতে ব্যাপৃত থাকিয়াও প্লেটো রাজনীতির সহিত সংস্রব একেবারে ত্যাগ করিতে পারেন নাই। প্রথম ডিওনীসিয়সের পুত্র দ্বিতীয় ডিওনীসিয়স সীরাকুস-নগরে পিতৃসিংহাসনে অধিরূঢ় হইয়া তদীয় মাতুল ডিয়োনের অনুরোধে প্লেটোকে সাদরে স্বীয় রাজধানীতে আহ্বান করেন, এবং প্লেটোও নিমন্ত্রণপত্র পাইয়া ৩৬৭-৬৬ সনে রাজেন্দ্রসঙ্গমের অভিপ্রায়ে অচিরে তথায় উপনীত হন। তাঁহার আশা ছিল, যে তিনি যুবক ডিওনীসিয়সকে শিক্ষাপ্রভাবে সমুন্নত করিয়া একজন আদর্শ নরপতি করিয়া

তুলিবেন। কিন্তু তাঁহার এই আশা অঙ্কুরেই বিলীন হইয়া গিয়াছিল। ডিওনীসিয়স প্রথমে জ্ঞান-চর্চ্চায় বিলক্ষণ উৎসাহ প্রদর্শন করিয়াছিলেন; কিন্তু কিয়ৎকাল অন্তেই তৃণাগ্নির ন্যায় সেই উৎসাহ নির্ব্বাপিত হইয়া গেল, এবং তিনি কুলোকের মন্ত্রণায় ডিয়োনকে নির্ব্বাসিত করিয়া প্লেটোকেও বিদায় দিলেন। প্লেটো মাতুল ও ভাগিনেয়ের বিবাদ মিটাইবার জন্য পুনশ্চ তৃতীয়বার সীরাকুস-নগরে গমন করিয়াছিলেন; কিন্তু তাঁহার প্রথম ও দ্বিতীয় যাত্রার ন্যায় তৃতীয় যাত্রাও নিস্ফল হইয়াছিল। ইহার পরে ডিয়োন বিদ্রোহী হইয়া অভিযানে জয় লাভ করিয়া কিছুকাল সীরাকুসে একাধিপত্য বিস্তার করেন। ইহাতে প্লেটো ও তাঁহার ছাত্রগণ একান্ত উল্লসিত হইয়াছিলেন। কিন্তু ডিয়োন গুরুপ্রদত্ত শিক্ষার মর্য্যাদা রক্ষা করিতে পারিলেন না; অপিচ অভীষ্ট কার্য্যে সিদ্ধিলাভ করিবার পূর্ব্বেই তিনি আততায়ীর হস্তে প্রাণ হারাইলেন। সুতরাং প্লেটো "সাধারণতন্ত্রে" যে "তত্ত্বজ্ঞানী ভূপতির" চিত্র পরিকল্পনা করিয়াছিলেন, বাস্তব জগতে তাহার সাক্ষাৎ মূর্ত্তি দেখিয়া যাইতে পারিলেন না।

প্লেটো সুদীর্ঘকাল অধ্যাপনা ও গ্রন্থপ্রচার দ্বারা শাশ্বতী কীর্ত্তির অধিকারী হইয়া ৩৪৭ সনে, অশীতি বর্ষ বয়সে, পরলোকগমন করেন।

দ্বিতীয় কণ্ডিকা

প্লেটোর গ্রন্থাবলি

প্লেটো বিশ্বাস করিতেন, আত্মার সহিত আত্মার সংস্পর্শই জ্ঞানোপার্জ্জনের প্রকৃষ্ট উপায়, এবং প্রশ্নোত্তরমূলক প্রণালী অথবা গুরুশিষ্যের কথোপকথন আত্মায় আত্মায় সংস্পর্শ ও ভাববিনিময়ের পরম সহায়। কিন্তু তাই বলিয়া প্লেটো গ্রন্থরচনায় উদাসীন ছিলেন না। তিনি যাহা লিখিয়া গিয়াছেন, তাহা গ্রীক সাহিত্যের—শুধু গ্রীক সাহিত্যেরই বা বলি কেন, জগদ্বাসীর—অমূল্য সম্পত্তি। তাঁহার নামে প্রচারিত পঁয়ত্রিশখানি গ্রন্থ বর্ত্তমান আছে; এগুলি সমস্তই সংলাপ-নিবন্ধ অর্থাৎ কথোপকথনের আকারে লিখিত; প্লেটো এতদ্দ্বারা সোক্রাটীসের জ্ঞানালোচনা-প্রণালী অবিকৃত রাখিয়াছেন। তাঁহার মতে মনন আপনার সহিত আত্মার আলাপ;

এবং দার্শনিক আলোচনার অর্থ অন্যের চিত্তে সত্যের উৎপাদন। সুতরাং তাঁহার হস্তে তত্ত্ববিচার স্বভাবতঃই সংলাপনিবন্ধের রূপ ধারণ করিয়াছে; ইহাদিগের একটী বিশেষত্ব এই যে, সমুদায় গ্রন্থেই প্লেটো স্বীয় গুরু সোক্রাটীস বা অন্য আচার্য্যের মুখে দার্শনিক তত্ত্ব ব্যাখ্যা করিয়াছেন, কদাপি কোনও তত্ত্ব নিজের নামে প্রচার করেন নাই। তিনি যে উদীরিত বাক্য অপেক্ষা লিখিত বাক্যকে নিকৃষ্ট বিবেচনা করিতেন, ইহাই বোধ করি তাহার অন্যতম কারণ। গ্রন্থগুলি ছাড়া তেরখানি পত্রও তাঁহার নামাঙ্কিত বলিয়া সমাদৃত হইয়া আসিতেছে। গ্রন্থ-ও-পত্রাবলির মধ্যে কোন্‌গুলি বস্তুতঃ প্লেটোর দ্বারা লিখিত, এবং কোন্‌গুলি প্রক্ষিপ্ত, এবং তাহাদিগের পৌর্ব্বাপর্য্য কি, তদ্বিষয়ে বিশেষজ্ঞগণের মধ্যে এত গুরুতর মতভেদ বিদ্যমান, যে আমরা তাহার আভাসমাত্রও দিতে পারিব না।

গ্রন্থগুলির শ্রেণীবিভাগ সম্বন্ধেও ভিন্ন ভিন্ন মত বিদ্যমান। মোটামুটি উহা জিজ্ঞাসামূলক (Dialogues of Search) ও ব্যাখ্যামূলক (Dialogues of Exposition), এই দুই ভাগে বিভক্ত হইতে পারে। প্রথমটীতে বিভিন্ন তত্ত্বের অনুসন্ধান ও আলোচনা আছে, কিন্তু প্রায়শঃ তাহার কোনও মীমাংসা প্রদত্ত হয় নাই। দ্বিতীয়টীতে বিশেষ বিশেষ তত্ত্ব ব্যাখ্যাত হইয়াছে। ঐতিহাসিক গ্রোট্ ঊনিশখানি গ্রন্থকে প্রথম শ্রেণীতে ও চৌদ্দখানিকে দ্বিতীয় শ্রেণীতে সন্নিবিষ্ট করিয়া দুই খানি পুস্তক, এবং পত্রাবলি উভয়ের বাহিরে রাখিয়া দিয়াছেন। (Plato, Vol. I. p. 365)।

পাঠকের অন্তরে সত্যানুসন্ধিৎসার উদ্দীপন এবং তাহার মনোবৃত্তির স্ফূরণ—প্লেটো গ্রন্থ-রচনায় এই দুইটীকে মুখ্য উদ্দেশ্য বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন; এই জন্য তাঁহার অধিকাংশ পুস্তকেই দেখিতে পাই, যে উহাতে যে-সকল প্রশ্ন উত্থাপিত হইয়াছে, বিস্তারিত বিচারের অন্তেও তাহার সরল সিদ্ধান্ত খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। তিনি পাঠকের চিত্তকে আকৃষ্ট ও মুগ্ধ করিয়া তত্ত্বালোচনায় নিমগ্ন রাখিবার জন্য কত লিপি-কৌশলই প্রদর্শন করিয়াছেন। প্লেটো একাধারে বহুপুরুষ ছিলেন; তাঁহাতে কবিত্বের

সহিত চিন্তাশীলতার, সংশয়প্রবণতার সহিত অতীন্দ্রিয়প্রিয়তার, বিশ্লেষণ-পারদর্শিতার সহিত সংশ্লেষমূলক সংগঠনক্ষমতার, এবং অসামান্য মানসিক শক্তির সহিত অপরূপ সৌন্দর্য্যসৃজনপটুতার মিলন ঘটিয়াছিল; তাঁহার দর্শনে ব্যবহারিক ও তাত্ত্বিক জ্ঞানের, দার্শনিক প্রেম ও বিচারপ্রণালীর পূর্ণতা ও সামঞ্জস্য সংসাধিত হইয়াছিল; তাই তাঁহার সংলাপনিবন্ধগুলি আজিও জগতে অতুলনীয় হইয়া রহিয়াছে।

তৃতীয় কণ্ডিকা

প্লেটোর দর্শন

প্রথম প্রকরণ

সোক্রাটীস ও তৎপূর্ব্ববর্ত্তী আচার্য্যগণের সহিত প্লেটোর সম্বন্ধ।

প্লেটো একদিকে সোক্রাটীস-প্রোক্ত দর্শনকে ভিত্তিস্বরূপ গ্রহণ করিয়া উহার পূর্ণতা সম্পাদন করিয়াছেন; অপর দিকে উহার সহিত নব নব তত্ত্ব যুক্ত করিয়া উহাকে উন্নততর ও বিশালতররূপে গড়িয়া তুলিয়াছেন। সোক্রাটীস জ্ঞান এবং ধর্ম্মনীতিকে একসূত্রে গ্রথিত করিয়াছিলেন; তাঁহার মতে জ্ঞানানুশীলন ও নৈতিক উৎকর্ষসাধন, উভয়ই দর্শনচর্চ্চার লক্ষ্য, কেন না, বিমল জ্ঞান ভিন্ন বিমল আচরণ অসম্ভব; সুতরাং দর্শন এবং ধর্ম্ম ও নীতি অচ্ছেদ্য যোগে যুক্ত। প্লেটো এক্ষেত্রে সোক্রাটীসের সহিত একমত। অপিচ সোক্রাটীস বুদ্ধি ও কর্ম্মকে সামান্যের জ্ঞানের উপরে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন; প্লেটোও বিশ্বজনীন স্ফোটের ধ্যানকে সকল কার্য্য ও প্রত্যয়ের মানদণ্ডরূপে গ্রহণ করিয়াছেন। সুতরাং সোক্রাটীসের শিক্ষাই দর্শনের জিজ্ঞাস্য ও মূলতত্ত্ব বিষয়ে প্লেটোর মতামতের ভিত্তি। তবে উভয়ের মধ্যে পার্থক্য আছে। সোক্রাটীসে যাহা অস্ফুট ছিল, প্লেটোতে তাহা স্ফুটতর হইয়াছে। সোক্রাটীস যে সামান্যের জ্ঞান খুঁজিতেন, তাহার বিদ্যমানতা মানিতেন বটে, কিন্তু তিনি তাহা বিশেষ বিশেষ ব্যাপারে ও পদার্থে প্রয়োগ করিতেন; তিনি সমুদায় সামান্যের জ্ঞান একত্র সংশ্লিষ্ট করিয়া বিশ্বসত্তার স্বরূপ নির্ণয়ের প্রয়াস পান নাই। তিনি প্রধানতঃ ধর্ম্মনীতির আলোচনা লইয়াই ব্যাপৃত থাকিতেন;

তাহাতেও একটা সুমার্জ্জিত প্রণালী ছিল না। প্লেটোই প্রথমে সোক্রাটীসের দার্শনিক মতগুলির বিকাশ সাধন করিয়া উহাকে একটী শৃঙ্খলাবদ্ধ দর্শনে পরিণত করেন; তাঁহার ধর্ম্মনীতির সহিত পূর্ব্বতন জড়বিজ্ঞানের যোগ স্থাপিত করেন; এবং এই উভয়কে তর্কশাস্ত্র (dialectics) অর্থাৎ স্ফোট-বিজ্ঞানের উপরে প্রতিষ্ঠিত করিয়া যান। সোক্রাটীস বলিতেন, সামান্যের বা স্ফোটের জ্ঞান সম্যক্ জ্ঞান ও সম্যক্ কর্ম্মের মূল; প্লেটো বলিতেছেন, যদি তাহাই হয়, তবে বিচারসঙ্গত মননই একমাত্র সত্যজ্ঞান, এবং স্ফোটই (idea) একমাত্র সৎ পদার্থ। অতএব সোক্রাটীস যে সামান্যকে জ্ঞানাহরণের উপায় বলিয়া বরণ করিয়াছিলেন, প্লেটো তাহাকেই পরম সৎ পদার্থে উন্নীত করিয়া এক নূতন দর্শন রচনা করিয়াছেন।

উভয়ে আরও একটী প্রভেদ আছে। সোক্রাটীস জ্ঞানানুশীলন ও নীতিসঙ্গত আচরণকে একই পর্য্যায়ে স্থান দিয়াছেন; তিনি বলিতেছেন, জ্ঞান ও ধর্ম্ম এক। কিন্তু প্লেটো জ্ঞান ও কর্ম্মের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ স্বীকার করিয়াও উভয়ের পার্থক্য বিস্মৃত হন নাই; তিনি জানিতেন, বিশুদ্ধ জ্ঞান, এবং নীতির পথে ইচ্ছাশক্তির পরিচালন, এই দুই এক ও অভিন্ন নহে। কিন্তু তজ্জন্য তিনি আরিষ্টটলের ন্যায় দর্শনকে নিরবচ্ছিন্ন তাত্ত্বিক ব্যাপার বলিয়াও বিশ্বাস করিতেন না; তিনি তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক জীবনের ঐকান্তিক ভেদ অস্বীকার করিয়াছেন। তৎপরে, প্লেটো শুধু স্ফোট-বিজ্ঞানের সাহায্যে নয়, কিন্তু জড়বিজ্ঞানের গবেষণা দ্বারাও সোক্রাটীস-প্রবর্ত্তিত ধর্ম্মনীতির পূর্ণতা সম্পাদন করিয়াছেন। তবে একথা ঠিক, যে জড়বিজ্ঞানের চর্চ্চায় তিনি শিষ্য আরিষ্টটলের সমকক্ষ হইতে পারেন নাই। তিনি কেবল স্ফোটসমূহকেই বাস্তবসত্তা বলিয়া অঙ্গীকার করিয়া লইয়া জড়ের অস্তিত্ব নিরসন করিয়াছেন, সুতরাং তাঁহার দ্বারা এই পরিদৃশ্যমান জগতের সদ্ব্যাখ্যা প্রদত্ত হয় নাই। তাহা হইলেও তাঁহার প্রশংসার বিষয় এই, যে তিনি যেমন একদিকে দর্শনালোচনায় সোক্রাটীসকে পশ্চাতে রাখিয়া অগ্রসর হইয়াছেন, তেমনি অপর দিকে তদীয় পূর্ব্ববর্ত্তী দার্শনিক-বর্গ হইতে বিবিধ সত্য আহরণ করিয়াছেন। বস্তুতঃ গ্রীসে তিনিই প্রথম

পূর্ব্বতন আচার্য্যগণের মতজাত অধ্যয়ন করিয়া পরস্পরের মিলন সাধন-পূর্ব্বক তাহাদিগকে উচ্চতর মৌলিক তত্ত্বের ভিত্তিতে সংবদ্ধ করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন। সোক্রাটীসের সামান্যের জ্ঞান; পার্মেনিডীস, হীরাক্লাইটস, মেগারা-প্রস্থান ও শুনঃ-সম্প্রদায় দ্বারা প্রচারিত জ্ঞান ও মতের প্রভেদ; হীরাক্লাইটস, জীনোন ও সফিষ্টগণকর্ত্তৃক ব্যাখ্যাত এই তত্ত্ব, যে ইন্দ্রিয়লব্ধ বোধ বিশ্বজনীন নহে, উহা প্রত্যেক ব্যক্তির নিজস্ব—প্লেটো এ সমুদায় একত্র করিয়া স্বীয় পরিপূর্ণ জ্ঞানতত্ত্ব (theory of knowledge) গঠিত করিয়াছেন। এলেয়া-প্রস্থানের সৎ (being), এবং হীরাক্লাইটসের ভবন বা চাঞ্চল্য (becoming); পদার্থসমূহের একত্ব ও বহুত্ব; দুই-ই তাঁহার স্ফোটবাদে স্থান পাইয়াছে; আবার আনাক্সাগরাসের আত্মবাদ, সোক্রাটীস-প্রোক্ত শিব, পুথাগরাস-সম্প্রদায়ের সংখ্যা ও জগত্তত্ত্ব, এম্পেডক্লীস প্রভৃতির চতুর্ভূত—অধিক উল্লেখ করিবার প্রয়োজন নাই—প্লেটোর দর্শনে আমরা অগ্রগামী কত দার্শনিকেরই সাক্ষাৎ পাই। ইহাতে আপনারা ভাবিবেন না, যে প্লেটো শুধু দর্শনের এক চয়নিকা রচনা করিয়াছেন। শিল্পী যেমন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সুবর্ণখণ্ড অত্যুগ্র অগ্নিতে গলাইয়া সকলগুলিকে একীভূত করিয়া কুণ্ডলাদি অলঙ্কার নির্ম্মাণ করেন, প্লেটোও তেমনি পূর্ব্বগামী দার্শনিকদিগের তত্ত্বমালা আহরণপূর্ব্বক স্বীয় প্রতিভার বহ্নিতে বিগলিত ও বিমিশ্রিত করিয়া আপনার অনুপম দর্শন রচনা করিয়াছেন। স্ফটিকে সূর্য্যের কিরণরাশি সংহত হইয়া যেমন প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠে, তাঁহাতেও তেমনি ভিন্ন ভিন্ন জ্ঞানীর বিবিধ সত্য কেন্দ্রীভূত ও প্রদীপ্ত হইয়া তদীয় দর্শনের উপাদানে পরিণত হইয়াছে; ইহাই তাঁহার মৌলিকতার উজ্জ্বল নিদর্শন। তিনি গুরু-প্রদত্ত শিক্ষাতেই আবদ্ধ রহেন নাই; তিনি নানা দিকে উহার বিকাশ সাধন করিয়াছেন; তিনি প্রাকৃতিকবিজ্ঞানের দ্বারা ধর্ম্মনীতির এবং ধর্ম্মনীতির দ্বারা প্রাকৃতিক-বিজ্ঞানের পূর্ণতা সম্পাদন করিয়া গিয়াছেন; মানবজাতির ইতিহাসে এই মানসসৃষ্টি মনীষার একটী মহত্তম কার্য্য। তিনি বিপুল উদ্যমে ও যুবজনোচিত উৎসাহে তত্ত্বালোচনার এই মূলতত্ত্ব ঘোষণা করিয়াছেন, যে মনন জড়ধর্ম্মী নহে; অধ্যাত্মবাদ উহার প্রাণ। এতদ্দ্বারা তিনি আপনার

সকল অপূর্ণতাসত্ত্বেও দর্শনের উন্নতিতে প্রবল গতিবেগ সঞ্চারিত করিয়াছেন, এবং তাঁহারই সাধনার ফলে সরল জিজ্ঞাসুর পক্ষে দর্শনচর্চ্চা এক পবিত্র জীবনব্রত রূপে বরণীয় হইয়া রহিয়াছে। ইহাও প্লেটোর একটী অবিনশ্বর কীর্ত্তি।

সোক্রাটীস জ্ঞানচর্চ্চায় যে বিজ্ঞান-সম্মত প্রণালী প্রবর্ত্তিত করিয়াছিলেন, প্লেটো তাহাকে সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর করিয়া গড়িয়া তুলিয়াছেন। সোক্রাটীস ব্যষ্টিভাবে এক একটী পদার্থ ধরিয়া সামান্যের জ্ঞান অন্বেষণ করিতেন; প্লেটো সামান্যের জ্ঞানানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়া ব্যষ্টি হইতে সমষ্টিতে, সসীম হইতে অসীমে, পরিবর্ত্তনপ্রবাহ হইতে স্ফোটে, এবং বিশেষ বিশেষ স্ফোট হইতে সার্ব্বভৌমিক স্ফোটে উপনীত হইয়াছেন। সোক্রাটীসের প্রশ্নোত্তর-মূলক বিচারপ্রণালী বিশুদ্ধ চিন্তার সহায়, সুতরাং শিক্ষার অঙ্গ বলিয়া বিবেচিত হইত; প্লেটোর হস্তে উহা একটী বিজ্ঞানে পরিণত হইয়াছে। সোক্রাটীসের মতে সামান্যের জ্ঞান নৈতিক উন্নতির সোপান; প্লেটোর দর্শনে নৈতিক শিক্ষা, মানসিক শিক্ষা এবং সামান্য-নির্ণয় একসূত্রে গ্রথিত এবং এই তিনের একই লক্ষ্য; সেই লক্ষ্য স্ফোটের ধ্যান অর্থাৎ স্ফোটে জীবন-যাপন। তবে এস্থলে বলা কর্ত্তব্য, যে প্লেটো সোক্রাটীস-প্রবর্ত্তিত বিচার-প্রণালীর পূর্ণতা সাধন করিলেও ন্যায়শাস্ত্রের পরিপুষ্টির দিকে মনোনিবেশ করেন নাই; গ্রীক ন্যায়ের প্রতিষ্ঠাতা আরিষ্টটল, প্লেটো নহেন।

পূর্ব্বগামী আচার্য্যগণের সহিত প্লেটোর সম্বন্ধ একরূপ প্রদর্শিত হইল। আমরা এক্ষণে তাঁহার দর্শনের সারসঙ্কলন করিতে যাইতেছি। কার্য্যটী কত দুরূহ, তাহা সুধীবর্গ অবগত আছেন। আমরা উপরে বলিয়াছি, প্লেটোর পুস্তকাবলির শ্রেণীবিভাগ বিষয়ে বিস্তর মত-বৈষম্য আছে। কিন্তু আমাদিগকে একটা না একটা বিভাগ গ্রহণ করিতেই হইবে। নিম্নে যে বিভাগ অনুসৃত হইল, তাহা উল্লিখিত হইতেছে। প্লেটোর দর্শনের একটা পূর্ব্বাধ্যায় বা প্রাথমিক শিক্ষা আছে; অগ্রে তাহাই আলোচিত হইবে; তৎপরে আমরা (১) স্ফোটবাদ (Dialectics), (২) জড়বিজ্ঞান (Physics) ও (৩) ধর্ম্মনীতি (Ethics), এই তিন শাখানুক্রমে তাঁহার দর্শন ব্যাখ্যা করিব।

দ্বিতীয় প্রকরণ

পূর্ব্বাধ্যায়—দর্শনের ভিত্তি

প্লেটো প্রথমতঃ লোকপ্রচলিত অযৌক্তিক মতসমূহ খণ্ডনপূর্ব্বক জ্ঞানালোচনার পথ পরিষ্কৃত করিয়া পরে স্বীয় দর্শন প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। তিনি দেখাইয়াছেন, প্রাকৃতজনের জ্ঞান তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক, উভয়-ত্রই ভ্রান্ত। তাহারা জ্ঞান (epistēmē, knowledge) বলিতে বুঝে বেদনা অর্থাৎ ইন্দ্রিয়জনিত বোধ (aisthesis, perception) এবং মত (doxa, opinion)। প্লেটো নানা যুক্তির সাহায্যে প্রতিপন্ন করিয়াছেন, যে জ্ঞান, বেদনা ও মত হইতে একেবারে ভিন্ন। (Theaetetos)।

ব্যবহারিক ক্ষেত্রেও ইতর লোক ভ্রান্তিতে নিমজ্জিত রহিয়াছে। তাহাদিগের ধর্ম্ম অভ্যস্ত, প্রথার অধীন, অর্থ ও লক্ষ্য উভয় বিষয়েই দরিদ্র; কেন না, উহা মতের দ্বারা পরিচালিত, জ্ঞানের উপরে প্রতিষ্ঠিত নহে; সুতরাং ঐ ধর্ম্ম অস্থির ও অবস্থার দাস। ধর্ম্মকে সুদৃঢ় ও অটল করিতে হইলে উহাকে জ্ঞানের ভিত্তিতে অধিষ্ঠিত রাখিতে হইবে। যে-মানুষ সত্য জ্ঞান লাভ করিয়াছে, সে কখনও পাপের পথে চলিতে পারে না, যেহেতু পাপ অজ্ঞানতা-প্রসূত; পক্ষান্তরে পুণ্যের জ্ঞান হইতেই পুণ্য কর্ম্ম নিঃসৃত হইয়া থাকে। প্লেটো সোক্রাটীসের ন্যায় এতদূর জ্ঞানের পক্ষপাতী ছিলেন, যে তিনি এমন কথা বলিতেও সঙ্কুচিত হন নাই, যে ইচ্ছাকৃত পাপ (যথা মিথ্যাকথন) অপেক্ষা অনিচ্ছাকৃত পাপ অধিকতর নিন্দনীয়। (Hippias Minor, 371; Republic, VII. 535)। তৎপরে, সাধারণ লোকে ধর্ম্মকে খণ্ড খণ্ড করিয়া দেখে; বিভিন্ন ধর্ম্ম বা গুণ (aretē) যে মূলতঃ এক, তাহারা তাহা জানে না। শুধু তাহাই নহে; তাহারা ধর্ম্মের স্বরূপ ও একত্ব সম্বন্ধে যেমন অজ্ঞ, উহার অর্থ ও প্রচোদক অভিসন্ধি বিষয়েও তেমনি ভ্রান্ত। তাহারা বলে, মিত্রের উপকার ও শত্রুর অপকার কর; কিন্তু সত্য ধর্ম্মের অনুজ্ঞা এই, যে কাহারই অপকার করিও না, কারণ, যে-ব্যক্তি সৎ, সে শুধু সৎ কর্ম্মই

করিতে পারে। ধার্ম্মিক জন ধর্ম্মাচরণে সুখসুবিধার আকাঙ্ক্ষারূপ কোনও অভিসন্ধি পোষণ করেন না; তিনি জ্ঞানকে সেই মুদ্রা বলিয়া বিবেচনা করেন, যাহার বিনিময়ে সকল বস্তুই প্রাপ্ত হওয়া যায়।

প্লেটো এইরূপে সফিষ্টদিগের ধর্ম্মনীতির প্রতিবাদ করিয়াছেন। উহা পূর্ব্ববর্ত্তী দুই অধ্যায়ে ব্যাখ্যাত হইয়াছে; এবং সফিষ্টগণের প্রতি প্লেটোর মনোভাব কি প্রকার ছিল, তাহাও আমরা বলিয়াছি, সুতরাং পুনরুক্তি পরিবর্জ্জিত হইল।

লৌকিক ভ্রম নিরসন করিয়া প্লেটো দর্শনরচনায় প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি দর্শনকে এক বিপুল জ্ঞান-তপস্যা ও ধর্ম্মসাধনরূপে বরণ করিয়াছিলেন, তাহা আপনারা জানেন। দার্শনিক রতি বা উত্তম দর্শনের ভিত্তিভূমি। কিন্তু সোক্রাটীস যেমন দার্শনিক অনুরাগকে শুধু জ্ঞানালোচনায় আবদ্ধ না রাখিয়া জ্ঞানোপার্জ্জনের সঙ্গে সঙ্গে উহাকে অপরের অন্তরে জ্ঞান ও ধর্ম্মের উৎপাদনে নিয়োজিত করিয়াছিলেন, প্লেটোও তেমনি উহাকে ব্যবহারিক জীবনে সত্যোপলব্ধির সহিত একত্র গ্রথিত করিয়াছেন; এ জন্য তাঁহার গ্রন্থে ইহা প্রজননীশক্তি বা কাম (Erōs) বলিয়া অভিহিত হইয়াছে। তাঁহার মতে দর্শন, উচ্চতর জীবনের ন্যায়, অনুপ্রাণনা বা উদ্দীপনা (mania) হইতে উদ্ভূত হইয়া থাকে। আত্মা স্বর্গলোকে অবস্থানকালে যে-সকল স্ফোট বা আদিরূপ (archetpyes) দর্শন করিত, যখন সে ভূতলে তাহাদিগের পার্থিব প্রতিবিম্ব দেখিতে পায়, তখন তাহার স্ফোটের স্মৃতি জাগ্রত হইয়া উঠে; এবং তখন সে বিস্ময়ে ও পুলকে অধীর হইয়া ভাবাবেশে নিমগ্ন হইয়া যায়। স্ফোট ও পরিদৃশ্যমান বিশ্বপ্রপঞ্চের এই যে প্রভেদ, ইহাই সেই বিস্ময়ের মূলকারণ, প্লেটো যাহাকে দর্শনের বীজ বা উদ্গম বলিয়া আখ্যাত করিয়াছেন। মহত্তরের আভাসমাত্র পাইয়া প্রত্যেক সদন্তঃকরণপুরুষ যে-প্রকার চাঞ্চল্য ও দহনযন্ত্রণায় চমকিত ও দিশাহারা হইয়া উঠেন, এবং তখন তাঁহার আচরণে যে অনৈপুণ্য ও বিসদৃশতা প্রকাশ পায়, প্লেটো তাহা সুললিত ভাষায় চিত্রিত করিয়াছেন। (Theaet. 173C, 175B,E)। দর্শনের উৎসাহ যে-কারণে প্রেমের রূপ ধারণ করে, "ফাইড্রস" নামক নিবন্ধে তাহা বিবৃত হইয়াছে, এবং

"পানপর্ব্বে" প্রেমের স্বরূপ বর্ণিত আছে। সসীম অসীমে ব্যাপ্ত হইবার জন্য, আপনাকে শাশ্বত ও অবিনশ্বর দ্বারা পূর্ণ করিবার জন্য, নিত্যপদার্থ প্রজননের জন্য সাধন করিবে; এই সাধনের নাম প্রেম। প্রেম সৌন্দর্য্য ভিন্ন অবস্থান করিতে পারে না; কেন না, একা সৌন্দর্য্যই আপনার সর্ব্বাবয়বসম্পন্ন রূপের দ্বারা আমাদিগের চিত্তে অনন্তের তৃষ্ণাকে উদ্দীপিত করিতে পারে। সুন্দরের সাধন প্রথম খণ্ডে (৪৮৫-৬ পৃষ্ঠা) বর্ণিত হইয়াছে; আপনারা এই সঙ্গে তথায় উহা পাঠ করিবেন।

দার্শনিক রতির উদ্দেশ্য সত্যলাভ; বিচার-প্রণালী (dialectic method) তাহার উপায়। প্লেটো এই বিদ্যাকে দেবগণের শ্রেষ্ঠদান বলিয়া বিবেচনা করিতেন। স্ফোটকে জড়ীয় রূপ ও আধার হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া উহার স্বরূপ অবধারণ করা এই বিদ্যার প্রধান কার্য্য। দুইটী ব্যাপার ইহার সাধ্য; প্রথম সামান্য-রচনা (synagōgē), দ্বিতীয় শ্রেণীবিভাগ (diairesis)। প্রথমটী বহুকে এক জাতির অন্তর্ভূত করে; দ্বিতীয়টী জাতিকে বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত করে। প্রথমাঙ্গ সোক্রাটীস শিক্ষা দিয়াছিলেন; পদার্থের স্বরূপ-নির্ণয় উহার লক্ষ্য। প্লেটো উহাকে পরিপুষ্ট করিয়াছেন এবং বহুলক্ষেত্রে উহার প্রয়োগ দেখাইয়াছেন। সামান্য যেমন বহু বস্তুর সাধারণ গুণ দেখাইয়া দেয়, বিভাগ তেমনি কি কি প্রভেদবশতঃ একটী জাতি বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়াছে, তাহা প্রদর্শন করে। এই কার্য্যটী সুষ্ঠুরূপে সম্পাদন করিতে হইলে যথেষ্ট ধীরতা ও সাবধানতা আবশ্যক।

দর্শনে রতি ও বিশুদ্ধ বিচার-প্রণালী দর্শনচর্চ্চার দুইটী উপকরণ; ললিতকলা (music) ও ব্যায়াম তাহার প্রাথমিক সোপান। এই উভয়বিধ শিক্ষার নিগূঢ় তত্ত্ব প্রথম খণ্ডের ৪৬৪—৪৬৫ পৃষ্ঠায় ব্যাখ্যাত হইয়াছে। ইহার সহিত বিজ্ঞানশিক্ষা যুক্ত হওয়া একান্ত প্রয়োজনীয়; পরম শিব বিজ্ঞানের চরম লক্ষ্য। পরম শিবের ধ্যানে উপনীত হইতে হইলে জ্ঞানার্থীকে সোপানপরম্পরা অতিক্রম করিতে হইবে। এই জন্য প্রথমে গণিতবিজ্ঞান (পাটীগণিত, জ্যোতিষ, শব্দশাস্ত্র প্রভৃতি) এবং

তৎপরে বিচারপ্রণালী অধ্যেতব্য। কিন্তু বিজ্ঞানকে শুধু তত্ত্ববিচারের গণ্ডীতে আবদ্ধ রাখিলে চলিবে না; উহার একটা ব্যবহারিক দিক্ আছে। বৈজ্ঞানিক শিক্ষা ব্যতীত সৌন্দর্য্য-প্রেম অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়; আবার সৌন্দর্য্য-প্রেম ভিন্ন বৈজ্ঞানিক শিক্ষা অসম্ভব; উভয়ে অঙ্গাঙ্গী ভাবে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধে আবদ্ধ; দার্শনিক প্রেম বৈজ্ঞানিক ধ্যানে পূর্ণতা লাভ করে, আবার বিজ্ঞান মানবের সমগ্র বৃত্তি ও অন্তশ্চক্ষুকে পরম শিবের অভিমুখে ফিরাইয়া দেয়। সুতরাং তত্ত্ব ও ব্যবহার ঘনিষ্ঠ যোগে যুক্ত। যিনি তত্ত্বজ্ঞানে অধিকারী হইতে অভিলাষ করেন, তাঁহাকে ভোগ-সুখ বিসর্জ্জন করিতে হইবে; পক্ষান্তরে তত্ত্বজ্ঞান জ্ঞানীর আত্মাকে নির্ম্মল করিয়া দৈহিক পাশ হইতে মুক্তি প্রদান করে। সুতরাং তত্ত্বজ্ঞান বা দর্শনের সহিত কোন প্রকার তাত্ত্বিক বিচার ও কর্ম্মের বিরোধ নাই; উহা এক অখণ্ড বস্তু; বেদনা, মত ও মনন উহার ভিন্ন ভিন্ন সোপান। এই তিনটীতে যাহা সত্য, তাহাই দর্শনে সত্য মনন-রূপে বিদ্যমান; একা দর্শনই স্ফোট বা পরম শিবকে অখণ্ড ও পূর্ণরূপে দর্শন করিতে সুক্ষম; অতএব দর্শনই পরাবিদ্য; বিশেষ বিশেষ বিজ্ঞান উহার বিভিন্ন শাখা।

প্লেটোর মতানুসারে দর্শনের অর্থ পূর্ণজ্ঞান, সুতরাং ধরাতলে উহা আজ পর্য্যন্ত কাহারও দ্বারা সম্যক্ অনুশীলিত হয় নাই। তিনি বলিতেছেন, একমাত্র ঈশ্বরই জ্ঞানী; মানুষ জ্ঞান-প্রিয় হইতে পারে, কিন্তু কখনও পূর্ণজ্ঞানের অধিকারী হইতে পারে না।

তৃতীয় প্রকরণ

স্ফোটবাদ

(The Doctrine of Ideas)

১। স্ফোটবাদের প্রতিষ্ঠা।

সোক্রাটীস ও প্লেটো জ্ঞানের স্বরূপ বিষয়ে যে-মত পোষণ করিতেন, স্ফোটবাদ তাহারই সহিত সংযুক্ত। যাহা জ্ঞানের গোচর, তাহা বিদ্যমান; যাহা জ্ঞানের অগোচর, তাহা অবিদ্যমান; পদার্থ যতটুকু

বিদ্যমান, ততটুকুই জ্ঞেয়। অতএব পরম সৎ একান্ত জ্ঞেয়, পরম অসৎ অজ্ঞেয়। যাহাতে সত্তা ও অসত্তা মিলিত হইয়াছে, তাহা পরম সৎ ও পরম অসৎ, উভয়ের মধ্যবর্ত্তী; তাহার জ্ঞান সত্য জ্ঞান নহে; তাহা মতের বিষয়। জ্ঞান যেমন মত হইতে ভিন্ন, জ্ঞানের বিষয়ও তেমনি মতের বিষয় হইতে ভিন্ন। জ্ঞানের বিষয় স্বপ্রতিষ্ঠ সত্তা বা অজড়; মতের বিষয় সত্তা ও অসত্তার মধ্যবর্ত্তী জড়। জ্ঞান ও মতের পার্থক্য দ্বারাই স্ফোটের অস্তিত্ব সূচিত হইতেছে। জ্ঞান ও মত যদি এক হইত, তবে আমরা শুধু জড়ের অস্তিত্বই অবগত হইতে পারিতাম; আর এই দুইটী যদি ভিন্ন হয়, তবে আমরা অবশ্যই সিদ্ধান্ত করিব, যে স্ফোটসমূহের একটা স্বতন্ত্র পরম সত্তা আছে, উহারা স্বয়ম্ভূ, অপরিবর্ত্তনীয় ও অবিনশ্বর, এবং ইন্দ্রিয়ের অগোচর ও কেবল প্রজ্ঞার (reason) অধিগম্য। সোক্রাটীসের সামান্যের তত্ত্ব মানিলে স্ফোটের বাস্তবতা মানিতেই হইবে। একমাত্র অবর্ণ, অরূপ, অজড় সত্তাই জ্ঞানের বিষয় হইতে পারে। যদি জ্ঞান বলিয়া কিছু থাকে, তবে জ্ঞানের ধ্রুব ও অচঞ্চল বিষয়ও একটা আছে। শুধু অব্যয়ই জ্ঞানের গম্য; যাহা সর্ব্বদা পবিবর্ত্তনাধীন, তাহাতে কোনও গুণ আরোপিত হইতে পারে না; অর্থাৎ তাহা জ্ঞানের অগোচর। অতএব স্ফোটের অস্তিত্ব অস্বীকার করিলে জ্ঞানানুশীলনের সাধ্যতাই তিরোহিত হয়। সত্তা ও বিকারপরম্পরা, এবং জড় ও অজড় বিশ্লেষণ করিয়াও আমরা স্ফোটের বাস্তবতার প্রমাণ পাই। সুতরাং স্ফোটবাদ এই দুইটী মতের উপরে প্রতিষ্ঠিত, যথা, সত্য জ্ঞান ও সত্য সত্তা, কোনটীই স্ফোট ভিন্ন সম্ভবপর নহে। স্ফোট ব্যতীত যে জ্ঞান অসম্ভব, প্লেটো তাহার অনেকগুলি প্রমাণ দিয়াছেন; একটী প্রমাণ এই, যে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়ের স্থায়িত্ব ও সদৈকরূপত্ব নাই; অথচ এই দুইটী ছাড়া জ্ঞান ধারণারও অতীত।

প্লেটোর স্ফোটবাদে সোক্রাটীস, হীরাক্লাইটস, এলেয়া-প্রস্থান ও পুথাগরাস-সম্প্রদায়, সকলেই কিছু কিছু উপকরণ জোগাইয়াছেন। সে কথা বিশদ করিয়া বলিবার সময় আমাদিগের নাই।

২। স্ফোটের স্বরূপ।

উপরে যাহা বলা হইল, তাহা হইতে প্রতিপন্ন হইতেছে, যে স্ফোট অপরিচ্ছিন্ন সত্তা, এবং একরূপ ও নিত্যস্বভাব; পরিদৃশ্যমান জগতের পরিবর্ত্তন ও আংশিক অসত্তা উহাকে স্পর্শ করিতে পারে না। প্লেটো ইহাকে সর্ব্বভৌম বা জাতি (genos) বলিয়া ধরিয়া লইয়াছেন; আমাদিগের ভাষায় ইহার প্রতিশব্দ সামান্য বা নাম। তিনি স্ফোটের এই সংজ্ঞা দিয়াছেন—যাহা একনামে অভিহিত বহুপদার্থের পক্ষে সাধারণ, তাহাই স্ফোট। স্ফোট বা সার্ব্বভৌম বিকারাধীন জগৎ হইতে স্বতন্ত্র বিদ্যমান সৎ পদার্থ। ন্যায়, সংযম, জ্ঞান, সৌন্দর্য্য এই প্রকার বিশুদ্ধ আত্মস্বরূপে বিদ্যমান। সত্য সৌন্দর্য্য "শুধু সুন্দর, পরম সুন্দর, নিত্য, স্বতন্ত্র, সদৈকরূপ, দ্বৈধভাবরহিত, হ্রাসবৃদ্ধিবিবর্জ্জিত, অপরিবর্ত্তনীয়, জগতের যাবৎ নিত্যপ্রবর্দ্ধমান ও বিনশ্বর সুন্দর পদার্থের মধ্যে উহা অনুস্যূত রহিয়াছে।" (Symp. 210—11 ; প্রথম খণ্ড, ৪৮৬ পৃষ্ঠা)। পদার্থের স্বরূপ স্বপ্রতিষ্ঠ, একজাতীয় ও বিকাররহিত। স্ফোটসমূহ সত্তার শাশ্বত আদর্শ বা প্রথমরূপ; অন্য যাবতীয় পদার্থ উহাদিগের অনুকরণে সৃষ্ট হইয়াছে। তাহারা আপনার জন্য আপনি বিদ্যমান, এবং তাহাদিগের অংশভাক্ বস্তুজাত হইতে স্বতন্ত্র; জ্ঞানের রাজ্যে তাহারা শুধু মননসাহায্যে পরিজ্ঞেয়, চক্ষুর দ্বারা দর্শনীয় নহে। দৃশ্যমান পদার্থসমূহ তাহাদিগের ছায়ামাত্র; তাহাদিগের সত্তা পদার্থের সত্তা হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন। স্ফোটসমূহ ঈশ্বর বা মানবের মনন নহে; তাহারা নিত্যবর্ত্তমান, পরমেষ্ঠী (absolutes)।

এলেয়া-প্রস্থান বলে, পরম সৎ এক ও গতিহীন। প্লেটো বলেন, এই মত ভ্রান্ত; উহাতে একত্ব ও বহুত্ব, নিত্যত্ব ও চলত্ব, দুই-ই আছে; সুতরাং প্রকৃত সদ্বস্তু যে স্ফোট, তাহা এক নহে, প্রত্যুত বহু; উহাদিগের মধ্যে ভেদ ও অভেদ, যোগ ও বিয়োগ, ইত্যাদি নানা সম্বন্ধ বর্ত্তমান। স্ফোটসমূহে যে এক ও বহু মিলিত হইয়াছে, প্লেটো তাহাদিগকে সংখ্যারূপে বর্ণনা করিয়াও সেই তত্ত্বটী বুঝাইতে চাহিয়াছেন।

প্লেটো স্ফোটসমূহকে শক্তিরূপেও ব্যাখ্যা করিয়াছেন। পরম সৎ অচল অবিকারিত্ব নহে; উহা যদি আমাদিগের উপরে ক্রিয়া না করিত, কিংবা আমরা উহার উপরে ক্রিয়া না করিতাম, তবে আমরা উহাকে জানিতে পারিতাম না। সুতরাং উহার প্রাণ, আত্মা, গতি, মন ও প্রজ্ঞা, সকলই আছে। সত্তার সামান্য বা নাম শক্তি; অতএব স্ফোটসমূহ শক্তিময়, প্রজ্ঞানময়, জগদ্‌ব্যাপারের মূল কারণ। প্লেটো এই তত্ত্বটী ব্যাখ্যা করিতে যাইয়া আগাগোড়া অসঙ্গতি-দোষ এড়াইতে পারেন নাই।

৩। স্ফোট-জগৎ।

প্লেটোর মতে স্ফোট অসংখ্য। দ্রব্য, গুণ, কর্ম্ম, সামান্য, বিশেষ—জগতের এমন কিছু নাই, যাহার একটা স্ফোট না আছে। জাতি, শ্রেণী, গোত্র, গোষ্ঠী; মনুষ্য, কীট, পতঙ্গ, সরীসৃপ; গো, অশ্ব, মেষ, ছাগ, মহিষ, সিংহ, ব্যাঘ্র, হস্তী, গণ্ডার; কেশ, দন্ত, নখ; শয্যাসন; বৃহত্ত্ব ক্ষুদ্রত্ব; সাদৃশ্য বৈসাদৃশ্য; এমন কি বিশেষ্য, দ্বিত্ব, পাপ ও অমঙ্গল—সকলের মূলেই এক একটী স্ফোট বিদ্যমান। একটা দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক্। আমরা অনেক ঘোটক দেখিতে পাই। প্লেটো বলিতেছেন, এগুলির অন্তরালে 'ঘোটকত্ব' বলিয়া এক স্ফোট বা সত্তা আছে; ভিন্ন ভিন্ন ঘোটক তাহারই অনুকৃতি। স্ফোটসমূহ পরস্পর সংবদ্ধ; উচ্চতম জাতি হইতে নিম্নতম শ্রেণী, ব্যষ্টি হইতে সম্পূর্ণ সার্ব্বভৌম পর্য্যন্ত সকলে পৌর্ব্বাপর্য্যানুসারে সংযুক্ত থাকিয়া এক বিশাল সর্ব্ব রচনা করিয়াছে। ইহাদিগের সম্বন্ধ মিলন, বর্জ্জন, সহযোগিতা প্রভৃতি ভেদে বিচিত্র ও বিবিধ। এক হইতে সার্ব্বভৌমে অধিরোহণ এবং সার্ব্বভৌম হইতে একে অবরোহণ বিজ্ঞানের কার্য্য। সত্তা ও অসত্তা, সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য, ভেদ ও অভেদ, একত্ব ও সংখ্যা, সরলতা ও বক্রতা সার্ব্বভৌম সামান্যের উদাহরণ। শিবের স্ফোট অর্থাৎ পরম শিব স্ফোটবৃন্দের শিরোদেশে অবস্থিত। শিব-তত্ত্ব প্রথম খণ্ডে দ্বাদশ অধ্যায়ের সপ্তম পরিচ্ছেদে (৪৭৯—৪৮৩ পৃষ্ঠা) ব্যাখ্যাত হইয়াছে।

স্ফোটবাদের নামান্তর অধ্যাত্মবাদ। গ্রীক দর্শনে প্লেটোই অধ্যাত্ম-বাদের প্রতিষ্ঠাতা বলিয়া পরিকীর্ত্তিত হইয়া আসিতেছেন।

চতুর্থ প্রকরণ

জড়বাদ (Physics)

পরিদৃশ্যমান পদার্থপুঞ্জের সাধারণ কারণ।

জড়বাদশীর্ষক প্রকরণত্রিতয়ে পরিদৃশ্যমান পদার্থপুঞ্জের সাধারণ কারণ, জগৎ ও মানব, এই তিনটী বিষয়ের আলোচনা করিতে হইবে। প্রথমোক্ত বিষয়টী তিন ভাগে বিভক্ত—(১) জড়, (২) স্ফোটের সহিত ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়ের সম্বন্ধ; এবং (৩) এতদুভয়ের সেতু বিশ্বাত্মা।

১। জড়।

প্লেটোর জড়বাদ বুঝিতে হইলে আমাদিগকে স্ফোটবাদ স্মরণপথে রাখিতে হইবে। পরিদৃশ্যমান পদার্থপুঞ্জের স্বপ্রতিষ্ঠ সত্তা নাই; ইহার সত্তা অপর সত্তার জন্য; ইহার সত্তা অপর সত্তার দ্বারা বিধৃত; ইহার সত্তা অপর সত্তা সম্পর্কে আপেক্ষিক; ইহার সত্তার অভিপ্রায় অপর সত্তা। সুতরাং ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়সমূহ সত্য সত্তার ছায়া ও অনুকরণ বই আর কিছুই নহে। দ্বিতীয়টীতে যাহা এক, প্রথমটীতে তাহা বহু; দ্বিতীয়টীতে যাহা সম্পূর্ণরূপে আত্মপ্রতিষ্ঠ ও অন্যনিরপেক্ষ, প্রথমটীতে তাহা অন্যসাপেক্ষ; দ্বিতীয়টীতে যাহা সত্তা (being), প্রথমটীতে তাহা ভবন (becoming)। কিন্তু স্ফোট কিরূপে বিকারাধীন পদার্থে রূপান্তরিত হইল? স্ফোট যদি সৎ হয়, তবে এই রূপান্তরের কারণ অসৎ; স্ফোট যদি সদৈকরূপ অপরিবর্ত্তনীয় সত্তা হয়, তবে এই কারণ একান্ত বিভেদ ও একান্ত পরিবর্ত্তন; এই কারণের নাম জড়। প্লেটো "ফিলীবস" (Philebos) ও "টিমাইয়স" নামক গ্রন্থে জড়তত্ত্ব বিবৃত করিয়াছেন; কিন্তু এই দুরূহ আলোচনায় আমরা প্রবেশ করিতে পারিব না। আমরা কেবল দুই একটা নিতান্ত প্রয়োজনীয় কথা বলিব। প্লেটো জগতের উপাদানস্বরূপ তিনটী বস্তু কল্পনা করিয়াছেন; প্রথম অব্যয়, আদিরূপী

সত্তা অর্থাৎ স্ফোট ; দ্বিতীয় স্ফোটের অনুকৃতি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়প্রপঞ্চ ; তৃতীয় ভবন ও বিকারের ভিত্তি ও আধার, এবং স্থূলভূত ও ব্যক্ত জড়ের সাধারণ উপাদান ; চতুর্ভূত ইহা হইতেই উদ্ভূত হইয়াছে। বিশ্বের চঞ্চল, চির প্রবহমান, পরিবর্ত্তনশীল পদার্থনিচয়ের মধ্যে এই অব্যক্ত জড় পত্তন-ভূমি হইয়া অনুস্যূত রহিয়াছে; উহারা ইহাতেই উৎপন্ন হয়, এবং ইহাতেই প্রত্যাগমন করে। ভিন্ন ভিন্ন বস্তুতে ইহা ভিন্ন ভিন্ন রূপে প্রকাশিত হইতেছে, কিন্তু ইহার নিজের কোনও বিশিষ্ট রূপ বা গুণ নাই। নিখিল পদার্থ দেশে আবির্ভূত, পরিপুষ্ট ও ধ্বংস প্রাপ্ত হইতেছে ; সুতরাং উহা দেশেই অবস্থিত, এবং স্ফোট, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়প্রপঞ্চ ও দেশ— তিনটীই উৎপৎস্যমান দ্রব্যের ভিত্তি। প্লেটোর মতে দেশই জড়। তিনি ইহাকে 'অসৎ' সংজ্ঞায় সংজ্ঞিত করিয়াছেন।

কেহ কেহ বলেন, প্লেটো বিশ্বাস করিতেন, সৃষ্টির পূর্ব্ব হইতেই শাশ্বত শরীরী জড় বিদ্যমান ছিল। কিন্তু এ বিষয়ে বিশেষজ্ঞেরা সকলে নিঃসংশয় নহেন।

২। স্ফোটের সহিত ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়ের সম্বন্ধ।

অনেকে বলেন, প্লেটোর দর্শনে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগৎ ও স্ফোট-জগৎ পরস্পর পাশাপাশি অবস্থিত, এবং উভয়ের সত্তা মূলতঃ বিভিন্ন। কিন্তু প্লেটো স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছেন, যে স্ফোটই একমাত্র সত্য বস্তু ; ইন্দ্রিয়-গোচর পদার্থসমূহের বাস্তব অস্তিত্ব নাই। সুতরাং আমরা উক্ত মত দ্বিধারহিত হইয়া সমর্থন করিতে পারি না। তবে উভয়ের প্রকৃত সম্বন্ধ কি ; অথবা ইন্দ্রিয়গোচর পদার্থনিচয় স্ফোট-জগৎ হইতে প্রসূত হইয়াছে কি না ; মানবাত্মার স্ফোট কি রাম, শ্যাম, যদু, মধুর মধ্যে খণ্ড খণ্ড রূপে বিকীর্ণ হইয়াছে, না, প্রত্যেকের মধ্যেই অখণ্ড ও পূর্ণরূপে বিদ্যমান আছে ; পরম সুন্দর কি করিয়া যুগপৎ সমুদায় সুন্দর বস্তুতে বর্ত্তমান থাকিতে পারে ?—এই সকল প্রশ্নের উত্তর দেওয়া সহজ নহে ; তাহার কারণ এই, যে প্লেটো স্বয়ং এই সমস্যার একটা সুসঙ্গত সমাধান করিয়া যান নাই। তাঁহার মতে পরম শিব অর্থাৎ ঈশ্বর স্ফোটকুলের শীর্ষস্থানে

বিদ্যমান। তিনি মঙ্গলময় বলিয়াই জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন। (Tim. 29)। ইহাতে কেহ কেহ মনে করিতে পারেন, অসীম ঈশ্বর সীমার মধ্যে আপনাকে প্রকট করিয়াছেন। কিন্তু প্লেটো তাঁহার সৃষ্টি-প্রকরণে বলিতেছেন, যে ঈশ্বর কেবল উদ্দাম ও উচ্ছৃঙ্খল দৃশ্যমান পদার্থ বা সসীমের মধ্যে শৃঙ্খলার সঞ্চার করিয়াছেন; জড় বস্তুতঃ সৃষ্টির পূর্ব্বেও বর্ত্তমান ছিল। ঈশ্বর অলঙ্ঘ্য নিয়তির (anankē) সহিত সংগ্রাম করিয়া ও তদ্দ্বারা কিয়ৎপরিমাণে ব্যাহত হইয়া (পূর্ব্বোক্ত অর্থে) জগৎ সৃজন করিলেন। অথচ প্লেটো একথাও বলিয়াছেন, যে পূর্ণস্বরূপ ঈশ্বর শুধু পূর্ণতাই প্রসব করিতে পারেন। ফলতঃ বিষয়টী এমন জটিল, যে উহার মীমাংসা করিতে যাইয়া কেহ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, প্লেটো দ্বৈতবাদী, কেহ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, প্লেটো অদ্বৈতবাদী।

ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগতের উদ্ভবের ন্যায় তাহার অবস্থিতিও সংশয়তিমিরে আচ্ছন্ন। স্ফোট হইতে পরিদৃশ্যমান পদার্থ কিরূপে উদ্ভূত হইল, প্লেটো তাহা যেমন ব্যাখ্যা করিতে পারেন নাই, তেমনি এই উভয়ে কি করিয়া যুগপৎ বর্ত্তমান থাকিতে পারে, তাহাও বুঝাইয়া দিতে সমর্থ হন নাই। তিনি বলিতেছেন, স্ফোট জড়ীয় বস্তুর আদর্শ বা আদিরূপ, আবার তাহার সত্তা ও বাস্তবতা। পদার্থ যে-পরিমাণে স্ফোটের অংশভাক্, সেই পরিমাণে তাহার অনুকৃতি। সুতরাং পদার্থ কিরূপে স্ফোটের অংশ-ভাক্ হইল, তাহা ব্যাখ্যাত না হইলে, পদার্থ স্ফোটের অনুকৃতি, শুধু একথার দ্বারা ব্যাখ্যার অভাবের পরিপূরণ হইবে না। ইন্দ্রিয়গোচর পদার্থ যে-পরিমাণে স্ফোটের প্রকাশ ও অনুকরণ, সেই পরিমাণে উহা স্ফোটদ্বারা বিহিত ও পরিচ্ছিন্ন; যে পরিমাণে জড়ে উহার নিজস্ব একটা ধর্ম্ম আছে, সেই পরিমাণে উহা অলঙ্ঘ্য নিয়তি (Necessity) দ্বারা বিহিত ও পরিচ্ছিন্ন; কেন না, জগৎ প্রজ্ঞার লীলা হইলেও জগতের উদ্ভবে প্রজ্ঞার সহিত আর একটা অন্ধ কারণ বিদ্যমান ছিল; অপিচ স্রষ্টা তাঁহার সৃষ্টিতে পরম পূর্ণতা দান করিতে পারেন নাই; সসীমের প্রকৃতি তাঁহাকে যতটুকু সক্ষম করিয়াছে, তিনি তাহাকে ততটুকুই সুন্দর করিয়া রচনা করিয়াছেন। (Tim. 48)। পরম শিব প্রজ্ঞার নিয়ামক। জড়ীয় বস্তু প্রজ্ঞার সৃষ্টি,

অতএব জড়বস্তুকে পরম শিবের সাহায্যে, অর্থাৎ তাহার অভিপ্রায় দ্বারা বিচার করিয়া বুঝিতে হইবে; জড়ীয় বস্তুর মধ্যে যেটুকু অভিপ্রায় দ্বারা বুঝা যায় না, তাহা নৈসর্গিক ভবিতব্যতার (anankē) কার্য্য। এস্থলে সৃষ্টির মূলে দুইটী কারণ স্বীকৃত হইতেছে। আরিষ্টটল লিখিয়াছেন, যে প্লেটো জড়কে অমঙ্গলের কারণ বলিয়া বিশ্বাস করিতেন। দেহ যে শুদ্ধ জ্ঞানের পরিপন্থী, তাহা তো "ফাইডোনে" সুস্পষ্টই লিখিত আছে। সুতরাং প্লেটোর দর্শনে স্ফোট-জগৎ ও জড়-জগৎ, দুই-ই অঙ্গীকৃত হইয়াছে, কাজেই তিনি দ্বৈতবাদ পরিহার করিতে পারেন নাই। তিনি এই দুইয়ের মধ্যে একটা সেতু কল্পনা করিয়াছেন,—তাহা বিশ্বাত্মা।

৩। বিশ্বাত্মা

"বিশ্বাত্মা" শব্দটী আপনারা পরব্রহ্ম অর্থে গ্রহণ করিবেন না। "টিমাইয়স" নামক গ্রন্থে উহা সবিস্তার বর্ণিত হইয়াছে। "ঈশ্বর সুন্দর ও মঙ্গলময়, অতএব তিনি সংকল্প করিলেন, যে তদ্রচিত এই বিশ্বপ্রপঞ্চ সৌন্দর্য্য ও মঙ্গলে পূর্ণ হইবে। তিনি ভাবিলেন, যাহা বুদ্ধিহীন, তাহা কদাপি বুদ্ধিমান্ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হইতে পারে না; এবং যাহার আত্মা নাই, তাহাতে বুদ্ধি (nous) বিদ্যমান থাকিবে, ইহা কখনও সম্ভবপর নহে। অতএব তিনি বিশ্বের বুদ্ধিকে একটী আত্মাতে, এবং ঐ আত্মাকে দেহের ন্যায় এই বিশ্বে স্থাপন করিলেন। এই জন্যই ব্রহ্মাণ্ড প্রাণবান্, আত্মবান্ ও জ্ঞানময় হইয়াছে।"

জীবদেহ ও জীবাত্মার সম্বন্ধ দেখিয়া যে প্লেটো নিখিল বিশ্বে বিশ্বাত্মার পরিকল্পনা করিয়াছেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। জড় পদার্থ গতিহীন; তাহাকে গতিশীল হইবার জন্য আত্মার উপরে নির্ভর করিতে হয়; কেন না, আত্মা স্বয়ং গতিশীল এবং গতিজনক। ইহার ক্রিয়া গতি ও বুদ্ধিতে অভিব্যক্ত হইয়া থাকে। ইহা হইতেই বিশ্বাত্মার অস্তিত্ব সিদ্ধ হইতেছে; যেহেতু এক বিশ্বাত্মার সাহায্যেই প্রজ্ঞা জড়ীয় বস্তুতে আপনাকে সঞ্চারিত করিতে সমর্থ; বিশ্বাত্মা স্ফোট ও পরিদৃশ্যমান পদার্থের মধ্যবর্ত্তী সেতু। মধ্যবর্ত্তী বলিয়া ইহা একদিকে যাবতীয় নিয়মবদ্ধ গতি ও তজ্জনিত

সংগঠনের কারণ ; অপর দিকে ইহা জ্ঞান ও আধ্যাত্মিক জীবনের উৎস। বিশ্বাত্মা বিভাজ্য ও অবিভাজ্য, উভয়বিধ স্বরূপের সংমিশ্রণে বিরচিত, অর্থাৎ ইহাতে স্ফোট ও পরিদৃশ্যমান পদার্থের স্বস্ব গুণ মিলিত হইয়াছে। ইহা স্ফোটের ন্যায় অশরীরী, অথচ শরীরীর সহিত সংবদ্ধ। ইহা চির-প্রবহমান পদার্থনিচয়ের সীমাহীন বহুত্বের সম্মুখে উহার আদর্শ একত্বরূপে বিদ্যমান; ইহা নিত্য উপাদানরূপে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া উহাদিগের উচ্ছৃঙ্খল পরিবর্ত্তনের মধ্যে মাত্রা ও বিধি প্রবর্ত্তিত করিতেছে। কিন্তু ইহা স্ফোটের ন্যায় একেবারে বহুত্বের বহির্ভূত নহে ; কেন না, দেহস্থিত আত্মারূপে ইহা দেশের, এবং গতির আদিকারণ-রূপে ইহা পরিবর্ত্তনের সহিত বিজড়িত হইয়া রহিয়াছে।

প্লেটো ব্রহ্মাণ্ডের নিয়ম, শৃঙ্খলা ও সৌন্দর্য্য সন্দর্শনে মোহিত হইয়া উহাতে আত্মা আরোপ করিয়াছেন , কিন্তু এই আত্মা ইচ্ছাময়, আত্মজ্ঞানী পুরুষ কি না, তাহা খুলিয়া বলেন নাই।

পঞ্চম প্রকরণ

জড়জগৎ

প্লেটোর স্বষ্টি-প্রকরণ একান্ত রহস্যময় ও দুর্ব্বোধ্য ; আমরা "টিমাইয়স" হইতে উহার স্থূল মর্ম্ম প্রদান করিতেছি। উহাতে ব্রহ্মাণ্ডের রচয়িতা "বিশ্বকর্ম্মা" (Dūmiourgos) নামে অভিহিত হইয়াছেন। প্লেটো ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টিতে তিনটী মূল কারণ স্বীকার করিয়াছেন—(১) স্ফোটবৃন্দ, (২) অব্যক্ত জড়, (৩) বিশ্বকর্ম্মা। সুতরাং বিশ্বকর্ম্মা প্রকৃতপক্ষে নির্ম্মাণকারী, সৃষ্টিকর্ত্তা নহেন। অপিচ তিনি অলঙ্ঘ্য নিয়তিকে সম্পূর্ণরূপে বশীভূত করিতে পারেন নাই; উহা তাঁহার ক্রিয়া আরব্ধ হইবার পূর্ব্বেও বিদ্যমান ছিল; তিনি উহাকে মিষ্টবাক্যে তুষ্ট করিয়া তদুপরি ক্রিয়া করিতে পারেন, শাসন-প্রভাবে পরাভূত করিতে পারেন না। ঐতিহাসিক গ্রোট্ বলেন, অলঙ্ঘ্য নিয়তি কথাটী অব্যক্ত, অস্থির, অনিয়মিত, অবোধ্য শক্তি বা গতি অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। স্ফোটজগৎ ও অলঙ্ঘ্য নিয়তির মধ্যবর্ত্তী সেতু বা যোগসূত্র বিশ্বকর্ম্মারূপী প্রজ্ঞা।

তিনি প্রথমে নিখিল বিশ্ব (kosmos) রচনা করিলেন। উহা এক বিশাল পূর্ণাবয়ব জীব; পরম জীব (autozōon) বা জীবের স্ফোটের আদর্শে বিরচিত। বিভিন্ন শ্রেণীর জীবের স্ফোট উহার অন্তর্ভূত। এই জীব বিশ্বাত্মা। তৎপরে ক্ষিতি, অপ্, তেজঃ ও মরুৎ, এই ভূতচতুষ্টয়ের সমবায়ে বিশ্বাত্মার দেহ নির্ম্মিত হইল। কিন্তু চতুর্ভূত তখনও অব্যক্তাকার ছিল, বর্ত্তমান কালের অগ্নি, বায়ু, বারি ও পৃথিবীর রূপ ধারণ করে নাই। বিশ্বাত্মার দেহ এই নিখিল বিশ্ব একটী নিখুঁত গোলক। বিশ্বকর্ম্মা উহার উপরিভাগ মসৃণ করিলেন, কেন না, উহা পূর্ণ ও আত্মপ্রতিষ্ঠ। চক্ষুরাদি জ্ঞানেন্দ্রিয়, হস্তপদাদি কর্ম্মেন্দ্রিয়, নিঃশ্বাসপ্রশ্বাস প্রভৃতি ক্রিয়া —উহার এসকলের কিছুরই প্রয়োজন নাই। উহার পরিধির প্রত্যেক বিন্দু কেন্দ্র হইতে সমদূরে অবস্থিত। বিশ্বকর্ম্মা আত্মাকে উহার কেন্দ্র-স্থলে স্থাপন করিলেন, এবং তাহাকে পরিধি পর্য্যন্ত ব্যাপ্ত করিয়া গোলকের বহির্দ্দেশ তদ্দ্বারা আচ্ছাদন করিয়া দিলেন। বিশ্বাত্মা অভেদ (অবিভাজ্য ও অপরিবর্ত্তনীয় স্ফোটের স্বরূপ), ভেদ (বিভাজ্য জড় পদার্থের স্বরূপ) এবং ভেদ ও অভেদের সংমিশ্রণ,—এই ত্রিবিধ উপাদানে রচিত হইল। জীবন্ত বিশ্ব, অথবা মহান্ বিশ্বদেব অবিরত ঘূর্ণিত হইতেছেন; বিশ্বদেবের আত্মা বিশ্বদেহের সর্ব্বত্র পরিব্যাপ্ত; অতএব উহার সর্ব্বত্র অবাধে নিঃশব্দে জ্ঞানের ক্রিয়া চলিতেছে।

বিশ্বের আবর্ত্তন হইতে কাল—দিন, মাস, সংবৎসর প্রভৃতি—আরম্ভ হইল; তৎপূর্ব্বে কাল ছিল না, অতীত, বর্ত্তমান বা ভবিষ্যৎ ছিল না। বিশ্বকর্ম্মা বিশ্বকে যথাসম্ভব চিরস্থির স্ফোটসমূহের অনুরূপ করিবার জন্য উহাতে শাশ্বত ও অপরিবর্ত্তনীয় গতির সঞ্চার করিলেন; এবং এই গতি বুঝিবার ও পরিমাপ করিবার উদ্দেশ্যে গগনে সূর্য্য, চন্দ্র ও গ্রহগণ প্রতিষ্ঠিত হইল। অযুত বৎসরে জ্যোতিষ্কমণ্ডলীর এক যুগ পূর্ণ হয়; এই কালে তাহারা স্ব স্ব কক্ষে পরিভ্রমণ সমাপ্ত করিয়া, যথা হইতে তাহাদিগের যাত্রা আরব্ধ হইয়াছিল, তথায় প্রত্যাগমন করে।

তৎপরে বিশ্বকর্ম্মা বিশ্বকে আদিজীবের পূর্ণ অনুকৃতি করিবার মানসে জীবসৃষ্টিতে মনোনিবেশ করিলেন। সর্ব্বাগ্রে তিনি দেবগণকে সৃজন

করিলেন। পৃথিবী প্রথম ও প্রাচীনতম দেবতা, বিশ্বের কেন্দ্রে অধিষ্ঠিত। তদনন্তর তারারাজি উদ্ভূত হইল; ইহারা জীবন্ত, শাশ্বত ও দেবস্বভাব, দ্বিবিধ গতির অধিকারী। বিশ্বকর্ম্মা বিশ্বব্যাপারের তত্ত্বাবধানের জন্য এই সকল চাক্ষুষ দেবতাকে জন্মদান করিলেন। বরুণ, ক্রণস, রেয়া, জেয়ুস, হীরা প্রভৃতি পৌরাণিক দেবকুল ইঁহাদিগের অপত্য।

চক্ষুগোচর ও চক্ষুর অগোচর সমস্ত দেবগণ সৃষ্ট বা জাত হইবার পরে বিশ্বকর্ম্মা তাঁহাদিগকে মনুষ্য ও ইতরপ্রাণী সৃজন করিতে আদেশ করিলেন। তিনি স্বয়ং মানবজাতির জন্য অমর আত্মা রচনা করিয়া দিলেন। বিশ্বাত্মা যে-যে উপাদানে রচিত হইয়াছিল, উহাও সেই সমুদায় উপাদানে রচিত হইল, কিন্তু তদপেক্ষা অপূর্ণ ও অবিশুদ্ধ রহিয়া গেল। যতগুলি তারা, ততগুলি আত্মা সৃষ্ট হইল। বিশ্বকর্ম্মা এক এক তারায় এক এক আত্মা স্থাপন করিলেন, এবং কোন্‌টী কখন অপর দুই হীনতর আত্মার সহিত একত্র একদেহে জন্মগ্রহণ করিবে, তাহা নির্দ্দেশ করিয়া দিলেন। দেবগণ দুই মর্ত্ত্য আত্মা এবং চতুর্ভূত-সংযোগে মানবদেহ নির্ম্মাণ করিলেন; অমর আত্মা মস্তকে, এক মর্ত্ত্য আত্মা বক্ষে ও অপর মর্ত্ত্য আত্মা উদরে স্থাপিত হইল। ত্রিবিধ আত্মার ব্যাখ্যা আপনারা প্রথম খণ্ডের ৪৭৬-৭৭ পৃষ্ঠায় দেখিতে পাইবেন।

আদি মানব সকলেই পুরুষ ছিল। কালক্রমে যখন তাহাদিগের অধঃপতন আরম্ভ হইল, তখন তাহারা অধোগতির প্রকৃতি অনুসারে নারী, পক্ষী, স্থলচর প্রাণী, সরীসৃপ ও মৎস্যের মূর্ত্তিতে রূপান্তরিত হইল।

প্লেটো ভৌতিক পদার্থের রচনাতে গণিতের সূক্ষ্মাদপি সূক্ষ্মতত্ত্বের অবতারণা করিয়াছেন; আমাদিগের তাহা বুঝিবার বা বুঝাইবার সাধ্য নাই।

ষষ্ঠ প্রকরণ

মানব

পঞ্চম প্রকরণে মানবের উৎপত্তি বর্ণিত হইয়াছে। মানবাত্মা ত্রিবিধ, জ্ঞানময়, ভাবময় ও কামময়; উহা অজ, নিত্য ও শাশ্বত; উহা কর্ম্মানুসারে

জন্মে জন্মে জীবদেহে সঞ্চরণ করিয়া সুখ ও দুঃখ ভোগ করে; পরলোকে আত্মা পুণ্যের পুরস্কার ও পাপের দণ্ড প্রাপ্ত হয়; উহা বিশ্বাত্মা হইতে নিঃসৃত হয় নাই এবং বিশ্বাত্মাতে প্রত্যাগত ও বিলীন হয় না, প্রত্যুত উহা বিশ্বাত্মার সহিত যুগপৎ অবস্থিতি করিতেছে—এই সকল তত্ত্ব প্রথম খণ্ডের দশম ও দ্বাদশ অধ্যায়ে (৩১০—৩১৪, ৪৭৬—৪৭৯ পৃষ্ঠা) বিবৃত হইয়াছে; আপনারা তথায় এবং পুনশ্চ এই গ্রন্থের দ্বিতীয় ভাগে "ফাইডোনে" তাহা পাঠ করিবেন। প্লেটোর জন্মান্তরবাদ আত্মার উন্নতিসাধনের কেমন উৎকৃষ্ট সহায়, "ফাইডোনের" মুখবন্ধে আমরা তাহার আলোচনা করিব, এবং তথায় আত্মার অমরত্বের অনুকূল যুক্তি-গুলিও সংক্ষেপে উপস্থাপিত হইবে। এখানে আমরা তাঁহার দুই একটী মতের প্রতি আপনাদিগের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। প্লেটো বলেন, আত্মা স্বতঃ বিশুদ্ধ ও সদৈকরূপ; উহাতে বহুত্ব ও বৈচিত্র্য, বৈসাদৃশ্য এবং বিরোধ নাই। দেহে অবতীর্ণ হইবার পূর্ব্বে উহা পুণ্য জীবন যাপন করিত; দেহে প্রবেশ করিয়া উহা মালিন্যের ভাগী হইয়াছে। এজন্য ইহলোকে আমরা আত্মার স্বরূপ দেখিতে পাই না। সাগর-দেব গ্লৌকস যখন সাগর-গর্ত্ত হইতে উত্থিত হন, তখন লোকে তাঁহাকে দেখিয়া সহজে তাঁহার প্রকৃত রূপের পরিচয় প্রাপ্ত হয় না; কেন না, তরঙ্গবিক্ষেপে তাঁহার কোন কোন পুরাতন প্রত্যঙ্গ ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, কোন কোনও প্রত্যঙ্গ নিষ্পেষিত ও একেবারে বিকৃত হইয়াছে; এবং তাঁহার অঙ্গে শম্ব, শৈবাল, ও প্রস্তরের ন্যায় কত আবর্জ্জনা লাগিয়া রহিয়াছে; সুতরাং তিনি স্বভাবতঃ যাহা, গ্লৌকস তখন তাহার পরিবর্ত্তে বরং একটা জানোয়ার বলিয়াই প্রতীয়মান হন। আত্মাও ঠিক সেইরূপ সহস্র দুঃখে ও পাপে হীন দশায় পতিত হইয়াছে। আত্মাকে যথার্থ জানিতে হইলে জ্ঞানযোগে উহার শুদ্ধ, সুন্দর, দৈব, অমর, শাশ্বত স্বরূপ ধ্যান করিতে হইবে। (Rep. X. 611)।

প্লেটো মানবাত্মার পূর্ণ স্বাধীনতা প্রচার করিয়াছেন। তিনি সোক্রাটীসের ন্যায় বিশ্বাস করিতেন, যে কেহই ইচ্ছাপূর্ব্বক মন্দ হয় না ও মন্দ কর্ম্ম করে না। যে ব্যক্তি জানে, ভাল কি, সে যাহা ভাল, তাহা

করিবেই করিবে। যদি কেহ ভাল কি, তাহা না জানে, তবে এই অজ্ঞতার জন্য, সে নিজেই দায়ী। প্লেটো নানাস্থলে এই তত্ত্ব ঘোষণা করিয়াছেন, যে অধঃপতিত মানুষ আপনার সাধনবলেই আবার উন্নতি-সোপানে আরোহণ করিতে পারে; অর্থাৎ মুক্তি ও অপুনরাবৃত্তি পুরুষকারের ফল। তবে ঈশ্বরের সর্ব্বজ্ঞতা ও নিয়ন্তৃত্ব, এবং মানবাত্মার অব্যাহত স্বাধীনতা, এই উভয়ের সামঞ্জস্য কোথায়—এই জটিল প্রশ্নের সদুত্তর যে তাঁহার গ্রন্থে খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে, এমন বলিতে পারি না।

দেহ ও আত্মার সম্বন্ধ বিষয়ে প্লেটো যাহা বলিয়াছেন, তাহাতেও অনেক কথা দুর্বোধ্য রহিয়া গিয়াছে। একদিকে আত্মা স্বরূপতঃ দেহ হইতে এত স্বতন্ত্র, ও স্বীয় সত্তাতে সম্পূর্ণরূপে এমন দেহনিরপেক্ষ, যে উহা দেহধারণ করিবার পূর্ব্বেও বিদ্যমান ছিল, এবং দেহাবসানের পরেও আবার বিদ্যমান থাকিবে, এবং দেহপাশ হইতে মুক্ত হইয়া "শুদ্ধ, নিত্য, অমৃত ও অপরিবর্ত্তনীয় (স্রষ্টা) সমীপে গমন করিবে ও সজাতি বলিয়া নিত্য উহার সহবাসের অধিকারী হইবে।" (Phaedon, 79)। অপর দিকে "আত্মা যখন দেহের সাহায্যে পর্য্যবেক্ষণ করে, তখন উহা দ্বারা সেই সকল পদার্থের মধ্যে সমাকৃষ্ট হয়, যাহা কখনও একভাবাপন্ন থাকে না; এবং এই প্রকার নিত্যপরিবর্ত্তনশীল পদার্থের সংস্পর্শে আসিয়াছে বলিয়া উহা মদোন্মত্তের মত সন্ত্রস্ত ও পরিমুহ্যমান হইয়া ঘুরিয়া বেড়াইতে থাকে।" (Phaedon, 79)। দৈহিক জীবনের উত্তাল তরঙ্গদ্বারা আত্মার শাশ্বত গতি বিক্ষুব্ধ ও প্রতিহত হয়। (Tim. 43)। শরীর পরিগ্রহ করিবার প্রাক্কালে আত্মা বিস্মৃতিপ্রান্তরে উপেক্ষা নদীর জল পান করিয়া পূর্ব্বজন্মের সমুদায় সংস্কার বিস্মৃত হইয়া যায়। (Rep. X. 621)। আমরা এই মাত্র বলিয়াছি, দেহের সহিত-সংযোগ হইতেই আত্মার বিকৃতি ঘটে। নৈতিক দোষ ও আধ্যাত্মিক ব্যাধি রোগজর্জ্জরিত দেহের ফল; আধ্যাত্মিক স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য শরীরের জ্ঞানানুগত ও সুচিন্তিত যত্ন ও পরিচালনা একান্ত আবশ্যক, এবং উহা ব্যক্তি ও রাষ্ট্রের পক্ষে নৈতিক শিক্ষার প্রথম সোপান। (Tim. 86-90, Rep. III. 410)। বংশগত ও বৈজিক প্রভাব মানুষের জীবনে অত্যন্ত গুরুতর, কারণ পিতামাতার গুণ ও প্রবৃত্তি সন্তানে

সংক্রামিত হইয়া থাকে। সেই জন্যই প্লেটো "সাধারণতন্ত্রে" ও "সংহিতাগ্রন্থে" বিবাহ সম্বন্ধে এত কঠোর নিয়ম প্রবর্ত্তিত করিয়াছেন। সুতরাং আমরা দেখিতে পাইতেছি, যে দৈহিক জীবনে দেহ আত্মার উপরে প্রচুর ক্রিয়া করে। প্লেটো কিরূপে ইহার সহিত আত্মার স্বতন্ত্র ও শুদ্ধ নিত্যস্বভাবের সামঞ্জস্য সাধন করিয়াছেন, তাহা আমরা বলিতে পারি না।

সপ্তম প্রকরণ

ধর্ম্মনীতি

প্লেটোর দর্শন প্রধানতঃ ধর্ম্মনীতির সহিত সংসৃষ্ট। তিনি সোক্রাটীসের ন্যায় ধর্ম্মতত্ত্ব ও আত্মজ্ঞান হইতে আলোচনা আরম্ভ করিয়াছেন; কিন্তু তাঁহার দ্বারা সোক্রাটীস-প্রবর্ত্তিত ধর্ম্মনীতির বিকাশ ও বিস্তার সাধিত হইয়াছে। প্লেটোর ধর্ম্মনীতি বুঝিতে হইলে উহা তাঁহার পদার্থতত্ত্ব, নৃতত্ত্ব ও জড়বিজ্ঞানের আলোকে অধ্যয়ন করিতে হইবে। উহা তিন ভাগে অধ্যেতব্য—

১। নৈতিক জীবনের লক্ষ্য—পরম শ্রেয়ঃ।

২। ব্যক্তিগত জীবনে পরম শ্রেয়োলাভ—ধর্ম্ম।

৩। সমষ্টিগত জীবনে পরম শ্রেয়োলাভ—রাষ্ট্র।

১। পরম শ্রেয়ঃ।

সোক্রাটীস বলিতেন, মানবজীবনে কর্ম্মের লক্ষ্য শ্রেয়ঃ; তিনি শ্রেয়ঃ বলিতে বুঝিতেন, মানুষের কল্যাণ ও সুখ। তাঁহার শিষ্যগণও শ্রেয়ঃকেই সাধ্য বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন। প্লেটোও গুরুর সহিত একমত হইয়া বলিতেছেন, ধর্ম্মনীতির জিজ্ঞাস্য পরম শ্রেয়ঃ; এবং শ্রেয়োবিষয়ক জিজ্ঞাসা ও সুখবিষয়ক জিজ্ঞাসা একই কথা। সুখ শ্রেয়ের আয়ত্তাধীন, এবং শ্রেয়ঃ সকলেই বাঞ্ছা করে। প্লেটোর মতে শ্রেয়ের ভাবাত্মক ও অভাবাত্মক দুইটা দিক্ আছে। উহার অভাবাত্মক দিক্ আত্মার স্বরূপ হইতেই উপলব্ধ হইতেছে। আত্মার লক্ষ্য স্ফোটের ধ্যান; অতএব উহা ইন্দ্রিয়াধীন দৈহিক জীবন হইতে আপনাকে প্রত্যাহার করিয়া বিশুদ্ধ ধ্যানে নিমগ্ন

থাকিবে। কিন্তু জড়জগৎ স্ফোটজগতের বহিঃপ্রকাশ; সুতরাং আত্মাকে মানবজীবনে স্ফোটের অনুকৃতি অনুশীলন করিতে হইবে। ইহাই ধর্ম্মনীতির ভাবাত্মক দিক্।

প্রথমে অভাবাত্মক দিকের আলোচনা করা যাক্। প্লেটো "ফাইডোনে" (ও অন্যান্য গ্রন্থে) বলিয়াছেন, যে দেহই যত অনর্থের মূল। "দেহ আত্মার কারাগার।" (৬ষ্ঠ অধ্যায়)। "তত্ত্বজ্ঞানী যথাসাধ্য দেহের প্রতি উদাসীন থাকিয়া দৃষ্টিকে আত্মাতেই নিবদ্ধ রাখেন।" (৯ম অধ্যায়)। "তত্ত্বজ্ঞানীর আত্মা দেহকে একান্ত হেয় জ্ঞান করে, দেহকে পরিহার করে, এবং আপনি আপনাতে স্থিতি করিতে চাহে।" (১০ম অধ্যায়)। "আমরা যথার্থই এই শিক্ষালাভ করিয়াছি, যে যদি আমরা কোনও বিষয়ে নির্ম্মল জ্ঞান লাভ করিতে চাই, তবে আমাদিগকে দেহ হইতে মুক্ত হইতে হইবে, এবং আত্মাকে আপনাতে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া পদার্থসমূহের স্বরূপ (অর্থাৎ স্ফোট) দর্শন করিতে হইবে"। (১১শ অধ্যায়)। এই জন্য "তত্ত্বজ্ঞানীরা বাস্তবিকই মৃত্যু সাধন করেন।" (১২শ অধ্যায়)। কেন না, মানুষ বাঁচিয়া থাকিতে কখনও নির্ম্মল জ্ঞানের অধিকারী হইতে পারে না। (১১শ অধ্যায়)। "যতদিন আমরা জীবিত আছি, ততদিন আমরা তখনই জ্ঞানের সন্নিহিত হইব, যখন আমরা যতটুকু পরিহার্য্য, তাহার অধিক দেহের সঙ্গ করিব না ও তাহার সহিত যোগ রাখিব না; এবং দেহধর্ম্মদ্বারা অভিভূত হইবে না; বরং যতদিন না ঈশ্বর আমাদিগকে মুক্তি প্রদান করেন, ততদিন আমরা উহা হইতে শুদ্ধ থাকিব।" (১২শ অধ্যায়)। দর্শন বা তত্ত্বজ্ঞান শুদ্ধিসাধনের একমাত্র উপায়, এবং তদর্থে ভোগসুখ হইতে বিরতি অবশ্যপ্রয়োজনীয়।

কিন্তু প্লেটো সন্ন্যাস ও কৃচ্ছ্রসাধন প্রচার করেন নাই; তাঁহার ধর্ম্মনীতির একটা ভাবাত্মক দিক্ আছে। "ফিলীবস" (Philebos) নামক নিবন্ধে "শ্রেয়ঃ কি?" এই প্রশ্ন বিস্তৃতরূপে আলোচিত হইয়াছে; উহার শেষাংশে প্লেটো শ্রেয়ঃসমূহের যে শ্রেণীবিভাগ প্রদান করিয়াছেন, প্রথম খণ্ড হইতে (৪৭৫ পৃষ্ঠা) তাহা উদ্ধৃত হইল। "ইন্দ্রিয়সুখ শ্রেষ্ঠ সম্পদ্ নহে, কিন্তু মাত্রা, সাম্য, মধ্যমাবস্থা, উপযোগিতা,—ইহাতেই শাশ্বত স্বভাব

নিহিত আছে। যাহা সুন্দর, সৌষ্ঠবময়, পূর্ণ, আত্মপ্রতিষ্ঠ, তাহা দ্বিতীয় শ্রেণীর অন্তর্গত। মন ও জ্ঞান তৃতীয় শ্রেণীর সম্পদ্। বিদ্যা, কার্য্যকরী বুদ্ধি, বিশুদ্ধ মত, চতুর্থ শ্রেণীভুক্ত। সুখ—আত্মার বেদনাবিহীন নির্ম্মল আনন্দ এবং জ্ঞানজনিত সুখ ও ইন্দ্রিয়সুখ—পঞ্চম স্থানীয়। "ভোগসুখ সর্ব্বনিম্নে অবস্থিত।" (Phil. 66)। ইহার একটু ভাষ্য আবশ্যক। প্লেটো বলিতেছেন, স্ফোট মাত্রারূপী সমগুণ ও শাশ্বত স্বভাব; স্ফোটের অংশভাগিত্ব পরম শ্রেয়ের প্রথম উপাদান। বাস্তব জগতে স্ফোটের উপলব্ধি, অথবা সুন্দর, সৌষ্ঠবময়, পূর্ণ পদার্থের সৃজন উহার দ্বিতীয় উপাদান। বুদ্ধি ও প্রজ্ঞা তৃতীয় উপাদান। বিশেষ বিশেষ বিদ্যা বা বিজ্ঞান, ললিতকলা, বিশুদ্ধ মত চতুর্থ উপাদান। শুদ্ধ, বেদনা-বিহীন ইন্দ্রিয়সুখ পঞ্চম উপাদান। প্লেটো এস্থলে সংসারত্যাগ ও মর্কট-বৈরাগ্যের প্রতিবাদ করিতেছেন, এবং জনগণকে জ্ঞান ও পুণ্যের পথে থাকিয়া পরিমিত ইন্দ্রিয়সুখ সম্ভোগ করিতে উপদেশ দিয়া মনুষ্যত্বের পরিপূর্ণ বিকাশের প্রণালী দেখাইয়া দিতেছেন। আমরা প্রথম খণ্ডে পুনঃ পুনঃ বলিয়াছি, সাম্য বা মধ্যমাবস্থা ব্যবহারিক জীবনে ও ধর্ম্মবিজ্ঞানে গ্রীক জাতির মূলমন্ত্র ছিল। প্লেটোও মধ্যপথ বা সমগুণে অবস্থিতিকে পরম শ্রেয়ের সহিত একসূত্রে গ্রথিত করিয়া রাখিয়াছেন।

২। ধর্ম্ম বা গুণ (aretē)।

আমরা প্রথম খণ্ডের দ্বাদশ অধ্যায়ে (৪৬৬ পৃষ্ঠা) বলিয়াছি, সংস্কৃত "ধর্ম্ম" শব্দ যেমন নানা অর্থে ব্যবহৃত হয়, গ্রীক "আরেটী" (aretē) শব্দটীরও তেমনি বিভিন্ন অর্থ আছে। আমরা বর্ত্তমান প্রকরণে উক্ত শব্দের অনুবাদ করিতে যাইয়া কোথাও "ধর্ম্ম", কোথাও বা "গুণ" শব্দ ব্যবহার করিব। আপনারা স্মরণ রাখিবেন, aretē কথার ইংরেজী virtue, religion নহে। পালি সাহিত্যে "ধম্ম" যে দশ পনর অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহার কোন কোনটী aretē বা virtue শব্দের অনুরূপ।

প্লেটোর মতে সুখের একমাত্র উপায় ধর্ম্ম (aretē)। ধার্ম্মিক জন সুখী, অধার্ম্মিক জন দুঃখী। ধর্ম্ম আত্মার স্বাস্থ্য ও সংবাদিতা, অধর্ম্ম

বা পাপ আত্মার ব্যাধি ও উচ্ছৃঙ্খলতা। ধার্ম্মিক ব্যক্তিই স্বাধীন ভোগলোলুপ ব্যক্তি পরাধীন। শাশ্বতকে আশ্রয় না করিলে ও তদ্দ্বারা পরিপূর্ণ না হইলে কেহই তৃপ্তি লাভ করিতে পারে না। একা তত্ত্বজ্ঞানীই বিমল সুখের অধিকারী; সুতরাং দর্শন (বা তত্ত্বজ্ঞান) ও ধর্ম্মনীতি এক ও অভিন্ন। ধর্ম্মই ধর্ম্মের পুরস্কার, এবং পাপই পাপের দণ্ড; কেন না, মানুষ পবিত্র ও কল্যাণময় দেবস্বভাবের অনুরূপ হইয়া বিকশিত হইতেছে—তাহার পক্ষে ইহার অধিক মহত্তর সৌভাগ্য নাই; এবং সে দিন দিন তদ্বিপরীত মন্দ স্বভাব প্রাপ্ত হইতেছে, ইহা অপেক্ষা শোচনীয় দুর্ভাগ্যও নাই। (Theaet. 177, Laws, IV. 716)। পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে, প্লেটো পরলোকে পুণ্যের পুরস্কার ও পাপের দণ্ডে বিশ্বাস করিতেন; তিনি বলেন, ধার্ম্মিক ব্যক্তিকে ঈশ্বর পরিত্যাগ করিবেন, এবং পাপিষ্ঠ নরাধম দণ্ড হইতে নিষ্কৃতি পাইবে, ইহা কিছুতেই হইতে পারে না। (Rep. X. 612, Theaet. 176)। পাপী দণ্ড ভোগ করিয়া পাপ হইতে মুক্তিলাভ করিবে, নতুবা অপরকে দুষ্কর্ম্ম হইতে নিবৃত্ত রাখিবার জন্য তাহাদিগের সমক্ষে ভয়াবহ দৃষ্টান্ত হইয়া থাকিবে। কিন্তু প্লেটোর ধর্ম্ম দণ্ডপুরস্কারের উপরে প্রতিষ্ঠিত নয়; সুতরাং উহা সকাম নহে। তাঁহার মতে ধর্ম্ম ফলাফলনির্ব্বিশেষে স্বতঃই আচরণীয়। তিনি এ স্থলে সোক্রাটীসের হিতবাদের বহু উর্দ্ধে উঠিয়া গিয়াছেন এবং উহাকে মার্জ্জিত ও গভীর অর্থযুক্ত করিয়াছেন।

সোক্রাটীস জ্ঞান ও ধর্ম্মকে এক বলিয়া প্রচার করিয়াছেন; সুতরাং তাঁহার মতে ধর্ম্ম বা গুণ এক, এবং ধর্ম্মের প্রবৃত্তি সকলেরই সমান। অপিচ জ্ঞানের ন্যায় ধর্ম্মও শিক্ষাসাধ্য। প্লেটোও প্রথমে এই প্রকার মত পোষণ করিতেন, কিন্তু তিনি পরিণত বয়সে ইহার কিছু কিছু পরিবর্ত্তন ও সংস্কার সাধন করিয়াছিলেন। তাঁহার এই দৃঢ় প্রত্যয় জন্মিয়াছিল, যে পূর্ণ ধর্ম্মের সঙ্গে—উহা নিশ্চয়ই জ্ঞানের উপরে প্রতিষ্ঠিত—সাধারণ লোকের জ্ঞানালোকবঞ্চিত ধর্ম্মেরও একটা মূল্য আছে; যদিচ প্রথমটী শিক্ষাসাপেক্ষ ও দ্বিতীয়টী প্রথার উপরে স্থাপিত, তথাপি উচ্চতর ধর্ম্মের সোপানরূপে প্রথাগত ধর্ম্মও প্রয়োজনীয়। তিনি

দেখিয়াছিলেন, নৈতিক প্রবৃত্তি নানা প্রকার; এবং ইহাও বুঝিয়াছিলেন, যে ধর্ম্ম (বা গুণ) এক, অথচ বিভিন্ন ধর্ম্ম বা গুণের মধ্যে যথেষ্ট প্রভেদ আছে।

সোক্রাটীস জ্ঞান ও ধর্ম্মকে এক করিয়া ধর্ম্মসাধনের জন্য শুধু জ্ঞান-মার্গ রাখিয়াছিলেন। প্লেটো উহাতে জ্ঞানের সহিত অভ্যাস, প্রথা, কুলাচার ও বিশুদ্ধ মতকেও স্থান দিয়াছেন; এবং বলিতেছেন, যে এগুলি দার্শনিক জ্ঞান ও নীতির অগ্রদূত; এগুলির মধ্য দিয়া মানুষকে দর্শন-সম্মত ধর্ম্মে উপনীত হইতে হইবে।

প্লেটো এক অর্থে ধর্ম্ম (বা গুণ) এক বলিয়া মানিতেন; তিনি বলিয়াছেন, অপর সমুদায় ধর্ম্ম (বা গুণ) ন্যায়ের অন্তর্গত। কিন্তু তিনি সঙ্গে সঙ্গে ধর্ম্ম (বা গুণকে) বহু বলিয়াও অঙ্গীকার করিয়াছেন। তাঁহার মতে গুণ বহুবিধ এই জন্য, যে মানসিক শক্তি বা আত্মার অঙ্গ বিভিন্ন। তদনুসারে তিনি জ্ঞান, বীর্য্য, সংযম ও ন্যায়, এই চারিটী গুণ অথবা ধর্ম্মের লক্ষণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন; প্রথম খণ্ডের দ্বাদশ অধ্যায়ে (৪৬৭—৬৮ পৃষ্ঠা) এগুলির ব্যাখ্যা পরিদৃষ্ট হইবে।

ধর্ম্মনীতিতে প্লেটোর কয়েকটী মত স্মরণীয়। তিনি বলেন, ন্যায়বান্ ব্যক্তি সকলেরই, এমন কি শত্রুরও হিতসাধন করিবেন। এস্থলে তিনি গ্রীক জাতির নীতিকে পশ্চাতে রাখিয়া বহুদূরে চলিয়া গিয়াছেন। তিনি ব্যক্তির পক্ষে মিথ্যাবাদ নিষেধ করিয়াছেন, কিন্তু শিক্ষা ও শাসনের উদ্দেশ্যে রাষ্ট্র মিথ্যার আশ্রয় লইতে পারে, এই প্রকার বিধি দিতে কুণ্ঠিত হন নাই। প্লেটো নারীকে পুরুষের সমকক্ষ জ্ঞান করিতেন না, কিন্তু তিনি নারীজাতির মানসিক ও নৈতিক উৎকর্ষ সাধনের পক্ষপাতী ছিলেন। তাঁহার নিকটে সন্তানোৎপাদন বিবাহের একমাত্র লক্ষ্য ছিল, সুতরাং তিনি বিবাহের নৈতিক দিক্ একেবারেই উপেক্ষা করিয়াছেন। তিনি শ্রমশিল্পের প্রতি দেশপ্রচলিত অশ্রদ্ধা অতিক্রম করিতে পারেন নাই; এবং দাসত্ব-প্রথাতেও তিনি কোনও দোষ দেখিতেন না; তবে তিনি প্রভুকে দাসের প্রতি সদ্ব্যবহার করিতে উপদেশ দিয়াছেন। প্লেটো দণ্ড সম্বন্ধে অতি উদার ও আধুনিক মত পোষণ করিতেন। তিনি

বলেন, দণ্ডের লক্ষ্য অপরাধীর সংশোধন ও শুদ্ধি-সাধন, এবং সমাজে ভবিষ্যৎ অপরাধের নিবারণ; যেখানে দুষ্কৃতিকারীর সংশোধন অসাধ্য, মৃত্যুদণ্ড কেবল সেইখানেই বাঞ্ছনীয়। (Gorgias, 478, 480, 505, etc.)।

অষ্টম প্রকরণ

রাষ্ট্র

ধর্ম্ম পরম পুরুষার্থ এবং রাষ্ট্রের চরম লক্ষ্য। এই তত্ত্বটী বুঝাইবার জন্য প্লেটো "রাষ্ট্রনীতিজ্ঞ" (Politikos), "সাধারণতন্ত্র" (Politeia) এবং "সংহিতা" (Nomoi, Laws), এই তিনখানি গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। এক সুপণ্ডিত বলিয়াছেন, "সাধারণতন্ত্র" জগতের সাহিত্যে সর্ব্বপ্রধান গদ্যগ্রন্থ। আমরা এস্থলে ইহার সার সংগ্রহ করিতে পারিব না, শুধু কয়েকটী স্থূল তত্ত্ব আপনাদিগের নিকটে উপস্থিত করিব।

১। রাষ্ট্রের লক্ষ্য ও সমস্যা।

প্রথম খণ্ডে উক্ত হইয়াছে, "গ্রীক সভ্যতা রাষ্ট্র-ধর্ম্মী; উহা রাষ্ট্রকে আশ্রয় ও পরিবেষ্টন করিয়া বিকাশ লাভ করে।" (৪৫৬ পৃষ্ঠা)। গ্রীকেরা "বুঝিয়াছিল, যে রাষ্ট্র ছাড়া ব্যক্তিত্বের পূর্ণ অভিব্যক্তি অসম্ভব; যে যত আপনার জীবনকে রাষ্ট্রে ব্যাপ্ত করিয়া দিবে, সে তত বিকাশ লাভ করিয়া উহার সাফল্য সম্পাদন করিবে। তাহাদিগের মতে রাষ্ট্রগত জীবনই আদর্শ জীবন।" (৪৬১ পৃষ্ঠা)। প্লেটো রাষ্ট্রকে অতটা প্রাধান্য দিতে প্রস্তুত ছিলেন না। তিনি সোক্রাটীসের ন্যায় বিশ্বাস করিতেন, আত্মোন্নতি-সম্পাদন মানুষের মুখ্য কর্ত্তব্য; রাষ্ট্রসেবা গৌণ কর্ত্তব্য। তিনি শাশ্বত সত্যের ধ্যানে নিমগ্ন তত্ত্বজ্ঞানীর শান্ত, সমাহিত জীবনের মহিমা দ্বারা আকৃষ্ট ও বিমুগ্ধ হইয়াছিলেন। কিন্তু তাই বলিয়া প্লেটো রাষ্ট্রের প্রয়োজনীয়তা বিস্মৃত হন নাই। তিনি রাষ্ট্রকে জ্ঞান ও ধর্ম্মের সাধনক্ষেত্র বলিয়া বিবেচনা করিতেন। তিনি বলিতেন, সুশিক্ষাবিহনে মানুষ কখনও সদ্ধর্ম্ম আচরণ করিতে পারে না। সুশিক্ষা লাভ শুধু

রাষ্ট্রেই সম্ভবপর ; পক্ষান্তরে মন্দ শাসনপদ্ধতির মত ভয়ঙ্কর অকুশলের নিদান আর কিছুই নাই। অতএব রাষ্ট্রবাসীদিগকে জ্ঞানধর্ম্ম শিক্ষা দেওয়া রাষ্ট্রের প্রধান কর্ত্তব্য। নীতি ও বিজ্ঞান, এক কথায় দর্শনের পরিপোষণ রাষ্ট্রের প্রথম ও বিশিষ্ট কার্য্য। প্রাকৃতজনের রাষ্ট্রনীতি খ্যাতি, সাম্রাজ্য, বাণিজ্য-ব্যবসায়, দৈহিক আরাম প্রভৃতি যে-সকল লক্ষ্যের পশ্চাতে ছুটিয়া যায়, তাহা অতি অকিঞ্চিৎকর। সত্য রাষ্ট্র সত্য ধর্ম্মের প্রতিরূপ হইবে। এই জন্য প্লেটো "সাধারণতন্ত্রে" সর্ব্বাগ্রে ন্যায়ের স্বরূপ নিরূপণ করিয়াছেন ; কেন না, রাষ্ট্রে আমরা ন্যায়কে বৃহত্তর আকারে দেখিতে পাই, এবং ইহা সকল ধর্ম্ম বা গুণের আধার। (Rep. II. 368)। রাষ্ট্রে ধর্ম্মের রূপ উজ্জ্বল হইয়া ফুটিয়া উঠিয়া রাষ্ট্রবাসী সকলের পূর্ণরূপে আত্মস্থ হইবে ;—সমগ্র রাষ্ট্রবাসীর সুখ ইহাতেই নিহিত রহিয়াছে—এইটীই রাষ্ট্রের সাধ্য ও সমস্যা। দর্শন বা তত্ত্বজ্ঞান ভিন্ন রাষ্ট্র সেই সাধনে কৃতকার্য্য হইতে পারে না ; সুতরাং দর্শন ও রাষ্ট্রনীতি পরস্পর ওতপ্রোতভাবে বিজড়িত। প্লেটো তাই বলিয়াছেন, "যতদিন দার্শনিক শাসনকর্ত্তা কিংবা শাসনকর্ত্তা প্রকৃতই দার্শনিক না হইবেন, যতদিন রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা ও দর্শন একহস্তে মিলিত না হইবে, ততদিন রাষ্ট্রের ও মানবসমাজের দুঃখ দুর্দ্দশার অন্ত হইবে না।" (Rep. V. 473)।

২। রাষ্ট্রের সংগঠন।

এই উদ্দেশ্যের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া প্লেটো রাষ্ট্র সংগঠনের জন্য যে-সকল বিধি প্রণয়ন করিয়াছিলেন, তাহার সার কথা এই, যে, যাহারা বিদ্যাতে ও বুদ্ধিতে, গুণে ও ধর্ম্মে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, তাহারাই রাষ্ট্রের অধিনায়কত্বে প্রতিষ্ঠিত থাকিবে। তিনি সোক্রাটীসের ন্যায় বরাবরই যোগ্যতমের অর্থাৎ জ্ঞানীর কর্তৃত্বের পক্ষপাতী ছিলেন। রাষ্ট্রের শাসন-সংরক্ষণ সুদৃঢ় ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে শ্রমবিভাগ আবশ্যক ; পুরবাসীরা আপন আপন শক্তি অনুসারে বিভিন্ন প্রকারে রাষ্ট্রের সেবায় নিয়োজিত থাকিবে, ইহাই বাঞ্ছনীয় ব্যবস্থা। প্লেটো এতদুদ্দেশ্যে তাঁহার আদর্শ-

রাষ্ট্রের অধিবাসীদিগকে শ্রমজীবী বা ধনোৎপাদক, যুদ্ধব্যবসায়ী বা সৈনিক এবং শাসনকর্ত্তা বা রাষ্ট্রপাল, এই তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন। (Rep. IV. 434)। এই বিভাগ "গুণকর্ম্মের" উপর প্রতিষ্ঠিত। প্লেটো বিধি দিয়াছেন, যে প্রত্যেক শ্রেণী স্বস্ব বৈধ কর্ম্মে নিযুক্ত থাকিবে, অপর শ্রেণীর কর্ম্মে কদাচ হস্তার্পণ করিবে না।" (প্রথম খণ্ড, ৯৯ পৃষ্ঠা)। মানবাত্মার তিন অংশ; ব্রহ্মাণ্ড স্ফোট, আত্মা ও জড়, এই তিন ভাগে বিভক্ত; এবং স্ফোট-জগৎ আত্মার সাহায্যে জড়জগতের উপরে কর্ত্তৃত্ব করে। ঠিক তেমনি রাষ্ট্রের অধিবাসীরা তিন শ্রেণীতে বিভক্ত; এবং তৃতীয় শ্রেণীর রাষ্ট্রবাসী দ্বিতীয় শ্রেণীর সাহায্যে প্রথম শ্রেণীর উপরে কর্ত্তৃত্ব করিবে। সুতরাং প্লেটো যে নব জাতিভেদ রচনা করিয়াছেন, তাহার একটা দার্শনিক ভিত্তি আছে। তাঁহার মতে এই ত্রিবিধ শ্রেণীর রাষ্ট্র-বাসীর সংবাদিতার উপরে রাষ্ট্রের কল্যাণ নির্ভর করে।

উপরে লিখিত হইয়াছে, পুরবাসীদিগকে ধর্ম্মশিক্ষা দেওয়া রাষ্ট্রের চরম লক্ষ্য ও প্রধান কর্ত্তব্য। এই লক্ষ্য সাধনের অভিপ্রায়ে প্লেটো তাহাদিগের শিক্ষা, জীবন-যাপন-প্রণালী, এমন কি জন্ম সম্বন্ধে কঠোর নিয়ম প্রবর্ত্তিত করিয়াছেন। কিন্তু এই নিয়মসমূহ উচ্চতর দুই শ্রেণীর জন্য; নিম্নতম শ্রেণীর জন্য তিনি প্রচলিত আচার ব্যবহারই যথেষ্ট বিবেচনা করিয়া তাহাদিগকে তাঁহার ভাবনার বাহিরে রাখিয়া দিয়াছেন। তিনি তাহাদিগকে রাষ্ট্রপরিচালনের কোনও অধিকার দেন নাই।

৩। সামাজিক বিধিব্যবস্থা।

আদর্শরাষ্ট্রের জন্য আদর্শপ্রকৃতির পুরবাসী চাই। পুরবাসীরা যাহাতে আদর্শপ্রকৃতি হইতে পারে, তদর্থে প্লেটো যে দুইটী ব্যবস্থা প্রণয়ন করিয়াছেন, তাহা এই। প্রথমতঃ প্রত্যেক পুরবাসীর জন্মের উপরে রাষ্ট্রের পূর্ণ কর্ত্তৃত্ব থাকিবে। কতগুলি শিশু আবশ্যক, কত বয়সে পুরুষ-রমণী জনকজননী হইবে, কিরূপ শিশু জন্মগ্রহণ করিল—কর্ত্তৃপক্ষ এসকলই তত্ত্বাবধান করিবেন। তাঁহারা শিশুগণকে ভূমিষ্ঠ হইবামাত্রই পিতামাতার ক্রোড় হইতে লইয়া যাইবেন, এবং মন্দ পিতামাতার সন্তান,

রুগ্ন ও বিকলাঙ্গ সন্তান, ও অবৈধ বিবাহের সন্তানদিগকে দূর করিয়া দিবেন।

তৎপরে রাষ্ট্র নির্ব্বাচিত শিশুগণের শিক্ষার ভার গ্রহণ করিবেন। রাষ্ট্রের পরিচর্য্যা ভিন্ন ইহাদিগের জীবনে অন্য কর্ম্ম থাকিবে না—তাহাদিগের শিক্ষার ইহাই একমাত্র লক্ষ্য হইবে। শিশুরা ভূমিষ্ঠ হইয়াই রাজকীয় ধাত্রীমন্দিরে প্রবেশ করিবে; পিতামাতা তাহাদিগকে কোন দিন নিজের পুত্রকন্যা বলিয়া চিনিবেন না, তাহারাও কস্মিন্‌কালে পিতা-মাতার পরিচয় লাভ করিবে না। তাহারা রাষ্ট্রের পরিচালনায় রাষ্ট্রের ইচ্ছানুযায়ী শিক্ষা প্রাপ্ত হইবে, এবং কে কোন্ কাজ করিবে, কর্ত্তৃপক্ষ তাহা স্থির করিয়া দিবেন; এক্ষেত্রে ব্যক্তিগত রুচি বিবেচিত হইবে না। প্লেটো তাঁহার উচ্চতর দুই জাতি ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়ের জন্য দেশপ্রচলিত ললিতকলা (নৃত্য, গীত, বাদ্য) এবং ব্যায়াম শিক্ষার ব্যবস্থা অটুট রাখিয়াছেন; কিন্তু তাঁহার মতে ললিতকলা সম্পূর্ণরূপে ধর্ম্মনীতি দ্বারা পরিচালিত হইবে। তিনি এজন্য হোমার ও হোমারের শিষ্যবর্গকে তাঁহার রাষ্ট্র হইতে নির্ব্বাসিত করিয়াছেন।

শিক্ষা সমাপ্ত হইলে উচ্চতম দুই বর্ণ রাষ্ট্রের সেবায় প্রবৃত্ত হইলেন; অতঃপর রাষ্ট্রই ইঁহাদিগের জ্ঞান, ধ্যান, শিক্ষা, দীক্ষা—সর্ব্বস্ব হইল। অর্থ, বিত্ত, দারাপুত্রপরিবার ইঁহাদিগের আপনার বলিবার কিছুই রহিল না। ইঁহারা সকলে একত্র রাজকীয় ভবনে বাস করিবেন, একত্র ভোজন করিবেন, রাষ্ট্র হইতে যথোপযুক্ত ভরণ-পোষণের সামগ্রী পাইবেন, স্বর্ণ-রৌপ্যের আহরণ ও সঞ্চয় হইতে বিরত থাকিবেন। শুধু তাহাই নহে; ইঁহারা দাম্পত্য-সম্বন্ধ কাহাকে বলে, তাহা জানিবেন না; কেন না, ইঁহাদিগের মধ্যে প্রত্যেক পুরুষের প্রত্যেক রমণীতে সমান অধিকার থাকিবে। এখানে নারীর গার্হস্থ্য কর্ত্তব্য কিছুই নাই; সুতরাং তাঁহারাও অবাধে পুরুষের ন্যায় যুদ্ধ ও রাষ্ট্রীয় কর্ম্মের শিক্ষা প্রাপ্ত হইবেন। যে-রাষ্ট্রে সম্পত্তি ও স্বার্থ বলিয়া একটা জিনিস নাই, সেখানে কলহেরও কোন কারণ থাকিবে না।

প্লেটো "সাধারণতন্ত্রে" আদর্শ রাষ্ট্রের যে চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন, তাহার দোষগুণ সম্যক্ আলোচনা করিবার স্থান আমাদিগের নাই। উহাতে স্পার্টার প্রভাব অতি সুস্পষ্ট, এবং উহা তদানীন্তন গ্রীক নীতির দ্বারা অনুপ্রাণিত। এই গ্রন্থে একটা বিরোধ দেদীপ্যমান হইয়া উঠিয়াছে; প্লেটো এক দিকে রাষ্ট্র-সর্ব্বস্বতা প্রচার করিয়াছেন, অপর দিকে আমাদিগের সম্মুখে ধ্যানের আদর্শ ধরিয়াছেন; এক দিকে বলিতেছেন, তাঁহার রাষ্ট্রে প্রত্যেক ব্যক্তি রাষ্ট্রের চরণে আত্মাহুতি দিবে; অপর দিকে এই উপদেশ দিতেছেন, যে জ্ঞানী কর্ম্মক্ষেত্র হইতে অপসৃত হইয়া আধ্যাত্মিক রাজ্যে অন্তর্লীনতা লাভ করিবার জন্য যত্নবান্ হইবেন। পরবর্ত্তীকালে গ্রীক সভ্যতার সহিত খৃষ্টধর্ম্মের সংঘর্ষেও এই বিরোধ প্রকট হইয়াছিল। প্লেটো নিজেও বুঝিয়াছিলেন, তাঁহার রাষ্ট্রীয় আকাঙ্ক্ষার পরিপূরণ মানবপ্রকৃতিতে সম্ভবপর নয়, তাই তিনি বলিয়াছেন, "আদর্শ রাষ্ট্র স্বর্গে; ভূতলে উহা আছে কি না, ভূতলে উহা প্রতিষ্ঠিত হইবে কি না, জ্ঞানীর পক্ষে সে প্রশ্ন অকিঞ্চিৎকর।" (Rep. IX. 592)। এবং এই জন্যই তিনি বৃদ্ধ বয়সে ঊর্দ্ধলোক হইতে অবতরণ করিয়া বাস্তব জগৎ স্মরণ রাখিয়া পুনশ্চ "সংহিতা" গ্রন্থে রাষ্ট্রবিধি লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।

নবম প্রকরণ

ধর্ম্মতত্ত্ব ও ললিতকলা

১। ধর্ম্মতত্ত্ব।

প্লেটো ধর্ম্ম ও দর্শনের ভেদ অগ্রাহ্য করিয়াছেন; তাঁহার মতে দর্শন প্রেম ও জীবন; উহা সমগ্র মানবাত্মাকে সত্য ও অনন্ত সত্তাতে পরিপূর্ণ করে। দার্শনিক বা তত্ত্বজ্ঞানীই যথার্থ ধার্ম্মিক; তিনি ঈশ্বরের প্রিয়; যাবতীয় জাগতিক ব্যাপার সমতানে তাঁহার মঙ্গল সাধন করিতেছে; মৃত্যু তাঁহার পক্ষে ঈশ্বরের সহিত পুনর্ম্মিলনের সরণিমাত্র। তিনি নিত্য ঈশ্বরের সত্তাতে বিহার করেন, এবং তাঁহার স্বরূপে আপনাকে গঠন করিবার জন্য সাধনে নিরত থাকেন; যেহেতু যোগানন্দের তুলনায় সংসারের আর সকলই তাঁহার নিকটে তুচ্ছ। তৃতীয় প্রকরণে স্ফোট-

বাদের যে ব্যাখ্যা প্রদত্ত হইয়াছে, তাহা হইতে স্পষ্টই উপলব্ধি হইবে, যে প্লেটোর স্ফোটবাদ ও ব্রহ্মতত্ত্ব এক ও অভিন্ন ; স্ফোটবৃন্দই শাশ্বত দেবকুল, এবং স্ফোট-শিরোমণি পরম শিবই ঈশ্বর। এস্থলে বলা কর্ত্তব্য, যে অধ্যাপক বার্ণেটের মতে পরম শিব ও ঈশ্বর বিভিন্ন। স্ফোটবাদের সাহায্যে প্লেটো ঈশ্বরের স্বরূপ বিষয়ে লৌকিক সংস্কার মার্জ্জিত করিয়াছেন। ঈশ্বর ঈর্ষাপরবশ ; তিনি সাকার রূপ পরিগ্রহ করেন ; তাঁহাতে অজ্ঞতা ও আত্মবঞ্চনা বা মিথ্যার লেশ থাকিতে পারে ; তিনি বলি ও প্রার্থনাদ্বারা প্রসন্ন বা বশীভূত হন—প্লেটো অশ্রদ্ধাভরে এই জাতীয় প্রচলিত মত নিরসন করিয়াছেন। তাঁহার মতে ঈশ্বর সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বশক্তিমান্, প্রেমময়, মঙ্গলময়, ন্যায়বান্, পূর্ণ, পরম সুন্দর, পুণ্যের পুরস্কর্ত্তা ও পাপের দণ্ড-বিধাতা। আমরা প্রথম খণ্ডের দশম অধ্যায়ে (৩৪৫-৪৬ পৃষ্ঠা) প্লেটোর ব্রহ্মতত্ত্বের কিঞ্চিৎ পরিচয় দিয়াছি ; অতএব এস্থলে অধিক বলিবার প্রয়োজন নাই।

আপনারা সৃষ্টি-প্রকরণে দেখিয়াছেন, প্লেটো শাশ্বত ও নিরাকার ঈশ্বর ব্যতীত সৃষ্ট ও দৃষ্টিগোচর দেবতার অস্তিত্বেও বিশ্বাস করিতেন—এই দেবগণ বিশ্ব ও জ্যোতিষ্কমণ্ডলী, এবং জেয়ুস প্রভৃতি পৌরাণিক অমর-বৃন্দ। তিনি এতদ্দ্বারা লৌকিক ধর্ম্মের সহিত যোগ রক্ষা করিয়াছেন। তিনি যে উপদেবতা (daemons) মানিতেন, তাহার কোনও প্রমাণ নাই। তিনি ঈশ্বর সম্বন্ধে উন্নত মত পোষণ করিলেও সাধারণ লোকের জন্য প্রচলিত লৌকিক ধর্ম্ম আবশ্যক বিবেচনা করিতেন। তিনি বলিতেন, অজ্ঞ জন মিথ্যাধর্ম্মের আচরণ করিয়া ক্রমে সত্য ধর্ম্মের জ্ঞান লাভ করিবে ; উপদেষ্টা প্রথমে তাহাদিগকে মিথ্যার সাহায্যে শিক্ষা দিয়া পরে সত্যের দ্বারা শিক্ষা দিবেন। প্লেটো ধর্ম্মকে সমাজস্থিতির পক্ষে এমন অপরিহার্য্য মনে করিতেন, যে তিনি "সংহিতা" পুস্তকে ধর্ম্মাচরণ অক্ষুণ্ণ রাখিবার মানসে নিষ্ঠুর বিধি স্থাপন করিয়া অনুদারতার পরিচয় দিতেও সঙ্কোচ বোধ করেন নাই। তিনি উহাতে শুধু নাস্তিকতা ও অন্য প্রকার ধর্ম্ম-দ্রোহিতা নয়, কিন্তু ব্যক্তিবিশেষের রাষ্ট্রনিরপেক্ষ স্বতন্ত্র পূজার জন্যও নিদারুণ শাস্তি, এমন কি প্রাণদণ্ড পর্য্যন্ত বিধান করিয়াছেন।

প্লেটো ধর্ম্মতত্ত্বের সমুদায় সূক্ষ্ম সমস্তার সুমীমাংসা দিতে পারেন নাই; কেহ পারিয়াছেন কি না, আমরা জানি না। তাঁহার বিশেষত্ব এই, যে তিনি তত্ত্ববিচারকে আচারের সহিত, ধর্ম্মকে নীতির সহিত দৃঢ়যোগে সংবদ্ধ করিয়া উভয়কে দর্শনোপরি প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন, এবং এইরূপে তাঁহাতে সোক্রাটীসের শিষ্যত্ব উজ্জ্বলরূপে প্রতিফলিত হইয়া উঠিয়াছে। তিনি দর্শনকে শুধু জ্ঞান বলিয়া গ্রহণ করেন নাই; তিনি উহাকে উচ্চতর জীবনরূপে সমাদর করিতেন। প্লেটো ইহাও ঘোষণা করিয়াছেন, যে উদ্দীপনাময়ী সৌন্দর্য্যপ্রীতি, ধর্ম্মনীতি ও দর্শন, উভয়ের মূলদেশে উৎসরূপে বিদ্যমান। সৌন্দর্য্যতত্ত্বের সহিত ললিতকলার (Art) ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। আমরা এক্ষণে সেই কথাই সংক্ষেপে বলিতে চাই।

২। ললিতকলা।

প্লেটো সৌন্দর্য্য-সৃষ্টিতে অনুপম শিল্পী ছিলেন; কিন্তু তিনি আরিষ্টটলের ন্যায় ললিতকলা সম্বন্ধে স্বতন্ত্র গ্রন্থ রচনা করেন নাই। ললিতকলার প্রাণ সৌন্দর্য্য; প্লেটো স্ফোটে ও জড়পদার্থে, সামান্যে ও ভিন্ন ভিন্ন বস্তুতে সৌন্দর্য্য অন্বেষণ করিয়াছেন; তাঁহার মতে সকল সৌন্দর্য্যের উপাদান স্ফোট ও ইন্দ্রিয়গোচর গুণ। গ্রীক ভাষায় kalos শব্দ সুন্দর ও উত্তম, উভয় অর্থেই ব্যবহৃত হয়। প্লেটোও শব্দটীর দ্ব্যর্থ রক্ষা করিয়া সুন্দর, এবং উত্তম বা শিবকে এক ও অভিন্ন বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। এক স্থলে উভয়ের পার্থক্য দিঙ্মাত্র প্রদর্শিত হইয়াছে; নতুবা অন্যত্র তিনি সুন্দর বলিতে শিবকেই বুঝিয়াছেন। পরম সুন্দর অবর্ণ ও অশরীরী; উহা জড় ও অজড়, কোন বস্তুর সহিতই তুলিত হইতে পারে না। শারীরিক সৌন্দর্য্য উহার নিম্নতম সোপান; তদুপরি সুচারু আত্মার সৌন্দর্য্য; তদূর্দ্ধে সুশোভন গুণগ্রাম ও বিজ্ঞানসমূহ; সর্ব্বোপরি সৌন্দর্য্যের স্ফোট অথবা পরম সুন্দর; উহা পরিবর্ত্তনাধীন জড়জগতের সকল প্রকার কলঙ্ক হইতে নির্মুক্ত। (Symp., 208, 211)। মাত্রা, সংবাদিতা, শুদ্ধতা ও পূর্ণতা সুন্দরের লক্ষণ বটে; কিন্তু এগুলি একা সুন্দরেরই বিশেষত্ব নহে;

এগুলি শিবেরও লক্ষণ; এবং সৌন্দর্য্য নিজেও শিবের একটী গুণ। (Phileb., 64, 66)। সদ্‌গুণ বা ধর্ম্মও সৌন্দর্য্য ও সংবাদিতা; শুদ্ধতা সত্য ও জ্ঞানেরও কষ্টিপাথর। যাহা কিছু উত্তম, যাহা কিছু শ্রেয়ঃ, যাহা কিছু শিব, তাহাই সুন্দর। পরম শিব অনির্ব্বচনীয় সৌন্দর্য্যের আধার। আমরা এই প্রসঙ্গে আপনাদিগকে প্রথম খণ্ডের দ্বাদশ অধ্যায়ে (৪৮৪-৮৭ পৃষ্ঠা) "সত্য শিব সুন্দরের ধ্যান" শীর্ষক পরিচ্ছেদটী পাঠ করিতে অনুরোধ করি।

প্লেটো বলেন, চারুশিল্প ও কাব্য-রচনার মূল ঐশ্বরিক অনুপ্রাণনা; সুতরাং ললিতকলা ও দর্শনের উৎপত্তিস্থল এক। কিন্তু দার্শনিকের চিত্ত বিচার-প্রণালীর সাহায্যে নির্ম্মল হইয়াছে; শিল্পী জ্ঞানরবির অভাবে মোহকুজ্ঝটিকায় সমাচ্ছন্ন থাকিয়া অন্ধভাবে অনিশ্চিত পরীক্ষার মধ্যদিয়া সৌন্দর্য্য সৃজন করিতেছেন।

প্লেটোর মতে ললিতকলার বিশেষ ধর্ম্ম অনুকরণ। গভীরতর অর্থে মানবের যাবতীয় কার্য্যই স্ফোটের অনুকরণ; শিল্পীও অনুকরণকারী। তিনি স্থূল পদার্থে যে-অরূপ সত্তা নিহিত আছে, তাহার অনুকরণ করেন না; কিন্তু উহা যে-যে-পরিদৃশ্যমান পদার্থে প্রতিভাত হইতেছে, তাহারই প্রতিকৃতি অঙ্কিত করিয়া থাকেন।

দশম প্রকরণ

উপসংহার

প্লেটোর প্রভাব।

আমরা আমাদের ক্ষুদ্র শক্তিতে যতদূর সাধ্য যথাসম্ভব সংক্ষেপে প্লেটোর দর্শনের সার সঙ্কলন করিলাম। তাঁহার সম্বন্ধে অনেক কথাই বলা হইল না; কেন না, সকল কথা বলিতে গেলে একখানি স্বতন্ত্র ও বৃহৎ গ্রন্থ লিখিতে হয়। এক্ষণে তত্ত্বরাজ্যে প্লেটোর প্রভাব বিষয়ে কিঞ্চিৎ বলিয়া অধ্যায়টীর পরিসমাপ্তি করি। প্লেটো তাঁহার রচনাকুশল লেখনী

ও অমূল্যতত্ত্বমালা দ্বারা জ্ঞানব্রত ব্যক্তিগণের চিত্তকে কি প্রকার মোহিত করিয়াছিলেন, গ্রীক ও গ্রীকধর্ম্মবিরোধী খৃষ্টীয় পণ্ডিতদিগের দুই একটী উক্তিই তাহার অন্যতম উজ্জ্বল নিদর্শন। একজন রসগ্রাহী গ্রীক বলিয়াছেন, "দেবরাজ জেয়ুস যদি গ্রীক ভাষায় কথা বলিতেন, তবে তিনি প্লেটোর ভাষা ব্যবহার করিতেন।" খৃষ্টীয় আচার্য্য ঐতিহাসিক এয়ুসেবিয়স (২৬৪-৩৪০ খৃষ্টাব্দ) লিখিয়াছেন, "প্লেটো আটিকা-ভাষাভাষী মুসা;" অর্থাৎ ইহুদী জাতির ধর্ম্মগুরু মুসা প্লেটোরূপে আটিকার ভাষায় পুস্তক প্রণয়ন করিয়াছেন। অধিক দৃষ্টান্তের প্রয়োজন কি ?

প্লেটোর প্রশংসাচ্ছলে এইটুকু বলাই যথেষ্ট, যে প্লেটো আবির্ভূত না হইলে জগদ্বাসী, আরিষ্টটল, কার্নীয়াডীস ও সেণ্ট অগষ্টীনকে পাইত না। প্লেটোর জড়বিজ্ঞান তাঁহার অগ্রগামী দার্শনিকদিগের জড়বিজ্ঞানের তুলনায় হীন; কিন্তু তাঁহার শিষ্য আরিষ্টটল (৩৮৪-৩২২ সন) তাঁহারই দীক্ষায় অনুপ্রাণিত হইয়া উহার অসাধারণ উন্নতি সাধন করিয়াছেন। এই বিশ্বতত্ত্ববিৎ মহামনস্বী দার্শনিক পশ্চিম ভূখণ্ডে শতাব্দীর পর শতাব্দী কিরূপে আপনার অসপত্ন রাজত্ব সুপ্রতিষ্ঠিত রাখিয়াছিলেন, সে কথা আমরা পূর্ব্বে একবার বলিয়াছি। প্লেটোর যদি আর কোনও কৃতিত্ব না থাকিত, এবং তাঁহার বিদ্যালয় যদি শুধু এই একটী রত্ন প্রসব করিত, তাহা হইলেও তিনি সুধীসমাজে চিরপূজ্য হইয়া থাকিতেন। কিন্তু প্লেটো স্বয়ং জ্ঞানপ্রচারে যে অপূর্ব্ব সাফল্য লাভ করিয়াছিলেন, তাহার একটী উৎকৃষ্ট স্মারক লিপি এই, যে তাঁহার বিদ্যালয় গ্রীক জগতে স্বাধীন বিদ্যাচর্চ্চার সর্ব্বপ্রধান পীঠস্থান হইয়া উঠিয়াছিল, এবং উহার প্রেরণায় অবাধ সত্যানুসন্ধিৎসা যুগে যুগে দেশে দেশে পরিব্যাপ্ত হইয়াছিল। সংশয়বাদিগণের মহারথী, নিরঙ্কুশ বিচারবুদ্ধির জন্য সুবিখ্যাত, "প্রাচীনকালের ডেভিড হিউম" নামে অভিহিত কার্নীয়াডীসের হস্তে (২১৩-১২৯ সন) তত্ত্বান্বেষণের উদ্যম চরম বিকাশ প্রাপ্ত হয়। আরিষ্টটল ও কার্নীয়াডীস প্লেটোর স্বজাতীয় ও সমধর্ম্মী। খৃষ্টধর্ম্মের মর্ম্মে মর্ম্মে প্লেটোর প্রভাব কেমন অনুপ্রবিষ্ট হইয়া রহিয়াছে, তাহা যদি আমরা দেখাইতে পারিতাম, তবে এই প্রস্তাব পূর্ণাঙ্গ হইত। কিন্তু সে প্রচেষ্টা সম্প্রতি আমাদিগের

সাধ্যাতীত; আমরা এ স্থলে শুধু খৃষ্টীয় মণ্ডলীর "পিতা", অধ্যাত্ম সাহিত্যে প্রথিতযশাঃ সেণ্ট অগষ্টীন (৩৫৪-৪৩০ খৃষ্টাব্দ) সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ বলিতে চাই। ইনি খৃষ্টীয় সমাজের জীবনগতি নিয়ন্ত্রিত করিয়া দিয়াছেন; রোমাণ কাথলিক ও প্রটেষ্টাণ্ট, উভয় শাখাই তৎপ্রদত্ত চিহ্ন শিরে ধারণ করিয়া রহিয়াছে। ইঁহাতে প্লেটো-প্রবর্ত্তিত দর্শনের নবরূপ (Neo-Platonism) এবং খৃষ্টীয় ধর্ম্ম—এই দুই জ্ঞান-ও-ধর্ম্ম-ধারা মিলিত হইয়াছিল। অগষ্টীন প্লেটোর অকপট ভক্ত ছিলেন; তাই, আমরা বলিয়াছি, ইনি প্লেটোকে ঈশার অগ্রদূত বলিয়া অভিনন্দিত করিয়াছিলেন।

প্লেটো শুধু বিচারপ্রিয় ছিলেন না; অতীন্দ্রিয় জগতের সহিত তাঁহার আত্মার নিগূঢ় যোগ ছিল। যোগযুক্ততা (mysticism) তাঁহার চরিত্রের একটী বিশেষ লক্ষণ; উহা শত ভাবুক ব্যক্তির চিত্তকে বিমোহিত করিয়া পূর্ব্বে ও পশ্চিমে, ইস্‌লাম, ইহুদীধর্ম্ম ও খৃষ্টধর্ম্মে ব্রহ্মযোগের প্রগাঢ় রস সঞ্চারিত ও ঘনীভূত করিয়া রাখিয়াছে। প্রাচীন ও আধুনিক কালে কত ধীমান্ প্লেটোর বিমল আধ্যাত্মিক ভাবে আবিষ্ট হইয়া তাঁহার শিষ্যত্ব স্বীকার করিয়াছেন, এবং এই রূপে বুদ্ধির নির্জ্জীবতা ও হৃদয়ের শুষ্কতা হইতে প্রাণ পাইয়াছেন, তাহার সংখ্যা হয় না। পশ্চিম মহাদেশে আজিও তাঁহার গ্রন্থাবলি যোগসাধকের নিকটে বেদরূপে সমাদৃত হইয়া থাকে।

সংসারত্যাগ, কৃচ্ছ্রসাধন, স্বভাবের সহিত দ্বন্দ্ব—প্লেটোর জীবনে একে একে এ সকল সংগ্রামই উপস্থিত হইয়াছিল, এবং তিনি সকল সংগ্রামেই জয় লাভ করিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি ও তাঁহার সতীর্থগণ ঐহিক সম্পদের প্রতি যে অনাদর প্রচার করিয়াছিলেন, তাহা বৃথা যায় নাই। প্লেটোর চিত্তহারী গ্রন্থাবলির প্রসাদে নিঃস্পৃহতা, অকিঞ্চনতা এবং ঐকান্তিক ইহসর্ব্বস্বতার প্রতি বিরাগ জনগণের অন্তরে ভোগাসক্তির প্রতিদ্বন্দ্বীরূপে প্রভাব বিস্তার করিতে সমর্থ হইয়াছিল। তিনি সংযম ও অসাংসারিকতাকে এমন মনোহর বর্ণে চিত্রিত করিয়াছিলেন বলিয়াই, ঈশার অনুশাসনের সহিত যুক্ত হইয়া ভোগবৈমুখ্য অদ্যাপি পাশ্চাত্য জাতিসমূহের হৃদয়ে ক্ষীণ প্রদীপের ন্যায় নিষ্প্রভ জ্যোতিঃ লইয়া বাঁচিয়া

রহিয়াছে। ডীন ইঞ্জে (W. R. Inge) লিখিয়াছেন, দূর অতীতে "প্লেটোর পদার্থতত্ত্ব ও ষ্টোয়িক ধর্ম্মনীতির যে সম্মিলন সাধিত হইয়াছিল, এখন পর্য্যন্ত খৃষ্টীয় ধর্ম্মবিজ্ঞানের তাহাই প্রধান প্রকৃতি।" (The Legacy of Greece, p. 45)।

মার্কিণ দেশীয় ঋষি এমার্সন বলিতেছেন, "Plato is Philosophy, and Philosophy Plato"—"প্লেটোই দর্শন, এবং দর্শনই প্লেটো; তিনি মানবজাতির গৌরব, অথচ লজ্জার কারণ; কেন না, সাক্সন বা রোমাণ, কেহই তাঁহার পরে কোনও নূতন তত্ত্ব আবিষ্কার করিতে পারে নাই। তিনি অকৃতদার ছিলেন; তাঁহার পুত্রকন্যা ছিল না; কিন্তু সকল সভ্যজাতির মনীষীগণ তাঁহার বংশধর, ও তাঁহার মননের দ্বারা অনুরঞ্জিত। প্লেটোর মানবতা এত বিশাল, যে তিনি দেশ, কাল, জাতি, দল ইত্যাদি সমুদায় বিভেদের ঊর্দ্ধে অবস্থিতি করিতেছেন।" (Representative Men, p. 284)।

নবম অধ্যায়

চরিত্র

প্রথম পরিচ্ছেদ

দেহ ও আত্মার অসামঞ্জস্য

সৌন্দর্য্যের উপাসক গ্রীক জাতির এই স্থির বিশ্বাস ছিল, যে দেহ ও আত্মার মধ্যে একটা সংবাদিতা আছে; সুন্দর আত্মা সুন্দর দেহেই বসতি করে; যে কুৎসিত, সে কখনই গুণবান্ ও ধাৰ্ম্মিক হইতে পারে না। তাহাদিগের ভুল ভাঙ্গিবার জন্যই যেন সোক্রাটীস আবির্ভূত হইয়াছিলেন। পাঠকগণ মানসপটে তাঁহার এই মূৰ্ত্তিটী অঙ্কিত করুন। দেহখানি নাতিখর্ব্ব, নাতিদীর্ঘ; মস্তকটী বৃহৎ; কপাল আয়ত ও উচ্চ; চক্ষু দুটী বিশাল; কিন্তু বড় ড্যাবডেবে, দেখিলেই মনে হয়, যেন কাঁকড়ার চোখের মত ফুটিয়া বাহির হইয়া পড়িতেছে; নাসিকাটী উর্দ্ধমুখ, নাসারন্ধ্র বিস্তৃত, এবং ওষ্ঠ ও অধর অতি স্থূল। যাহারা তাঁহাকে জানিত না, তাহারা তাঁহাকে দেখিয়া আমোদ বোধ করিত; যাহারা জানিত, তাহারা এই ভাবিয়া বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া যাইত, যে এই নিতান্ত কদাকার পুরুষ কি করিয়া এমন অলৌকিক প্রতিভার অধিকারী হইলেন, এবং চরিত্রের মাহাত্ম্যে ও মধুরতায় জনসমাজের বন্দনীয় হইয়া উঠিলেন। নৈসর্গিক নিয়মের এরকম অদ্ভুত ব্যভিচার গ্রীকেরা পূর্ব্বে কখনও দেখে নাই। কিন্তু কেবল তাহাদিগের কথাই বা বলি কেন? আমরাও মহাপুরুষ-মাত্রকেই সকল সৌন্দর্য্যের আধার বলিয়া ভাবিতে অভ্যস্ত হইয়াছি। ভগবান্ বুদ্ধ, মহর্ষি ঈশা, বিশ্বাসিশ্রেষ্ঠ মহম্মদ, ভক্তাবতার শ্রীচৈতন্য—ইতিহাস ইঁহাদিগের যে মূৰ্ত্তি গড়িয়া রাখিয়াছে, তাহা যদি কাল্পনিক না হয়, তবে সোক্রাটীস কেবল বাহ্যরূপদ্বারা বিচার করিলে ইঁহাদিগের

ত্রিসীমায়ও যাইতে পারিবেন না। সুতরাং তাঁহার অন্তরাত্মা ও বহিঃপ্রকাশের এই অসামঞ্জস্য আমাদিগেরও বিস্ময় উৎপাদন করিতে পারে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

শিষ্যযুগলের সাক্ষ্য

প্রাচীন কালের লেখকেরা একবাক্যে সোক্রাটীসকে গ্রীসের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পুরুষ বলিয়া স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। আধুনিক গ্রন্থকারেরাও এবিষয়ে দ্বিমত নহেন। খৃষ্টধর্ম্মের ইতিবৃত্তলেখক জর্ম্মণদেশীয় পণ্ডিত নেয়াণ্ডার লিখিয়াছেন, "সোক্রাটীস প্রাচীন কালে (পশ্চিম ভূখণ্ডের) শ্রেষ্ঠতম ব্যক্তি ছিলেন।" যাঁহারা তাঁহাকে ঘনিষ্ঠভাবে জানিতেন না, কেবল জনশ্রুতির উপর নির্ভর করিয়া তাঁহার চরিত্র বর্ণনা করিয়াছেন, তাঁহাদিগের সাক্ষ্য উপস্থিত করিবার প্রয়োজন নাই। কিন্তু জেনফোন ও প্লেটো তাঁহার শিষ্য ছিলেন, দীর্ঘকাল তাঁহার সাহচর্য্যে যাপন করিয়াছিলেন, তাঁহার জীবনের খুঁটিনাটি সকল কথাই জানিবার সুযোগ পাইয়াছিলেন। ইঁহারা গুরুদেবকে কি চক্ষুতে দেখিতেন, দুই জনের লেখনী হইতেই তাহার প্রচুর নিদর্শন বর্ত্তমান রহিয়াছে। ইঁহারা একেবারে ভিন্নপ্রকৃতির মানুষ ছিলেন। জেনফোনের প্রাণটী সরল ও বৈষয়িক বুদ্ধি পরিপক ছিল; তিনি তত্ত্বজ্ঞানের ধার বড় ধারিতেন না, সোক্রাটীসের কথাগুলি সোজাসুজি যেমন বুঝিতেন, তেমনি লিখিয়া রাখিতেন। তাঁহাতে কল্পনাশক্তির লেশমাত্রও ছিল না। প্লেটো জ্ঞান ও কবিত্বের অপূর্ব্ব সম্মিলনে জেনফোনের ঠিক বিপরীত ছিলেন। অথচ এই দুইজন সোক্রাটীসের যে দুইখানি চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন, হাজার কাটিয়া ছাটিয়া বাদ দিয়া গ্রহণ করিলেও তাহাদিগের মধ্যে আশ্চর্য্য ঐক্য দেখিতে পাওয়া যায়। সুতরাং এই দুইজনের সাক্ষ্য বড়ই মূল্যবান্। আমরা আগে জেনফোনের কথা উদ্ধৃত করিতেছি।

(১) জেনফোন।

সোক্রাটীসের মৃত্যুকালে জেনফোন স্বদেশে ছিলেন না; তাঁহার তিরোধানের এক বৎসর পরে গৃহে প্রত্যাগমন করিয়া যখন তিনি শুনিতে পাইলেন, কি ঘোরতর অবিচারে তাঁহার প্রাণদণ্ড হইয়াছে, তখন তাঁহার ক্ষোভের পরিসীমা রহিল না; তিনি সংকল্প করিলেন, এমন একখানি গ্রন্থ লিখিয়া যাইবেন, যাহা সোক্রাটীসের নির্দ্দোষিতা প্রতিপন্ন করিয়া চিরকাল আথীনীয়দিগকে ধিক্কার প্রদান করিবে। "সোক্রাটীসের জীবনস্মৃতি" এই সংকল্পের ফল। জেনফোন তাঁহার গুরুর জীবন ও উপদেশগুলি যথাসাধ্য বিবৃত করিয়া এই বলিয়া গ্রন্থখানির উপসংহার করিয়াছেন—

"যাঁহারা জানিতেন, সোক্রাটীস কি প্রকার লোক ছিলেন, তাঁহাদিগের মধ্যে গুণগ্রাহী ব্যক্তিমাত্রেই আজিও তাঁহার জন্য গভীর শোক প্রকাশ করিয়া থাকেন; এমন শোক তাঁহারা আর কাহারও জন্যই করেন নাই; কেন না, তিনি তাঁহাদিগের ধর্ম্মোন্নতির পরম সহায় ছিলেন। আমার নিকটে তিনি যে-প্রকার ছিলেন, তাহা আমি সবিস্তার বর্ণনা করিয়াছি। তিনি এমন ধার্ম্মিক ছিলেন, যে দেবতাদিগের অভিপ্রায় না জানিয়া কিছুই করিতেন না; এমন ন্যায়বান্ ছিলেন, যে কখনও কাহারও তিলমাত্র অপকার করেন নাই, বরং যাহারা তাঁহার সহবাস করিত, তাহাদিগের যতদূর সম্ভব উপকারই করিয়াছেন; এমন সংযমী ছিলেন, যে কখনও শ্রেয়ঃকে ছাড়িয়া প্রেয়ঃকে আলিঙ্গন করেন নাই; এমন জ্ঞানী ছিলেন, যে কোন্‌টী উত্তমতর ও কোন্‌টী অধমতর, তাহা বিচার করিয়া বুঝিয়া লইতে কখনও তাঁহার ভ্রম হয় নাই; ইহাতে তাঁহার কদাপি অপরের সাহায্য গ্রহণ করিবার আবশ্যকতা হইত না, কিন্তু তিনি একাই এই বিচারকার্য্যের পক্ষে সম্যক্ সমর্থ ছিলেন; যুক্তিসাহায্যে এই সকল প্রশ্নের ব্যাখ্যা ও মীমাংসা করণে তিনি কেমন পারদর্শী ছিলেন, অপরের চরিত্র বুঝিতে, অপরের ভ্রম প্রদর্শন করিতে ও অপরকে ধর্ম্ম এবং মহৎ ও মঙ্গলের পথে লইয়া যাইতে তিনি কেমন সুদক্ষ ছিলেন।

যে পুরুষ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও সর্ব্বাপেক্ষা সুখী, তিনি ঠিক তাঁহারই মত ছিলেন। আমি যাহা বলিলাম, তাহা শুনিয়া যদি কেহ সন্তুষ্ট না হন, তবে তিনি এই গুণগুলির সহিত অন্যের চরিত্র তুলনা করুন, এবং তুলনা করিয়া বিচারে প্রবৃত্ত হউন।" (Mem., VIII. 11)।

(২) প্লেটো।

প্লেটো জেনফোনের মত ঠিক এই ভাবে নিজের কথায় সোক্রাটীসের গুণ বর্ণনা করেন নাই। তিনি শিল্পনৈপুণ্যে অদ্বিতীয় ছিলেন; বাগ্-বৈভবে তাঁহার সমতুল্য ব্যক্তি সাহিত্যজগতে অল্পই দেখা গিয়াছে। তিনি বহুবিধ আলোচনার মধ্যদিয়া, কখনও বা অন্যের কথায়, কখনও বা সোক্রাটীসের নিজের কথায়, নানা স্থানে নানা বর্ণের রেখাপাত করিয়া এমন একটী ছবি পরিস্ফুট করিয়া তুলিয়াছেন, যাহা অতি উজ্জ্বল, অতি মনোহর, অথচ জীবন্ত ও সত্যানুগত। এই চরিত্রাঙ্কনে তিনি যে কখনও কল্পনার আশ্রয় গ্রহণ করেন নাই, তাহা নহে; কিন্তু তথাপি তিনি গুরুর যে-মূর্ত্তিটী আমাদিগের নয়নসমক্ষে উপস্থিত করিয়াছেন, তাহা বাস্তব; কবিত্বশক্তিহীন অন্যান্য লেখকগণের বর্ণনার সহিত তাহার কিছুমাত্র বিরোধ নাই। সোক্রাটীসের বিচার ও মৃত্যুসম্বন্ধে প্লেটোর যে চারিটী প্রবন্ধ মুদ্রিত হইল, তাহা পাঠ করিতে করিতে পাঠকগণের মনশ্চক্ষুর সম্মুখে একটী মহিমময় দেবমূর্ত্তি উদ্ভাসিত হইয়া উঠিবে। কিন্তু শিষ্য গুরুকে কি গভীর ভক্তি করিতেন, এই প্রবন্ধ কয়টীই তাহার একমাত্র নিদর্শন নহে। প্লেটো বহুসংখ্যক পরম উপাদেয় ও জ্ঞানগর্ভ সংলাপপ্রবন্ধ লিখিয়াছেন; একটী ব্যতীত সমস্তগুলিতেই তিনি সোক্রাটীসকে অন্যতম বক্তারূপে চিত্রিত করিয়াছেন; অনেকগুলিতে তিনিই প্রধান বক্তা। প্লেটো এইরূপে আত্মবিলোপ করিয়া গুরুর মুখদিয়া সমুদায় দার্শনিক তত্ত্ব ব্যাখ্যা করিয়াছেন; এমন কি, যে তত্ত্বগুলি তাঁহার নিজস্ব, সেগুলিরও প্রবক্তা সোক্রাটীস। শ্রদ্ধাভক্তির এই অতুলনীয় অর্ঘ্য গুরুশিষ্যের নামকে যুগ্মতারার মত চিরকালের তরে অচ্ছেদ্য যোগে যুক্ত করিয়া রাখিয়াছে।

প্লেটো ভিন্ন ভিন্ন প্রবন্ধে বিভিন্ন বক্তার কথায় সোক্রাটীসের চরিত্র নানা দিক্ হইতে যে-ভাবে অঙ্কিত করিয়াছেন, তাহা আনুপূর্ব্বিক দেখাইতে গেলে এই প্রস্তাব অতি দীর্ঘ হইয়া পড়িবে; আর তাহা করিবার প্রয়োজনও নাই। আমরা পরে উহার সারাংশ প্রদান করিব। তাঁহার "পানপর্ব্ব" (Symposion) নামক পুস্তকে আল্কিবিয়াডীসের মুখে উক্ত এমন নিপুণ ভাবে হৃদয়গ্রাহী ভাষায় বর্ণিত হইয়াছে, যে সোক্রাটীসকে বুঝিতে হইলে এই বর্ণনাটী পাঠ করা একান্ত আবশ্যক, এবং ইহা পাঠ করিলে এতদতিরিক্ত অন্যান্য প্রবন্ধ উপেক্ষা করিলেও চলিতে পারে। আল্কিবিয়াডীস শারীরিক সৌন্দর্য্য ও মানসিক শক্তিতে তৎকালে গ্রীসে অগ্রগণ্য ব্যক্তি ছিলেন। ইনি যৌবনকালে সোক্রাটীসের অনুরক্ত অনুগামী হইয়া কয়েক বৎসর তাঁহার সাহচর্য্যে যাপন করেন; তাঁহার সংস্পর্শ পাইয়া ও উপদেশ শুনিয়া ইঁহার প্রতিভা সমধিক বিকাশ প্রাপ্ত হইয়াছিল, কিন্তু চরিত্রটী যেমন অসংযত ও উচ্ছৃঙ্খল ছিল, তেমনি থাকিয়া গেল; ফলে পেলপনীসস যুদ্ধের প্রথমকল্পে ইঁহার দ্বারা আথেন্সের প্রভূত কল্যাণ সাধিত হইলেও, পরিণামে শক্রর সহিত যোগ দিয়া ইনি জন্মভূমির সর্ব্বনাশ-সাধনে সহায়তা করেন। কিন্তু আল্কিবিয়াডীস যখন সোক্রাটীসের গুণ বর্ণনা করেন, তখন ইনি যুবক, তাঁহার প্রতি একান্ত ভক্তিমান্; তখনও ইঁহাতে স্বদেশদ্রোহিতার কোনও লক্ষণ প্রকাশিত হয় নাই। নিমন্ত্রণ-সভায় বন্ধুবর্গকে সম্বোধন করিয়া তিনি বলিতেছেন—

"আমি আগে সোক্রাটীসকে একপ্রকার প্রতিমূর্ত্তির সহিত তুলনা করিয়া তার পরে তাঁহার প্রশংসা গাহিতে আরম্ভ করিব। তিনি হয় তো ভাবিবেন, যে আমি তাঁহাকে পরিহাস করিবার অভিপ্রায়েই প্রতিমূর্ত্তির কথা আনিয়া ফেলিলাম; কিন্তু তা' নয়; আমি তোমাদিগকে নিশ্চয় করিয়া বলিতেছি, যে সত্যের অনুরোধেই এই তুলনাটী আবশ্যক। ভাস্করদিগের দোকানে সিলীনসের (১) যে মূর্ত্তিগুলি সজ্জিত থাকে, আমি

(১) গ্রীক Silēnos—ডিওনীসসের নিত্যসঙ্গী; কথিত আছে, ইনিই তাঁহাকে প্রতিপালন ও শিক্ষাদান করেন। কাব্যে ইঁহার বর্ণনাটী এই প্রকার—ইনি এক আমোদপ্রমোদপ্রিয় বৃদ্ধ মনুষ্য; ইঁহার মস্তক কেশহীন, নাসিকা খর্ব্ব, দেহখানি

বলি, যে সোক্রাটীস ঠিক সেই মূর্ত্তিগুলির মত। সেগুলি বাঁশী ধরিয়া বসিয়া আছে, কিন্তু তাহাদিগকে দুই ভাগে বিভক্ত করিলেই দেখিতে পাইবে, যে তাহাদিগের অভ্যন্তরে দেবদেবীর মূর্ত্তি লুক্কায়িত রহিয়াছে। আমি বলিতেছি, যে সোক্রাটীস সাটীর মার্স্যাসের (Satyr Marsyas) (২) ন্যায়। তোমার গড়ন ও চেহারাটা যে সাটীরদিগের মত, তাহা বোধ করি তুমিও অস্বীকার করিতে সাহসী হইবে না; অন্যান্য বিষয়েও তুমি কতখানি তাহাদিগের মত, তাহা এখন শুন। তুমিও কি উপহাসপ্রিয় ও উগ্রপ্রকৃতি নও? যদি তুমি অস্বীকার কর, আমি সাক্ষী উপস্থিত করিব। তুমিও কি বংশীধর নও, এবং মার্স্যাস অপেক্ষা শতগুণ আশ্চর্য্য বাঁশী বাজাও না? মার্স্যাস বাদ্যযন্ত্রদ্বারা সুরতানলয় উৎপন্ন করিয়া লোকের চিত্ত হরণ করিতেন; তাঁহার শিষ্যেরা আজিও তাহাই করিয়া থাকে; কেন না, তিনিই সুরলোকের রাগরাগিণী শিক্ষা দিয়াছেন; বাদক উৎকৃষ্ট হউক, আর অপকৃষ্ট হউক, উহাদিগের শক্তি অসাধারণ; ঐ মধুর স্বরলহরীই কেবল আত্মাকে মুগ্ধ করিতে পারে, এবং যাহারা দেবতা ও নিগূঢ় সাধনপথের ভিখারী, তাহাদিগের আকাঙ্ক্ষাকে ব্যক্ত করে, কারণ ওগুলি দৈব কৃপায় অনুপ্রাণিত। কিন্তু তাঁহার ও তোমার মধ্যে পার্থক্য এই, যে তোমার কোনও বাদ্যযন্ত্রের প্রয়োজন হয় না; তিনি যাহা কিছু করেন, তুমি শুধু মুখের কথাতেই তাহা সংসাধন করিতে পার। আমরা যখন পেরিক্লীস বা অন্য কোনও সুনিপুণ বাগ্মীর বক্তৃতা

মদিরা দৃতির ন্যায় স্থূল ও গোলাকার; এবং ইনি প্রায়শঃই মদ্যপানে বিভোর থাকেন।

(২) গ্রীক Satyros (ইংরেজী Satyr)—গ্রীকপুরাণবর্ণিত এক শ্রেণীর জীব, ডিওনীসসের সঙ্গী। তাহাদিগের কেশ কণ্টকিত, নাসিকা গোল, কর্ণ পশুকর্ণের ন্যায় সূক্ষ্মাগ্র, কপালে দুইটী শৃঙ্গ, অধিকন্তু তাহাদিগের একটী লেজ আছে, তাহা ঘোড়ার বা ছাগলের লেজের মত।

মার্স্যাস—বংশীবাদক; ইনি আপলোদেবকে বাদ্যের দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান করিয়া পরাজিত হইয়া তাঁহার হস্তে প্রাণ হারাইয়াছিলেন।

শুনি, তখন মনে হয়, যেন কেহই তাহা কিছুমাত্র গ্রাহ্য করিতেছে না; কিন্তু যদি কেহ তোমার আলাপ শুনে, এমন কি অন্য লোকের মুখেও যদি তোমার কথাবার্ত্তাগুলি শুনিতে পায়, সে লোকটী যত অশিক্ষিত ও অক্ষম হউক না কেন, সে পুরুষ হউক, রমণী হউক বা বালক হউক, তথাপি তোমার কথাগুলি তাহাকে বিস্মিত ও মুগ্ধ করে, কারণ তোমার বাণী যেন তাহার মনে বিদ্ধ হইয়া থাকে।

"আমার আশঙ্কা হইতেছে, যে আমি মদটা একটু বেশীমাত্রায় খাইয়া ফেলিয়াছি; নতুবা আমি একটা শপথ করিয়া তোমাদিগের প্রত্যয় জন্মাইয়া দিতাম, যে আমি সোক্রাটীসের কথাবার্ত্তা শুনিয়া কি দুঃখ ভোগ করিয়াছি, এবং এখনও করিতেছি। আমি যখন তাঁহার কথা শুনি, তখন আমার হৃৎপিণ্ড নাচিতে থাকে; যাহারা করুবাণ্টিকতন্ত্রের (৩) সাধন করে, তাহাদিগের হৃদয়ও এমন নৃত্য করে না। তিনি যেমন আলাপ করিতে থাকেন, অমনি দরদরধারে আমার অশ্রুপাত হইতে থাকে; শুধু আমারই হয়, তা' নয়; আমি আরও কত জনকে এই প্রকার অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে দেখিয়াছি। আমি পেরিক্লীস ও আরও কত চমৎকার বক্তার বক্তৃতা শুনিয়াছি, এবং শুনিয়া পুলকিত হইয়াছি, কিন্তু এমনতর অবস্থা আমার কখনও হয় নাই। তাঁহাদিগের বক্তৃতা শুনিবার কালে আমার আত্মা কখনও বিচলিত ও অনুতাপে দগ্ধ হয় নাই—এমনটা তো কখনও ঘটে নাই, যে আমার অন্তরাত্মা যেন বক্তার পদে একেবারে লুটাইয়া পড়িতেছে। কিন্তু এই যে মার্স্যাস এখানে বর্ত্তমান, ইনি কতবার আমার অবস্থাটা ঠিক এইরূপই করিয়া তুলিয়াছেন; ফলতঃ আমার মনে হইয়াছে, আমি যে-প্রকার জীবন যাপন করিতেছি, তাহা বলিতে গেলে রাখিবারই যোগ্য নয়। আমি যাহা বলিলাম, তাহা অস্বীকার করিও না, সোক্রাটীস; কেন না, আমি বেশ

(৩) দেবমাতা কুবেলীর (নামান্তর রেয়া) পুরোহিতেরা ঢাক, ঢোল ও করতাল-ধ্বনির সঙ্গে সঙ্গে প্রমত্ত নৃত্যসহকারে তাঁহার পূজা করিতেন। ইহাদিগের নাম "করুবাণ্টেস" (Corybantes)।

জানি, যে এখনও যদি আমি তোমার কথা শুনি, আমি আর আত্মরক্ষা করিতে পারিব না, কিন্তু আবার এই ফলই ভোগ করিব। কেন না, বন্ধুগণ, তিনি আমাকে স্বীকার করিতে বাধ্য করিয়াছেন, যে, যদিচ আমার কত প্রকারের অভাব রহিয়াছে, তথাপি আমি নিজের অভাবগুলি উপেক্ষা করিয়া আথীনীয়দিগের অভাবের প্রতিই মনোনিবেশ করিতেছি। এই জন্যই আমি কাণ বন্ধ করিয়া যত দ্রুত সম্ভব এই যাদুকরের নিকট হইতে পলায়ন করি; এই ভয়ে, যে তাহা না হইলে ইঁহার পদতলে বসিয়া ইঁহার কথাবার্ত্তা শুনিতে শুনিতেই আমি বৃদ্ধ হইয়া পড়িব। কারণ, এই ব্যক্তি. আমার দশাটা এমনই করিয়া দিয়াছেন, যে আমার চিত্তেও লজ্জাবোধের উদয় হইয়াছে; আমি তো মনে করি, কেহই সহজে বিশ্বাস করিতে চাহিবে না, যে লজ্জা বলিয়া একটা জিনিস আমার মধ্যে কোন দিন ছিল; কেবল ইনিই আমার অন্তরে ভয় ও অনুশোচনার উদ্রেক করিয়াছেন। কারণ, ইঁহার সন্নিধানে আমি উপলব্ধি করি, যে ইনি যাহা বলেন, আমার তাহা খণ্ডন করিবার সাধ্য নাই, এবং ইনি যাহা করিতে আদেশ করেন, তাহা না করিয়া উপায় নাই। কিন্তু আমি যখন ইঁহার নিকট হইতে চলিয়া যাই, তখন জনসমাজে যশোলাভের আকাঙ্ক্ষা আমার চিত্তকে অভিভূত করে। কাজেই আমি পলায়ন করিয়া ইঁহার নিকট হইতে লুকাইয়া থাকি, এবং ইঁহাকে দেখিতে পাইলেই লজ্জায় মরিয়া যাই; কারণ, যাহা করা উচিত বলিয়া আমি ইঁহার কাছে অঙ্গীকার করিয়াছিলাম, অবহেলা করিয়া আমি তাহা করি নাই; বার বার আমি তাই এই প্রার্থনা করিয়াছি, যে ইঁহাকে যেন মর্ত্ত্যলোকে আর দেখিতে পাওয়া না যায়। কিন্তু আমি খুব ভালই জানি, যে, যদি আমার ইচ্ছাই পূর্ণ হয়, তবে আমি সকলের অপেক্ষা অধিক দুঃখ পাইব; অতএব, আমি যে কোথায় যাইব, বা ইঁহাকে লইয়া কি করিব, ভাবিয়া পাইতেছি না। আমি এই সাটীরের বাঁশীর সুর শুনিয়া এই সকল ফল ভোগ করিয়াছি; আমার মত আরও অনেকের এই দশা ঘটিয়াছে।

"তোমরা প্রণিধান করিয়া দেখ, আমি যেমন বলিলাম, ইনি ঠিক সেই প্রকার কি না; এবং আরও দেখ, ইঁহার ক্ষমতা কি আশ্চর্য্য।

তোমরা জানিয়া রাখিও, যে তোমাদিগের মধ্যে এমন একজনও নাই, যে সোক্রাটীসের যথার্থ স্বভাব অবগত আছে। তোমরা দেখিতে পাইতেছ, ইনি এই ভাণ করেন, যে, ইনি সুন্দর সুন্দর যুবকদিগের সহিত ঘনিষ্ঠতা স্থাপনের জন্য কতই লালায়িত, এবং ইঁহার অজ্ঞানতা কতই গভীর; এই দুইটী লক্ষণ একান্তই সিলীনস-চরিত্রের মত। বন্ধুগণ, ভাস্কররচিত সিলীনস-মূর্ত্তির ন্যায় এই বাহ্যিক আকারে ইনি আপনাকে আচ্ছাদন করিয়া রাখিয়াছেন; এই আবরণ উন্মোচন করিলেই তোমরা অভ্যন্তরে আশ্চর্য্য সংযম ও জ্ঞান দেখিতে পাইবে। ইনি কেবলমাত্র শারীরিক সৌন্দর্য্য গ্রাহ্যই করেন না; রূপ, ধন, খ্যাতিপ্রতিপত্তি প্রভৃতি যাহা থাকিলে প্রাকৃতজন আপনাদিগকে ভাগ্যবান্ বিবেচনা করে, সে সমুদায় বাহিরের সম্পদ্‌কে ইনি যে কি অবজ্ঞা করেন, লোকে তাহা ধারণাও করিতে পারে না। ইনি এই সকলকে অতি হেয় জ্ঞান করেন, এবং আমরা যাহারা এগুলিকে সমাদর করি, সেই আমাদিগকে ইনি মানুষ বলিয়াই গণ্য করেন না। লোকসমাজে বাস করিয়াও, লোকে যে বস্তুগুলিকে লভনীয় ও লোভনীয় মনে করে, ইনি শ্লেষাত্মক বাক্যে সেগুলিকে লইয়া সদা সর্ব্বদা ঠাট্টা তামাসা করেন। কিন্তু ইনি যখন গম্ভীর থাকেন, এবং ইঁহার ভিতরটা যখন খুলিয়া দেওয়া যায়, তখন ইঁহার অন্তঃস্থিত দেবপ্রতিমাগুলি তোমরা দেখিয়াছ কি না, আমি বলিতে পারি না। আমি সেগুলি দেখিয়াছি—সেগুলি এমন পরম সুন্দর, এমন দিব্যকান্তি, এমন স্বর্গীয়, এমন অত্যাশ্চর্য্য, যে সোক্রাটীস যাহাই আদেশ করুন না কেন, ঈশ্বরের বাণীর মত তাহা পালন করা সকলের পক্ষেই একান্ত কর্ত্তব্য।

"একদা আমরা দুইজন সৈনিকরূপে পরস্পরের সহযোগী ছিলাম, এবং পটিডাইয়ার সম্মুখস্থ শিবিরে একত্র আহারাদি করিতাম। তথায় সোক্রাটীস কষ্টসহিষ্ণুতায় শুধু আমাকে নয়, কিন্তু অপর সকলকেই পরাজিত করিয়াছিলেন। যুদ্ধযাত্রায় অনেক সময়েই খাদ্যের অনাটন হয়; আমাদের আহার্য্যসামগ্রী যখন ফুরাইয়া আসিল, তখন সোক্রাটীস যেমন ক্ষুধা সহ্য করিতে পারিতেন, এমন আর কেহই পারিত না; আবার

যখন প্রচুর খাদ্য জুটিত, তখন তিনি একা সৈনিকের খাদ্য খাইয়া তৃপ্তি বোধ করিতেন। তিনি ইচ্ছা করিয়া কখনই বেশী মদ্য পান করিতেন না; কিন্তু যখন বাধ্য হইয়া তাঁহাকে সুরাপান করিতে হইত, তখন অভ্যাস না থাকিলেও তিনি ইহাতেও সকলকে পরাস্ত করিতেন; সর্ব্বাপেক্ষা আশ্চর্য্যের বিষয় এই, যে ঐ উপলক্ষে বা অন্য সময়ে কেহ কদাপি সোক্রাটীসকে মাতাল হইতে দেখে নাই। সে দেশে শীত অত্যন্ত প্রবল; সেই ভীষণ শীতের মধ্যে ইনি প্রশান্তচিত্তে অবর্ণনীয় ক্লেশ সহ্য করিতেন। কেবল একটা দৃষ্টান্ত দিতেছি। কয়েক দিন ধরিয়া ভয়ঙ্কর তুষারপাত হইতেছিল; সে সময়ে কেহই শিবিরের বাহিরে যাইত না, অথবা গেলেও আপাদমস্তক বস্ত্রে আচ্ছাদিত করিত, পায়ের তলায় পশম পরিত, এবং পাদুখানি রোমশ চর্ম্মে জড়াইত; কিন্তু সোক্রাটীস সচরাচর যে-পোষাক পরিতেন, তাহা পরিয়াই বাহির হইতেন, এবং নগ্নপদে তুষারের উপরে বিচরণ করিতেন; যাহারা কত যত্নে পাদুকা পরিধান করিত, তাহাদিগের অপেক্ষা সহজ ভাবেই বিচরণ করিতেন। এজন্য সৈনিকেরা ভাবিত, তাহারা যে কষ্ট সহিতে পারে না, তাহাদিগের এই কাতরতা উপহাস করিবার উদ্দেশ্যেই তিনি এরূপ করিতেছেন। এই যুদ্ধের সময়ে এই বীর পুরুষ যাহা করিয়াছেন ও যাহা সহিয়াছেন, তাহা স্মৃতিপথে আনয়ন করা একান্ত কর্ত্তব্য। একবার দেখা গেল, যে তিনি প্রত্যূষে একস্থানে দণ্ডায়মান হইয়া ধ্যানে নিমগ্ন রহিয়াছেন; বোধ হইল, যেন তিনি একটা জটিল প্রশ্নের আলোচনায় নিযুক্ত আছেন, কিন্তু কিছুতেই তাহার মীমাংসা হইতেছে না; এজন্য তিনি জিজ্ঞাসা ও আলোচনাতে নিমগ্ন রহিলেন; মধ্যাহ্নকাল উপস্থিত হইলে সৈনিকপুরুষেরা তাঁহাকে দেখিয়া পরস্পরকে বলিতে লাগিল, 'সোক্রাটীস প্রাতঃকাল হইতে ঐখানে ভাবনায় ডুবিয়া গিয়া দণ্ডায়মান রহিয়াছেন।' পরিশেষে কয়েকজন যবন (Ionians) সেখানে আসিল; তখন গ্রীষ্মকাল; তাহারা রাত্রির আহার সমাপ্ত করিয়া বিছানা আনিয়া পাতিয়া শয়ন করিল, এবং ঠাণ্ডা হাওয়ায় ঘুমাইয়া পড়িল; (নিশান্তে জাগ্রত হইয়া) তাহারা দেখিল, যে সোক্রাটীস সন্ধ্যা হইতে প্রভাত পর্য্যন্ত সারা রাত সেইখানেই দাঁড়াইয়া আছেন। পরে যখন

সূর্য্যোদয় হইল, তখন তিনি প্রার্থনা করিলেন, এবং আদিত্য দেবকে নমস্কার করিয়া চলিয়া গেলেন।

"সোক্রাটীস সংগ্রামে কি প্রকার, তাহাও উল্লেখ না করিয়া থাকিতে পারিতেছি না। যে যুদ্ধের অবসানে সেনাপতিগণ বীরত্বের জয়মাল্য প্রদান করিয়া আমাকে অভিনন্দিত করিয়াছিলেন, তাহাতে একা তিনিই আমার প্রাণরক্ষা করেন; আমি যখন আহত হইয়া ভূপতিত হইলাম, তখন তিনি আমার নিকটে দণ্ডায়মান থাকিয়া আমাকে ও আমার অস্ত্রশস্ত্রগুলিকে শত্রুর হস্ত হইতে বাঁচাইলেন। সে সময়ে আমি সেনাপতিদিগকে মিনতি করিয়া অনুরোধ করিয়াছিলাম, যে বীরত্বের পুরস্কার যেন তাঁহাকেই প্রদত্ত হয়, কেন না, উহা তাঁহারই প্রাপ্য ছিল। সোক্রাটীস, তুমি তো ইহা অস্বীকার করিতে পারিবে না, যে যখন সেনাধ্যক্ষেরা আমার মত একজন সম্ভ্রান্ত বংশের লোককে সন্তুষ্ট করিবার অভিপ্রায়ে ঐ পুরস্কারটী আমাকে দিতে চাহিলেন, তখন তুমি তাঁহাদিগের অপেক্ষাও নির্ব্বন্ধাতিশয়সহকারে এই আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করিতে লাগিলে, যে এই গৌরব তোমাকে না দিয়া আমাকেই অর্পণ করা হউক।

"কিন্তু যখন ডীলিয়নের যুদ্ধে আমাদিগের বাহিনী পরাজিত হইয়া চতুর্দ্দিকে পলায়ন করিতে লাগিল, তখন সোক্রাটীসকে যাহারা দেখিয়াছে, তাহারা একটা দেখিবার মত দৃশ্য দেখিয়াছে। আমি তখন অশ্বারোহী দলে ছিলাম, আর তিনি পদাতিকরূপে গুরুভার অস্ত্রে সজ্জিত ছিলেন। আমাদিগের সৈন্যগণ সম্পূর্ণরূপে পরাজিত ও ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িলে তিনি ও লাখীস একসঙ্গে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে আরম্ভ করিলেন; আমি দৈবাৎ তাঁহাদিগের নিকটে উপস্থিত হইলাম, এবং তাঁহাদিগকে দেখিতে পাইয়া বলিলাম, 'ভয় নাই; আমি তোমাদিগকে ত্যাগ করিব না।' আমি অশ্বপৃষ্ঠে ছিলাম, এজন্য আমার নিজের সম্বন্ধে চিত্তে তত উদ্বেগ ছিল না, সুতরাং এই বিপদের মধ্যে সোক্রাটীসের কি যে অপরূপ মূর্ত্তি প্রকাশিত হইয়াছিল, আমি পটিডাইয়া অপেক্ষাও এস্থলে তাহা ভাল করিয়া দেখিবার সুযোগ পাইয়াছিলাম। তিনি প্রত্যুৎপন্নমতিত্বে ও সাহসে লাখীস অপেক্ষা কত শ্রেষ্ঠ ছিলেন। আরিষ্টফানীস, তুমি তাঁহাকে রঙ্গমঞ্চে যে-বেশে

উপস্থিত করিয়াছ, তাহা তাঁহার প্রকৃত রূপ হইতে খুব বেশী ভিন্ন নয়। কেন না, শান্তভাবে চতুর্দ্দিকে শত্রুমিত্র সকলের প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি নিঃক্ষেপ করিতে করিতে অবিচলিতচিত্তে ধীরপাদক্ষেপে তিনি চলিয়া যাইতে লাগিলেন; আথেন্সের রাজপথে তিনি যে-ভাবে ভ্রমণ করেন, রণক্ষেত্রেও তাহার কিছুমাত্র ব্যত্যয় হইল না; যাহারা দূর হইতে তাঁহাকে দেখিল, তাহারাও বুঝিল, যে, যে-ব্যক্তি ইঁহাকে আক্রমণ করিবে, সে বিষম বিপদে পতিত হইবে, কারণ, ইনি মরণ পণ করিয়া না লড়িয়া কিছুতেই ছাড়িবেন না। এইরূপে তিনি ও তাঁহার সহচর অক্ষতদেহে প্রস্থান করিলেন; কেন না, যাহারা পলায়ন করিয়া নানা দিকে বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়ে, শত্রুগণ তাহাদিগেরই পশ্চাদ্ধাবন করে, ও তাহারাই শত্রুহস্তে নিহত হয়; পক্ষান্তরে, যাহাদিগের বদনে পরাজয়েও সোক্রাটীসের মত কোনও বিকারের চিহ্ন দৃষ্ট হয় না, তাহাদিগকে স্পর্শ করিতেও লোকে ভয় পায়।

"সোক্রাটীসের আরও কত অত্যাশ্চর্য্য গুণের প্রশংসা করিতে পারি, তবে কিনা এই সকল গুণের এক একটী অপরের মধ্যেও দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু এক বিষয়ে সোক্রাটীস একেবারে অতুলনীয়—তাহা এই, যে প্রাচীন কালে যত লোক বর্ত্তমান ছিলেন, এবং অধুনা যত লোক জীবিত আছেন, তিনি সে সমুদায় হইতেই স্বতন্ত্র, এবং কাহারও সহিত তাঁহার উপমা হয় না। কেন না, আমরা অনুমান করিতে পারি, ব্রাসিডাস ও আরও অনেকে আখিলীসের মত ছিলেন; পেরিক্লীসকে নেষ্টোর ও আণ্টীনোরের (৪) অনুরূপ বিবেচনা করা যাইতে পারে; ভিন্ন ভিন্ন সময়ের অন্যান্য বিখ্যাত পুরুষদিগকে পরস্পরের সহিত তুলনা করিলে কিছুই দোষ হয় না। কিন্তু এই ব্যক্তি এমনই স্বতন্ত্র, ইনি স্বয়ং ও ইঁহার কথাবার্ত্তা এমনই অসাধারণ, যে হাজার খুঁজিলেও ইঁহার তুলনা মিলিবে

(৪) ব্রাসিডাস—স্পার্টার রাজা ও সেনাপতি; (১ম খণ্ড, ৪৪৯ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)।

আখিলীস—"ইলিয়াডের" নায়ক ও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বীর।

নেষ্টোর—ট্রয়ের অভিযানে গ্রীক বাহিনীর সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন পুরুষ; জ্ঞান, ন্যায়পরায়ণতা ও যুদ্ধবিদ্যার জন্য বিখ্যাত।

আণ্টীনোর—ট্রয়ের একজন বিজ্ঞতম বয়োবৃদ্ধ।

না। আমি যাহাদিগের সহিত ইঁহার তুলনা করিয়াছি, লোকে কেবল তাহাদিগের মধ্যেই ইঁহার উপমা পাইবে; কারণ, ইহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই, যে ইনি ও ইঁহার আলাপাদি ঠিক সীলেনস ও সাটীরদিগের মত। প্রথমে তোমাদিগকে বলিতে ভুলিয়া গিয়াছিলাম, যে তোমরা লক্ষ্য করিয়া দেখিও, সাটীরদিগকে দুই খণ্ডে বিভক্ত করিলে যেমন হয়, সোক্রাটীসের কথাবার্ত্তাও ঠিক সেই রকম। কেন না, যখন কেহ সোক্রাটীসের আলাপ শুনিতে আরম্ভ করে, তখন প্রথমে তাহার নিকটে উহা বড়ই হাস্তজনক বলিয়া বোধ হয়। তিনি যে-সকল শব্দ ও বাক্য ব্যবহার করেন, সেগুলি যেন বহিরাবরণ হইয়া তাঁহাকে অভদ্র ও রঙ্গপ্রিয় সাটীরের চর্ম্মে আচ্ছাদন করে। বাজারের ভারবাহী গর্দ্দভ, কাঁসারি, মুচি, চামড়ার কারিগর—এইগুলির কথাই প্রতিনিয়ত তাঁহার মুখে লাগিয়া রহিয়াছে। তাঁহার চিরকালের অভ্যাসটাই এই রকম দাঁড়াইয়া গিয়াছে, কাজেই নির্ব্বোধ স্থূলদর্শী লোকেরা তাঁহার বাক্যালাপ শুনিয়া অনায়াসেই হাসিতে পারে। কিন্তু তিনি যখন মুখোসটী খুলিয়া ফেলেন ও তাঁহার বক্তৃতা যখন অর্গলমুক্ত হয়, তখন যে তাঁহার কথা শুনে এবং তাঁহার বাক্যের প্রকৃত অর্থের মধ্যে প্রবেশ করে, সে বুঝিতে পারে, তাঁহার কথাগুলির অর্থ কত গভীর ও কত হৃদয়গ্রাহী, এবং তাঁহার বাণী কি স্বর্গীয়—মানুষের মনকে মুগ্ধ করিবার জন্য মানবের ভাষায় এমন আর কিছুই নাই। সে বুঝিতে পারে, উহা মনের সম্মুখে কত অগণন মনোহর মূর্ত্তি রচনা করিয়া রাখে, এবং যাহা জীবনের পরম ধন, তাহার লাভে কত সাহায্য করে; সে বুঝিতে পারে, যে-জন পরম সুন্দর ও পরম শিবকে পাইবার জন্য আকুল, সে স্বীয় আকাঙ্ক্ষার চরিতার্থতার উদ্দেশ্যে যাহা কিছু একান্ত প্রয়োজনীয় মনে করে, উহা তাহাকে সেই ইষ্টবস্তু প্রাপ্তির কি সুগম পথেই লইয়া যায়।

"আমি যে-যে-কারণে সোক্রাটীসের গুণ কীর্ত্তন করিয়া থাকি, তাহা তোমাদিগকে বলিলাম।" (Symposion, 215-222)।

আল্কিবিয়াডীসের এই বর্ণনাটী দুই এক স্থলে অতিরঞ্জিত বলিয়া মনে হইতে পারে; কিন্তু উহা পাঠ করিলে মনে সোক্রাটীসের যে-ছবি

প্রতিফলিত হয়, প্রাচীন কালের লেখকেরা তাহা নিখুঁত বলিয়াই গ্রহণ করিয়াছেন।

প্লেটো "পানপর্ব্ব" ও অন্যান্য প্রবন্ধে সোক্রাটীসের জীবনকাহিনী যেরূপ বিবৃত করিয়াছেন, তাহার সারনিষ্কর্ষ গ্রহণ করিলে আমরা তাঁহার চরিত্রে এই পাঁচটী লক্ষণ দেখিতে পাই—(১) সোক্রাটীস যৌবনকাল হইতেই বিজ্ঞানে অনুরক্ত ছিলেন, এবং পেরিক্লীসযুগের জ্ঞানীদিগের দলে যাতায়াত করিতেন। এজন্য তিনি জনসমাজে যে-খ্যাতি অর্জ্জন করেন, তাহাই থাইরেফোনকে ডেল্‌ফিতে যাইয়া তাঁহার প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে প্রণোদিত করিয়াছিল; এবং সোক্রাটীসও তজ্জন্য জ্ঞানবিস্তারের ব্রত গ্রহণ করিয়াছিলেন। "জ্ঞান ও ধর্ম্ম এক", অর্থাৎ শিবের জ্ঞানভিন্ন কেহই ধর্ম্ম লাভ করিতে পারে না; এবং এই জ্ঞানই জীবনের পরম শ্রেয়ঃ—এই তত্ত্বপ্রচারই এখন হইতে তাঁহার একমাত্র কর্ম্ম হইল। (২) তাঁহার অসাধারণ দৈহিক বল ছিল; সত্তর বৎসর বয়সেও এবিষয়ে তাঁহার সমতুল্য কেহই ছিল না। তিনি দেশের জন্য যুদ্ধ করিয়াছেন, এবং রণক্ষেত্রে শৌর্য্য ও বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়া এমন যশস্বী হইয়াছেন, যে যুদ্ধব্যবসায়ী বিশেষজ্ঞেরাও তাঁহার মতামত মূল্যবান্ জ্ঞান করিতেন। (৩) পেরিক্লীসের নেতৃত্বে আথীনীয় গণতন্ত্র যে-সাম্রাজ্যের অধীশ্বর হইয়াছিল, তিনি তাহার ঘোর বিরোধী ছিলেন; তিনি কঠোর ভাষায় আথীনীয়গণের ধনলিপ্‌সাকে ধিক্কার দিয়াছেন। সোক্রাটীস যে সাম্রাজ্য ও গণতন্ত্রের প্রতি বিরূপ ছিলেন, ইহা পরিণামে তাঁহার অনিষ্টের কারণ হইয়াছিল। (৪) তিনি অর্ফেয়ুসপন্থীদিগের অনুরূপ "সাধু" (বৌদ্ধ ধর্ম্মের কথায় "অরহত") এবং দ্রষ্টা। তিনি অতীন্দ্রিয় পদার্থ দর্শন করেন, এবং সময়ে সময়ে সমাধিতে নিমগ্ন হইয়া যান। (৫) কিন্তু তিনি এজন্য পরিদৃশ্যমান জগতের সহিত যোগ হারাইয়া ফেলেন নাই; তিনি সংসার ছাড়িয়া কল্পনা ও ভাবুকতার রাজ্যে বিহার করেন না; তিনি পদার্থের স্বরূপ কখনও ভুলেন না; তাঁহার মাত্রা-জ্ঞান, সমগুণের জ্ঞান কদাপি ম্লান হয় না। চক্ষু যাহা দেখে না, তিনি তাহা দর্শন করিতেন, কর্ণ যাহা শুনে না, তিনি তাহা শুনিতে পাইতেন, অথচ বাস্তবতার সহিত তাঁহার যোগ

অটুট থাকিত। শত্রুপক্ষ ভুল করিয়া বলিত, ইহা তাঁহার ধূর্ত্ত কপটতা ; তাহারা ইহাকে "সোক্রাটীসের ব্যঙ্গ" নামে আখ্যাত করিত।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

সাধনবল

আমরা প্লেটোর আলেখ্য অবলম্বন করিয়া তাঁহার চরিত্র সম্বন্ধে আরও কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব।

সোক্রাটীসের বিষয়ে প্রাচীন কালে নানা প্রকার কিম্বদন্তী প্রচলিত ছিল। তাঁহার প্রিয় শিষ্য ফাইডোন "জপুরস" নামক সংলাপ-প্রবন্ধ লিখিয়া গিয়াছেন। জপুরস সীরিয়া দেশবাসী একজন গণক ছিলেন, এবং ইনি নাকি মুখ দেখিয়াই লোকের দোষগুণ বলিয়া দিতে পারিতেন। এই প্রবন্ধে লিখিত হইয়াছে, যে ইনি সোক্রাটীসের মুখাবয়ব দেখিয়া বলিয়া উঠিলেন, উহাতে ঘোর ইন্দ্রিয়পরায়ণতার লক্ষণ বিদ্যমান। এই অদ্ভুত কথা শুনিয়া তাঁহার শিষ্যগণ একবাক্যে তীব্রস্বরে প্রতিবাদ করিতে লাগিলেন; কিন্তু তিনি তাহাদিগকে নিরস্ত করিয়া কহিলেন, "জপুরস ঠিক কথাই বলিয়াছে; কিন্তু আমি রিপুগুলি জয় করিয়াছি।" আর একটী প্রবাদ এই, যে সোক্রাটীসের ক্রোধ অত্যন্ত প্রবল ছিল; তিনি কখন কখনও ভীষণ ক্রোধে আত্মহারা হইতেন। এই প্রবাদের ভিত্তি খুঁজিয়া পাওয়া কঠিন। কিন্তু এই দুইটী কিম্বদন্তীই যদি সত্য বলিয়া মানিয়া লওয়া যায়, তাহা হইলেও তাঁহার প্রতি আমাদিগের ভক্তি হ্রাস না পাইয়া বরং শতগুণ বর্দ্ধিতই হয়। যে প্রকৃতির পরার্থপরতা এমন দুর্দ্দমনীয় ছিল, যে তাহা সর্ব্বপ্রকার পার্থিব সম্পদ্ পায়ে ঠেলিয়া আজীবন নর-সেবায় নিযুক্ত থাকিয়া মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিতেও মুহূর্ত্তের তরে সঙ্কুচিত হয় নাই, তাহার সমুদায় বৃত্তিগুলিই যে সবল ও সতেজ হইবে, তাহা বিচিত্র নয়; কিন্তু যে সাধনের ফলে এই বৃত্তিসমূহ নির্ব্বিষ বিষধরের মত চিরদিন তাঁহার পদানত হইয়াছিল, সে সাধন জগতে দুর্লভ, সে তপস্যা যুগে যুগে ধর্ম্মার্থী নরনারীর শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিবে। জনসমাজের

সাধারণ রীতি এই, যে, যাঁহারা "আজন্মশুদ্ধ", লোকে তাঁহাদিগকেই প্রশংসা করে, পূজা করে, ভক্তির অঞ্জলি দিয়া বরণ করে; কিন্তু যাঁহারা সিদ্ধ হইয়া জন্মগ্রহণ করেন নাই, যাঁহারা বিষম সংগ্রামে রক্তাক্তকলেবর হইয়া তবে আত্মজয়ী হইয়াছেন, অকপট প্রীতি ও শ্রদ্ধার অর্ঘ্য কি বাস্তবিক তাঁহাদিগেরই অধিকতর প্রাপ্য নহে? তাহা যদি না হইবে, তবে পাপীর নবজীবন লাভের বার্ত্তা শুনিয়া আমাদিগের হৃদয় এমন করিয়া গলিয়া যায় কেন? "ঘোর পাপী ওমর পল জগাই মাধাইর" জীবন কাহিনী পড়িয়া সরলপ্রাণ ধর্ম্মপিপাসু লোকে এখনও অশ্রুপাত করে কেন? এ প্রশ্নের উত্তর এই, যে, আমাদিগের অন্তরের নিভৃততম প্রদেশে একটী ভাব লুক্কায়িত আছে, সকল সময়ে আমরা উহা লক্ষ্য করি না বটে, কিন্তু উহা আমাদিগের চিত্তের উপরে বিলক্ষণ কার্য্য করে। সেই ভাবটীকে আমরা দুই এক কথায় প্রকাশ করিতে চাই। আমরা যাঁহাদিগকে "আজন্মশুদ্ধ" ভাবিয়া থাকি, তাঁহাদিগকে আমরা দেবতার মত বন্দনা করি; কিন্তু যাঁহারা রিপুর সহিত দিবানিশি দুরন্ত যুদ্ধ করিয়া পরে স্থির ভূমি প্রাপ্ত হইয়াছেন, আমাদিগের অন্তর বলিয়া দেয়, যে তাঁহারা আমাদিগের সহোদর ও সতীর্থ, সুতরাং তাঁহাদিগের সহিত আমাদিগের হৃদয়ের যোগ স্থাপিত হইতে বিলম্ব হয় না। শুধু তাহাই নহে। একটু নিবিষ্ট অন্তঃকরণে মনন করিলেই আমরা বুঝিতে পারি, যে যাঁহার পথ সরল, সহজ ও সমতল, তিনি যদি গন্তব্য স্থানে উপনীত হন, তবে তাহাতে বিস্মিত হইবার কিছুই নাই; কিন্তু যাঁহাকে উচ্চাবচ ও বন্ধুর ভূমি অতিক্রম করিয়া ও পদে পদে চরণতলে কণ্টক দলিয়া অভীষ্ট লোকে পঁহুছিতে হয়, লক্ষ্যসিদ্ধির গৌরব তাঁহারই অধিক, কেন না, তাঁহাতেই আমরা পুরুষকারের প্রকৃত পরিচয় প্রাপ্ত হই। অন্তরায়ের পরাভবেই যথার্থ বীরত্ব প্রকাশিত হয়। মহাজনগণের জীবনচরিতও ইহাই বলিতেছে। শাক্যসিংহ মারকে বিধ্বস্ত করিয়া বোধিদ্রুমমূলে বুদ্ধত্ব লাভ করিয়াছিলেন; ঈশা জনমানবহীন প্রান্তরে সয়তানের প্রলোভনসমূহ জয় করিয়া পরিত্রাণের বার্ত্তা প্রচার করিবার অধিকারী হইয়াছিলেন। যে সংগ্রাম হইতে এই দুই জগৎপূজ্য মহাপুরুষও নিষ্কৃতি পান নাই, সোক্রাটীসের জীবনে

তাহা যদি কঠোর এবং দীর্ঘকালস্থায়ীই হইয়া থাকে, তাহাতেও তাঁহার মনুষ্যত্বের গৌরব ক্ষুণ্ণ হইতেছে না।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

রিপুদমন

সোক্রাটীসের মুখাকৃতি হইতে তাঁহার সাধনের কথা উঠিল; সাধনের কথা হইতে আমরা অনেক দূরে আসিয়া পড়িলাম। আবার সেই কাহিনীতে ফিরিয়া আসা যাক্। আমরা যাহাকে ষড়রিপু বলি, সোক্রাটীস তাহার প্রত্যেকটীকেই করায়ত্ত করিয়া ফেলিয়াছিলেন। তাঁহার প্রথম রিপু দমনের যে দৃষ্টান্তটী আল্কিবিয়াডীস সবিস্তার বর্ণনা করিয়াছেন, আমরা তাহা উদ্ধৃত করি নাই, কেন না, তাহাতে গ্রীক সভ্যতার একটা কুৎসিত দিক্ উদ্‌ঘাটিত হইয়াছে। তিনি ক্রোধ কেমন বশীভূত করিয়াছিলেন, দুই একটী আখ্যায়িকাতে তাহা প্রদর্শিত হইতেছে।

একদিন এক বর্ব্বর পথে চলিতে চলিতে কি কথায় সোক্রাটীসের কর্ণমূলে মুষ্টি দ্বারা আঘাত করিল; তিনি শুধু শান্তভাবে বলিলেন, "কখন শিরস্ত্রাণ পরিতে হয়, তাহা না জানাটা আমারই ভুল হইয়াছে।" পাঠকগণ ইতঃপূর্ব্বেই দেখিয়াছেন, তিনি কেমন সবল ও সাহসী পুরুষ ছিলেন; সুতরাং এই উপেক্ষা ও ক্ষমার মূলে যে ভীরুতা বিদ্যমান ছিল না, তাহা কাহাকেও বলিয়া দিতে হইবে না। আর একদিন এক উদ্ধত ও ভ্রষ্টচরিত্র যুবক তাঁহাকে অভদ্রভাবে পদাঘাত করিল; ইহাতে তাঁহার সহচরেরা ক্রুদ্ধ হইয়া দৌড়াইয়া যাইয়া তাহাকে ধরিয়া শাস্তি দিতে উদ্যত হইলেন; কিন্তু সোক্রাটীস তাঁহাদিগকে বলিলেন, "সে কি ? যদি একটা গাধা আমাকে লাথি মারিত, তবে তোমরা কি পুনরায় তাহাকে লাথি মারিতে, এবং সেই কাজটা শোভন মনে করিতে ?" এই যুবক কিন্তু দণ্ড হইতে নিষ্কৃতি পাইল না; কারণ সকলেই এই দুষ্কর্ম্মের জন্য তাহাকে তিরস্কার করিতে লাগিল, এবং তাহাকে "পদাঘাতকারী" (Laktistēs) নাম দিল; যুবক এত তিরস্কার ও গঞ্জনা সহিতে না পারিয়া উদ্বন্ধনে প্রাণত্যাগ করিল।

(Plutarch, On the Training of Children, 14)। সোক্রাটীসের গৃহই তাঁহার পক্ষে ক্রোধজয়ের উৎকৃষ্ট সাধন-ক্ষেত্র ছিল। একদা পত্নী ক্সান্থিপ্পী উত্তেজিত হইয়া স্বামীকে অজস্র কটুকাটব্য বলিতে লাগিলেন, এবং চেঁচামেচি করিয়া পাড়া শুদ্ধ অস্থির করিয়া তুলিলেন। অনেকক্ষণ কোলাহল করিয়াও যখন একটী কথারও উত্তর পাইলেন না, তখন তিনি আর থাকিতে পারিলেন না; ক্রোধে দিশাহারা হইয়া এক গামলা ময়লা জল আনিয়া স্বামীর মাথায় ঢালিয়া দিলেন। সোক্রাটীস মৃদু মৃদু হাসিয়া বলিলেন, "এত গর্জ্জনের পরে বর্ষণ তো হইবেই"। আপনারা আর একটা ঘটনা শুনুন। একদিন সোক্রাটীস এয়ুথুডীমসকে নৈশভোজনের নিমন্ত্রণ করিয়া গৃহে লইয়া গেলেন; তখন এক মহা দুর্দ্দৈব উপস্থিত হইল; ক্সান্থিপ্পী অকস্মাৎ ক্রোধে উন্মত্তা হইয়া তাঁহাদিগের উপরে আসিয়া পড়িলেন, এবং পতিকে গালাগালি করিতে করিতে অবশেষে ভোজনের মেজটা উল্টাইয়া ফেলিয়া দিলেন। এয়ুথুডীমস ইহাতে অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হইয়া চলিয়া গেলেন; কিন্তু সোক্রাটীস তাঁহাকে বলিলেন, "সেদিন কি তোমার গৃহে একটা মুরগী উড়িয়া আসিয়া টেবিলটা ফেলিয়া দেয় নাই? কিন্তু কই, আমি তো তাহাতে ক্ষুব্ধ হই নাই। কেন না, আমি জানি, সহৃদয়তা, হাস্য ও সাদর অভ্যর্থনা—ইহা দ্বারাই বন্ধুজনকে পরিতুষ্ট ও অভ্যর্থিত করিতে হয়; ভ্রূকুটি করিয়া কিংবা পরিচারকগণের অন্তরে বিভীষিকা জন্মাইয়া তাহাদিগকে থরহরি কম্পমান করিয়া দেওয়াটা অতিথিকে সমাদর করিবার শিষ্ট পদ্ধতি নয়।" (Plutarch, Concerning the Cure of Anger, 13)।

প্লুটার্ক লিখিয়াছেন, "সোক্রাটীস যখনই বুঝিতে পারিতেন, যে কোনও বন্ধুর প্রতি তাঁহার ক্রোধের উদয় হইতেছে, তৎক্ষণাৎ, অটল শৈল যেমন উত্তাল তরঙ্গ ভঙ্গ করে, তেমনি তিনি উদীয়মান ক্রোধ প্রতিরুদ্ধ করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইতেন; তখন তিনি পূর্ব্বাপেক্ষা মৃদুস্বরে কথা বলিতে আরম্ভ করিতেন, এবং তাঁহার বদন হাস্যে উজ্জ্বল ও নয়নদ্বয় কোমলতায় পরিপূর্ণ করিয়া তুলিতেন; এইরূপে তিনি বিপরীত দিকে নত হইয়া ও ক্রোধের প্রতিকূল শক্তি প্রয়োগ করিয়া আপনাকে এই

দুর্জ্জয় রিপুর আক্রমণ হইতে রক্ষা করিতেন ; উহাকে কিছুতেই আপনার উপরে জয়লাভ করিতে দিতেন না।" (Concerning the Cure of Anger, 4)।

লোভ তাঁহার কোন বিষয়েই ছিল না ; তিনি ধন, মান, যশঃ পায়ে ঠেলিয়া দুঃখের জীবনকে বরণ করিয়াছিলেন ; দারিদ্র্য তাঁহার অঙ্গের ভূষণ ছিল। তিনি আহারে বিহারে অল্পে সন্তুষ্ট ছিলেন ; মিতাচার, সংযম ও তিতিক্ষায় তাঁহার সমতুল্য কেহই ছিল না। আমাদিগের শাস্ত্রকার বলিয়াছেন,

সন্তোষং পরমাস্থায় সুখার্থী সংযতো ভবেৎ।
সন্তোষমূলং হি সুখং দুঃখমূলং বিপর্য্যয়ঃ॥ মনু। ৪।১২॥

"সুখার্থী ব্যক্তি সন্তোষ অবলম্বন করিয়া সংযত থাকিবে, (যেহেতু) সন্তোষই সুখের মূল, এবং তদ্বিপরীত (অসন্তোষই) দুঃখের মূল।" সোক্রাটীস স্বয়ং এই নীতিবাক্য পালন করিতেন, এবং অপরকে সহজ সহজ দৃষ্টান্ত দ্বারা তাহা শিক্ষা দিতেন। একদা তাঁহার এক সুহৃৎ বলিলেন, "আথেন্সে জিনিসপত্র কি দুর্ম্মূল্য ! থিয়সের মদের দাম ষাট টাকা ; একটা লাল মাছ দুই টাকা ও এক ভাঁড় মধু তিন টাকার কমে পাইবার উপায় নাই।" সোক্রাটীস তখন তাঁহাকে এক ময়দার দোকানে লইয়া যাইয়া দেখাইলেন, এক আনায় পাঁচ সের ময়দা পাওয়া যায়। বন্ধু তখন বলিয়া উঠিলেন, "এই সহরে দেখিতেছি জিনিসপত্র সস্তা।" সোক্রাটীস তাঁহাকে পরে জলপাইয়ের দোকানে লইয়া গেলেন ; সেখানে তাঁহারা দেখিলেন, একঝুড়ি জলপাইয়ের দাম মোটে দুই পয়সা। পরিশেষে তাঁহারা পোষাকের দোকানে গমন করিলেন ; তথায় সোক্রাটীস বন্ধুকে দেখাইয়া দিলেন, যে একটা হাতকাটা জামা ছয় টাকাতেই ক্রয় করা যাইতে পারে। দেখিয়া বন্ধু বলিলেন, "হাঁ, আথেন্সে জিনিসপত্র সস্তাই বটে।" সোক্রাটীস তাঁহাকে হাতে কলমে এই শিক্ষা দিলেন, যে যাহারা বিলাসিতা বর্জ্জন করিয়া সামান্য আয়োজনে সন্তুষ্ট থাকিতে চাহে, তাহারা অল্প আয়ে সর্ব্বত্রই সুখে কাল যাপন করিতে সমর্থ হয়। (Plutarch, On the Tranquillity of the Mind, 10)। তিনি

বলিতেন, "মানবজাতির যাবতীয় দুর্ভাগ্য যদি একস্থানে পুঞ্জীভূত করিয়া রাখা হয়, এবং সকলকে বলা যায়, 'তোমরা আপনার জন্য এক সমান ভাগ গ্রহণ কর', তবে অধিকাংশ লোক সন্তুষ্টচিত্তে স্বস্ব বর্ত্তমান ভাগ্য লইয়াই চলিয়া যাইবে।" (Do, Consolation to Apollonius, 9)।

সোক্রাটীসের বৈরাগ্য কেমন অকৃত্রিম ছিল, তাঁহার নিজের কথাতেই তাহা ব্যক্ত হইবে। তিনি বলিতেন, "লোকে ভাবে, ঐশ্বর্য্যে ও ভোগবিলাসেই বুঝি সুখ; কিন্তু আমি বলি, মানুষের যখন কোনই অভাব থাকে না, তখনই সে দেবতার মত হয়; যাহার অভাব যত কম, সে দেবচরিত্রের তত নিকটবর্ত্তী। ঈশ্বর পূর্ণস্বভাব; যে-ব্যক্তি আপনাকে এই স্বভাবের একান্ত অনুরূপ করিতে পারিয়াছে, সেই সর্ব্বাপেক্ষা পূর্ণত্বের অধিকারী হইয়াছে।" (Mem., I. 6. 10)। সোক্রাটীসের নিজের জীবন এই বাক্যের উজ্জ্বল উদাহরণ। তিনি ধনের জন্য কাহাকেও উচ্চ আসন দিতেন না। যে-সকল লোক ধনের গর্ব্বে স্ফীত হইয়া ভাবিত, তাহাদিগের জ্ঞানোপার্জ্জনের প্রয়োজন নাই, তাহাদিগকে তিনি চোখে আঙ্গুল দিয়া দেখাইয়া দিতেন, তাহারা কি মূর্খ। (Mem., IV. 1. 5)। জেনফোন লিখিয়াছেন, "সোক্রাটীস এত মিতব্যয়ী ছিলেন, যে আমি তো এমত কাহাকেও দেখিতে পাইতেছি না, যাহাব শ্রমোপার্জ্জিত অর্থে—তাহা যত অল্পই হউক না কেন—তিনি সন্তুষ্ট থাকিতে না পারিতেন। তিনি যতখানি খাদ্য রুচির সহিত খাইতে পারিতেন, কেবল তাহাই আহার করিতেন। তিনি যখন ভোজন-স্থানে যাইতেন, তখন সঙ্গে যে-ক্ষুধা লইয়া আসিতেন, তাহাই অন্নব্যঞ্জনকে সুস্বাদ করিয়া দিত। সকল প্রকার পানীয়ই তাঁহার পক্ষে মধুর ছিল, কেন না, তিনি তৃষ্ণার্ত্ত না হইলে কখনও পান করিতেন না। যদি কখনও বাধ্য হইয়া তাঁহাকে নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে হইত, তবে সাবধান থাকিতেন, যেন উদরটী অতিভোজনে প্রপীড়িত হইয়া না পড়ে।" (Mem., I. 3. 5, 6)। পানাহার বিষয়ে তিনি সহচরদিগকে উপদেশ দিতেন, যে; যে-সুস্বাদু খাদ্য ও মধুর পানীয় ক্ষুধা ও তৃষ্ণা উদ্রিক্ত হইবার পূর্ব্বেই মানুষকে আহার ও পান করিতে প্রলুব্ধ করে, সর্ব্বপ্রযত্নে তাহা হইতে বিরত থাকিবে। (Plutarch, Rules for the Preservation

of Health; Mem., I. 3)। অধিক কথার আবশ্যকতা কি? পরবর্ত্তী প্রবন্ধগুলির ছত্রে ছত্রে বর্ণে বর্ণে পাঠকগণ তাঁহার নিঃস্পৃহতা ও ত্যাগশীলতার চূড়ান্ত নিদর্শন পাইবেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

কতিপয় সদ্‌গুণ

(১) শারীরিক ও মানসিক বীর্য্য।

সোক্রাটীস সমরে কেমন সাহসী ছিলেন, আল্কিবিয়াডীস দুইটী দৃষ্টান্ত দিয়া তাহা প্রমাণিত করিয়াছেন। ইহাতে অণুমাত্রও সংশয় নাই, যে এই জ্ঞানব্রত, তত্ত্বপিপাসু, দার্শনিক পণ্ডিত শারীরিক শৌর্য্যে কাহারও অপেক্ষা হীন ছিলেন না। কিন্তু আমরা মানসিক বীর্য্যের ভক্ত; দৈহিক বীরত্বের প্রতি আমাদিগের তত শ্রদ্ধা নাই। অতএব, জেনফোন হইতে একটী ঘটনা উদ্ধৃত করিয়া দেখাইতেছি, সোক্রাটীসের মনের বল কেমন দুর্দ্দমনীয় ছিল।

ত্রিংশন্নায়ক যখন আথেন্সের সর্ব্বময় প্রভু হইয়া বসিলেন, তখন পুরবাসীদিগের আর দুঃখের অবধি থাকিল না। তাঁহারা অন্যায়পূর্ব্বক ভদ্রবংশের বহুজনকে বধ করিলেন, অপরকেও নানারূপ অন্যায় কর্ম্মে প্রোৎসাহিত করিতে লাগিলেন। ইঁহাদিগের অত্যাচার দেখিয়া সোক্রাটীস একদিন বলিলেন, "আমার কাছে তো ইহা বড়ই আশ্চর্য্য মনে হয়, যে, যদি কেহ গোপাল নিযুক্ত হয়, এবং তাহার দোষে গোরুগুলি সংখ্যায় কমিয়া যায় ও তাহাদিগের দুর্দ্দশার একশেষ ঘটে, তাহা হইলে সে স্বীকার করিবে না, যে, সে এক অকর্ম্মণ্য গোপাল। কিন্তু এটা আরও আশ্চর্য্য, যে, যদি কেহ কোনও পুরীর প্রধান পুরুষের পদ লাভ করে, এবং তাহার ফলে পুরবাসিগণের সংখ্যা হ্রাস পায় ও তাহাদিগের অবস্থা শোচনীয় হইয়া উঠে, তবে সে কিছুমাত্র লজ্জিত হইবে না, এবং স্বীকার করিবে না, যে, সে অতি অক্ষম পুরপ্রভু।" কথাটা ত্রিংশন্নায়কের কর্ণগোচর হইলে ক্রিটিয়াস ও খারিক্লীস সোক্রাটীসকে ডাকিয়া পাঠাইলেন,

এবং আইন দেখাইয়া নিষেধ করিয়া দিলেন, তিনি যেন যুবকদিগের সহিত বাক্যালাপ না করেন। সোক্রাটীস তাঁহাদিগকে এই নিবেদন জানাইলেন, যে, যদি তিনি এই আদেশের কোনও কথা বুঝিয়া না থাকেন, তবে তিনি সে বিষয়ে কিছু জিজ্ঞাসা করিতে পারিবেন কি না। তাঁহারা সম্মতি জ্ঞাপন করিলেন। তিনি বলিলেন, "আচ্ছা, আমি নিয়ম মানিয়া চলিতে প্রস্তুত আছি; কিন্তু আমি যাহাতে অজ্ঞাতসারে নিয়মগুলি লঙ্ঘন না করি, সে জন্য আমি তোমাদিগের নিকটে পরিষ্কাররূপে এই বিষয়টা জানিতে চাই। তোমরা যে আমাকে তর্কশাস্ত্রের আলোচনা করিতে নিষেধ করিলে, তা' কি ভাবিয়া করিলে? তোমরা কি উহাকে শুদ্ধ রূপে কথা বলিবার অনুকূল মনে কর, না প্রতিকূল মনে কর? যদি উহা শুদ্ধ রীতিতে কথা বলিবার অনুকূল হয়, তবে স্পষ্টই দেখা যাইতেছে, যে, আমাদিগকে শুদ্ধ রূপে কথা বলা হইতেই প্রতিনিবৃত্ত থাকিতে হইবে; আর যদি উহা বিশুদ্ধ প্রণালীর প্রতিকূলই হয়, তাহা হইলেও ইহা সুস্পষ্ট, যে শুদ্ধ রূপে কথা বলিবার চেষ্টা করাই আমাদিগের কর্ত্তব্য।" খারিক্লীস চটিয়া উঠিয়া তাঁহাকে বলিলেন, "সোক্রাটীস, তুমি যখন এই বিষয়টা বুঝিতেই পারিলে না, তখন আমরা তোমাকে এমন আদেশ করিব, যাহা উহা অপেক্ষা সহজেই তোমার বোধগম্য হইবে—তুমি যুবকগণের সহিত মোটেই কথাবার্ত্তা বলিতে পারিবে না।" সোক্রাটীস তখন বলিলেন, "তোমাদিগের আদেশ আমি লঙ্ঘন করিলাম কি না, তৎসম্বন্ধে যাহাতে কোনও সংশয় না থাকে, এজন্য আমায় বল দেখি, কত বৎসর বয়স পর্য্যন্ত মানুষকে যুবক মনে করা যাইতে পারে?" খারিক্লীস উত্তর করিলেন, "যতদিন বুদ্ধি পরিপক্ক হয় নাই বলিয়া লোকে মন্ত্রণা-সভার সদস্য হইতে পারে না; তা' ছাড়া, ত্রিশ বৎসরের ন্যূনবয়স্ক লোকের সহিত তুমি আলাপ করিও না।" তিনি কহিলেন, "আমি যদি কোনও সামগ্রী কিনিতে চাই, এবং দেখি যে, ত্রিশ বৎসর হয় নাই, এরূপ এক ব্যক্তি উহা বেচিবে, তবে তাহাকে কি জিজ্ঞাসা করিতে পারিব, যে, সে ঐ সামগ্রীটী কত মূল্যে বিক্রয় করিবে?" খারিক্লীস বলিলেন, "হাঁ, এই জাতীয় প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে পার; কিন্তু, সোক্রাটীস, তোমার অভ্যাসটাই এই, যে,

কোন্ বিষয় কি রকম, তাহা জানিয়াও তুমি সে সম্বন্ধে শতপ্রকার প্রশ্ন কর; এরূপ প্রশ্ন আর জিজ্ঞাসা করিও না।" তিনি বলিলেন, "আচ্ছা, যদি কোনও যুবক আমাকে জিজ্ঞাসা করে, 'খারিক্লীসের বাড়ী কোন্‌টা?' 'ক্রিটিয়াস কোথায়?' তবে কি আমি তাহা জানিলেও উত্তর দিব না?" খারিক্লীস বলিলেন, "হাঁ, এ রকম কথার জবাব দিতে পার।" ক্রিটিয়াস কহিলেন, "কিন্তু, সোক্রাটীস, তোমাকে ঐ মুচি, কামার, আর ছুতারের প্রসঙ্গ হইতে নিবৃত্ত থাকিতে হইবে। আমার তো মনে হয়, এগুলি তোমার মুখে দিন রাত লাগিয়া থাকিয়া একবারে জীর্ণ হইয়া গিয়াছে।" সোক্রাটীস বলিলেন, "তবে আমি এই সমুদায় লোকের জীবন হইতে, ন্যায়, পবিত্রতা ও অন্যান্য গুণের যে-সকল দৃষ্টান্ত আহরণ করি, তাহা আমাকে বর্জ্জন করিতে হইবে?" খারিক্লীস উত্তর করিলেন, "হাঁ, নিশ্চয়ই; আর ঐ গোপালের দৃষ্টান্তটাও; তা' যদি না কর, তবে সাবধান থাকিও, যেন তুমিই গোরুগুলির সংখ্যা হ্রাস করিয়া না ফেল।" (Mem., I. 2. 32-37)।

সোক্রাটীস অবশ্যই এই দুরাচারগণের ভ্রূকুটিতে ভয়ে আড়ষ্ট হইয়া যুবকদিগের সহিত বাক্যালাপ বন্ধ করেন নাই। তিনি ত্রিংশন্নায়ককে কতখানি খাতির করিতেন, ও তাঁহাদিগের অন্যায় হুকুম কেমন মানিয়া চলিতেন, তাহা "আত্মসমর্থনে" একটা ঘটনার বর্ণনাতেই সুস্পষ্ট প্রকটিত হইয়াছে। (Apology, 23)। তিনি মৃত্যুকে এতটুকুও গ্রাহ্য করিতেন না। জীবন-মরণ সম্বন্ধে তাঁহার একটী উক্তি এত উপাদেয়, যে আমরা উহা উদ্ধৃত না করিয়া থাকিতে পারিতেছি না। "সখা হে, তুমি বুঝিয়া দেখ, যে, প্রকৃত মহত্ত্ব ও সৌন্দর্য্য, নিজে রক্ষা পাওয়া ও অপরকে রক্ষা করা, এই দুইটী হইতেই ভিন্ন কি না।' কেন না, যে সত্যই পুরুষ, ইহা তাহার কর্ত্তব্যই নয়, যে, সে কিছুদিন বাঁচিয়া থাকিবার জন্য লালায়িত হইবে। সে স্ত্রীলোকের ন্যায় বিশ্বাস করে, যে, নিয়তি কেহই অতিক্রম করিতে পারে না; (একদিন সকলকেই মরিতে হইবে।) এই জন্যই সে জীবনের প্রতি আসক্ত হয় না; সে ঈশ্বরের চরণে জীবন সমর্পণ করে, এবং সতত কেবল এই চিন্তাতেই নিযুক্ত থাকে, যে, তাহাকে

যে-পরমায়ুঃ প্রদত্ত হইয়াছে, তাহা কি করিয়া সর্ব্বোৎকৃষ্টরূপে যাপন করিবে।" (Gorgias, 512)।

(২) বাক্‌পটুতা।

সোক্রাটীস অতি ভদ্রস্বভাব, মধুরপ্রকৃতি, মিষ্টভাষী, বাক্‌পটু ও রসিক পুরুষ ছিলেন। তাঁহার বাণীতে কি মনোমোহিনী শক্তি নিহিত ছিল, আল্কিবিয়াডীস তাহা সুললিত ভাষায় বিশদরূপে বর্ণনা করিয়াছেন। এতগুলি গুণ একত্র মিলিত না হইলে ইনি দীর্ঘকাল যুবকবৃদ্ধ সকলের হৃদয়ে এমন আধিপত্য করিতে পারিতেন না। ইঁহার কথাবার্ত্তা বলিবার প্রণালীতে একটা বিশেষত্ব ছিল, তাহা "সোক্রাটীসের ব্যঙ্গ" (irony) নামে আখ্যাত। আমরা দুই এক কথায় উহার পরিচয় দিতেছি।

প্লেটো "সাধারণতন্ত্র" গ্রন্থের প্রথম ভাগে লিখিয়াছেন, যে সোক্রাটীসের সহিত তর্ক করিতে করিতে থ্রাসুমাখস বলিয়া উঠিলেন, "ও হরিকুলেশ, সোক্রাটীস যে বিনয় প্রকাশ করে, এই তো তার একটা দৃষ্টান্ত। আমি ইহা আগেই জানিতাম; আমি উপস্থিত সকলকে পূর্ব্বেই বলিয়া রাখিয়াছি, যে তুমি একটা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলে কিছুতেই তাহার জবাব দিবে না; তুমি কেবলই অজ্ঞানতার ভাণ করিবে, আর কি করিলে জিজ্ঞাসার উত্তর না দিয়া থাকা যায়, সেই পথ খুঁজিবে।" (Rep., I. 337)। এই কথাগুলি হইতে আমরা বুঝিতে পারিতেছি, যে অনেকে সোক্রাটীসের ব্যঙ্গকে একটা মিথ্যা বিনয়ের ভাণ মনে করিত। কিন্তু তিনি যখনই নিজের অজ্ঞতা স্বীকার করিতেন, তখনই সেই স্বীকারোক্তির মধ্যে কপটতা প্রচ্ছন্ন থাকিত, এবং তিনি লোককে অপ্রস্তুত করিবার উদ্দেশ্যেই নিরর্থক বাগ্‌বিতণ্ডায় প্রবৃত্ত হইতেন, ইহা বলিলে তাঁহার প্রতি অবিচার করা হইবে। তিনি সরল জ্ঞানপিপাসু ছিলেন। তিনি বহু স্থলে অকৃত্রিম অজ্ঞতার বোধ লইয়াই লোকের সহিত আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতেন; এবং প্রতিপক্ষকে প্রথমেই বলিয়া দিতেন, যে তিনি আলোচ্য বিষয়টীর সম্বন্ধে বিশেষ কিছুই জানেন না। তিনি স্বয়ং এক স্থলে বলিয়াছেন, "আমার নিজের প্রাঞ্জল জ্ঞান আছে বলিয়া যে আমি অপরকে দিশাহারা করিয়া

থাকি, তাহা নহে ; কিন্তু আমি নিজেই একেবারে দিশাহারা, সেই জন্যই অপরকেও দিশাহারা করিয়া তুলি।" (Menon, 80)। কিন্তু তিনি সময় সময় এমন লোকের সহিত বিচার আরম্ভ করিয়া দিতেন, যাহারা একান্ত মূর্খ, অথচ যাহাদিগের জ্ঞানের গর্ব্ব আকাশ ছাড়াইয়া উঠিয়াছে। এই সকল স্থলে তাঁহার ব্যঙ্গ যথার্থ স্বরূপে প্রকাশ পাইত। তিনি নিজের অজ্ঞতা জানাইয়া তাহাদিগের অহঙ্কারে ইন্ধন যোগাইতেন, এবং এইরূপে প্রশ্নপরম্পরার মধ্য দিয়া তাহাদিগকে ভ্রান্তির জালে আবদ্ধ করিয়া ফেলিতেন ; তখন পলাইবার পথ না পাইয়া ঐ সকল ব্যক্তির চৈতন্য হইত, এবং তাহারা নবজীবনে প্রবেশ করিত। সোক্রাটীসের ব্যঙ্গ বলিতে এই দুইটী রূপই স্মরণ রাখিতে হইবে। উহা তাঁহার প্রশ্নোত্তরমূলক-তর্কপ্রণালীর সহায় ছিল। প্লেটোর "এয়ুথুফ্রোনে" উহার দ্বিতীয় রূপটী উজ্জ্বলরূপে ফুটিয়া উঠিয়াছে।

(৩) ভব্যতা ও শিষ্টাচার।

সোক্রাটীস এমন ধীরপ্রকৃতি ছিলেন, যে কথাবার্ত্তার মধ্যে সহসা উত্তেজিত হইয়া কেহ রূঢ় কথা বলিলেও তাঁহার হৃদয় নিস্তরঙ্গ থাকিত, এবং চিত্তবিক্ষোভের সমূহ কারণ উপস্থিত হইলেও তিনি ধৈর্য্য হারাইয়া কটু ও অভদ্র বাক্যের বিনিময়ে কটু ও অভদ্র বাক্য ব্যবহার করিতেন না। বস্তুতঃ তিনি ভব্যতা ও শিষ্টাচারের আদর্শ ছিলেন। প্লেটোর গ্রন্থগুলিতে ইহার অগণন দৃষ্টান্ত বিদ্যমান। আমরা জেনফোন-রচিত "পানপর্ব্ব" হইতে একটী ঘটনা বিবৃত করিতেছি।

একদিন কাল্লিয়াস নামক এক ধনবান্ ও বিলাসী আথীনীয়ের গৃহে একটা ভোজ ছিল ; তাহাতে সোক্রাটীস, আন্টিস্থেনীস প্রভৃতি আট জন ভদ্রলোক নিমন্ত্রিত হইয়া উপস্থিত ছিলেন ; বিনা নিমন্ত্রণে আসিয়াছিল, ফিলিপ্পস নামক এক ভাঁড় ; আর সীরাকুসবাসী এক ব্যক্তি আমোদ প্রমোদের জন্য আহূত হইয়াছিল ; তাহার সঙ্গে তিনটী বালকবালিকা ছিল ; একটী বালক ও বালিকা বাঁশী ও বীণা বাজাইত ও নৃত্য করিত ; দ্বিতীয় বালিকাটী নানারূপ ক্রীড়া দেখাইত। পানভোজনের পরে

কিছুক্ষণ ইহাদিগের বাজনা শুনিয়া ও ক্রীড়া দেখিয়া সোক্রাটীস বন্ধুদিগকে বলিলেন, "আমরা মনের স্ফূর্ত্তির জন্য এই বালকবালিকাদিগের উপরে নির্ভর করিয়া থাকি কেন? এস আমরা সদালাপ করি—তাহাতে প্রচুর আমোদ পাইব।" তখন নানাবিষয়ে জ্ঞানগর্ভ আলোচনা আরম্ভ হইল। ঐ লোকটী যখন দেখিল, যে নিমন্ত্রিত ব্যক্তিরা তাহার ক্রীড়া প্রদর্শনের বিষয় ভুলিয়া গিয়াছেন, এবং সকলেই কথাবার্ত্তায় মত্ত হইয়া রহিয়াছেন, তখন সে সোক্রাটীসের উপরে রুষ্ট হইয়া বলিল, "সোক্রাটীস, তোমাকেই না লোকে ভাবুক বলে?" সোক্রাটীস উত্তর করিলেন, "ভাবনায় অক্ষম বিবেচনা না করিয়া লোকে যে আমাকে ভাবুক বলে, সেটা অনেক ভাল।"

"তা তো বটেই—কিন্তু লোকে যে বলে, তুমি মহোচ্চভাবের ভাবুক।"

সোক্রাটীস জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কি দেবতাদিগের অপেক্ষাও মহোচ্চ কিছু অবগত আছ?" সে ব্যক্তি বলিল, "কিন্তু লোকে যে সত্য সত্যই বলে, তুমি ওসব বিষয় ভাব না; তুমি এমন বিষয়ের ভাবনায় ডুবিয়া থাক, যাহা আমাদিগের বৈষয়িক ব্যাপারের অনেক উর্দ্ধে।"

সোক্রাটীস কহিলেন, "তাহা হইলেও আমি দেবতাদিগেরই ধ্যান করি; কারণ তাঁহারা উর্দ্ধলোকে বাস করেন, উর্দ্ধলোক হইতে আমা-দিগের মস্তকে আশীর্ব্বাদ বর্ষণ করেন, উর্দ্ধলোক হইতে আলোক বিতরণ করেন। অনুপ্রাসটা যদি কোনও কাজের না হয়, সে তোমারই দোষ, কেন না, তুমি প্রশ্ন করিয়া জ্বালাতন করিতেছ।"

সীরাকুস-বাসী লোকটী বলিল, "আচ্ছা, ও কথা থাক্। বল দেখি, তোমার ও আমার মধ্যে যে ব্যবধান আছে, একটা পতঙ্গ কয়বার লাফ দিয়া তাহা অতিক্রম করিতে পারে? শুনিতে পাই, যে তোমার এই রকম দূরত্ব মাপিবার অভ্যাস আছে।"

আন্টিস্থেনীস তাহার কথায় বাধা দিয়া বলিলেন, "ফিলিপ্পস, তুমি তো উপমা দিতে পটু; তোমার কি মনে হয় না যে, যে-ব্যক্তি অপমান করিতে চায়, এ লোকটা ঠিক্ তাহারই মত?"

ফিলিপ্পস উত্তর দিল, "নিশ্চয়ই; তা' ছাড়া, আরও অনেক লোকের সহিত উহার উপমা চলে।"

সোক্রাটীস বলিলেন, "তা' হউক, তুমি কাহারও সহিত উহার উপমা দিও না; যদি দেও, তবে মনে হইবে, যে তুমিও সেই ব্যক্তির মত, যে অপমান করিতে উদ্যত।"

"কিন্তু আমি যদি ওকে ভাল ও মহৎ বস্তুর সহিত তুলনা করি, তবে তো লোকে ন্যায্যরূপেই ভাবিতে পারে, যে আমি উহাকে প্রশংসাই করিতেছি, অপমান করিতেছি না।"

সোক্রাটীস বলিলেন, "না; যদি তুমি বল, যে উহার সবই ভাল, তাহা হইলেও মনে হইবে, তুমি উহাকে অপমান করিতে চাহিতেছ।"

"তবে কি তোমার ইচ্ছা, যে আমি উহাকে নিকৃষ্ট পদার্থের সহিত তুলনা করি?"

"না, নিকৃষ্ট পদার্থের সহিতও তুলনা করিও না।"

"তবে কিছুর সহিতই উহার উপমা দিব না?"

"কোন বস্তুর সহিতই উহার উপমা দিও না।"

"আমি যদি নীরব থাকি, তবে এই উৎসবক্ষেত্রে আমার কাজ আমি কি করিয়া করিব?"

সোক্রাটীস উত্তর করিলেন, "অনায়াসে; যাহা বলা অকর্ত্তব্য, তাহা না বলিয়া যদি চুপ করিয়া থাক, তবেই পারিবে।" (Symp., VI. 6-7)।

বুদ্ধ উপদেশ দিয়াছেন,

অক্কোধেন জিনে কোধং
অসাধুং সাধুনা জিনে।
জিনে কদরিয়ং দানেন,
সচ্চেন অলিকবাদিনং॥ ধম্মপদ। ২২৩॥

"অক্রোধ (অর্থাৎ ক্ষমা) দ্বারা ক্রোধকে জয় করিবে, সাধুতা দ্বারা অসাধুতাকে জয় করিবে, দান দ্বারা কদর্য্যকে (কৃপণ লোভীকে) জয় করিবে, সত্য দ্বারা মিথ্যাবাদীকে জয় করিবে।" একটী নয়, দুইটী নয়, ঐ প্রকার বহু ঘটনার মধ্যে সোক্রাটীস এই বাণীর সাক্ষাৎ প্রতিমূর্ত্তিরূপে প্রকাশ পাইয়াছেন। প্লুটার্ক হইতে তাঁহার প্রশান্তচিত্ততার আর

একটা দৃষ্টান্ত আহরিত হইতেছে। আরিষ্টফানীস "মেঘমালা" নাটকে তাঁহার কি জঘন্য চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন, একাদশ অধ্যায়ে আপনারা তাহার আভাস পাইবেন। তাঁহার এক বন্ধু উহার অভিনয়ে উপস্থিত ছিলেন। তিনি অভিনয়ের পরে সোক্রাটীসের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহার নিকটে নাটকের বিদ্রূপাত্মক কথাগুলি ব্যঙ্গের সুরে আবৃত্তি করিলেন; করিয়া বলিলেন, "সোক্রাটীস, তুমি কি এগুলি শুনিয়া বিরক্ত হইতেছ না?" সোক্রাটীস উত্তর করিলেন, "মোটেই নয়; কেন না, আমি যদি একটা বড় ভোজে ভাঁড়কে সহিতে পারি, তবে নাটকের অভিনয়ে ভাঁড়কে সহিতে পারিব না কেন?" (Of the Training of Children, 14)।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

জাতীয় ও সার্ব্বভৌমিক ভাব

মহাপুরুষদিগের চরিত্রে দুইটী দিক্ দেখিতে পাওয়া যায়; একটী জাতীয়, আর একটী সার্ব্বভৌমিক। সোক্রাটীস একদিকে খাঁটি গ্রীক ছিলেন, আবার তাঁহার চরিত্রের কতকগুলি লক্ষণ গ্রীক জাতির নিকটে একান্ত দুর্ব্বোধ্য বা অদ্ভুত মনে হইত। দুইটী বিষয়ে তাঁহার চরিত্রে জাতীয় জীবনের প্রভাব সুস্পষ্ট উপলক্ষিত হইতেছে। প্রথমতঃ, দেহধর্ম্ম সম্বন্ধে তাঁহার মত প্রাচ্য ও প্রতীচ্য সন্ন্যাসের আদর্শ হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্ ছিল। আমরা পূর্ব্বে এক স্থানে বলিয়াছি, যে অযথা কৃচ্ছ্রসাধন করিয়া শরীরকে নিগৃহীত করা তাঁহার সাধনের লক্ষ্য ছিল না। ভোগে তাঁহার লালসা ছিল না; কিন্তু ভোগের উপকরণ প্রাপ্ত হইলে তাহা বর্জ্জন করাও তিনি অবশ্যকর্ত্তব্য বিবেচনা করিতেন না। আহারে বিহারে তিনি সদা সংযত ছিলেন, আবার বন্ধুজনের সহিত মিলিত হইয়া কিরূপে আনন্দোৎসব সম্ভোগ করিতে হয়, তাহাও তিনি জানিতেন। মদ্য অপেয়, অদেয়, অগ্রাহ্য,—একথা গ্রীক সমাজ কোন দিন কল্পনাই করে নাই, সোক্রাটীসের মনেও এচিন্তা উদিত হয় নাই। নিরামিষ-ভোজন,

যোষিৎসঙ্গ-ত্যাগ প্রভৃতি যে ধর্ম্মসাধনের অঙ্গ, সোক্রাটীস তাহা জানিতেন না, অথবা জানিলেও মানিতেন না। তিনিও দেশের আপামরসাধারণের মত সৌন্দর্য্যপ্রিয় ছিলেন; সুদর্শন যুবকসমাগম তাঁহার বড়ই ভাল লাগিত। কিন্তু তিনি শুধু রূপ দেখিয়া কাহাকেও ভালবাসিতেন না; যাহারা গুণবান্, তিনি তাহাদিগকেই সমাদর করিতেন। (Mem., IV. 1.2)। তিনি বড় বন্ধুত্বপ্রিয় ছিলেন। তিনি বলিতেছেন, "আমি বাল্যাবধি একটা বস্তুর জন্য লোলুপ। সকল লোকেরই একটা না একটা খেয়াল থাকে; কেহ ঘোড়া চায়, কেহ কুকুর চায়; কেহ ধনের জন্য লালায়িত, কেহ মানের জন্য লালায়িত। কিন্তু আমার এগুলির জন্য বিশেষ আগ্রহ নাই; আমার বন্ধুর জন্য প্রবল অনুরাগ আছে; আমি সর্ব্বোৎকৃষ্ট কুক্কুট কিংবা পারাবত অপেক্ষা উত্তম বন্ধুই অধিক চাই; না, জেয়ুসের দিব্য, ইহার চেয়েও একটু বেশী বলিতে হইতেছে—ঘোড়া বা কুকুর অপেক্ষাও অধিক চাই। হাঁ, (মিশরের) সরমার দিব্য, আমি দারয়ুসের সমস্ত ঐশ্বর্য্য, এমন কি, স্বয়ং দারয়ুসের অপেক্ষাও প্রকৃত বন্ধুকে অধিক মূল্যবান্ জ্ঞান করি—আমি বন্ধুজনকে এই প্রকারই ভালবাসি।" (Lysis, 211—12)।

এই সকল বিষয়ে তাঁহার চরিত্র জাতীয় উপাদানে গঠিত হইয়াছিল। কিন্তু তাঁহার স্বকীয় সম্পদ্ এই ছিল, যে তিনি সংসারের সর্ব্বকর্ম্মে লিপ্ত থাকিয়াও আপনার স্বাধীনতা হারাইয়া ফেলেন নাই। ইন্দ্রিয়সেব্য বিষয়সমূহকে আত্মপ্রতিষ্ঠিত থাকিয়া ভোগ করিতে হইবে, ইহাই তাঁহার সাধ্য ছিল, এবং এই সাধনে তিনি সম্যক্ কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন। এই জন্যই প্লেটো লিখিয়াছেন, "সোক্রাটীস সংসারে থাকিয়াও অসংসারী ছিলেন, এবং ইহলোকের অধিবাসী হইয়াও লোকাতীত রাজ্যে বাস করিতেন।"

তৎপরে, সোক্রাটীসের ধর্ম্মনীতি, রাষ্ট্রীয় মত ও ধর্ম্মবিজ্ঞান জাতীয় জীবনের দ্বারা অনুরঞ্জিত হইয়াছিল। কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য নির্দ্ধারণে, রাষ্ট্রধর্ম্ম পালনে, দেবদেবীর উপাসনায়, রাজদ্বারে বিচারে, কারাগারে দণ্ডগ্রহণে, বিচারপতিগণের আজ্ঞায় বিষপান করিয়া জীবন বিসর্জ্জনে—প্রত্যেক

স্থলেই তাঁহার চরিত্রে গ্রীক আদর্শ দেদীপ্যমান। দেশের আইন লঙ্ঘন করিয়া বাঁচিয়া থাকা অপেক্ষা তিনি মৃত্যুকে আলিঙ্গন করাই শ্রেয়ঃ বিবেচনা করিয়াছিলেন। তাঁহার সমাধির উপরে যদি স্বর্ণাক্ষরে কোনও বাক্য অঙ্কিত করিয়া রাখিতে হয়, তবে তাহা এই, যে "তিনি জন্মভূমির আদেশ পালন করিবার জন্য প্রাণ দিয়াছেন।" স্পার্টার রাজা লেওনিডাস(৫) স্বদেশরক্ষার জন্য রণক্ষেত্রে প্রাণদান করিয়া অমর-কীর্ত্তির অধিকারী হইয়াছেন; সোক্রাটীসও জ্ঞানবিতরণে জীবন বিসর্জ্জন করিয়া দেখাইয়া গিয়াছেন, যে তাঁহার গ্রীসে জন্মগ্রহণ ব্যর্থ হয় নাই।

কিন্তু সোক্রাটীস কতকগুলি বিষয়ে গ্রীক হইয়াও অ-গ্রীক ছিলেন। প্রথমতঃ, তাঁহার চেহারাটী গ্রীক আদর্শের একেবারে বিপরীত ছিল। এ বিষয়টী পূর্ব্বেই আলোচিত হইয়াছে, এখানে পুনরুক্তির প্রয়োজন নাই। তার পর, তাঁহার অকিঞ্চন ও অসংসারীভাব, তাঁহার বৈরাগ্য, সংযম, তিতিক্ষা ও রিক্ততা, তাঁহার ধনমানযশের প্রতি উপেক্ষা গ্রীকেরা মোটেই ধরিতে পারিত না; তাহাদিগের নিকটে এগুলি একটা প্রহেলিকা বলিয়া মনে হইত। তৃতীয়তঃ, তাঁহার ধ্যানশীলতা তৎকালে সম্পূর্ণ নূতন ছিল। স্বজাতির সহিত তাঁহার এই এক বিষম ভেদ দাঁড়াইয়া গিয়াছিল, যে তাহারা যাহা যাহা সুন্দর ও লোভনীয় জ্ঞান করিত, তিনি সেগুলিকে অবহেলা করিতেন, এবং তিনি যাহা মানবের সারধন বিবেচনা করিতেন, তাহারা তাহা বুঝিতেই পারিত না। মননের রাজ্যে প্রবেশ করিয়া তিনি যে স্বর্গীয় জীবনের আস্বাদন পাইতেন, তাঁহার সমসাময়িক-গণের পক্ষে তাহা কল্পনারও অতীত ছিল। তাঁহার আর একটী বিশেষত্বও গ্রীকদিগের নিকটে অদ্ভুত বলিয়া প্রতীয়মান হইত। তিনি তাহাদিগের ন্যায় সৌন্দর্য্যের খাতিরে সৌন্দর্য্যের পূজা করিতেন না; সমুদায়ই প্রয়োজনসিদ্ধির মাপকাঠি দিয়া বিচার করিতেন। যখন যে বিষয়েই আলোচনা আরম্ভ হউক না কেন, সোক্রাটীস অমনি সেখানে সূক্ষ্ম যুক্তিতর্ক লইয়া উপস্থিত হইতেন। তিনি কদাচিৎ নগরের বাহিরে

(৫) প্রথম খণ্ড, ৩৮৮ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

গমন করিতেন; তাহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে বলিতেন, "আমি জ্ঞানের ভিখারী; যে-সকল লোক নগরে বাস করে, তাহারাই আমার শিক্ষক; গ্রাম ও মাঠ বা তরুলতা আমাকে কিছুই শিক্ষা দেয় না।" (Phaedros, 230)। কথাটা শুনিলে বোধ হয়, যে স্বভাবের শোভা দেখিবার চক্ষুই তাঁহার ফুটে নাই। অথবা তিনি জড়ের শোভা অগ্রাহ্য করিয়া অজড়ের রূপে মোহিত হইয়াছিলেন। প্রৌঢ়বয়সে গৃহে একাকী নৃত্য করা; তিনি কেন কর্কশভাষিণী ক্রোধোন্মত্তা নারীর পাণিগ্রহণ করিয়াছেন, এ প্রশ্নের উত্তরে ঘোটকের উপমা দ্বারা বিবাহিত জীবনের সার্থকতা বুঝাইয়া দেওয়া; নিমন্ত্রণসভায় উৎসবানন্দের মধ্যেও পানভোজনের ফলাফলের প্রতি প্রখর দৃষ্টি রাখা—ইত্যাদি তাঁহার কত কাজই সৃষ্টিছাড়া ছিল। এই সমুদায় আলোচনা করিলে আপাততঃ মনে হয়, যে তাঁহাতে বুদ্ধিবৃত্তি আশ্চর্য্য বিকাশ প্রাপ্ত হইয়াছিল, কিন্তু হৃদয়ের কোমলভাব ও কল্পনাশক্তি পশ্চাতে পড়িয়াছিল, সুতরাং ইহাতে তাঁহার জীবনে কবিত্বরসের অভাব ঘটিয়াছিল। তিনি চলিত কথায় সহজভাবে সকল তত্ত্বের আলোচনা করিতেন; সর্ব্বদা মুচি, দর্জ্জি, কামার প্রভৃতির দৃষ্টান্ত উপস্থিত করিয়া বক্তব্য বিষয় বুঝাইয়া দিতেন; ভদ্রসমাজের বলিবার রীতি মানিয়া চলিতেন না—মার্জ্জিতরুচি আথীনীয়দিগের চক্ষুতে তাঁহার এই বিশেষত্বটা মোটেই ভাল লাগিত না। তাঁহাতে যে বাস্তবিকই কোমলতা ও মধুরতার অভাব ছিল, তাহা নয়। যাহারা তাঁহার সহিত ঘনিষ্ঠরূপে মিশিত, তাহারা জানিত, যে তাঁহার মধ্যে কি এক অপূর্ব্ব প্রাণোন্মাদিনী শক্তি ছিল; আল্কিবিয়াডীসের কথায় তাহা ব্যক্ত হইয়াছে; "ফাইডোনেও" পাঠকগণ তাহার সুস্পষ্ট পরিচয় পাইবেন।

পঞ্চমতঃ, সোক্রাটীসের সমাধি সে যুগে গ্রীসে একটা অভূতপূর্ব্ব ব্যাপার ছিল। তাঁহাকে সময়ে সময়ে সমাধিমগ্ন দেখিয়া গ্রীকেরা কেমন বিস্মিত হইত, পূর্ব্বে তাহা বর্ণিত হইয়াছে। কোথায় যে হঠাৎ তাঁহার বাহ্য সংজ্ঞা লুপ্ত হইবে, এবং কতক্ষণে যে তিনি আবার চৈতন্য লাভ করিবেন, তাহার কিছুই স্থিরতা ছিল না। একদিন আগাথোনের গৃহে তাঁহার আহারের নিমন্ত্রণ ছিল; তিনি নিজেই তাঁহার সহচর

আরিষ্টডীমসকে নিমন্ত্রণ করিয়া তাঁহাকে লইয়া নিমন্ত্রণ-কর্ত্তার ভবনে যাত্রা করিলেন। দুইজনে কথাবার্ত্তা বলিতে বলিতে পথে চলিয়াছেন; কিছু-কাল পরে তিনি একটু পশ্চাতে পড়িলেন; আগাথোনের বাটীতে প্রবেশ করিবার সময় আরিষ্টডীমস চাহিয়া দেখিলেন, যে সোক্রাটীস অন্তর্হিত হইয়াছেন। তিনি অগত্যা একাকী ভোজনস্থানে গমন করিলেন, এবং তাঁহার মুখে সোক্রাটীসের বৃত্তান্ত শুনিয়া গৃহস্বামী তাঁহাকে অন্বেষণ করিয়া লইয়া আসিবার জন্য একটী দাস বালককে পাঠাইয়া দিলেন। সে খানিক-ক্ষণ খুঁজিবার পরে দেখিতে পাইল, যে তিনি পার্শ্ববর্ত্তী বাটীর বারাণ্ডায় নীরব ও নিস্পন্দ হইয়া দাঁড়াইয়া আছেন। সংবাদ পাইয়া আর একটী ভৃত্য যাইয়া তাঁহাকে কত ডাকিল, কিন্তু তাঁহার কোনই সাড়া পাইল না। আগাথোন তখন বলিলেন, "আবার যাও, যতক্ষণ তাঁহার চৈতন্য না হয়, ক্রমাগত ডাকিতে থাক।" আরিষ্টডীমস বলিলেন, "থাক্, তাঁহাকে বিরক্ত করিয়া কাজ নাই; তিনি এক এক সময়ে এই রকম আত্মহারা হইয়া যান—তখন তাঁহার স্থানাস্থানের বিচার থাকে না। তিনি নিজেই আসিবেন।" বাস্তবিকও তাহাই হইল; নিমন্ত্রিত ব্যক্তিগণের ভোজন যখন অর্দ্ধসমাপ্ত হইয়াছে, সোক্রাটীস তখন আসিয়া উপস্থিত হইলেন। (Symp., 174-5)। সচরাচর তাঁহার সংজ্ঞাহীনতা দীর্ঘকাল থাকিত না; কিন্তু আল্কিবিয়াডীস যে ঘটনাটীর উল্লেখ করিয়াছেন, তাহাতে দেখিতে পাই, যে তিনি একদা দিবারাত্রির অধিকাংশ কাল সমাধিমগ্ন অবস্থায় একস্থানে দণ্ডায়মান ছিলেন। এখানে একটী কথা বলিয়া রাখা আবশ্যক। প্রাচ্য যোগীদিগের সমাধি ও সোক্রাটীসের তন্ময়ভাব ঠিক এক জিনিস নহে। শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসন, ধ্যান, ধারণা, সমাধি—সাধনের এপ্রকার কোনও ক্রম তিনি মানিতেন বলিয়া বোধ হয় না। আর তিনি যে সাধনের কতকগুলি সোপান অতিক্রম করিয়া পরে সমাধিতে ডুবিয়া যাইতেন, তাহাও নহে। তিনি কোন্ ভাবনা ভাবিতে ভাবিতে হঠাৎ চৈতন্য হারাইয়া ফেলিতেন, তাহা কেহই বলিতে পারিত না, তিনি নিজেও তাহার স্থান কাল সম্বন্ধে কিছুই জানিতেন না। তবে গভীর মননের মধ্য দিয়া যে ধীরে ধীরে তাঁহার

বাহ্যজ্ঞান লুপ্ত হইয়া আসিত, ইহা এক প্রকার নিশ্চিতরূপেই বলা যাইতে পারে। আর একটী পার্থক্যও স্মরণীয়। প্রাচ্য সাধকগণ নির্জ্জন কাননে, প্রান্তরে বা গিরিগুহায় ব্রহ্মযোগে নিমগ্ন হইয়া থাকেন; ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের ন্যায় পাশ্চাত্য যোগীও একাকী প্রকৃতির সৌন্দর্য্য দেখিতে দেখিতে ধ্যানে ডুবিয়া যাইতেন। কিন্তু সোক্রাটীসের সমাধির জন্য নির্জ্জনতার প্রয়োজন ছিল না; তিনি লোকালয়ে জনকোলাহলের মধ্যে, এমন কি যুদ্ধক্ষেত্রেও বাহ্যজ্ঞান হারাইতেন।

পরিশেষে, সমাধিমগ্ন হইয়া যিনি সময়ে সময়ে ইন্দ্রিয়াতীত রাজ্যে গমন করিতেন, তিনি যে আপনাকে দৈবপ্রেরণার অধীন বলিয়া বিশ্বাস করিবেন, তাহা অতি স্বাভাবিক। এই বিশ্বাসটী তাঁহাকে গ্রীক জাতি হইতে স্বতন্ত্র করিয়া বিশ্বজনীন ধর্ম্মমণ্ডলীর সহিত ভ্রাতৃত্বসূত্রে গ্রথিত করিয়া রাখিয়াছে। তাঁহার এই ষষ্ঠ বিশেষত্বটী গ্রীকেরা শ্রদ্ধার সহিত গ্রহণ করিতে পারে নাই; কিন্তু আমাদিগের নিকটে উহার মূল্য অপরিসীম।

যে মহাপুরুষের জীবনে গ্রীক প্রতিভা জ্ঞানে ধর্ম্মে চরম পরিণতি লাভ করিয়াছিল, তাঁহার চরিত্রের কোন্ কোন্ লক্ষণ সার্ব্বভৌমিক, তাহা প্রদর্শিত হইল।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

ভগবদ্গীতার আলোকে বিচার

এখন আমরা তাঁহাকে একবার আমাদিগের ভারতীয় দৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করিব, এবং ভগবদ্গীতার ভাষায় তাঁহার চরিত্র চিত্রিত করিয়া বুঝিয়া লইব, এই পাশ্চাত্য জ্ঞানযোগী দেশকালের সীমা অতিক্রম করিয়া আমাদিগের হৃদয়ের কত নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন।

তত্র সত্ত্বং নির্ম্মলত্বাৎ প্রকাশকমনাময়ম্।
সুখসঙ্গেন বধ্নাতি জ্ঞানসঙ্গেন চানঘ ॥ ১৪।৬ ॥

সোক্রাটীস সত্ত্বগুণপ্রধান ছিলেন; এই গুণ নির্ম্মল, এজন্য ভাস্বর ও শান্ত; ইহা তাঁহাকে সুখী ও জ্ঞানী করিয়াছিল। নির্ম্মল জ্ঞান লাভ

করিয়া যাঁহার আত্মা উজ্জ্বল হইয়াছিল, শান্ত সমাহিত চিত্তে যিনি নিয়ত কল্যাণ কর্ম্মে লিপ্ত থাকিয়া অনুপম আনন্দ সম্ভোগ করিতেন, তিনি যদি সত্বস্বভাব না হইবেন, তবে ঐ গুণের উদাহরণ আমরা আর কোথায় অন্বেষণ করিব ?

প্রবৃত্তিঞ্চ নিবৃত্তিঞ্চ কার্য্যাকার্য্যে ভয়াভয়ে।
বন্ধং মোক্ষঞ্চ যা বেত্তি বুদ্ধিঃ সা পার্থ সাত্বিকী ॥ ১৮।৩০ ॥

"যদ্দারা ধর্ম্মে প্রবৃত্তি, অধর্ম্মে নিবৃত্তি; দেশকালানুসারে কার্য্য ও অকার্য্য; কার্য্যাকার্য্য নিমিত্ত অর্থ ও অনর্থ; বন্ধ ও তাহার হেতু এবং মোক্ষ ও তাহার কারণ অবগত হওয়া যায়, তাহা সাত্বিক বুদ্ধি।" সোক্রাটীসের বুদ্ধি সাত্বিক ছিল।

মনঃপ্রসাদঃ সৌম্যত্বং মৌনমাত্মবিনিগ্রহঃ।
ভাবসংশুদ্ধিরিত্যেতত্তপো মানসমুচ্যতে ॥ ১৭।১৬ ॥

তাঁহার মন স্বচ্ছ ছিল; তাঁহাতে ক্রূরতা ছিল না; তিনি মননশীল ছিলেন; তিনি বিষয়সমূহ হইতে মনকে প্রত্যাহার করিয়াছিলেন; তাঁহার ব্যবহারে মায়া ছিল না; তিনি মানসিক তপস্যায় সিদ্ধকাম হইয়াছিলেন।

অনুদ্বেগকরং বাক্যং সত্যং প্রিয়হিতঞ্চ যৎ।
স্বাধ্যায়াভ্যসনং চৈব বাঙ্ময়ং তপ উচ্যতে ॥ ১৭।১৫ ॥

তাঁহার বাক্য কোনও প্রাণীকে দুঃখ প্রদান করিত না; উহা সত্য, প্রিয় ও হিতজনক ছিল; তিনি গ্রীক জাতির বেদ ইলিয়াড্ ও অডীসী অভ্যাস করিয়াছিলেন; অতএব তাঁহার বাঙ্ময় তপস্যা সার্থক হইয়াছিল।

মুক্তসঙ্গোঽনহংবাদী ধৃত্যুৎসাহসমন্বিতঃ।
সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যোর্নির্ব্বিকারঃ কর্ত্তা সাত্বিক উচ্যতে ॥ ১৮।২৬ ॥

তিনি আসক্তিবিহীন ছিলেন; তাঁহার রসনা হইতে কদাপি গর্ব্বিত বাক্য নিঃসৃত হইত না; তাঁহার ধৈর্য্য ও উৎসাহ অপরাজেয় ছিল; তিনি কর্ম্মের সিদ্ধি ও অসিদ্ধি বিষয়ে নির্ব্বিকার ছিলেন; সুতরাং তিনি সাত্বিক কর্ত্তা বলিয়া অভিহিত হইতে পারেন।

ন দ্বেষ্ট্যকুশলং কর্ম্ম কুশলে নানুষজ্জতে।
ত্যাগী সত্বসমাবিষ্টো মেধাবী ছিন্নসংশয়ঃ ॥ ১৮।১০ ॥

সোক্রাটীস দুঃখকর কর্ম্মে দ্বেষ কিংবা সুখকর কর্ম্মে অনুরাগ প্রকাশ করিতেন না; তিনি স্থিরবুদ্ধি ছিলেন; দৈহিক সুখ দুঃখ সম্বন্ধে তাঁহার মিথ্যাজ্ঞান বিদূরিত হইয়াছিল; তিনি সাত্ত্বিক ত্যাগী ছিলেন।
কেন না,

কার্য্যমিত্যেব যৎ কর্ম্ম নিয়তং ক্রিয়তেঽর্জ্জুন।
ত্যক্ত্বা সঙ্গং ফলঞ্চৈব স ত্যাগঃ সাত্ত্বিকো মতঃ॥ ১৮।৯॥

"এই কার্য্য অবশ্য কর্ত্তব্য, এই বুদ্ধি হইতে যাহা নিয়ত অনুষ্ঠিত হয়, এবং যাহাতে আসক্তি ও ফলকামনা নাই, সেই সঙ্গফলপরিত্যাগই সাত্ত্বিক ত্যাগ।" সোক্রাটীসে এই ত্যাগের লক্ষণ পূর্ণরূপে বিদ্যমান ছিল।

সমদুঃখসুখঃ স্বস্থঃ সমলোষ্ট্রাশ্মকাঞ্চনঃ।
তুল্যপ্রিয়াপ্রিয়ো ধীরস্তুল্যনিন্দাত্মসংস্তুতিঃ॥
মানাপমানয়োস্তুল্যস্তুল্যো মিত্রারিপক্ষয়োঃ।
সর্ব্বারম্ভপরিত্যাগী গুণাতীতঃ স উচ্যতে॥ ১৪।২৪, ২৫॥

"যাঁহার সুখ ও দুঃখে সমভাব; যিনি স্বরূপে অবস্থিত ও প্রসন্ন; যাঁহার নিকটে লোষ্ট্র, প্রস্তর ও কাঞ্চন এক; যিনি প্রিয় ও অপ্রিয়কে তুল্য জ্ঞান করেন; যিনি ধীমান্ এবং স্তুতি ও নিন্দায় সমদৃষ্টি; যাঁহার মান ও অপমান, শত্রুপক্ষ ও মিত্রপক্ষ, এই প্রকার ভেদ নাই; যিনি সর্ব্বকর্ম্মপরিত্যাগী, তিনি গুণাতীত বলিয়া উক্ত হইয়া থাকেন।" সোক্রাটীস যদি ভারতীয় সাধক হইতেন, তবে গীতাকার তাঁহাকে গুণাতীত বলিয়া অভিহিত করিতেন। তিনি কর্ম্মত্যাগ করেন নাই, শুধু এই যা' পার্থক্য।

দুঃখেষ্বনুদ্বিগ্নমনাঃ সুখেষু বিগতস্পৃহঃ।
বীতরাগভয়ক্রোধঃ স্থিতধীর্মুনিরুচ্যতে॥ ২।৫৬॥

দুঃখে তাঁহার মন প্রক্ষুভিত হইত না; সুখে তাঁহার স্পৃহা ছিল না; তিনি আসক্তি, ভয় ও ক্রোধ জয় করিয়াছিলেন; অতএব, তিনি স্থিতপ্রজ্ঞ মুনি ছিলেন।

বিহায় কামান্ যঃ সর্ব্বান্ পুমাংশ্চরতি নিস্পৃহঃ।
নির্ম্মমো নিরহঙ্কারঃ স শান্তিমধিগচ্ছতি॥ ২।৭১॥

এই পুরুষ প্রাপ্তবিষয়ের কামনা ত্যাগ করিয়া ও অপ্রাপ্ত বিষয়ের প্রতি নিস্পৃহ হইয়া সংসারে বিচরণ করিতেন; তাঁহার শরীর, জীবন, পুত্রকলত্র প্রভৃতি কিছুতেই মমতা ছিল না; বিদ্যাদির অহঙ্কার কখনও তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে নাই; এজন্য ইঁহার অন্তরে চিরশান্তি বিরাজ করিত।

যদৃচ্ছালাভসন্তুষ্টো দ্বন্দ্বাতীতো বিমৎসরঃ।
সমঃ সিদ্ধাবসিদ্ধৌ চ কৃত্বাপি ন নিবধ্যতে॥ ৪।২২ ॥

সোক্রাটীস অপ্রার্থিতরূপে যাহা উপস্থিত হইত, তাহা লাভ করিয়াই সন্তুষ্ট থাকিতেন; তাঁহার শীতোষ্ণাদি সহিবার শক্তি অলৌকিক ছিল; কাহারও প্রতি তাঁহার বৈরভাব ছিল না; তিনি কৃতকার্য্যতায় হৃষ্ট ও অকৃতকার্য্যতায় বিষণ্ন হইতেন না; এই হেতু তিনি কর্ম্ম করিয়াও কর্ম্মের বন্ধনে বদ্ধ হন নাই।

ন প্রহৃষ্যেৎ প্রিয়ং প্রাপ্য নোদ্বিজেৎ প্রাপ্যচাপ্রিয়ম্।
স্থিরবুদ্ধিরসংমূঢ়ো ব্রহ্মবিদ্ব্রহ্মণি স্থিতঃ॥ ৫।২০ ॥

তিনি প্রিয় বস্তু পাইয়া হৃষ্ট ও অপ্রিয় ঘটনায় বিষণ্ন হইতেন না; তিনি স্থিরবুদ্ধি ছিলেন; তাঁহার মোহ নিবৃত্ত হইয়াছিল; আমরা কি বলিতে পারি না, তিনি ব্রহ্মবিৎ হইয়া ব্রহ্মেতেই স্থিতি করিতেন?

অদ্বেষ্টা সর্ব্বভূতানাং মৈত্রঃ করুণ এব চ। ১২।১৩ ॥

সকলের প্রতিই তাঁহার প্রেম ছিল; যে তাঁহাকে দুঃখ দিত, তাহাকেও তিনি দ্বেষ করিতেন না; যাহারা উত্তম, তাহাদিগের প্রতি তাঁহার বিদ্বেষ ছিল না; যাহারা তাঁহার সমান, তাহাদিগের সহিত তিনি মিত্রবৎ ব্যবহার করিতেন; হীনজনের প্রতি তিনি কৃপালু ছিলেন।

সন্তুষ্টঃ সততং যোগী যতাত্মা দৃঢ়নিশ্চয়ঃ॥ ১২।১৪ ॥

তিনি সতত লাভে, অলাভে প্রসন্নচিত্ত, অপ্রমত্ত, সংযতস্বভাব ও আত্মতত্ত্ববিষয়ে দৃঢ়নিশ্চয় ছিলেন।

সোক্রাটীস "হর্ষামর্ষভয়োদ্বেগৈ র্মুক্তঃ" (১২।১৫) ছিলেন। নিজের ইষ্টলাভে তাঁহার উৎসাহ ছিল না; পরের লাভ তাঁহার পক্ষে অসহনীয় বোধ হইত না; তিনি ত্রাস ও চিত্তক্ষোভের অতীত ছিলেন।

যো ন হৃষ্যতি ন দ্বেষ্টি ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি।
শুভাশুভপরিত্যাগী ভক্তিমান্ যঃ স মে প্রিয়ঃ॥ ১২।১৭॥

তিনি ইষ্ট-প্রাপ্তিতে হৃষ্ট হইতেন না; অনিষ্ট-প্রাপ্তিকে দ্বেষ করিতেন না; প্রিয়বিয়োগে তিনি শোকাকুল হইতেন না; অপ্রাপ্ত বিষয়ের জন্য তাঁহার আকাঙ্ক্ষা ছিল না; তিনি পুণ্যাপাপ ত্যাগ করেন নাই বটে, কিন্তু ভগবানের প্রতি তাঁহার অকপট ভক্তি ছিল, অতএব হৃদয়বিহারী প্রভু তাঁহাকে নিশ্চয়ই আপনার প্রিয় সন্তান বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন।

আমরা যে গীতার আলোকে সোক্রাটীসকে দেখিতে চেষ্টা করিলাম, তাহা হইতে কেহ এরূপ মনে করিবেন না, যে আমাদিগের বিবেচনায় তিনি গীতাকারের মনের মত মানুষ ছিলেন। ভগবদ্গীতা শাস্ত্রখানি চাতুর্ব্বর্ণ্যের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত; উহাতে যে আদর্শ পরিকল্পিত হইয়াছে, গ্রীক জাতির আদর্শ হইতে তাহা সম্পূর্ণ ভিন্ন। কিন্তু ধর্ম্মের সার কথা সব দেশেই এক। উপরে যে শ্লোকগুলি উদ্ধৃত হইয়াছে, সেগুলি সোক্রাটীসের জীবনে প্রয়োগ করিয়া আমরা ইহাই দেখাইতে প্রয়াস পাইয়াছি। মানুষমাত্রেই অপূর্ণ, সোক্রাটীসও পূর্ণ মানুষ ছিলেন না। তাহা হইলেও পাঠকগণ দেখিতে পাইতেছেন, যে তাঁহার চরিত্রে গীতোক্ত লক্ষণগুলি বহুলপরিমাণে বিদ্যমান ছিল। কিন্তু ভারতীয় ও গ্রীক সাধনের একটী ব্যবধান অনতিক্রমণীয়। "সর্ব্বারম্ভপরিত্যাগী", "শুভাশুভপরিত্যাগী," "সর্ব্বধর্ম্মত্যাগী," প্রভৃতি বিশেষণ কোন গ্রীক তত্ত্বজ্ঞানীতেই আরোপ করা যায় না। আর গীতাকারও যে সর্ব্বত্র নৈষ্কর্ম্ম্য প্রচার করিয়াছেন, তাহাও নহে। তিনি সতর অধ্যায় ধরিয়া বিবিধ সাধনপন্থা নির্দ্দেশ করিয়া সর্ব্বশেষ অধ্যায়ের প্রায় শেষ ভাগে বলিতেছেন,

সর্ব্বকর্ম্মাণ্যপি সদা কুর্ব্বাণো মদ্ব্যপাশ্রয়ঃ।
মৎপ্রসাদাদবাপ্নোতি শাশ্বতং পদমব্যয়ম্॥ ১৮।৫৬॥

"সত্ত্বসিদ্ধ ব্যক্তি ভগবান্‌কে আশ্রয় করিয়া নিত্যনৈমিত্তিক সমস্ত কর্ম্ম সম্পাদন করেন, এবং তাঁহার প্রসাদে শাশ্বত অব্যয় পদ প্রাপ্ত হন।"

অষ্টম পরিচ্ছেদ

সোক্রাটীস জীবন্মুক্ত

তার পর, যোগবাসিষ্ঠের মতে জনকাদি জীবন্মুক্ত মহাপুরুষেরা কর্ম্মত্যাগ করেন নাই। ঐ গ্রন্থের নির্ব্বাণপ্রকরণের পূর্ব্বভাগের দ্বাদশ সর্গে জীবন্মুক্তের বর্ণনা আছে। আমরা উহা হইতে কয়েকটী শ্লোক উদ্ধৃত করিতেছি।

ইতি নিশ্চয়বন্তস্তে মহান্তো বিগতৈনসঃ।
সত্যাঃ সত্যে পদে শান্তে সমে সুখমবস্থিতাঃ ॥১॥
ইতি পূর্ণধিয়োঃ ধীরাঃ সমনীরাগচেতসঃ।
ন নিন্দন্তি ন নন্দন্তি জীবিতং মরণং তথা ॥২॥
চক্রুর্বিজিতশক্রূনি চামরচ্ছত্রবন্তি চ।
বিচিত্রার্থানি রাজ্যানি চিত্রাচারময়ানি চ ॥৬॥
সচরাচরভূতেষু বিশ্রান্তাখিলজন্তুষু।
যজ্ঞক্রিয়াকলাপেষু গার্হস্থ্যেষু যথাক্রমম্ ॥১০॥
তেরুর্হতগজেন্দ্রাসু ভ্রান্তভূরিশিবাসু চ।
ভেরীভাংকারভীমাসু সংগ্রামার্ণববীথিষু ॥১১॥
তস্থুঃ পরুষচিত্তাসু হৃতবিত্তোদ্ধতাসু চ।
সংরম্ভক্ষোভরৌদ্রীষু সর্ব্বাসু দ্বন্দ্বরীতিষু ॥১২॥

"জনকপ্রমুখ বীতপাপ মহাত্মা জীবন্মুক্তগণ এই প্রকার নিশ্চয় করিয়াই সর্ব্বত্র সম, শান্ত, সত্য-পদেই পরম সুখে অবস্থান করেন। 'ত্বং' পদার্থ শোধিত হওয়ায় তাঁহাদের বুদ্ধি পরিপূর্ণ; তাই সেই ধীরগণ অন্তরে বাহিরে সর্ব্বত্র সমদর্শী ও নীরাগ-চিত্ত। তাঁহারা জীবন বা মরণ ঐ উভয়ের কোন কিছুরই নিন্দা বা প্রশংসা করেন না। * * তাঁহাদের মধ্যে

অনেকে শত্রু সংহার করিয়া ছত্রচামরাদি প্রশস্ত রাজ-লক্ষণ সকল ধারণ-পূর্ব্বক নিষ্কণ্টকে রাজত্ব করিতেন। * * এমন অনেক সময় আসিত, যখন তাঁহারা চরাচর প্রাণিবৃন্দকে লইয়া নানাবিধ যাগযজ্ঞাদি ক্রিয়া-কলাপের অনুষ্ঠান করিতেন, এবং নিখিল প্রাণীর সুখ-সম্বিধান করিয়া যথাক্রমে গার্হস্থ্য ধর্ম্ম-পালনে নিরত হইতেন। আবার এমন সময় উপস্থিত হইত, যখন তাঁহারা ভেরী-নিনাদ করিতে করিতে সংগ্রাম-সাগরে প্রবেশ করিয়া বিপক্ষ-পক্ষের প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড মাতঙ্গ তুরঙ্গ প্রভৃতি প্রভূত সেনাদল সংহারপূর্ব্বক ভীষণাকারে বিরাজ করিতেন। তাঁহাদের সেই ভয়াবহ কৃতকর্ম্মের ফলে শিবাদল অকুতোভয়ে রণক্ষেত্রে বিচরণ করিত। কখন বা তাঁহারা নানা জাতীয় কঠোরকর্ম্মা শত্রুদিগের সম্মুখে ক্রোধে, ক্ষোভে ও ভীষণ বিপৎপাতে বিব্রত হইয়া পুনরপি তাহা হইতে সমুত্তীর্ণ হইতেন।" (৺চন্দ্রনাথ বসুর অনুবাদ)।

এই উক্তিগুলি অভিনিবেশ-সহকারে পাঠ করিলে প্রতীতি হইবে, যে ভারতবর্ষেও সকল জ্ঞানী সংসার ও ধর্ম্মের নিত্যবিরোধ স্বীকার করেন নাই। যোগবাসিষ্ঠকারের মতে জনকাদি মহাত্মা রাজ্যপালন প্রভৃতি কঠিনতম কর্ম্মে লিপ্ত থাকিয়াও জীবন্মুক্ত হইতে পারিয়াছিলেন। তাঁহার সময়ে স্বদেশরক্ষার জন্য যুদ্ধ করাও অধর্ম্ম বলিয়া বিবেচিত হইত না। শুধু তাহাই বা বলি কেন? তিনি বলিতেছেন, যে জীবন্মুক্তগণ সম্ভোগের বিষয়গুলিও বর্জ্জন করিতেন না। "কখন তাঁহারা কুসুমদোলায় চড়িয়া দোল খাইতেন, কখন বিচিত্র বনভূমিতলে ভ্রমণ করিতেন।" "তাঁহারা কান্তাজনের কমনীয় হাস্য-লসিত বিবিধ মধুর সুখ সম্ভোগে লিপ্ত থাকিয়া স্বচ্ছন্দে আহার বিহার করিতেন; কখন বা মনোজ্ঞ নন্দনকাননে প্রবেশ করিয়া অপ্সরাদিগের মধুরতব গীতরব শ্রবণ করিতেন।" অনাসক্ত ও নির্লিপ্ত ভাবে সংসারের সকল কর্ম্ম যথারীতি সম্পন্ন করিয়াও মুক্তির অধিকারী হওয়া যায়, একদিন এদেশে এই সুসমাচার প্রচারিত হইয়াছিল। জনসমাজ আজও এই বার্ত্তা ভুলিতে পারে নাই; তাই এখনও রাজর্ষি জনকের নাম ঘরে ঘরে ভক্তির সহিত উচ্চারিত হইয়া থাকে। কিন্তু বিদেহ-রাজ জনক কোন্ কালে আবির্ভূত হইয়াছিলেন, কেহই বলিতে

পারে না। ঐতিহাসিক যুগে কি কোনও জীবন্মুক্ত মহাপুরুষ ভারতবর্ষে জন্মগ্রহণ করেন নাই? নিশ্চয়ই করিয়াছিলেন; কিন্তু আমাদিগের দুর্ভাগ্যবশতঃ তাঁহাদিগের স্মৃতিপর্য্যন্ত বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। সেই প্রাতঃস্মরণীয় মহাজনগণের জীবনচরিত বর্ত্তমান থাকিলে তাঁহাদিগের সহিত আমরা সোক্রাটীসের তুলনা করিতে পারিতাম। আমরা যদিচ সে সুযোগে বঞ্চিত হইয়াছি, তথাপি আমরা নিঃসঙ্কোচে বলিতে পারি, ভারতে জীবন্মুক্তের যে-আদর্শ প্রকাশিত হইয়াছিল, ভারতীয় আর্য্যগণের জ্ঞাতি গ্রীক জাতির মধ্যে সোক্রাটীসের জীবনে তাহা উজ্জ্বলরূপে প্রতিফলিত হইয়াছে। সোক্রাটীসের বিশেষত্ব এইখানে। তাঁহাতে প্রাচ্য ও প্রতীচ্য সাধন মিলিত হইয়াছিল। তিনি জাতীয় আদর্শ ত্যাগ না করিয়াও বিশ্বজনীন ধর্ম্মসাধনে অনেক পরিমাণে সফলকাম হইয়াছিলেন। তিনি কর্ম্মত্যাগী সন্ন্যাসী হইলে আর গ্রীক থাকিতেন না; আবার তিনি যদি তাঁহার সমসাময়িকদিগের মত ইহসর্ব্বস্ব হইতেন, তাহা হইলে জগতের ভক্তমণ্ডলীর সহিত তাঁহার কোনও যোগ থাকিত না। তিনি যৌবনের অবসানে যে কর্ম্মভার গ্রহণ করিয়াছিলেন, সুখ-শান্তি-শ্রান্তি-ক্লান্তি ভুলিয়া জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত তাহা অপরাজিত চিত্তে বহন করিয়াছেন, অথচ তিনি আপনাকে কর্ম্মপাশে আবদ্ধ হইতে দেন নাই; যে জ্ঞানালোচনা তাঁহার প্রাণাধিক প্রিয় ছিল, সেই জ্ঞানালোচনার প্রলোভনও তাঁহাকে ন্যায়ের পথ হইতে রেখামাত্র চ্যুত করিতে পারে নাই; জীবনব্রত উদ্‌যাপিত হইবার পরে যখন তাঁহার ইহলোক হইতে মহাযাত্রার সময় উপস্থিত হইল, তখন তিনি একান্ত প্রসন্নমনে অনুচরের হস্ত হইতে বিষপাত্র গ্রহণ করিলেন; তখন তাঁহার দেহ কম্পিত হইল না, বর্ণ পরিবর্ত্তিত হইল না, বদনে বিকারের চিহ্ন দেখা গেল না। আজি প্রায় সার্দ্ধদ্বিসহস্র বৎসর পরে এই জীবন্মুক্ত মহাপুরুষের পূত চরিত্র স্মরণ করিতে করিতে আমরা শ্রদ্ধাবনত হৃদয়ে তাঁহাকে বারংবার নমস্কার করি।

দশম অধ্যায়

সোক্রাটীস ও বুদ্ধ

সোক্রাটীস গ্রীসের ও বুদ্ধ ভারতবর্ষের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পুরুষ। শুধু তাহাই নহে। কোন কোনও সুপণ্ডিত ঐতিহাসিকের মতে সোক্রাটীস প্রাচীনকালে ইয়ুরোপের অদ্বিতীয় মহাপুরুষ ছিলেন। আর আসিয়া মহাদেশে আজ পর্য্যন্ত বুদ্ধের সমতুল্য মহামনস্বী ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক দুই এক জনের অধিক আবির্ভূত হন নাই, একথা বলিলে আমরা বোধ হয় অত্যুক্তি-দোষে অভিযুক্ত হইব না। সোক্রাটীস ইয়ুরোপীয় দর্শনের আদি উৎস; বলিতে গেলে ইয়ুরোপীয় সভ্যতার ধারা গৌণতঃ তাঁহা হইতেই এক দিকে বিশিষ্ট প্রকৃতি লাভ করিয়াছে। পক্ষান্তরে, প্রাচ্য ভূখণ্ডে বুদ্ধের প্রভাব অতুলনীয় ও অপরিসীম; আজিও কোটি কোটি নরনারী সাক্ষাৎ ও পরোক্ষ ভাবে স্বীয় স্বীয় জীবনে তাঁহার শিক্ষার ফল সম্ভোগ করিতেছে। আমরা আর্য্যজাতির প্রাচ্য ও প্রতীচ্য শাখার এই দুই উজ্জ্বলতম রত্নকে পরস্পরের পার্শ্বে স্থাপন করিয়া তাঁহাদিগের সৌন্দর্য্য ও মহত্ত্ব অনুধ্যান করিতে চাই। ইঁহাদিগের মধ্যে কে বড়, কে ছোট, এই অসার সমস্যার নিষ্ফল বিচারে প্রবৃত্ত হইয়া আমরা সময়ের অপব্যবহার করিব না; আমরা শুধু দেখিব, সুগভীর বৈসাদৃশ্য সত্ত্বেও, সত্যানুরাগে ও সত্যানুসন্ধানে, বিচারপ্রণালী ও ধর্ম্মপ্রচারে, এবং পরার্থপরতা ও চরিত্রমাধুর্য্যে গ্রীক ও ভারতীয় এই দুই মহাজনের মধ্যে কি আশ্চর্য্য ঐক্য রহিয়াছে।

প্রথম পরিচ্ছেদ

বৈসাদৃশ্য

(১) বাহ্য বৈসাদৃশ্য।

প্রথমে বৈসাদৃশ্যের কথাই বলা যাক্। দুই বিষয়ে সোক্রাটীস ও বুদ্ধের পার্থক্য অপরিমেয়; একটী বাহ্য; অপরটী নিগূঢ়, অন্তরতম, আধ্যাত্মিক।

প্রথমটীর সম্বন্ধে অধিক বলিতে হইবে না। সোক্রাটীস কদাকার পুরুষ ছিলেন; বুদ্ধে বত্রিশটী মহাপুরুষের লক্ষণ বর্ত্তমান ছিল। (মহাপদান সুত্তন্ত। ৩২।) (১) বৌদ্ধ সাহিত্যের বর্ণনায় কল্পনার মিশ্রণ থাকিতে পারে; কিন্তু বুদ্ধ যে সুপুরুষ ছিলেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। বহিরাকার বিষয়ে সোক্রাটীস ও বুদ্ধের একান্ত বিভেদ কেহই অস্বীকার করিতে পারিবেন না।

(২) আধ্যাত্মিক বৈসাদৃশ্য।

কিন্তু ঈশ্বর, মানব ও জগৎ সম্বন্ধে এই দুই মহাপুরুষের মতের পার্থক্য একেবারে অতলস্পর্শ। এই পার্থক্য একটু বিশদরূপে ব্যাখ্যা না করিলে উভয়ের যেখানে অন্তর্দৃষ্টির ঐক্য আছে, তাহা পরিস্ফুট হইয়া উঠিবে না। এ জন্য আমরা প্রথমে বৌদ্ধ ধর্ম্মের মূল তত্ত্ব বিবৃত করিতে প্রয়াস পাইব।

সোক্রাটীস দেবোপাসক, ঈশ্বরে ভক্তিমান্, আত্মার অমরত্বে বিশ্বাসী ছিলেন। বুদ্ধ আত্মার অস্তিত্ব অস্বীকার করিয়াছেন, এবং আপনার সাধনপ্রণালীতে কোনও অতীন্দ্রিয় সত্তার স্থান রাখেন নাই। তৎপরে, জগৎ সম্বন্ধে ইঁহাদিগের দৃষ্টিতে আকাশ পাতাল প্রভেদ। আমরা প্রথম খণ্ডে বলিয়াছি, যে দুঃখবাদ গ্রীসে সুপরিচিত হইলেও গ্রীকেরা দুঃখের কথা অধিক করিয়া ভাবিত না (৩২২ পৃষ্ঠা); "তাহারা যেমন মানব-জীবনের অনিত্যতা, নশ্বরতা ও দশা-বিপর্য্যয় দেখিয়া খেদ করিয়াছে, তেমনি মানুষের অজেয় বল ও উদ্ভাবিনী বুদ্ধির গৌরব দেখিয়াও বিমুগ্ধ হইয়াছে।" (৩২৬ পৃষ্ঠা)। গ্রীক জাতির আদর্শ পুরুষ সোক্রাটীস

(১) বুদ্ধ (১) সুপ্রতিষ্ঠিত-পাদ, (২) হস্তপদতলে চক্রযুক্ত, (৩) আয়ত-পার্ষ্ণি (পায়ের গোড়ালি দীর্ঘ), (৪) দীর্ঘাঙ্গুলি, (৫) মৃদু-তরুণ-হস্ত-পাদ, (৬) জাল-হস্ত-পাদ, (৭) উৎ-শঙ্খ-পাদ (পদদ্বয় শঙ্খের ন্যায় গোলাকার), (৮) মৃগ-জঙ্ঘ, (৯) ইনি দণ্ডায়মান থাকিয়া ও অবনত না হইয়া উভয় হস্ত দ্বারা জানু স্পর্শ ও মর্দ্দন করিতে পারেন, (১০) ইনি সুবর্ণবর্ণ, কাঞ্চনসন্নিভত্বক্, (১১) ইঁহার পূর্ব্বকায় সিংহের ন্যায়, (১২) ইনি সিংহহনু, (১৩) চল্লিশ দন্ত, (১৪) নীলনেত্র, (১৫) উষ্ণীষ-শীর্ষ, ইত্যাদি।

দুঃখনিবৃত্তিকেই মানবজীবনের একমাত্র সাধ্যবস্তু বলিয়া নির্দ্দেশ করেন নাই। তিনি যে-ধর্ম্ম মানিতেন, যে-ধর্ম্ম পালন করিতেন, যে-ধর্ম্ম শিক্ষা দিতেন, আত্মার চরম পরিণতি ও ঐহিক জীবনের পূর্ণ সাফল্যই তাহার প্রধান লক্ষ্য ছিল। আমরা এক্ষণেই দেখিতে পাইব, যে দুঃখবাদ বৌদ্ধ ধর্ম্মের অস্থি, মজ্জা, প্রাণ।

বৈসাদৃশ্য প্রসঙ্গে আর একটী কথা বলা আবশ্যক। বুদ্ধের একটী সুচিন্তিত, পরিণত, সর্ব্বাবয়বসম্পন্ন, পূর্ণাভিব্যক্ত জীবন-তত্ত্ব বা ধর্ম্ম ছিল। সোক্রাটীস হইতে দর্শনের নানা শাখা নিঃসৃত হইয়াছে বটে, কিন্তু তিনি স্বয়ং কোনও দর্শন প্রবর্ত্তিত করেন নাই, এবং জীবনের সকল বিভাগে ও সকল সমস্যায় সুগম পথও দেখাইয়া দেন নাই। বৌদ্ধ সাহিত্যে বুদ্ধ সর্ব্বজ্ঞ বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছেন। সোক্রাটীস পূর্ণ জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন না; তিনি আমরণ সরল জিজ্ঞাসু ছিলেন—ইহাই তাঁহার গৌরব।

প্রথম কণ্ডিকা

বৌদ্ধ ধর্ম্মের সারতত্ত্ব

ধর্ম্মচক্র-প্রবর্ত্তন।

বিনয়পিটকের অন্তর্গত মহাবগ্‌গে কথিত আছে, যে যখন পরিব্রাজক সারিপুত্ত (শারিপুত্র) আয়ুষ্মান্ অস্‌সজির (অশ্বজিতের) সাক্ষাৎকার লাভ করিয়া তাঁহার সহিত কথোপকথন করিতে করিতে অবগত হইলেন, যে তিনি মহাশ্রমণ ভগবান্ শাক্যপুত্রের উপদেশানুসারে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিয়াছেন, তখন সারিপুত্ত তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তাঁহার মত কি? তিনি কি শিক্ষা দেন, কি প্রচার করেন।" অস্‌সজি তদুত্তরে পরিব্রাজক সারিপুত্তের সকাশে নিম্নোক্ত ধর্ম্মকথা উচ্চারণ করিলেন (ধম্মপরিয়ায়ং অভাসি)—

যে ধম্মা হেতুপ্পভবা তেসং হেতুং তথাগতো আহ।
তেসঞ্‌চ যো নিরোধো এবংবাদী মহাসমণোহ ‍তি॥

মহাবগ্‌গ। ১।২৩।৪—৫।

"যে-সকল ধর্ম্ম (অর্থাৎ জড় ও অজড়) পদার্থ হেতু হইতে উৎপন্ন হয়, তথাগত তাহাদিগের হেতু বিবৃত করিয়াছেন; অপিচ তিনি তাহাদিগের নিরোধ বা বিলোপও ব্যাখ্যা করিয়াছেন। ইহাই মহাশ্রমণের বাদ বা মত।"

বুদ্ধ যে বারটী নিদান নির্দ্দেশ করেন, এই সুপ্রসিদ্ধ বচনে সংক্ষেপে ইঙ্গিতক্রমে তাহাই ব্যক্ত হইয়াছে; অস্সজি স্পষ্টই বলিতেছেন, এইটীই তথাগতের বিশিষ্ট কার্য্য। মহাবগ্গের প্রারম্ভেই নিদানগুলির উল্লেখ দৃষ্ট হয়। উহাতে লিখিত আছে—

অথ খো ভগবা রত্তিয়া পঠমং যামং পটিচ্চসমুপ্পাদং অনুলোমপটিলোমং মনস্ আকাসি—অবিজ্জাপচ্চয়া সংখারা, সংখারপচ্চয়া বিঞ্ঞাণং, বিঞ্ঞাণপচ্চয়া নামরূপং, নামরূপপচ্চয়া সড়ায়তনং, সড়ায়তনপচ্চয়া ফস্সো, ফস্সপচ্চয়া বেদনা, বেদনাপচ্চয়া তণ্হা, তণ্হাপচ্চয়া উপাদানং, উপাদান-পচ্চয়া ভবো, ভবপচ্চয়া জাতি, জাতিপচ্চয়া জরামরণং সোকপরিদেবদুক্খ-দোমনস্সুপায়াসা সম্ভবন্তি। এবম্ এতস্স, কেবলস্স দুক্খক্খন্ধস্স সমুদয়ো হোতি। মহাবগ্গ ১।১।২।

(সেই সময়ে, সম্বুদ্ধ হইবার পরেই, ভগবান্ বুদ্ধ উরুবেলায়, নেরঞ্জরানদীতীরে, বোধিদ্রুমমূলে, একাসনে সপ্তাহকাল বিমুক্তি-সুখসম্ভোগে যাপন করিলেন।) "তৎপরে ভগবান্ রাত্রির প্রথম যামে অনুলোম-প্রতিলোমক্রমে (in direct and in reverse order) পটিচ্চসমুপ্পাদের (প্রতীত্যসমুৎপাদের) অর্থাৎ কার্য্যকারণ-শৃঙ্খলের প্রতি মনোনিবেশ করিলেন। অবিদ্যা হইতে সংস্কার সকল উৎপন্ন হয়; সংস্কার হইতে বিজ্ঞান, বিজ্ঞান হইতে নামরূপ, নামরূপ হইতে ষড়ায়তন ষড়ায়তন হইতে স্পর্শ, স্পর্শ হইতে বেদনা, বেদনা হইতে তৃষ্ণা, তৃষ্ণা হইতে উপাদান, উপাদান হইতে ভব, ভব হইতে জন্ম, জন্ম হইতে জরা মরণ শোক পরিতাপ দুঃখদৌর্মনস্য নিরাশা প্রভৃত হইয়া থাকে। নিখিল দুঃখরাশির উৎপত্তি এই রূপেই হয়।" (২) পুনশ্চ অবিদ্যার বিলোপ হইতে সংস্কারের, সংস্কারের

(২) বুদ্ধের মতানুসারে অবিদ্যা বা অজ্ঞানতা দুঃখের আদি কারণ। অবিদ্যার অর্থ দুঃখ, দুঃখ-সমুদয়, দুঃখ-নিরোধ ও দুঃখ-নিরোধগামী পথ, এই চতুর্বিষয়ে অজ্ঞানতা।

বিলোপ হইতে বিজ্ঞানের, এবং এই ক্রমানুসারে জরামরণ, শোক দুঃখাদির বিলোপ ঘটে।

দুঃখের নিদান অবধারণ করিবার পরে ভগবান্ বুদ্ধ মুচলিন্দ বৃক্ষতলে একটী উদান উচ্চারণ করিয়া স্বীয় ধর্ম্মের বৈশিষ্ট্য জ্ঞাপন করিলেন—

সুখো বিবেকো তুট্‌ঠস্স সুতধম্মস্স পস্সতো,
অব্যাপজ্জং সুখং লোকে পাণভূতেসু সংযমো।
সুখা বিরাগতা লোকে কামানং সমতিক্কমো,
অস্মিমানস্স যো বিনয়ো এতং বে পরমং সুখন্ তি ॥

মহাবগ্গ। ১।৩।৪ ॥

(সংযুত্ত নিকায়, ৪র্থ খণ্ড, ২৫৬ পৃষ্ঠা)। কিন্তু অবিদ্যা মানুষের জন্মের পূর্ব্ব হইতেই বিদ্যমান; তবে এই অবিদ্যা কাহার? উহা কি স্বতন্ত্র ও স্বাধীন? উহা কি রূপে কোন্ আধারে ক্রিয়া করে? বৌদ্ধ সাহিত্যে এই সকল প্রশ্নের সদুত্তর পাওয়া যায় না।

সংস্কার ত্রিবিধ—কায়সংস্কার, বাচীসংস্কার ও চিত্তসংস্কার, অর্থাৎ দেহ, বাক্য ও চিত্তের কার্য্য বা ফল। মতান্তরে ষড়্‌বিধ, অভিধম্মপিটকে ৫২ প্রকার। মনুষ্য, ইতর প্রাণী, জড় পদার্থ—প্রত্যেকেই সংস্কারসমষ্টি বা বিমিশ্র বস্তু।

বিজ্ঞান—সংজ্ঞা, চেতনা (consciousness)।

নামরূপ—দর্শনে নিত্য ব্যবহৃত। বৌদ্ধমতে যাহা স্থূল ও জড়ীয়, তাহা রূপ, এবং যাহা সূক্ষ্ম ও মানসিক, তাহা নাম। মিলিন্দপ্রশ্ন। ২।২।৮॥ (সংযুত্ত নিকায়, ২য় খণ্ড, ৩ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)।

ষড়ায়তন—চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক্ বা দেহ এবং মন।

স্পর্শ—বিষয়ের সহিত সংস্পর্শ (contact)।

বেদনা—অনুভূতি (sensation); সুখদুঃখবোধ।

তৃষ্ণা—বাসনা, কামনা।

উপাদান—আসক্তি, সঙ্গ (attachment)। উপাদান চারি প্রকার—কাম-উপাদান (ভোগাসক্তি), দৃষ্টি-উপাদান (দার্শনিক জল্পনার আসক্তি), শীলব্রত-উপাদান (ব্রতানুষ্ঠানে আসক্তি), আত্মবাদ-উপাদান (আত্মবাদে আসক্তি)। মহানিদান সুত্তন্ত। ৬॥

ভব—সত্তা, উৎপত্তি (existence, becoming)। অথবা, পুনর্ভব-জনকম্ কর্ম্ম (চন্দ্রকীর্ত্তি)

"যিনি তুষ্ট, যিনি ধর্ম্ম অবগত হইয়াছেন, ধর্ম্ম দর্শন করিয়াছেন, তাঁহার নির্জ্জনবাস সুখময়। ইহলোকে বিদ্বেষ হইতে বিমুক্তি, এবং সকল প্রাণী বিষয়ে সংযম সুখময়। ইহলোকে অনাসক্তি ও কামনার অতিক্রম (বা জয়) সুখময়। 'আমি আছি,' এই বোধজনিত অহঙ্কারের যে অপসারণ, ইহাই পরম সুখ।"

এই উদানে রাগ, দ্বেষ, মোহ, নিন্দিত, এবং সন্তোষ ও নির্জ্জনবাস প্রশংসিত হইয়াছে। বুদ্ধমতে আমিত্বজ্ঞান মোহপ্রসূত।

ইহার কয়েকদিন পরে ভগবান্ বুদ্ধ ধর্ম্মপ্রচারে বহির্গত হইয়া প্রথমেই বারাণসীতে ইসিপতন নামক মৃগদাবে স্বীয় পূর্ব্বসহচর পঞ্চবর্গীয় ভিক্ষু-[কোণ্ডঞ্ঞ (কৌণ্ডিণ্য), বপ্প (বপ্র), ভদ্দিয় (ভদ্রীয়), মহানাম ও অস্সজি] সমীপে উপনীত হইলেন। ইঁহাদিগকে সম্বোধন করিয়া তিনি আপনার ধর্ম্মের নিগূঢ় তত্ত্বমালা বিবৃত করেন। আমরা তাঁহার বাক্যগুলি মহাবগ্গ হইতে অবিকল উদ্ধৃত করিতেছি।

অথ খো ভগবা পঞ্চবগ্গিয়ে ভিক্‌খূ আমন্তেসি—দ্বে 'মে ভিক্খবে অন্তা পব্বজিতেন ন সেবিতব্বা। কতমে দ্বে। যো চায়ং কামেসু কামসুখ-ল্লিকানুযোগো হীনো গম্মো পোথুজ্জনিকো অনরিয়ো অনত্থসংহিতো, যো চায়ং অত্তকিলমথানুযোগো দুক্খো অনরিয়ো অনত্থসংহিতো, এতে খো ভিক্খবে উভো অন্তে অনুপগম্ম মজ্ঝিমা পটিপদা তথাগতেন অভিসম্বুদ্ধা চক্খুকরণী ঞাণকরণী উপসমায় অভিঞ্ঞায় সম্বোধায় নিব্বানায় সংবত্ততি ॥১৭॥ কতমা চ সা ভিক্খবে মজ্ঝিমা পটিপদা তথাগতেন অভি-সম্বুদ্ধা চক্খুকরণী ঞাণকরণী উপসমায় অভিঞ্ঞায় সম্বোধায় নিব্বানায় সংবত্ততি। অয়ম্ এব অরিয়ো অট্ঠঙ্গিকো মগ্গো, সেয্যথ' ঈদং—সম্মা-দিট্ঠি সম্মাসংকপ্পো সম্মাবাচা সম্মাকম্মন্তো সম্মাআজীবো সম্মাবায়ামো সম্মাসতি সম্মাসমাধি। অয়ং খো সা ভিক্খবে মজ্ঝিমা পটিপদা......... সংবত্ততি ॥ ১৮ ॥ ইদং খো পন ভিক্খবে দুক্খং অরিয়সচ্চং, জাতি পি দুক্খা, জরা পি দুক্খা, ব্যাধি পি দুক্খা, মরণং পি দুক্খং, অপ্পিয়েহি সম্পযোগো দুক্খো, পিয়েহি বিপ্পযোগো দুক্খো, যম্ প' ইচ্ছং ন লভতি তম্ পি দুক্খং, সংখিত্তেন পঞ্চ' উপাদানক্খন্ধাপি দুক্খা ॥১৯॥ ইদং খো পন

ভিক্খবে দুক্খসমুদয়ং অরিয়সচ্চং, যায়ং তণ্হা পোনোব্ভবিকা নন্দিরাগ-সহগতা তত্রতত্রাভিনন্দিনী, সেয্যথ' ঈদং—কামতণ্হা ভবতণ্হা বিভবতণ্হা ॥২০॥ ইদং খো পন ভিক্খবে দুক্খনিরোধং অরিয়সচ্চম্, যো তস্সা যেব তণ্হায় অসেসবিরাগনিরোধো চাগো পটিনিস্সগ্গো মুত্তি অনালয়ো ॥২১॥ ইদম্ খো পন ভিক্খবে দুক্খনিরোধগামিনী পটিপদা অরিয়সচ্চং, অয়ম্ এব অরিয়ো অট্ঠঙ্গিকো মগ্গো, সেয্যথ' ঈদং—সম্মাদিট্ঠি......সম্মাসমাধি ॥২২॥ মহাবগ্গ। ১।৬।১৭—২২॥

"তখন ভগবান্ পঞ্চবর্গীয় ভিক্ষুদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, 'হে ভিক্ষুগণ,প্রব্রজিতের পক্ষে দুইটী অন্ত (extremes) বর্জ্জনীয়। এই দুইটী অন্ত কি? একটী কামনায়, কামসুখোপভোগে নিমজ্জিত জীবন; ইহা হীন, জঘন্য, রথ্যাপুরুষোচিত, দুঃখময়, অনার্য্য (নিকৃষ্ট) ও নিরর্থক। অপরটী, কৃচ্ছ্রসাধননিরত কঠোর ক্লেশময় জীবন; ইহা দুঃখময়, নিকৃষ্ট ও নিরর্থক। হে ভিক্ষুগণ, তথাগত এই উভয় অন্ত বর্জ্জন করিয়া একটী মধ্যপথ অবগত হইয়াছেন; ইহা চক্ষু দান করে ও জ্ঞান দান করে, এবং ইহা উপশম (শান্তি) অভিজ্ঞা, সম্বোধি ও নির্ব্বাণ লাভের সোপান। (১৭)। হে ভিক্ষুগণ, সেই মধ্যপথ কি, যাহা তথাগত অবগত হইয়াছেন, এবং যাহা চক্ষু দান করে ও জ্ঞান দান করে, এবং যাহা উপশম, অভিজ্ঞা, সম্বোধি ও নির্ব্বাণ লাভের সোপান? ইহা আর্য্য আষ্টাঙ্গিক মার্গ, তাহা এই—সম্যক্ দৃষ্টি, সম্যক্ সংকল্প, সম্যক্ বাক্য. সম্যক্ কর্ম্মান্ত, সম্যক্ আজীব, সম্যক্ ব্যায়াম, সম্যক্ স্মৃতি, সম্যক্ সমাধি। ইহাই সেই মধ্যপথ, যাহা তথাগত অবগত হইয়াছেন, এবং যাহা চক্ষু দান করে ও জ্ঞান দান করে, ও যাহা উপশম, অভিজ্ঞা, সম্বোধি ও নির্ব্বাণ লাভের সোপান। (১৮)। পুনশ্চ, হে ভিক্ষুগণ, ইহাই দুঃখ (বিষয়ক) আর্য্য সত্য—জন্ম দুঃখ, জরা দুঃখ, ব্যাধি দুঃখ, মরণ দুঃখ, অপ্রিয়ের সহিত সংযোগ দুঃখ, প্রিয় হইতে বিয়োগ দুঃখ, যাহা কেহ (পাইতে) ইচ্ছা করে, তাহা লাভ না করা দুঃখ, সংক্ষেপে পঞ্চ উপাদানস্কন্ধ (অর্থাৎ রূপ, বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার ও বিজ্ঞান—সত্তার এই পঞ্চ উপাদানের প্রতি আসক্তি) দুঃখ। (১৯)। পুনশ্চ, হে ভিক্ষুগণ, ইহাই দুঃখসমুদয় (বা দুঃখের কারণ)

(বিষয়ক) আর্য্য সত্য—তাহা এই তৃষ্ণা ; উহা পুনর্জ্জন্ম সৃষ্টি করে ; কাম ও সুখাসক্তি উহার সহচর ; উহা একবার এখানে একবার সেখানে সুখ খুঁজিয়া বেড়ায় ; এই তৃষ্ণা (ত্রিবিধ), যথা, কামতৃষ্ণা, ভবতৃষ্ণা ও বিভবতৃষ্ণা (অর্থাৎ সুখসম্ভোগের তৃষ্ণা, বাঁচিয়া থাকিবার তৃষ্ণা ও বৈভব বা সাংসারিক শ্রীবৃদ্ধির তৃষ্ণা)। (২০)। পুনশ্চ, হে ভিক্ষুগণ, ইহাই দুঃখ-নিরোধ (অর্থাৎ দুঃখের বিলোপ) (বিষয়ক) আর্য্য সত্য—এই তৃষ্ণার নিঃশেষে বিলোপ হইলেই দুঃখের নিরোধ হয় ; সকল কামনার বিলয়, তৃষ্ণার পরিহার, তৃষ্ণা হইতে মুক্তি, তৃষ্ণার বিনাশ—ইহাই দুঃখ-নিরোধ। (২১)। পুনশ্চ, হে ভিক্ষুগণ, ইহাই দুঃখনিরোধ-গামী পথ (বিষয়ক) আর্য্য সত্য—এই আর্য্য আষ্টাঙ্গিক মার্গই সেই পথ ; যথা, সম্যক্ দৃষ্টি, সম্যক্ সংকল্প, সম্যক্ বাক্য, সম্যক্ কর্ম্মান্ত, সম্যক্ আজীব, সম্যক্ ব্যায়াম, সম্যক্ স্মৃতি, সম্যক্ সমাধি ॥'" (২২) ॥

অঙ্গুত্তরনিকায়ের অন্তর্গত ধম্মচক্কপ্পবত্তনসুত্তে বৌদ্ধ ধর্ম্মের এই মূল তত্ত্বটী পুনরায় কিঞ্চিৎ ভিন্ন আকারে কিন্তু প্রায় একই ভাষায় বিবৃত হইয়াছে। উদ্ধৃত বাক্যটী এত গুরুতর, যে উহার একটু বিশদ ব্যাখ্যা একান্ত আবশ্যক। কিন্তু তৎপূর্ব্বে মুখবন্ধস্বরূপ দুই একটী কথা বলিতে হইবে। পাঠকগণ লক্ষ্য করিয়া দেখিবেন, যে উপরে বুদ্ধ যে চারিটী আর্য্য সত্যের বর্ণনা করিয়াছেন, তাহার দ্বিতীয়টীতে একমাত্র তৃষ্ণাই দুঃখোৎপত্তির কারণ বলিয়া প্রদর্শিত হইয়াছে ; এবং তৃতীয়টীতে তিনি বলিতেছেন, যে তৃষ্ণার ক্ষয় হইলেই দুঃখের অবসান হয়। কিন্তু মহাবগ্গের প্রারম্ভে যে বারটী নিদানের উল্লেখ আছে, তৃষ্ণাকে তন্মধ্যে অষ্টম স্থান প্রদত্ত হইয়াছে। তথায় তৃষ্ণা দুঃখের অব্যবহিত কারণ বলিয়া বর্ণিত হয় নাই ; উহার পূর্ব্বে আরও সাতটী ও পরে আরও চারিটী কারণ বিদ্যমান। ইহাতে কেহ মনে করিবেন না, যে মহাবগ্গের উক্ত দুইটী স্থলের মধ্যে অসঙ্গতি-দোষ ঘটিয়াছে। দ্বিতীয় আর্য্য সত্যে বুদ্ধ বলিতেছেন, তৃষ্ণাই দুঃখের কারণ ; প্রথমোদ্ধৃত বাক্যে তৃষ্ণার মূল কারণ ও ফল ব্যাখ্যাত হইয়াছে। দ্বিতীয় আর্য্য সত্যে যাহা সংক্ষেপে ব্যক্ত হইয়াছে, প্রথম বাক্যটী তাহারই বিস্তৃততর ভাষ্য।

বুদ্ধের প্রধান কার্য্য এই, যে তিনি দুঃখের কারণ নির্ণয় করিয়া তাহার নিরাকরণের পথ আবিষ্কার করিয়াছেন। দুঃখ, দুঃখের উদয়, দুঃখের বিলয়, ও দুঃখ-বিলয়ের পথ—এই চারিটী আর্য্য বা শ্রেষ্ঠ সত্য। আষ্টাঙ্গিক মার্গ দুঃখবিলোপের পথ। আমরা দীঘনিকায়ের মহা সতিপট্ঠান সুত্তন্ত অবলম্বন করিয়া উক্ত আর্য্য সত্যচতুষ্টয় ও আষ্টাঙ্গিক মার্গের ব্যাখ্যা প্রদান করিতেছি।

(ক) চারি আর্য্যসত্য।

(১)। বুদ্ধ বলিতেছেন, হে ভিক্ষুগণ, দুঃখ (বিষয়ক) আর্য্যসত্য কি ?

জন্ম দুঃখ, জরা দুঃখ,······পঞ্চ উপাদানস্কন্ধ দুঃখ।

অতঃপর জন্ম, জরা, মরণ, শোক, পরিদেব, দুঃখ, দৌর্মনস্য ইত্যাদি ব্যাখ্যাত হইয়াছে। স্থানাভাববশতঃ আমরা তাহা উদ্ধৃত করিতে পারিলাম না। (১৮)।

(২)। দুঃখসমুদয় (বিষয়ক) আর্য্যসত্য কি ?

তাহা তৃষ্ণা······বিভবতৃষ্ণা।

তৃষ্ণা কোথায় উৎপন্ন হয়, কোথায় বাস করে ?

সংসারে যাহা (মানুষের) প্রিয়, যাহা মনোহর, তাহাতেই তৃষ্ণা উৎপন্ন হয়, তাহাতেই তৃষ্ণা বাস করে।

সংসারে কি প্রিয়, কি মনোহর ? চক্ষু প্রিয় ও মনোহর, শ্রোত্র প্রিয় ও মনোহর, ঘ্রাণেন্দ্রিয় প্রিয় ও মনোহর, জিহ্বা প্রিয় ও মনোহর, কায় (বা ত্বক্) প্রিয় ও মনোহর। এই সমুদায়ে তৃষ্ণা উৎপন্ন হয়, এই সমুদায়ে তৃষ্ণা বাস করে।

ইহার পরে তৃষ্ণার নিদানরূপে পঞ্চেন্দ্রিয়ের ক্রিয়া বিবৃত হইয়াছে। (১৯)।

(৩) দুঃখনিরোধ (বিষয়ক) আর্য্যসত্য কি ?

তৃষ্ণার নিঃশেষ বিলোপ, সকল কামনার বিলয়·········তৃষ্ণার বিনাশ।

এই তৃষ্ণা কোথায় পরিবর্জ্জিত হইলে পরিবর্জ্জিত হয়, কোথায় নিরুদ্ধ হইলে নিরুদ্ধ হয় ?

সংসারে যাহা প্রিয় ও মনোহর, তৃষ্ণা তাহাতে পরিবর্জ্জিত হইলেই পরিবর্জ্জিত হয়, তাহাতে নিরুদ্ধ হইলেই নিরুদ্ধ হয়।

পঞ্চেন্দ্রিয় এবং মন প্রিয় ও মনোহর; রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, শব্দ প্রিয় ও মনোহর; পঞ্চেন্দ্রিয়ের বিজ্ঞান, সংস্পর্শ, সংস্পর্শজনিত অনুভূতি ইত্যাদি প্রিয় ও মনোহর। তৃষ্ণা এই সমুদায়ে পরিবর্জ্জিত হইলেই পরিবর্জ্জিত হয়, এই সমুদায়ে নিরুদ্ধ হইলেই নিরুদ্ধ হয়। (২০)।

(৪) দুঃখনিরোধগামী পথবিষয়ক আর্য্যসত্য কি ?

ইহা এই আর্য্য আষ্টাঙ্গিক মার্গ, তদ্‌যথা, সম্যক্ দৃষ্টি, সম্যক্ সংকল্প, সম্যক্ বাক্য, সম্যক্ কর্ম্মান্ত, সম্যক্ আজীব, সম্যক্ ব্যায়াম, সম্যক্ স্মৃতি, সম্যক্ সমাধি। (২১)।

(খ) আষ্টাঙ্গিক মার্গ।

(১) সম্যক্ দৃষ্টি কি ?

দুঃখের জ্ঞান, দুঃখসমুদয়ের জ্ঞান, দুঃখনিরোধের জ্ঞান, দুঃখ-নিরোধগামী পথের জ্ঞান—ইহাই সম্যক্ দৃষ্টি নামে অভিহিত।

(২) সম্যক্ সংকল্প কি ?

নিষ্কাম বা নৈষ্কর্ম্মের সংকল্প (নেক্খম্মসংকপ্পো), অব্যাপাদ অর্থাৎ অন্যের অপকার না করিবার ও উপকার করিবার সংকল্প, অহিংসার সংকল্প—ইহাকেই সম্যক্ সংকল্প কহে।

(৩) সম্যক্ বাক্য কি ?

মিথ্যাবাদ হইতে বিরতি, পিশুন বাক্য অর্থাৎ পরনিন্দা হইতে বিরতি, পরুষ বাক্য হইতে বিরতি, বৃথা আলাপ হইতে বিরতি—ইহাই সম্যক্ বাক্য বলিয়া উক্ত হইয়া থাকে।

(৪) সম্যক্ কর্ম্মান্ত কি ?

প্রাণিহত্যা হইতে বিরতি, অদত্ত বস্তুর গ্রহণ হইতে বিরতি, কামাচার (কামেসু মিচ্ছাচারা, কামসমূহের মিথ্যা পরিচর্য্যা) হইতে বিরতি—ইহারই নাম সম্যক্ কর্ম্মান্ত।

(৫) সম্যক্ আজীব কি ?

এখানে আর্য্য শ্রাবক (শিষ্য) মিথ্যা আজীব পরিহার করিয়া সম্যক্ আজীব দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করেন—ইহাকেই সম্যক্ আজীব বলে।

(৬) সম্যক্ ব্যায়াম কি ?

যে পাপ ও অকুশল উৎপন্ন হয় নাই, তাহা যাহাতে উৎপন্ন হইতে না পারে ; যে পাপ ও অকুশল উৎপন্ন হইয়াছে, তাহার যাহাতে পরিহার হইতে পারে ; যে কুশল উৎপন্ন হয় নাই, তাহা যাহাতে উৎপন্ন হইতে পারে ; এবং যে কুশল উৎপন্ন হইয়াছে, তাহা যাহাতে সুপ্রতিষ্ঠিত, অম্লান, বর্দ্ধিত, বিপুল, বিকশিত ও পরিপূর্ণ হইতে পারে ;—এখানে ভিক্ষু তদর্থে প্রয়াস পান, প্রচেষ্টা করেন, বীর্য্য প্রয়োগ করেন, চিত্তকে নিয়োগ ও বশীভূত করেন। ইহাকেই সম্যক্ ব্যায়াম বলে।

(৭) সম্যক্ স্মৃতি কি ?

এখানে ভিক্ষু কায় সম্বন্ধে এই প্রকার আচরণ করেন—তিনি সদা কায়কে এই ভাবে দর্শন করেন, যে ইহলোকে প্রবল যে আসঙ্গ ও দৌর্ম্মনস্য, তাহা জয় করিয়া তিনি একাগ্র, সংযত ও স্মৃতিমান্ হইয়া বিহার করেন। এই প্রকার তিনি বেদনা (feelings), চিত্ত (conscious life, thoughts) ও ধর্ম্ম (অর্থাৎ পঞ্চ নীবরণ, পঞ্চ স্কন্ধ, ষড়ায়তন, সপ্ত বোধাঙ্গ ও চারি আর্য্য সত্য) সম্পর্কেও ইহলোকে প্রবল যে আসঙ্গ ও দৌর্ম্মনস্য, তাহা জয় করিয়া একাগ্র, সংযত ও স্মৃতিমান্ হইয়া বিহার করেন। ইহাই সম্যক্ স্মৃতি নামে অভিহিত।

(৮) সম্যক্ সমাধি কি ?

এখানে ভিক্ষু কাম ও অকুশল ধর্ম্মসমূহ অতিক্রম করিয়া প্রথম ধ্যানে প্রবেশ ও তাহাতে বিহার করেন ; এই ধ্যানে বিচার ও বিতর্ক বিদ্যমান থাকে ; ইহা নির্জ্জনতা-প্রসূত এবং প্রীতি-ও-সুখ-পূর্ণ। বিচার ও বিতর্কের উপশম করিয়া তিনি দ্বিতীয় ধ্যানে প্রবেশ ও তাহাতে বিহার করেন ; এই ধ্যান স্বতঃ উৎপন্ন, চিত্তের একাগ্রতা-ও-প্রসন্নতা-প্রসূত, বিচার-ও-বিতর্ক-বিহীন এবং প্রীতি-ও-সুখপূর্ণ। তৎপরে তিনি প্রীতিতে বীতরাগ হইয়া উপেক্ষা অবলম্বন করেন, এবং স্মৃতিমান্ ও সংযত হইয়া কায়দ্বারা সেই সুখ সম্ভোগ করেন, যাহার সম্বন্ধে

আর্য্যগণ বলিয়াছেন, 'যিনি উপেক্ষক (calmly contemplative) ও স্মৃতিমান্, তিনি সুখে বিহার করেন, ইতি।' এইরূপে তিনি তৃতীয় ধ্যানে প্রবেশ ও তাহাতে বিহার করেন। পরিশেষে, সুখ ও দুঃখের পরিহার এবং পূর্ব্বে তিনি যে মনের আনন্দ ও নিরানন্দ (সোমনস্স-দোমনস্সানং) অনুভব করিতেন, তাহার তিরোধান হইবার পরে, তিনি চতুর্থ ধ্যানে প্রবেশ ও তাহাতে বিহার করেন; এই ধ্যানে সুখও নাই, দুঃখও নাই, ইহা উপেক্ষা ও স্মৃতির পরিশুদ্ধির ফল। ইহারই নাম সম্যক্ সমাধি।

হে ভিক্ষুগণ, ইহাই দুঃখনিরোধগামী পথ (বিষয়ক) আর্য্য সত্য নামে কথিত হইয়া থাকে। (২১)।

প্রতীত্যসমুৎপাদ (পটিচ্চসমুপ্পাদ) (অনাদি, অনন্ত, কার্য্যকারণ-শৃঙ্খল), চতুরার্য্যসত্য ও আর্য্য আষ্টাঙ্গিক মার্গ, এই তিনটী বৌদ্ধ ধর্ম্মের মূলতত্ত্ব।

প্রতীত্যসমুৎপাদ।

প্রতীত্যসমুৎপাদের অর্থ, "উহা আছে বলিয়া ইহা হইয়াছে; উহার উৎপাদন হইতে ইহার উৎপত্তি হইয়াছে। উহা না থাকিলে ইহা হয় না; উহার নিরোধ হইতে ইহা নিরুদ্ধ হয়। যেমন অবিদ্যামূলক সংস্কার" ইত্যাদি। (ইতি পি ইমস্মিম্ সতি ইদম্ হোতি ইমস্সুপ্পাদা ইদম্ উপজ্জতি। ইমস্মিং অসতি ইদং ন হোতি ইমস্স নিরোধা ইদং নিরুজ্ঝতি॥ যদ্ ইদম্ অবিজ্জাপচ্চয়া সংখারা। সংযুক্ত নিকায়। ২য় খণ্ড, ৯৫ পৃষ্ঠা)। বুদ্ধ এই কার্য্যকারণশৃঙ্খল ভিন্ন অন্য সমুদায় দার্শনিক আলোচনা বৃথা জ্ঞান করিতেন। তিনি এক স্থলে ইহাকে ধর্ম্ম বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। (মজ্ঝিম নিকায়, ২য় খণ্ড, ৩২ পৃষ্ঠা)। অপিচ, বুদ্ধ শুধু প্রতীত্য-সমুৎপাদ অর্থাৎ এক পদার্থ হইতে অপর পদার্থের উৎপত্তি মানিতেন; তিনি ভূতসমূহের অস্তিত্ব ও নাস্তিত্ব দুইই অস্বীকার করিয়াছেন। তথাগত বলিতেছেন, "হে কচ্চান (কাত্যায়ন), সংসারের অধিকাংশ লোকে অস্তিত্ব ও নাস্তিত্বে বিশ্বাস করে। কিন্তু যে ব্যক্তি সম্যক্ প্রজ্ঞা-প্রভাবে যথাযথরূপে দেখিয়াছে, যে জগৎ (লোক) কিরূপে সম্ভূত হইতেছে,

তাহার পক্ষে নাস্তিত্ব থাকিতে পারে না। আবার যে ব্যক্তি সম্যক্ প্রজ্ঞা-প্রভাবে যথাযথরূপে দেখিয়াছে, যে জগৎ কিরূপে নিরুদ্ধ বা তিরোহিত হইতেছে, তাহার পক্ষে, অস্তিত্ব থাকিতে পারে না। * * হে কচ্চান, 'সমস্তই আছে,' ইহা এক অন্ত; 'সমস্তই নাই', ইহা দ্বিতীয় অন্ত। তথাগত এই উভয় অন্ত পরিহার করিয়া মধ্যপন্থা-সাহায্যে ধর্ম্ম শিক্ষা দিতেছেন। (সেই মধ্য পন্থা), অবিদ্যামূলক সংস্কার" ইত্যাদি। সংযুত্ত নিকায়। ৩।১৩৫ ; ২।১৭॥

বুদ্ধের মতে বস্তু আছে, বা বস্তু নাই, এই দুইটীর কোনটীই বলা যায় না; বস্তু বস্ত্বন্তর হইতেছে, ইহা বলাই সঙ্গত।

কর্ম্মবাদ ও জন্মান্তরবাদ প্রতীত্যসমুৎপাদরূপ এক বৃন্তের দুই ফল; এই দুইটী বুদ্ধের ধর্ম্ম-প্রচারের আদ্যন্তে জাজ্বল্যমান বিদ্যমান।

কর্ম্মবাদ।

কর্ম্মবাদ বুদ্ধের পূর্ব্বেও ভারতবর্ষে প্রচলিত ছিল; কিন্তু তাঁহার শিক্ষার প্রভাবে উহা পূর্ণ পরিণতি প্রাপ্ত হইয়া আবালবৃদ্ধবনিতার চিত্তে বদ্ধমূল হইয়া রহিয়াছে। তিনি কর্ম্মের উপরে কতখানি জোর দিয়াছেন, তাঁহার নিম্নোক্ত বাণী হইতে তাহা প্রতিপন্ন হইবে। বুদ্ধ তোদেয্যপুত্ত সুভকে বলিতেছেন—

কম্মস্সকা, মাণব, সত্তা কম্মদায়াদা কম্মযোনী কম্মবন্ধূ কম্মপ্পটিসরণা। মজ্ঝিম নিকায়, ১৩৫ সুত্ত।

"হে মাণব, জীবসমূহ কর্ম্মের স্বামী, কর্ম্মের উত্তরাধিকারী; কর্ম্ম তাহাদিগের প্রসবিত্রী, কর্ম্ম তাহাদিগের বংশধর, কর্ম্মই তাহাদিগের আশ্রয়।"

কর্ম্মের গুরুত্ব বুঝাইবার জন্যই তিনি অন্যত্র বলিয়াছেন—

> যাদিসং বপ্পতে বীজং তাদিসং হরতে ফলং।
> কল্যাণকারী কল্যাণং, পাপকারী চ পাপকং॥

সংযুত্ত নিকায়। ১।২২৭॥

"মানুষ যে-প্রকার বীজ বপন করে, সেই প্রকার ফল আহরণ করে। কল্যাণকারী কল্যাণ ও পাপকারী পাপ (ফল) প্রাপ্ত হয়।"

জন্মান্তরবাদ।

কর্ম্মবাদ ও জন্মান্তরবাদ অবিচ্ছেদ্য, সুতরাং আমরা এক্ষণেই দেখিতে পাইব, যে বীজের উপমা জন্মান্তরবাদেও প্রযুক্ত হইয়াছে। জন্মান্তরবাদও বুদ্ধের দ্বারা উদ্ভাবিত হয় নাই; তিনি উহা বৈদিক ধর্ম্ম হইতে গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু জন্মান্তর বলিতে আপনারা একই আত্মার পুনঃ পুনঃ জন্মপরিগ্রহ বুঝিবেন না। বৌদ্ধ জন্মান্তরবাদ এক বিচিত্র তত্ত্ব। ইহা বলিতেছে যে, রামের কর্ম্মফলে শ্যাম জন্মগ্রহণ করিবে, কিন্তু রাম, শ্যাম দুই সম্পূর্ণ ভিন্ন ব্যক্তি। অর্থাৎ রাম যদি মৃত্যুকালে তৃষ্ণা ও উপাদান জয় করিতে না পারিয়া থাকে, তবে তাহার মরণান্তে অন্য নামরূপ বা পঞ্চ স্কন্ধ উৎপন্ন হইবে; কিন্তু দ্বিতীয় নামরূপ প্রথম নামরূপের অনুবৃত্তি নহে। (মিলিন্দপ্রশ্ন ২।২।৬)। বৌদ্ধ আচার্য্যগণ বীজের উপমাদ্বারা সমস্যাটী বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন। একজন একটা আম খাইয়া তাহার বীজ মাটিতে পুতিয়া রাখিল; তাহা হইতে একটী আম্রবৃক্ষ উৎপন্ন হইয়া ফল প্রদান করিল। সেই ফলগুলি হইতে পুনশ্চ কত বৃক্ষ প্রসূত হইল। এই প্রকারে অনন্ত ধারায় বৃক্ষ ও ফলের পর্য্যায় চলিতে লাগিল। সংসার বা জন্মান্তর ঠিক এইরূপ। (মিলিন্দ-পঞ্‌হো। ৩।৬।৯)।

দ্বিতীয় কণ্ডিকা

শীল

উপরে বৌদ্ধধর্ম্মের যে মূল মতত্রিতয় উল্লিখিত হইয়াছে, বুদ্ধপ্রতিষ্ঠিত শীল বা সুচরিতও তাহা হইতে প্রসূত, এবং আর্য্য অষ্টাঙ্গিক মার্গের সহিত উহা ওতপ্রোতভাবে বিজড়িত।

বুদ্ধ গৃহস্থসাধারণের জন্য পাঁচটী অনুশাসন প্রচার করেন, যথা, (১) জীব হত্যা করিবে না; (২) অদত্ত বস্তু গ্রহণ অর্থাৎ অপহরণ করিবে না; (৩) ইন্দ্রিয়-পরিচর্য্যা বা ব্যভিচার করিবে না; (৪) মিথ্যা কহিবে না; (৫) সুরাপান করিবে না। সামণের(ভিক্ষুপদপ্রার্থী)দিগের জন্য দশটী শিক্ষণীয় বিষয় (দস সিক্খাপদানি) বিহিত হইয়াছে; উক্ত পাঁচটী

তাহার অন্তর্গত ; তদতিরিক্ত পাঁচটী এই—(৫) অকাল ভোজন হইতে বিরত থাকিবে ; (৭) নৃত্য, গীত, বাদ্য, অভিনয়াদি হইতে বিরত থাকিবে ; (৮) মালা, গন্ধদ্রব্য, অঞ্জন, অলঙ্কার, উত্তম বস্ত্র ইত্যাদি হইতে বিরত থাকিবে ; (৯) উচ্চ ও প্রশস্ত শয্যা হইতে বিরত থাকিবে ; (১০) স্বর্ণ-রোপ্য-গ্রহণ হইতে বিরত থাকিবে। (মহাবগ্গ। ২।৫৬।১)। ভিক্ষুগণের জন্য এতদপেক্ষাও কঠোরতর কতকগুলি বিধান আছে। সমগ্র বিনয়-পিটক ভিক্ষু ও সংঘ সম্বন্ধীয় নিয়মাবলিতে পরিপূর্ণ। শীল সম্বন্ধে অধিক বলিবার অবসর নাই ; যাঁহারা এ বিষয়ে বিস্তৃততর বিবরণ চাহেন, তাঁহারা দীঘনিকায়ের অন্তর্গত ব্রহ্মজালসুত্তে চূল-সীল, মজ্ঝিম-সীল ও মহা-সীল নামক পরিচ্ছেদ তিনটী পাঠ করিবেন। সিঙ্গালোবাদসুত্তন্ত (শৃগালবাদ-সূত্র) গার্হস্থ্যবিধির উত্তম সার-সংগ্রহ।

বৌদ্ধমতে রাগ (আসক্তি), দোস (দ্বেষ) ও মোহ, এই তিনটী মহাপাপ।

তৃতীয় কণ্ডিকা

সাধন-প্রণালী

সপ্ত সাধন-শাখা।

মহাপরিনির্ব্বাণ-প্রাপ্তির কিয়ৎকাল পূর্ব্বে ভগবান্ বুদ্ধ ভিক্ষুদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছিলেন, "অতএব, হে ভিক্ষুগণ, আমি যে-যে-ধর্ম্ম (বা সত্য) অবগত হইয়া তোমাদিগকে শিক্ষা দিয়াছি, তোমাদিগের কর্ত্তব্য এই, যে তোমরা তাহা সম্যক্ আয়ত্ত করিয়া পালন করিবে, ধ্যান করিবে ও বহুলরূপে প্রচার করিবে, যাহাতে এই পবিত্র পন্থা (ব্রহ্মচরিয়ং অদ্ধনিয়ং) স্থায়ী ও চিরপ্রতিষ্ঠিত হইতে পারে, এবং যাহাতে ইহা বহু জনের হিত, বহু জনের সুখ, লোকের প্রতি অনুকম্পা, এবং দেব ও মনুষ্যগণের অর্থ (শ্রেয়ঃ); হিত ও সুখের জন্য প্রবর্ত্তিত থাকে। সেই ধর্ম্মগুলি কি কি? তাহা এই, যথা—

(১) চারিটী স্মৃতি-উপস্থান বা ধ্যান (চত্তারো সতিপট্ঠানা)।

(২) চারিটী সম্যক্ প্রধান অর্থাৎ ধর্ম্ম-চেষ্টা (চত্তারো সম্মপ্পধানা)।

(৩) চারিটী ঋদ্ধিপাদ (চত্তারো ইদ্ধিপাদা)।

(৪) পঞ্চ ইন্দ্রিয় (পঞ্চ্ ইন্দ্রিয়ানি)।

(৫) পঞ্চ বল (পঞ্চ বলানি)।

(৬) সপ্ত বোধাঙ্গ (সত্ত বোজ্ঝঙ্গা)।

(৭) আর্য্য আষ্টাঙ্গিক মার্গ (অরিয়ো অট্ঠঙ্গিকো মগ্গো)।"

—মহাপরিনিব্বান সুত্তন্ত। ৩।৫০॥ (সম্পসাদনীয় সুত্তন্ত।৩॥ পাসাদিক সুত্তন্ত। ১৭॥)

ভগবান্ বুদ্ধ এই বাক্যে একটী সংক্ষিপ্ত সূত্রাকারে তৎপ্রবর্ত্তিত ধর্ম্মের সাধনপদ্ধতি নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ইহাকে বৌদ্ধ ধর্ম্মের চুম্বক বলিলেও অসঙ্গত হয় না। আমরা এই সপ্ত সাধন-শাখার কেবল বিভিন্ন অঙ্গগুলি উল্লেখ করিতেছি।

(১) চারিটী স্মৃতি-উপস্থান।

১। কায় সম্বন্ধে ধ্যান। (আমার এই দেহ রূপবিশিষ্ট, চতুর্ভূত-নির্ম্মিত, মাতৃপিতৃসম্ভব, অন্নব্যঞ্জন দ্বারা উপচীয়মান, অনিত্য, উৎসাদনীয়, পরিমর্দ্দনাধীন, ভেদযোগ্য ও ধ্বংসশীল। সামঞ্ঞ-ফলসুত্ত। ৮৩॥)

২। বেদনা সম্বন্ধে ধ্যান।

৩। চিত্ত সম্বন্ধে ধ্যান।

৪। ধর্ম্ম সম্বন্ধে ধ্যান।

—জনবসভ সুত্তন্ত। ২৬॥ মহা সতিপট্ঠান সুত্তন্ত। ১॥

(২) চারিটী ধর্ম্ম-চেষ্টা।

১। যে পাপ ও অকুশল উৎপন্ন হয় নাই, তাহা যাহাতে উৎপন্ন হইতে না পারে, তজ্জন্য সাধন।

২। যে পাপ ও অকুশল উৎপন্ন হইয়াছে, তাহার দূরীকরণ।

৩। যে কুশল ও পুণ্য উৎপন্ন হয় নাই, তাহার উপার্জ্জন।

৪। যে কুশল ও পুণ্য উৎপন্ন হইয়াছে, তাহার সংরক্ষণ ও বিকাশ-সাধন।

—মহাসতিপট্ঠান সুত্তন্ত। ২০॥

(৩) চারিটী ঋদ্ধিপাদ (অলৌকিক সিদ্ধিলাভের উপায়)।

১। সমাধি-ও-অধ্যবসায়-সমন্বিত ঋদ্ধি-লাভের অভিলাষ ছন্দ)।

২। সমাধি-ও-অধ্যবসায়-সমন্বিত বীর্য্য (বিরিয়)।

৩। সমাধি-ও-অধ্যবসায়-সমন্বিত চিন্তা (চিত্ত)।

৪। সমাধি-ও-অধ্যবসায়-সমন্বিত অন্বেষণ (বীমংসা)।

—জনবসভ সুত্তন্ত। ২২ ॥

(৪) পঞ্চ বল ও (৫) পঞ্চ ইন্দ্রিয়। (এই দুই শাখা অভিন্ন)।

১। শ্রদ্ধা।

২। বীর্য্য।

৩। স্মৃতি।

৪। সমাধি।

৫। প্রজ্ঞা।

—সঙ্গীতি সুত্তন্ত। ২২ ॥

(৬) সপ্ত-বোধাঙ্গ।

১। স্মৃতি।

২। ধর্ম্মানুসন্ধান (ধম্মবিচয়)।

৩। বীর্য্য।

৪। প্রীতি।

৫। প্রসন্নতা (পস্‌সধি), বা শান্তি।

৬ সমাধি।

৭। উপেক্ষা।

—মহাপরিনিব্বান সুত্তন্ত। ১।৯॥ মহাসতিপট্ঠান সুত্তন্ত। ১৬॥

(৭) আর্য্য আষ্টাঙ্গিক মার্গ।

উপরে ব্যাখ্যাত হইয়াছে।

প্রমাদ ও অপ্রমাদ।

বুদ্ধ শিষ্যগণকে সদা একাগ্রচিত্তে সাধনে রত থাকিতে উপদেশ দিয়াছেন। তাঁহার মতে প্রমাদ একটা মারাত্মক দোষ, এবং তদ্বিপরীত অপ্রমাদ অমৃতের সোপান। ধম্মপদ হইতে একটী বাণী উদ্ধৃত হইতেছে—

অপ্পমাদো অমতপদং, পমাদো মচ্চুনো পদং ;
অপ্পমত্তা ন মীয়ন্তি, যে পমত্তা যথামতা ॥ ২১ ॥

"অপ্রমাদ অমৃতের পথ, প্রমাদ মৃত্যুর পথ। অপ্রমত্ত জন মরেন না ; যাহারা প্রমত্ত, তাহারা যেন মরিয়াই আছে।" (বৌদ্ধ সাহিত্যে অমৃত ও নির্ব্বাণ সমার্থক)।

সুত্তনিপাতের উট্ঠানসুত্ত একনিষ্ঠ সাধন-বিষয়ে একটী উৎকৃষ্ট অনুশাসন। আমরা পাঠকগণকে উহা উপহার দিতেছি।

উট্ঠহথ নিসীদথ, কো অত্থো সুপিতেন বো,
আতুরানং হি কা নিদ্দা সল্লবিদ্ধান রুপ্পতং।

উট্ঠহথ নিসীদথ, দড়্হং সিক্খথ সন্তিয়া,
মা বো পমত্তে বিঞ্ঞায় মচ্চুরাজা অমোহয়িত্থ বসানুগে।

যায় দেবা মনুস্সা চ সিতা তিট্ঠন্তি অত্থিকা,
তরথ্ এতং বিসত্তিকং, খণো বে মা উপচ্চগা,
খণাতীতা হি সোচন্তি নিরয়ম্হি সমপ্পিতা।

পমাদো রজো..., পমাদানুপতিতো রজো ;
অপ্পমাদেন বিজ্জায় অব্বহে সল্লম্ অত্তনো তি। ৩৩১-৩৩৪ ॥

"উঠ, বস ; তোমাদিগের সুপ্তির অর্থ কি ? যাহারা (রোগে) আতুর, যাহারা শেলবিদ্ধ হইয়া যাতনা ভোগ করিতেছে, তাহাদিগের আবার নিদ্রা কি ?

"উঠ, বস; শান্তির জন্য দৃঢ় চিত্তে শিক্ষা লাভ কর; মৃত্যুরাজ যেন তোমাদিগকে প্রমত্ত জানিয়া প্রবঞ্চিত ও আপনার বশীভূত না করেন।

"দেবগণ ও মনুষ্যগণ এই যে বাসনার জন্য পিপাসিত রহিয়াছেন, এই যে বাসনার কামনায় অপেক্ষা করিতেছেন, সেই বাসনা জয় কর; তোমাদিগের পক্ষে সুক্ষণ যেন উত্তীর্ণ হইয়া না যায়; যাহাদিগের সুক্ষণ অতীত হইয়াছে, তাহারা নিরয়ে পতিত হইয়া শোক করিবে।

"প্রমাদ ধূলিরূপ মালিন্য; অবিরত প্রমাদ ধূলিরূপ মালিন্য; সাধক যেন অপ্রমাদ ও জ্ঞানের সাহায্যে আপনার শেল উৎপাটন করে।"

শীল, প্রজ্ঞা ও সমাধি।

ভগবান্ বুদ্ধ নানা স্থানে, নানা প্রকারে, কখনও বিস্তৃতরূপে, কখনও সংক্ষেপে, সাধনের প্রয়োজন ও ফল নির্দ্দেশ করিয়াছেন। একদা রাজগৃহে গৃধ্রকূট পর্ব্বতে বিহার করিবার সময়ে তিনি ভিক্ষুদিগকে এই পরিপূর্ণ ধর্ম্মকথা বলিয়াছিলেন—"শীল (বা ধর্ম্মসঙ্গত আচরণ) এই প্রকার; সমাধি এই প্রকার; প্রজ্ঞা এই প্রকার; শীল-সমাযুক্ত (সীল-পরিভাবিতো) সমাধি মহাফল প্রসব করে, মহোপকার সাধন করে; সমাধিসমাযুক্ত প্রজ্ঞা মহাফল প্রসব করে, মহোপকার সাধন করে; (প্রজ্ঞাসমাযুক্ত চিত্ত মহাফল প্রসব করে, মহোপকার সাধন করে); প্রজ্ঞাসমাযুক্ত চিত্ত কামাসব, ভবাসব, দৃষ্টি-আসব ও অবিদ্যাসব, এই চারি আসব (আস্রব) হইতে সম্যক্ বিমুক্ত হয়।" মহাপরিনিব্বান সুত্তন্ত। ১।১২ ॥

পুনশ্চ, ভণ্ডগ্রামে অবস্থান-কালে বুদ্ধ ভিক্ষুগণকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছিলেন—"হে ভিক্ষুগণ, আমরা এতকাল চারিটী ধর্ম্ম (বা সত্য) বুঝি নাই ও আয়ত্ত করি নাই বলিয়া আমাকে ও তোমাদিগকে (পুনঃ পুনঃ জন্মরূপ) এই দীর্ঘ পথে এই প্রকারে পরিভ্রমণ ও বিচরণ করিতে হইয়াছে। এই চারিটী ধর্ম্ম কি?"—শীল, সমাধি, প্রজ্ঞা ও বিমুক্তি। "যখন আর্য্য শীল পরিজ্ঞাত ও আয়ত্ত হয়, আর্য্য সমাধি পরিজ্ঞাত ও আয়ত্ত হয়, আর্য্য বিমুক্তি পরিজ্ঞাত ও আয়ত্ত হয়, তখন ভবতৃষ্ণা (পুনর্জ্জন্মের বাসনা) উচ্ছিন্ন হয়, যাহা পুনর্জ্জন্ম উৎপাদন করে, তাহা ক্ষীণ (বা নির্মূল) হইয়া

যায়, তখন আর পুনর্জ্জন্ম থাকে না (ন্' অত্থি দানি পুনব্ভবো)।" মহাপরি-নিব্বান সুত্তন্ত। ৪।২ ॥

জ্ঞান-প্রধান ও পুরুষকার-প্রধান বৌদ্ধধর্ম্মে স্বভাবতঃই শীল, প্রজ্ঞা ও সমাধি সর্ব্বোপরি স্থান প্রাপ্ত হইয়াছে। বুদ্ধ শীল, সুচরিত বা সদাচার এত প্রয়োজনীয় মনে করিতেন, যে তিনি একস্থলে বলিতেছেন—"লোকে যেমন পৃথিবীকে আশ্রয় করিয়া, পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া সমুদায় বলসাধ্য কর্ম্ম সম্পাদন করে, তেমনি ভিক্ষু শীল আশ্রয় করিয়া ও শীলে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া অষ্টাঙ্গিক মার্গের ভাবনা করেন ও তাহাকে বহুল করিয়া তোলেন।" (সংযুক্ত নিকায়। ৫।৪৫ পৃষ্ঠা)। পুনশ্চ, "যেমন স্রোতস্বিনী পর্ব্বতরাজ হিমবান্ হইতে নিঃসৃত হইয়া ক্রমশঃ বল ও বিস্তার লাভ করে, এবং উত্তরোত্তর প্রবর্দ্ধমানা হইতে হইতে বিপুলকায়া ও বেগবতী হইয়া মহাসমুদ্রে উত্তীর্ণ হয়, তেমনি ভিক্ষু শীল আশ্রয় করিয়া ও শীলে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া সপ্ত বোধাঙ্গ ভাবনা করেন ও তাহাকে বহুল করিয়া তোলেন, এবং এইরূপে ধর্ম্মে বৈপুল্য লাভ করিয়া থাকেন।" সংযুত্ত নিকায়। ৫।৩৬ পৃষ্ঠা।

অঙ্গুত্তর নিকায়ে সাধনের তিনটী স্তর বর্ণিত হইয়াছে। বুদ্ধ বলিতেছেন—"শিক্ষা ত্রিবিধ। কি কি ত্রিবিধ শিক্ষা? অধিশীল-শিক্ষা, অধিচিত্ত-শিক্ষা, অধিপ্রজ্ঞা-শিক্ষা। অধিশীল-শিক্ষা কি? এখানে ভিক্ষু শীলবান্; তিনি প্রাতিমোক্ষাদি বিধি মানিয়া চলেন; তিনি সদাচার-সম্পন্ন; তিনি ক্ষুদ্র পাপকেও ভয় করেন, এবং শিক্ষাপদ গ্রহণ করিয়া তাহা প্রতিপালন করিয়া থাকেন। ইহাই অধিশীল-শিক্ষা (অর্থাৎ উচ্চতর সুচরিত-সাধন।

"অধিচিত্ত-শিক্ষা কি? এখানে ভিক্ষু কাম ও কুচিন্তা হইতে দূরে থাকিয়া ক্রমশঃ প্রথম ধ্যানে, দ্বিতীয় ধ্যানে, তৃতীয় ধ্যানে ও চতুর্থ ধ্যানে প্রবেশ করেন। (প্রবেশের ক্রম উপরে প্রদর্শিত হইয়াছে।) ইহাই অধিচিত্ত-শিক্ষা (অর্থাৎ উচ্চতর সমাধি-সাধন)।

"অধিপ্রজ্ঞা-শিক্ষা কি?" বুদ্ধ এই প্রশ্নের দুই প্রকার উত্তর দিয়াছেন। (১) এখানে ভিক্ষু যথাযথরূপে অবগত হইয়াছেন, ইহা

দুঃখ, ইহা দুঃখসমুদয়, ইহা দুঃখনিরোধ; ইহা দুঃখনিরোধগামী পথ। (২) এখানে ভিক্ষু আসবসমূহের ক্ষয়-নিবন্ধন স্বয়ং ইহজীবনেই কামনাবর্জ্জিত (অনাসব) চিত্তবিমুক্তি অবগত হইয়া ও উপলব্ধি করিয়া বিহার করেন। ইহাই অধিপ্রজ্ঞা-শিক্ষা (অর্থাৎ উচ্চতর জ্ঞানসাধন)। শিক্ষা এই ত্রিবিধ।" অঙ্গুত্তর নিকায়। ৩।৮৮, ৮৯॥ (১ম খণ্ড, ২৩৫—৬ পৃষ্ঠা)।

বিচার ও আত্মপরীক্ষা বুদ্ধ-প্রোক্ত সাধনের দুইটী বিশিষ্ট অঙ্গ। মজ্ঝিম নিকায়ের অন্তর্গত অম্বলট্ঠিকা-রাহুলোবাদ সুত্তে বুদ্ধ পুত্র রাহুলকে এই উপদেশ দিতেছেন, যে তিনি কায়িক, বাচনিক বা মানসিক, যে কোন কর্ম্মই করুন না কেন, সম্যক্ বিচার করিয়া (পচ্চবেক্খিত্বা পচ্চবেক্খিত্বা) করিবেন। অনুমান সুত্তে মহামৌদ্গল্যায়ন ভিক্ষুদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন, "ভিক্ষু আপনাকে আপনি এই প্রকার পরীক্ষা করিবেন, 'আমাতে কি পাপেচ্ছা আছে, আমি কি পাপেচ্ছার বশীভূত হইয়াছি?' যদি তিনি দেখেন, তাঁহাতে পাপেচ্ছা আছে, তবে তাহা পরিহার করিবার জন্য ভিক্ষু সযত্নে সাধন করিবেন।" ক্রোধ প্রভৃতি দোষ পরিহারের উদ্দেশ্যেও এই প্রকার আত্মপরীক্ষা ও সাধন উপদিষ্ট হইয়াছে।

সাধনের লক্ষ্য।

বৌদ্ধ সাধনের নিয়ামক অনিত্যতা ও দুঃখ, লক্ষ্য নির্ব্বাণ ও অপুনরাবৃত্তি। জড়, অজড়, পদার্থমাত্রেই অনিত্য, ভগবান্ বুদ্ধ এই তত্ত্বটী কত প্রকারে বুঝাইতে প্রয়াস পাইয়াছেন। ধর্ম্মপ্রচারে প্রবৃত্ত হইয়াই পঞ্চবর্গীয় ভিক্ষু-দিগকে শিক্ষাদান-কালে তিনি এই তত্ত্বটী সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন, যে রূপ, বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার ও বিজ্ঞান অনিত্য। (মহাবগ্গ। ১।৬।৪২, ৪৩)। তাঁহার ধর্ম্মব্যাখ্যা শুনিয়া প্রথম শিষ্য কৌণ্ডিণ্যের ধর্ম্মচক্ষু উৎপন্ন হইল; তিনি এই জ্ঞান লাভ করিলেন—যং কিঞ্চি সমুদয়ধম্মং সব্বং তং নিরোধ-ধম্মন্ তি—"যাহা কিছুর উদয় আছে, সে সমুদায়েরই বিলয় আছে," অর্থাৎ উৎপত্তি ও ধ্বংস এক অচ্ছেদ্য সূত্রে গ্রথিত। (ঐ, ১।৬।২৯)। যিনি আত্মার অস্তিত্বই স্বীকার করেন নাই, তিনি যে বলিবেন, আত্মা নিত্য,

ধ্রুব, শাশ্বত, বিকারবিহীন, এই লৌকিক বিশ্বাস ভ্রান্ত, তাহা বিচিত্র নহে। (মজ্ঝিম নিকায়, ১।১৩৮ পৃষ্ঠা)। মহাসুদস্সন সুত্তন্তে (২।১৬) তিনি আনন্দকে বলিতেছেন—এবং অনিচ্চা খো আনন্দ সংখারা, এবং অদ্ধুবা খো আনন্দ সংখারা, এবং অনস্সাসিকা খো আনন্দ সংখারা—"হে আনন্দ, পদার্থসমূহ (সংখার, সংস্কার, যাহা কিছু বিমিশ্র উপাদানে গঠিত) এই প্রকার অনিত্য, পদার্থসমূহ এই প্রকার অধ্রুব, পদার্থসমূহ এই প্রকার অবিশ্বাস্য (অর্থাৎ চঞ্চল)।" উক্ত সুত্তন্তের শেষে তিনি এই শ্লোক আবৃত্তি করিতেছেন—

অনিচ্চা বত সংখারা উপ্পাদবয়-ধম্মিনো,
উপ্পজ্জিত্বা নিরুজ্ঝন্তি, তেসং বূপসমো সুখো তি।

"সমুদায় পদার্থই অনিত্য ; উৎপাদিত ও ক্ষয়গ্রস্ত হওয়াই তাহাদিগের ধর্ম্ম ; তাহারা উৎপন্ন হইয়া বিলীন হয় ; তাহাদিগের উপশম বা বশীকরণই সুখ।"

মহাপরিনির্ব্বাণের অব্যবহিত পূর্ব্বে তথাগত ভিক্ষুদিগকে বলিলেন—

হন্দ দানি ভিক্খবে আমন্তয়ামি বো—'বয়ধম্মা সংখারা, অপ্পমাদেন সম্পাদেথাতি।' ম. প., ৬।৭ ॥

"হে ভিক্ষুগণ, দেখ, আমি এক্ষণে তোমাদিগকে উপদেশ দিতেছি—'সকল পদার্থই ক্ষয়ের অধীন ; অপ্রমাদ-সহকারে (আপনার মুক্তি) সম্পাদন কর।'"

ইহাই তথাগতের শেষ বাক্য।

তাঁহার শিক্ষার ফলে এই তত্ত্বটী বৌদ্ধ ধর্ম্মের আগুক্ষর রূপে গৃহীত হইয়াছে, যে জগতের সকলই অনিত্য, সত্তারহিত, নির্জ্জীব, অনাত্মলক্ষণ, সংসারে শাশ্বত ভাব বা আত্মা বলিয়া কিছুই নাই (অনিচ্চতা, নিস্সত্ততা, নিজ্জীবতা, অনত্তলক্খণতা, ন হেত্থ সস্সতো ভাবো অত্তা বা উপলব্ভতি)। ফলতঃ অনিত্যতা, দুঃখ ও অনাত্মতা বৌদ্ধ ধর্ম্মের মূলমন্ত্র।

মৈত্রী, করুণা, মুদিতা ও উপেক্ষা।

আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, যে-ধর্ম্ম অনিত্যতার উপরে এত জোর দিয়াছে, এবং যাহা আত্মার অস্তিত্ব পর্য্যন্ত অস্বীকার করিয়াছে, তাহা

ইহার অনুবর্ত্তীদিগকে স্বার্থপর ও মানববিদ্বেষী করিয়া তোলে নাই ; বরং বুদ্ধের উপদেশ ও দৃষ্টান্তের প্রভাবে জন-হিতৈষণা এই ধর্ম্মের মর্ম্মে মর্ম্মে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া রহিয়াছে। ইহার প্রধান কারণ, তিনি একটী বিচিত্র ও মনোহর সাধন প্রবর্ত্তিত করিয়া গিয়াছেন ; তাহা মৈত্রী, করুণা, মুদিতা ও উপেক্ষার সাধন। [মৈত্রী, প্রেম ; অপরের দুঃখে দুঃখ-বোধ করুণা ; অপরের সুখে সুখ-বোধ মুদিতা ; সুখে দুঃখে সাম্যভাব উপেক্ষা।]

তেবিজ্জসুত্তে (ত্রয়ীবিদ্যাসূত্রে) বুদ্ধ বাসেট্ঠ(বসিষ্ঠ)কে বলিতেছেন—"ভিক্ষু মৈত্রীপূর্ণ চিত্ত দ্বারা এক দিক্ ব্যাপ্ত করিয়া বিহার করেন ; তথা দুই দিক্, তথা তিন দিক্, তথা চারি দিক্ (ব্যাপ্ত করিয়া বিহার করেন)। এইরূপে তিনি ঊর্দ্ধে, অধোতে, চতুর্দ্দিকে, সর্ব্বতোভাবে, সর্ব্বত্র, সর্ব্বলোক, বিপুল, দূরব্যাপী, অপরিমেয়, বৈর-ও-বিদ্বেষ-বিরহিত মৈত্রীপূর্ণ চিত্ত দ্বারা ব্যাপ্ত করিয়া বিহার করেন।

"হে বাসেট্ঠ, যেমন বলবান্ শঙ্খধর অল্পায়াসেই চতুর্দ্দিকে শঙ্খধ্বনি শ্রুতিগোচর করে, তেমনি বাসেট্ঠ, যাহা কিছুর প্রাণ ও আকার আছে, তাহার কিছুই তিনি ত্যাগ করেন না, কিছুই অবশিষ্ট রাখেন না ; কিন্তু তিনি সকলই প্রগাঢ়রূপে অনুভূত মৈত্রী ও বিমুক্ত চিত্ত দ্বারা আচ্ছাদন করেন।

"পুনশ্চ, হে বাসেট্ঠ, ভিক্ষু করুণাপূর্ণ চিত্ত দ্বারা......মুদিতাপূর্ণ চিত্ত দ্বারা......উপেক্ষাপূর্ণ চিত্ত দ্বারা এক দিক্ ব্যাপ্ত করিয়া বিহার করেন ; তথা দুই দিক্, তথা তিন দিক্, তথা চারি দিক্ (ব্যাপ্ত করিয়া বিহার করেন)। এইরূপে তিনি ঊর্দ্ধে, অধোতে, চতুর্দ্দিকে, সর্ব্বতোভাবে, সর্ব্বত্র, সর্ব্বলোক, বিপুল, দূরব্যাপী, অপরিমেয়, বৈর-ও-বিদ্বেষ-বিরহিত করুণাপূর্ণ···মুদিতাপূর্ণ···উপেক্ষাপূর্ণ চিত্ত দ্বারা ব্যাপ্ত করিয়া বিহার করেন।

"হে বাসেট্ঠ, যেমন বলবান্ শঙ্খধর অল্পায়াসেই চতুর্দ্দিকে শঙ্খধ্বনি শ্রুতিগোচর করে, তেমনি বাসেট্ঠ, যাহা কিছুর প্রাণ ও আকার আছে, তাহার কিছুই তিনি ত্যাগ করেন না, কিছুই অবশিষ্ট রাখেন না ; কিন্তু তিনি সকলই বিমুক্ত চিত্ত ও প্রগাঢ়রূপে অনুভূত করুণা দ্বারা...মুদিতা

দ্বারা…উপেক্ষা দ্বারা ব্যাপ্ত করিয়া বিহার করেন।” তেবিজ্জ সুত্ত। ৭৬—৭৯॥ (মহাসুদস্সন সুত্তন্ত। ২।৪॥ মজ্ঝিম নিকায়। ১ম ভাগ। ২৯৭ পৃষ্ঠা, মহাদেবল্ল সুত্তং)।

মজ্ঝিম নিকায়ের ককচূপমসুত্তে বুদ্ধ ভিক্ষুদিগকে মৈত্রী-সাধন-বিষয়ে যে অনুপম উপদেশ দিয়াছেন, তাহার সার সঙ্কলিত হইতেছে। “হে ভিক্ষুগণ, কেহ যদি তোমাদিগকে অকালে, অসঙ্গতরূপে, পরুষ বচনে, নিরর্থক, অন্তরে দ্বেষ পোষণ করিয়া কিছু বলে, তথাপি তোমাদিগের ইহাই শিক্ষা করা কর্ত্তব্য—‘আমাদিগের চিত্ত বিকৃত হইবে না; আমরা পাপ বাক্য উচ্চারণ করিব না; আমরা হিতকামী ও করুণাপরবশ হইয়া বিহার করিব; আমরা চিত্তকে মৈত্রীতে পূর্ণ রাখিব, অন্তরে দ্বেষ পোষণ করিব না; আমরা সেই পুরুষকে মৈত্রী-সমাযুক্ত চিত্ত দ্বারা আচ্ছাদন করিয়া বিহার করিব; এবং আমরা তাহা হইতে আরম্ভ করিয়া সমগ্র ভুবনকে বিপুল, দূরব্যাপী, অপরিমেয়, বৈর-ও-বিদ্বেষ-বিরহিত মৈত্রীসমাযুক্ত চিত্ত দ্বারা আচ্ছাদন করিয়া বিহার করিব।” ১ম খণ্ড, ১২৬ পৃষ্ঠা।

সুত্তনিপাতের মেত্তা-সুত্তে (মৈত্রী-সূত্রে) মনোজ্ঞভাষায় মৈত্রীর সাধন উপদিষ্ট হইয়াছে। সূত্রটী এতই উপাদেয়, যে আমরা উহা সমগ্র উদ্ধৃত না করিয়া থাকিতে পারিতেছি না।

করণীয়ম্ অত্থকুসলেন
　　যন্ তং সন্তং পদং অভিসমেচ্চ—
সক্কো উজূ চ সূজূ চ
　　সুবচো চ’ অস্স মুদু অনতিমানী,

সন্তুস্সকো চ সুভরো চ
　　অপ্পকিচ্চো চ সল্লহুকবুত্তি
সন্তিন্দ্রিয়ো চ নিপকো চ
　　অপ্পগব্ভো কুলেসু অননুগিদ্ধো,

ন চ খুদ্দং সমাচরে কিঞ্চি,
যেন বিঞ্ঞূ পরে উপবদেয্যুং।
সুখিনো বা খেমিনো হোন্তু
সব্বে সত্তা ভবন্তু সুখিতত্তা ;

যে কেচি পাণভূত্ অত্থি
তসা বা থাবরা বা অনবসেসা
দীঘা বা যে মহন্তা বা
মজ্ঝিমা রস্সকা অণুকথূলা,

দিট্ঠা বা যে অদিট্ঠা,
যে চ দূরে বসন্তি অবিদূরে,
ভূতা বা সম্ভবেসী বা,—
সব্বে সত্তা ভবন্তু সুখিতত্তা।

ন পরো পরং নিকুব্বেথ,
নাতিমঞ্ঞেথ কত্থচিনং কঞ্চি,
ব্যারোসনা পটিঘসঞ্ঞা
নাঞ্ঞমঞ্ঞস্স দুক্খম্ ইচ্ছেয্য।

মাতা যথা নিযং পুত্তং
আয়ুসা একপুত্তম্ অনুরক্খে,
এবম্ পি সব্বভূতেসু
মানসম্ ভাবয়ে অপরিমাণং।

মেত্তঞ্ চ সব্বলোকস্মিং
মানসম্ ভাবয়ে অপরিমাণং
উদ্ধং অধো চ তিরিয়ঞ্ চ
অসম্বাধং অবেরং অসপত্তং।

তিট্‌ঠং চরং নিসিন্নো বা
　　সয়ানো বা যাবত্ অস্স বিগতমিদ্ধো,
এতং সতিং অধিট্‌ঠেয্য,
　　ব্রহ্মম্ এতং বিহারং ইধ-ম্-আহু।

দিট্‌ঠিঞ্ চ অনুপগম্ম
　　সীলবা দস্সনেন সম্পন্নো
কামেসু বিনেয্য গেধং
　　ন হি জাতু গব্ভসেয্যং পুনর্ এতী তি ॥
　　　　সুত্তনিপাত। ১৪৩-১৫২ ॥

"যিনি অর্থকুশল, অর্থাৎ সাধ্যবস্তুর অন্বেষণে সুনিপুণ, তিনি তাবৎ করণীয় কর্ম্ম সম্পাদন করিয়া ও শান্তপদ (নির্ব্বাণ) প্রাপ্ত হইয়া শক্ত, ঋজু, সরল, সুভাষী, মৃদু, অভিমানবিবর্জ্জিত, সন্তুষ্ট, সহজভরণীয়, অল্পায়াসযুক্ত, ভারবিমুক্ত, শান্তেন্দ্রিয়, জ্ঞানী, গর্ব্বহীন ও জনসমাজে (ভিক্ষা-কালে) নির্লোভ হইবেন। তিনি এমন কিছু কুৎসিত কার্য্য করিবেন না, যে জন্য অপর বিজ্ঞ ব্যক্তিরা তাঁহাকে ভৎর্সনা করিতে পারেন; সকল প্রাণী সুখী ও ক্ষেমবান্ হউক; সকলেই আত্মাতে সুখী হউক।

"(জগতে) যত কিছু প্রাণবান্ জীব আছে, যাহারা সবল (জঙ্গম) বা দুর্ব্বল (স্থাবর); যাহারা সকলে দীর্ঘ বা মহৎ; যাহারা মধ্যম, হ্রস্ব, ক্ষুদ্র বা স্থূলকায়; যাহারা দৃষ্ট বা অদৃষ্ট; যাহারা দূরে বা নিকটে বাস করে; যাহারা সম্ভূত হইয়াছে, বা যাহারা সম্ভূত হইবে; সে সকল প্রাণীই আত্মাতে সুখী হউক।

"একে অপরকে বঞ্চনা করিবে না; একে অপরকে কোনও স্থানে অবজ্ঞা করিবে না; একে রুষ্ট বা প্রতিহিংসাপরায়ণ হইয়া অপরের দুঃখ কামনা করিবে না।

"মাতা যেমন আপনার প্রাণ দিয়াও নিজের পুত্রকে, নিজের একমাত্র পুত্রকে রক্ষা করেন, সেইরূপ প্রত্যেকে সর্ব্বভূতের প্রতি অপরিমেয় (মৈত্রীপূর্ণ) মনোভাব পোষণ করিবে।

"প্রত্যেকে ঊর্দ্ধে, অধোতে, চতুর্দ্দিকে সর্ব্বলোকের প্রতি মৈত্রী, অপরিমেয় (মৈত্রীপূর্ণ) মনোভাব, বাধাবিরহিত, বিদ্বেষবর্জ্জিত, অসপত্ন মনোভাব পোষণ করিবে।

"দণ্ডায়মান, চলনশীল, উপবিষ্ট, শয়ান—সে যতক্ষণ জাগ্রত থাকে, ততক্ষণ (সর্ব্বাবস্থাতে) এই প্রকার স্মৃতিতে অধিষ্ঠিত থাকিবে; সংসারে ইহাকেই লোকে ব্রহ্মবিহার বলে।

"যে-ব্যক্তি দার্শনিক জল্পনা আশ্রয় করে নাই, যে শীলবান্ ও দর্শনসম্পন্ন, সে কামসুখের স্পৃহা দমন করিবার পরে পুনরায় মাতৃগর্ভে প্রবেশ করিবে না।"

ইতিবুত্তকে মৈত্রীর গুরুত্ব বর্ণনাচ্ছলে তিনটী চমৎকার উপমা ব্যবহৃত হইয়াছে।

"পুণ্যকার্য্য সম্পাদনের সহায়স্বরূপ যতকিছু উপায় বর্ত্তমান আছে, সে গুলি মৈত্রী দ্বারা সংসিদ্ধ চিত্তবিমুক্তির ষোড়শ কলার সমতুল্য নহে। মৈত্রীকৃত চিত্তবিমুক্তিই উহাদিগকে আপনার মধ্যে গ্রহণ করিয়া (সে সমুদায় অপেক্ষা উজ্জ্বলতর রূপে) ভাতি পায়, দীপ্তি দেয়, প্রকাশমান হয়। যেমন (আকাশে) যতকিছু তারকা আছে, তাহাদিগের প্রভা চন্দ্রপ্রভার ষোড়শ কলার সমতুল্য নহে; চন্দ্রপ্রভাই উহাদিগকে আপনার মধ্যে গ্রহণ করিয়া (সে সমুদায় অপেক্ষা উজ্জ্বলতর রূপে) ভাতি পায়, দীপ্তি দেয়, প্রকাশমান হয়; যেমন বর্ষার শেষ মাসে শরৎকালে, আদিত্য নির্ম্মল মেঘনির্ম্মুক্ত নভস্তলে অধিরোহণ করে, এবং আকাশস্থ তিমিররাশি অভিভূত করিয়া (উজ্জ্বল রূপে) ভাতি পায়, দীপ্তি দেয়, প্রকাশমান হয়; যেমন রাত্রির প্রত্যূষ-সময়ে প্রভাতী তারা (উজ্জ্বলরূপে) ভাতি পায়, দীপ্তি দেয়, প্রকাশমান হয়;—ঠিক সেইরূপ পুণ্যকার্য্য সম্পাদনের সহায়স্বরূপ যতকিছু উপায় বর্ত্তমান আছে, সেগুলি 'মৈত্রী দ্বারা সংসিদ্ধ চিত্তবিমুক্তির ষোড়শ কলার সমতুল্য নহে; মৈত্রীকৃত চিত্তবিমুক্তিই উহাদিগকে আপনার মধ্যে গ্রহণ করিয়া ' (সে সমুদায় অপেক্ষা উজ্জ্বলতর রূপে) ভাতি পায়, দীপ্তি দেয়, প্রকাশমান হয়।" (ইতিবুত্তক, ১৯-২১ পৃষ্ঠা)।

বৌদ্ধ সাহিত্যে মৈত্রী, করুণা, মুদিতা ও উপেক্ষার সিদ্ধি ব্রহ্মবিহার বলিয়া অভিহিত হইয়াছে। তেবিজ্জসুত্ত। ৭৭-৭৯।

চতুর্থ কণ্ডিকা

সাধন-পথের অন্তরায়

প্রত্যেক ধর্ম্মেই সাধন-পথের কতকগুলি অন্তরায় আছে। বুদ্ধ ভিক্ষু-দিগকে তিন শ্রেণীর অন্তরায় অতিক্রম করিবার জন্য সর্ব্বদা প্রোৎসাহিত করিতেন। এই তিন শ্রেণীর অন্তরায় পঞ্চ নীবরণ (বাধা), দশ সংযোজন (শৃঙ্খল) ও চারি আসব (মদ)।

(১) পঞ্চ নীবরণ (পঞ্চ নীবরণানি)।

১। সংসারাসক্তি (অভিজ্ঝা ; নামান্তর কামচ্ছন্দ = ভোগস্পৃহা)।

২। অপরের অনিষ্টকামনা (ব্যাপাদ-পদোস)।

৩। দেহমনের অবসাদ (থীনমিদ্ধ)।

৪। উদ্বেগ ও অশান্তি (উদ্ধচ্চ-কুকুচ্চ)।

৫। সংশয় (বিচিকিচ্ছা, বিচিকিৎসা, সংশয়াকুলতা)।

সামঞ্ঞফল সুত্ত। ২।৬।৮। সংগীতি সুত্তন্ত। ২।১।৬ ॥

অভিধম্মপিটকে (ধম্মসঙ্গণি, ১০০৪) বিচিকিৎসা আট শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়াছে ; যথা, বুদ্ধ, ধম্ম ও সংঘে সংশয় ; বিনয়ে সংশয় ; অতীত, বর্ত্তমান ও অনাগত কর্ম্মে সংশয় ; এবং কর্ম্মফলে সংশয়।

ভগবান্ বুদ্ধ রাজগৃহে জীবকের আম্রবণে বাসকালে, কথাপ্রসঙ্গে মগধরাজ অজাতশত্রুকে বলিয়াছিলেন, "মহারাজ, ভিক্ষু যতদিন এই পাঁচটী অন্তরায় দূর করিতে না পারেন, ততদিন তিনি আপনাকে ঋণগ্রস্ত, রোগক্লিষ্ট, কারারুদ্ধ, দাসত্বাবদ্ধ, কান্তারে পথভ্রষ্টরূপে দর্শন করেন। আর, মহারাজ, যখন তিনি আপনার অন্তর হইতে এই পঞ্চ-অন্তরায় বিদূরিত করিয়াছেন, তখন তিনি আপনাকে অঋণী, নীরোগ, বন্ধনমুক্ত, স্বাধীন ও নিরাপদরূপে দর্শন করেন।" সামঞ্ঞফল সুত্ত। ২।৭৪॥ মহাঅস্সপুর সুত্ত।

(২) দশ সংযোজন।

১। 'আমি আছি', এই ভ্রান্তি (সক্কায়-দিট্ঠি)। (বৌদ্ধমতে 'আমি আছি,' এই মোহ দুঃখের নিদান)।

২। সংশয় (বিচিকিচ্ছা)।

৩। সৎকর্ম্ম ও ব্রতানুষ্ঠানের সার্থকতাতে বিশ্বাস (সীলব্বত-পরামাস)।

৪। ভোগাসক্তি (রাগ, কাম)।

৫। দ্বেষ (দোস, পটিঘ)।

৬। মোহ (মোহ)।

মহালিসুত্তে (১৩) এই ছয়টীর উল্লেখ আছে। সঙ্গীতি সুত্তন্তে ২।৩।১৩) সাতটী সংযোজনের নাম পাওয়া যায়—যথা, অনুনয় (কাম), পটিঘ, দিট্ঠি, বিচিকিচ্ছা, মান, ভবরাগ, অবিজ্জা। অতএব,

৭। মান (মানো, অভিমান, গর্ব্ব)।

৮। ভবরাগ [ইহা দুই ভাগে বিভক্ত—(১) রূপ-রাগ, পৃথিবীতে জন্মিবার বাসনা ; (২) অরূপ-রাগ, স্বর্গে জন্মিবার বাসনা]।

অপর দুইটী—

৯। ঔদ্ধত্য (উদ্ধচ্চ, ধর্ম্মাভিমান)।

১০। অবিদ্যা (অবিজ্জা)।

মহালিসুত্তে বুদ্ধ মহালিকে বলিতেছেন, "মহালি, লোকে যে পঞ্চ শৃঙ্খলে সংসারে আবদ্ধ রহিয়াছে, ভিক্ষু তাহা একেবারে ক্ষয় করিয়া স্বর্গে গমন করেন (ওপপাতিকো হোতি)। তিনি তথায় নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হন ; তথা হইতে তাঁহার আর পুনরাবৃত্তি নাই।" মহালিসুত্ত। ১৩।

(৩) চারি আসব। (আস্রব)।

১। কামাসব (কামাসবা, কামোপভোগজনিত মত্ততা)।

২। ভবাসব (ভবাসবা, জীবনের গর্ব্বজনিত মত্ততা)।

৩। দৃষ্টি-আসব (দিট্ঠাসবা, দার্শনিক জল্পনাজনিত মত্ততা)।

৪। অবিদ্যাসব (অবিজ্জাসবা, অজ্ঞানতাজনিত মত্ততা)।

মহাপরিনিব্বান সুত্তন্ত। ১।১২, ইত্যাদি।

দৃষ্টি-আসবের প্রধান দৃষ্টান্ত, নিম্নলিখিত দশটী বিষয়ে বৃথা বাগ্-বিতণ্ডা—

১। জগৎ (লোকো) কি শাশ্বত ?

২। জগৎ কি অশাশ্বত ?

৩। জগৎ কি অন্তবৎ ?

৪। জগৎ কি অনন্ত ?

৫। আত্মা ও দেহ কি এক ?

৬। আত্মা ও দেহ কি বিভিন্ন ?

৭। তথাগত কি মৃত্যুর পরে বর্ত্তমান থাকেন ?

৮। তথাগত কি মৃত্যুর পরে বর্ত্তমান থাকেন না ?

৯। তথাগত কি মৃত্যুর পরে বর্ত্তমান থাকেন ও বর্ত্তমান থাকেন না ?

১০। তথাগত কি মৃত্যুর পরে বর্ত্তমান থাকেন, তাহাও নহে, বর্ত্তমান থাকেন না, তাহাও নহে ?

পোট্ঠপাদ বুদ্ধের নিকটে এই দশটী প্রশ্নের মীমাংসা জানিতে চাহিয়াছিলেন; দশটীরই উত্তরে তিনি বলিয়াছিলেন, "আমি এ সম্বন্ধে কিছুই ব্যক্ত করি নাই।" তখন পোট্ঠপাদ জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভগবান্ কেন এ সমুদায় অব্যক্ত রাখিয়াছেন ?" বুদ্ধ তদুত্তরে বলিলেন—

"এই প্রশ্নের আলোচনায় কোনও লাভ নাই; ধর্ম্মের সহিত ইহার কোনও সম্পর্ক নাই; ইহা ব্রহ্মচর্য্যের (অর্থাৎ ধর্ম্মানুগত আচরণের) সহায় নহে; ইহা হইতে না নির্ব্বেদ, না বৈরাগ্য, না কামনার বিলোপ, না উপশম (শান্তি), না অভিজ্ঞা, না সম্বোধি (আষ্টাঙ্গিক মার্গের গভীর জ্ঞান), না নির্ব্বাণ প্রসূত হয়। এই জন্য আমি এ বিষয়ে কিছুই ব্যক্ত করি না।" পোট্ঠপাদসুত্ত।২৮॥

এই দশটী সমস্যা বৌদ্ধ শাস্ত্রে "অব্যক্ত তত্ত্ব" (অব্যাকতানি) নামে পরিচিত।

মহাগোবিন্দ সুত্তন্তে নিম্নলিখিত দোষগুলি নিন্দিত হইয়াছে। এই নিন্দাতে সকল ধর্ম্মেরই সায় আছে। সাধন-পথের অন্তরায়রূপে এগুলিও উল্লেখযোগ্য।

কোধো মোস-বজ্জং নিকতী চ দোভো
কদরিয়তা অতিমানো উসুয্যা
ইচ্ছা বিচিকিচ্ছা পর-হেঠনা চ
লোভো চ দোসো চ মদো চ মোহো
এতেসু যুত্তা অনিরামগন্ধা
আপায়িকা নীবুত-ব্রহ্মলোকা তি।

"ক্রোধ, মিথ্যাবাদ, প্রবঞ্চনা, বিশ্বাসঘাতকতা, স্বার্থপরতা, অভিমান, মাৎসর্য্য, লোভ, সংশয়, পরপীড়ন, কাম, দ্বেষ, মদ, মোহ—যে ব্যক্তি এই সকল দোষযুক্ত, সে দুর্গন্ধ, নিরয়গামী, ব্রহ্মলোক হইতে বহিস্কৃত।"

বথ্‌ূপমসুত্তে (মজ্ঝিম নিকায়, ৭ম সুত্ত) নিম্নোক্ত সতরটী দোষ চিত্তের কলুষ (উপক্কিলেসা) বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে।

অর্থ-চিন্তা (অভিজ্ঝা), বিষম লোভ (বিসমলোভো), অপচিকীর্ষা (ব্যাপাদো), ক্রোধ, বৈরিতা (উপনাহো), কপটতা (মক্খো), ঈর্ষা (পড়াসো), লিপ্‌সা, বা লোলুপতা (ইস্‌সা), মাৎসর্য্য (মচ্ছরিয়ং), মায়া (মায়া), শাঠ্য (শাঠেয্যং), একগুয়েমি (থম্ভো), দাম্ভিকতা (সারম্ভো), মান, অতিমান, মদ, প্রমাদ।

পঞ্চম কণ্ডিকা

সাধনের ফল

নির্ব্বাণ।

বুদ্ধ-প্রবর্ত্তিত সাধন-পথের ফল অর্হৎ-পদ বা নির্ব্বাণ-লাভ। বৌদ্ধ শাস্ত্রে বহুস্থলে অর্হতের লক্ষণ বর্ণিত হইয়াছে। তথাগত স্বয়ং বলিতেছেন, "যে ভিক্ষুর চিত্ত আসবসমূহ হইতে মুক্ত হইয়াছে, সেই মুক্তচিত্ত ব্যক্তির অন্তরে এই জ্ঞানের উদয় হয়, 'আমি মুক্ত হইয়াছি'; তিনি জানেন,

'পুনর্জ্জন্ম ক্ষয় হইয়াছে, ব্রহ্মচর্য্য (উচ্চতর ধর্ম্মজীবন) উদ্‌যাপিত হইয়াছে, যাহা করণীয় ছিল, কৃত হইয়াছে, ইহজীবনের পরে আমার আর অপর (জীবন) নাই।'" (সামঞ্ঞফল সুত্ত, ৯৭)। মজ্ঝিম নিকায়ের মহা-সচ্চক সুত্তে বুদ্ধ ঠিক এই কথায় আপনার নির্ব্বাণ-প্রাপ্তির অবস্থা বর্ণনা করিয়াছেন। সূত্র-পিটক ও বিনয়-পিটকের বহুস্থলে বুদ্ধ "অরহত" বলিয়া অভিহিত হইয়াছেন।

একদা বুদ্ধ দ্বাদশ-অযুত-ব্রাহ্মণ-পরিবৃত মগধরাজ বিম্বিসারের সমক্ষে নবশিষ্য উরুবেলাবাসী কাশ্যপকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কি দেখিয়া কঠোর কৃচ্ছ্রসাধন ও অগ্নিহোত্র পরিত্যাগ করিয়াছ?" কাশ্যপ এই কথা প্রসঙ্গে একটী শ্লোকে আপনার নির্ব্বাণ-প্রাপ্তির ছবি অঙ্কিত করিলেন—

দিস্বা পদং সন্তং অনুপধীকং অকিঞ্চনং কামভবে অসত্তং
অনঞ্ঞথাভাবি অনঞ্ঞনেয্যং, তস্মা না যিট্ঠে ন হুতে অরঞ্জিন্ তি ॥

মহাবগ্গ। ১।২২।৫ ॥

"আমি সেই শান্তির পদ দেখিয়াছি, যাহাতে উপধি অর্থাৎ সত্তার মূল এবং কিঞ্চন বা (সমুদায়) বন্ধনের অবসান হইয়াছে; যাহা কামাসব ও ভবাসব হইতে মুক্ত; যাহা অন্য ভাবে প্রবেশ করিতে পারে না, অন্য ভাবে নীত হইতে পারে না; এই জন্যই যজ্ঞ ও অগ্নিহোত্রে আমার রতি নাই।"

ইহার অব্যবহিত পূর্ব্বেই লিখিত আছে, ভগবান্ বুদ্ধ গয়াশীর্ষে অবস্থান-কালে ভিক্ষুগণকে নির্ব্বাণ-বিষয়ে উপদেশ দিতেছেন। উপদেশটীর সংক্ষিপ্ত মর্ম্ম প্রদত্ত হইল।

সমস্তই জ্বলিতেছে (সব্বং আদিত্তং)। চক্ষুঃ, শ্রোত্র, ঘ্রাণেন্দ্রিয়, জিহ্বা, ত্বক্, মন, এই সমুদায় ইন্দ্রিয়; ইন্দ্রিয়ের বিষয় ও বিষয়ের সহিত সংস্পর্শ-জনিত অনুভূতি (সে অনুভূতি সুখকর, দুঃখকর বা সুখদুঃখবিহীন, যাহাই হউক না কেন); রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ, স্পর্শ, মনন; সকলই জ্বলিতেছে। কোন্ অগ্নিতে জ্বলিতেছে? আসক্তির অগ্নিতে, দ্বেষের অগ্নিতে, মোহের অগ্নিতে জ্বলিতেছে; জন্ম, জরা, মৃত্যু, শোক, পরিতাপ, দুঃখ, দৌর্ম্মনস্য, নিরাশার অগ্নিতে জ্বলিতেছে। ইহা দেখিয়া বিদ্বান্

আর্য্য শিষ্যের চক্ষুঃ শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয়, ইন্দ্রিয়ের বিষয় ও বিষয়ের সহিত সংস্পর্শজনিত অনুভূতি, এবং রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ, স্পর্শ, শব্দ ও মনন প্রভৃতির প্রতি নির্ব্বেদ উপস্থিত হয় (নিব্বিন্দতি)। নির্ব্বেদ হইতে তাঁহার বিরাগ উৎপন্ন হয়; বিরাগ হইতে তিনি বিমুক্তি লাভ করেন; বিমুক্ত হইলে তাঁহার অন্তরে এই জ্ঞানের উদয় হয় 'আমি বিমুক্ত হইয়াছি'; তিনি জানেন, পুনর্জ্জন্ম ক্ষয় হইয়াছে; ব্রহ্মচর্য্য উদ্‌যাপিত হইয়াছে; যাহা করণীয় ছিল, কৃত হইয়াছে; ইহলোকে (তাঁহার) আর পুনরাবৃত্তি নাই। মহাবগ্গ। ১।২১ ॥

বুদ্ধ অন্যত্র বলিতেছেন, "যে ভিক্ষু অর্হৎ হইয়াছেন, যাঁহার আসব-সমূহ ক্ষয় হইয়াছে, যিনি জীবন যাপন করিয়াছেন, যাহা করণীয় ছিল সম্পন্ন করিয়াছেন, ভার নামাইয়া রাখিয়াছেন, মোক্ষ লাভ করিয়াছেন, পুনর্জ্জন্মের শৃঙ্খল সম্পূর্ণরূপে ক্ষীণ করিয়াছেন, সম্যক্ জ্ঞান-প্রভাব বিমুক্ত হইয়াছেন, তিনি এই নয়টী কার্য্য করিতে অসমর্থ, যথা—

১। ক্ষীণাসব ভিক্ষু ইচ্ছাপূর্ব্বক কোনও জীবের প্রাণ হরণ করিতে পারেন না।

২। অদত্ত বস্তুর গ্রহণ চৌর্য্য; তিনি অদত্ত বস্তু গ্রহণ করিতে পারেন না।

৩। তিনি কামেন্দ্রিয়ের সেবা করিতে পারেন না।

৪। তিনি জানিয়া শুনিয়া মিথ্যা কথা বলিতে পারেন না।

৫। তিনি পূর্ব্বে গার্হস্থ্য জীবনে যেমন করিতেন, সেইরূপ সাংসারিক সুখভোগের জন্য ধনসঞ্চয় করিতে পারেন না।

৬। তিনি ছন্দ অর্থাৎ নিজের যাহা ভাল লাগে, তদনুসারে চলিতে পারেন না (ছন্দগতিং গন্তুং)।

৭। তিনি দ্বেষের বশীভূত হইয়া চলিতে পারেন না।

তিনি মোহের বশীভূত হইয়া চলিতে পারেন না।

। তিনি ভয়ের বশীভূত হইয়া চলিতে পারেন না।"

পাসাদিক সুত্তন্ত। ২৬॥

উদানে সরস কবিতায় অর্হতের মাহাত্ম্য ঘোষিত হইয়াছে। বাহিয় দারুচীরিয় নামক আসবমুক্ত ভিক্ষু তরুণবৎসা গাভী দ্বারা নিহত হইলে

ভিক্ষুগণ বুদ্ধকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তিনি কি গতি, কি অভিসম্পরায় লাভ করিয়াছেন? তদুত্তরে বুদ্ধ বলিলেন, বাহিয় দারুচীরিয় পরিনির্ব্বাণ প্রাপ্ত হইয়াছেন; বলিয়া তিনি এই উদান উচ্চারণ করিলেন—

যথ আপো চ পঠবী তেজো বায়ো ন গাধতি,
ন তথ শুক্কা জোতন্তি আদিচ্চো ন প্পকাসতি,
ন তথ চন্দিমা ভাতি তমো তথ ন বিজ্জতি।
যদা চ অত্তন্ আবেদি মুনি মোনেন ব্রাহ্মণো,
অথ রূপা অরূপা চ সুখদুক্খা পমুচ্চতী তি॥

উদান। ১।১০॥

"(বাহিয় সেই লোকে গিয়াছেন,) যথায় পৃথিবী, অপ্, তেজঃ ও বায়ু তিষ্ঠিতে পারে না; তথায় শুক্লা, জ্যোৎস্নাময়ী রজনী নাই; তথায় আদিত্য প্রকাশিত হয় না; তথায় চন্দ্রমা ভাতি পায় না; তথায় অন্ধকার বিদ্যমান নাই। অপিচ, যখন শ্রেষ্ঠ মুনি (অর্হৎ) স্বীয় জ্ঞান দ্বারা দর্শন করিয়াছেন, তখন তিনি রূপ ও অরূপ, এবং সুখ ও দুঃখ হইতে প্রমুক্ত হয়েন।"

উদানটীর দ্বিতীয় ও তৃতীয় ছত্রে আমরা "ন তত্র সূর্য্যো ভাতি ন চন্দ্র তারকং, নেমা বিদ্যুতো ভান্তি কুতোঽয়মগ্নিঃ"—"সেখানে সূর্য্য দীপ্তি পায় না, চন্দ্রতারকা দীপ্তি পায় না, এই বিদ্যুৎসমূহ দীপ্তি পায় না, এ অগ্নি কোথায়?"—মুণ্ডকোপনিষদের (২।২।১০) এই প্রসিদ্ধ শ্রুতির সুস্পষ্ট প্রতিধ্বনি শুনিতে পাইতেছি। ইহাতে যে ভাষায় ব্রহ্মের মহিমা বর্ণিত হইয়াছে, উদানকার অরহতের প্রতি অবিকল সেই ভাষা প্রয়োগ করিয়াছেন।

এক্ষণে ধম্মপদ হইতে কয়েকটী শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া আমরা নির্ব্বাণের চিত্র সম্পূর্ণ করিব।

সুখবর্গ (সুখবগ্গো)।

সুসুখং বত জীবাম বেরিনেসু অবেরিনো,
বেরিনেসু মনুস্সেসু বিহরাম অবেরিনো।

সুসুখং বত জীবাম আতুরেসু অনাতুরা,
আতুরেসু মনুস্সেসু বিহরাম অনাতুরা।

সুসুখং বত জীবাম উস্সুকেসু অনুস্সুকা,
উস্সুকেসু মনুস্সেসু বিহরাম অনুস্সুকা।

সুসুখং বত জীবাম, যেসন্ নো ন'ত্থি কিঞ্চনং ;
পীতিভক্খা ভবিস্সাম দেবা আভস্সরা যথা ॥ ১৯৭—২০০ ॥

"এস, যাহারা বৈরপরায়ণ, আমরা বৈরবিরহিত হইয়া তাহাদিগের মধ্যে সুখে বাস করি ; বৈরপরায়ণ মনুষ্যসমাজে আমরা বৈরবিরহিত হইয়া বিহার করি।

"এস, আমরা আতুরগণের মধ্যে অনাতুর হইয়া সুখে বাস করি ; আতুর মনুষ্যসমাজে আমরা অনাতুর হইয়া বিহার করি।

"এস, যাহারা ঔৎসুক্যপরবশ, আমরা ঔৎসুক্যবিরহিত হইয়া তাহাদিগের মধ্যে সুখে বাস করি ; ঔৎসুক্যপরবশ মনুষ্যসমাজে আমরা ঔৎসুক্যবিরহিত হইয়া বিহার করি।

"এস, আমরা বন্ধনমুক্ত অকিঞ্চন হইয়া সুখে বাস করি ; ভাস্বর দেবগণের ন্যায় আমরাও সুখভুক্ হইব।"

অর্হৎ-বর্গ (অরহন্তবগ্গো)।

(অর্হতের লক্ষণ।)

যস্স্ ইন্দ্রিয়ানি সমথং গতানি,
অস্সা যথা সারথিনা সুদন্তা,
পহীনমানস্স, অনাসবস্স,
দেবাপি তস্স পিহয়ন্তি তাদিনো।

পঠবীসমো নো বিরুজ্ঝতি,
ইন্দখীলূপমো, তাদি সুব্বতো,
রহদো ব অপেতকদ্দমো ;
সংসারা ন ভবন্তি তাদিনো।

সন্তং তস্স মনং হোতি, সন্তা বাচা চ কম্ম চ,
সম্মদঞ্ঞাবিমুত্তস্স, উপসন্তস্স তাদিনো। ৯৪—৯৬ ॥

"সারথি কর্ত্তৃক সুসংযত অশ্বগণের ন্যায় যাহার ইন্দ্রিয়সমূহ শান্ত হইয়াছে, যে অভিমানশূন্য, আসবমুক্ত, দেবতারাও এতাদৃশ লোককে স্পৃহা করেন।

"যে পৃথিবীসম নির্বিরোধ, যে ইন্দ্রকীলোপম, যে তাদৃশ সুব্রত ও হ্রদতুল্য অপগতকর্দ্দম, এতাদৃশ লোকের সংসার (বা পুনরাবৃত্তি) নাই।

"যে সম্যক্ জ্ঞানপ্রভাবে বিমুক্ত, এবং এই প্রকার উপশান্ত, তাহার মন শান্ত, তাহার বাক্য ও কর্ম্ম শান্ত।"

নির্ব্বাণ পরম সুখ (ধম্মপদ। ২০৩, ২০৪)। উহা শূন্যতা নহে। সাধক সাধনবলে উহা ইহলোকেই লাভ করিতে সমর্থ। বিনয়-পিটক ও সূত্র-পিটকে তাহার অনেক দৃষ্টান্ত আছে। গার্হস্থ্য জীবনও নির্ব্বাণ-প্রাপ্তির অনতিক্রম্য পরিপন্থী নহে। মিলিন্দপ্রশ্নে উক্ত হইয়াছে, বহু গৃহস্থ গৃহধর্ম্ম পালন করিয়াও অর্হৎপদ বা নির্ব্বাণের অধিকারী হইয়াছিলেন। (মিঃ প্রঃ, ৪।৬।১৬ ; ৬।২—৫)।

ষষ্ঠ কণ্ডিকা

ধর্ম্মাদর্শ

বৌদ্ধ ধর্ম্মের "ত্রিশরণ" এদেশে সুপরিচিত ; যে-ব্যক্তি এই ধর্ম্মে প্রবেশ করিতে চাহে, তাহাকে "বুদ্ধের শরণ লইতেছি," "ধর্ম্মের শরণ লইতেছি," "সংঘের শরণ লইতেছি," এই তিনটী মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া দীক্ষা গ্রহণ করিতে হয়। বুদ্ধ, ধর্ম্ম ও সংঘ, এই তিন অঙ্গকে সমভাবে স্বীকার না করিলে কেহই এই ধর্ম্মের অধিকারী হইতে পারে না। তথাগত "ধর্ম্মাদর্শ" নামে এই তত্ত্বটীর গুরুত্ব পরিব্যক্ত করিয়াছেন। মহাপরিনির্ব্বাণসূত্রে ধর্ম্মাদর্শ (ধম্মাদাসো) কি, এই প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলিতেছেন—

"হে আনন্দ, এই সংসারে আর্য্য শ্রাবক (অর্হৎ-শিষ্য) সর্ব্বান্তঃকরণে বুদ্ধের শরণাগত হয় ; সে বিশ্বাস করে, 'ভগবান্ অর্হৎ, সম্যক্

সম্বুদ্ধ, বিদ্যা-সদাচার-সম্পন্ন, সুগত, লোকবিৎ, অনুত্তর, পুরুষ-চিত্তজয়ে সারথি, দেব ও মনুষ্যগণের শিক্ষক, বুদ্ধ ভগবান্।' সে সর্ব্বান্তঃকরণে ধর্ম্মের শরণাগত হয়; সে বিশ্বাস করে, 'ভগবান্ এই ধর্ম্ম সংস্থাপন করিয়াছেন; ইহা এই জগতের হিতকর; ইহা কালাতীত (অর্থাৎ কদাপি বিলুপ্ত হইবে না); ইহা সকলকেই সমাদরে আহ্বান করিতেছে; ইহা মোক্ষের সেতু; ইহা জ্ঞানীগণের দ্বারা প্রত্যেকের (সাধনবলে) বেদিতব্য।' সে সংঘের শরণাগত হয়; সে বিশ্বাস করে, 'ভগবানের সংখ্যাবহুল শিষ্যসংঘ আষ্টাঙ্গিক মার্গের চতুরঙ্গে সম্যক্ সাধনশীল, ঋজুপথগামী (ধর্ম্মশীল), ন্যায়াচারী, বিধির বাধ্য'; সে বিশ্বাস করে, 'ভগবানের এই শিষ্যসংঘ সম্মানার্হ, আতিথেয়তার যোগ্য, দক্ষিণার যোগ্য, অঞ্জলি-পূর্ব্বক পূজার যোগ্য; ইঁহারা এলোকে অনুত্তর পুণ্যক্ষেত্র।'" মহাপরিনিব্বান সুত্তন্ত ।২।৯ ॥

সংঘ-স্থাপন বুদ্ধের একটী প্রধান কার্য্য; ইনি গৃহস্থদিগের জন্য সহজ-পালনীয় ধর্ম্মনীতি নির্দ্দেশ করিয়া ভিক্ষুদিগের জন্য উচ্চাঙ্গের কঠিন সাধন-পদ্ধতি প্রবর্ত্তিত করিয়াছেন। উপরে তাহারই কিঞ্চিৎ আভাস প্রদত্ত হইয়াছে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

সাদৃশ্য

আমরা এতক্ষণ যে-ধর্ম্মের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিতে প্রয়াস পাইলাম, তাহার প্রতিষ্ঠাতা মানবসমাজে মুক্তির নব পন্থা প্রচারে যাত্রা করিবার পূর্ব্বে উহাকে এই সকল বিশেষণে বিশেষিত করিয়াছেন—অধিগতো খো ম্যায়ং ধম্মো গম্ভীরো দুদ্দসো দুরনুবোধো সন্তো পণীতো অতক্কাবচরো নিপুণো পণ্ডিতবেদনীয়ো। (মহাবগ্গ। ১।৫।২)।—"আমি যে ধর্ম্ম অধিগত হইয়াছি, তাহা সুগভীর, দুর্লক্ষ্য, দুর্ব্বোধ্য, শান্তিপ্রদ, মহোচ্চ, তর্কের অগোচর, দুরূহ, (কেবল) পণ্ডিতগণের জ্ঞেয়।" গ্রীক ধর্ম্মে ও এই ধর্ম্মে কত প্রভেদ। অথচ, আমরা গ্রীক ধর্ম্মে নিষ্ঠাবান্ সোক্রাটীস ও বৌদ্ধ

ধর্ম্মের প্রবর্ত্তক শাক্য গৌতমের মধ্যে ঐক্যের স্থান অন্বেষণ করিতেছি। আপনাদিগের নিকটে ইহা আলেয়ার পশ্চাতে ছুটিয়া যাওয়ার ন্যায় পণ্ডশ্রম বলিয়া প্রতীয়মান হইতে পারে। কিন্তু আমরা বস্তুতঃ আলেয়া বা মায়া-মৃগের পশ্চাতে ধাবিত হই নাই; আমরা এই দুই মহাপুরুষের মধ্যে নানা বিষয়ে অপূর্ব্ব সাদৃশ্যের নিদর্শন পাইয়াছি বলিয়াই ইঁহাদিগের তুলনামূলক অনুশীলনে প্রবৃত্ত হইয়াছি। আপনারা ধৈর্য্য ধরিয়া অপেক্ষা করুন, দেখিতে পাইবেন, দেশ ও কাল, জাতি ও ধর্ম্মের ব্যবধান অতিক্রম করিয়া মহাজনগণের চিন্তার ধারা কেমন আশ্চর্য্যরূপে পরস্পরের সন্নিহিত হইয়া থাকে।

প্রথম কণ্ডিকা

মধ্যপথ

আমরা এই অধ্যায়ের প্রারম্ভে মহাবগ্গ হইতে যে স্থলটী উদ্ধৃত করিয়াছি, তাহাতে তথাগত আপনার ধর্ম্মকে মধ্যপথ বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। তিনি নিজে ভোগৈশ্বর্য্য পায়ে ঠেলিয়া মানবের দুঃখনিবৃত্তির পথ খুঁজিবার জন্য সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছিলেন; সম্বোধি লাভের পূর্ব্বে তিনি কঠোর তপস্যা দ্বারা শরীরকে যে-প্রকার নিগৃহীত করিয়াছিলেন, জগতে তাহার উপমা বিরল; আজিও তাঁহার তপস্যার বৃত্তান্ত পাঠ করিতে করিতে শরীর রোমাঞ্চিত হইয়া উঠে। (মজ্ঝিম নিকায়, ৩৬ম সুত্ত)। আপনার অভিজ্ঞতা হইতেই তিনি এই স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলেন, যে ধর্ম্মার্থীর পক্ষে আত্যন্তিক সুখাসক্তি ও আত্যন্তিক কৃচ্ছ্র-সাধন, উভয়ই তুল্যরূপে বর্জ্জনীয়। সে কালে অস্বাভাবিক দৈহিক নিগ্রহের বিরুদ্ধে সংগ্রাম ঘোষণা করিবার প্রয়োজন ছিল। উদুম্বরিক-সীহনাদ সুত্তন্ত তাহার প্রমাণ। উহাতে আত্মনিগ্রহময় তপস্যা সম্বন্ধে তাঁহার মত বিশদরূপে ব্যক্ত হইয়াছে। কস্সপ-সীহনাদ সুত্তে, (১৫) তিনি বলিতেছেন, "হে কাশ্যপ, কোনও ব্যক্তি যদি নগ্ন থাকে, মলমূত্রের বিচার না করে, জিহ্বা দ্বারা হস্ত লেহন করে, এবং এই প্রকারে অপর বহুবিধ কৃচ্ছ্র সাধন করে—(এগুলি পূর্ব্ববর্ত্তী পরিচ্ছেদে সবিস্তার বর্ণিত হইয়াছে)—

এমন কি, সে যদি দিনে একবার, কি সপ্তাহে একবার, কি পক্ষে একবার আহার করে, অথচ, সে যদি শীল-সম্পদ্, চিত্ত-সম্পদ্ উপার্জ্জন না করিয়া থাকে, তবে সে শ্রমণত্ব হইতে বহুদূরে, ব্রাহ্মণত্ব হইতে বহুদূরে। কিন্তু, হে কাশ্যপ, যখন হইতে ভিক্ষু চিত্তকে বৈর-ও-বিদ্বেষ-বিরহিত প্রেমে পূর্ণ করেন, যখন হইতে তিনি আসবসমূহের ক্ষয়বশতঃ চিত্ত ও প্রজ্ঞার অনাসব মুক্তিতে বাস করেন, যে মুক্তি তিনি এই পরিদৃশ্যমান সংসারে থাকিয়াই জানিতে ও সম্ভোগ করিতে আরম্ভ করিয়াছেন, তখন হইতে, হে কাশ্যপ, সেই ভিক্ষু শ্রমণ বলিয়া অভিহিত হন, ব্রাহ্মণ বলিয়া অভিহিত হন।" বুদ্ধের এই বাণী আমাদিগকে স্পষ্টাক্ষরে বলিয়া দিতেছে, যে প্রকৃত ধর্ম্মজীবনের সহিত বাহ্যিক আচার ও তপস্যার কোনও সম্পর্ক নাই। এই জন্য তিনি অযথা-দুঃখবহনের নিন্দা করিয়াছেন। পক্ষান্তরে ইন্দ্রিয়পরিচর্য্যাকে তিনি বিষবৎ পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। এই দ্বিবিধ হেতু হইতেই তাঁহার ধর্ম্ম মধ্যপথ বলিয়া পরিকীর্ত্তিত হইয়াছে। তিনি স্বয়ং ভিক্ষুদিগের জন্য যে নিয়মাবলি প্রণয়ন করেন, তাহার একদিকে যেমন ভোগাকাঙ্ক্ষা দমনের ব্যবস্থা আছে, তেমনি অপর দিকে শ্লীলতা এবং দৈহিক স্বাস্থ্য ও স্বচ্ছন্দতার প্রতিও দৃষ্টি রাখা হইয়াছে। বুদ্ধ একস্থলে নগ্নতাকে গুরুতর অপরাধ (থুল্লচ্চয়) বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। (মহাবগ্গ। ৮।২৮।১)।

সোক্রাটীসও মধ্যপথের পথিক ছিলেন। গ্রীক জাতি সন্ন্যাসের পক্ষপাতী ছিল না ; সোক্রাটীসও গৃহস্থাশ্রম ত্যাগ করেন নাই ; নিরর্থক দৈহিক নিগ্রহ তাঁহার আদর্শ ছিল না ; কিন্তু আমরা দেখিয়াছি, তিনি কেমন কষ্টসহিষ্ণু, সংযমী ও মিতাচারী পুরুষ ছিলেন। তিনি সর্ব্বত্র ভোগাসক্তি ও ইন্দ্রিয়পরতন্ত্রতার তীব্র প্রতিবাদ করিতেন। আত্ম-সমর্থন-কালে তিনি আথীনীয়দিগকে বলিয়াছিলেন, "আমি আর কিছুই না করিয়া শুধু সর্ব্বত্র যাতায়াত করিতেছি ; এবং যুবক ও বৃদ্ধ তোমাদের সকলকেই বুঝাইতে চাহিতেছি, যে তোমরা অগ্রেই দেহের জন্য, অর্থের জন্য, এত ভাবিও না, এমন ব্যস্ত হইয়া খাটিয়া মরিও না ; কিন্তু আত্মা যাহাতে পূর্ণতা লাভ করিতে পারে, তাহারই জন্য যত্নশীল হও ; আমি বলিতেছি, অর্থ হইতে ধর্ম্ম উদ্ভূত হয় না, কিন্তু ধর্ম্ম হইতেই অর্থ ও মানবের

স্বকীয় ও রাষ্ট্রীয় অপর যাবতীয় শুভ প্রসূত হইয়া থাকে।" (Ap., 17)। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ত্যাগ ও সংযমের সাধনে সোক্রাটীস ও ভারতীয় সাধকগণের মধ্যে আশ্চর্য্য সৌসাদৃশ্য আছে। প্লেটো লিখিয়াছেন, "ইন্দ্রিয়-সুখ জীবনের শ্রেষ্ঠ সম্পদ্ নহে, কিন্তু মাত্রা, সাম্য, মধ্যমাবস্থা, উপযোগিতা, ইহাতেই শাশ্বত স্বভাব নিহিত আছে।" (প্রথম খণ্ড, ৪৭৫ পৃষ্ঠা)। ধর্ম্ম বা পুণ্য সাম্য বা মধ্যমাবস্থা, ইহাই আরিষ্টটল-প্রদত্ত ধর্ম্মের (aretē) সংজ্ঞা। (ঐ, ৪৬৯ পৃষ্ঠা)। শিষ্য ও প্রশিষ্য শ্রেয়ঃ ও ধর্ম্মের যে সংজ্ঞা দিয়াছেন, তাহাতে গুরুর প্রভাব বিদ্যমান, সন্দেহ নাই। বুদ্ধ ও সোক্রা-টীস ধর্ম্ম বলিতে ঠিক এক বস্তু বুঝিতেন না, কিন্তু ধর্ম্ম যে মধ্যপথ, সে সম্বন্ধে তাঁহারা একমত। প্রমাণস্বরূপ বুদ্ধের আর একটী উক্তি উদ্ধৃত হইতেছে ; ইহার মর্ম্ম প্লেটোর মত হইতে একেবারে অভিন্ন।

সোণ কোড়িবিসকে উপদেশ দিবার কালে তথাগত বলিতেছেন—বীণার তার অতিরিক্ত মাত্রায় টানিয়া বাঁধিলে (অচ্চায়তা) তাহা হইতে স্বর নির্গত হয় না, তাহা বাজাইবার যোগ্য থাকে না ; আবার বীণার তার একান্ত শিথিল হইলে তাহা হইতে স্বর নির্গত হয় না, তাহা বাজাই-বার যোগ্য থাকে না ; কিন্তু যখন বীণার তার অতিরিক্ত মাত্রায় টানিয়া বাঁধা হয় নাই, একান্ত শিথিলও হয় নাই, কিন্তু সমগুণে প্রতিষ্ঠিত আছে, তখনই উহা হইতে স্বর নির্গত হয়, উহা বাজাইবার যোগ্য থাকে। "সোণ, ঠিক সেইরূপ একান্ত উগ্র বীর্য্য (বা অধ্যবসায়) ঔদ্ধত্যের (অর্থাৎ ধর্ম্মাভিমানের) জনক, এবং অতি হীন বীর্য্য আলস্যের নিদান। অতএব, সোণ, তুমি বীর্য্যের সমতায় অধিষ্ঠিত থাক, এবং অন্তরিন্দ্রিয়ের সমতায় উপনীত হইতে চেষ্টা কর ; ইহাই তোমার মননের লক্ষ্য হউক।" মহাবগ্গ। ৫।১।১৫—১৭॥

দ্বিতীয় কণ্ডিকা

জ্ঞান ও ধর্ম্ম

বৌদ্ধ ধর্ম্ম পূর্ণ মাত্রায় জ্ঞানের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত ; ইহাতে অতীন্দ্রিয় সত্তাতে বিশ্বাস একেবারেই নাই। যিনি আত্মার অস্তিত্ব অস্বীকার

করিয়াছেন, তিনি যে চিত্তের নিভৃততম কোণেও ঈশ্বরে বিশ্বাস পোষণ করিতেন, ইহা সম্ভবপর বলিয়া বোধ হয় না। বুদ্ধ শুধু এক অনাদি কার্য্য-কারণ-শৃঙ্খলই মানিতেন। কর্ম্ম ও পুনর্জ্জন্ম, এই দুইটীর সাহায্যে তিনি দুঃখের নিদান নির্ণয় করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন। তিনি বলিতে-ছেন, যে-ব্যক্তি দুঃখবিষয়ক চারিটী আর্য্য সত্য অবগত হইয়া আর্য্য আষ্টাঙ্গিক মার্গে প্রবেশ করিয়াছে, সাধনপ্রভাবে কালে তাহার দুঃখের নিবৃত্তি হইবে। এই মার্গের সাধন সম্পূর্ণরূপে জ্ঞানমূলক; ইহার প্রত্যেকটী অঙ্গ বিশুদ্ধ জ্ঞান-প্রসূত; বিশেষতঃ সম্যক্ দৃষ্টি, সম্যক্ সংকল্প, সম্যক্ স্মৃতি ও সম্যক্ সমাধি নিরবচ্ছিন্ন জ্ঞানমার্গের সাধন; উপরে এগুলির যে ব্যাখা প্রদত্ত হইয়াছে, তাহা হইতে ইহা স্পষ্ট উপলব্ধ হইবে। আমরা এখানে স্মৃতি সম্বন্ধে আরও কিঞ্চিৎ বলিয়া বিষয়টী স্ফুটতর করিতেছি। মহাসতিপট্ঠান সুত্তন্তে তথাগত স্মৃতির সাধন-বিষয়ে প্রাঞ্জল উপদেশ দিয়াছেন। তাহার আদিতেই তিনি বলিতেছেন—"ভূত-গণের পরিশুদ্ধি, শোক পরিতাপের অতিক্রম, দুঃখদৌর্ম্মনস্যের বিনাশ ও বিশুদ্ধ ন্যায় ও বিচার-প্রণালীর অধিগমের জন্য ভিক্ষুদিগের পক্ষে চতুর্বিধ স্মৃতি-উপস্থানই একমাত্র পন্থা।" এই চতুর্বিধ স্মৃতির সাধন কি? "এখানে ভিক্ষু কায়কে এই ভাবে দর্শন করিবেন, যাহাতে তিনি সংসারে প্রবল যে আসঙ্গ (বা তৃষ্ণা) ও মনের অবসাদ (দোমনস্স), তাহা জয় করিয়া অগ্নিময় (আতাপী), স্বপ্রতিষ্ঠ ও স্মৃতিমান্ থাকিতে পারেন।" এইরূপে তিনি বেদনা, চিত্ত ও ধর্ম্ম সম্বন্ধেও ঠিক ঐ প্রকার সাধন করি-বেন।

কায়কে তিনি কি প্রকারে ঐ ভাবে দর্শন করিতে রত থাকিবেন?

এই প্রশ্নের উত্তরে তথাগত যাহা বলিয়াছেন, তাহার মর্ম্ম এই—নিঃশ্বাসপ্রশ্বাস-গ্রহণ, পাদচারণ, গমনাগমন, অবলোকন, অনবলোকন, পান, ভোজন, নিদ্রা, জাগরণ, বাক্যালাপ, নির্ব্বাক্ থাকা, দণ্ডায়মান থাকা, উপবিষ্ট হওয়া—ভিক্ষু যাহাই করুন না কেন, তাহাতেই তিনি জানেন, যে তিনি এই কর্ম্ম করিতেছেন (সম্পজানকারী হোতি)। তিনি না জানিয়া শুনিয়া অজ্ঞের মত কিছুই করেন না। অপিচ, তিনি কায়ের

উৎপত্তি ও বিলয় এবং অন্যান্য ধর্ম্ম ও বিকার সম্বন্ধে নিয়ত ধ্যান করেন। বেদনা, চিত্ত ও ধর্ম্ম-বিষয়েও এতদনুরূপ সাধন উপদিষ্ট হইয়াছে। ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় ধ্যান—পঞ্চ নীবরণ, পঞ্চ উপাদান-স্কন্ধ (রূপ, বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার ও বিজ্ঞান), আভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক ষড়ায়তন (চক্ষু, শ্রোত্র, ঘ্রাণেন্দ্রিয়, জিহ্বা, ত্বক্ ও মন), সপ্ত বোধাঙ্গ ও চারি আর্য্য সত্য, এই পাঁচ ভাগে বিভক্ত। ইহার প্রত্যেকটী সম্বন্ধেই বিস্তৃত ব্যাখ্যা প্রদত্ত হইয়াছে। মানুষ সর্ব্বদা স্মৃতিমান্ ও অপ্রমত্ত থাকিবে, সে আত্মবিস্মৃত হইয়া মোহ-বশে কিছুই করিবে না, সমগ্র উপদেশটীর ইহাই মর্ম্ম-কথা। এই প্রকার উপদেশ তিনি অসংখ্য বার দিয়াছেন। দেহত্যাগের অল্পকাল পূর্ব্বেও তিনি বলিতেছেন, "হে ভিক্ষুগণ, তোমরা স্মৃতিমান্ (সতো) থাকিও, তোমরা স্বপ্রতিষ্ঠ (সম্পজানো) থাকিও—ইহাই তোমাদিগের প্রতি আমার অনুশাসন।" মহাপরি। ২।১২ ॥

শুধু আষ্টাঙ্গিক মার্গ নয়, উপরে যে আর ছয়টী সাধন-প্রণালী উল্লিখিত হইয়াছে, বিশ্লেষণ করিলে দেখা যাইবে, যে তাহারও প্রত্যেকটী জ্ঞান-প্রধান ; বস্তুতঃ, যে ধর্ম্ম বলে, অবিদ্যাই দুঃখের আদি কারণ, তাহা জ্ঞানপ্রধান না হইয়াই পারে না।

তৎপরে, বৌদ্ধ ধর্ম্মে যে জ্ঞানই সর্ব্বোপরি আসন লাভ করিয়াছে, ইহার প্রতিষ্ঠাতার নামই তাহার উজ্জ্বল নিদর্শন। শাক্যমুনি এই জন্যই বুদ্ধ নাম গ্রহণ করিয়াছিলেন, যে তাঁহার অন্তরে সত্য জ্ঞানের আলোক উদ্ভাসিত হইয়াছিল। তিনি যখন ধর্ম্মপ্রচারার্থ বারাণসীতে পঞ্চবর্গীয় ভিক্ষুগণের নিকটে আগমন করিলেন, তখন তাঁহারা তাঁহাকে নাম ধরিয়া ও সখা (আবুসো) বলিয়া সম্বোধন করিয়াছিলেন। এই প্রকার অভিহিত হইলে ভগবান্ বুদ্ধ পঞ্চবর্গীয় ভিক্ষুদিগকে বলিলেন—"হে ভিক্ষুগণ, তোমরা তথাগতকে নাম ধরিয়া ও সখা বলিয়া ডাকিও না ; ভিক্ষুগণ, তথাগত অর্হৎ, সম্যক্ সম্বুদ্ধ।" (মহাবগ্গ। ১।৬।১৫,০১২)। তার পর, তিনি তাঁহাদিগের নিকটে নবধর্ম্ম ব্যাখ্যা করিলেন ; তাঁহার ব্যাখ্যা শুনিয়া একে একে পঞ্চবর্গীয় ভিক্ষুগণের বিরজ ও নির্ম্মল "ধর্ম্ম-চক্ষু উৎপন্ন হইল ; তাঁহাদিগের আধ্যাত্মিক দৃষ্টি খুলিয়া গেল ; তাঁহারা

বুঝিলেন, যাহা কিছুর উদয় আছে, তাহারই বিলয় আছে; তাঁহারা ধর্ম্ম দর্শন করিলেন, ধর্ম্ম আয়ত্ত করিলেন, ধর্ম্ম অবগত হইলেন, ধর্ম্মে প্রগাঢ়রূপে পারদর্শী হইলেন (দিট্‌ঠধম্মো পত্তধম্মো বিদিতধম্মো পরিয়োগাঢ়ধম্মো); তাঁহাদিগের সংশয় অপনোদিত হইল; তাঁহারা পূর্ণজ্ঞান লাভ করিলেন; আচার্য্যের অনুশাসন বুঝিবার জন্য তাঁহাদিগের অপরের অপেক্ষা রহিল না; তৎপরে তাঁহারা দুঃখের ঐকান্তিক নিবৃত্তির জন্য ভগবান্ বুদ্ধের সমীপে প্রব্রজ্যা ও উপসম্পদা গ্রহণ করিলেন। মহাবগ্গ। ১।৬।৩২—৩৭॥

বুদ্ধের ধর্ম্মপ্রচারে ইহা একটী চিরস্মরণীয় বিশেষত্ব। তিনি শ্রোতৃবর্গের বিশ্বাস ও ভাব উদ্দীপন করিবার প্রয়াস পাইতেন না; তিনি তাহাদিগের জ্ঞানচক্ষুর উন্মেষ সাধন করিতেন। তিনি কদাপি এমন চাহিতেন না, যে তাহারা বিনা চিন্তায় না বুঝিয়া নির্ব্বিচারে তাঁহার কথা মানিয়া লইবে। এই জন্য তাঁহার অভিভাষণগুলি আগাগোড়া জ্ঞানগর্ভ, যুক্তি ও বিচারে পরিপূর্ণ। তিনি এত বিশদরূপে দুরূহ তত্ত্বগুলি বুঝাইয়া দিতেন, যে বিনয়-পিটকে ও সূত্র-পিটকে তাঁহার ধর্ম্মব্যাখ্যার প্রশংসা-সূচক একটী বাক্য পুনঃ পুনঃ ব্যবহৃত হইয়াছে। যস নামক কুলীন যুবকের পিতা এক গৃহপতি শ্রেষ্ঠী বুদ্ধের ধর্ম্মবিবৃতি শুনিয়া বলিয়া উঠিলেন—"ভগবন্, চমৎকার, ভগবন্, চমৎকার; ভগবন্, আপনার ব্যাখ্যা কি প্রকার? না, একজন যেন যাহা পড়িয়া গিয়াছিল, তাহা উঠাইল; যাহা আবৃত ছিল, তাহা অনাবৃত করিল; যে পথ হারাইয়াছিল, তাহাকে পথ দেখাইয়া দিল; অন্ধকারে প্রদীপ লইয়া আসিল, যাহাতে চক্ষুষ্মান্ ব্যক্তিরা, যাহার যাহার রূপ আছে, তাহা দেখিতে পায়; ঠিক তেমনি ভগবান্ অনেক প্রকারে (অনেকপরিয়ায়েন) ধর্ম্ম প্রকাশিত করিয়াছেন।" (মহাবগ্গ। ১।৭।১০)। বুদ্ধ এত জ্ঞানের পক্ষপাতী ছিলেন, যে তৎপ্রতিষ্ঠিত ভিক্ষু-সংঘে বৈরাগ্যও ব্রহ্মচর্য্যের শপথ আছে, কিন্তু পাশ্চাত্য সন্ন্যাসি-সম্প্রদায়ের ন্যায় বাধ্যতার শপথ নাই। বৌদ্ধমতে সত্যজ্ঞানলাভই মুক্তি।

আমরা বুদ্ধ ও সোক্রাটীসের মধ্যে ধর্ম্মের নিগূঢ় তত্ত্বে এই একটী ঐক্যের সন্ধান পাইলাম। সোক্রাটীসও বুদ্ধের ন্যায় জ্ঞানকে ধর্ম্মের সহিত অচ্ছেদ্য

যোগে যুক্ত করিয়াছিলেন। তিনি বলিতেন, জ্ঞান ও ধর্ম্ম এক। আমরা ষষ্ঠ অধ্যায়ে এই বাক্যটীর বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছি, এখানে পুনরুক্তির প্রয়োজন নাই; এক কথায় এইটুকু বলিলেই যথেষ্ট হইবে, যে বুদ্ধের শিক্ষা-প্রভাবে বৌদ্ধগণ যেমন বিশ্বাস করে, জ্ঞান ভিন্ন কেহই শুদ্ধ ও সুন্দর হইতে পারে না, সোক্রাটীসও তেমনি বলিতেন, জ্ঞান বিনা ধর্ম্ম-লাভ অসম্ভব। শুধু তাহাই নহে; তিনি মনে করিতেন, যেমন জ্ঞান ছাড়া ধর্ম্ম তিষ্ঠিতে পারে না, তেমনি জ্ঞানের উদয় হইলে ধর্ম্ম আপনি আগমন করে। তিনি এমনই জ্ঞানের উপাসক ছিলেন, যে ভ্রমপূর্ণ কথা' বলাটাকেও একান্ত দোষাবহ বিবেচনা করিতেন; তিনি বলিতেন, উহা আত্মার অকল্যাণ করে। (Phaedon, 115)। সোক্রাটীসও বুদ্ধের ন্যায় এই উপদেশ দিতেন, যে মানুষের চিন্তা, বাক্য ও কার্য্য, সমস্তই জ্ঞানানুগত হওয়া কর্ত্তব্য। তৎপরে, বুদ্ধের ধর্ম্মপ্রচারে ও সোক্রাটীসের জ্ঞানবিতরণে আশ্চর্য্য সাদৃশ্য আছে। ইঁহারা কেহই অন্ধ বিশ্বাসের সাহায্যে স্বীয় মত প্রতিষ্ঠিত করিতে প্রয়াসী হইতেন না; কেহই একটা সুমীমাংসিত ও সুপরিণত তত্ত্ব অপরের হাতে তুলিয়া দিবার জন্য ব্যগ্র ছিলেন না; তাঁহারা উভয়েই মানুষকে সচেতন করিবার দিকে, তাহার বোধ বিকশিত করিবার দিকেই সমধিক লক্ষ্য রাখিতেন। আমরা সোক্রাটীসের শিক্ষাদান-প্রণালী সবিস্তার আলোচনা করিয়াছি। এস্থলে শুধু বুদ্ধের শিক্ষাদান-প্রণালীর একটা দৃষ্টান্ত আহরণ করিব। পোক্ষরসাদি নামক এক ব্রাহ্মণ বুদ্ধকে ভিক্ষুদলসহ স্বগৃহে নিমন্ত্রণ করিয়া লইয়া গেলেন। অতিথিগণের ভোজন সমাপ্ত হইলে পোক্ষরসাদি একখানি নীচ আসনে বুদ্ধের সমীপে একান্তে উপবেশন করিলেন। "তখন ভগবান্ বুদ্ধ একান্তে আসীন পোক্ষর-সাদিকে আনুপূর্ব্বিক ধর্ম্ম-কথা (আনুপুব্বিকথং) বলিলেন, অর্থাৎ তিনি দান-কথা, শীল-কথা, স্বর্গ-কথা, কামসমূহের বিপত্তি, ব্যর্থতা ও পঙ্কিলতা, এবং নৈষ্কর্ম্ম্য বা ত্যাগের মাহাত্ম্য ব্যাখ্যা করিলেন। যখন ভগবান্ বুদ্ধ দেখিলেন, যে পোক্ষরসাদির চিত্ত উন্মুখ, কোমল, গ্রন্থিমুক্ত, উদ্দীপ্ত (উদগ্র) ও প্রসন্ন (শ্রদ্ধান্বিত বা বিশ্বাসোপযোগী) হইয়াছে, তখন তিনি যে-ধর্ম্মতত্ত্ব কেবল বুদ্ধগণ সম্যক্ অবগত হইয়াছেন, তাহাই বিবৃত

করিলেন—তাহা দুঃখ, দুঃখসমুদয়, দুঃখনিরোধ ও দুঃখনিরোধমার্গ। যেমন, যে-শুদ্ধ বস্ত্রের দাগগুলি বিধৌত হইয়াছে, তাহা পূর্ণরূপে রং গ্রহণ করে, তেমনি সেই আসনেই ব্রাহ্মণ পোক্ষরসাদির বিরজ নির্ম্মল ধর্ম্মচক্ষু উৎপন্ন হইল—তিনি বুঝিলেন, 'যাহা কিছুর উদয় আছে, তাহারই বিলয় আছে।'" অম্বট্ঠসুত্ত। ২১ ॥

এই বৃত্তান্ত নিবিষ্টচিত্তে পাঠ করিলে আপনারা সহজেই উপলব্ধি করিতে পারিবেন, বুদ্ধ ও সোক্রাটীসের শিক্ষাদান-প্রণালীর মধ্যে কি ঘনিষ্ঠ সাদৃশ্য আছে।

তৃতীয় কণ্ডিকা

পুরুষকার

বুদ্ধের ধর্ম্ম পুরুষকারের ধর্ম্ম ; ইহাতে প্রার্থনার স্থান নাই। ইহার সাধক অপরের কৃপার ভিখারী নহে। ইহা বলিতেছে, প্রত্যেক মনুষ্য আপনার সাধনবলে মুক্তি লাভ করিতে পারে। বুদ্ধ কাহাকেও পরিত্রাণ করেন না ; তিনি পরিত্রাণের পথ দেখাইয়া দেন। মহাপরিনির্ব্বাণের কিয়ৎকাল পূর্ব্বে তিনি আনন্দকে বলিতেছেন—

তস্মাৎ ইহ' আনন্দ অত্ত-দীপা বিহরথ অত্ত-সরণা অনঞ্ঞ-সরণা, ধম্ম-দীপা ধম্ম-সরণা অনঞ্ঞ-সরণা। মহাপরি। ২।২৬ ॥

"অতএব, হে আনন্দ, তোমরা আপনার প্রদীপ হও, আপনার শরণ লও, অন্যের শরণ লইও না ; তোমরা ধর্ম্মকে আপনার প্রদীপ কর, ধর্ম্মের শরণ লও, অন্যের শরণ লইও না।"

বুদ্ধপ্রবর্ত্তিত সাধনপদ্ধতি পর্য্যালোচনা করিলে দেখা যায়, যে ইহাতে বীর্য্যের সমাদর খুব অধিক। দীনের দীন হইয়া অশ্রুসিক্ত হৃদয়ে কোনও অতীন্দ্রিয় পুরুষের মুখাপেক্ষী হইয়া বসিয়া থাকিলে নির্ব্বাণপ্রাপ্তি হইবে, তথাগত এমন শিক্ষা কদাপি দেন নাই ; তাঁহার মতে প্রত্যেকেই আত্ম-চেষ্টায় ইহলোকেই অর্হৎ-পদের অধিকারী হইতে সক্ষম।

আমরা প্রথম খণ্ডে বলিয়াছি, গ্রীক দার্শনিকগণের মতে জ্ঞান, বীর্য্য, সংযম ও ন্যায় ধর্ম্মের লক্ষণ। সুতরাং আমরা অনায়াসেই বলিতে পারি,

সেশ্বর গ্রীক ধর্ম্ম ও নিরীশ্বর বৌদ্ধ ধর্ম্মের মধ্যে জ্ঞান, বীর্য্য ও সংযম, এই তিন সাধারণলক্ষণগত ঐক্য আছে। গ্রীক ধর্ম্মও পুরুষকার প্রধান। "উন্মত্ত ভাবোচ্ছ্বাস, মর্ম্মন্তুদ অনুশোচনা, ধূলিতে অবলুণ্ঠন, দরবিগলিত ধারে অশ্রু-বর্ষণ—এগুলি গ্রীক ধর্ম্মের প্রকৃতিবিরুদ্ধ।" (প্রথম খণ্ড, ৩৩২ পৃষ্ঠা)। "গ্রীক জাতির ধর্ম্মসাধনে দীনতা, অনুতাপ ও বিলাপ তেমন স্থান পায় নাই।" (ঐ, ৩৩৭ পৃষ্ঠা)। অতএব, পুরুষকারের সমাদরে বুদ্ধ ও সোক্রাটীসের মধ্যে স্বভাবতঃই ঐক্য দৃষ্ট হইতেছে। সোক্রাটীস প্রার্থনা-শীল ছিলেন; কিন্তু তিনি সকল বিষয়ের জন্য দেবতার চরণে প্রার্থনা করা সঙ্গত বোধ করিতেন না। তিনি অতি বীর্য্যবান্, নির্ভীক পুরুষ ছিলেন। যিনি যুদ্ধক্ষেত্রে, জনসভায়, রাষ্ট্রবিপ্লবে কোন দিন ভয় কাহাকে বলে জানিতেন না, জীবনের অন্তিমসময়ে বিষপান করিতে করিতেও যিনি মুহূর্ত্তের জন্যও বিচলিত হন নাই, তিনি যে পুরুষকারের আদর্শস্থানীয় ছিলেন, তাহা বাহুল্য করিয়া বলিবার আবশ্যকতা নাই।

চতুর্থ কণ্ডিকা

বিচার-প্রণালী

আমরা শিক্ষাপ্রণালী সম্বন্ধে বুদ্ধ ও সোক্রাটীসের সাদৃশ্য দিঙ্মাত্র প্রদর্শন করিয়াছি। লোকশিক্ষকরূপেই এই দুই মহাজনের মধ্যে নানা বিষয়ে বিচিত্র ঐক্য দেখিতে পাওয়া যায়। আমরা একে একে সেগুলির আলোচনা করিব। প্রথমেই বিচার-প্রণালী আমাদিগের মনোযোগ আকর্ষণ করিতেছে।

জ্ঞানালোচনায় সোক্রাটীস কি কি সংস্কারের কার্য্য সাধন করেন, তাহা পঞ্চম অধ্যায়ে বর্ণিত হইয়াছে; প্রশ্নোত্তরমূলক বিচার-প্রণালীর প্রকৃতি কি, দৃষ্টান্ত দ্বারা তাহাও বুঝাইতে আমরা চেষ্টা করিয়াছি। এখানে আমরা বিনয়-পিটক হইতে একটী ও সূত্র-পিটকের অন্তর্গত দীঘ নিকায় হইতে আর একটী উদাহরণ আহরণ করিয়া দেখাইব, যে বুদ্ধ ও সোক্রা-টীসের বিচার-প্রণালী প্রায় একরূপ।

(১) আত্মা নাই।

বুদ্ধ পঞ্চবর্গীয় ভিক্ষুদিগের নিকটে প্রমাণ করিতেছেন, যে আত্মা নাই।

"তৎপরে ভগবান্ পঞ্চবর্গীয় ভিক্ষুদিগকে কহিলেন, হে ভিক্ষুগণ, রূপ (দেহ) আত্মা নহে ; রূপ যদি আত্মা হইত, তবে তাহা রোগের অধীন হইত না ; তাহা হইলে আমরা বলিতে পারিতাম, 'আমার রূপ এই প্রকার হউক।' কিন্তু, হে ভিক্ষুগণ, যেহেতু রূপ আত্মা নহে, এই জন্যই তাহা রোগের অধীন, এবং এই জন্যই আমরা বলিতে পারি না, 'আমার রূপ এই প্রকার হউক ; আমার রূপ এই প্রকার না হউক।'

বেদনা আত্মা নহে.........সংজ্ঞা আত্মা নহে.........সংস্কার আত্মা নহে.........বিজ্ঞান আত্মা নহে। বেদনা যদি আত্মা হইত......ইত্যাদি (অবিকল পূর্ব্ববৎ)।

এখন, ভিক্ষুগণ, তোমরা কি মনে কর, রূপ নিত্য, না অনিত্য ?

অনিত্য, ভগবন্।

যাহা অনিত্য, তাহা দুঃখ উৎপাদন করে, না সুখ উৎপাদন করে ?

দুঃখ উৎপাদন করে, ভগবন্।

পুনশ্চ, যাহা অনিত্য, দুঃখদায়ক, বিকারের অধীন, তাহার সম্বন্ধে কি আমরা ভাবিতে পারি, 'ইহা আমার, আমি ইহাই, ইহাই আমার আত্মা' ?

না, ভগবন্, এরূপ ভাবিতে পারি না।

বেদনা...সংজ্ঞা...সংস্কার...বিজ্ঞান...নিত্য না অনিত্য ?

অনিত্য, ভগবন্।

যাহা অনিত্য, তাহা দুঃখ উৎপাদন করে, না সুখ উৎপাদন করে ?

দুঃখ উৎপাদন করে।

পুনশ্চ, যাহা অনিত্য, দুঃখদায়ক, বিকারের অধীন, তাহার সম্বন্ধে আমরা কি ভাবিতে পারি, 'ইহা আমার, আমি ইহাই, ইহাই আমার আত্মা' ?'

না, ভগবন্, এরূপ ভাবিতে পারি না।

অতএব, হে ভিক্ষুগণ, যে কোনও রূপ অতীত, অনাগত বা বর্ত্তমান ; যাহা কোনও জীবের ; কিংবা কোনও জীবের নহে ; যাহা স্থূল বা সূক্ষ্ম, হীন বা উত্তম, দূরে বা নিকটে ; সে সমুদায় রূপ আমার নহে, আমি তাহা নহি, তাহা আমার আত্মা নহে। যে সম্যক্‌ যথার্থ জ্ঞান লাভ করিয়াছে, তাহার ইহা এইরূপেই দর্শন করা কর্ত্তব্য।

যাহা কিছু বেদনা...যাহা কিছু সংজ্ঞা...যাহা কিছু সংস্কার...যাহা কিছু বিজ্ঞান...অতীত, অনাগত বা বর্ত্তমান ; যাহা কোন জীবের ; কিংবা কোনও জীবের নহে ; যাহা স্থূল বা সূক্ষ্ম, হীন বা উত্তম, দূরে বা নিকটে ; সে সমুদায় বেদনা...সংজ্ঞা...সংস্কার...বিজ্ঞান আমার নহে, আমি তাহা নহি, তাহা আমার আত্মা নহে। যে সম্যক্‌ যথার্থ জ্ঞান লাভ করিয়াছে, তাহার ইহা এইরূপেই দর্শন করা কর্ত্তব্য।" মহাবগ্গ। ১।৬।৩৮—৪৫॥

(২) ব্রাহ্মণ কে ?

সোণদণ্ডের সহিত বুদ্ধের, ব্রাহ্মণ কে ? এই বিষয়ে বিচার হইতেছে।

"তখন সোণদণ্ড দেহ উন্নত করিয়া চতুর্দ্দিকে অবলোকনপূর্ব্বক ভগবান্‌ বুদ্ধকে বলিলেন—হে গৌতম, যে-ব্যক্তির পাঁচটী লক্ষণ বিদ্যমান, এবং যে মিথ্যা কথা না বলিয়া সত্য সত্যই বলিতে পারে, 'আমি ব্রাহ্মণ,' ব্রাহ্মণেরা তাহাকেই ব্রাহ্মণ কহেন। এই পাঁচটী লক্ষণ কি কি ? প্রথমতঃ, সে পিতা ও মাতা, উভয়কুলেই সুজাত ; ঊর্দ্ধে সাত পুরুষ পর্য্যন্ত তাহার বংশ বিশুদ্ধ ; তাহার জন্ম সম্বন্ধে কোনও দোষ নাই, কোনও অপবাদ নাই।

তৎপরে, সে (বেদ) অধ্যয়নকারী, মন্ত্রধর, তিন বেদে পারদর্শী ; সে নির্ঘণ্ট, নিরুক্ত, শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, ইতিহাস ইত্যাদি বেদাঙ্গ আয়ত্ত করিয়াছে ; লোকায়ত দর্শন ও মহাপুরুষ-লক্ষণে তাহার অধিকার আছে।

অপিচ, সে রূপবান্‌, সুদর্শন, শ্রদ্ধাভাজন, সুন্দরবর্ণ, উজ্জ্বলকান্তি, দেখিতে মনোহর, মহিমময়।

তার পর, সে শীলবান্‌ (সদাচারী) ; তাহার শীল উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইতেছে ; সে প্রভূতশীলসম্পন্ন।

পরিশেষে, সে পণ্ডিত, মেধাবী, যাহারা দর্বী ধারণ করে (অর্থাৎ যজ্ঞের পুরোহিত), তাহাদিগের মধ্যে প্রথম বা দ্বিতীয়।

হে গৌতম, যে-ব্যক্তির...ব্রাহ্মণ কহেন।

কিন্তু, ওহে ব্রাহ্মণ, এই পাঁচটী লক্ষণের একটী লক্ষণ বর্জ্জন করিয়া যে-ব্যক্তির অপর চারিটী লক্ষণ আছে, তাহাকে কি ব্রাহ্মণ বলা সম্ভব? এবং সে কি মিথ্যা কথা না বলিয়া সত্য সত্যই বলিতে পারে, 'আমি ব্রাহ্মণ'?

হাঁ, গৌতম, সম্ভব। এই পঞ্চলক্ষণের মধ্যে আমরা বর্ণ বর্জ্জন করিতে পারি। কেন না, বর্ণে কি আসিয়া যায়? তাহার যদি অপর চারিটী লক্ষণ (সুজন্ম, বেদজ্ঞান, সদাচার ও পাণ্ডিত্য) থাকে, তবেই ব্রাহ্মণগণ তাহাকে ব্রাহ্মণ বলিবেন; এবং সে...'আমি ব্রাহ্মণ।'

কিন্তু, ওহে ব্রাহ্মণ, এই চারিটী লক্ষণের একটী লক্ষণ বর্জ্জন করিয়া যে-ব্যক্তির অপর তিনটী লক্ষণ আছে, তাহাকে কি ব্রাহ্মণ বলা সম্ভব? এবং সে কি...'আমি ব্রাহ্মণ'?

হাঁ, গৌতম, সম্ভব। এই চারিটী লক্ষণের মধ্যে আমরা বেদাঙ্গ বর্জ্জন করিতে পারি; কেন না, বেদাঙ্গে কি আসিয়া যায়? তাহার যদি অপর তিনটী লক্ষণ (সুজন্ম, সদাচার ও পাণ্ডিত্য) থাকে, তবেই ব্রাহ্মণগণ তাহাকে ব্রাহ্মণ বলিবেন; এবং সে...'আমি ব্রাহ্মণ।'

কিন্তু, ওহে ব্রাহ্মণ, এই তিনটী লক্ষণের একটী লক্ষণ বর্জ্জন করিয়া, যে-ব্যক্তির অপর দুইটী লক্ষণ (সদাচার ও পাণ্ডিত্য) আছে, তাহাকে কি ব্রাহ্মণ বলা সম্ভব? এবং সে কি......'আমি ব্রাহ্মণ'?

হাঁ, গৌতম, সম্ভব; এই তিনটী লক্ষণের মধ্যে আমরা জন্ম বর্জ্জন করিতে পারি; কেন না জন্মে কি আসিয়া যায়? তাহার যদি শীল ও পাণ্ডিত্য, এই অপর দুইটী লক্ষণ থাকে, তবেই ব্রাহ্মণগণ তাহাকে ব্রাহ্মণ বলিবেন, তবেই সে মিথ্যা কথা না বলিয়া সত্যসত্যই বলিতে পারে, 'আমি ব্রাহ্মণ।'

ব্রাহ্মণ সোণদণ্ড এই প্রকার বলিলে অন্যান্য ব্রাহ্মণেরা তাঁহাকে বলিয়া উঠিল, "'সোণদণ্ড, এমন কথা বলিও না,' 'সোণদণ্ড, এমন কথা বলিও না।'" সোণদণ্ড সুত্ত। ১৩—১৬॥

পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে, সোক্রাটীস ধাত্রীর ন্যায় জ্ঞান-শিশুর প্রসবে সাহায্য করিতেন। বুদ্ধের বিচার-প্রণালীতেও এই বিশেষত্ব দৃষ্ট হয়। বিচার-প্রণালীতে আর এক বিষয়ে ইঁহাদিগের সাদৃশ্য আছে। ইঁহারা উভয়েই আলোচ্য বিষয়টী সুবোধ্য করিবার অভিপ্রায়ে সহজ ও সাধারণ দৃষ্টান্ত গ্রহণ করিতেন।

পঞ্চম কণ্ডিকা

শিক্ষাদান ও শিক্ষাগ্রহণ

শিক্ষাদান ও শিক্ষাগ্রহণ সম্বন্ধে বুদ্ধের মত অতি উদার ছিল। তিনি বলিতেন, সকলেরই শিক্ষা লাভ করিবার অধিকার আছে; জ্ঞান কোনও জাতি বা সম্প্রদায়ের সম্পত্তি নহে; বিদ্যা-উপার্জ্জন হইতে কেহ কাহাকেও বঞ্চিত করিতে পারে না। তৎপরে, যাহার জ্ঞান-বিতরণের উপযোগী শক্তি ও দক্ষতা আছে, সেই শিক্ষা-ব্রত অবলম্বন করিতে পারে; কিন্তু যে বিদ্যাদানের ভার গ্রহণ করিয়াছে, তাহার স্বয়ং অধ্যেতব্য বিষয়ে পারগামী হওয়া প্রয়োজন; আপনি সিদ্ধ না হইলে কেহই অপরকে সিদ্ধি দান করিতে পারে না; যে নিজে কোনও একটা বিষয়ে শিক্ষা প্রাপ্ত হয় নাই, সে অন্যকে তাহা কিরূপে শিক্ষা দিবে? পরিশেষে, সুশিক্ষক জিজ্ঞাসুর নিকট কিছুই গোপন রাখেন না; তিনি শিক্ষাদানে কার্পণ্য করেন না; তিনি শিষ্যের সমক্ষে অকাতরে জ্ঞান-ভাণ্ডার উন্মুক্ত করিয়া দেন, নিজে যাহা জানেন, তাহা সমগ্র তাহাকে অর্পণ করেন।

এই আদর্শ দ্বারা বিচার করিয়া তিনি তিন শ্রেণীর নিন্দনীয় শিক্ষক চিত্রিত করিয়াছেন। লোহিচ্চ সুত্তে তিনি লোহিচ্চ (লৌহিত্য) নামক ব্রাহ্মণকে বলিতেছেন—

"প্রথমতঃ, হে লৌহিত্য, এক শ্রেণীর শিক্ষক আছে, যে, সে যে-শ্রমণত্বের উদ্দেশ্যে গৃহত্যাগ করিয়া প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিয়াছে, তাহাতে সিদ্ধকাম হয় নাই। সে নিজে শ্রমণত্ব লাভ না করিয়াই শিষ্যদিগকে ধর্ম্ম শিক্ষা দেয়, যথা, ইহা হিতকর, ইহা সুখের সোপান। তাহার শিষ্যগণ তাহার কথা শুনে না; তাহার বাক্যে কর্ণপাত করে না; তাহার উপদেশ

বুঝিয়া দৃঢ়চিত্তও হয় না; তাহারা শিক্ষকের অনুশাসন উপেক্ষা করিয়া স্বেচ্ছানুরূপ বিচরণ করে। এই প্রকার শিক্ষক ভৎর্সনার যোগ্য; তাহাকে লোকে বলিতে পারে, 'মহাশয়, তুমি যে শ্রমণত্বের উদ্দেশ্যে গৃহত্যাগ করিয়া প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিয়াছে, তাহাতে সিদ্ধকাম হও নাই; তুমি নিজে শ্রমণত্ব লাভ না করিয়াই শিষ্যদিগকে এই ধৰ্ম্ম শিক্ষা দিতেছ, ইহা হিতকর, ইহা সুখের সোপান। তোমার শিষ্যগণ তোমার কথা শুনে না; তোমার বাক্যে কর্ণপাত করে না; তোমার উপদেশ শুনিয়া দৃঢ়চিত্তও হয় না; তাহারা স্বেচ্ছানুরূপ বিচরণ করে। তুমি ঠিক সেই রকম লোক, যে, যে-রমণী তাহাকে প্রত্যাখ্যান করিতেছে, তাহারই জন্য লোলুপ, যে-রমণী মুখ ফিরাইয়া আছে, তাহাকেই আলিঙ্গন করিবার জন্য লালায়িত। আমি বলিতেছি, তোমার ধর্ম্মশিক্ষা দিবার লালসাও ঐরূপ অপবিত্র; কেন না, এ অবস্থায় এক জন অপরের জন্য কি করিতে পারে?'

"পুনশ্চ, হে লৌহিত্য, আর এক শ্রেণীর শিক্ষক অছে, যে, সে যে-শ্রমণত্বের উদ্দেশ্যে গৃহত্যাগ করিয়া প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিয়াছে, তাহাতে সিদ্ধকাম হয় নাই। সে নিজে শ্রমণত্ব লাভ না করিয়াই শিষ্যদিগকে ধৰ্ম্ম শিক্ষা দেয়, যথা, ইহা হিতকর, ইহা সুখের সোপান। তাহার শিষ্যগণ তাহার কথা শুনে; তাহার বাক্যে কর্ণপাত করে; তাহার উপদেশ শুনিয়া দৃঢ়চিত্ত হয়; তাহারা শিক্ষকের অনুশাসন উপেক্ষা করিয়া স্বেচ্ছানুরূপ বিচরণ করে না। এই প্রকার শিক্ষক (অবিকল ঐ সকল কথায়) ভৎর্সনার যোগ্য; তাহাকে লোকে বলিতে পারে, 'তুমি ঠিক সেই রকম লোক, যে নিজের ক্ষেত্র পরিত্যাগ করিয়া অপরের ক্ষেত্রে কণ্টক তুলিতে যায়; আমি বলিতেছি, তোমার ধৰ্ম্ম শিক্ষা দিবার লালসাও ঐরূপ অপবিত্র; কেন না, এ অবস্থায় একে অন্যের জন্য কি করিতে পারে?'

"আবার, হে লৌহিত্য, অন্য এক শ্রেণীর শিক্ষক আছে, যে, সে যে-শ্রমণত্বের উদ্দেশ্যে গৃহত্যাগ করিয়া প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিয়াছে, তাহাতে সিদ্ধকাম হইয়াছে। সে শ্রমণত্ব লাভ করিয়া শিষ্যদিগকে এই ধৰ্ম্ম শিক্ষা দেয়, ইহা হিতকর, ইহা সুখের সোপান। কিন্তু তাহার শিষ্যগণ তাহার

কথা শুনে না; তাহার বাক্যে কর্ণপাত করে না; তাহার উপদেশ শুনিয়া দৃঢ়চিত্ত হয় না; তাহারা শিক্ষকের অনুশাসন উপেক্ষা করিয়া স্বেচ্ছানুরূপ বিচরণ করে। এই প্রকার শিক্ষক (পূর্ব্বোক্তরূপ) ভৎর্সনার যোগ্য। লোকে তাহাকে বলিতে পারে, 'তুমি ঠিক সেই রকম লোক, যে পুরাতন বন্ধন ছিন্ন করিয়া নূতন বন্ধনে আবদ্ধ হইয়াছে। আমি বলি, তোমার ধর্ম্ম শিক্ষা দিবার লালসাও ঐরূপ অপবিত্র; কেন না, এ অবস্থায় একে অন্যের জন্য কি করিতে পারে?'" লোহিচ্চ সুত্ত। ১৬—১৮॥

প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর শিক্ষক সম্বন্ধে বুদ্ধ যাহা বলিয়াছেন, তাহা সোক্রাটীসের মনের কথা; সফিষ্টদিগের সহিত তাঁহার বিরোধের বিবরণ পড়িলে ইহাতে অণুমাত্রও সংশয় থাকিবে না। তা' ছাড়া, তিনি সদা সর্ব্বদা পুরবাসীদিগকে ইহাই বলিতেন, যে, যে-ব্যক্তি যাহা জানে না, তাহার তাহাতে হাত দেওয়া উচিত নয়। তবে তৃতীয় শ্রেণীর শিক্ষকের নিন্দায় তিনি সায় দিতেন কিনা, সন্দেহ; কেন না, আমরা দেখিয়াছি, যে চাহিত না, তাহার সহিতও তিনি তত্ত্বালোচনা করিতে ছাড়িতেন না। বুদ্ধ শুধু শিক্ষাকামী, শিক্ষানুরাগী, শ্রদ্ধাবান্ ব্যক্তিদিগকেই ধর্ম্মোপদেশ দিতেন। অঙ্গুত্তর নিকায়। ১ম খণ্ড। ২৩৮—৯ পৃষ্ঠা।

বুদ্ধের সময়ে ভারতবর্ষেও সফিষ্টের অভাব ছিল না। তিনি একস্থলে বলিতেছেন—"অনেক শ্রমণ ও ব্রাহ্মণ আছে, তাহারা বান মাছের ন্যায় পিচ্ছিল (অমরাবিক্ষেপিকা); তাহাদিগকে কিছু জিজ্ঞাসা করিলে তাহারা দ্ব্যর্থ কথার জোরে বান মাছের ন্যায় এড়াইয়া যায়; কিছুতেই ধরা দেয় না। কোনও বিষয়ে মত প্রকাশ করিলে পাছে তাহাদিগের ভ্রম হয়, এই ভয়ে ও ভ্রমের প্রতি ঘৃণাবশতঃ তাহারা কখনও বলে না, 'ইহা ভাল' বা 'ইহা মন্দ'। তাহাদিগকে কোন বিষয়ে প্রশ্ন করিলে তাহারা দ্ব্যর্থ কথার জোরে বান মাছের ন্যায় এড়াইয়া যায়; তাহারা বলে, 'আমি ইহা এই প্রকার বিবেচনা করি না; কিন্তু আমি ভিন্ন মতও প্রকাশ করিতেছি না; তুমি যাহা বলিতেছ, তাহা আমি অস্বীকার করিতেছি না, এবং আমি এরূপও বলিতেছি না, যে তুমি যাহা বলিতেছ, তাহা ইহাও নয়, উহাও নয়।'" ব্রহ্মজাল সুত্ত। ২।২৩, ২৪॥

সোক্রাটীস আত্মসমর্থন করিবার কালে বলিয়াছিলেন, তিনি কাহারও গুরু হইয়া বসেন নাই ; তিনি যুবক, বৃদ্ধ, ধনী, দরিদ্র, সকলকেই তাঁহার সহিত আলাপ করিবার অধিকার দিয়াছেন ; তিনি যখন যাহা বলিয়াছেন, তাহাতে গোপন করিবার কিছুই ছিল না ; সকলেই অবাধে তাহা শুনিবার সুযোগ পাইয়াছে। (Ap., 21)।

কি আশ্চর্য্য ! "আজিও অর্দ্ধ পৃথিবী যাঁর চরণে প্রণত," তিনি জীবলীলা সাঙ্গ করিবার প্রাক্কালে ঘোষণা করিয়া গেলেন, তিনি ভিক্ষু-সংঘের নেতা নহেন। তিনি সকলকেই সমভাবে ধর্ম্ম শিক্ষা দিয়াছেন ; তাঁহার ধর্ম্মে সংগোপন রাখিবার কিছুই নাই। আপনারা তাঁহার এই অমৃতোপমবাণী শ্রবণ করুন।

বুদ্ধ জীবনের সায়ংকালে একবার দুরন্ত ব্যাধিতে আক্রান্ত হইয়া ধীরে ধীরে আরোগ্য লাভ করিলেন। একদা আনন্দ তাঁহার সমীপে উপবেশন করিয়া বলিলেন, তাঁহার পীড়ার সময়ে তিনি এই ভাবিয়া কিঞ্চিৎ আশ্বাস পাইয়াছিলেন, যে ভগবান্ ভিক্ষু-সংঘের উদ্দেশ্যে কিছু উপদেশ না দিয়া পরিনির্ব্বাণ প্রাপ্ত হইবেন না।

তখন বুদ্ধ বলিলেন, "আনন্দ, ভিক্ষু-সংঘ আমার নিকট পুনশ্চ কি প্রত্যাশা করিতেছে ? হে আনন্দ, আমি আমার ধর্ম্মে অন্তর বাহির ভেদ না রাখিয়া উহা প্রচার করিয়াছি ; কোন কোনও আচার্য্য যেমন এক একটা তত্ত্ব মুষ্টিবদ্ধ করিয়া রাখেন, তথাগতের সত্যসমূহে সেরূপ মুষ্টিবদ্ধ কিছুই নাই। আনন্দ, যদি এমন কেহ থাকে, যে ভাবে, 'আমি ভিক্ষু-সংঘের পরিচালক হইব,' কিংবা 'ভিক্ষু-সংঘ আমার দিকেই চাহিয়া আছে,' তবে সেই নিশ্চয় ভিক্ষু-সংঘের উদ্দেশ্যে কিছু উপদেশ দিবে। কিন্তু, আনন্দ, তথাগতের চিত্তে এমন চিন্তার উদয় হয় নাই, যে, 'আমি ভিক্ষু-সংঘের পরিচালক হইব,' কিংবা 'ভিক্ষু-সংঘ আমার দিকে চাহিয়া আছে।' তবে তিনি কেন ভিক্ষু-সংঘের উদ্দেশ্যে কিছু উপদেশ দিয়া যাইবেন ?" মহাপরি। ২।২৫ ॥

ইহার পরে, পরিনির্ব্বাণের কিছুক্ষণ পূর্ব্বে, বুদ্ধ আয়ুষ্মান্ আনন্দকে বলিলেন, "আনন্দ, তোমাদিগের মধ্যে কেহ কেহ হয় তো ভাবিতেছে,

'(আমাদিগের) শিক্ষকের শিক্ষা-বাক্য সমাপ্ত হইল; (আমাদিগের) আর শিক্ষক নাই।' না, আনন্দ, তোমাদিগের বিষয়টী এই ভাবে দর্শন করা কর্ত্তব্য নহে। আনন্দ, আমি তোমাদিগের জন্য যে ধর্ম্ম প্রকট করিয়াছি, যে বিনয় (বিধি-ব্যবস্থা) প্রতিষ্ঠিত করিয়াছি, আমার মৃত্যুর পরে তাহাই তোমাদিগের শিক্ষক হইয়া থাকিবে।" মহাপরি। ৬।১ ॥

অনেক ধর্ম্মসম্প্রদায়েই অন্তর ও বাহির, esoteric and exoteric, এই দুই দল দেখা যায়। বুদ্ধের ধর্ম্ম বিশ্বমানবের জন্য, উহাতে 'নরনারী সাধারণের সমান অধিকার'। পরাক্রান্ত ভূপতি হইতে অবজ্ঞাত গণিকা পর্য্যন্ত কেহই তাঁহার মুক্তিপ্রদবাণী-শ্রবণে বঞ্চিত হয় নাই। আবার, এমন অনেক আচার্য্য ও উপদেষ্টা আছেন, যাঁহারা শিষ্যগণের চিন্তা ও মতের স্বাধীনতা গ্রাস করিতে চাহেন। বুদ্ধ ও সোক্রাটীস, উভয়েই সত্যপ্রচারে কার্পণ্য, ও নেতা হইবার আগ্রহ, এই দুই দোষ হইতে মুক্ত ছিলেন।

ষষ্ঠ কণ্ডিকা

প্রচারের উদ্দেশ্য

সোক্রাটীস জ্ঞান প্রচার করিতে যাইয়া কাহারও নিকটে এক কপর্দ্দকও গ্রহণ করিতেন না; তিনি শিষ্য সংগ্রহ করিয়া দলপুষ্টির জন্যও লালায়িত ছিলেন না। তিনি কি উদ্দেশ্যে জ্ঞান-বিতরণে আপনাকে আহুতি দিয়াছিলেন, তাহা "আত্মসমর্থনে" তিনি নিজেই বিবৃত করিয়াছেন। আপনারা এক্ষণে বুদ্ধের একটী উক্তি পাঠ করুন; দেখিবেন, এক্ষেত্রেও তাঁহারা পরস্পরের কেমন নিকটতম।

বুদ্ধ নিগ্রোধকে বলিতেছেন—"নিগ্রোধ, আমি তোমাকে বলিতেছি, কোনও বুদ্ধিমান্, সৎ, অকপট (অমায়াবী), সরলপ্রকৃতি পুরুষ আমার নিকটে আসুক, আমি তাহাকে উপদেশ দিব, আমি তাহাকে ধর্ম্মশিক্ষা দিব। নিগ্রোধ, তুমি হয় তো ভাবিতেছ, 'শ্রমণ গৌতম শিষ্য (অন্তেবাসী) সংগ্রহের কামনায় এই প্রকার বলিতেছেন; আমাদিগকে জীবিকোপায় হইতে চ্যুত করিবার জন্য এই প্রকার বলিতেছেন; আমাদিগের ধর্ম্মে

যে-যে-ভ্রান্তি আছে, সেই সেই ভ্রান্তিতে আমরা যাহাতে নিমগ্ন থাকি, সেই উদ্দেশ্যে এই প্রকার বলিতেছেন; আমাদিগের ধর্ম্মে যাহা যাহা অভ্রান্ত, তাহা হইতে আমাদিগকে বিচ্যুত করিবার জন্য এই প্রকার বলিতেছেন।' না, নিগ্রোধ, আমি শিষ্য-সংগ্রহ বা পূর্ব্বোক্ত অপর কোন অভিপ্রায়েই এপ্রকার বলিতেছি না। কিন্তু, হে নিগ্রোধ, এমন অনেক অকল্যাণকর বিষয় (অকুসলা ধম্মা) আছে, যাহা পরিবর্জ্জিত হয় নাই, যাহা পঙ্কিল, পুনর্জ্জন্মের হেতু, দুঃখ-ও-বিপাকজনক, এবং ভবিষ্যৎ জন্ম, জরা ও মরণের কারণ। আমি এই সমুদায়ের পরিহারের জন্য ধর্ম্মশিক্ষা দিই; যদি তোমরা এই ধর্ম্ম যথাযথ পালন কর, তবে পঙ্কিল বিষয়গুলি পরিবর্জ্জিত হইবে, যে-যে-বিষয় পবিত্রতাজনক, তাহা পরিবর্দ্ধিত হইবে, এবং তোমরা প্রত্যেকে ইহলোকে ও এক্ষণেই পরিপূর্ণ ও বিপুল অন্তর্দৃষ্টির জ্ঞান লাভ ও অন্তর্দৃষ্টি আয়ত্ত করিয়া তাহাতেই বিহার করিবে।" উদুম্বরিক-সীহনাদ সুত্তন্ত। ২২-২৩॥

সপ্তম কণ্ডিকা

প্রচারের বিষয়

সোক্রাটীস জগত্তত্ত্বের আলোচনা বর্জ্জন করিয়াছিলেন; তিনি গ্রীসে ধর্ম্মনীতির প্রবর্ত্তক। বুদ্ধ যে-দশটী সমস্যা সম্বন্ধে মতামত প্রকাশ করিতে কিছুতেই সম্মত হন নাই, তাহার চারিটী জগত্তত্ত্ববিষয়ক। তাঁহার প্রচারের বিষয় কি কি ছিল, তাহা বিবৃত হইয়াছে; আপনারা আরও একটু শুনুন।

মহাগোবিন্দ সুত্তে শক্র বুদ্ধের আটটী প্রশংসার বিষয় কীর্ত্তন করিয়াছেন; তন্মধ্যে একটী সম্বন্ধে তিনি বলিতেছেন, "ইহা ভাল, ইহা মন্দ; ইহা প্রশংসনীয়, ইহা নিন্দনীয়; ইহা সেবিতব্য, ইহা সেবিতব্য নহে; ইহা অধম, ইহা উত্তম; ইহা কৃষ্ণ, ইহা শুক্ল—ভগবান্ বুদ্ধ ইহাই সুপরিজ্ঞাত, সুপ্রকাশিত করিয়াছেন।" (মহাগোবিন্দ। ৭)। আপনাদের কি মনে হয় না, আমরা যেন জেনফোনের মুখে সোক্রাটীসের আলোচ্য বিষয়সমূহের বৃত্তান্ত পাঠ করিতেছি?

উদ্ধৃত বাক্যে কার্য্যাকার্য্য বিচারের একটী সূত্র পাওয়া যাইতেছে। আমরা ষষ্ঠ অধ্যায়ে বলিয়াছি, যে সোক্রাটীস অনেক সময়ে ফলাফল দ্বারা কর্ম্মের ঔচিত্য অনৌচিত্য বিচার করিতেন; সেইজন্য তাঁহার ধর্ম্ম-নীতি একদিকে সুখবাদ ও হিতবাদ বলিয়া প্রতীয়মান হয়। বুদ্ধও প্রশংসনীয় ও নিন্দনীয়, উত্তম ও অধম, সেবিতব্য ও অসেবিতব্য কর্ম্ম বিচার করিবার জন্য যে কষ্টিপাথর গ্রহণ করিয়াছেন, তাহাও একপ্রকার সুখবাদ ও হিতবাদ। তিনি পুত্র রাহুলকে নিম্নোক্ত উপদেশ দিয়াছেন। "তুমি যে কার্য্য করিতে চাও, তৎসম্বন্ধে ভাবিয়া দেখিবে, তদ্দ্বারা তোমার বা অন্যের কিংবা উভয়ের অকল্যাণ হইবে কি না; যদি হয়, তবে তাহা দুঃখময় অকুশল কর্ম্ম; তাহা হইতে সর্ব্বথা নিবৃত্ত থাকিও।" মজ্ঝিম নিকায়। ১ম খণ্ড, ৪১৫ পৃষ্ঠা।

পুনরায়, বুদ্ধ কালাম নামক পুরুষদিগকে বলিতেছেন—"কালাগত শ্রুতি, বংশপরম্পরাগত আচার, শাস্ত্রবাক্য, অনুশাসন, গুরূপদেশ ইত্যাদি কিছুই কর্ম্মের নিয়ামক নহে। তোমরা যদি আপনার অন্তরে (অত্তনা) জানিতে পার, এই সমুদায় বিষয় (ইমে ধম্মা) অকল্যাণকর, নিন্দনীয়, বিজ্ঞজন-গর্হিত; এগুলি সম্পাদিত হইলে সম্পূর্ণরূপে অহিত ও দুঃখের কারণ; তবে তাহা পরিহার করিও। পক্ষান্তরে, যদি তোমরা আপনার অন্তরে জানিতে পার, এই সকল বিষয় কল্যাণকর, অনবদ্য, বিজ্ঞজনপ্রশংসিত; এইগুলি সম্পাদিত হইলে সম্পূর্ণরূপে হিত ও সুখের কারণ; তবে তাহা সম্পাদন করিও, তাহাতে রত থাকিও।" অঙ্গুত্তর নিকায়। ১ম খণ্ড, ১৯০ পৃষ্ঠা।

অষ্টম কণ্ডিকা

প্রচারের উপায়

বুদ্ধ ও সোক্রাটীস, কেহই একখানি গ্রন্থও প্রণয়ন করেন নাই। তাঁহারা সর্ব্বদা সহচরপরিবৃত থাকিতেন, মুখে মুখে জ্ঞানধর্ম্ম বিস্তার করিতেন; লোকে তাঁহাদিগের সংস্পর্শে আসিয়া নবজীবন লাভ করিত। সেই প্রাচীন যুগে ভারতবর্ষে গুরুশিষ্যের প্রসঙ্গই ধর্ম্মপ্রচারের উপায় ছিল।

সোক্রাটীসও এই উপায় অবলম্বন করিয়াছিলেন। তাঁহার কয়েকজন অনুরক্ত, প্রতিভাবান্ সহচর ছিলেন, তাঁহাদিগের দ্বারাই তাঁহার নিজস্ব তত্ত্বগুলি জগতে স্থায়িত্বলাভ করিয়াছে। বুদ্ধেরও আনন্দ, উপালি, মহা-কাশ্যপ প্রভৃতি অনেক ভক্ত ও শক্তিশালী শিষ্য ছিলেন; মহাপরিনির্ব্বাণের পরে তাঁহারা বিপুল উদ্যম-সহকারে ধর্ম্মরাজ্য প্রসারিত করেন। শক্র বুদ্ধের প্রশংসাচ্ছলে পুনরপি বলিতেছেন—"ভগবান্ বুদ্ধ লব্ধসহায়; যাহারা এখনও শিক্ষার্থী (সেখ), ধর্ম্মপথে চলিতে আরম্ভ করিয়াছে; এবং যাঁহারা আসবসমূহ ক্ষয় করিয়া (অর্হতের) জীবন যাপন করিয়াছেন, তিনি এই দুই প্রকার সহায়ই প্রাপ্ত হইয়াছেন। তাঁহাদিগের সকলের একই বিষয়ে রতি; ভগবান্ এই সহায়গণকে দূর করিয়া দেন না; তিনি ইহাদিগের দ্বারা পরিবৃত হইয়া বিহার করেন।" মহাগোবিন্দ। ৯॥

বৌদ্ধ সাহিত্য নিবিষ্টচিত্তে পাঠ করিলে স্পষ্টই বোধ হয়, যে সোক্রাটীসের সহিত তাঁহার সহচরদিগের যেমন গভীর অন্তরের যোগ ছিল, বুদ্ধের সহিত ভিক্ষুগণের সম্বন্ধও তদপেক্ষা কম ঘনিষ্ঠ ছিল না। তবে একথা সত্য, যে বুদ্ধকে তাঁহার শিষ্যেরা যেরূপ সম্ভ্রমের চক্ষুতে দেখিতেন, সোক্রাটীসের সহচরেরা তাঁহাকে সে প্রকার দেখিতেন না; ইঁহাদিগের মধ্যে সখ্যভাবই অধিকতর পরিস্ফুট হইয়াছিল। ইহাই গ্রীক জাতির প্রকৃতিসিদ্ধ।

সোক্রাটীস রণক্ষেত্রে আহত আল্কিবিয়াডীসের প্রাণরক্ষা করিয়া-ছিলেন। বিনয়-পিটকে দেখিতে পাই, বুদ্ধ নিত্যসঙ্গী আনন্দের সহিত নিজ হস্তে মলমূত্রে পতিত চলচ্ছক্তিরহিত উপেক্ষিত এক ভিক্ষুর পরিচর্য্যা করিতেছেন। মহাবগ্গ। ৮।২৬॥

নবম কণ্ডিকা

নারীজাতির প্রতি ভাব

আমরা প্রথম খণ্ডে বলিয়াছি, গ্রীকেরা নারীজাতিকে অবজ্ঞার দৃষ্টিতে দেখিত, এবং আথীনীয় সমাজে নারীর অবস্থা উন্নত ছিল না। আমরা ইহাও বলিয়াছি, রমণীগণের সম্বন্ধে সোক্রাটীসের মত অপেক্ষাকৃত উদার ছিল এবং তিনি তাহাদিগের উন্নতির পক্ষপাতী ছিলেন। তাহা হইলেও

সামাজিক অবস্থা ও বিধিব্যবস্থা অতিক্রম করিয়া তিনি যে নারীসমাজে একদিনেই একটা যুগান্তর আনয়ন করিতে পারিবেন, ইহা কোন বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিই আশা করিতে পারেন না। দেশকালের প্রভাববশতঃ তিনিও পুরুষদিগের মধ্যেই সতীর্থ ও সমসাধক খুঁজিয়াছেন, তাহাদিগের সঙ্গেই দিবসের অধিকাংশ কাল কাটাইয়াছেন; রমণীকুলে তাঁহার কোনও অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিল না; তাঁহার সহধর্ম্মিণীও জ্ঞানচর্চ্চায় তাঁহার সঙ্গিনী হইতে পারেন নাই। সর্ব্বত্যাগী পরিব্রাজক শাক্যমুনি ধর্ম্মসাধনে ও ধর্ম্মপ্রচারে কোনও রমণীর সহিত ঘনিষ্ঠ যোগে যুক্ত হন নাই; তাঁহার জীবন-ব্রত তাঁহাকে নারীগণ হইতে দূরেই রাখিত। তাঁহার জীবন-চরিতকার জর্ম্মণদেশীয় পণ্ডিত ওল্‌ডেনবার্গ বলেন, এইখানে ঈশার সহিত বুদ্ধের একটা গুরুতর প্রভেদ; ভক্তিমতী বেটানীবাসিনী মেরীর ন্যায় বুদ্ধের কোনও শিষ্যা ছিল না; মহাপরিনির্ব্বাণের সময়ে তাঁহার শয্যা-পার্শ্বে যে কোনও ভিক্ষুণী উপস্থিত ছিলেন, তাহারও কোনও নিদর্শন নাই। ওল্‌ডেনবার্গের কথা সত্য; কিন্তু মনে রাখিতে হইবে, যে ঈশা ও বুদ্ধের আদর্শে অলঙ্ঘনীয় ব্যবধান ছিল। নারীজাতির প্রতি ভাব সম্পর্কে বরং সোক্রাটীসের সহিত তাঁহার বিলক্ষণ সাদৃশ্য আছে। সোক্রাটীসের অন্তিমকালেও মৃত্যুকক্ষে কোনও নারী উপস্থিত ছিলেন না; বিষপানের দিন প্রাতঃকালে তিনি পত্নীকে শোকে অধীর দেখিয়া তাঁহাকেও গৃহে পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। সোক্রাটীস ঠিক বুদ্ধের কথায় সহচরদিগকে রমণীর প্রতি আচরণ-বিষয়ে সতর্ক থাকিতে উপদেশ দেন নাই বটে, কিন্তু তিনি ইন্দ্রিয়সংযমের প্রতি সদা তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিতেন; সুতরাং চরিত্রের পবিত্রতা রক্ষা সম্বন্ধে ইঁহাদিগের মনোভাবের যে বিশেষ পার্থক্য ছিল, আমাদিগের এমন বোধ হয় না।

আনন্দ বুদ্ধকে একদিন জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভগবন্, আমরা মাতৃ-জাতির প্রতি কি প্রকার ব্যবহার করিব?"

"তাহাদিগকে দেখিবে না, আনন্দ।"

"কিন্তু, ভগবন্, তাহাদিগকে যদি দেখিয়া ফেলি, তবে কি প্রকার ব্যবহার করিব?"

"আলাপ করিবে না, আনন্দ।"

"কিন্তু, ভগবন্, যদি তাহারা আলাপ করে, তবে কি প্রকার ব্যবহার করিব?"

"তবে, আনন্দ, স্মৃতি আশ্রয় করিয়া থাকিও।" (অর্থাৎ আত্মবিস্মৃত হইও না, হুঁসিয়ার থাকিও, keep wide awake)। মহাপরি।৫।৯॥

কথাগুলি শুনিতে বড়ই কর্কশ; কিন্তু এই অনুশাসন সংসারত্যাগী নির্ব্বাণাকাঙ্ক্ষী ভিক্ষুদিগের জন্য, সর্ব্বসাধারণের জন্য নহে। বুদ্ধের চিত্ত বাস্তবিক সকল রকমের সঙ্কীর্ণতা হইতে মুক্ত ছিল। তাহা না হইলে তিনি সম্পূর্ণ অভিনব ভিক্ষুণী-সংঘ স্থাপন করিতে পারিতেন না। ভিক্ষুণীদিগের মধ্যে অনেকে সাধনবলে ধর্ম্মের বিভিন্ন অঙ্গে সম্যক্ সিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। (অঙ্গুত্তর নিকায়। ১ম খণ্ড, ২৫ পৃষ্ঠা)। মজ্ঝিম নিকায়ে দেখিতে পাই, ভিক্ষুণী ধম্মদিন্না বিসাখ নামক গৃহীকে ধর্ম্মোপদেশ দিতেছেন, এবং ইঁহার মুখে তাহার মর্ম্ম অবগত হইয়া বুদ্ধ বলিতেছেন, "বিসাখ, ভিক্ষুণী ধম্মদিন্না জ্ঞানবতী, অতি জ্ঞানবতী। তুমি যদি আমাকে এই সকল প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে, তবে আমি ঠিক ধম্মদিন্নার ন্যায়ই উত্তর প্রদান করিতাম।" (৪৪ম সুত্ত)। শুধু তাহাই নহে। তিনি যদি নারীজাতিকে যথার্থই অবজ্ঞা করিতেন, তবে গণিকা অম্বপালীকে নবজীবন দান করিতেন না। আমরা এই মনোহর আখ্যায়িকার কঙ্কাল-মাত্র সঙ্কলন করিতেছি।

বুদ্ধ যখন বৈশালী নগরে (মহাবগ্গমতে কোটিগামে) অবস্থিতি করিতেছিলেন, তখন গণিকা অম্বপালী তাঁহাকে দর্শন করিতে আসিল। ভগবান্ ধর্ম্মোপদেশ দিয়া তাহাকে জাগ্রত, উন্মত ও আনন্দিত করিলেন। তৎপরে অম্বপালী তাঁহাকে পরদিন ভিক্ষুদলসহ স্বগৃহে আহারের নিমন্ত্রণ করিল। বুদ্ধ মৌন থাকিয়া নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিলেন। অম্বপালী চলিয়া যাইবার পরেই পরাক্রান্ত ও সমৃদ্ধিশালী লিচ্ছবিগণ মহাসমারোহে বুদ্ধকে ঐ দিনেই আহারার্থ নিমন্ত্রণ করিতে আসিল। বুদ্ধ তাহাদিগের সাদর আহ্বান প্রত্যাখ্যান করিয়া বলিলেন, "লিচ্ছবিগণ, আমি আগামী কল্য গণিকা অম্বপালীর গৃহে ভোজন করিব বলিয়া প্রতিশ্রুত হইয়াছি।"

তাহারা মনঃক্ষুণ্ণ হইয়া ফিরিয়া গেল। পরদিন ভগবান্ বুদ্ধ ভিক্ষুদিগকে সঙ্গে লইয়া অম্বপালীর গৃহে যথারীতি আহার করিলেন। তৎপরে অম্বপালী ভগবানের সমীপে নিম্ন আসনে একান্তে উপবেশন করিয়া কহিল, "ভগবন্, আমি এই আরাম বুদ্ধ-প্রমুখ ভিক্ষু-সংঘকে দান করিলাম।" ভগবান্ দান গ্রহণ করিলেন, এবং অম্বপালীকে ধর্ম্মোপদেশ দিয়া জাগ্রত, উদ্বুত ও আনন্দিত করিয়া আসন হইতে উঠিয়া তথা হইতে চলিয়া গেলেন। মহাপরি।২।১৪-১৯॥

সোক্রাটীস গণিকা দেবদত্তার গৃহে গমন করিয়াছিলেন; পাঠকগণ তৃতীয় ভাগে সেই বৃত্তান্ত পাঠ করিবেন। অম্বপালী ও দেবদত্তার আখ্যান বুদ্ধ ও সোক্রাটীসের চরিত্রের এক দিক্ উজ্জ্বলরূপে ফুটাইয়া তুলিয়াছে।

ওল্‌ডেনবার্গ বলিতে ভুলিয়া গিয়াছেন, যে বুদ্ধের উপদেশ শুনিয়া গণিকা অম্বপালীর পুনর্জ্জন্মপ্রাপ্তি ও ঈশা কর্ত্তৃক পতিতা রমণী মেরীর উদ্ধার, এই দুই ঘটনায় পার্থক্য নাই বলিলেই হয়।

পাপের প্রায়শ্চিত্ত সম্বন্ধে বুদ্ধের মত সকল দেশের জ্ঞানীরাই অনুমোদন করেন। মগধের রাজা অজাতশত্রু পিতাকে বধ করিয়া সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন। তিনি বুদ্ধের উপদেশ শুনিয়া অনুতপ্ত হইয়া অপরাধ স্বীকার করিলে বুদ্ধ তাঁহাকে বলিলেন, "মহারাজ, তুমি যে ধার্ম্মিক পিতা, ধার্ম্মিক রাজাকে হত্যা করিয়াছ, তাহা মূর্খের ন্যায়, মূঢ়ের ন্যায় অধর্ম্মের কার্য্য হইয়াছে। কিন্তু, মহারাজ, তুমি যখন এই পাপকর্ম্মকে পাপকর্ম্মরূপে দর্শন করিয়া ধর্ম্মানুসারে পাপ বলিয়া স্বীকার করিতেছ, তখন আমরা তোমার স্বীকারোক্তি গ্রহণ করিতেছি। কেন না, মহারাজ, আর্য্যগণের (অর্থাৎ অর্হৎদিগের) বিনয়ে (সদাচার সম্বন্ধীয় বিধিতে) ইহাই নিয়ম যে, যে-ব্যক্তি দোষকে দোষরূপে দর্শন করে, এবং ধর্ম্মানুসারে তাহা দোষ বলিয়া স্বীকার করে, সে ভবিষ্যতে আপনাকে জয় করিতে সমর্থ হইবে।" সামঞ্ঞফল। ১০০॥ (উদুম্বরিক সীহনাদ সুত্ত।২২॥ মহাবগ্গ।৯।১।৯ দ্রষ্টব্য)।

দশম কণ্ডিকা

চরিত্র

বুদ্ধ জীবন্মুক্ত ছিলেন; আমরা সোক্রাটীসকেও জীবন্মুক্ত বলিয়া অঙ্কিত করিয়াছি। শম, দম, উপরতি, তিতিক্ষা প্রভৃতি বিষয়ে ইঁহারা প্রায় সমতুল্য। দৃষ্টান্ত দ্বারা একথা প্রমাণ করিতে গেলে এই প্রবন্ধ অত্যন্ত দীর্ঘ হইয়া পড়িবে; কাজেই আমরা সে আয়াস হইতে নিরস্ত হইলাম; এস্থলে কেবল দুই একটী সদ্গুণগত সাদৃশ্য প্রদর্শিত হইবে।

ঔদার্য্য।

সোক্রাটীস কেমন উদারপ্রকৃতি ও মিষ্টভাষী ছিলেন, তাহা সবিস্তার বর্ণিত হইয়াছে। বুদ্ধের নিম্নোক্ত উপদেশটী পাঠ করিলে স্পষ্টই প্রতীয়মান হইবে, যে সোক্রাটীস স্বীয় জীবনে ইহার প্রত্যেকটী বাক্য প্রতিপালন করিয়া গিয়াছেন।

ব্রহ্মজাল সুত্তে বুদ্ধ বলিতেছেন, "হে ভিক্ষুগণ, অপরে যদি আমার, বা ধর্ম্মের, বা সংঘের নিন্দা করে, তবে তোমরা সে জন্য বিদ্বেষ, বা মন্দ ভাব বা চিত্তের বিক্ষোভ পোষণ করিও না; যদি তোমরা তাহাতে ক্রুদ্ধ বা ক্লিষ্ট হও, তবে তাহা তোমাদিগেরই (ধর্ম্মসাধনের) অন্তরায় হইবে। ভিক্ষুগণ, অপরে যখন আমার, বা ধর্ম্মের, বা সংঘের নিন্দা করে, তখন যদি তোমরা ক্রুদ্ধ বা ক্লিষ্ট হও, তবে, তোমরা কিরূপে বিচার করিবে, যে তাহারা যাহা বলিতেছে, তাহা সঙ্গত, না অসঙ্গত?

"যখন অপরে আমার, বা ধর্ম্মের, বা সংঘের নিন্দা করে, তখন তোমরা তাহাতে যাহা অসত্য, তাহা অসত্য বলিয়া নিরূপণ করিয়া বলিবে, 'তোমরা যাহা বলিতেছ, এই এই কারণে তাহা ঠিক নহে; তাহা অসত্য; আমাদিগের মধ্যে এমন দোষ নাই, আমাদিগের কাহারও এমন দোষ নাই।'

"কিন্তু, হে ভিক্ষুগণ, অপরে যদি আমার, বা ধর্ম্মের, বা সংঘের প্রশংসা করে, তবে তোমরা তাহাতে আনন্দিত, উল্লসিত বা আহ্লাদে উচ্ছ্বসিত

হইও না। যদি তোমরা আনন্দিত, উল্লসিত বা আহ্লাদে উচ্ছ্বসিত হও, তবে তাহা তোমাদিগেরই (ধর্ম্মসাধনের) অন্তরায় হইবে। যদি অপরে আমার, বা ধর্ম্মের, বা সংঘের প্রশংসা করে, তবে তোমরা তাহাতে যাহা সত্য, তাহা সত্য বলিয়া স্বীকার করিয়া বলিবে, 'তোমরা যাহা বলিতেছ, এই এই কারণে তাহা ঠিক, তাহা সত্য; এই গুণ আমাদিগের মধ্যে আছে, আমাদিগের আছে।'" ব্রহ্মজাল সুত্ত। ১।৫,৬॥

ভাষা-সমাচার।

সারিপুত্ত (শারিপুত্র) বুদ্ধকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন, "পুনশ্চ, ভগবন্, ভগবান্ ভাষার ব্যবহার বিষয়ে যে ধর্ম্ম শিক্ষা দিয়াছেন, তদপেক্ষা উৎকৃষ্টতর কিছুই নাই। মিথ্যার সহিত সংস্রব আছে, মানুষ কদাপি এমন কথা বলিবে না—ভগবান্ যে শুধু ইহাই শিক্ষা দিয়াছেন, তাহা নহে; তিনি ইহাও শিক্ষা দিয়াছেন, যে মানুষ জয়লাভের আশায় কুৎসা, গালাগালি ও বিবাদ করিবে না; কিন্তু যে বাক্য জ্ঞানপূর্ণ, যাহা ধনের ন্যায় সঞ্চয় করিয়া রাখিবার যোগ্য, এবং কালোচিত, সদা শান্তভাবে তাহাই বলিবে।" সম্পসাদনীয় সুত্তন্ত। ১১॥

সর্ব্বশ্রেষ্ঠ যজ্ঞ।

বলিদান সম্বন্ধে সোক্রাটীস কি বলিতেন, তাহা আমরা শুনিয়াছি। আপনারা উহার সহিত বুদ্ধের মতের তুলনা করুন। বুদ্ধ কূটদন্ত নামক ব্রাহ্মণকে বলিতেছেন—"হে ব্রাহ্মণ, যে ব্যক্তি শ্রদ্ধাপূর্ণ চিত্তে শিক্ষাবিধি-সমূহ প্রতিপালন করে; যে জীবহত্যা হইতে বিরত থাকে, চৌর্য্য হইতে বিরত থাকে, কামের পরিপর্য্যা হইতে বিরত থাকে, মিথ্যা-কথন হইতে বিরত থাকে, মত্ততাজনক, প্রমাদজনক, উগ্র সুরাপান হইতে বিরত থাকে—তাহার এই যজ্ঞ ত্রিবিধ, ষোড়শাঙ্গ যজ্ঞ সম্পাদন অপেক্ষা, উক্ত নিত্যদানরূপ অনুকূল যজ্ঞ অপেক্ষা, উক্ত বিহারদান অপেক্ষা অল্পতর আয়াসসাধ্য, অল্পতর আয়োজনসাপেক্ষ, অধিকতর মহাফলপ্রদ, অধিকতর মহোপকারী।" কূটদন্ত সুত্ত। ২৬॥

"সদয়হৃদয়" বুদ্ধ পশুঘাতপ্রদর্শক শ্রুতিজাতের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিয়াছিলেন। তাঁহার অহিংসামূলক ধর্ম্মে জীবহত্যা তাই সহস্রবার সহস্রপ্রকারে নিন্দিত হইয়াছে।

একাদশ কণ্ডিকা

অন্তিম কালের চিত্র

সোক্রাটীস জীবনের শেষ দিন বন্ধুবর্গের সহিত আত্মার অমরত্ববিষয়ে আলোচনায় যাপন করেন, এবং কবিত্বময়ী ভাষায় পরলোকে মানবাত্মার গতি বর্ণনা করিয়া উপসংহারে বলেন, "সিম্মিয়াস, এই সকল কারণে ইহজীবনে আমাদিগের জ্ঞান ও ধর্ম্ম উপার্জ্জনের জন্য প্রাণপণে যত্ন করা কর্ত্তব্য।" ক্রিটোন তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমরা কিরূপে তোমাকে সমাধি দিব?" তদুত্তরে তিনি পরিহাস করিয়া বলিলেন, "আর যাই কর, আমার দেহকে সোক্রাটীস বলিয়া ভাবিও না।" বিষপানের পরে তাঁহার মৃত্যু আসন্ন দেখিয়া সুহৃদ্‌গণ বিলাপ ও অশ্রুমোচন করিতে লাগিলেন; তিনি একাকী অবিচলিত থাকিয়া মধুর বচনে তিরস্কার করিয়া তাঁহাদিগকে শান্ত করিলেন। প্লেটোর অমর তুলিকায় সোক্রাটীসের অন্তিমমুহূর্ত্তের যে অতুলনীয় আলেখ্য অঙ্কিত হইয়াছে, "ফাইডোনে" আমাদিগের অক্ষম অনুবাদে আপনারা তাহার অপরিস্ফুট আভাস প্রাপ্ত হইবেন; আমরা এস্থলে সংক্ষেপে কেবল তিনটী বিষয়ের উল্লেখ করিলাম। আমাদিগের ইচ্ছা ছিল, প্লেটোর আলেখ্যের পার্শ্বে, মহাপরিনিব্বান সুত্তে বুদ্ধের অন্তিমদশার যে মনোহর চিত্র আছে, তাহা রাখিয়া গ্রীস ও ভারতের এই দুই মহাপুরুষের অন্তরতম দেশের ঘনিষ্ঠ জ্ঞাতিত্ব প্রকট করিব। কিন্তু আর আপনাদিগের ধৈর্য্য পরীক্ষায় কাজ নাই; আসুন, আমরা শ্রদ্ধাপূর্ণ অন্তরে ঐ তিনটী বিষয়ে শাক্য গৌতমের শেষ বাণী শ্রবণ করি।

আনন্দ বুদ্ধকে দেহত্যাগের কিয়ৎকাল পূর্ব্বে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভগবন্, আমরা তথাগতের শরীর সম্বন্ধে কি করিব?"

বুদ্ধ বলিলেন, "আনন্দ, তথাগতের শরীর পূজা করিতে যাইয়া তুমি আপনার বিঘ্ন উৎপাদন করিও না; তুমি আপনার কল্যাণ কর্ম্মে অনুরাগী হও; আপনার কল্যাণ সাধনে অপ্রমত্ত, উদ্দীপ্ত ও একাগ্র থাক। আনন্দ, ক্ষত্রিয়, ব্রাহ্মণ ও গৃহস্থগণের মধ্যে অনেক জ্ঞানী আছেন, তাঁহারাই তথাগতের শরীর পূজা করিবেন।" মহাপরি। ৫।১০॥

"না, আনন্দ, তথাগত এইরূপে যথার্থ সংস্কৃত, গৌরবান্বিত, সম্মানিত, পূজিত বা ভক্তিতে অভিষিক্ত হন না। কিন্তু যে ভিক্ষু বা ভিক্ষুণী, উপাসক বা উপাসিকা, নিয়ত সকল মহৎ ধর্ম্ম ও ক্ষুদ্র ধর্ম্ম (বা কর্ত্তব্য) পালন করে, যে সমীচীন আচরণ করে, যে ধর্ম্মানুগত হইয়া বিচরণ করে, সেই পরমা পূজা দ্বারা তথাগতকে যথার্থ সৎকার করে, গৌরব প্রদান করে, সম্মান করে, পূজা করে, ভক্তি করে।" মহাপরি।৫।৩॥

বুদ্ধের পরিনির্ব্বাণ আসন্ন দেখিয়া আনন্দ বিহারে প্রবেশ করিয়া দ্বার-শীর্ষ ধরিয়া দাঁড়াইয়া রোদন করিতে লাগিলেন। তখন বুদ্ধ তাঁহাকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। আনন্দ আসিয়া তাঁহার সমীপে একান্তে উপবেশন করিলে ভগবান্ আয়ুষ্মান্ আনন্দকে বলিলেন, "আর নয়, আনন্দ; তুমি শোক করিও না, বিলাপ করিও না। আনন্দ, আমি কি পূর্ব্বে পূর্ব্বে তোমাদিগকে বলি নাই, যে যাহা যাহা আমাদিগের প্রিয় ও মনোমত, তাহাদিগের ধর্ম্মই এই, যে আমাদিগকে সে সকল হইতেই বিচ্ছিন্ন হইতে হইবে, সে সকলই ছাড়িতে হইবে, সে সকলই বিদায় দিতে হইবে? তবে, আনন্দ, ইহা কিরূপে সম্ভব হইতে পারে, যে, যখন যাহা কিছু জাত, উৎপন্ন ও (বিভিন্ন উপাদানে) নির্ম্মিত, তাহার ধর্ম্মই এই, যে তাহা বিলয় প্রাপ্ত হইবে—তখন ঐ প্রকার জীব বিলীন হইবে না? আনন্দ, তুমি দীর্ঘকাল আমার নিকটে অবস্থান করিয়াছ; দীর্ঘকাল প্রেমপূর্ণ, হিতকর, সুখকর, দ্বৈধভাবরহিত, অপরিমেয় সেবা দ্বারা আমার পরিচর্য্যা করিয়াছ; দীর্ঘকাল প্রেমপূর্ণ, হিতকর, সুখকর, দ্বৈধভাবরহিত, অপরিমেয় বাক্য দ্বারা আমার পরিচর্য্যা করিয়াছ; দীর্ঘকাল প্রেমপূর্ণ, হিতকর, সুখকর, দ্বৈধভাবরহিত, অপরিমেয় মনন দ্বারা আমার পরিচর্য্যা করিয়াছ

আনন্দ, তুমি কৃতপুণ্য। তুমি সাধনে একনিষ্ঠ হও, অচিরে আসবসমূহ হইতে মুক্ত হইবে।” মহাপরি। ৫।১৪॥

দ্বাদশ কণ্ডিকা

উপসংহার

আমরা যথাসাধ্য বুদ্ধ ও সোক্রাটীসের সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য দেখাইলাম; এক্ষণে আর একটী কথা বলিয়াই আমরা অধ্যায়টী সমাপ্ত করিতেছি।

জগতের মহাজনগণের একটা সাধারণ নিয়তি দৃষ্ট হয়—তাঁহারা সকলেই স্বদেশবাসীদিগের হস্তে অবমানিত ও নিগৃহীত হইয়াছেন, কেহ কেহ বা প্রাণ হারাইয়াছেন। সোক্রাটীস দীর্ঘকাল আথীনীয়গণের অবজ্ঞা ও অশ্রদ্ধার পাত্র থাকিয়া পরিশেষে মহাপাপিষ্ঠের ন্যায় মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হইলেন। বুদ্ধ অশীতি বৎসর বয়সে ইহলোক হইতে অপসৃত হন; কিন্তু তিনিই কি জীবদ্দশায় সর্ব্বত্র যথোপযুক্ত আদর ও সম্মান পাইয়াছিলেন? তাঁহার শিষ্যগণের মধ্যেও এমন ভিক্ষু ছিল, যে তাঁহার লোকান্তরগমনে উল্লসিত হইয়াছিল। সুভদ্র নামক এক ব্যক্তি বৃদ্ধ বয়সে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করে। সে পরিনির্ব্বাণের পরেই মৃতদেহের চতুষ্পার্শ্বে উপবিষ্ট ভিক্ষুদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিল, “বন্ধুগণ, আর নয়; তোমরা শোক করিও না, তোমরা বিলাপ করিও না। আমরা সেই মহাশ্রমণ হইতে মুক্তি পাইয়াছি। তিনি সর্ব্বদা এই বলিয়া আমাদিগকে উপদ্রব করিতেন, ‘ইহা তোমাদিগের পক্ষে শ্রেয়ঃ, ইহা তোমাদিগের পক্ষে শ্রেয়ঃ নহে।’ এখন আমরা যাহা ইচ্ছা করিতে পারিব, এবং যাহা করিতে চাহিব না, তাহা আমাদিগকে করিতে হইবে না।” (মহাপরি। ৬।২০)। শুধু এই প্রকার অশ্রদ্ধা ও অকৃতজ্ঞতাই বুদ্ধের হৃদয়কে বারংবার শেলবিদ্ধ করে নাই। একদা তিনি ভিক্ষুগণের বিরোধ মিটাইতে না পারিয়া মনের ক্লেশে দূরান্তরে চলিয়া গিয়াছিলেন। তৎপরে, ঈর্ষাপরবশ জ্ঞাতিপুত্র দেবদত্ত কতবার তাঁহার প্রাণ বিনাশ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন; শত্রুগণ কতবার জঘন্য অপবাদ রটনা করিয়া ভিক্ষুসংঘে ও জনসমাজে তাঁহাকে অপদস্থ

করিতে প্রয়াস পাইয়াছে। আথীনীয়েরা কি করিয়া পূতচরিত্র মহাজ্ঞানী সোক্রাটীসকে বধ করিল, তাহা ভাবিয়া আমরা বিস্মিত হই। কিন্তু যিনি জীবনকালেই জ্ঞানে, ধর্ম্মে পূর্ণ বলিয়া অভিনন্দিত হইয়াছিলেন ; প্রতিদ্বন্দ্বী দেবোপাসকেরা যাঁহাকে বিষ্ণুর দশাবতারের মধ্যে স্থান দিয়াছে ; বিনয়-পিটক ও সূত্র-পিটকের অলৌকিক উপাখ্যানগুলির কুজ্ঝটিকা ভেদ করিয়া যাঁহার অনুপম প্রতিভা, শিক্ষানৈপুণ্য, বাঙ্‌মাধুর্য্য, লোকচরিত্রজ্ঞান, সংঘ-সংগঠন-দক্ষতা, জনগণহৃদয়বিমোহন-ক্ষমতা প্রভৃতি আজিও আমাদিগকে মুগ্ধ করে ; তাঁহার বিরুদ্ধেও ষড়যন্ত্র করিবার জন্য যে তৎকালে ভারতবর্ষে নীচাশয় বিরোধীর অভাব হয় নাই, ইহা তদপেক্ষা অল্প বিস্ময়ের বিষয় নহে। নিন্দা, লাঞ্ছনা ও অত্যাচার বিনা বুঝি মহাপুরুষের মহাপুরুষের সজাতীয়তা ও সধর্ম্মিতা উজ্জ্বল হইয়া ফুটিয়া উঠে না, তাই জগতে লীলাময়ের এই এক লীলা-রহস্য।

বুদ্ধ ৪৮৩ সনে পরিনির্ব্বাণ প্রাপ্ত হন ; তাহার চৌদ্দ বৎসর পরে সোক্রাটীস জন্মগ্রহণ করেন। বুদ্ধ ও সোক্রাটীসের ভক্ত জন্মান্তরবাদে বিশ্বাসী হইলে বলিতেন, শুদ্ধোদন-তনয় শাক্য গৌতম আসিয়া মহাদেশের যুগযুগস্থায়ী অশেষ কল্যাণ-সাধনকল্পে ধর্ম্মচক্র প্রবর্ত্তন করিয়া, ইয়ুরোপে জ্ঞানজ্যোতিঃ বিকীরণের উদ্দেশ্যে আথেন্সে সোফ্রনিস্কসের গৃহে আবির্ভূত হইয়াছিলেন।

একাদশ অধ্যায়

সোক্রাটীস ও আরিষ্টফানীস

ইংরেজীতে একটী প্রবাদ আছে—"A prophet is not honoured at home"—"প্রবক্তা স্বদেশে সম্মান প্রাপ্ত হন না।" কথাটা সর্ব্বাংশে সত্য না হইতে পারে, কিন্তু ইহার ব্যভিচার অল্পই দেখা গিয়াছে। মহা-পুরুষেরা কেহ বা স্বদেশীয়গণের হস্তে প্রাণ দিয়াছেন, কেহ বা অশেষ প্রকারে লাঞ্ছনা ও অবমান সহিয়াছেন, কেহ বা দীর্ঘকাল ঘৃণিত ও উপে-ক্ষিত থাকিয়া অনেক বিলম্বে, হয় তো মৃত্যুর বহু বৎসর পরে, তাঁহাদিগের প্রাপ্য গৌরব লাভ করিয়াছেন। মহর্ষি ঈশাকে ইহুদীজাতি শুধু অবজ্ঞা-ভরে চোরের ন্যায় বধ করিয়াছিল, তাহা নহে; তাহারা তাঁহাকে আজিও পরিত্রাতা বলিয়া গ্রহণ করে নাই। বুদ্ধ যতদিন জীবিত ছিলেন, ততদিন ভারতবর্ষের অধিকাংশ লোক তাঁহার বিরোধী ছিল। প্রতিপক্ষ তাঁহাকে কতরূপে নির্যাতন করিবার ষড়যন্ত্র করিয়াছে, তাহা আমরা পূর্ব্ব-বর্ত্তী অধ্যায়ে উল্লেখ করিয়াছি। মহম্মদ নবধর্ম্ম প্রচারে প্রবৃত্ত হইয়া কঠোর নিগ্রহ সহ্য করিয়াছেন; কত বার আততায়ীর হস্তে তাঁহার প্রাণ যাইবার উপক্রম হইয়াছে; আত্মরক্ষার প্রয়োজনেই তাঁহাকে মক্কা হইতে মদিনায় পলায়ন করিতে হইয়াছিল; ঘোর যুদ্ধবিগ্রহের পরে, অগ্নি-পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া তবে তিনি আরব জাতির হৃদয় জয় করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। অধিক দৃষ্টান্তের প্রয়োজন নাই। সোক্রাটীস যদি আজীবন গ্রীকদিগের পূজা পাইয়া ইহলোক হইতে অপসৃত হইতেন, তবে তিনি জগতের ইতিহাসে অমর হইয়া বিরাজ করিতেন না। জ্ঞান-বিতরণের ব্রত গ্রহণ করিবার পরে লোকে তাঁহাকে কত উপহাস ও উপদ্রব করিত, তাহা পূর্ব্বে বর্ণিত হইয়াছে। তিনি নিজেই বলিয়াছেন, "আমি এমন লোক দেখিয়াছি, যাহারা, আমি তাহাদিগকে বড় আদরের একটা ভ্রমে বঞ্চিত করিয়াছি বলিয়া, আমাকে কামড়াইতে উদ্যত হইত।"

(Theæt. 151)। "কত কত হীরাক্লীস, কত কত থীসেয়ুস—তাহারা কি বাক্যবীর—(তর্কে না পারিয়া) আমার মাথা ফাটাইয়া দিয়াছে।" (Theæt. 169)। বস্তুতঃ সোক্রাটীস সত্যের জন্য প্রাণ বিসর্জ্জন করিয়াই জ্ঞানিজনের অপরিসীম শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিয়াছেন ; তাই মহাকবি গেটে (Goethe) এক নিঃশ্বাসে ঈশার সহিত তাঁহার নাম করিয়া একদা এমন কথা বলিতেও সঙ্কোচ বোধ করেন নাই, যে "সোক্রাটীস জীবনে ও মরণে খৃষ্টের সহিত তুলিত হইবার যোগ্য।" (Dictung und Wahrheit, II. VI.)। কিন্তু প্রাণবিসর্জ্জনের বহু পূর্ব্ব হইতেই আথেন্সে তাঁহার বিরুদ্ধে বিদ্বেষবহ্নি প্রধূমিত হইতেছিল। এই বহ্নিতে ইন্ধন যোগাইবার তৎপর পুরুষ ছিলেন আরিষ্টফানীস।

আমরা প্রথম খণ্ডের একাদশ অধ্যায়ে (৪৩৮—৪৩৯ পৃষ্ঠা) আরিষ্টফানীসের সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদান করিয়াছি। "ইনি প্রাচীনত্বের পক্ষপাতী ও সংস্কারবিরোধী ছিলেন।" আরিষ্টফানীস মারাথোনের নাম করিতেই ভাবোচ্ছ্বাসে গলিয়া যাইতেন (The Wasps, 1071 ; The Acharnians, 676) ; এবং নূতন একটা কিছু প্রস্তাব শুনিবামাত্র শিহরিয়া উঠিতেন। কাহারও কাহারও মতে ইনি অকৃত্রিম স্বদেশভক্ত ছিলেন। তাহা হইতে পারে। ইনি রঙ্গমঞ্চে অর্গলহীন ভাষায় অনেক ভণ্ড ও অপদার্থকে নাকাল করিয়াছেন, পরিহাসচ্ছলে আথীনীয়গণের বহু দোষ ত্রুটি উদ্ঘাটন করিয়া তাহাদিগকে লজ্জা দিয়াছেন; অধর্ম্ম ও দুর্নীতির প্রসার প্রতিরোধ করিবার জন্য প্রাণপণে প্রয়াস পাইয়াছেন। ইহাতে আথেন্সের কল্যাণ সাধিত হইয়াছে, সন্দেহ নাই। তিনি সর্ব্বত্র ন্যায়ের মর্য্যাদা রক্ষা করিতে পারেন নাই—লোকরঞ্জন-প্রয়াসী ব্যঙ্গনাট্য-কারের নিকটে তাহা আশাও করা যায় না;—তথাপি তিনি যে সরলচিত্তে সদ্বুদ্ধি-প্রণোদিত হইয়াই বিদ্বিষ্ট ব্যক্তিদিগকে বিদ্রূপবাণে জর্জ্জরিত করিয়াছেন, তাঁহার অনুরাগী সমালোচকেরা তাহা সমস্বরে স্বীকার করেন। কিন্তু আরিষ্টফানীসের সরলতা সম্বন্ধে আমাদিগের সংশয় আছে। যিনি স্বয়ং বারংবার সহস্র সহস্র দর্শকের সম্মুখে দেবতাদিগকে নকড়া ছকড়া করিয়াছেন ; যিনি তাঁহাদিগের প্রতি অশ্লীল অপচ্ছায়া

প্রয়োগ করিতে লজ্জা অনুভব করেন নাই; যাঁহার প্রহসনে এক এক দেবদেবী জ্ঞানে ধর্ম্মে মানুষ অপেক্ষাও ঘোরতর কৃষ্ণবর্ণে চিত্রিত হইয়াছেন;—তিনি যে কি করিয়া এতবড় ধর্ম্মধ্বজী হইলেন, যে ব্যঙ্গ কৌতুক করিবার জন্য আর কাহাকেও না পাইয়া জ্ঞানযোগী নির্ম্মলচরিত্র সোক্রাটীসকে রঙ্গমঞ্চে টানিয়া আনিলেন, তাহা আমরা বুঝিতেই পারি না।

প্লেটোর "পানপর্ব্বে" দেখিতে পাই, সোক্রাটীস ও আরিষ্টফানীস আগাথোনের গৃহে অন্যান্য অভ্যাগত ব্যক্তির সহিত পরস্পর বন্ধুভাবে আলাপ করিতেছেন। ৪২৩ সনে "মেঘমালা" অভিনীত হয়; তাহার অন্ততঃ চল্লিশ বৎসর পরে প্লেটো "পানপর্ব্ব" রচনা করেন। সুতরাং তিনি ইঁহাদিগকে সখার ন্যায় ভোজনকক্ষে জ্ঞানগর্ভ কথোপকথনে মিলিত করিয়া যেন বলিতে চাহিতেছেন, যে আথেন্সের এই দুই স্বনামখ্যাত পুরুষের মধ্যে বাস্তবিক বদ্ধমূল চিরসঞ্চিত শত্রুতা ছিল না। তবে আরিষ্টফানীস সোক্রাটীসকে অপদস্থ করিবার জন্য প্রহসন লিখিলেন কেন? এই প্রশ্নের দুইটী উত্তর দেওয়া যাইতে পারে। (১) আপনারা দেখিয়াছেন, সোক্রাটীস কেমন অদ্ভুতাকারের পুরুষ ছিলেন; কৌতুকপ্রিয় আথীনীয়েরা তাঁহাকে দেখিয়াই আমোদ বোধ করিত। তৎপরে তিনি আথেন্সের হাটে মাঠে দোকানপাটে সর্ব্বত্র সর্ব্বক্ষণ লোকের সঙ্গে কথাবার্ত্তায় নিযুক্ত থাকিতেন। এমন বিচিত্রাকৃতি ও সুপরিচিত ব্যক্তিকে হাস্য পরিহাসের জন্য নায়করূপে রঙ্গালয়ে উপস্থিত করিলে প্রহসনখানির জয়জয়কারে আকাশ পরিপূর্ণ হইবে—আরিষ্টফানীসের মত রসজ্ঞ নাট্যকারের পক্ষে এত বড় একটা প্রলোভন সংবরণ করা অসাধ্য হইয়া উঠিয়াছিল। সোক্রাটীস বন্ধু হইলে কি হয়? আরিষ্টফানীস জয়মাল্য লাভের আশায় বৎসরের পর বৎসর নাটক লিখিতেছেন। প্রতিদ্বন্দ্বিতার ক্ষেত্রে বিজিগীষার নিকটে সৌহার্দ্দ দাঁড়াইতে পারে না। এই ব্যাখ্যা বোধ করি একেবারে অযথার্থ নয়; কিন্তু অনেকে নিম্নোক্ত দ্বিতীয় কারণই সমর্থন করেন। (২) তাঁহারা বলেন, যে আরিষ্টফানীস সত্য সত্যই বিশ্বাস করিতেন, যে সোক্রাটীসের

দ্বারা আথেন্সের অকল্যাণ সাধিত হইতেছে। আথীনীয় সমাজ প্রাচীন মত ও বিশ্বাস এবং আচারের উপরে প্রতিষ্ঠিত ছিল; বংশপরম্পরাক্রমে যাহা চলিয়া আসিতেছে, তাহার তিলমাত্র ব্যত্যয় হইবে, আথীনীয়েরা ইহা সহ্য করিতে পারিত না। সোক্রাটীস এই সমাজে স্বাধীন জ্ঞানালোচনা আনয়ন করিয়া ইহার প্রত্যেক অঙ্গ, আচার, অনুষ্ঠান পরীক্ষার অধীন করিলেন; যেথানে নির্ব্বিচারে কুলক্রমাগত প্রথা পালন করিবার অভ্যাস বিদ্যমান, সেখানে সকলকে বিবেকবাণী মানিয়া চলিবার উপদেশ দিলেন; যে-ধর্ম্ম রাষ্ট্রের অণুতে পরমাণুতে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া রহিয়াছে, নির্ভীক চিত্তে তাহার অপূর্ণতা দেখাইয়া তাহাতে নব ভাবের সঞ্চার করিতে প্রয়াসী হইলেন; ইহাতে সংস্কারবিরোধী রক্ষণশীল দল যে মহাপ্রলয় উপস্থিত হইল ভাবিয়া তাঁহার প্রতি খড়্গহস্ত হইবে, তাহা আর বিচিত্র কি? আরিষ্টফানীস রক্ষণশীল হইতেও রক্ষণশীল ছিলেন; অন্ততঃ নিজের মুখে আপনাকে এই প্রকারই চিত্রিত করিয়াছেন। একদিকে সোক্রাটীসকে লইয়া রঙ্গতামাসা করিয়া নাট্যালয়ে হাসির ফোয়ারা খুলিয়া বিজয়মুকুট অর্জ্জন করিবার আকিঞ্চন; অপরদিকে নব্যতন্ত্রের আচার্য্যকে বাক্যবাণে ভস্মসাৎ করিয়া স্বদেশের হিতসাধনের আকাঙ্ক্ষা—এই দুইটীর সম্মিলন হইতে "মেঘমালার" উদয়। যুক্তিটী সারবতী বলিয়াই বোধ হইতেছে।

আরিষ্টফানীস এই নাটকে সোক্রাটীসের যে-রূপ সৃজন করিয়াছেন, তাহা বহুল পরিমাণে কাল্পনিক; তাহাতে বাস্তবতার লেশ অতি অল্প। শিক্ষাব্যবসায়ী বেতনভুক্ সফিষ্টদিগের সহিত যাঁহার নিত্যবিরোধ লাগিয়াই ছিল; যিনি কোন দিন কোনও বিদ্যালয় খোলেন নাই, এবং জ্ঞানালোচনা করিয়া কাহারও নিকটে এক কপর্দ্দকও গ্রহণ করিতেন না; আরিষ্টফানীস তাঁহাকেই সফিষ্টগণের প্রতিনিধিরূপে গ্রহণ করিয়াছেন; এবং অম্লান-বদনে বলিয়াছেন, যে ইনি একজন কৃচ্ছ্রনিরত, বিবর্ণ, অর্থগ্রাহী শিক্ষক ও মনন-মন্দিরের অধিস্বামী। নাট্যকার সোক্রাটীসের প্রতি তিনটী গুরুতর দোষারোপ করিয়াছেন। (১) তিনি বিশ্বতত্ত্বের আলোচনায় কাল যাপন করেন। (২) তিনি জেয়ুস প্রভৃতি পূর্ব্বপুরুষসেবিত দেব-গণকে বিদূরিত করিয়া নূতন কাল্পনিক দেবতার পূজা প্রবর্ত্তন করিয়াছেন।

(৩) তিনি কুযুক্তিকে সুযুক্তি বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে শিক্ষা দিয়া যুবকদিগকে উন্মার্গগামী করিতেছেন। এই তিন অভিযোগই সর্ব্বৈব মিথ্যা। সত্যের সহিত যোগ না থাকিলে পরিহাসের উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়; "মেঘমালার" সোক্রাটীস এক কিম্ভূতকিমাকার পুরুষ, ঐতিহাসিক সোক্রাটীসের সহিত তাঁহার জ্ঞাতিত্ব নাই বলিলেই হয়। উহাতে সত্যের সংস্রব কেবল এইটুকু আছে, যে সোক্রাটীসের শিক্ষার ফলে বস্তুতঃই প্রাচীন সমাজের ভিত্তি শিথিল হইতেছিল।

আরও একটু সংস্রব আছে; সে কথা না বলিলে আরিষ্টফানীসের প্রতি অবিচার করা হইবে। তিনি সোক্রাটীসের বিরুদ্ধে যে তিনটী অভিযোগ আনয়ন করিয়াছেন, তাহার অতি ক্ষীণ ও দুর্ব্বল ভিত্তি না থাকিলে প্রহসনখানি সম্ভোগ্য হইত না। সোক্রাটীস যে যৌবনকালে প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের চর্চ্চা করিয়াছিলেন, "ফাইডোনে" তাঁহার নিজের কথাতেই তাহা বিবৃত হইয়াছে। জেনফোনও লিখিয়াছেন, যে তিনি জ্যামিতি, জ্যোতিষ প্রভৃতি বিদ্যাতে অপারদর্শী ছিলেন না। (Mem. IV. 7. 3-5)। তৎপরে, তিনি দিবারাত্রি যে-প্রকার বিচার বিতর্ক লইয়া থাকিতেন, তাহাতে তিনি যে আথেন্সে "সফিষ্ট" বলিয়া পরিচিত হইবেন, তাহাও বিচিত্র নয়। প্লেটোর এক প্রবন্ধে তাঁহার বিতণ্ডাপ্রিয়তা লক্ষ্য করিয়া একব্যক্তি তাঁহাকে বলিতেছেন, "তোমার রীতিটা ঠিক দানব আণ্টা-ইয়সের ন্যায়; সে যেমন যাহাকে দেখিত, তাহাকেই মল্লযুদ্ধে আহ্বান করিত, তুমিও তেমনি যে তোমার নিকটে আইসে, তাহাকেই বাগ্‌যুদ্ধে আহ্বান কর; সে যতক্ষণ বলপরীক্ষার উদ্দেশ্যে তোমার সহিত তর্কে প্রবৃত্ত না হয়, ততক্ষণ তাহাকে কিছুতেই ছাড় না।" (Theætetus, 169)। সফিষ্টদিগের পক্ষসমর্থক গ্রোট্‌ তাই লিখিয়াছেন, "It is certain that if, in the middle of the Peloponnesian war, any Athenian had been asked, 'who are the principal sophists in your city?' he would have named Sokrates among the first." (History of Greece, Chapter 67)।—"ইহা নিশ্চিত, যে পেলপনীসসযুদ্ধের মধ্যম যামে যদি কেহ কোনও আথীনীয়কে

জিজ্ঞাসা করিত, 'তোমাদিগের এই পুরীতে প্রধান সফিষ্ট কে কে ?' তবে সে অগ্রগণ্য সফিষ্টগণের মধ্যে সোক্রাটীসের নাম করিত।" গ্রোট্ পুনঃপুনঃ বলিয়াছেন, যে সফিষ্টদিগের সহিত সোক্রাটীসের যথেষ্ট পার্থক্য থাকিলেও উভয়পক্ষের মধ্যে কতকগুলি সাধারণ লক্ষণ বিদ্যমান ছিল। পরিশেষে, অধ্যাপক বার্ণেট্ জেনফোনের সাক্ষ্য (Mem. I. 6. 14) উপস্থিত করিয়া বলিতেছেন, যে খুব সম্ভব সোক্রাটীসের নিজের একটা বিদ্যালয়ও ছিল। তাঁহার মতে "মেঘমালায়" সোক্রাটীসের যে-চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে, তাহা তাঁহার প্রথম যুগের চিত্র; উহা একেবারে অলীক নয়। কিন্তু প্লেটোর গ্রন্থাবলিতে আমরা যে সোক্রাটীসকে দেখিয়া ভক্তিতে বিস্ময়ে পরিপ্লুত হই, তিনি দ্বিতীয় যুগের, প্রৌঢ় বয়সের সোক্রাটীস। (Greek Philosophy, pp. 141—150)। আমরা এই দ্বিতীয় যুগের সোক্রাটীসকেই অধিক জানি; কাজেই "মেঘমালা" পড়িলে আমাদিগের চিত্তে এত বিক্ষোভের সঞ্চার হয়।

আরিষ্টফানীসের সপক্ষে যেটুকু বলিবার ছিল, বলিলাম। ইহাতে আমরা তাঁহার বিরুদ্ধে যাহা বলিয়াছি, তাহা খণ্ডিত হইল না; কেন না, উভয়দিক্ বিচার করিয়া আমরা ইহা না বলিয়া কিছুতেই থাকিতে পারিতেছি না, যে এই নাট্যকার কণিকাপ্রমাণ সত্যের উপরে নির্ভর করিয়া সোক্রাটীসের যে বিভৎস রূপ সৃজন করিয়াছেন, তাহা প্রহসনের হিসাবে অতি উপাদেয় ও মুখরোচক হইলেও সূচ্যগ্রোপরি নির্ম্মিত বিপুল প্রাসাদের ন্যায় এক অবাস্তব ও অশ্রদ্ধেয় ঐন্দ্রজালিক ব্যাপার।

কথিত আছে, "মেঘমালার" প্রথম অভিনয়ের দিনে সোক্রাটীস স্বয়ং নাট্যশালায় উপস্থিত ছিলেন। তিনি যখন দেখিলেন, দর্শকেরা তাঁহার বিকৃত বিভৎস চিত্র দেখিতে দেখিতে রসধারায় উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিতেছে, তখন তিনি তাহাদিগের আনন্দ বর্দ্ধনের অভিপ্রায়ে আসনোপরি দণ্ডায়মান হইলেন, তাহারাও সম্ভোগের পাত্রকে সহসা নয়নসমক্ষে আবির্ভূত দেখিয়া হর্ষোল্লাসে ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়া গেল। (Ælian, Var. Hist. II. 13)। আখ্যায়িকাটী বিশ্বাসযোগ্য কি না, জানি না; কিন্তু "মেঘমালা" যে শুধু আমোদে পর্য্যবসিত হয় নাই; উহা যে আথনীয়দিগকে সোক্রাটীসের

প্রতি অধিকতর বিরূপ করিয়া তুলিয়াছিল; এবং শত্রুপক্ষ যে উহা হইতে তাঁহাকে বিনাশ করিবার অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহ করিয়াছিল—ইহাই তাহার জাজ্বল্যমান প্রমাণ, যে চব্বিশ বৎসর পরেও, আত্মসমর্থনকালে সোক্রাটীস সর্ব্বাগ্রে "মেঘমালার" মিথ্যা অপবাদ খণ্ডন করিবার চেষ্টা করিয়াছেন; এবং স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছেন, যে আনুটস প্রভৃতি অপেক্ষা আরিষ্টফানীসের দলের বিরুদ্ধবাদীরাই তাঁহার ভীষণতর অভিযোক্তা। সুতরাং ইচ্ছায় হউক অনিচ্ছায় হউক, আরিষ্টফানীস যে সোক্রাটীসের অপমৃত্যুর অন্যতম কারণ, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। যে নাটকখানি এই মহাপুরুষের নিয়তিকে অন্ততঃ কিয়ৎ পরিমাণেও নিয়মিত করিয়াছে, তাহার একটু পরিচয় না দিলে তাঁহার জীবনচরিত অপূর্ণ থাকিবে, এই ভাবিয়া আমরা উহার সার সঙ্কলন করিলাম। "মেঘমালার" আদ্যোপান্ত অনুবাদ দেওয়া আমাদিগের সাধ্যায়ত্ত নহে, বাঞ্ছনীয়ও নহে। আরিষ্টফানীসের ভাষা অতি বিশুদ্ধ, তাঁহার কবিত্বশক্তিও অসাধারণ। আমরা যাহা পাঠকগণকে উপহার দিতেছি, তাহা কঙ্কালমাত্র।

"মেঘমালা" (Nephelai)

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ ।

ষ্ট্রেপ্‌সিয়াডীস—আথেন্সের এক ধনী গৃহস্থ।

ফাইডিপ্পিডীস—ষ্ট্রেপ্‌সিয়াডীসের পুত্র।

ষ্ট্রেপ্‌সিয়াডীসের ভৃত্য।

সোক্রাটীসের শিষ্যগণ।

সোক্রাটীস।

মেঘমালা—কোরাস।

সুযুক্তি (Dikaios Logos)।

কুযুক্তি (Adikos Logos)।

পাসিয়াস }
আমুনিয়াস } ষ্ট্রেপ্‌সিয়াডীসের উত্তমর্ণ।

সাক্ষী।

থাইরেফোন।

"মেঘমালা।"

[গৃহাভ্যন্তর। পুরুষগণের শয়নকক্ষ। ষ্ট্রেপসিয়াডীস ও ফাইডিপ্পিডীস দুই শয্যায় শয়ান। প্রত্যূষকাল।]

ষ্ট্রেপ্‌সিয়াডীস—(শয্যায় পড়িয়া ছট্‌ফট্‌ করিতে করিতে) আঃ, আঃ; রাজা জেয়ুস, কি দীর্ঘ রাত্রি! একেবারে অফুরন্ত! প্রভাত কি আর হইবে না? কতক্ষণ হইল, মোরগের ডাক শুনিলাম, দাসগুলি এখনও নাক ডাকাইয়া ঘুমাইতেছে। পূর্ব্বে এমন ছিল না। যুদ্ধ, তোমার কতই মহিমা—তোমার কৃপায় এখন আর দাসদিগকেও শাসন করিবার জো নাই। এই আমার কৃতী পুত্রটী প্রথম রাত্রি জাগিয়া এক্ষণে পাঁচখানি কম্বল মুড়ি দিয়া অকাতরে নিদ্রা যাইতেছে। আচ্ছা, তবে আমিও লেপ মুড়ি দিয়া ঘুমাই।

কিন্তু ছারপোকা ও মশার জ্বালায়, আর পুত্রের ঋণের দুশ্চিন্তায় ষ্ট্রেপ্‌সিয়াডীসের নিদ্রা হইল না। তিনি তখন এক ভৃত্যকে প্রদীপ আনিতে আদেশ করিলেন; প্রদীপ আসিলে তিনি জমা খরচের খাতা খুলিয়া পুত্রের ঋণের হিসাব দেখিতে লাগিলেন। এক একটা ঋণের হিসাব দেখেন, আর তিনি চেঁচাইয়া উঠেন। পুত্রটী ততক্ষণ ঘোড়া আর ঘোড়দৌড়ের স্বপন দেখিতেছিল। তাঁহার চীৎকারে ফাইডিপ্পিডীসের ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল; সে বিরক্ত হইয়া বলিল, "আঃ, ভাল মানুষ, তুমি আমায় ঘুমাইতে দেও না।"

ষ্ট্রেপ্‌। আচ্ছা, তুমি ঘুমাও; কিন্তু মনে রাখিও, যে এই ঋণগুলি সব তোমার ঘাড়েই পড়িবে।

পুত্র আবার নিদ্রা গেল; পিতা আপনার দুরদৃষ্টের কথা ভাবিতে ভাবিতে আক্ষেপ করিতে লাগিলেন। ইতিমধ্যে প্রদীপটী নিবিয়া গেল। ভৃত্যকে সেজন্য ভর্ৎসনা করিয়া ষ্ট্রেপ্‌সিয়াডীস আবার খেদ করিতে আরম্ভ

করিলেন ; এমন সময়ে চট্ করিয়া তাঁহার মাথায় একটা খেয়াল চাপিল। তখন তিনি পুত্রকে ডাকিলেন, "ফাইডিপ্পিডীস, ফাইডিপ্পিডীস মণি !"

ফাই। কি, বাবা ?

ষ্ট্রেপ্। আমাকে চুম্বন কর, আর তোমার ডান হাতখানি আমার হাতে দেও।

ফাই। দেখ, কি হইয়াছে ?

ষ্ট্রেপ্। বল দেখি আমায়, তুমি কি আমায় ভালবাস ?

ফাই। অশ্বের দেবতা ঐ পসাইডোনের দিব্য, হাঁ, ভালবাসি।

ষ্ট্রেপ্। না, না, আর ঘোড়ার কথা বলিও না। ঐ দেবতাই আমার সকল অনিষ্টের কারণ। তুমি যদি সত্যই আমাকে সর্ব্বান্তঃকরণে ভালবাস, তবে আমার কথা শুন।

ফাই। কি কথা শুনিব তবে ?

ষ্ট্রেপ্। তোমার চাল চলন এখনই ছাড়, আর আমি যা' বলি, যাও, তাই শিক্ষা কর।

ফাই। বলই না, তুমি কি আদেশ করিতেছ ?

ষ্ট্রেপ্। আমার কথা রাখিবে ?

ফাই। ডিওনীসসের দিব্য, রাখিব।

ষ্ট্রেপ্। আচ্ছা, তবে এদিকে আসিয়া দেখ। ঐ দরজা ও বাড়ী দেখিতে পাইতেছ ?

ফাই। দেখিতেছি। ওটা কি, বাবা ?

ষ্ট্রেপ্। ওটা জ্ঞানিগণের মনন-মন্দির। ওখানে সেই লোকগুলি বাস করে, যারা আমাদিগকে বুঝাইয়া দিয়াছে, যে ঐ নভোমণ্ডল একটা উনুন, উহা আমাদিগকে ঘিরিয়া রহিয়াছে, আর আমরা উহার ভস্ম। এরা সেই শিক্ষা দেয়—তবে কিনা সেজন্য কিঞ্চিৎ রজত দক্ষিণা দিতে হয়—যাতে কথার জোরে ন্যায়, অন্যায় সকলের উপরে জয়লাভ করা যায়।

ফাই। তারা কে ?

ষ্ট্রেপ্। তাদের নাম আমি ঠিক জানি না ; তবে তারা সূক্ষ্মতত্ত্বজ্ঞানী ও খাঁটি ভদ্রলোক।

ফাই। ছিঃ! তারা অতি বদ্‌লোক, আমি তাদের জানি। তুমি সেই ভবঘুরে, ফ্যাকাসে, রিক্তপদ লোকগুলির কথা বলিতেছ—সেই হতভাগা সোক্রাটীস ও খাইরেফোন ঐ দলের লোক।

ষ্ট্রেপ্‌। আরে, আরে চুপ। বোকার মত কথা বলিও না। পিতার ধনশস্য সব গেল; তাতে যদি তোমার দুঃখ হইয়া থাকে, তবে ওদের দলে যাও, আর ঘোড়ার সখটা একেবারে ছাড়।

ফাই। ডিওনীসসের দিব্য, আমাকে মুলুকের সবচেয়ে ভাল ঘোড়া কিনিয়া দিলেও আমি কক্ষনই যাব না।

ষ্ট্রেপ্‌। যাও, বৎস, নরকুলে প্রিয়তম আমার, তোমাকে মিনতি করিয়া বলিতেছি, যাও, যাইয়া শিক্ষা কর।

ফাই। তুমি আমাকে কি শিখিতে বলিতেছ?

ষ্ট্রেপ্‌। লোকে বলে, যে তাদের কাছে দুইটা যুক্তি আছে; একটা ভাল—সে যাই হোক—আর একটা মন্দ। শুনা যায়, যে তারা ঐ দুইটার মধ্যে দ্বিতীয় ঐ মন্দটা—অর্থাৎ অন্যায় কুতর্ক করিয়া কিরূপে জয়লাভ করিতে হয়, তাহাই শিক্ষা দেয়। এখন তুমি যদি ঐ অন্যায় কুতর্ক শিক্ষা কর, তবে তোমার জন্য আমার যে-সব ঋণ হইয়াছে, তার কিছুই পরিশোধ করিতে হইবে না—একটা পয়সাও নয়।

ফাইডিপ্পিডীস কিছুতেই গেল না। পাঠে মন দিলেই তাহার রংটা ফ্যাকাসে হইয়া যাইবে; তখন সে কোন্‌ সাহসে অশ্বারোহী ভদ্রলোকদিগকে মুখ দেখাইবে? ষ্ট্রেপ্‌সিয়াডীস অগত্যা নিজেই বিদ্যার্থী হইবার মানসে মনন-মন্দিরের সম্মুখে যাইয়া দ্বারে খুব জোরে আঘাত করিয়া ডাকিলেন, “বাছা, যাদুবাছা!” একজন ছাত্র ভিতর হইতে সাড়া দিল—

ছাত্র। যমের বাড়ী যাও। কে তুমি দরজায় আঘাত করিতেছ?

ষ্ট্রেপ্‌। আমি ফাইডোনের পুত্র কিকুনা গ্রামের ষ্ট্রেপ্‌সিয়াডীস।

ছাত্র। তুমি একটা গণ্ডমূর্খ—তুমি নির্বোধের মত এমন জোরে ঘা দিয়া দরজাটা ভাঙ্গিবার উপক্রম করিয়া আমার চিন্তার গর্ভস্রাব ঘটাইয়াছ।

ষ্ট্রেপ্‌। ক্ষমা কর আমাকে ; আমি পাড়াগেঁয়ে লোক, অনেক দূরে থাকি। কিন্তু আমায় বল দেখি, আমি তোমার কোন্‌ ব্যাপারের গর্ভস্রাব ঘটাইলাম।

ছাত্র। সে ছাত্রভিন্ন আর কাহাকেও বলিবার নিয়ম নাই।

ষ্ট্রেপ্‌। তুমি নির্ভয়ে আমাকে বল ; আমি শিক্ষার্থী হইবার জন্যই এখানে এই মনন-মন্দিরে আসিয়াছি।

ছাত্র। আচ্ছা, বলিতেছি। কিন্তু মনে রাখিও, যে এগুলি গভীর রহস্য। সোক্রাটীস খাইরেফোনকে জিজ্ঞাসা করিলেন, যে একটা পিস্থ নিজের পায়ের কতগুণ লাফাইতে পারে? কেন না, পিস্থটা খাইরেফোনকে ভ্রূর উপরে দংশন করিয়া সোক্রাটীসের মাথায় লাফাইয়া পড়িয়াছিল।

ষ্ট্রেপ্‌। তিনি কি করিয়া দূরত্বটা মাপিলেন?

ছাত্র। অপূর্ব্ব কৌশলে। তিনি একটু মোম গলাইয়া পিস্থটা ধরিয়া তাহার পা দুখানি দ্রব মোমে ডুবাইলেন; তার পরে মোম ঠাণ্ডা হইলে পারস্য-দেশীয় যে চটীজুতা পায়ে ছিল, তাহা খুলিয়া দূরত্বটা মাপিয়া ফেলিলেন।

ষ্ট্রেপ্‌। ও রাজন্‌ জেয়ুস, বুদ্ধিটা কি অসাধারণ!

ছাত্র। তুমি যদি আর একটা—স্বয়ং সোক্রাটীসের—বুদ্ধির কাহিনী শুনিতে, তবে কি বলিতে?

ষ্ট্রেপ্‌। কি রকম? তোমায় মিনতি করিতেছি, আমাকে বল।

ছাত্র। খাইরেফোন তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার মত কি? মশা যে ভোঁ ভোঁ শব্দ করে, সে মুখ দিয়া, না পুচ্ছ দিয়া?"

এই সমস্যার সমাধান বাঙ্গলা ভাষায় অপাঠ্য, অতএব উহা পরিত্যক্ত হইল। তৎপরে,

ছাত্র। গতকল্য একটা সবুজ টিক্‌টিকীর দোষে একটা মহতী চিন্তা নষ্ট হইয়াছে।

ষ্ট্রেপ্‌। কিরূপে? আমাকে বল।

ছাত্র। তিনি রাত্রিকালে মুখব্যাদান করিয়া চন্দ্রের গতি ও কক্ষ পর্য্যবেক্ষণ করিতেছিলেন, এমন সময়ে একটা সবুজ টিক্‌টিকী তাঁহার মুখে মলত্যাগ করিল।

ষ্ট্রেপ্। একটা সবুজ টিকুটিকী সোক্রাটীসের মুখে মলত্যাগ করিল! কি মজাই বোধ হইতেছে।

ছাত্র। তার পর, কাল সন্ধ্যার সময় আমাদের আহার করিবার কিছুই ছিল না।

ষ্ট্রেপ্। আচ্ছা, তিনি কি ফিকির করিয়া সব সংগ্রহ করিলেন?

ছাত্র। তিনি একটা টেবিলের উপরে সূক্ষ্ম ছাই ছড়াইয়া, একটা শিক বাঁকা করিয়া কম্পাসের মত ধরিয়া, ব্যায়ামাগার হইতে একখানি উত্তরীয় টানিয়া লইয়া সরিয়া পড়িলেন।

ষ্ট্রেপ্। তবে আর আমরা ঐ থালীসের এত প্রশংসা করি কেন? খোল, খোল, মনন-মন্দিরের দ্বার খুলিয়া ফেল, আমাকে অচিরে সোক্রাটীসের নিকটে লইয়া যাও, কেন না, আমি শিষ্য হইবার জন্য লালায়িত; কিন্তু আগে দরজাটা খোল। ও হরিকুলেশ, এরা কোন্ রকমের জানোয়ার!

ছাত্র। তুমি আশ্চর্য্য হইয়া গেলে কেন? ইহারা কি বলিয়া তোমার মনে হয়?

ষ্ট্রেপ্। আমরা পুলস হইতে যে স্পার্টান্‌দিগকে বন্দী করিয়া আনিয়াছিলাম, মনে হয় যেন এরা তাই। কিন্তু এরা এমনতর ভূমিতে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া রহিয়াছে কেন?

ছাত্র। ভূগর্ত্তে কি আছে, ইহারা তাহাই অন্বেষণ করিতেছে।

ষ্ট্রেপ্। তবে ইহারা (মাটির নীচে ব্যাঙ্গের) ছাতা খুঁজিতেছে। তোমরা এখন সেজন্য ভাবিও না; আমি জানি, কোন্ খানে বড় বড় ও ভাল ভাল ছাতা পাওয়া যায়। আচ্ছা, ওরা এত উপুড় হইয়া কি করিতেছে?

ছাত্র। উহারা রসাতলের নীচে ঘনান্ধকারে তত্ত্বানুসন্ধান করিতেছে।

ষ্ট্রেপ্। তবে ওদের নিতম্ব আকাশপানে চাহিয়া আছে কেন?

ছাত্র। উহা নিজের চেষ্টায় জ্যোতিষ শিক্ষা করিতেছে।* যাও, তোমরা ভিতরে যাও, নতুবা তিনি আমাদিগকে ধরিয়া ফেলিবেন।

ষ্ট্রেপ্। দেবতার দোহাই, এগুলি কি? আমায় বল।

ছাত্র। এটা জ্যোতিষ।

ষ্ট্রেপ্। আর ওটা কি?

ছাত্র। জ্যামিতি।

ষ্ট্রেপ্। ওর প্রয়োজন কি?

ছাত্র। উহাদ্বারা ভূমি পরিমাপ করা যায়।

কথাটা শুনিয়া সুবিধার গন্ধ পাইয়া লোকটা খুব খুসী হইল।

ছাত্র। এই দেখ, এটা পৃথিবীর মানচিত্র; দেখিতে পাইতেছ? এই যে আথেন্স।

ষ্ট্রেপ্। কি বলিতেছ তুমি? আমার বিশ্বাস হয় না—কেন না, আমি তো বিচারকগণকে বিচারালয়ে উপবিষ্ট দেখিতেছি না।

ছাত্র। সত্যি, এটা আটিকা প্রদেশ।

ষ্ট্রেপ্। তবে আমার কিকুনা গ্রামের অধিবাসীরা কোথায়?

ভূচিত্র লইয়া আরও কিঞ্চিৎ আলোচনা হইল। তদনন্তর,

ষ্ট্রেপ্। দেখ, দেখ, ওখানে ঝুড়ির মধ্যে ঐ লোকটা কে?

ছাত্র। তিনি স্বয়ং।

ষ্ট্রেপ্। কে তিনি স্বয়ং?

ছাত্র। সোক্রাটীস।

ষ্ট্রেপ্। সোক্রাটীস! এস, তুমি নিজে ওঁকে খুব জোরে একবার ডাক দেখি।

ছাত্র। তুমি নিজেই ডাক; আমার অবসর নাই।

ষ্ট্রেপ্। ও সোক্রাটীস, ও সোক্রাটীস মণি!

সোক্রা। ওরে একদিনের কীটাণু, তুমি আমাকে ডাকিতেছ কেন?

ষ্ট্রেপ্। আগে দয়া করিয়া আমায় বল তো, তুমি কি করিতেছ?

সোক্রা। আমি বায়ুতে বিহার করিতেছি, আর সূর্য্যের ধ্যান করিতেছি।

ষ্ট্রেপ্। তুমি তবে শূন্যে ঝুড়িতে বসিয়া দেবগণকে অবজ্ঞা করিতেছ? যদি অবজ্ঞা করিতেই হয়, ভূমি হইতে অবজ্ঞা করিতেছ না?

সোক্রা। তা'তো বটেই; আমি যদি আমার মতটা ঝুলাইয়া না রাখি, এবং সূক্ষ্ম বুদ্ধিটী তৎসদৃশ বায়ুর সহিত মিশ্রিত না করি, তবে কখনই নভোমণ্ডলের তত্ত্ব অবধারণ করিতে পারিব না; আমি যদি ভূতলে থাকিয়া এগুলি অন্বেষণ করি, তবে তাহা কোন কালেই পাইব না। পৃথিবী বুদ্ধির রসটা জোর করিয়া নিজের মধ্যে এমনই টানিয়া লয়। শাক যেমন রস টানে, ঠিক সেই রকম।

ষ্ট্রেপ্। কি বলিতেছ? বুদ্ধি শাকের মধ্যে রস টানিয়া লয়? এস এখন, সোক্রাটীস মণি, আমার কাছে নামিয়া আইস, আমি যাহা শিখিব ভাবিয়া আসিয়াছি, তাহা আমাকে শিখাও।

সোক্রা। তুমি কি জন্য আসিয়াছ?

ষ্ট্রেপ্। কি করিয়া কথা বলিতে হয়, তাহাই শিখিবার অভিপ্রায়ে আসিয়াছি। কেন না, ঋণজালে জর্জ্জরিত হইয়া দুর্দ্দান্ত মহাজনের জ্বালায় আমি ভীষণ দুঃখ পাইতেছি, আমি সর্ব্বস্বান্ত হইয়াছি, আমার ধনদৌলত সব গিয়াছে।

সোক্রা। তুমি কিরূপে এমন ঋণে জড়িত হইয়া পড়িলে, যে নিজে তা' আগে কিছুই বুঝিতে পার নাই?

ষ্ট্রেপ্। ঘোটক-ব্যাধি আমার সর্ব্বস্ব গ্রাস করিয়াছে। এস, তুমি আমাকে সেই কুযুক্তিটা শিক্ষা দেও, যাতে আমাকে একটা কাণা কড়িও পরিশোধ করিতে না হয়। আমি দেবতাদিগের নামে শপথ করিতেছি, যে এজন্য তোমার যে বেতনই প্রাপ্য হউক না কেন, তাহাই দিব।

সোক্রা। তুমি কি প্রকার দেবতার নামে শপথ করিতেছ? প্রথমেই জানিয়া রাখ, যে দেবগণ আমাদিগের মধ্যে চলিত মুদ্রা নহেন।

ষ্ট্রেপ্। তোমরা তবে কার নামে শপথ কর? না বুজান্টিয়ন্ নগরের মত লোহার নামে?

সোক্রা। তুমি কি দৈব (স্বর্গের) ব্যাপার স্পষ্ট করিয়া সত্যরূপে জানিতে চাও?

ষ্ট্রেপ্। নিশ্চয়ই, যদি জানিবার কিছু থাকে।

সোক্রা। আর আমাদিগের দেবতা ঐ মেঘমালার সহিত যোগযুক্ত হইতে ও আলাপ করিতে অভিলাষ কর ?

ষ্ট্রেপ্। খুবই করি।

সোক্রা। তবে তুমি এই পবিত্র শয্যায় উপবেশন কর।

সোক্রাটীস নবাগত শিষ্যকে দীক্ষা দিলেন। কেহ কেহ মনে করেন, আরিষ্টফানীস এস্থলে পরিহাসচ্ছলে অর্ফেয়ুস-তন্ত্রানুযায়ী দীক্ষা-প্রণালীর আভাস দিয়াছেন। দীক্ষান্তে গুরু বায়ু, নভোমণ্ডল ও মেঘমালার নিকটে প্রার্থনা করিয়া মেঘমালাকে আবির্ভূত হইবার জন্য আহ্বান করিলেন। দেবীগণ সঙ্গীত করিতে করিতে নৃত্যমঞ্চে অবতীর্ণ হইলেন। সঙ্গীতগুলি চমৎকার; একটীমাত্র অনুবাদিত হইল, উহার বর্ণে বর্ণে স্বদেশপ্রীতি উচ্ছ্বসিত হইয়াছে।

(মেঘমালার সঙ্গীত।)

"বারিবর্ষিণী কুমারীগণ, চল আমরা পালাসের উজ্জ্বল, উর্ব্বর আয়তন, বীরবৃন্দের জন্মভূমি আথেন্সে যাই; চল, আমরা দেবীর পরমপ্রিয় কেক্রপ্সের পুরী দর্শন করি। তথায় রহস্যময় পবিত্র ব্রতনিয়ম পালিত হইতেছে; তথায় দীক্ষামন্দির পুণ্য অনুষ্ঠানে দ্বার উদ্ঘাটন করিয়া দিক্ষার্থীদিগকে গ্রহণ করিতেছে; সেখানে ত্রিদিববাসী দেবগণের চরণে কতই অর্ঘ্য অর্পিত হইতেছে; সেখানে উত্তুঙ্গ দেবগৃহ ও প্রতিমাসমূহ অপরূপ শোভা পাইতেছে; এই পুরীতে সংবৎসরকাল ভরিয়া সর্ব্বক্ষণ সদানন্দ দেবকুলের পুণ্যতম যাত্রা এবং কুসুমমাল্য-শোভিত অগণন দেব-পূজা দেখিতে পাইবে; আবার সেথায় বসন্ত-সমাগমে ব্রমিয়া-উৎসবের আনন্দধারা বহিয়া যাইবে, সুকণ্ঠ নর্ত্তকদলের দ্বন্দ্বে পুরী মুখরিত হইয়া উঠিবে, এবং গুরুগম্ভীর বংশীধ্বনি ললিততানে কর্ণে সুধা ঢালিয়া দিবে।"

ষ্ট্রেপ্। জেয়ুসের নামে তোমায় মিনতি করিতেছি, বল তো, সোক্রাটীস, আমরা যাঁহাদিগের পবিত্র, গাম্ভীর্য্যময়ী বাণী শুনিলাম, তাঁহারা কে ? উপরত বীরকুলের মধ্যে কেহ কি ইঁহারা ?

সোক্রা। মোটেই না; ইঁহারা স্বর্গের মেঘমালা, অলস মনুষ্যের মহাদেবী; ইঁহারাই আমাদিগকে বুদ্ধি, বিচারনৈপুণ্য, তর্কশক্তি, বাগাড়ম্বরপ্রিয়তা, প্রগল্‌ভতা, দুর্জ্জয় বাক্যবল ও ক্ষিপ্রমতিত্ব প্রদান করেন।

সোক্রাটীস আবার বলিতেছেন,

"তুমি নিশ্চয় জানিও, যে এই দেবীগণই সফিষ্টদিগকে পালন করেন। গণক, হাতুড়ে বৈদ্য, দীর্ঘকেশ, মুক্তাঙ্গুরীয়ক বিলাসী, চক্রাকার-নৃত্যরত সঙ্গীতকারী, ভণ্ড জ্যোতিষী—যে-সকল অকর্ম্মণ্য লোক আর কিছুই করে না, কেবল কবিতায় ইঁহাদিগের গুণ কীর্ত্তন করে, ইঁহারাই তাহাদিগের ইষ্ট দেবতা। তৎপরে কিয়ৎক্ষণ মেঘ সম্বন্ধে আলোচনা চলিল। তদন্তে

সোক্রা। একমাত্র ইঁহারাই দেবতা; আর সকলে অসার জল্পনা।

ষ্ট্রেপ্‌। পৃথিবীর দিব্য, বল তো, স্বর্গবাসী জেয়ুস কি আমাদিগের দেবতা নহেন?

সোক্রা। জেয়ুস কি প্রকার? মূর্খের মত কথা বলিও না; জেয়ুস নামে কেহ নাই।

ষ্ট্রেপ্‌। কি বলিতেছ তুমি? তবে বারি বর্ষণ করে কে? আগে আমাকে এই কথাটা স্পষ্ট করিয়া বল তো।

সোক্রাটীস বৃষ্টিতত্ত্ব ব্যাখ্যা করিয়া শিষ্যকে বুঝাইয়া দিলেন, জেয়ুস বিশ্বের নিয়ন্তা ও প্রভু, এতকাল এই যে মত প্রচলিত ছিল, তাহা একটা বিষম ভ্রম; বায়ুর ঘূর্ণাবর্ত্তই জগদ্‌ব্যাপারের মূল কারণ। শিষ্য তখন বজ্রপাতের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। গুরু একটা সাধারণ দৃষ্টান্তের সাহায্যে উহার যে বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দিলেন, তাহাতে পরিহাসরসিক কবি হাসির ফোয়ারা ছুটাইয়াছেন, কিন্তু আমরা বঙ্গীয় পাঠকগণকে তাহার রসাস্বাদনে বঞ্চিত রাখিতে বাধ্য হইলাম—কেন না, আমরা শ্লীলতার সীমা অতিক্রম করিতে পারিব না।

সোক্রা। তবে তুমি আমাদিগের সহিত মানিয়া লইতেছ যে, অনিয়ম, মেঘমালা এবং রসনা, এই তিন ভিন্ন অন্য কোনও দেবতা নাই?

ষ্ট্রেপ্। যদি অপর কোনও দেবতার সহিত সাক্ষাৎ হয়, আমি তাঁহাদিগের সহিত মোটেই কথা বলিব না ; আমি তাঁহাদিগকে অর্ঘ্য দিব না, নৈবেদ্য দিব না, বেদিতে গন্ধদ্রব্য রাখিব না।

অতঃপর মেঘমালা ও ষ্ট্রেপ্সিয়াডীসের মধ্যে কথোপকথন হইল। ষ্ট্রেপ্সিয়াডীস নিবেদন করিলেন—

ষ্ট্রেপ্। আপনারা যাহা বলিবেন, অনুগত হইয়া আমি তাহাই করিব ; কারণ অখণ্ড্য নিয়তি আমাকে নিরুপায় করিয়া ফেলিয়াছে, ভাল ভাল ঘোড়া আর ঘরণীর জ্বালায় আমার সর্ব্বনাশ হইয়াছে। আপনারা এখন যা' খুসী করুন। আমার এই দেহ আমি ইহাদের হাতে দিলাম ; এরা একে মারুক, অনাহারে রাখুক, পিপাসায় পীড়ন করুক, শীতে কষ্ট দিক, মলে আচ্ছন্ন রাখুক, আগাগোড়া চামড়া খুলিয়া ফেলুক—আমি শুধু চাই, যে আমি যেন ঋণের দায় হইতে বাঁচিয়া যাই ; লোকে যেন দেখে, যে আমি একজন দুঃসাহসী, বাক্যবিশারদ, নির্লজ্জ, সরফরাজ, পশুপ্রায়, মিথ্যা রচনায় সুদক্ষ, বাচাল, মোকদ্দমায় ফাঁকিবাজ, বাজে উকীল, দিন রাত বড় বড় বকুনিতে রত, আইনে ওস্তাদ, ধূর্ত্ত শেয়াল, প্রবঞ্চনায় বজ্র-সূচী, মিষ্টমুখ শঠ, প্রতারক, জুয়াচোর, দাগী ঠক, পাপিষ্ঠ, পলায়নপটু, হাড়জ্বালানী, মিষ্টান্ন চাটিতে অভ্যস্ত। লোকে যদি আমাকে এই সকল নামে ডাকে, তবে এরা যা' খুসী তাই করুক। জ্যামাতার দিব্য, যদি ইচ্ছা হয়, এরা আমার নাড়ীভুঁড়ি ছাত্রদিগকে খাইতে দিক।

মেঘমালা মানিয়া লইলেন, যে ষ্ট্রেপ্সিয়াডীস্ শিক্ষার্থী হইবার উপযুক্ত বটে। তখন তাঁহারা সোক্রাটীসের উপরে শিক্ষাদানের ভার অর্পণ করিলেন। অতঃপর শিষ্যের পরীক্ষা আরম্ভ হইল।

সোক্রা। আচ্ছা, আমি সংক্ষেপে তোমাকে দুই একটা কথা জিজ্ঞাসা করিতে চাই। তোমার স্মরণশক্তিটা ভাল তো ?

ষ্ট্রেপ্। জেয়ুসের দিব্য, আমার স্মৃতিটা দুই রকম ; আমার কাছে যদি কেউ কিছু ধার করে, সেটা আমার খুবই মনে থাকে ; আর আমি যদি ধার করি, কি দুর্দৈব, সেটা আমি একেবারেই ভুলিয়া যাই।

সোক্রা। তোমাতে প্রকৃতিসিদ্ধ বাক্পটুতা আছে কি ?

ষ্ট্রেপ্। কথা বলিতে আমি জানি না, কিন্তু ঠকাইতে বেশ জানি।

কিয়ৎকাল এই প্রকার পরীক্ষা করিয়া গুরু শিষ্যকে লইয়া বাটীর ভিতরে গেলেন, এবং তাহার নাড়ী টিপিয়াই বুঝিলেন, যে লোকটা হাবাগঙ্গারাম, তাহার বুদ্ধি সুদ্ধি কিছুই নাই। সোক্রাটীস তখন ক্রোধে অধীর হইয়া বকিতে বকিতে আবার বাহির হইয়া আসিলেন।

সোক্রা। নিঃশ্বাস, বায়ু আর অনিয়মের দিব্য, আমি এমনতর পাড়াগেঁয়ে, বোকা, অপদার্থ, স্মৃতিশূন্য মানুষ আর কখনও দেখি নাই; লোকটা সামান্য ছাইমাটি যা' একটু শিখে, শিখিবার আগেই তা' ভুলিয়া যায়। তা' যাই হোক, আমি ওকে ঘরের বাহিরে আলোতে ডাকিয়া আনি। ষ্ট্রেপ্‌সিয়াডীস কোথায়? তোমার বিছানাটা লইয়া বাহিরে এস।

ষ্ট্রেপ্। ছারপোকায় আনিতে দেয় না যে।

সোক্রা। ওঠ, বিছানাটা এখানে ফেল; যা' বলি তাতে মন দেও।

সোক্রাটীস প্রশ্নোত্তরচ্ছলে শিক্ষাদান করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। পাটী-গণিত ও ব্যাকরণ শিখাইবার বৃথা প্রয়াস পাইয়া তিনি শিষ্যকে আদেশ করিলেন, "কম্বল মুড়ি দিয়া বিছানায় পড়িয়া ভাবিতে সুরু কর; একটা চিন্তা মনে জাগিতেই তা' কসিয়া আঁকড়াইয়া ধরিবে।" সে ভাবিবে কি, ছারপোকার কামড়ে কেবলই ছট্‌ফট্ করিতে লাগিল। গুরু থাকিয়া থাকিয়া জিজ্ঞাসা করেন, "কিছু পাইলে কি?" "না, কিছু না।"

সোক্রা। দমিয়া যাইও না; আবার কম্বল মুড়ি দেও; মহাজনকে ঠকাইবার খুব বড় একটা ফন্দি বাহির কর।

গুরু শিষ্যকে এমন করিয়া যতই উৎসাহ দেন, সে ততই ছট্‌ফট্ করে।

সোক্রা। তুমি কি চাও, আগে আমায় বল দেখি।

ষ্ট্রেপ্। তুমি দশ হাজার বার শুনিয়াছ, যে আমি কি চাই। আমাকে যাতে মহাজনের দেনা দিতে না হয়, আমি শুধু তাই চাই।

সোক্রা। তবে এস, কম্বল মুড়ি দেও, বুদ্ধিটাকে খুব সূক্ষ্ম আর চক্‌-চকে করিয়া বিষয়টার সবদিক্ ভাব; দেখিও, ওটার বিভাগ যেন ঠিক হয়।

বলিলে কি হয়, ষ্ট্রেপ্‌সিয়াডীসের মাথায় কিছুই গজাইল না। সোক্রা-টীস আবার তাহাকে নাড়িয়া চাড়িয়া দেখিয়া হতাশ হইয়া হাল ছাড়িয়া দিলেন।

সোক্রা। কোথাকার মনভোলা, অপদার্থ বুড়ো; তুমি নিপাত যাও।

তারপর মেঘমালার পরামর্শে স্থির হইল, যে ষ্ট্রেপ্‌সিয়াডীস বাড়ী ফিরিয়া যাইয়া বলিয়া কহিয়া রাজি করিয়া তরুণবয়স্ক পুত্রকে মনন-মন্দিরে ভর্ত্তি করিবার জন্য লইয়া আসিবেন।

এবার ফাইডিপ্পিডীস পিতার কথা রাখিল। ষ্ট্রেপ্‌সিয়াডীস বাড়ী যাইয়াই পুত্রের নিকটে নিজের নবার্জ্জিত বিদ্যাটা জাহির করিয়া তাহাকে চমকিত করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন; পুত্রের তাহাতে কৌতুহল উদ্রিক্ত হইল; সে ভাবিল, তবে দেখাই যাক্ না, ব্যাপারখানা কি। পিতাপুত্রে সোক্রাটীসের নিকটে আসিলেন; তিনি সুযুক্তি ও কুযুক্তির হাতে যুবকের শিক্ষার ভার অর্পণ করিয়া স্থানান্তরে চলিয়া গেলেন। তখন সুযুক্তি ও কুযুক্তির দ্বন্দ্ব আরম্ভ হইল। এ দ্বন্দ্ব বাস্তবিক প্রাচীন ও নবীনের, রক্ষণশীল ও উন্নতিশীল দলের, মারাথোন-যুগের উপাসক আরিষ্ট-ফানীস ও নব্যতন্ত্রের পক্ষপাতী সফিষ্টগণের। আমরা সুযুক্তি ও কুযুক্তির বাগ্‌বিতণ্ডা বাদ দিয়া কাজের কথাগুলি অনুবাদ করিয়া দিতেছি।

সুযুক্তি। আমি এক্ষণে প্রাচীন শিক্ষাপদ্ধতি বর্ণনা করিব; আমি বলিব, সেকালে সদাচার ও সংযম কেমন সুপ্রতিষ্ঠিত ছিল। প্রথমতঃ, তখন এই নিয়ম ছিল, যে লোকে শিশুদিগকে শুধু দেখিবে, তাহাদিগের মুখে টুঁশব্দটী কেহ শুনিতে পাইবে না। তৎপরে, এক এক পল্লীর বালকেরা একস্থানে জড় হইয়া, শক্তুবৃষ্টির মত ঘোর তুষারপাতের মধ্যেও নগ্নদেহে রাজপথ দিয়া শ্রেণীবদ্ধভাবে ধীরে ধীরে বীণা-শিক্ষকের গৃহে চলিয়া যাইত। আর, "পুরীবিধ্বংসিনী করালী পালাস," কিংবা "দূরশ্রুত যুদ্ধধ্বনি," এই প্রকার সঙ্গীত তাহারা কণ্ঠস্থ করিয়া রাখিত; তাহারা জানুতে জানু সংলগ্ন করিয়া পথ চলিত না; পিতৃপিতামহগণ তাহাদিগকে যে রাগিণী দিয়া গিয়াছেন, তাহারা জোরে গলা খুলিয়া তাহা গান করিত

তাহাদিগের মধ্যে যদি কেহ ইতর বাচালতা করিবার প্রয়াস পাইত, অথবা এখন ফ্রনিসের অনুকরণকারীরা যেমন কণ্ঠ কাঁপাইয়া কাওলাতি করে, তেমনি রাগরাগিণীর জাল বুনিতে বসিয়া যাইত, তবে সে বাগ্‌দেবী-গণকে বনবাসে পাঠাইতেছে বলিয়া প্রচুর প্রহার খাইয়া তাহার দণ্ডভোগ করিত। ব্যায়ামাগারে বালকগণ যখন (দল বাঁধিয়া) উপবেশন করিত, তখন তাহাদিগের হাঁটু উচু হইয়া থাকিত, সুতরাং বাহির হইতে কেহ অভদ্র দৃশ্য দেখিতে পাইত না। তার পর, তাহারা যখন আবার উঠিয়া যাইত, তখন তাহারা হাত বুলাইয়া বালুকা সমান করিয়া রাখিত, যেন প্রেমিকদিগের জন্য তাহাদিগের তরুণ মূর্ত্তির চিহ্নমাত্র অবশিষ্ট না থাকে। তখন কোনও বালকই দেহে নাভির নিম্নে তৈল মাখিত না; প্রেমাকাঙ্ক্ষী হইয়া কোমল কণ্ঠকে সুললিত করিয়া আপনাকে অপরের লালসদৃষ্টির নিকটে বিকাইয়া পথ চলিত না; মূলার অগ্রভাগ আহার করিবার জন্য হাত বাড়াইত না; বয়োজ্যেষ্ঠগণের গ্রাস হইতে শাক, তরকারী বা মাছ কাড়িয়া খাইত না; কিংবা খিল খিল করিয়া হাসিত না, বা পায়ের উপরে পা রাখিত না।

কুযুক্তি। তোমার কথাগুলি বড় সেকেলে; অতি পুরাতন ডিপলিয়া, বৃষবধ, ইত্যাদি পর্ব্ব, আর ঝিঁঝির গন্ধে একেবারে ভরপুর।

সুযুক্তি। কিন্তু এ সেই শিক্ষাপদ্ধতি, যার কৃপায় মারাথোন-যুদ্ধের বীরগণ শিক্ষা পাইয়াছিল। তুমি এখন বালকদিগকে তাড়াতাড়ি উত্তরীয় দ্বারা গাত্র আচ্ছাদন করিতে শিখাও। এই জন্যই তো আথীনার বিশ্বোৎসবে নৃত্য করিতে আসিয়া যখন তাহারা আথীনাকে ভুলিয়া গিয়া ঢাল দিয়া উরু ঢাকে, তখন ক্রোধে আমার নিঃশ্বাস বন্ধ হইয়া যায়। অতএব, হে যুবক, তুমি অচিরাৎ সুযুক্তি আমাকে বরণ কর। তাহা হইলে তুমি সভাসমিতি ঘৃণা করিতে, স্নানাগার হইতে দূরে থাকিতে, কুৎসিত কর্ম্মে লজ্জিত হইতে, এবং কেহ তোমাকে অবজ্ঞা করিলে জ্বলিয়া উঠিতে শিক্ষা করিবে। অপিচ, বয়োবৃদ্ধগণ আগমন করিলে তুমি আসন ছাড়িয়া দাঁড়াইবে; পিতামাতার সহিত মন্দ ব্যবহার করিবে না; তোমার হৃদয়ে বিনয়ের প্রতিমা প্রতিষ্ঠিত থাকিবে; তুমি কদাচ নর্ত্তকীর

গৃহে যাইবে না—পাছে তাহাদিগের পানে হা করিয়া তাকাইয়া থাকিয়া কুলটার ফলের ঘায়ে তোমার সুনাম একেবারে রসাতলে যায়। আর, তুমি পিতার কথায় প্রত্যুত্তর দিবে না, এবং যাঁহার স্নেহনীড়ে বর্দ্ধিত হইলে, "বুড়ো মিন্‌সে" বলিয়া তাঁহার বৃদ্ধ বয়সের দুঃখের স্মৃতি জাগাইয়া রাখিবে না।

আমার কথা শুনিলে ব্যায়ামচর্চ্চায় কাল যাপন করিয়া তুমি কোমল-কান্তি ও পরিপূর্ণ বিকশিত হইয়া উঠিবে; এখনকার লোকের মত তুমি সভাভূমিতে যাইয়া কণ্টকময় বিষয় লইয়া বকিয়া মরিবে না; কিংবা অর্থগৃধ্নু-ধূর্ত্ত-শঠ-নির্ল্লজ্জের মোকদ্দমায় তোমাকে কেহ টানিয়া লইয়া যাইবে না। কিন্তু তুমি আকাডীমাইয়ার উপবনে যাইয়া পবিত্র জল্পাই তরুতলে ধবল নলের মালা পরিয়া সুচরিত্র বয়স্তের সহিত দৌড়ের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় প্রবৃত্ত হইবে—তথায় মনোরম বসন্তকালে লতা সুগন্ধি ছড়াইতেছে, জম্বীর কর্ম্মকোলাহল হইতে দূরে থাকিয়া পত্র বিকীর্ণ করিতেছে, সহকার অশোকের কাণে অস্ফুটস্বরে কত কথা বলিতেছে—তখন তুমি কি আনন্দই লাভ করিবে।

আমি যাহা বলিতেছি, তাহা যদি তুমি কর, তবে তোমার বক্ষ শুভ্র, বর্ণ উজ্জ্বল, স্কন্ধ বিশাল, রসনা নম্র ও বাহু সুদৃঢ় হইবে। আর এক্ষণে লোকে যে-প্রকার করে, তুমিও যদি তাহাই কর, তবে প্রথমতঃ তোমার চর্ম্ম বিবর্ণ, স্কন্ধ সঙ্কীর্ণ, বক্ষ দুর্ব্বল, রসনা প্রচণ্ড, বাহু ক্ষুদ্র ও নিতম্ব বৃহৎ হইবে, এবং মামলার রায় দীর্ঘ হইয়া পড়িবে। আর তোমাকে ঐ ব্যক্তি বুঝাইয়া দিবে, যে উত্তমকে অধম ও অধমকে উত্তম বিবেচনা করাই কর্ত্তব্য।

মেঘমালা বক্তৃতাটীর প্রশংসা করিলেন; তখন কুযুক্তি বলিল—

কুযুক্তি। আমার তো পেট ফাটিয়া প্রাণ যাইবার উপক্রম হইল—আমি প্রতিকূল যুক্তি দ্বারা ওর সব যুক্তিই উড়াইয়া দিবার জন্য ব্যগ্র হইয়াছি। কেন না, আমি কুযুক্তি; আমি এই পণ্ডিতসমাজে এজন্য এই নামটী পাইয়াছি, যে, সকল বিধি ও বিচারের বিরুদ্ধে কি করিয়া কথা বলিতে হয়, আমিই সর্ব্বপ্রথম তাহা শিক্ষা দিয়াছি। আর, দুর্ব্বলতর

পক্ষ গ্রহণ করিয়াও কি প্রকারে জয়লাভ করা যায়—আমার নিকটে এটার মূল্য দশ হাজার টাকার চেয়েও বেশী। তোমরা লক্ষ্য করিয়া দেখ, আমি উহার শিক্ষা-প্রণালীর কেমন দোষ বাহির করিতেছি।

আবার সুযুক্তি ও কুযুক্তির বাগ্‌যুদ্ধ আরম্ভ হইল। কুযুক্তি প্রমাণ করিতে চাহিল, যে গরম জলে স্নান ও সভাসমিতিতে যাইয়া তর্ক বিতর্ক করা মোটেই নিন্দার বিষয় নহে। তার পর সংযমের কথা। "সংযম হইতে কাহার কবে কোন্ কল্যাণ সাধিত হইয়াছে? তুমি যে-দৃষ্টান্তগুলি দিলে, সেগুলি কোন কাজেরই নয়। জেয়ুসকে দেখ না; তিনি তো প্রেম ও প্রেয়সীর নিকটে পদে পদেই পরাজিত হইয়াছেন। তুমি কি বলিতে চাও, যে মর্ত্ত্য মানুষ হইয়াও তোমার বল দেবতার অপেক্ষা অধিক? ঐ দেখ, এই নাট্যশালায় মন্ত্রী, কবি, বক্তা—যত জন উপস্থিত আছে, সকলেই দাগী ব্যভিচারী।" সুযুক্তি হার মানিল।

সুযুক্তি কুযুক্তি চলিয়া গেল। তখন ষ্ট্রেপ্‌সিয়াডীসের অনুরোধে সোক্রাটীস তাঁহার পুত্রের শিক্ষার ভার গ্রহণ করিলেন; তিনি প্রতিশ্রুত হইলেন, "আমি ইহাকে দিব্য সফিষ্ট করিয়া গড়িয়া তুলিব।" কিয়ৎকাল পরে ষ্ট্রেপ্‌সিয়াডীস পুত্রকে গৃহে লইয়া যাইবার জন্য ফিরিয়া আসিলেন; গুরুদক্ষিণা স্বরূপ সোক্রাটীসকে একথলে যবের ছাতু দিয়া তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমার পুত্রটী কুযুক্তিটা ভাল করিয়া শিখিয়াছে তো?"

সোক্রা। হাঁ, শিখিয়াছে।

ষ্ট্রেপ্। বাহবা! বিশ্বের রাজা জুয়াচুরি!

সোক্রা। এই উপায়ে তুমি এখন সব মোকদ্দমা হইতে নিষ্কৃতি পাইবে।

ষ্ট্রেপ্। যদি সাক্ষীর সম্মুখে টাকা ধার করি, তবু?

সোক্রা। হাজারগণ্ডা সাক্ষী থাকিলেও; বরং সাক্ষী যত বেশী হয়, ততই ভাল।

ষ্ট্রেপ্‌সিয়াডীস আহ্লাদে আটখানা হইয়া পুত্রকে লইয়া গৃহে ফিরিয়া গেলেন। তথায় উভয়ে যে কথোপকথন হইল, তাহা হইতে তিনি বুঝিলেন, যে পুত্রটী পাওনাদারকে ফাঁকি দিবার অমোঘ মন্ত্র শিক্ষা

করিয়াছে। ঠিক এই সময়ে একে একে পাসিয়াস ও আমুনিয়াস, এই দুই পাওনাদার গৃহদ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইল; ষ্ট্রেপ্‌সিয়াডীস সোজা জবাব দিলেন, তাহারা সিকি পয়সাও পাইবে না। "আমার ফাইডিপ্পিডীস অপরাজেয় যুক্তি শিক্ষা করিয়াছে; জেয়ুসের দিব্য, আমি কিছুই দিব না।" দ্বিতীয় ব্যক্তিকে অধিকন্তু উত্তমমধ্যমের ভয় দেখাইয়া তিনি তাড়াইয়া দিলেন।

পাওনাদারেরা চলিয়া গেলে পুত্রের নবার্জ্জিত শাঠ্যবিদ্যায় আনন্দে দিশাহারা হইয়া পিতা তাহাকে এক ভোজ দিলেন। আহারকালে কথায় কথায় উত্তেজিত হইয়া পুত্র পিতাকে দুই চারি ঘা বসাইয়া দিল। ষ্ট্রেপ্‌সিয়াডীস তখন চীৎকার করিতে করিতে ছুটিয়া পথে বাহির হইয়া পাড়ার লোক জড় করিলেন। ফাইডিপ্পিডীস কুযুক্তির কৃপায় নবালোক লাভ করিয়াছে; সে পিতার পশ্চাৎ আসিয়া অপরূপ যুক্তিবলে আপনার কার্য্য সমর্থন করিতে লাগিল। "তুমি বলিতেছ যে, আমাকে ভালবাস বলিয়াই বাল্যকালে আমাকে প্রহার করিয়াছ। আমিও তোমাকে ভালবাসি; তবে কেন তোমাকে প্রহার করিব না? তোমার মতে ভালবাসা ও প্রহার করা তো একই কথা। তুমি প্রহার করিয়া আমার দেহ জর্জ্জরিত করিবে, আর তোমার দেহ প্রহারে জর্জ্জরিত হইবে না? আমিও তো তোমারই মত স্বাধীন হইয়া জন্মিয়াছি। 'বালকগণ বেত খাইয়া ক্রন্দন করিয়াছে; তুমি কি মনে কর, যে পিতাদেরও বেত খাইয়া ক্রন্দন করা উচিত নয়?' তুমি বলিবে, বালকেরা মার না খাইলে ভাল হয় না; তাহার উত্তরে আমি বলিব, যে বৃদ্ধেরাও তো দ্বিতীয়বার বালক হইয়াছে; অতএব অন্যায় করিলে বৃদ্ধেরাও নবীনদিগের অপেক্ষা অধিক মার খাইবে, ইহাই সমীচীন; কেন না, তাহাদিগের পক্ষে দোষ করিবার সমুচিত কারণ অল্পতরই বিদ্যমান।" পিতাপুত্রের বিতণ্ডা এখানেই থামিল না। ফাইডিপ্পিডীস কথা কাটাকাটি করিয়া বলিল, "আমি তোমাকে যেমন মারিয়াছি, মাকেও সেই রকম মারিব।"

ষ্ট্রেপ্। কি বল্‌ছিস? কি বল্‌ছিস তুই? এই দেখ, আর একটা ঘোরতর দুর্দৈব!

ফাই। কি, আমি যে-কুযুক্তি শিখিয়াছি, তাহাদ্বারা তোমাকে পরাস্ত করিয়া যদি প্রমাণ করিতে পারি, যে মাতাকেও প্রহার করা কর্ত্তব্য ?

ষ্ট্রেপ্‌সিয়াডীসের তখন চৈতন্যের উদয় হইল; তিনি বুঝিলেন, যে লোভে পড়িয়া কি কুকর্ম্মই করিয়াছেন। এক্ষণে ভয়ঙ্কর প্রতিক্রিয়ার বেগে তাঁহার দুর্জ্জয় ক্রোধ সোক্রাটীস ও মনন-মন্দিরের উপরে যাইয়া পড়িল। তিনি একজন দাস সঙ্গে লইয়া যাইয়া বিদ্যালয়ের চালায় উঠিয়া উহাতে আগুন ধরাইয়া দিলেন।

সোক্রা। ওহে, তুমি ওখানে চালার উপরে যাইয়া কি করিতেছ ?

ষ্ট্রেপ্‌। আমি বায়ুতে বিহার করিতেছি, আর সূর্য্যের ধ্যান করিতেছি।

সোক্রা। হায়, হায়, দুঃখী আমি, হতভাগ্য আমি, নিঃশ্বাস বন্ধ হইয়া মরিতে চলিলাম।

ষ্ট্রেপ্‌। তোমরা কোন্ অভিপ্রায়ে দেবগণকে অবজ্ঞা করিলে ? কেন তোমরা চন্দ্রমণ্ডল পর্য্যবেক্ষণ করিতে গেলে ? এস, বাছা, ধর, মার ওদের। এর বহু কারণ আছে; প্রধান কারণ এই, যে ইহারা দেবতা-দিগের অপমান করিয়াছে।

মনন-মন্দির ভস্মীভূত হইল; মেঘমালা স্বস্তিবাচন করিয়া অভিনয় সমাপ্ত করিলেন।

দ্বাদশ অধ্যায়

বিচার ও মৃত্যু

প্রথম পরিচ্ছেদ

বিচার ও মৃত্যুর বিবরণ

সোক্রাটীস ঈশ্বরের আদেশে যে পবিত্র ব্রত গ্রহণ করিয়াছিলেন, প্রায় চল্লিশবৎসরকাল একনিষ্ঠ হইয়া তাহা পালন করিয়া এক্ষণে জীবনের সায়ংকালে উপনীত হইয়াছেন। পুরবাসীদিগের অবজ্ঞা, বিরুদ্ধভাব ও প্রতিকূলতা অগ্রাহ্য করিয়া এই সুদীর্ঘকাল তিনি নিজের ইচ্ছামত জ্ঞানালোচনা করিয়া আসিয়াছেন। আর কয়েক বৎসর অপেক্ষা করিলেই বিরোধীরা দেখিত, স্বভাবের নিয়মানুসারে তিনি কর্ম্মক্ষেত্র ত্যাগ করিয়া অমরধামে প্রয়াণ করিয়াছেন। কিন্তু তাহাদিগের আর সহিল না। তিনি যখন সত্তর বৎসর উত্তীর্ণ হইয়াছেন, তখন, আরিষ্ট-ফানীস সযত্নে বারংবার ফুৎকার দিয়া যে অসন্তোষের অগ্নিস্ফুলিঙ্গ জ্বালাইয়াছিলেন, অনুকূল রাজনৈতিক পবন পাইয়া তাহা এখন প্রচণ্ড হুতাশনে পরিণত হইয়া তাঁহাকে দগ্ধ করিয়া ফেলিল।

(১) অভিযোগ।

৩৯৯ সনে একদিন প্রাতঃকালে আথেন্সবাসীরা দেখিল, "রাজা" আর্খোনের বিচারালয়ের দ্বারদেশে এক অভিযোগপত্র সংলগ্ন রহিয়াছে। অভিযোক্তা মেলীটস নামক অখ্যাত কবি, লুকোন নামে এক অজ্ঞাত বক্তা, এবং আথীনীয় গণতন্ত্রের অন্যতম নেতা ও পুনঃপ্রতিষ্ঠাতা আনুটস। অভিযোগপত্রের বর্ণনা এই—"পিট্‌থেয়ুস গোত্রের, মেলীটস-তনয় মেলীটস, আলোপেকাই জনপদপাসী, সোফ্রনিস্কসের পুত্র সোক্রাটীসের বিরুদ্ধে নিম্নোক্ত অভিযোগ করিতেছে—'সোক্রাটীস অবৈধ আচরণ করিতেছেন,

যেহেতু, পুরবাসীরা যে-সকল দেবতায় বিশ্বাস করে, তিনি তাঁহাদিগের অস্তিত্বে বিশ্বাস করেন না, প্রত্যুত তিনি নানা নূতন দেবতা সৃষ্টি করিয়াছেন; অপিচ তিনি যুবকদিগকে বিপথগামী করিয়াও অবৈধ আচরণ করিতেছেন।' (এই দুই অপরাধের) দণ্ড মৃত্যু।" অভিযোগের মুখপাত্র ছিলেন মেলীটস, কিন্তু প্রকৃত সূত্রধার ছিলেন আন্নুটস। ইনি পশ্চাতে না দাঁড়াইলে মোকদ্দমাটা হয়ত ফাঁসিয়া যাইত। আন্নুটস চর্ম্মব্যবসায়ী ছিলেন। ইঁহার পুত্রের বিদ্যাচর্চ্চায় অনুরাগ ছিল, এবং সে প্রায়শঃ সোক্রাটীসের সহবাসে কালযাপন করিত। যুবকটীকে বুদ্ধিমান্ ও তত্ত্বালোচনায় উৎসাহী দেখিয়া তিনি তাহাকে জ্ঞানোপার্জ্জনে জীবন সমর্পণ করিতে উপদেশ দিয়াছিলেন, এবং তাহার পিতাকেও অনুরোধ করিয়াছিলেন, যে, তিনি যেন পুত্রকে আপনার ব্যবসায়ে নিয়োগ না করিয়া জ্ঞানোপার্জ্জনের সুযোগ প্রদান করেন। আন্নুটস এজন্য সোক্রাটীসের প্রতি জাতক্রোধ হইয়া উঠেন। পূর্ব্ব হইতেই তিনি এই মহাত্মার প্রতি বিরূপ ছিলেন। তার পর পুত্রের উপরে তাঁহার প্রভাব দেখিয়া তিনি আর নিশ্চেষ্ট থাকিতে পারিলেন না; তিনি এক্ষণে দুই অজ্ঞাতকুলশীল ব্যক্তির সহিত মিলিত হইয়া তাঁহার বিনাশ-সাধনে বদ্ধপরিকর হইলেন। অভিযোগ উপস্থিত করিবার কিয়ৎকাল পূর্ব্বে আন্নুটস একদা এক আলোচনাস্থলে সোক্রাটীসকে শাসাইয়া আসিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন, "সোক্রাটীস, আমার মনে হয়, তুমি লোকের নিন্দা করিতে বড় বেশী ভালবাস। তুমি যদি আমার কথা শোন, তবে আমি এই পরামর্শ দিই, যে তুমি সাবধান হইয়া চলিও। বোধ হয় এমন নগর নাই, যেখানে লোকের ভাল করা অপেক্ষা মন্দ করা অধিকতর সহজ কাজ নহে; আথেন্সের পক্ষে ইহা অতীব সত্য; আমি বিশ্বাস করি, তুমি নিজেও তাহা জান।" (Menon, 94)। মেলীটসের অভিযোগপত্র প্রমাণ করিল, আন্নুটসের উষ্মা প্রভাতে মেঘডম্বরের ন্যায় "বহ্বারম্ভে লঘুক্রিয়ায়" পর্য্যবসিত হয় নাই।

সোক্রাটীস বহুকাল পূর্ব্ব হইতেই জানিতেন, নিঃস্বার্থ জ্ঞানচর্চ্চার ফলে তাঁহার অদৃষ্টাকাশে কৃষ্ণ মেঘ ঘনীভূত হইতেছে। একদিন কথোপকথনচ্ছলে কাল্লিক্লীস তাঁহাকে বলিলেন, "সোক্রাটীস, তুমি কেমন

নিশ্চিন্ত আছ, যে তোমার কখনও কোনও অনিষ্ট হইবে না! তুমি যেন ভাবিতেছ, যে তুমি অন্য এক দেশে বাস করিতেছ, এবং তোমাকে যেন কেহ কোনদিন বিচারালয়ে টানিয়া আনিবে না; কিন্তু এক হতভাগা নীচাশয় তোমাকে একদিন বিচারালয়ে ধরিয়া লইয়া আসিবেই।" ইহার উত্তরে সোক্রাটীস বলিলেন, "তবে, কাল্লিক্লীস, আমি একটা গণ্ডমূর্খ, যদি আমি এটাও না জানি, যে আথীনীয় রাষ্ট্রে যে-কোনও লোক দুঃখ ভোগ করিতে পারে। আমি যদি সত্যই অভিযুক্ত হই, এবং তুমি যে-সকল বিপদের কথা বলিতেছ, তাহাই আমার উপরে আনয়ন করি, তবে যে পাপিষ্ঠ, সেই আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ করিবে, ইহাতে আমার এক বিন্দুও সংশয় নাই, কেন না, কোন সৎলোকই নির্দোষ ব্যক্তির বিরুদ্ধে কদাচ অভিযোগ করিবে না। আর যদি আথীনীয়েরা আমাকে বধ করে, তাহাতেও আমি আশ্চর্য্য হইব না।" (Gorgias, 521) পরিশেষে, যখন অনুমান ও সম্ভাবনার রাজ্য ছাড়িয়া প্রত্যাশিত মহাবিপদ্ প্রকৃতই সোক্রাটীসকে গ্রাস করিতে উদ্যত হইল, তখনও তাঁহার অন্তরঙ্গ বন্ধুগণ, এবং এয়ুথুফ্রোণের মত পরিচিত অনাত্মীয়েরাও ভাবিলেন, যে এই প্রকার একটা মোকদ্দমায় তাঁহার কখনও দণ্ড হইতে পারে না। তাঁহারা সোক্রাটীসের পক্ষে বিচারালয়ে উপস্থিত হওয়াও অবশ্যকর্ত্তব্য বিবেচনা করেন নাই। সোক্রাটীস যদি উচ্চবাচ্য না করিয়া আথেন্স হইতে প্রস্থান করিতেন, তবেই সকল গোল চুকিয়া যাইত। কিন্তু তিনি এমনতর কাপুরুষের আচরণ তাঁহার যোগ্য বলিয়া বোধ করিলেন না; অথচ তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, যে এবার মৃত্যুর কবল হইতে তাঁহার নিস্তার নাই। বিধাতার অভিপ্রায় শিরোধার্য্য করিয়া তিনি নির্দ্দিষ্ট দিনে "রাজা" আর্খোনের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন; যথারীতি বিচারের আয়োজন চলিতে লাগিল।

আথেন্সের বিচারালয়।

আমরা প্রথম খণ্ডের চতুর্থ অধ্যায়ে (৩৫ পৃষ্ঠা) সংক্ষেপে আথেন্সের বিচারালয় বর্ণনা করিয়াছি। এখানে উহার আরও একটু পরিষ্কার বিবরণ দেওয়া প্রয়োজনীয়।

আপনারা দেখিয়াছেন, আথীনীয় গণতন্ত্রে রাষ্ট্রের যাবতীয় ক্ষমতা পূর্ণস্বত্ববান্ পুরবাসীদিগের হস্তে কেন্দ্রীভূত ছিল। কিন্তু বিশ ত্রিশ হাজার লোক প্রতিদিন বিচারকার্য্য নির্ব্বাহ করিতে পারে না; এজন্য তাহারা স্বল্পতরসংখ্যক পুরবাসী লইয়া বিচারকমণ্ডলী গঠন করিয়াছিল। আথীনীয়েরা প্রত্যেক বৎসরের প্রথমে কুশপাত (লটারী) দ্বারা ত্রিশ বৎসরের অধিক বয়স্ক ছয় হাজার পুরবাসী নির্ব্বাচিত করিত; এই ছয় হাজার আবার কুশপাত দ্বারা পাঁচ পাঁচ শত করিয়া দশ দলে বিভক্ত হইত; এই বিভাগের পরে যে এক হাজার অবশিষ্ট রহিল, তাহারা আবশ্যকতা মত কার্য্য করিবার জন্য মজুদ থাকিত। কে কোন্ দল ভুক্ত, তাহা প্রত্যেকেই জানিত, এবং এক একটী দল বর্ণমালার এক একটী অক্ষর দ্বারা নামাঙ্কিত হইত।

যাহার কিছু অভিযোগ করিবার আছে, সে অভিযোগের প্রকৃতি অনুসারে নয়জন আর্খোনের মধ্যে একজনের নিকটে অভিযোগ জানাইল। আপনারা দেখিয়াছেন, ইঁহারাও কুশপাত দ্বারা নির্ব্বাচিত হইতেন। ইঁহাদিগের কাহারও বিচার করিবার অধিকার নাই। বাদী যাঁহার নিকটে উপস্থিত হইল, তিনি বাদী ও বিবাদীর বক্তব্য শুনিলেন; তিনি কোনও মতামত প্রকাশ করিলেন না; কিন্তু শুধু মোকদ্দমাটীকে অন্যান্য অভিযোগের তালিকায় স্থান দিলেন, এবং কবে উহার বিচার হইবে, তাহা নির্দ্ধারণ করিলেন। বিচারের দিনে তাঁহার আর একটী কর্ত্তব্য আছে; তিনি কুশপাত দ্বারা স্থির করিয়া দিলেন, যে বিচারকগণের কোন্ দল এই মোকদ্দমার বিচার করিবেন। তৎপরে ঘোষণা করা হইল, অমুক আদালতে অমুক দলকে অমুক মোকদ্দমার বিচার করিতে হইবে। যথা-সময়ে বিচারকগণ বিচারালয়ে যাইয়া সমবেত হইলেন। বিচারকগণ সকলেই ভাতা পাইতেন, সুতরাং তাঁহাদিগের সংখ্যা বড় কম হইত না। অতঃপর বিচার আরম্ভ হইল।

এই বিপুল ধর্ম্মাধিকরণের কোনও ন্যায়াধীশ ছিলেন না। আর্খোন নামমাত্র সভাপতির কার্য্য করিতেন, কার্য্যতঃ তাঁহার একজন কেরাণী অপেক্ষা অধিক ক্ষমতা ছিল না। বিচারপতিগণ দুই পক্ষের বক্তব্য শুনিতেন,

সাক্ষ্যগ্রহণ করিতেন—তাহা পূর্ব্বেই লিখিত থাকিত—কিন্তু সাক্ষীদিগকে জেরা করিতেন না; তাঁহারা ঘটনা ও আইন সম্বন্ধে সকল দিক্ বিবেচনা করিয়া অভিমত দিতেন, ও বিবাদীর অপরাধ প্রমাণিত হইলে দণ্ডবিধান করিতেন। মোকদ্দমার নিষ্পত্তির জন্য বিচারকগণের ঐকমত্যের প্রয়োজন হইত না;—কোনও পক্ষে একজন বিচারক অধিক থাকিলেই যথেষ্ট হইত—এবং তাঁহাদিগের বিচারের বিরুদ্ধে কোনও প্রতীকারের পন্থাও বিদ্যমান ছিল না।

আমরা বর্ত্তমান সময়ে ইংরেজ-শাসিত ভারতবর্ষে যে-বিচার-প্রণালী দেখিয়া আসিতেছি, তাহার সহিত তুলনা করিলে আথীনীয় বিচার-প্রণালীর দোষ ত্রুটি বুঝিতে কাহারও কালবিলম্ব হইবে না। আথেন্সে যাঁহা-দিগের হস্তে বিচারভার ন্যস্ত ছিল, তাঁহারা কেহই উহার জন্য বিশেষ-ভাবে শিক্ষা লাভ করেন নাই। আজ যাঁহারা বিচারক, কাল তাঁহারা সাধারণ পুরবাসী। যাঁহারা আইনের ব্যবসায় করিতেন, তাঁহারাও আইনে পারদর্শী ছিলেন না। বাদী বিবাদী নিজেরাই আপন আপন পক্ষ সমর্থন করিত; কখন কখনও অন্যের দ্বারা লিখাইয়া আনিয়া বক্তৃতা পড়িত। ধর্ম্মাধিকরণের প্রধান কার্য্য অভিযোগের সত্যাসত্য নিরূপণ; কিন্তু চারি পাঁচ শত বিচারকের পক্ষে সূক্ষ্মরূপে সমুদায় ঘটনা বিশ্লেষ করিয়া সত্য নির্ণয় করা অসম্ভব। যাহারা আদালতে বক্তৃতা করিত, তাহারা অভিযুক্ত ব্যক্তির দোষ বা দোষাভাব প্রমাণ করিবার চেষ্টা করিত না; তাহারা বিচারকগণের হৃদয় স্পর্শ করিয়া জয়লাভ করিতে চাহিত। বক্তা বিষয়ের পর বিষয়ের অবতারণা করিতেন, যতক্ষণ ইচ্ছা বলিয়া যাইতেন, আইনে তাহা নিষিদ্ধ ছিল না। সুতরাং বাদী বিবাদী কাজের কথা ছাড়িয়া বিচারকগণের ক্রোধ ও অনুকম্পা উদ্রেক করিবার প্রচুর সুযোগ পাইত। কেহ কিছু বলিলে যদি খুব ভাল লাগিত, কিংবা বড়ই মন্দ বোধ হইত, তবে বিচারকেরা আহ্লাদে বা বিরক্তিবশতঃ চীৎকার করিয়া বিচারকার্য্যের ব্যাঘাত উৎপাদন করিতেও ত্রুটি করিতেন না। বিবাদী অনেক সময়ে আদালতে তাহার স্ত্রীপুত্র লইয়া আসিত, এবং আশা করিত, যে যদি

তাহার বাগ্মিতার প্রভাবে না হয়, তবে অন্ততঃ তাহাদিগের কাতরক্রন্দনে বিগলিত হইয়া বিচারকগণ তাহাকে অব্যাহতি দিবেন। এই প্রকার বিচারালয়ে সুবিচারের আশা করা বিড়ম্বনা। তবে ইহার দুইটী গুণ ছিল। প্রথমতঃ, এমন বৃহৎ ধর্ম্মাধিকরণে উৎকোচ প্রদান করিবার রীতি কিছুতেই প্রবর্ত্তিত হইতে পারে না; কেন না, শত শত বিচারককে উৎকোচে বশীভূত করা মহাধনীর পক্ষেও অসাধ্য। তৎপরে, বিচারকগণ যে-দণ্ড দিতেন, দণ্ডিত ব্যক্তি তাহা মাথা পাতিয়া গ্রহণ করিত; কারণ বিচারকগণ রাষ্ট্রস্বামী গণতন্ত্রের প্রতিনিধি; এতগুলি বিচারক যে-দণ্ড বিধান করিলেন, তাহা অগ্রাহ্য করা সহজ নহে। অপিচ তাঁহারা কুশপাত দ্বারা নির্ব্বাচিত; সুতরাং তাঁহারা যে পক্ষপাত-দোষে দুষ্ট হইবেন, সে আশঙ্কা অতি অল্প।

বাদিগণের বক্তৃতা।

বসন্তকালের এক রৌদ্রস্নাত পূর্ব্বাহ্নে পাঁচ শত এক জন বিচারক সোক্রাটীসের বিচারকার্য্যে বসিয়া গেলেন। তাঁহারা দুই দিকে দুই দীর্ঘ আসন-শ্রেণীতে উপবিষ্ট হইলেন; মধ্যবর্ত্তী শূন্য স্থানের উভয় পার্শ্বে পক্ষগণের জন্য স্থান নির্দ্দিষ্ট রহিল; বেষ্টকের বাহিরে তাহাদিগের বন্ধুবান্ধব ও সাধারণ দর্শকগণ দণ্ডায়মান থাকিয়া ব্যাপারটী পর্য্যবেক্ষণ করিতে লাগিল। সর্ব্বাগ্রে দেবগণের উদ্দেশ্যে গন্ধদ্রব্য উৎসৃষ্ট হইল, এবং ঘোষয়িতৃ প্রার্থনা উচ্চারণ করিলেন। বিচারালয়ের কর্ম্মচারী অভিযোগ-পত্র ও বিবাদীর প্রত্যুত্তর পাঠ করিয়া শুনাইলেন। তৎপরে সভাপতি "রাজা" আর্খোন বাদীদিগকে বক্তৃতামঞ্চে আরোহণ করিতে আহ্বান করিলেন। প্রথমেই মেলীটস বক্তৃতা করিতে অগ্রসর হইলেন। তিনি যে স্বদেশহিতৈষণা দ্বারা প্রণোদিত হইয়াই অভিযোক্তা-রূপে উপস্থিত হইয়াছেন, মেলীটস তাহা বিস্তর সালঙ্কার বাগ্-বিন্যাস-সহযোগে বিশদ করিয়া বুঝাইয়া দিবার জন্য অশেষ আয়াস স্বীকার করিলেন, কিন্তু তাঁহার বক্তৃতা আশানুরূপ ফলবতী হইল না। তাঁহার পরে আনুটস ও লুকোন বক্তৃতা করিলেন; ইঁহারা দুই জনেই বিচারকগণের চিত্তকে আপনাদিগের প্রতি

অনেকটা অনুকূল করিয়া তুলিতে সমর্থ হইলেন। আনুটস যাহা বলিলেন, তাহার মর্ম্ম এই। "সোক্রাটীসের প্রতি ব্যক্তিগতভাবে আমার কোনও শত্রুতা নাই। তিনি যদি বিচারালয়ের আদেশ অমান্য করিয়া অনুপস্থিত থাকিতেন, এবং দেশ ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইতেন, তবে আমি অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইতাম। কিন্তু তিনি যখন এখানে উপস্থিত হইয়াছেন, তখন তাঁহাকে মুক্তি দেওয়া বাঞ্ছনীয় নহে; কেন না, তাহা হইলে তাঁহার শিষ্যেরা প্রশ্রয় পাইয়া তাঁহার দৃষ্টান্তের অনুসরণ করিবে।"

অভিযোক্তারা সোক্রাটীসের শিষ্যগণ ও তাহাদিগের বিবিধ দুষ্কার্য্যের বিষয়ে বহু কথাই বলিলেন। তাঁহারা অভিযোগের প্রমাণ-স্বরূপ কি সাক্ষ্য উপস্থিত করিয়াছিলেন, তাহা আমরা জানি না।

(২) সোক্রাটীসের আত্মসমর্থন।

অতঃপর সোক্রাটীসের আত্মসমর্থন করিবার সময় সমাগত হইল। আপনারা দ্বিতীয় ভাগে প্লেটোর লেখনীপ্রসূত "আত্মসমর্থন" পাঠ করিবেন। আমরা এস্থলে শুধু তাহার স্বরূপ ব্যক্ত করিব। সোক্রাটীস পূর্ব্ব হইতে বক্তৃতার জন্য প্রস্তুত হইয়া আসেন নাই; কেন না, তাঁহার অন্তর্দেবতা তাঁহাকে বক্তৃতার বিষয় ভাবিতে নিষেধ করিয়াছিলেন। (Mem., IV. 8. 5; Ap., 17)। "যাহা সত্য, শুধু তাহাই বলিব, ধর্ম্মপথ হইতে রেখামাত্র ভ্রষ্ট হইব না; সাংসারিক কোনও সুখ সুবিধার আশায় প্রাণাপেক্ষা প্রিয় তত্ত্বালোচনা পরিত্যাগ করিতে পারিব না; যদি জীবন বিসর্জ্জন করিতে হয়, তথাপি মানুষের ভয়ে ঈশ্বরের আদেশ অমান্য করিব না; প্রাণের মমতায় মিথ্যা বাক্যচ্ছটায় বিচারকগণের হৃদয় বিমুগ্ধ করিতে যাইয়া মাথায় আমরণ আত্মাবমানের ভার বহিব না; ফলাফল বিধাতার হস্তে, তিনি মঙ্গলময়, তাঁহার ইচ্ছাই পূর্ণ হউক;"—সোক্রাটীস এই প্রকার সংকল্পে বুক বাঁধিয়া গৃহ হইতে যাত্রা করিয়াছিলেন, এই সংকল্পে অটল থাকিয়া বিচারকগণের সম্মুখে আপনার বক্তব্য বিবৃত করিলেন। ঐকান্তিক গাম্ভীর্য্য, বুদ্ধিমত্তা, রসবোধ, পরিহাসপটুতা, অবিচলিত স্থৈর্য্য এবং অপরের দয়া ও অনুকম্পা উদ্রেকের প্রতি বিজাতীয়

বিরাগ তাঁহার অযত্নসমাপন্ন অভিভাষণের বর্ণে বর্ণে ছত্রে ছত্রে দেদীপ্যমান। উহা পাঠ করিতে করিতে মনে হয়, সেই বিস্মরণবিজয়ী দিবসে যে-ভাবে তন্ময় হইয়া সোক্রাটীস মরণের পারে দাঁড়াইয়া বিশ্বমানবের সমক্ষে "সত্যান্ন প্রমদিতব্যং ধর্ম্মান্ন প্রমদিতব্যং কুশলান্ন প্রমদিতব্যম্"—"সত্য হইতে ভ্রষ্ট হইও না, ধর্ম্ম হইতে ভ্রষ্ট হইও না, কুশল হইতে ভ্রষ্ট হইও না"—এই মহাবাণী ঘোষণা করিয়াছিলেন, বঙ্গকবি রবীন্দ্রনাথের সঙ্গীতে সেই ভাব অবতীর্ণ হইয়া আমাদিগের কর্ণে ঝঙ্কৃত হইতেছে—

"যদি দুঃখে দহিতে হয়　　　তবু মিথ্যা চিন্তা নয়,
যদি দৈন্য বহিতে হয়,　　　তবু মিথ্যা কর্ম্ম নয়,
যদি দণ্ড সহিতে হয়,　　　তবু মিথ্যা বাক্য নয়,
জয় জয় সত্যের জয়।
যদি দুঃখে দহিতে হয়,　　　তবু নাহি ভয়, নাহি ভয়,
যদি দৈন্য বহিতে হয়,　　　তবু নাহি ভয়, নাহি ভয়,
যদি মৃত্যু নিকটে হয়,　　　তবু নাহি ভয়, নাহি ভয়।
জয় জয় ব্রহ্মের জয়।"

মহত্বের ভূমিতে দাঁড়াইয়া, আত্মার গৌরব অক্ষুণ্ণ রাখিয়া, সত্যের জন্য প্রাণ দিতে কৃতনিশ্চয় হইয়া সোক্রাটীস যখন শান্তচিত্তে নির্ভয়ে আপনার পবিত্র পরার্থপর জীবন-ব্রত ব্যাখ্যা করিলেন, তখন তাঁহার আবেগময়ী কাহিনী শুনিয়া কি বিচারকগণের হৃদয়ে একটীও তরঙ্গ উঠিল না? যদি নাই উঠিবে, তবে এতগুলি বিচারক কি করিয়া অভিমত দিলেন, যে তিনি নির্দ্দোষ? সোক্রাটীসের আত্মসমর্থন সমাপ্ত হইলে সভাপতি বিচারকদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "সোক্রাটীস অপরাধী, কি নিরপরাধ?" তাঁহারা স্বীয় স্বীয় মত প্রকাশ করিলে তিনি গণনা করিয়া দেখিলেন, যাঁহারা "সোক্রাটীস অপরাধী," এই মত ব্যক্ত করিয়াছেন, তাঁহাদিগের সংখ্যা অপর পক্ষ অপেক্ষা মোটে ত্রিশটী অধিক। কিন্তু তাহাতে সোক্রাটীসের ভাগ্য-বিপর্য্যয়ে কোনও ব্যতিক্রম ঘটিল না; তিনি

অপরাধী সাব্যস্থ হইলেন। তখন তাঁহার প্রতি কি দণ্ড বিধান করিতে হইবে, বিচারকগণের সম্মুখে কেবল এই কর্ত্তব্য অবশিষ্ট রহিল।

(৩) দণ্ড।

আথেন্সের আইনে মোকদ্দমা দুই শ্রেণীতে বিভক্ত; এক শ্রেণীর মোকদ্দমায় অপরাধের দণ্ড সংহিতায় বিধিবদ্ধ আছে; উহার নাম "অনির্ণেয় দণ্ডবাদ" (agōn atimētos); ইহাতে অপরাধ প্রমাণিত হইলে দণ্ডবিধানের জন্য বিচারকদিগকে ভাবিতে হয় না। দ্বিতীয় শ্রেণীর মোকদ্দমার নাম "নির্ণেয় দণ্ডবাদ" (agōn timētos)। অধর্ম্মাচরণের অভিযোগ এই শ্রেণীর অন্তর্গত। এই শ্রেণীর মোকদ্দমায় বাদী নিজেই প্রস্তাব করিত, বিবাদীকে কোন্ দণ্ড দিতে হইবে। বিবাদীর অপরাধ প্রমাণিত হইলে সে ঐ প্রস্তাবের বিরুদ্ধে আপনার মনোমত দণ্ডের প্রস্তাব করিত। বিচারকগণকে এই দুইয়ের অন্যতর প্রস্তাব গ্রহণ করিয়া দণ্ড বিধান করিতে হইত; তাঁহাদিগের তৃতীয় কোনও দণ্ড প্রদান করিবার অধিকার ছিল না।

সোক্রাটীসের বিরুদ্ধে অধর্ম্মাচরণের অপরাধ প্রমাণিত হইল। অভিযোক্তারা তাঁহার প্রতি প্রাণদণ্ড বিধান করিবার প্রস্তাব করিয়াছেন। আইন অনুসারে এক্ষণে তাঁহাকে বলিতে হইবে, তিনি কোন্ দণ্ড গ্রহণ করিতে প্রস্তুত আছেন। এবার সোক্রাটীস আরও নির্ভীক স্বাধীনচিত্ততার পরিচয় দিলেন। তিনি বলিলেন, "আমার যখন এইরূপ প্রত্যয় জন্মিয়াছে, যে আমি কাহারও প্রতি অন্যায়াচরণ করি নাই, তখন আমি কখনও নিজের প্রতিও অন্যায়াচরণ করিব না; আমি নিজের মুখে কখনই বলিব না, আমি অকল্যাণকর দণ্ডের উপযুক্ত। আমি মৃত্যুভয়ে কখনই কারাবাস কিংবা নির্ব্বাসনের প্রস্তাব করিব না। আমি ভাবিতেই পারি না, যে আমি কোনও রূপ দণ্ডের যোগ্য। তবে আমি যে-অর্থ দিতে সমর্থ, তোমরা যদি তাহাই দণ্ড করিতে চাও, সে স্বতন্ত্র কথা। আচ্ছা, আমি এক মিনা রজত দণ্ড দিবার প্রস্তাব করিতেছি। প্লেটো, ক্রিটোন প্রভৃতি বন্ধুগণ আমাকে ত্রিশ

মিনা প্রস্তাব করিতে বলিতেছে; আমি তবে ত্রিশ মিনাই প্রস্তাব করিতেছি।”

যে-ব্যক্তির প্রতি ফাঁসির হুকুম হইয়াছে, সে যদি বলে, “আমাকে ফাঁসি হইতে অব্যাহতি দেও, আমি এক পয়সা জরিমানা দিব”, তবে তাহার কথাতে বিচারপতির যে-প্রকার চিত্তবিকার ঘটে, সোক্রাটীসের প্রস্তাব শুনিয়া বিচারকগণের মধ্যে সেই প্রকার বিক্ষোভের সঞ্চার হইল। “লোকটা অত্যন্ত গর্ব্বিত ও উদ্ধত”, এই ভাবিয়া অনেকে তাঁহার প্রতি একান্ত রুষ্ট হইলেন। তিনি যদি নতশির হইয়া কাতরকণ্ঠে নির্ব্বাসনের প্রস্তাব করিতেন, তবে হয় তো তাহা নিরাপত্তিতে গৃহীত হইত; তিনি তাহা না করিয়া বরং স্পষ্টাক্ষরে বিচারকর্ত্তাদিগকে বলিয়া দিলেন, যে তাঁহাকে দোষী স্থির করিয়া তাঁহারা অত্যন্ত অন্যায় করিয়াছেন। তাহার ফলে পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতরসংখ্যক বিচারক তাঁহার প্রতি বিরূপ হইয়া উঠিলেন; এবং অন্যূন তিন শত ষাট জন তাঁহাকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করিলেন।

সোক্রাটীস অবিচলিতচিত্তে দণ্ডাজ্ঞা শ্রবণ করিলেন। “আমার পক্ষে যাহা ঘটিল, তাহা নিশ্চয়ই শুভ”—তাঁহার এই বিশ্বাস কিছুতেই টলিল না। তিনি মৃত্যুকে কোন কালেই ভয় করিতেন না; কেনই বা করিবেন? তিনি প্রাঞ্জল বিচারবুদ্ধির সাহায্যে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলেন, যে, “মৃত্যু এই দুইয়ের একটী—হয় মৃতব্যক্তির অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয়, এবং তাহার কোনও বিষয়ের কিছুমাত্র অনুভূতি থাকে না; না হয়, লোকে যেমন সচরাচর বিশ্বাস করে, মৃত্যুর অর্থ আত্মার একপ্রকার পরিবর্ত্তন, এবং ইহলোক হইতে অন্যলোকে প্রস্থান। মৃত্যু যদি অনুভূতির বিলোপ হয়, উহা যদি সেই ব্যক্তির সুষুপ্তির মত হয়, যে নিদ্রিত হইলে স্বপ্ন অবধি দেখে না, তবে তো মৃত্যু অত্যাশ্চর্য্য লাভ। পক্ষান্তরে মৃত্যু যদি ইহলোক হইতে অন্যলোকে মহাযাত্রা হয়, এবং একথা যদি সত্য হয়, যে সেখানে উপরত সকলেই বাস করিতেছে, তবে ইহা অপেক্ষা মহত্তর কল্যাণ আর কি হইতে পারে? আমি তথায় কামনার চরম চরিতার্থতা লাভ করিব। আমি এখানে যেমন লোককে পরীক্ষা করিতেছি, সেখানেও তেমনি

সকলকে পরীক্ষা করিব, এবং দেখিব, কে প্রকৃত জ্ঞানী, এবং কে আপনাকে জ্ঞানী বলিয়া বিবেচনা করে, কিন্তু বাস্তবিক জ্ঞানী নহে।"

এই আত্মজয়ী তদেকনিষ্ঠ জ্ঞানী পুরুষ এইপ্রকার বাক্যে বিচারকর্ত্তা-দিগকে সম্বোধন করিয়া পরিশেষে বলিলেন, "এক্ষণে প্রস্থানের সময় উপস্থিত; আমি মরিতে চলিলাম, তোমরা জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে চলিলে; আমাদিগের মধ্যে কে কল্যাণতর পথে গমন করিল, এক ঈশ্বর ভিন্ন আর সকলের পক্ষেই তাহা অপরিজ্ঞাত।" এই কথা বলিয়া বিদায় লইয়া তিনি কারাগারে প্রবেশ করিলেন।

আথীনীয়েরা বর্ষে বর্ষে ডীলস দ্বীপে আপলোদেবের অর্ঘ্যসহ "ডীলিয়া" নামক একখানি পোত প্রেরণ করিত। যে-দিন পুরোহিত পুষ্পমাল্যে উহার পুরোভাগ সজ্জিত করিতেন, তদবধি উহার প্রত্যাবর্ত্তন পর্য্যন্ত আথেন্সে প্রাণদণ্ড নিষিদ্ধ ছিল। ঘটনাক্রমে এবৎসর সোক্রাটীসের বিচারের পূর্ব্বদিন পোত পুষ্পমাল্যে সজ্জিত হইয়াছিল; এবং উহার ফিরিয়া আসিতে প্রায় একমাস অতীত হইল। সুতরাং প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা প্রাপ্ত হইবার পরে তাঁহাকে এই দীর্ঘকাল কারাগারে যাপন করিতে হয়। এই অবসরে তাঁহার পরম সুহৃৎ ক্রিটোন পলায়নের সমুদায় আয়োজন পূর্ণ করিয়া তাঁহাকে ব্যগ্রভাবে কারাগার হইতে অপসৃত হইয়া বিদেশে চলিয়া যাইতে নির্ব্বন্ধ করিয়াছিলেন; কিন্তু সোক্রাটীস এই প্রস্তাবে কিছুতেই সম্মত হইলেন না। যিনি আজীবন সযত্নে দেশের বিধির নিকটে নতি স্বীকার করিয়া আসিয়াছেন, তিনি কিরূপে প্রাণের মমতায় বিভ্রান্ত হইয়া ঘৃণিত নির্ব্বাসিতের দারুণ দুর্ভোগ সহিবার লোভে জননী জন্মভূমির আদেশ পায়ে দলিয়া ছদ্মবেশে কারাগার হইতে পলায়ন করিবেন? তিনি মধুর বচনে বন্ধুবরকে আশ্বস্ত করিয়া গৃহে পাঠাইয়া দিয়া কারাবাসেই মৃত্যুর জন্য প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। এই মনোহর কাহিনী আপনারা প্লেটোর "ক্রিটোন" নামক নিবন্ধে পাঠ করিবেন।

(৪) বিষপান।

যথাসময়ে "ডীলিয়ার" যাত্রা পরিসমাপ্ত হইল; উহা যে-দিন বন্দরে ফিরিয়া আসিল, তাহার পরদিন প্রত্যূষে নয়ন উন্মীলন করিয়া সোক্রাটীস যে-অরুণরাগ দর্শন করিলেন, তাহাই তাঁহার এ লোকে শেষ জাগরণ; সেই দিন পূর্ব্বগগনে যে নবরবি উদিত হইয়া তাঁহাকে চেতনার রাজ্যে আহ্বান করিল, তাহা অস্তাচলের পশ্চাতে অন্তর্হিত না হইতেই তিনি গহন তিমির উত্তীর্ণ হইয়া 'ভব-সাগর-কিনারে' আলোক হইতে আলোকে, জীবন হইতে নবজীবনে জাগরিত হইলেন। জ্ঞানযোগী সোক্রাটীস তাঁহার চরম মুহূর্ত্তগুলির একটীকেও বৃথা যাইতে দিলেন না; তিনি সমস্তদিন বন্ধুজনের সহিত তদ্‌গতচিত্তে আত্মার অমরত্ববিষয়ক আলোচনায় যাপন করিলেন। স্ত্রীপুত্রকে বিদায় দিয়া, সংসারের সকল ভাবনা মুছিয়া ফেলিয়া, "অজো নিত্যঃ শাশ্বতোঽয়ং পুরাণঃ"—আত্মা অজ, নিত্য, শাশ্বত ও পুরাণ—এই মহত্তত্ত্ব প্রতিপাদন করিতে করিতে আত্মহারা হইয়া তিনি মরণের তীরে আসিয়া উপনীত হইলেন। আমরা যেন মানসকর্ণে শুনিতে পাইতেছি, বিষ পান করিতে উদ্যত হইয়া তিনি ভবশৃঙ্খলমুক্ত "অরহতের" ভাষায় বলিতেছেন, "বুসিতং ব্রহ্মচরিয়ং, কতং করণীয়ং"—"আমি মহত্তর ধর্ম্মজীবন যাপন বরিয়াছি; যাহা করণীয় ছিল, কিছুই অবশিষ্ট রাখি নাই"; "ওহিতো-ভারো অনুপ্পত্ত-সদত্থো"—"আমি জীবনের ভার নামাইয়া রাখিয়াছি, আমি মোক্ষলাভ করিয়াছি"; "এখন আমি প্রসন্নমনে অমৃতধামে প্রবেশ করিব।" জ্ঞানিশ্রেষ্ঠ সোক্রাটীস যথার্থই "অরহতের" ন্যায় জীবনের সর্ব্ববিধ আকিঞ্চন জয় করিয়াছিলেন, তাই তিনি জীর্ণবস্ত্রের মত দেহকে পরিহার করিয়া অনায়াসে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিলেন। যিনি আজীবন একনিষ্ঠ হইয়া পরহিতব্রত পালন করিয়া আসিয়াছেন, তিনি মরণের পূর্ব্বক্ষণেও পরিচারিকাগণের শ্রমের লাঘব না করিয়া থাকিতে পারিলেন না; তাহাদিগকে শব ধৌত করিবার ক্লেশ হইতে অব্যাহতি দিবার অভিপ্রায়ে তিনি স্নান করিয়া বিষপানের জন্য প্রস্তুত হইলেন। পরিচারক বিষপাত্র আনিয়া দিল; তিনি অকম্পিতহস্তে তাহার

নিকট হইতে উহা গ্রহণ করিয়া অবিচলিতচিত্তে অম্লানবদনে একেবারে সমগ্র বিষ পান করিয়া ফেলিলেন। বন্ধুবান্ধবেরা উচ্চৈঃস্বরে বিলাপ করিতে লাগিলেন; সোক্রাটীস তাঁহাদিগকে মৃদুমধুর ভৎর্সনা দ্বারা শান্ত করিয়া পলে পলে মরণের অন্ধকার উপত্যকা অতিক্রম করিয়া দীর্ঘ জীবন-পথের অন্তে আসিয়া উত্তীর্ণ হইলেন। ধীরে ধীরে তাঁহার শরীর অসাড় ও নিস্পন্দ হইয়া আসিল; শেষ নিঃশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে তিনি অন্তরতম বন্ধুকে স্মরণ করাইয়া দিলেন, যে মর্ত্ত্যজীবনের ব্যাধি হইতে তাঁহার এই চিরবাঞ্ছিত আরোগ্যলাভের জন্য ভিষক্-দেবতাকে কৃতজ্ঞতার অর্ঘ্য নিবেদন করিতে হইবে; দেবকর্ত্তব্য বিষয়ে উপদেশ দিয়াই তিনি নির্ব্বাক্ হইলেন; তৎক্ষণাৎ জীবনপ্রদীপ নির্ব্বাপিত হইল; সোক্রাটীস আনন্দলোকে, মঙ্গলালোকে নবীন সাধনার ক্ষেত্রে নবজন্ম লাভ করিলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

দণ্ডের কারণ

তেইশ শত বৎসর হইল লিপিকৌশলে অনতিক্রম্য প্লেটো "ফাইডোন" নামক পুস্তিকায় সরল ভাষায় সোক্রাটীসের অপমৃত্যুর কাহিনী লিখিয়া গিয়াছেন; তাঁহার সহজ শব্দচয়নের মধ্যে এমনই অপূর্ব্ব রচনাচাতুর্য্য নিহিত রহিয়াছে, যে আজিও সেই কাহিনী পাঠ করিতে করিতে পাঠকের পক্ষে অশ্রু সংবরণ করা কঠিন হইয়া উঠে। আমরা দ্বিতীয় ভাগে ঐ নিবন্ধের অনুবাদ দিয়াছি, এজন্য এই অধ্যায়ে সংক্ষেপে সোক্রাটীসের অন্তিম দিবসের বর্ণনা প্রদত্ত হইল। আমরা এক্ষণে এই শোচনীয় ঘটনার কারণ ও ফল সম্বন্ধে আলোচনায় প্রবৃত্ত হইব। আলোচনার প্রয়োজন আছে; কেন না, ভারতবর্ষে কেহ স্বাধীনভাবে জ্ঞান বিতরণ করিতে যাইয়া রাজাজ্ঞায় প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছে, এমন দৃষ্টান্ত নাই বলিলেই হয়। বেদপন্থী আর্য্যগণ যখন ভারতবর্ষের অধীশ্বর ছিলেন; বৌদ্ধ ধর্ম্মের কোমল কিরণ যখন প্রাচ্য ভূখণ্ডকে উদ্ভাসিত করিয়াছিল; এদেশ যখন মুসল-মানের চরণতলে স্বারাজ্য বিসর্জ্জন দিয়াছিল;—তখন ভারতবাসী মনন,

বিচার ও সত্যপ্রচারের অব্যাহত স্বাধীনতা সম্ভোগ করিয়াছে; এই তিন যুগের কোন যুগেই রাষ্ট্রশক্তি তাহাদিগের বাক্‌রোধ করিয়া নব তত্ত্বকে নির্ম্মূল করিতে প্রয়াসী হয় নাই। সার্দ্ধদ্বিসহস্র বৎসর পরেও আজ সমুদায় শ্বেতাঙ্গ জাতি মুক্তকণ্ঠে যাহাদিগের ঋণ স্বীকার করিতেছে, পাশ্চাত্য সভ্যতার আদিপ্রস্রবণ, জ্ঞানবিজ্ঞানললিতকলায় ভাস্বরকীর্ত্তি সেই আথীনীয়েরা যে তাহাদিগের গৌরবের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নিদর্শন পুরুষসিংহ সোক্রাটীসকে বধ করিয়াছিল,—আমাদিগের নিকটে ইহা তো বিস্ময়কর বটেই; প্রত্যুত ইয়ুরোপীয় লেখকেরাও অনেকে এজন্য তাহাদিগকে ধিক্কার দিয়া থাকেন। অতএব, ধীরচিত্তে উভয় পক্ষের গুণাগুণ পরীক্ষা করা নিরপেক্ষ সত্যানুসন্ধিৎসু ঐতিহাসিকের পক্ষে অবশ্যকর্ত্তব্য।

(১) সফিষ্টেরা দণ্ডের জন্য দায়ী নহেন।

এককালে খ্যাতিমান্ পণ্ডিতেরা মনে করিতেন, যে সফিষ্টেরা ঈর্ষা-পরবশ হইয়া মেলীটস প্রভৃতির সহিত ষড়যন্ত্র করিয়া সোক্রাটীসের অপমৃত্যু ঘটাইয়াছিলেন। এই দুই পক্ষের বিরোধ ইতিহাসে সুবিদিত; সুতরাং, তাঁহারা সহজেই বিশ্বাস করিতে পারিয়াছিলেন, যে সফিষ্টেরা সোক্রাটীসকে তাঁহাদিগের প্রতিপত্তি ও অর্থাগমের পথে বিষম অন্তরায় বিবেচনা করিয়া একটা জঘন্য উপায়ে তাঁহাকে ইহলোক হইতে অপসারিত করিয়াছিলেন। এই সিদ্ধান্ত সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন; কেন না, আনুটস, মেলীটস বা লুকোনের যে সফিষ্টদিগের সহিত কিছুমাত্র সংস্রব ছিল, তাহার কোনই প্রমাণ নাই; এবং তাঁহারা অভিযোগ করিতে অগ্রসর হইলে নিজের ফাঁদে নিজেরাই পড়িতেন, যেহেতু কুযুক্তিকে সুযুক্তি বলিয়া প্রতিপন্ন করিবার অপরাধে তাঁহারাই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক অপরাধী ছিলেন। এই সকল কারণে এক্ষণে বিশেষজ্ঞ সমালোচকেরা সফিষ্টদিগকে নিষ্কৃতি দিয়াছেন।

এই পর্য্যন্ত তাঁহাদিগের ঐকমত্য আছে। কিন্তু সোক্রাটীসের মৃত্যুর জন্য প্রকৃতপ্রস্তাবে দায়ী কে, তৎসম্বন্ধে এখনও বিস্তর মতভেদ বিদ্যমান। সোক্রাটীসের দণ্ড ব্যক্তিগতবিদ্বেষপ্রসূত, না উহার মূলে অন্যবিধ কারণ

বর্ত্তমান ছিল; যদি থাকিয়া থাকে, তবে সে কারণ রাজনৈতিক, না নীতি-বিষয়ক, না ধর্ম্মসংসৃষ্ট; এবং পরিশেষে, তাঁহার প্রাণবধ ঘোরতর অবিচারের উদাহরণ, কিংবা অন্ততঃ কিয়ৎ পরিমাণেও ন্যায্য বলিয়া সমর্থন-যোগ্য;—এই সমুদায় প্রশ্ন সম্বন্ধে অদ্যাপি সমূহ বাগ্‌বিতণ্ডা চলিয়া আসিতেছে। প্রাচীন কালে রোমের প্রসিদ্ধ রাষ্ট্রনীতিজ্ঞ কেটো (Cato), এবং অধুনা একজন জর্ম্মণ লেখক এমন কথাও বলিয়াছেন, যে সোক্রাটীসের দণ্ড সম্পূর্ণরূপেই বৈধ হইয়াছিল।

(২) ব্যক্তিগতবিদ্বেষ আংশিক কারণ।

প্রাচীন কালের লেখকেরা স্পষ্ট করিয়াই বলিয়াছেন, যে সোক্রাটীসের বিরোধীরা ব্যক্তিগতবিদ্বেষ দ্বারা পরিচালিত হইয়া তাঁহার বিরুদ্ধে অভিযোগ উপস্থিত করিয়াছিলেন। এই মত একেবারে অসমীচীন নহে। সোক্রাটীস দিনের পর দিন আথেন্সের বিশিষ্ট ও পদস্থ ব্যক্তি-দিগের মূর্খতা প্রতিপন্ন করিয়া তাঁহাদিগকে লোকসমাজে হাস্যাস্পদ করিয়াছেন; বুদ্ধিমান্ যুবকদিগকে জ্ঞানানুশীলনে উৎসাহ দিয়া পরোক্ষ-ভাবে যে গুরুজনের বাক্য অবহেলা করিতে প্রশ্রয় দেন নাই, তাহাও নহে। ইহাতে প্রতিবেশী কুলবৃদ্ধেরা তাঁহাকে শত্রু জ্ঞান না করিয়া হিতৈষী বান্ধবরূপে প্রেমে আলিঙ্গন করিবেন, ইহা কিছুতেই আশা করা যায় না। এজন্য আথেন্সে তাঁহার বিদ্বেষ্টার সংখ্যা অল্প ছিল না। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, আনুটস এই দলের অগ্রণী ছিলেন; তিনি কি কি কারণে সোক্রাটীসের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করিতেন, তাহাও উল্লিখিত হইয়াছে। তিনি ও তাঁহার ন্যায় অন্যান্য প্রভাবশালী পুরুষ মিলিত হইয়া যে সোক্রাটীসের দণ্ডবিধান সহজসাধ্য করিয়া তুলিয়াছিলেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু শুধু ব্যক্তিগতবিদ্বেষ তাঁহার প্রাণাত্যয়ের একমাত্র কারণ বলিয়া গ্রহণ করা যায় না। সোক্রাটীস সুদীর্ঘকাল জ্ঞানালোচনায় কাটাইলেন; দেশ যখন পুনঃ পুনঃ রাষ্ট্রবিপ্লবে বিধ্বস্ত হইতেছিল, তখনও কেহ তাঁহার কেশ স্পর্শ করিল না; ত্রিংশদ্দুরাচারের শাসন-সময়েও কেহ তাঁহার অভিযোক্তা হইয়া দাঁড়াইল না; "মেঘমালা" অভিনীত

হইবার পরেও চব্বিশ বৎসর তাঁহার জ্ঞানপ্রচারে ব্যাঘাত ঘটিল না; আর গণতন্ত্র পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হইবার পরেই তিনি বিপজ্জালে পতিত হইলেন, ইহার কারণ কি? যাহারা তাঁহাকে অন্যায়াচারী বিবেচনা করিত, তাহারা এতদিন কোন্ শুভ সুযোগের প্রতীক্ষা করিতেছিল? তাঁহার শিষ্য জেনফোন ও বিরোধী আরিষ্টফানীস, এই উভয়ের সাক্ষ্যই প্রতিপন্ন করিতেছে, যে তাঁহার বিরুদ্ধে আথেন্সে যে-কুভাব ছিল, তাহা ক্ষণিক ছিল না, প্রত্যুত তাহা তাঁহাকে আজীবন বহন করিতে হইয়াছিল; এবং এই কুভাব শুধু অজ্ঞ ইতর জনের মধ্যেই আবদ্ধ ছিল না; বরং অনেক গণ্যমান্য প্রতিপত্তিশালী আথীনীয় তাঁহাকে শত্রু জ্ঞান করিতেন। অতএব, সোক্রাটীসের প্রাণাতিপাতের প্রকৃত কারণ অন্বেষণে আমাদিগকে অন্যত্র যাইতে হইবে।

(৩) রাষ্ট্রনৈতিক বিদ্বেষ অন্যতম অবান্তর কারণ।

প্রকৃত কারণের অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলেই দুইটী প্রশ্ন আমাদিগের মনোযোগ আকর্ষণ করে। প্রথমতঃ, এই কারণ রাষ্ট্রনৈতিক কি না? অর্থাৎ অভিযোগকারীরা কি তাঁহার রাষ্ট্রবিষয়ক মত দোষাবহ মনে করিয়া তাঁহাকে দণ্ড দিবার জন্য সচেষ্ট হইয়াছিল? অথবা, দ্বিতীয়তঃ, রাষ্ট্রীয় ব্যাপার, নীতি ও ধর্ম্ম, এই সমুদায় বিষয়েই কি তাঁহার মনোভাব ও শিক্ষা তাহাদিগকে এতই সংক্ষুব্ধ করিয়াছিল, যে সমাজ ও রাষ্ট্রস্থিতির জন্য তাহারা তাঁহাকে বধ করিতে কৃতসংকল্প না হইয়া থাকিতে পারে নাই? এই দুইটী প্রশ্নের একটু বিশদ আলোচনা আবশ্যক।

অভিযোগের মূলে যে রাজনৈতিক বিদ্বেষ বিদ্যমান ছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। আমরা বলিয়াছি, অন্যতম অভিযোক্তা আনুটস নবজীবন-প্রাপ্ত গণতন্ত্রের একজন প্রধান পুরুষ ছিলেন। সোক্রাটীস নানা কারণে তাঁহার ও গণতন্ত্রের পক্ষপাতী অন্যান্য পুরবাসীদিগের চক্ষুশূল হইয়া উঠিয়াছিলেন। তাঁহার বিচারকগণের মধ্যে যে এই দলের বহুলোক বর্ত্তমান ছিলেন, তিনি আত্মসমর্থনে তাহা নিজেই বলিয়াছেন। (Ap., 21)। জেনফোন লিখিয়াছেন, "বাদী সোক্রাটীসের বিরুদ্ধে

এই একটা অভিযোগ আনয়ন করে, যে ক্রিটিয়াস ও আল্কিবিয়াডীস সোক্রাটীসের সাহচর্য্য করিবার পরে রাষ্ট্রের বহুবিধ অনিষ্ট সাধন করিয়াছিলেন। যাঁহারা আথেন্সে স্বল্পনায়কতন্ত্র গঠন করেন, তাঁহাদিগের মধ্যে ক্রিটিয়াস সর্ব্বাপেক্ষা অর্থলোভী ও প্রচণ্ড-স্বভাব হইয়া দাঁড়াইয়াছিলেন, এবং আল্কিবিয়াডীস গণতন্ত্রে সর্ব্বাপেক্ষা উচ্ছৃঙ্খল, উদ্ধত ও প্রচণ্ড-স্বভাব বলিয়া পরিগণিত হইয়াছিলেন।" (Mem., I. 2. 12)। "বাদী পুনশ্চ বলিয়াছিল, সোক্রাটীস তাঁহার সহচরদিগকে প্রচলিত বিধিসমূহ অবজ্ঞা করিতে শিক্ষা দিতেন, কেন না, তিনি বলিতেন, রাষ্ট্রের শাসনকর্ত্তাদিগকে কাল মটর ও সাদা মটরের স্থূর্ত্তি দ্বারা নির্ব্বাচন করা একটা নির্ব্বোধের কাজ; কেহই তো স্থূর্ত্তি দ্বারা নির্ব্বাচিত কর্ণধার, বা স্থপতি, বা বংশীবাদক, বা এই প্রকার অপর কাহাকেও স্বপ্রয়োজনে নিযুক্ত করিতে চাহে না; অথচ ইহারা যদি আপন আপন কর্ম্মে ভুল করে, তবে যে ক্ষতি হয়, রাষ্ট্রীয় কর্ম্মে ভ্রম ঘটিলে তদপেক্ষা অনেক অধিক ক্ষতি হইয়া থাকে।" (Mem., I. 2. 9.)। বাদী একথাও বলিয়াছিল, যে সোক্রাটীস সদাসর্ব্বদা হোমার প্রভৃতি কবিগণের বাক্য উদ্ধৃত করিয়া পার্ষদদিগকে বুঝাইয়া দিতেন, যে গরীব লোকের প্রতি উদ্ধত ব্যবহার করাই কর্ত্তব্য। (Mem., I. 2. 56–58)। জেনফোন এই অভিযোগগুলি নিরসন করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন; কিন্তু উহা হইতে স্পষ্টই দেখা যাইতেছে, যে প্রতিপক্ষ সোক্রাটীসকে গণতন্ত্রের বিরোধী বলিয়া বিশ্বাস করিত। শুধু তাহাই নহে; সোক্রাটীসের বন্ধু ও শিষ্যগণের মধ্যে অনেকেই গণতন্ত্রের বিরোধী ছিলেন। স্বয়ং জেনফোনকে এজন্য স্বদেশ ছাড়িয়া স্পার্টার আশ্রয় লইতে হইয়াছিল। প্লেটোর কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, এখানে পুনর্ব্বার কিছু নাই বলিলাম। তাঁহার নিবন্ধগুলিতে দেখিতে পাই, সোক্রাটীস রূঢ় ভাষায় আথীনীয় গণতন্ত্র ও তাহার প্রথিতযশাঃ লোকরঞ্জন পরিচালকগণের নিন্দা করিতেছেন। "কাল্লিক্লীস, যাঁহারা পুরবাসীদিগকে ভোজ দিতেন ও তাহাদিগের বাসনা তৃপ্ত করিতেন, তুমি তাঁহাদিগকেই প্রশংসা করিতেছ; লোকেও বলে, যে তাঁহারা এই পুরীকে মহীয়সী করিয়াছেন; তাহারা ইহা দেখে না,

যে রাষ্ট্রের বর্ত্তমান স্ফীত ও ক্ষতযুক্ত অবস্থার জন্য এই পূর্ব্বতন রাষ্ট্র-নীতিজ্ঞেরাই দায়ী ; কেন না, তাঁহারা পুরীকে বন্দর এবং পোতাশ্রয়, প্রাচীর ও রাজস্ব দ্বারা পরিপূর্ণ করিয়াছেন, কিন্তু ইহাতে ন্যায় ও সংযমের জন্য স্থান রাখেন নাই ; যখন রোগ সঙ্কটজনক হইয়া উঠিবে, তখন পুরবাসীরা উপস্থিত পরামর্শদাতাদিগকেই দোষ দিবে, এবং থেমিষ্টক্লীস, কিমোন ও পেরিক্লীস, যাঁহারা তাহাদিগের সকল অনর্থের প্রকৃত কারণ, তাঁহাদিগের স্তুতি গান করিবে।" (Gorgias, 518–9)। এই সমুদায় পর্য্যালোচনা করিয়া আমাদিগকে স্বীকার করিতে হইতেছে, যে সোক্রাটীসের বিচারে গণতন্ত্রের প্রতিপোষকদিগের হাত ছিল। তবে অভিযোগপত্রে রাজনৈতিক অপরাধের উল্লেখ নাই কেন? এই প্রশ্নের উত্তর দুইটী। প্রথমতঃ, সোক্রাটীস এমন কোনও রাজনৈতিক অপরাধ করেন নাই, যাহাতে তিনি দণ্ডনীয় হইতে পারেন। দ্বিতীয়তঃ, আথেন্সে রাজনৈতিক অপরাধের দণ্ডবিধান করিবার সহজ ব্যবস্থাও তেমন ছিল না ; পক্ষান্তরে ধর্ম্মাপরাধে দণ্ড দিবার প্রকৃষ্ট বিধি প্রতিষ্ঠিত ছিল, এবং অভিযোগকারীরা সেই বিধিরই সাহায্য গ্রহণ করিয়াছিল। তথায় নাস্তিকের ভাগ্যে মৃত্যুদণ্ড বিহিত হইত।

(৪) সোক্রাটীসের শিক্ষার প্রভাব দোষাবহ—এই ধারণাই দণ্ডের প্রধান কারণ।

কিন্তু সোক্রাটীসের বিচার ও প্রাণদণ্ডে একমাত্র রাজনৈতিক কারণ পর্য্যাপ্ত বলিয়া গৃহীত হইতে পারে না। অভিযোগপত্রে তাঁহার গণতন্ত্র-বিদ্বেষ বিশেষভাবে উল্লিখিত হয় নাই ; উহার ধারা দুইটী এই, যে, (১) তিনি রাষ্ট্রের দেবতা মানেন না ; তিনি নূতন দেবতা প্রবর্ত্তন করিয়াছেন ; এবং (২) যুবকগণকে উন্মার্গগামী করিতেছেন। শেষোক্ত অভিযোগের প্রমাণ-স্বরূপ বাদীরা যাহা বলিয়াছিল, তাহা উপরে বিবৃত হইয়াছে ; কিন্তু তাঁহার বিপথগামী শিষ্যগণের মধ্যে তাহারা যাঁহার যাঁহার নাম করিয়াছিল, তাঁহাদিগের মধ্যে গণমুখ্যতন্ত্রের নায়ক ক্রিটিয়াস ও গণতন্ত্রের নায়ক আল্কিবিয়াডীস, উভয়েই ছিলেন। তাহারা সোক্রাটীসকে অপর একটী

অপরাধেও অপরাধী করিয়াছিল। বাদী বলিতেছে, "সোক্রাটীস শিষ্যগণকে পিতামাতার প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করিতে শিক্ষা দেন; তিনি তাহাদিগকে বুঝাইয়া দেন, যে তাঁহার শিক্ষার প্রভাবে তাহারা পিতা মাতা অপেক্ষা অধিকতর জ্ঞানী হইয়া উঠিতেছে; তিনি ইহাও বলেন, যে আইন অনুসারে পুত্র পিতাকে বিকৃতমস্তিষ্ক বলিয়া প্রমাণ করিতে পারিলে তাঁহাকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া রাখিতে পারে; তিনি এই দৃষ্টান্ত দ্বারা প্রচার করিতেন, যে, যাহারা অজ্ঞ, জ্ঞানিগণ তাহাদিগকে কারারুদ্ধ করিয়া রাখিবেন, ইহাই বিধি।" (Mem., I. 2. 49)। অপিচ "তিনি বিখ্যাত কবিগণের অতি জঘন্য পদগুলি নির্ব্বাচিত ও সাক্ষ্যরূপে উদ্ধৃত করিয়া সহচরদিগকে দুর্ব্বৃত্ত ও অত্যাচারী হইতে শিখাইতেন।" "তিনি বলিতেন 'কার্য্যে লজ্জা নাই, আলস্যেই লজ্জা,' এই বাক্যে কবি হীসিয়ড আমাদিগকে বলিতেছেন, যে লাভের সম্ভাবনা থাকিলে অন্যায় বা পাপ কর্ম্ম হইতে বিরত হইবে না।" (Mem., I. 2. 56)। অভিযোগগুলি অমূলক না সমূলক, তাহা আমরা এখন বিচার করিব না; আমরা সুস্পষ্ট দেখিতে পাইতেছি, যে আথীনীয়েরা দীর্ঘকাল যাবৎ সোক্রাটীসের বিরুদ্ধে এই একটা মন্দ ভাব পোষণ করিয়া আসিতেছিল, যে তিনি নানা নূতন তত্ত্ব প্রচার করিয়া ধর্ম্ম ও নীতির মূলে কুঠারাঘাত করিতেছেন। "মেঘমালা" ইহার জাজ্বল্যমান প্রমাণ। আরিষ্টফানীস যে-তিনটী দোষ ধরিয়া সোক্রাটীসকে পরিহাস করিতেছেন, তাহা এই, যে তাঁহার শিক্ষা নিরর্থক বিষয়ের আলোচনায় ব্যাপৃত; উহা ধর্ম্মবিরোধী, এবং উহা কুতর্কের প্রশ্রয় দেয়। তিনি সোক্রাটীসকে সফিষ্টগণের প্রতিনিধিরূপে চিত্রিত করিয়া ভুল করিয়াছেন; কিন্তু পেলপনীস-যুদ্ধের চরম পর্ব্বে আথেন্সের যে পতন ঘটিয়াছিল, সফিষ্টদিগের বিচারমূলক নব্য শিক্ষা-প্রণালী তাহার জন্য কিয়ৎ পরিমাণে দায়ী, ইহা আমরা প্রথম খণ্ডের পঞ্চম অধ্যায়ে বলিয়া রাখিয়াছি। গণমুখ্যতন্ত্র ও গণতন্ত্রের নায়কেরা অনেকেই তাঁহাদিগের শিষ্য ছিলেন। রাষ্ট্রবিপ্লবে তাঁহারা আথেন্সকে ছারখার করিয়াছেন। একা আরিষ্টফানীস নয়, কিন্তু রাষ্ট্রের প্রধান প্রধান পুরুষেরা প্রায় সকলেই মনে করিতেন, যে সফিষ্টেরা দেশের সর্ব্বনাশ করিতেছেন।

এখন, সোক্রাটীস যে শুধু সফিষ্টসম্প্রদায়ভুক্ত একজন নব্যতন্ত্রের শিক্ষা-গুরু বলিয়া পরিচিত ছিলেন, তাহা নহে ; বিরোধীদিগের মতে ক্রিটিয়াস ও আল্কিবিয়াডীস-প্রমুখ শিষ্যগণের মধ্যে তাঁহারা শিক্ষার কুফল বিশেষরূপে পরিলক্ষিত হইয়াছিল। সুতরাং যাঁহারা গণতন্ত্রকে নবজীবন দান করিয়া আথেন্সের প্রণষ্ট গৌরব পুনরুদ্ধার করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছিলেন, তাঁহারা যে বিশ্বাস করিবেন, সোক্রাটীস যুবকদিগকে নষ্ট করিতেছেন, এবং পুরীর পক্ষে তাঁহার প্রভাব সাংঘাতিক, তাহা আর বিচিত্র কি? অতএব ইহাতে অণু-মাত্রও সংশয় নাই, যে ত্রিংশদ্দুরাচার পর্যুদস্ত হইবার পরে আথেন্সে গণতন্ত্রের সপক্ষে যে প্রবল উদ্দীপনার স্রোতঃ প্রবাহিত হইয়াছিল, তাহাই তাঁহাকে মৃত্যুর কুক্ষিতে নিঃক্ষেপ করিয়াছিল। গণতন্ত্রের পুনরভ্যুদয় শত্রুগণকে তাঁহাকে রাজদ্বারে আনয়ন করিবার সুযোগ দিয়াছিল, কিন্তু আমরা বলিয়াছি, তিনি রাজনৈতিক অপরাধে অভিযুক্ত হন নাই। তিনি কুলাচার, দেশাচার ও ধর্ম্মের উচ্ছেদ সাধন করিতে প্রয়াসী হইয়াছেন, ইহাই তাঁহার অপরাধ বলিয়া গণ্য হইয়াছিল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

দণ্ডের ন্যায্যতা-বিচার

অতএব এই বিচার্য্য বিষয়টীই এক্ষণে আমাদিগের সম্মুখে উপস্থিত—সোক্রাটীসের বিরুদ্ধে যে-দুইটী অভিযোগ আনীত হয়, তাহা কি প্রমাণিত হইয়াছিল ? এবং তিনি কি ন্যায্যরূপেই প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছিলেন ? আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, বিদ্বজ্জনের মধ্যে এ সম্বন্ধে বিসংবাদী মত বিদ্যমান রহিয়াছে।

(১) অমূলক অভিযোগ—(ক) শিক্ষা, জীবন ও প্রভাব সম্বন্ধে।

সোক্রাটীস যে-যে-অপরাধে অপরাধী বলিয়া অভিযুক্ত হইয়াছিলেন, তাহার অধিকাংশই অজ্ঞানতা, বিকৃত ব্যাখ্যা এবং ভ্রান্ত অনুমানের ফল।

তিনি রাষ্ট্রীয় দেবগণকে ভক্তি করেন না, এই অভিযোগ একেবারেই ভিত্তিহীন। জেনফোন স্পষ্ট করিয়া লিখিয়াছেন, যে সোক্রাটীস প্রায়শঃ গৃহে এবং পুরীর সাধারণ বেদিসমূহে নৈবেদ্য উৎসর্গ করিতেন। (Mem., I. 1. 2)। তিনি নূতন দেবতা প্রবর্ত্তন করিয়াছেন, এ অপবাদও মিথ্যা। তাঁহার উপদেবতা পুরাতন দেবতাদিগকে নির্ব্বাসিত করেন নাই; এবং তিনি যেমন অন্তর্দেবতার বাণী শুনিয়া চলিতেন, তেমনি দেশপ্রচলিত দেব-প্রেরণাপ্রাপ্তির পদ্ধতিতেও আস্থাবান্ ছিলেন। (Mem., I. 1. 2-5)। উভয়ের মধ্যে কোনও বিরোধ ছিল না, কেন না, তৎকালে গ্রীকেরা যেমন দৈববাণী পাইবার প্রত্যাশায় ডেল্‌ফির ন্যায় জাতীয় পীঠস্থানে যাইত, তেমনি স্ব স্ব গৃহেও দৈবাদেশ প্রার্থনা করিত। তিনি নাস্তিক্যবাদী আনাক্সাগরাসের জ্ঞানবিজ্ঞানে অনুরক্ত, এই নিন্দা তিনি নিজেই আত্মসমর্থনে ক্ষালন করিয়াছেন। আরিষ্টফানীস তাঁহার প্রতি এই দোষারোপ করিয়াছেন, যে তিনি সফিষ্টদিগের ন্যায় কুতর্ক শিক্ষা দেন; ইহা এমনই অলীক, যে মেলীটসও তাঁহার বক্তৃতায় এই অপরাধের উপরে জোর দিতে সাহসী হন নাই। অভিযোক্তা ক্রিটিয়াস ও আল্কিবিয়াডীসের দুষ্কৃতির জন্য তাঁহাকে দায়ী করিয়াছে; জেনফোন এই অভিযোগের সদুত্তর দিয়াছেন; তিনি দেখাইয়াছেন, যে তাঁহারা যতদিন সোক্রাটীসের সাহচর্য্য করিতেন, ততদিন দুষ্কর্ম্মে লিপ্ত হন নাই। আমরাও বলি, শিষ্যের দুষ্কৃতির জন্য যদি গুরুকে দণ্ডনীয় হইতে হয়, তবে জগতে অতি অল্প শিক্ষকই অক্ষত থাকিবেন। আর, দুই এক জন বিপথগামী ছাত্রের জীবন দেখিয়া সোক্রাটীসকে দোষী বিবেচনা করাও অতীব অন্যায়। যিনি পশ্চিম মহাদেশে ধর্ম্মনীতির প্রতিষ্ঠাতা, যাঁহার সংস্পর্শে আসিয়া কত ব্যক্তি নব-জীবন প্রাপ্ত হইয়াছে, তিনি যুবকগণকে পাপের পথে লইয়া গিয়াছেন, এই নিন্দা নিতান্তই অদ্ভুত। তৎপরে, কবিগণের বাক্য তিনি যে-অর্থে ব্যবহার করিয়াছেন, শত্রুপক্ষ তাহার বিকৃত ব্যাখ্যা করিয়াছে। পরিশেষে, তিনি জ্ঞানকে সর্ব্বোপরি স্থান দিতেন বলিয়াই যে অনুবর্ত্তীদিগকে পিতা মাতার প্রতি অশ্রদ্ধা পোষণ করিতে শিখাইতেন, এই অনুমানও অযৌক্তিক। বরং তিনি সর্ব্বপ্রযত্নে সন্তানদিগকে উপদেশ দিতেন, যে তাহারা যেন

কায়মনোবাক্যে পিতামাতার সেবা করে। তৃতীয় ভাগে এই রূপ একটী উপদেশ উদ্ধৃত হইয়াছে। তবে তাঁহার বাণী যে সর্ব্বত্রই সুফল প্রসব করিয়াছে, এমত বলা যায় না; কিন্তু সে জন্য তিনি দণ্ডার্হ হইতে পারেন না।

অমূলক অভিযোগ—(খ) রাষ্ট্রের প্রতি ভাব সম্বন্ধে।

সোক্রাটীস রাষ্ট্রের প্রতি সদ্ভাব পোষণ করিতেন না, এই অভিযোগ অপেক্ষাকৃত গুরুতর; কিন্তু ইহাও অমূলক; কেন অমূলক, ষষ্ঠ অধ্যায়ের পঞ্চম পরিচ্ছেদ পড়িলে আপনারা তাহা অনায়াসেই বুঝিতে পারিবেন। সত্য বটে, তিনি রাষ্ট্রনীতিতেও জ্ঞানের প্রাধান্য স্বীকার করিতেন; দেশপূজ্য কর্ম্মীদিগের ভ্রম প্রমাদ দেখাইতেন; আথীনীয় গণতন্ত্রের দোষ দুর্ব্বলতা দেখাইতে সঙ্কুচিত হইতেন না; জনসভার সভ্যদিগকে "ধোপা, মুচী, ছুতার, কামার, কৃষক, বণিক্, দোকানদার" বলিয়া উপহাস করিয়া গণতন্ত্ররূপী রাষ্ট্রের মহিমা লঘু করিতেও ভয় পাইতেন না; তাই বলিয়া তিনি রাষ্ট্রের প্রতি উদাসীন বা অশ্রদ্ধান্বিত ছিলেন না। তিনি স্বয়ং বলিয়াছেন, "গ্রীসের সমুদায় রাষ্ট্রের মধ্যে আথেন্সে যেমন বাক্যের স্বাধীনতা আছে, এমন আর কোথাও নাই।" (Gorgias, 461)। যে পুরীতে নাটককার হইতে আরম্ভ করিয়া সকলেই স্বচ্ছন্দে মনের কথা খুলিয়া বলিত, সেখানে একা সোক্রাটীস স্বাধীন ভাবে মতামত প্রকাশ করিতে পারিবেন না, ইহা কে বলিবে? অবাধ সমালোচনা ছাড়িয়া দিলে, তাঁহার সমগ্র জীবন প্রতিপন্ন করিতেছে, তিনি রাষ্ট্রের কি নির্ভীক, নিষ্ঠাবান্, ফলাফলত্যাগী পরিচারক ছিলেন। জ্ঞানপ্রচারের ব্রত গ্রহণাবধি তিনি সাধারণ রাষ্ট্রীয় ব্যাপার হইতে দূরে থাকিতেন, কিন্তু সে জন্য তিনি অন্তরের আলোক অনুসারে যথাসাধ্য রাষ্ট্রের হিত সাধন করিতে কদাপি পরাঙ্মুখ হন নাই। বস্তুতঃ আথেন্সের আইন মতেও তিনি রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে এমন কোনও অপরাধ করেন নাই, যাহাতে তাঁহার প্রাণদণ্ড হইতে পারে।

(২) প্রাচীন নীতির সহিত সোক্রাটীসের মতের সম্বন্ধ।

সোক্রাটীসের রাজনৈতিক মতগুলিই যে শুধু আথীনীয়দিগকে বিক্ষুব্ধ করিয়াছিল, তাহা নহে; তাঁহার সমগ্র শিক্ষা এবং প্রাচীন গ্রীক নীতির

মধ্যে গুরুতর বিরোধ ছিল। গ্রীক নীতি রাষ্ট্রীয় বিধি, দেশাচার ও জাতীয় শিক্ষার উপরে প্রতিষ্ঠিত ছিল। এই তিনের প্রভাবে গ্রীকদিগের অন্তরে যে প্রত্যয় উৎপন্ন হইত, তাহা তাহারা ঐশ্বরিক নিয়ম বলিয়া গ্রহণ করিত; তাহার আদি কেহই নিরূপণ করিতে পারিত না। তাহারা এগুলিকে অবশ্যপ্রতিপাল্য বলিয়া জানিত; কেহ বিচারবুদ্ধির সাহায্যে রাষ্ট্রীয় বিধি, দেশাচার ও কুলাচার, বা বংশপরম্পরাগত রীতি যুক্তিযুক্ত কি না, তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখিবে, ইহা তাহারা ভাবিতেই পারিত না; এবং কোন গ্রীক রাষ্ট্রই স্বীকার করিত না, যে ধর্ম্ম ও নীতির ক্ষেত্রে পুরবাসীদিগকে স্বাধীনতা দেওয়া যাইতে পারে। সকলকেই রাষ্ট্রের ধর্ম্ম ও রাষ্ট্রানুমোদিত নীতি মানিয়া চলিতে হইবে; যদি কোনও ব্যক্তি কুলক্রমাগত রীতি নীতি অগ্রাহ্য করিয়া নিজের বিবেক অনুসারে চলিতে চাহে, তবে তাহাকে দমন করিয়া রাষ্ট্রকে নিষ্কণ্টক করাই রাজপুরুষদিগের কর্ত্তব্য, গ্রীসে এই মত সর্ব্ববাদিসম্মত ছিল।

আপ্তবাক্যের স্থলে ব্যক্তিগত বিচার প্রতিষ্ঠা।

কিন্তু সোক্রাটীস আপ্তবাক্যের স্থলে ব্যক্তিগত বুদ্ধিকে প্রতিষ্ঠিত করিলেন। তিনি বলিলেন, বিনা পরীক্ষায় কিছুই গ্রহণীয় নহে, কিছুই করণীয় নহে; বিধিনিষেধ যাহাই থাকুক না কেন, প্রথমেই তাহা সত্য কি না, হিতকর কি না, বিচার করিয়া দেখিতে হইবে। একটা আচার দেশের সর্ব্বত্র গৃহীত হইয়াছে বলিয়াই তাহা পালন করিতে হইবে, বুদ্ধিজীবী মানুষের পক্ষে এরূপ বলা অসঙ্গত। এই জন্য ধর্ম্মনীতি-বিষয়ে যে-সকল মত প্রচলিত ছিল, তিনি আপনার সমগ্র জীবন তাহার পরীক্ষায় অর্পণ করিলেন। পরীক্ষার ফলে তিনি যে দেশ প্রচলিত সমুদায় রীতি-নীতিই বর্জ্জন করিলেন, তাহা নহে; অনেক স্থলেই তাঁহার মীমাংসা কুলক্রমাগত আচার ব্যবহারের অনুকূলই হইল; কিন্তু তাহা হইলে কি হয়? তিনি যে আপ্তবাক্যের উপরে ব্যক্তিগত বিচারকে শ্রেষ্ঠ আসন দিলেন, ইহাতে প্রাচীন আদর্শ ও তাঁহার আদর্শের বিরোধ সুস্পষ্ট হইয়া উঠিল। জ্ঞানানুগত ধর্ম্মাচরণ অপেক্ষা সামাজিক প্রথার অন্ধ অনুগমন

হীন, এরূপ বলিলে পদে পদে প্রাচীন সংস্কারের সহিত সংঘর্ষ না ঘটিয়াই পারে না। সকল কার্য্যে বিচারবুদ্ধিই আমাদিগের পথপ্রদর্শক, ইহা যদি স্বীকার করি, তবে কেন জিজ্ঞাসা করিব না, রাষ্ট্রবিধি অবশ্যপালনীয়, এই ধারণা যুক্তিসঙ্গত কি না? আর মানুষ যদি বিচারবুদ্ধির অনুসরণ করে, তবে তাহার নিশ্চিত প্রত্যয় ও জনসমাজের ইচ্ছার মধ্যে যতটুকু ঐক্য আছে, ততটুকুই সে ঐ ইচ্ছার নিকটে অবনত হইবে, তাহার অধিক নহে; উভয়ের মধ্যে যদি আত্যন্তিক বৈষম্য থাকে, তবে সে জনসমাজের ইচ্ছাকেই উপেক্ষা করিবে। সোক্রাটীস আত্মসমর্থনে তাহা খুব দৃঢ়তার সহিতই বলিয়াছেন। (Ap., 29)। অতএব আমরা নিঃসংশয়ে উপলব্ধি করিতেছি, যে প্রাচীন মতের সহিত সোক্রাটীসের মতের ঐকান্তিক বিরোধ ছিল।

রাষ্ট্রধর্ম্মই সর্ব্বাগ্রে পালনীয়, এই মতের প্রতিবাদ।

আমরা প্রথম খণ্ডের দ্বাদশ অধ্যায়ে বলিয়াছি, "গ্রীক সভ্যতা রাষ্ট্রধর্ম্মী; উহা রাষ্ট্রকে আশ্রয় ও পরিবেষ্টন করিয়া বিকাশ লাভ করে।" (৪৫৬ পৃষ্ঠা) গ্রীকেরা বিশ্বাস করিত, যে "রাষ্ট্র ত্যাগ করিয়া মানুষ কখনই স্বপ্রতিষ্ঠতা ও পরিপূর্ণতার দিকে অগ্রসর হইতে পারে না;" কেন না, রাষ্ট্রই তাহার মানসিক ও নৈতিক বৃত্তির পরিচালনার প্রকৃষ্ট আয়তন। (৪৫৬ পৃষ্ঠা)। সোক্রাটীস রাষ্ট্রকে অবজ্ঞা করিতেন না, এবং ইচ্ছাপূর্ব্বক কখনই শিষ্যগণকে রাষ্ট্রবিমুখ করিয়া তোলেন নাই; কিন্তু তাঁহার শিক্ষা পরোক্ষভাবে রাষ্ট্রধর্ম্মের গুরুত্ববোধকে হ্রাস করিয়াছিল। তিনি বলিতেন, "অপরের কার্য্যে হস্তার্পণ করিবার পূর্ব্বে আত্মোন্নতি সাধন কর;" তিনি নিজের মুখে আত্মসমর্থনে ঘোষণা করিয়াছেন, যে রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে নির্লিপ্ত থাকাই তিনি আপনার পক্ষে অন্তর্দেবতার আদেশ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন; তিনি শিক্ষা দিতেন, আত্মার শ্রেয়ঃই পরম শ্রেয়ঃ, আত্মোৎকর্ষ-সাধনই মানবের প্রথম ও প্রধান কর্ত্তব্য। সুতরাং আমাদিগকে স্বীকার করিতেই হইবে, যে "সোক্রাটীস আত্মানুসন্ধান এবং চিন্তা ও বিবেকের স্বাধীনতার উপরে জোর দিয়া

শিষ্যগণের চিত্তে রাষ্ট্রসর্ব্বস্বতার প্রতি বিরাগ উৎপাদন করিয়াছিলেন।” (প্রথম খণ্ড, ৪৯৮ পৃষ্ঠা)। প্রাচীন জাতীয় মতের সহিত সোক্রাটীসের মতের এইখানে যে আর একটী বিরোধের সৃষ্টি হইয়াছিল, তাহা ভঞ্জনের উপায় কোন পক্ষই আবিষ্কার করিতে পারেন নাই।

সোক্রাটীসের শিক্ষা জাতীয় ধর্ম্মের প্রতিকূল।

আমরা উপরে প্রাচীন নীতির বিষয়ে যাহা বলিয়াছি, জাতীয় ধর্ম্ম সম্বন্ধে তাহার সকল কথাই খাটে। সোক্রাটীস রাষ্ট্রীয় দেবগণকে ভক্তি করেন না, অভিযোক্তারা এই অপরাধ সপ্রমাণ করিতে পারেন নাই। কিন্তু আমাদিগকে মনে রাখিতে হইবে, যে গ্রীকেরা যদিচ অভ্রান্ত শাস্ত্র ও অভ্রান্ত গুরু মানিত না, তথাপি তাহারা ধর্ম্মাচরণে ব্যক্তিগত স্বাধীনতা বাঞ্ছনীয় বিবেচনা করিত না। গ্রীক ধর্ম্ম পৌরধর্ম্ম, এবং এক অর্থে উহা আপ্তবাক্যের উপরে প্রতিষ্ঠিত। শুধু তাহাই নহে; আপনারা প্রথম খণ্ডের একাদশ অধ্যায়ে দেখিয়াছেন, আথীনীয়েরা কুলক্রমাগত ধর্ম্মে একান্ত নিষ্ঠাবান্ ছিল; পসেনিয়াস নামক ভ্রমণকারী লিখিয়াছেন, তাহারা “অন্যান্য প্রদেশের অধিবাসীদিগের অপেক্ষা অধিকতর ধর্ম্মপরায়ণ; তাহাদিগের ধর্ম্মোৎসাহ অপর সকলের অপেক্ষা অধিক।” (৪০৯ পৃষ্ঠা)। গ্রীক ধর্ম্মের প্রকৃতি ও আথীনীয়গণের স্বধর্ম্মনিষ্ঠা একত্র স্মরণ রাখিলে আমরা অক্লেশেই বুঝিতে পারিব, যে তাহারা নীতির ন্যায় ধর্ম্মের ক্ষেত্রেও অত্যন্ত রক্ষণশীল ছিল। এরূপ স্থলে যিনি লৌকিক আচার অপেক্ষা অন্তঃস্থ দেবতার বাণীর অনুসরণকেই শ্রেয়ঃকল্প মনে করেন; যিনি ধর্ম্মানুষ্ঠানেও জ্ঞানের প্রাধান্য ভুলিতে পারেন না; যিনি আত্মপরীক্ষাকে এত গুরুত্ব দিয়াছেন; তিনি যে প্রাচীন ধর্ম্মবিশ্বাসের মূলে দারুণ আঘাত করিয়াছেন, তাহা কেহই অস্বীকার করিতে পারিবেন না। এখন, গ্রীক ধর্ম্ম ও গ্রীক রাষ্ট্র অঙ্গাঙ্গীভাবে পরস্পরের সহিত অচ্ছেদ্য যোগে যুক্ত ছিল; কাজেই ধর্ম্মবিশ্বাসের মূল শিথিল হইলে রাষ্ট্রের মূলও শিথিল হইয়া পড়িত। সুতরাং আথীনীয় রাষ্ট্র আত্মরক্ষার জন্য যে সোক্রাটীসের কণ্ঠরোধ করিতে চেষ্টা করিবে, তাহাতে বিস্মিত হইবার

কিছুই নাই। সোক্রাটীস ধর্ম্মপালনেও স্বাধীনতা চাহিতেন; আথেন্স কখনও এপ্রকার স্বাধীনতা দেখে নাই, এবং এপ্রকার স্বাধীনতা সহ্যও করিতে পারিত না। এই রকম পুরীতে যিনি সংস্কারকরূপে আবির্ভূত হইবেন, তিনি একদিন না একদিন আপনার শিরে উদ্যতবজ্র আহ্বান করিবেনই করিবেন। সোক্রাটীস বিচারালয়ে সোজা কথায় বলিয়াছিলেন, "হে আথীনীয়গণ, আমি তোমাদিগকে শ্রদ্ধা করি ও ভালবাসি; কিন্তু আমি তোমাদিগের অপেক্ষা বরং ঈশ্বরেরই অনুগামী হইব।" (Ap., 17)। যাহারা মাতৃস্তন্য পান করিবার সঙ্গে সঙ্গে সর্ব্ববিষয়ে রাষ্ট্রানুগত্য শিক্ষা করিয়া আসিতেছে, তাহাদিগের নিকটে এমন বিদ্রোহিতা প্রচার করিলে তাহারা এই নব মতের প্রচারককে যমালয়ে প্রেরণ না করিয়াই পারে না। অতএব গ্রীকেরা ন্যায় ও রাষ্ট্রবিষয়ে যে প্রাচীন মত পোষণ করিত, সেই মতের দিক্ দিয়া যিনি সোক্রাটীসের দণ্ড বিচার করিবেন, তিনি উহা অবৈধ বলিতে পারিবেন না।

আমরা আথীনীয়গণের পক্ষে যাহা বলিবার আছে, বলিলাম। আমরা দেখিলাম, গ্রীকেরা আবহমানকালপ্রচলিত নীতির অনুসরণ করিত, এবং ধর্ম্মাচারে স্বাধীন বিচার পরিহার করিয়া, "মহাজনো যেন গতঃ স পন্থাঃ"—অর্থাৎ যাহা বহুজনসম্মত এবং পূর্ব্বপুরুষগণ কর্তৃক আচরিত, তাহাই আচরণীয়; তাঁহারা যে পথে গিয়াছেন, সেই পথই পথ—এই বিধি মানিয়া চলিত। অধিকন্তু পূজার্চ্চনা ও দৈবতকর্ম্মে পুরবাসীরা একত্র উঠিবে, একত্র বসিবে, এককথা বলিবে, একমন, একপ্রাণ, একহৃদয় হইবে, ইহাই সমুদায় গ্রীক রাষ্ট্রের চিরন্তন নিয়ম ছিল। যে-ব্যক্তি নীতি ও ধর্ম্মে সর্ব্বসাধারণের সহিত ঐকমত্য রক্ষা করিতে পারিবে না, তাহাকে দণ্ড দিয়া নির্ব্বিষ করিয়া রাখা রাষ্ট্রের অপরিহার্য্য কর্ত্তব্য—প্লেটোর ন্যায় উন্নতমনাঃ দার্শনিকও এই মত প্রচার করিয়াছেন। বরং আথীনীয়দিগের প্রশংসার বিষয় এই, যে তাহারা এত দীর্ঘকাল সোক্রাটীসকে অক্ষতদেহে জ্ঞানপ্রচারে নিযুক্ত থাকিতে দিয়াছিল। এক আথেন্সের ন্যায় আলাপপ্রিয় ও স্পষ্টকথার পক্ষপাতী নগরেই ইহা সম্ভব হইয়াছিল। এই প্রসঙ্গে তাহাদিগের সপক্ষে ইহাও বলা উচিত, যে

সোক্রাটীস নিয়ত প্রশ্ন ও পরীক্ষার দ্বারা শিক্ষিত ও প্রভাবশালী শত শত ব্যক্তিকে ত্যক্ত বিরক্ত করিয়া আপনার প্রতি বিমুখ করিয়া তুলিয়াছিলেন। এ অবস্থায়ও যদি তিনি নির্বিঘ্নে সত্তর বৎসর অতিক্রম করিয়া বার্দ্ধক্যের চরম সীমায় উপনীত হইতে পারিয়া থাকেন, তবে আমরা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিব, যে আথীনীয়েরা ধর্ম্মবিষয়ে রক্ষণশীল ও ঐক্যপ্রিয় হইলেও তাহাদিগের তীক্ষ্ণবুদ্ধিমত্তা, অন্তরের সরসতা, মহদ্‌বিষয়ে শ্রদ্ধাশীলতা, মার্জ্জিত রুচি ও সামাজিকতা প্রভৃতি সদ্‌গুণ তাহাদিগকে ধর্ম্মদ্রোহীর নিপীড়ন হইতে সচরাচর প্রতিনিবৃত্ত রাখিত। আথেন্সের ইতিহাসে গতানুগতিকতার বিরুদ্ধবাদী বলিয়া আনাক্ষাগরাস, প্রোটাগরাস, ইয়ুরিপিডীস ও সোক্রাটীস, এই চারিজন রাজদ্বারে অভিযুক্ত হইয়াছিলেন; বিচারে এক সোক্রাটীস ভিন্ন আর কাহাকেও প্রাণদণ্ড বহন করিতে হয় নাই। এই প্রতিপ্রসব কয়টীও প্রমাণ করিতেছে, যে আথীনীয়েরা অধিকাংশ স্থলেই উদার নীতির পক্ষপাতী ছিল, কদাচিৎ হঠাৎ উত্তেজিত হইয়া তাহারা বিপ্লববাদীকে দণ্ড দিতে উদ্যত হইত।

ইংরেজ ঐতিহাসিক গ্রোট্ আথীনীয়গণের পক্ষ হইয়া আরও একটী কথা বলিয়াছেন। তিনি বলেন, সোক্রাটীস ইচ্ছা করিয়াই মৃত্যুকে আহ্বান করিয়াছিলেন। তিনি যদি একটু নরম সুরে আত্মসমর্থন করিতেন, বিচারকগণের প্রতি আর একটু সম্ভ্রম দেখাইতেন, আপনাকে হীন না করিয়াও তাঁহাদিগকে যতটুকু প্রসন্ন করা যায়, ততটুকু প্রসন্ন করিবার জন্য সচেষ্ট হইতেন; তিনি যদি এমনতর উন্নতমস্তকে তারস্বরে ঘোষণা না করিতেন, যে তিনি কিছুতেই তাঁহাদিগের ভয়ে বা অনুরোধে স্বীয় জীবনব্রত পরিত্যাগ করিবেন না; তবে তিনি প্রাণদণ্ড হইতে নিশ্চয়ই অব্যাহতি পাইতেন। (History of Greece, Chapter 68)। গ্রোটের এ কথায় সকলে সায় দেন না; কিন্তু আমরা সে আলোচনা এখানে উত্থাপন করিব না।

(৬) সোক্রাটীসের জীবনকালের সহিত তাঁহার শিক্ষার সম্বন্ধ।

কিন্তু আথীনীয়গণের দোষ লঘু করিবার উদ্দেশ্যে আমরা যত কথাই বলি না কেন, একটা গুরুতর প্রশ্ন আমরা কিছুতেই এড়াইতে পারিতেছি

না। সোক্রাটীসের যুগে তাহারা কি সত্য সত্যই প্রাচীন নীতি ও ধর্ম্মে আস্থাবান্ ছিল? ইহার উত্তরে আমরা স্পষ্টাক্ষরে বলিব, "না"। তিনি যদি মারাথোন-বীরগণের সমকালে আবির্ভূত হইতেন, তবে হয় তো তাঁহার দণ্ড ন্যায্য হইত; কিন্তু পারসীক আক্রমণের যুগ ও গ্রীসের কুরুক্ষেত্রের যুগ, এই উভয়ের মধ্যে আথীনীয়দিগের নৈতিক ও ধর্ম্মজীবনে বিস্তর প্রভেদ ঘটিয়াছিল। আরিষ্টফানীসের নাটক ও থোকুডিডীসের ইতিহাস পাঠ করুন, দেখিবেন, কোথায় "ন্যায়বান্" আরিষ্টাইডীস প্রভৃতি অকৃত্রিম স্বদেশসেবকগণের জীবন, আর কোথায় সফিষ্টশিষ্য, ক্ষমতাপ্রিয়, অর্থ-লোলুপ, স্বার্থপর, তথাকথিত জননায়কের জীবন। আমরা প্রথম খণ্ডের পঞ্চম অধ্যায় হইতে কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করিয়া বিষয়টী পরিস্ফুট করিতেছি। পঞ্চম শতাব্দীর "প্রথম যামে আথেন্সের ধনবল ও প্রতিপত্তি বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে আথীনীয়দিগের মতিগতি পরিবর্ত্তিত হইতে আরম্ভ করে, সুতরাং তাহাদিগের শিক্ষা-পদ্ধতির মর্ম্মস্থানেও ধীরে ধীরে বিকারের লক্ষণ প্রকাশ পাইতে থাকে। এই সময়ে সফিষ্ট নামক একশ্রেণীর লোক নানা দেশ হইতে আথেন্সে আসিয়া যুবকগণের শিক্ষাদানে প্রবৃত্ত হন; তাঁহাদিগের উপদেশের ফলে এই বিকার দুশ্চিকিৎস্য হইয়া উঠে। এতদিন আথীনীয়দিগের জীবন রাষ্ট্রপ্রধান ছিল, সুখসৌভাগ্যের মুখ দেখিয়া তাহারা ব্যক্তিত্বসর্ব্বস্ব হইয়া উঠিতে লাগিল। কিসে রাষ্ট্রের মঙ্গল হইবে, সে ভাবনা অপেক্ষা, কি করিয়া নিজের ধনমানযশোলাভ হইবে, সেই দুশ্চেষ্টাই তাহাদিগকে গ্রাস করিয়া ফেলিল। অতএব রাষ্ট্রসেবাই যে-শিক্ষাপ্রণালীর মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল, তাহা রূপান্তরিত হইয়া শিক্ষার্থীকে কিয়ৎপরিমাণে রাষ্ট্রবিমুখ করিয়া দিল।" (৫৯—৬০ পৃষ্ঠা)।

একথা যদি সত্য হয়, তবে যে আনুটস ও মেলীটস "নীতি গেল, ধর্ম্ম গেল" বলিয়া এত চীৎকার করিয়াছিলেন, তাহার সার্থকতা কোথায়? তাঁহারা যাহাকে রক্ষা করিবার অভিপ্রায়ে সোক্রাটীসকে প্রাণে বধ করিতে বদ্ধপরিকর হইয়াছিলেন, তাহা তো তাঁহার আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গেই কালগর্ভে লীন হইয়া গিয়াছিল। তিনি যে-ব্যক্তিগত স্বাধীনতা শিক্ষা দিতেন, তদপেক্ষা অনেক অধিক মারাত্মক আত্মসর্ব্বস্বতা

অথীনীয়দিগের জীবনের সকল বিভাগে, সকল সম্পর্কে ও সকল মতে মর্ম্মে মর্ম্মে অনুবিদ্ধ হইয়াছিল। সে যুগে কেই বা প্রাচীন ধর্ম্মে বিশ্বাস করিত, প্রাচীন নীতি মানিয়া চলিত? আথীনীয়েরা একযুগ ধরিয়া এই কথাই শুনিয়া আসিতেছিল, যে রাষ্ট্রীয় বিধিগুলি মানুষের খামখেয়ালীর ফল; এবং প্রকৃতি মানুষকে যে অধিকার দিয়াছেন ও দেশের শাসনব্যবস্থা মানুষকে যে অধিকার দিয়াছে, এই দুইয়ের মধ্যে গুরুতর পার্থক্য বিদ্যমান। আরীষ্টফানীস যখন পরিহাসচ্ছলেই হউক, কি গম্ভীরভাবে তিরস্কার করিবার উদ্দেশ্যেই হউক, রঙ্গমঞ্চ হইতে প্রচার করিলেন, আথীনীয়েরা সকলেই, প্রত্যেকেই ব্যভিচারী, (Clouds, 1083), তখন প্রাচীন নীতি, প্রাচীন ইন্দ্রিয়সংযম কোথায় ছিল? তাহারা যে বৎসরের পর বৎসর সংশয়বাদী ইয়ুরিপিডীসের আস্তিক্য-বুদ্ধিবিনাশিনী কবিতার রসাস্বাদ করিত; তাহারা যে আরিষ্টফানীসের নাটকে দেব-দেবীদিগকে অকথ্যভাষায় বিদ্রূপ করিতে দেখিয়া হাসিয়া গড়াগড়ি যাইত; তাহাতে তাহাদিগের ধর্ম্মবিশ্বাসে আঘাত লাগে নাই? থৌকুডিডীস গভীর আক্ষেপের সহিত বলিয়াছেন, পেলপনীসস-যুদ্ধের সময়ে মানুষের ঈশ্বরের প্রতি ভয়, এবং পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস ধরা হইতে অন্তর্হিত হইয়াছিল। (III. 82, II. 53)। প্লেটো লিখিয়াছেন, সে কালে পরলোকে পাপীর দণ্ডের উপাখ্যান শুনিয়া লোকে উপহাস করিত। (Rep., I. 330)।

সোক্রাটীস নীতি ও ধর্ম্মহীনতার জন্য দায়ী নহেন।

এই যুগে যদি আথেন্সে নীতি ও ধর্ম্মের অধোগতি হইয়া থাকে, যদি জনসমাজ হইতে বিশ্বাস, শ্রদ্ধা ও দেবভয় তিরোহিত হইয়া থাকে, তবে সেজন্য সোক্রাটীস দায়ী নহেন। তিনি কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়া যাহা দেখিয়াছিলেন, তাহা বাস্তব বলিয়া মানিয়া লইয়া সংস্কার করিবার প্রয়াস পাইয়াছিলেন, ইহাই তাঁহার অপরাধ। যাহা গিয়াছে, শত চেষ্টাতেও যাহা আর ফিরিয়া পাওয়া যাইবে না, তাহাকে পুনরুদ্ধার করিবার জন্য তিনি বৃথা সংগ্রামে ব্যাপৃত হইয়া জীবন ক্ষয় করেন নাই।

ঐরাবত যেমন মন্দাকিনীর দুর্জ্জয় স্রোতঃ অবরুদ্ধ করিতে উদ্যত হইয়া নিজেই তৃণখণ্ডের ন্যায় ভাসিয়া গিয়াছিল, অদূরদর্শী মানুষও তেমনি পরিবর্ত্তন-স্রোতে বাধা দিতে যাইয়া আপনারাই পরাস্ত হয়; কিন্তু মূর্খের স্বভাবই এই, যে তাহারা দেখিয়াও দেখে না, শিখিয়াও শিখে না। আজিও মানবসমাজের স্থূলবুদ্ধি ঐরাবতেরা সাগর-সঙ্গম হইতে সুরধুনীর বারিরাশিকে হিমালয়ের অভ্রভেদী তুঙ্গশৃঙ্গে লইয়া যাইবার জন্য দিবারাত্রি প্রাণপণে পরিশ্রম করিতেছে। সোক্রাটীস বুঝিয়াছিলেন, আথীনীয় রাষ্ট্র-নীতি ও ধর্ম্মের যে-দুর্গতি ঘটিয়াছে, তাহা নিরাকরণের উদ্দেশ্যে অতীতের জন্য হাহাকার না করিয়া জ্ঞানের আলোকে তাহার সংস্কার সাধন করাই কর্ত্তব্য। সংস্কারের নাম শুনিয়াই আথীনীয়েরা ক্ষেপিয়া উঠিল; তাহারা ভাবিল, এই দুর্গতির জন্য সোক্রাটীসই অপরাধী। তাহারা নির্ব্বোধের ন্যায় আত্মবঞ্চনা করিয়া মনকে প্রবোধ দিল, যে তাহারা যেন গৌরবোজ্জ্বল মারাথোন-যুগে বাস করিতেছে। সুতরাং সোক্রাটীসের দণ্ড শুধু বর্ত্তমান-কালের মাপকাঠী অনুসারে অন্যায় হইয়াছিল, তাহা নহে; তাঁহার সম-সাময়িক আদর্শ দ্বারা বিচার করিয়াও উহাকে অবৈধ বলিতে হইবে। আমরা চিন্তা ও বাক্যে ব্যক্তিগত স্বাধীনতার প্রতি অনুরক্ত; আমরা তো বলিবই, সোক্রাটীসের হত্যা একটা ঘোরতর অপকর্ম্ম; আথীনীয়েরাই কি বুকে হাত দিয়া বলিতে পারিত, তাহারা যে-দোষে তাঁহাকে বধ করিল, তাহারা তাহা হইতে মুক্ত ছিল? জগতের ইতিহাসে এমন কতবার হইয়াছে—লোকে অরক্ষণীয় মরণোন্মুখ প্রাচীন তন্ত্র চিরস্থির করিয়া রাখিবার জন্য অন্ধ ক্রোধের বশীভূত হইয়া সংস্কারকদিগকে বধ করে, কিন্তু তাহাতে প্রাচীন তন্ত্রের নির্জ্জীবতা ও অসারতা আরও পরিস্ফুট হইয়াই উঠে। সোক্রাটীস নিশ্চয়ই গ্রীক জাতির পুরাতন জ্ঞান ও বিশ্বাসের সীমা অতিক্রম করিয়া-ছিলেন; কিন্তু গ্রীসে জাতীয় জীবনকে প্রাচীন গণ্ডীতে আবদ্ধ করিয়া রাখিবার কাল উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছিল; তিনি তাহার পরে সংস্কারের কার্য্য আরম্ভ করিয়াছিলেন, পূর্ব্বে নহে। গ্রীকদিগের মনে যে বিপ্লবের বন্যা প্রবাহিত হইতেছিল, তাহার জন্য ব্যক্তিবিশেষ দোষী নহে; বলিতে গেলে তাহা নিয়তির দোষ, কিংবা কালধর্ম্মের দোষ। আথীনীয়েরা সোক্রাটীসকে

দণ্ড দিয়া আপনাদিগকেই দণ্ডিত করিল; যে-অপরাধে সকলেই অপরাধী, সেজন্য একা সোক্রাটীসকে বধ করিয়া তাহারা ঘোর পাপে কলঙ্কিত হইল। সোক্রাটীসের অপমৃত্যুতে তাহাদিগের কিছুই লাভ হইল না; তাহারা যে-নবীনত্বের আকাঙ্ক্ষাকে নির্ম্মূল করিবার আশায় এই দুষ্কর্ম্মে লিপ্ত হইল, এই অবিচার-নিবন্ধন তাহা আরও দুর্জ্জয় হইয়া উঠিল।

শ্রুতকীর্ত্তি জর্ম্মণ দার্শনিক হেগেল আথীনীয়দিগকে নিরপরাধ বলিয়া প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। তাঁহার মত শ্রদ্ধাপূর্ব্বক প্রণিধান-যোগ্য। তিনি যাহা লিখিয়াছেন, তাহার সারনিষ্কর্ষ ব্যক্ত হইতেছে। সোক্রাটীসের নিজস্ব দৈবাদেশে বিশ্বাস, স্বাধীন বিচারের অনুসরণ, এবং স্বীয় ধর্ম্মাধর্ম্মবোধের উপরে অবিচলিত নির্ভর—এই তিনটীই রাষ্ট্রের প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া উঠিয়াছিল। কোনও রাষ্ট্রবাসী যদি রাষ্ট্রধর্ম্ম ও রাষ্ট্রানুগত্য অপেক্ষা আপনার অন্তরালোকে আলোকিত বিচারবুদ্ধি ও ধর্ম্মবুদ্ধিকেই অধিকতর মর্য্যাদা প্রদান করে, তবে রাষ্ট্র তাহাকে দণ্ডিত না করিয়াই পারে না। সুতরাং সোক্রাটীসের প্রাণদণ্ডে কোন পক্ষকেই দোষ দেওয়া যায় না। সোক্রাটীস চিন্তা, বাক্য ও কার্য্যের স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম করিয়া জগতের মহোপকার সাধন করিয়াছেন; আথীনীয়েরাও সমাজ ও রাষ্ট্রের রক্ষার জন্য তাঁহাকে ন্যায়তঃই দণ্ড প্রদান করিয়াছে। এক্ষেত্রে দুই পক্ষেরই স্বত্ব ও অধিকার সমতুল্য, ন্যায় উভয়ত্রই তুল্যরূপে বর্ত্তমান। এইজন্যই সোক্রাটীসের পরিণাম প্রকৃতপ্রস্তাবে এমন শোকাবহ (tragic)। যেখানে একপক্ষে ন্যায় ও অপরপক্ষে অন্যায়, একপক্ষে ধর্ম্ম ও অপরপক্ষে অধর্ম্ম, একপক্ষে নৈসর্গিক অধিকার ও অপরপক্ষে স্বেচ্ছাচার বিদ্যমান, সেখানে উভয়ের সংঘর্ষ হইতে যে-দুঃখ উৎপন্ন হয়, তাহা যথার্থ শোকাবহ নহে; কিন্তু ন্যায়ের সহিত ন্যায়ের, ধর্ম্মের সহিত ধর্ম্মের, স্বত্বের সহিত স্বত্বের সংঘর্ষ হইতে দুর্ব্বলতর প্রতিদ্বন্দ্বীর জন্য যে-হলাহল উদ্গীরিত হয়, এবং তাহার জীবনে যে-দুঃখ ও দুর্ব্বিপাক ঘটে, তাহাই একান্ত শোকাত্মক, তাহাই গুরুভার নাটকের (tragedyর) প্রাণ। হেগেলের মতে সোক্রাটীসের অপমৃত্যু এই কারণেই এক বিষম শোচনীয় ব্যাপার—শুধু তাঁহার নিজের পক্ষে নহে; কিন্তু আথেন্সের পক্ষে, সমগ্র

গ্রীসের পক্ষে শোচনীয় ব্যাপার, অথবা এক দুঃখ-দুর্ভর বিয়োগান্ত নাট্য। (History of Philosophy, Vol. I. p. 446)।

হেগেলের স্বদেশবাসী, পণ্ডিতপ্রবর জেলার তাঁহার সহিত একমত হইতে পারেন নাই। তিনি বলেন, সোক্রাটীসের বিচার ও মৃত্যুতে ন্যায় ও অন্যায়, দোষ ও নির্দ্দোষত্ব উভয় পক্ষে সমভাবে বিভক্ত হইতে পারে না। কালবশে যে-ধর্ম্ম অপরিহার্য্য হইয়া পড়িয়াছিল, সোক্রাটীস তাহার প্রতিষ্ঠার জন্যই সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন; আথীনীয়েরা যাহা রক্ষা করিবার জন্য তাঁহাকে হত্যা করিল, তাহা তদপেক্ষা হীন; তাহা তেমন শাশ্বত, ব্যাপক ও কালোপযোগী নহে; অধিকন্তু তাহাতে আবার তাহা-দিগের নিজেদেরই আস্থা ছিল না। তাহারা স্বয়ং যাহাতে বিশ্বাস হারাইয়াছিল, তাহারই জন্য আথীনীয়েরা সোক্রাটীসের প্রাণ হরণ করিল। তাঁহার অকাল মৃত্যুতে ইহাই সর্ব্বাপেক্ষা পরিতাপের বিষয়। যিনি সংস্কারক হইয়াও অন্তরে অন্তরে বাস্তবিক সংরক্ষণপ্রয়াসী ছিলেন; যিনি স্বদেশের পুরাতন সম্পদ্ অটুট রাখিয়া নব ঐশ্বর্য্য আহরণ করিয়া তাহাকে জ্ঞানে ধর্ম্মে মহিমান্বিত করিতে চাহিয়াছিলেন, একদল কপট তথাকথিত প্রাচীনতন্ত্রী তাঁহাকেই সংহার করিল। সোক্রাটীসকে শাস্তি দিয়া আথীনীয়েরা নিজেরাই ক্ষতিগ্রস্ত হইল। তিনি নীতি ও ধর্ম্মের উচ্ছেদ সাধন করিতে বসিয়াছিলেন বলিয়া কি প্রাণ হারাইলেন? না, তাহা নহে; তিনি উহাতে নবজীবন সঞ্চার করিতে প্রয়াস পাইয়াছিলেন; এই অপরাধে, যাহারা নীতি ও ধর্ম্ম রক্ষার জন্য একান্ত ব্যাকুল ছিল, তাহাদিগেরই হস্তে তাঁহার অপমৃত্যু ঘটিল।

সোক্রাটীসের প্রাণদণ্ড অনতিক্রমণীয় ছিল কি না?

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, যে যাঁহারা সোক্রাটীসের প্রতি প্রাণদণ্ড বিধান করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগের সংখ্যা অপর পক্ষ অপেক্ষা খুব অধিক ছিল না; তিনি একটু শ্রম স্বীকার করিলেই নিষ্কৃতি পাইতে পারিতেন; অন্ততঃ বিচারকগণের সমক্ষে গর্ব্বিত ভাব প্রকাশ না করিলে তিনি লঘুতর দণ্ড ভোগ করিয়াই অব্যাহতি লাভ করিতেন। এজন্য মনে

হয়, যে আথীনীয়গণের সঙ্গে তাঁহার হয় তো আত্যন্তিক বিরোধ ছিল না ; হয় তো তাঁহার প্রাণনাশ কতকগুলি আকস্মিক ও অবান্তর ঘটনার ফল। যদি তাহাই হয়, তবে সোক্রাটীসের চরমদণ্ড অনতিক্রমণীয় বলিয়া গণ্য হইতে পারে না ; কেন না, তিনি ইচ্ছা করিলেই অপমৃত্যু পরিহার করিতে পারিতেন।

(৪) সোক্রাটীসের মৃত্যুর ফল।

সোক্রাটীস যে অপমৃত্যুর হস্ত হইতে নিষ্কৃতি প্রাপ্ত হন নাই, ইহাতে তাঁহার গৌরব শতগুণ বর্দ্ধিত হইয়াছে, তাঁহার জীবনব্রত অধিকতর সাফল্য লাভ করিয়াছে। তিনি যাহার জন্য স্বেচ্ছায় মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিলেন, তাঁহার তিরোধানের পরে তাহাই জয়যুক্ত হইল। তিনি যে বিচারালয় ত্যাগ করিবার প্রাক্কালে বলিয়াছিলেন, তাঁহার পক্ষে জীবন অপেক্ষা মৃত্যুই অধিকতর বাঞ্ছনীয়, এ বাণী তাঁহার সমগ্র সাধনার ক্ষেত্রে অক্ষরে অক্ষরে ফলবতী হইয়াছে। সার্দ্ধদ্বিসহস্র বৎসর পরেও তাঁহার অন্তিম দশার বিবরণ পড়িতে পড়িতে যদি আমরা উজ্জ্বলরূপে উপলব্ধি করিতে পারি, সোক্রাটীস স্বেচ্ছামরণ দ্বারা দেখাইয়া গিয়াছেন, মানুষের আত্মাটা কত বড়, তত্ত্বজ্ঞানের কি দুর্দ্দমনীয় শক্তি, ধর্ম্মনিষ্ঠ ও পবিত্র-চিত্ত ব্যক্তি নিঃসংশয় প্রত্যয়ের প্রভাবে কেমন মৃত্যুর বিভীষিকার উপরে জয়লাভ করেন ; তবে তাঁহার শিষ্যগণকে এই বীরোচিত জীবন-বিসর্জ্জন আরও কত উদ্দীপ্ত ও বলিষ্ঠ করিয়া তুলিয়াছিল। জ্ঞানযজ্ঞের এই আত্মাহুতি ধ্রুবতারার ন্যায় নিয়ত চক্ষুর সম্মুখে স্থির জ্যোতিতে বর্ত্তমান থাকিয়া তাঁহাদিগকে তমসাচ্ছন্ন পরীক্ষাময় জীবনপথে অন্তরতর ধর্ম্মসাধনে দিব্য দৃষ্টি দান করিয়াছিল। প্লেটোর অমর তুলিকায় সোক্রাটীসের "দিগ্‌ভ্রান্ত দীনকে দৃষ্টিবান্" করিবার ক্ষমতা কি অপূর্ব্ব বর্ণসম্পাতেই চিত্রিত হইয়াছে। তিনি সত্যের জন্য প্রাণ দিয়াছিলেন বলিয়াই গুরুর প্রতি অনুবর্ত্তীদিগের ভক্তি আরও গভীর হইল ; তাঁহাকে অনুসরণ করিবার উৎসাহ বল লাভ করিল ; তাঁহার শিক্ষায় অনুরাগ বাড়িয়া গেল। মৃত্যু তাঁহার জীবন ও বাণীকে সত্য বলিয়া চিহ্নিত করিয়া জগতে অবিনশ্বর

করিয়া রাখিল। তাঁহার সমগ্রজীবনব্যাপী সাধনার মহত্তম পরিণাম তাঁহার নিঃশঙ্ক দেহত্যাগ; তিনি ইহলোক হইতে প্রস্থান করিবার কালে যে প্রসন্ন, প্রশান্ত ও আনন্দময় ভাব প্রদর্শন করিলেন, তাহা প্রতিপন্ন করিল, যে তিনি যাহা সত্য বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহা ক্ষণিক ভাবুকতা নয়, অসার ভ্রান্তিবিজৃম্ভণ নয়, অলীক কবিকল্পনা নয়; তাহা নির্ম্মল জ্ঞানের অটল ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত। তিনি যাহা শিক্ষা দিয়াছিলেন, মৃত্যু যে তাহার অর্থ ও সারবত্তা বর্দ্ধিত করিল, তাহা নহে; কিন্তু উহাতে তাহার প্রভাব বিপুল ও দূরব্যাপী হইল। "সত্যের জন্য ছাড়িতে পারি না, এমন সুখ নাই; সহিতে পারি না, এমন দুঃখ নাই; করিতে পারি না, এমন কঠিন কর্ম্ম নাই"—তাঁহার জীবনের এই মূলমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া কত কত জ্ঞানযোগী সত্যকেই পরমধনরূপে বরণ করিয়া সত্যনির্ণয়ে ও সত্যপ্রচারে জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন। প্রবাদ আছে, ফিনিক্স নামক পক্ষী অগ্নিকুণ্ডে দগ্ধ হইয়া চিতাভস্ম হইতে নব কায়া লইয়া আবির্ভূত হয়; ঠিক তেমনি সোক্রাটীস মরিয়াও মরিলেন না; দেহধারী সোক্রাটীস যেখানে শত্রুহস্তে নিহত হইলেন, অশরীরী সোক্রাটীস সেখানে মুষ্টিমেয় ভক্তমণ্ডলীর প্রাণে মূর্ত্ত হইয়া যে-জ্ঞানধারা প্রবহমান করিলেন, পশ্চিম ভূখণ্ড আজিও তাহার অমৃতবারি পান করিয়া কৃতকৃতার্থ হইতেছে।

যতকাল ধরাতলে মানবজাতি বর্ত্তমান থাকিবে, ততকাল সোক্রাটীসের বিচার ও মৃত্যুর কাহিনী কদাপি বিস্মৃতিসাগরে বিলুপ্ত হইবে না। তিনি প্রতীচীতে চিন্তা ও সত্যানুসন্ধানে স্বাধীনতার প্রবর্ত্তক; মানুষ যদি সত্যের সমাদর করিতে ভুলিয়া না যায়, তবে চিরদিন জ্ঞানচর্চ্চার সুকৌশলী সারথিরূপে তাঁহাকে কৃতজ্ঞতার অঞ্জলি অর্পণ করিবে। যেমন জড়জগতে কেন্দ্রাভিগামিনী ও কেন্দ্রাপসারিণী শক্তির সমবায়ে গ্রহনক্ষত্ররাজি আপন আপন কক্ষে পরিভ্রমণ করে, তেমনি গ্রহণ ও বর্জ্জন, আহরণ ও নিষ্কাশন, সংরক্ষণপ্রিয়তা ও উন্নতিশীলতা, এই দ্বিবিধ বৃত্তির ঘাতপ্রতিঘাতে সমাজদেহ রক্ষিত হয়, তাহার স্বাস্থ্য ও বল পরিপুষ্টি লাভ করে। কিন্তু নৈসর্গিক নিয়মবশতঃ জড়ত্ব বা স্থিতিপ্রবণতাই মানবহৃদয়ে অধিকতর

প্রবল; বসিলে উঠিতে চায় না, এরূপ লোক সংসারে যত দেখা যায়, অবিচ্ছেদে জীবনপথে অগ্রসর হইতে পারে, এপ্রকার মানুষ তদপেক্ষা অনেক অল্প দৃষ্ট হইয়া থাকে। এই জন্যই যুগে যুগে ধর্ম্মের গ্লানি উপস্থিত হয়; তখন ভগবৎপ্রেরিত মহাপুরুষ ধর্ম্মসংস্থাপনের জন্য সংরক্ষণ ও সংগঠনের ব্রত লইয়া অবতীর্ণ হন; তিনি জরাজীর্ণ প্রাচীন সমাজের গলিত দূষিত অংশ বিদূরিত করিয়া তাহাকে নব আকারে গঠন করিতে চাহেন; স্থিতিশীল উন্নতিবিরোধী প্রাকৃতজন তখন তাঁহার বিরুদ্ধে জীবন মরণ পণ করিয়া সংগ্রাম ঘোষণা করে। ভারতে যে যুগে পশুঘাতসমর্থক শ্রুতিজাতের নিন্দাকারী "সদয়হৃদয়" বুদ্ধ বৈদিক ক্রিয়াকলাপ পরিহার করিয়া সর্ব্ববন্ধন-মুক্ত, অবাধ আত্মানুসন্ধানমূলক, পুরুষকারপ্রধান ধর্ম্ম প্রবর্ত্তিত করিয়াছিলেন, তাহার অব্যবহিত পরেই গ্রীসে সোক্রাটীস আপ্তবাক্য-নিরপেক্ষ স্বাধীন জ্ঞানালোচনা ও জ্ঞানপ্রচারের কার্য্যে ব্রতী হইলেন। প্রাচীনে ও নবীনে এজন্য বিষম দ্বন্দ্ব উপস্থিত হইল। একদিকে সমগ্র দলবদ্ধ সমাজ; অপরদিকে একাকী এক প্রতিভাশালী পুরুষ। সমাজ চাহে, ইহা সর্ব্বোপরি কর্তৃত্ব করিবে; ইহার অন্তর্ভুক্ত প্রত্যেক ব্যক্তি ইহাকে মানিয়া চলিবে, ইহার আদেশ সবিনয়ে মাথা পাতিয়া লইবে, স্বাধীন চিন্তা ও বিচার-শক্তি ইহার চরণে বিসর্জ্জন দিবে। সমাজ যাহাকে আপনার ধ্বংসের কারণ বলিয়া সিদ্ধান্ত করে, তাহাকে বিনাশ না করিয়া কিছুতেই নিরস্ত হইবে না; ইহাতে সমাজকে দোষ দেওয়া যায় না; কেন না, আত্মরক্ষার বৃত্তি দুর্ব্বল হইলে কেহই বাঁচিয়া থাকিতে পারে না। কিন্তু যিনি মৌলিক প্রতিভার অধিকারী, অথবা যাঁহার বিন্দুমাত্রও মনুষ্যত্ব আছে, তিনি গড্ডলিকা-প্রবাহবৎ সামাজিক রীতিনীতির অনুসরণ করিবেন, "অন্ধেনৈব নীয়মানা যথান্ধাঃ"—অন্ধ কর্তৃক পরিচালিত অন্ধজনের ন্যায় পথ চলিয়া সন্তুষ্ট থাকিবেন, ইহা কখনও সম্ভবপর নয়। সোক্রাটীস বিমল জ্ঞানের আলোকে নূতন পথ খুঁজিলেন; প্রাণহীন আপ্তবাক্য ও অনুশাসন এবং রাজভয় অগ্রাহ্য করিয়া নূতন পথে যাত্রা করিলেন। তিনি প্রাচীনতন্ত্রের বিরোধী, অতএব সমাজদ্রোহী ও রাষ্ট্রদ্রোহী, এই অপবাদ শিরে লইয়া প্রাণ হারাইলেন; কিন্তু তিনি বিচারের দিনে জগদ্বাসীর সমক্ষে যে-আদর্শ প্রকট

করিয়াছিলেন, তাহাই এক্ষণে দেশে দেশে সমাদৃত হইতেছে। সে দিন মানবজীবনের শ্রেয়ঃ-বিষয়ে দুই বিসংবাদী মত, বলিতে গেলে মানবজাতির বিকাশের দুই পরস্পরবিরোধী ধারা, একে অন্যের উপরে জয় লাভ করিবার জন্য সংগ্রামে লিপ্ত হইয়াছিল। আজ সভ্যজগতের সর্ব্বত্র স্বীকৃত হইতেছে, ব্যক্তির উপরে সমাজ ও রাষ্ট্রের সর্ব্বগ্রাসী আধিপত্য কোন পক্ষেরই কল্যাণের নিদান নহে। আজ জন্ ষ্টুয়ার্ট্ মিলের ন্যায় তীক্ষ্ণবুদ্ধি দার্শনিকেরা বলিতেছেন, ব্যক্তিত্বের অভিব্যক্তি মানবজীবনের শ্রেষ্ঠ ধন; যতক্ষণ একজন অপরের অপকার না করে, ততক্ষণ তাহার চিন্তা, বাক্য ও কার্য্যে হস্তার্পণ করিবার কাহারও অধিকার নাই। আলোচনা ও বিচারের পূর্ণ স্বাধীনতা এযাবৎ কোন জাতিই প্রাপ্ত হয় নাই বটে, কিন্তু শত শত পুরুষ এজন্য প্রাণ দিয়াছেন, জগৎ এই লক্ষ্যপানেই অগ্রসর হইতেছে। সুদূর ভবিষ্যতে মানবাত্মার মহত্ত্ব ও গৌরবের যে আদর্শ পৃথিবীময় প্রতিষ্ঠিত হইবে ভাবিয়া আমরা আশান্বিত হইয়া আছি, ইয়ুরোপে সোক্রাটীসের হৃদয়েই তাহা প্রথম প্রতিফলিত হইয়াছিল; ইহাকে পরিকল্পনা হইতে বাস্তবতায় আনয়ন করিবার জন্য যাঁহারা সকল বিপদ্ তুচ্ছ করিয়া কঠোর প্রাণান্ত সংগ্রামে আপনাদিগকে বলি দিতেছেন, সোক্রাটীস তাঁহাদিগের অগ্রগামী, পথপ্রদর্শক, উৎসাহদাতা, আলোক-বর্ত্তিকাধারী, বিজয়কিরিটী সেনাপতি। কবিশেখর রবীন্দ্রনাথ ভক্ত কর্ম্মীর যে সরল সুবিমল প্রার্থনা আপনার মধুর কণ্ঠে গাহিয়াছেন—

"তোমার পতাকা যারে দাও, তারে বহিবারে দাও শকতি;
তোমার সেবার মহান্ দুঃখ সহিবারে দাও ভকতি।"

—আমরা কি বলিব না, সোক্রাটীসের জীবন এই প্রার্থনা-পরিপূরণের উজ্জ্বলতম দৃষ্টান্ত? তিনি ঈশ্বরের বিশ্বস্ত ও বীর্য্যবান্ সেবক ছিলেন; জীবন-দেবতা যৌবনের অবসানেই তাঁহার হস্তে যে-পতাকা অর্পণ করিয়াছিলেন, তিনি বীরের ন্যায় অপরাজিতচিত্তে আমরণ তাহা বহন করিয়াছেন; এবং চিরদিন একনিষ্ঠ ভাবে তাঁহার সেবা করিয়া, হাসিতে হাসিতে সেবার কঠিনতম দুঃখ সহিয়া দেখাইয়া গিয়াছেন, তাঁহার অন্তরে

জ্ঞানের সহিত ভক্তির কি অপরূপ সংবাদিতা সাধিত হইয়াছিল। সোক্রাটীস প্রকৃতই "এ ভবগহনে দুর্গম পথের" পথিক ছিলেন; আপনার ব্রত উদ্‌যাপনের জন্য তাঁহাকে কত ত্যাগ স্বীকার করিয়া কত দহনের মধ্য দিয়া এ পথে অগ্রসর হইতে হইয়াছিল। আমরা বিশ্বাসচক্ষুতে দর্শন করিতেছি, তাঁহার "সব শ্রম" তাঁহাকে "সকল-শ্রান্তি-হরণে" বহিয়া লইয়া গিয়াছে; তিনি "জীবনে মৃত্যু বহন করিয়া মরণে প্রাণ" পাইয়াছেন; তিনি প্রভুর নিদেশ যথাজ্ঞান যথাশক্তি অনন্যচিত্ত হইয়া পালন করিয়া "সন্ধ্যাবেলায় নিখিলশরণ-চরণে কুলায়" লাভ করিয়াছেন। তাঁহার পবিত্র স্মৃতি ধন্য হউক; আমরা তাঁহাকে কৃতজ্ঞ হৃদয়ে অভিবাদন করি; এবং তাঁহার প্রার্থনা উচ্চারণপূর্ব্বক এই জীবনবৃত্তান্ত সিদ্ধিদাতা জগৎ-প্রসবিতা শুভবুদ্ধি-প্রেরয়িতা পুরাণ পুরুষের পাদপদ্মে রাখিয়া দিই।

"হে দেবতা, আশীর্ব্বাদ কর, যেন আত্মাতে সুন্দর হইতে পারি; আমার অন্তর ও বাহিরের ধনে যেন ঐক্য থাকে।"

সোক্রাটীস

দ্বিতীয় ভাগ

সোক্রাটীসের বিচার ও মৃত্যু

[প্লেটো-বিরচিত

"এয়ুথুফ্রোণ," "সোক্রাটীসের আত্মসমর্থন,"

"ক্রিটোন" ও "ফাইডোন"]

প্রথম অঙ্ক

সোক্রাটীস—বিচারালয়ের দ্বারদেশে

(Euthyphron)

এয়ুথুফ্রোণ

মুখবন্ধ

সোক্রাটীস মেলীটসপ্রমুখ তিনজন পুরবাসীর দ্বারা অভিযুক্ত হইয়া "রাজা" আর্থোনের বিচারালয়ের দ্বারদেশে উপস্থিত হইয়াছেন; তথায় গণক ও ধর্ম্মধ্বজী এয়ুথুফ্রোণের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল। এয়ুথুফ্রোণ আপনার পিতাকে নরহত্যার অভিযোগে অভিযুক্ত করিতে আসিয়াছেন। উভয়ের কথাপ্রসঙ্গে "পুণ্য কি?"—এই জিজ্ঞাসা উত্থাপিত হইল। এই জিজ্ঞাসাই বর্ত্তমান প্রবন্ধের প্রধান আলোচ্য বিষয়। সঙ্গে সঙ্গে প্রকৃত ধর্ম্ম ও বিকৃত ধর্ম্মের পার্থক্য কি, তাহাও ইঙ্গিতে ব্যক্ত হইয়াছে। কিন্তু আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি, যে সোক্রাটীস স্বয়ং পুণ্য বলিতে কি বুঝিতেন, তাহা প্রকাশ করিয়া বলেন নাই; তবে তাঁহার কথার ভাবে বোধ হয়, তিনি বিশ্বাস করিতেন, পুণ্য (বা ধর্ম্ম) আত্মার একটা অবস্থা, শুধু বাহ্য আচার নহে। তিনি যদি স্পষ্ট করিয়া পুণ্যের একটা সংজ্ঞা দিতেন, তবে হয় তো বলিতেন, "মঙ্গলময় ঈশ্বরের প্রতি অন্তরের অকপট প্রীতি, এবং ঐ প্রীতি-প্রণোদিত কল্যাণকর্ম্ম"—(তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ) —ইহাই পুণ্য। ভগবৎপ্রীতি অকপট ও গভীর হইলে বলি ও প্রার্থনা সার্থক; নতুবা উহার কোনই মূল্য নাই।

এই প্রবন্ধ রচনাতে প্লেটোর এক নিগূঢ় অভিপ্রায় নিহিত ছিল। মেলীটস সোক্রাটীসের বিরুদ্ধে ধর্ম্মোদ্রোহিতার অভিযোগ আনয়ন করিয়াছেন; কিন্তু ধর্ম্ম সম্বন্ধে তাঁহার কোনও জ্ঞান আছে কি? প্রাচীন ধর্ম্মের এতবড় পৃষ্ঠপোষক এই এয়ুথুফ্রোণ আপনার পিতাকে নরহত্যাপরাধে রাজদ্বারে দণ্ডিত করিতে উদ্যত হইয়াছেন, অথচ তিনি "পুণ্য কি", এই প্রশ্নটার কোনই সদুত্তর দিতে পারেন না। আপনারা কি দেখিতে পাইতেছেন না, এই দাম্ভিক লোকটী ধর্ম্মের

নামে কি অপকর্ম্ম করিতে অগ্রসর হইয়াছেন? মেলীটসও ঠিক এয়ুথু-ফ্রোণের ন্যায় অজ্ঞ ও দাম্ভিক; এয়ুথুফ্রোণ স্বীয় জনকের প্রাণবিনাশ করিবার আয়োজন করিয়াছেন; মেলীটসও আথীনীয়গণের পিতৃস্থানীয় সোক্রাটীসের প্রাণবধ করিতে বদ্ধপরিকর হইয়াছেন। শুধু ইঁহাদিগের দুইজনের কথাই বা বলি কেন? ধর্ম্মাধর্ম্ম, পাপপুণ্য, ন্যায়ান্যায়ের জ্ঞান সম্বন্ধে অধিকাংশ আথীনীয়েরই এই দশা। সোক্রাটীস শীঘ্রই বিচারালয়ে আত্মসমর্থন করিতে যাইবেন; তৎপূর্ব্বে আথীনীয়েরা যেন এই তত্ত্বটী ভাল করিয়া ভাবিয়া দেখে।

আর এক কথা। আরিষ্টফানীস "মেঘমালা" নাটকে সোক্রাটীসকে রসাল ভাষায় ভাক্তজ্ঞানের প্রচারকরূপে বর্ণনা করিয়া তাঁহার শিক্ষার বিষময় ফল প্রদর্শন করিয়াছেন। তিনি বলিতেছেন, "এই দেখ, সোক্রাটীসের মনন-মন্দিরে নবালোকে আলোকিত হইয়া যুবক ফাইডিপ্পি-ডীস তাহার পিতাকে প্রহার করিতেছে, এবং তাহা সমর্থন করিবার জন্য বলিতেছে, দেবরাজ জেয়ুসও পিতা ক্রনসের প্রতি এই প্রকার অত্যাচার করিয়াছিলেন।" প্লেটো যেন এই অসঙ্গত পরিহাসের প্রত্যুত্তরে আথীনীয়দিগকে চোখে আঙ্গুল দিয়া দেখাইয়া দিতেছেন, "দেখ, দেখ, পৌরাণিক ধর্ম্মে নিষ্ঠাবান্ এয়ুথুফ্রোণ কি করিতেছে; সে জেয়ুসের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়া আপনার পিতাকে নিগৃহীত করিতে যাইতেছে; সে তাঁহার বিরুদ্ধে এমন এক অভিযোগ উপস্থিত করিয়াছে, যাহা প্রমাণিত হইলে তিনি প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হইবেন। তোমরা নবজ্ঞানালোকের নিন্দা কর; অথচ প্রাচীন ধর্ম্মের নামে, দেবগণের নামে, এমন কোন্ দুষ্কর্ম্ম আছে, যাহা তোমরা না করিতে পার?" রক্ষণশীল সম্প্রদায় অযথা সোক্রাটীসের উপরে খড়্গহস্ত হইয়া তাঁহাকে হত্যা করিয়াছিল। প্লেটো এই নিবন্ধে তাহাদিগের অবিমৃশ্যকারিতা উদ্ঘাটিত করিয়াছেন।

(১) পুণ্য কি, তাহার বিচার, (২) সত্য ধর্ম্মের স্বরূপ-নির্ণয়, এবং (৩) সোক্রাটীসের পক্ষসমর্থন, এই তিন উদ্দেশ্যের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া প্লেটো "এয়ুথুফ্রোণ" প্রণয়ন করিয়াছেন। প্রথম প্রশ্নটীর মীমাংসা প্রদত্ত হয় নাই, কিন্তু সেজন্য বিচারের অভিপ্রায় অসম্পন্ন রহিয়া গিয়াছে,

আমরা এমত বলিতে পারি না। ধর্ম্মের স্বরূপ বিষয়েও প্লেটো বিস্তৃত আলোচনায় প্রবেশ করেন নাই; তিনি পৌরাণিক আখ্যায়িকার দোষ এবং লৌকিক ধর্ম্মের ত্রুটি ও অসারতা প্রদর্শন করিয়াই নিরস্ত হইয়াছেন; তবে যিনি প্রবন্ধটী প্রণিধানপূর্ব্বক পাঠ করিবেন, তাঁহাকে ধর্ম্মের প্রকৃতি বুঝিতে বিশেষ ক্লেশ পাইতে হইবে না। তৃতীয় উদ্দেশ্যটী প্লেটোর অপরূপ রচনাচাতুর্য্যে উত্তমরূপেই সংসিদ্ধ হইয়াছে।

এয়ুথুফ্রোণ

(অথবা পুণ্য-পরীক্ষা)

এই কথোপকথনের ব্যক্তিগণ—এয়ুথুফ্রোণ, সোক্রাটীস।

[প্রথম অধ্যায়—সোক্রাটীস ও এয়ুথুফ্রোণের সাক্ষাৎ হইল। সোক্রাটীস এয়ুথু-ফ্রোণের জিজ্ঞাসার উত্তরে বলিলেন, যে মেলীটস নামক একজন নব্য সংস্কারক তাঁহার নামে অভিযোগ উপস্থিত করিয়াছে।]

অধ্যায় ১। এয়ুথুফ্রোণ—সোক্রাটীস, আবার নূতনতর কি ঘটিয়াছে, যে তুমি লুকেইয়নের (Lyceum) (১) জনসংঘ ত্যাগ করিয়া এখানে, বিচারপতির (২) দ্বারদেশে, কথাবার্ত্তা বলিয়া কালাতিপাত করিতেছ? না, আমার মত তোমারও তাঁহার নিকটে অভিযোগ করিবার কিছু উপস্থিত হইয়াছে?

সোক্রাটীস—আমি অভিযোক্তা নই, এয়ুথুফ্রোণ, অভিযুক্ত। আমার মোকদ্দমাটা দেওয়ানী নয়, অথীনীয়েরা ইহাকে বলে ফৌজদারী।

এয়ুথুফ্রোণ—কি বলিতেছ? তবে তোমার বিরুদ্ধে কেহ অভিযোগ উপস্থিত করিয়াছে? তুমি যে অপর কাহারও বিরুদ্ধে অভিযোগ উপস্থিত করিয়াছ, ইহা ভাবিতেই পারি না।

সোক্রাটীস—নিশ্চয়ই নয়।

এয়ু—তবে অপরে তোমাকে অভিযুক্ত করিয়াছে?

(১) প্রথম খণ্ড, ৪২০ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

(২) "রাজা" আর্খোনের; প্রথম খণ্ড, ৩৮ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

এয়ুথ্যুফ্রোণ

সোক্রা—হাঁ।

এয়ু—সে কে ?

সোক্রা—এয়ুথুফ্রোণ, আমি নিজেও যে সে লোকটীকে বড় জানি, তা নয়; আমার বোধ হয়, সে কোনও অজ্ঞাত নব্যযুবক, তবে শুনিতে পাই, তাহার নাম মেলীটস। তাহার গোত্রটা নাকি পিট্থেয়ুস—যদি পিট্থেয়ুস গোত্রের মেলীটস বলিয়া কাহাকেও তোমার মনে থাকে; লোকটা দীর্ঘকেশ, বিরলশ্মশ্রু ও বক্রনাস।

এয়ু—আমি তাহাকে জানি না, সোক্রাটীস। আচ্ছা, সে তোমার বিরুদ্ধে কি অভিযোগ উপস্থিত করিয়াছে ?

সোক্রা—কি অভিযোগ ? আমার বোধ হয়, অভিযোগটা তুচ্ছ নয়। কেন না, এমনতর একজন নব্যযুবকের পক্ষে এতবড় একটা বিষয়ে স্থির-সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া একটা অকিঞ্চিৎকর ব্যাপার নহে। কারণ, সে বলে, সে জানিতে পারিয়াছে, যুবকেরা কিরূপে উন্মার্গগামী হইতেছে ও কাহারা তাহাদিগকে উন্মার্গগামী করিতেছে। সুতরাং সে নিশ্চয়ই জ্ঞানী লোক হইবে। সন্তান যেমন মাতার নিকটে অভিযোগ করে, সেইরূপ সে আমার অজ্ঞানতা উপলব্ধি করিয়া, পুরীসমীপে আমার বিরুদ্ধে এই অভিযোগ আনয়ন করিতে উদ্যত হইয়াছে, যে, আমি তাহার সখাদিগকে বিপথগামী করিতেছি। আমার মনে হয়, রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে শুধু এই লোকটীই বিশুদ্ধ প্রণালীতে কার্য্য আরম্ভ করিয়াছে। কেন না, বিশুদ্ধ প্রণালী এই, যে, যেমন সুবুদ্ধি কৃষক প্রথমে চারাগাছগুলিকে যত্ন করে, পরে অপরগুলিকে দেখে, তেমনি যুবকেরা কিরূপে যতদূর সম্ভব ভাল হইতে পারে, সর্ব্ব-প্রথমে তদ্বিষয়েই যত্নবান্ হইতে হইবে। বোধ হয় মেলীটসও সেইরূপ প্রথমে আমাদিগকে দূরীভূত করিতেছে, কেন না, সে বলে, আমরা যুবকদিগকে বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে-সঙ্গেই বিপথগামী করিতেছি; স্পষ্টই বোধ হইতেছে, ইহার পরেই সে বয়োজ্যেষ্ঠগণের প্রতি মনোনিবেশ করিবে, এবং এইরূপে নগরের ভূয়িষ্ঠ ও পরিপূর্ণ কল্যাণের কারণ হইয়া উঠিবে। সে যে-প্রণালীতে কার্য্য আরব্ধ করিয়াছে, তাহাতে ইহাই সম্ভবপর বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছে।

[দ্বিতীয় অধ্যায়—সোক্রাটীসের বিরুদ্ধে তিনটী অভিযোগ। অভিযোগগুলি শুনিয়া এয়ু এয়ুথুফ্রোন বলিলেন, আথীনীয়েরা ধর্ম্মসম্বন্ধীয় অভিযোগে কর্ণপাত করিবে না। "তাহারা আমাকেই উপহাস করে!"]

২। এয়ু—সোক্রাটীস, আশা করি, তাহাই হইবে, কিন্তু আমার ভয় হয়, ইহার বিপরীতই বা ঘটে। আমার বোধ হইতেছে, সে তোমার অনিষ্ট করিতে যাইয়া নগরের মূলোচ্ছেদ করিতে বসিয়াছে। কিন্তু আমাকে বল, তুমি এমন কি করিতেছ, যাহাতে সে বলে যে তুমি যুবকদিগকে বিপথগামী করিতেছ?

সোক্রা—ও বিচিত্রবুদ্ধি, তাহা শুনিতে বড়ই অদ্ভুত। সে বলে, যে আমি দেবতা সৃষ্টি করিতেছি। আমি নূতন দেবতা সৃষ্টি করিয়াছি ও পুরাতন দেবতায় বিশ্বাস করি না, এইজন্য, সে বলিতেছে, পুরাতন দেবগণের পক্ষে সে আমার বিরুদ্ধে এই অভিযোগ আনয়ন করিয়াছে।

এয়ু—বুঝিতে পারিতেছি, সোক্রাটীস; তুমি কিনা বল যে তুমি সময়ে সময়ে দৈববাণী শুনিতে পাও, এই জন্য। সেই জন্যই সে এই অভিযোগ উপস্থিত করিয়াছে, যে তুমি একটা নূতন কিছু রচনা করিয়াছ; এবং সেই জন্যই তোমার প্রতি বিদ্বেষ উৎপাদন করিবার অভিপ্রায়ে সে ধর্ম্মাধিকরণে উপস্থিত হইয়াছে; কেন না, সে জানে, যে এই প্রকার বিষয়ে জনগণকে বিভ্রান্ত করা অতি সহজ। এই দেখ না, আমি যখন জনসভায় দৈববিষয়ে কিছু বলি, ও অনাগত ঘটনা সম্বন্ধে তাহাদিগকে ভবিষ্যদ্‌বাণী শুনাই, তখন তাহারা আমাকে পাগল বিবেচনা করিয়া উপহাস করে। তবু তো আমি যত ভবিষ্যদ্‌বাণী করিয়াছি, সমস্তই সত্য হইয়াছে; কিন্তু তাহারা আমাদের মত সকলকেই ঈর্ষা করে। যাক, তাহাদিগের সম্বন্ধে ভাবিবার প্রয়োজন নাই; নির্ভয়ে তাহাদিগের সম্মুখীন হওয়াই কর্ত্তব্য।

[তৃতীয় অধ্যায়—সোক্রাটীস বলিলেন, "উপহাসকে ভয় করি না ; কিন্তু আমি মনের কথা খুলিয়া বলি, এবং সকলের সহিতই বিচার বিতর্ক করি, এই জন্য আমার বিরুদ্ধে অসন্তোষের সৃষ্টি হইয়াছে।"]

৩। সোক্রা—সখে এয়ুথুফ্রোন, উপহাসভাজন হওয়া বোধ করি বড় বেশী একটা কিছু নয়। আমার তো বোধ হয়, যে, একজন যত বুদ্ধিমান্‌ই হউক না কেন, সে যতক্ষণ নিজের বিদ্যা অপরকে না শিক্ষা দেয়, ততক্ষণ আথীনীয়েরা তাহাকে বড় গ্রাহ্য করে না। কিন্তু যখন তাহারা মনে করে, যে সে অপরকেও নিজের মত করিয়া তুলিতেছে, তখনই তাহারা ক্রুদ্ধ হয়, তা', তুমি যেমন বলিতেছ, ঈর্ষাবশতঃই হউক, কি অপর কারণেই হউক।

এয়ু—এক্ষেত্রে আমার সম্বন্ধে তাহাদের মনের ভাব কি, তাহা পরীক্ষা করিতে আমি বড় ব্যগ্র নই।

সোক্রা—না, কেনই বা ব্যগ্র হইবে। তাহারা হয় তো ভাবে, যে তোমাকে কদাচিৎ দেখিতে পাওয়া যায়, এবং তুমি নিজের বিদ্যা অপরকে শিক্ষা দিতেও ব্যস্ত নও। কিন্তু আমার ভয় হয়, যে আমি মানুষের সঙ্গ ভালবাসি বলিয়া তাহারা বা আমাকে তোমার বিপরীতই বিবেচনা করে ; কেন না, আমি সকল বিষয়েই সকলের সহিত প্রাণ খুলিয়া আলাপ করি ; সেজন্য যে শুধু বেতন গ্রহণ করি না, তাহা নহে, বরং যদি কেহ আমার কথা শুনিতে চায়, তবে তাহাকে আহ্লাদের সহিত অর্থ প্রদান করিতে প্রস্তুত আছি। সুতরাং এই মাত্র যেমন বলিতেছিলাম, তাহারা যদি আমাকে শুধু পরিহাস করিত—যেমন তুমি বলিতেছ তোমাকে তাহারা পরিহাস করে—তবে বিচারালয়ে হাস্য-পরিহাস ও রঙ্গতামাসায় সময় অতিবাহিত করা অপ্রীতিকর হইত না ; কিন্তু যদি তাহারা এ বিষয়ে প্রকৃতই দৃঢ়নিশ্চয় হয়, তবে ইহার পরিণাম কি হইবে, তাহা তোমার মত দৈবজ্ঞ ব্যতীত অপর সকলের পক্ষেই তমসাবৃত।

এয়ু—সোক্রাটীস, আমার কিন্তু বোধ হয়, ব্যাপারটা কিছুই দাঁড়াইবে না; তুমি এই বিচার-সংগ্রামে সফলকাম হইবে, এবং আমার মনে হয়, আমিও আমার মোকদ্দমায় জয়লাভ করিব।

[চতুর্থ অধ্যায়—সোক্রাটীস জিজ্ঞাসা করিলেন, এয়ুথুফ্রোণ বিচারালয়ে উপস্থিত কেন? তিনি বলিলেন, তাঁহার পিতার বিরুদ্ধে নরহত্যার অভিযোগ উপস্থিত করিতে আসিয়াছেন; তিনি যে দৈবত বিষয়ে বিশেষজ্ঞ!]

সোক্রা—ওহে এয়ুথুফ্রোন, তোমার মোকদ্দমাটা কি? তুমি অভিযোগ করিয়াছ, না অভিযুক্ত হইয়াছ?

এয়ু—আমি অভিযোগ উপস্থিত করিয়াছি।

সোক্রা—কাহার বিরুদ্ধে?

এয়ু—যাহার বিরুদ্ধে অভিযোগ উপস্থিত করিয়াছি বলিয়া লোকে আমাকে পাগল মনে করিতেছে।

সোক্রা—সে কি? তুমি তবে এমন লোকের পশ্চাতে লাগিয়াছ, যাহার পাখা আছে?

এয়ু—না, উড়িয়া পলায়ন করিবে, সে সম্ভাবনা সুদূরে; কেন না, লোকটী অতি বড় বৃদ্ধ।

সোক্রা—সে কে?

এয়ু—আমার পিতা।

সোক্রা—ওহে সাধু, সে তোমার পিতা?

এয়ু—হাঁ, নিশ্চয়ই।

সোক্রা—তুমি কেন অভিযোগ উপস্থিত করিয়াছ? অপরাধটা কি?

এয়ু—হত্যার অপরাধ, সোক্রাটীস।

সোক্রা—ও হরিকুলেশ! এয়ুথুফ্রোন, কিরূপে ধর্ম্মপথে চলিতে হয়, সাধারণ লোকে তৎসম্বন্ধে নিশ্চয়ই অজ্ঞ। কেন না, আমি তো বিবেচনা করি না, যে, যে-সে লোক তোমার মত এমন একটা ধর্ম্মানুগত কাজ

ঋুফ্রোণ করিতে পারিত; যে-ব্যক্তি জ্ঞানে সত্য সত্যই বহুদূর অগ্রসর হইয়াছে, এ কেবল তাহারই কর্ম্ম।

এয়ূ—ঠিক কথা, সোক্রাটীস, বহুদূরই বটে।

সোক্রা—যাহাকে তোমার পিতা হত্যা করিয়াছেন, সে তোমাদেরই পরিবারের লোক? অথবা তাহা স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে; (৩) কেন না, অপর কেহ হইলে তুমি কখনই তাঁহার বিরুদ্ধে হত্যার অভিযোগ আনিতে না।

এয়ূ—সোক্রাটীস, তুমি যে ভাবিতেছ, হত ব্যক্তি আমাদের আত্মীয় কি অনাত্মীয়, এই উভয়ে কিছু পার্থক্য আছে, এটা হাসির কথা; তোমার শুধু দেখা কর্ত্তব্য যে, হত্যাকারী ন্যায়ানুসারে হত্যা করিয়াছে, কি অন্যায়মত হত্যা করিয়াছে; যদি ন্যায়ানুসারে করিয়া থাকে, তবে তাহাকে কিছু বলিও না; কিন্তু যদি তাহা না হয়, তবে হত্যাকারী যদিও তোমার সহিত নিত্য একই গৃহে বাস ও একত্র ভোজন করে, তথাপি তাহার বিরুদ্ধে অভিযোগ উপস্থিত করিতে হইবে। তুমি যদি জানিয়া শুনিয়াও এমন লোকের সহবাস কর, এবং অভিযোগ আনয়ন করিয়া দণ্ড দ্বারা তাহাকে ও আপনাকে শোধন না কর, তবে পাপ (৪) উভয় স্থলেই সমান। এখন, ঐ হতব্যক্তি আমার একজন বেতনভোগী ভৃত্য ছিল, এবং

(৩) এ বিষয়ে আটিকার বিধি এই—যদি কোনও পুরবাসীর একগৃহস্থিত স্বগণ কিংবা অন্য কোনও কুটুম্ব হত হয়, তবে তাহাকে স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া হত্যাকারীর বিরুদ্ধে রাজদ্বারে অভিযোগ উপস্থিত করিতে হইবে। বর্ত্তমান স্থলে অভিযুক্ত ব্যক্তি এয়ূথুফ্রোনের পিতা না হইলে সকলেই তাঁহাকে কর্ত্তব্যপরায়ণ বলিয়া প্রশংসা করিত।

(৪) পাপ—miasma, মালিন্য, কলঙ্ক, জড়ীয় পঙ্কিলতা। প্লেটো "গর্গিয়াস" নামক নিবন্ধে লিখিয়াছেন, যে অন্যায়কর্ম্মজনিত মালিন্য বা পাপ ক্ষালনের একমাত্র উপায় দণ্ড। অপরাধী যদি দণ্ড হইতে অব্যাহতি পায়, তবে তাহার পক্ষে তদপেক্ষা গুরুতর দুর্ভাগ্য আর কিছুই নাই। যদি তুমি নিজে কোনও অন্যায়াচরণ করিয়া থাক, কিংবা তোমার পিতা বা বন্ধু অন্যায়াচরণ করিয়া থাকেন, তবে দণ্ড হইতে নিষ্কৃতি পাইবার প্রয়াস পাইও না, বরং সাদরে দণ্ডকে আহ্বান কর। (Gorgias, 480)। এয়ূথুফ্রোণ তাহাই করিতেছেন, অথচ তিনি সেইজন্য তিরস্কৃত হইতেছেন।

দণ্ড সম্বন্ধে প্লেটোর মতের সহিত মনুসংহিতা, ৭।১৭, ১৮ শ্লোক তুলনীয়।

নাক্সসে আমাদের যে কৃষিক্ষেত্র আছে, তথায় আমাদের জন্য কৃষিকর্ম করিত। সে মত্তাবস্থায় আমাদের গৃহবাসী একজন দাসের প্রতি ক্রোধান্বিত হইয়া তাহাকে হত্যা করে। তখন আমার পিতা তাহার হস্তপদ বন্ধন করিয়া তাহাকে একটা পরিখায় নিঃক্ষেপ করেন, এবং কি করা কর্ত্তব্য, ব্যবস্থাদাতাকে তাহা জিজ্ঞাসা করিবার জন্য এখানে একজন লোক পাঠাইয়া দেন। কিন্তু এই সময়ের মধ্যে তিনি ঐ হস্তপদবদ্ধ লোকটার কোন সংবাদই লইলেন না; 'ও হত্যাকারী, ও মরিলেই বা কি আসিয়া যায়,' এই ভাবিয়া তিনি কালবিলম্ব করিতে লাগিলেন; এবং ফলেও তাহাই হইল। ব্যবস্থাদাতার নিকট হইতে লোক ফিরিয়া আসিবার পূর্ব্বেই সে ক্ষুধা, শীত ও তাহার শৃঙ্খলের যন্ত্রণায় মরিয়া গেল। কিন্তু এক্ষণে আমার পিতা ও পরিবারের অন্যান্য সকলে এই জন্য আমার প্রতি বিরক্ত হইয়াছেন, যে আমি আমার পিতার বিরুদ্ধে ঐ নরহত্যাকারীকে হত্যা করিবার অভিযোগ উপস্থিত করিয়াছি। তাহারা বলে, যে তিনি লোকটাকে মোটেই হত্যা করেন নাই; আর যদিই বা তিনি তাহাকে লক্ষবার হত্যা করিতেন, তথাপি—ঐ মৃত লোকটা তো ছিল নরঘাতী—সুতরাং আমার এমনতর লোকের সম্পর্কে হস্তার্পণ করা উচিত নহে। কারণ, পুত্র হইয়া পিতার বিরুদ্ধে হত্যার অভিযোগ আনয়ন করা পাপ। সোক্রাটীস, পুণ্য ও পাপ সম্বন্ধে ঈশ্বরের বিধি কি, তদ্বিষয়ে তাহারা এমনই অজ্ঞ।

সোক্রা—এয়ুথুফ্রোন, তবে জেয়ুসের নামে তোমাকে জিজ্ঞাসা করি, তুমি কি বিবেচনা কর, যে তুমি ঈশ্বরের বিধি এবং পাপ ও পুণ্যের তত্ত্ব এমন সূক্ষ্মরূপে অবগত হইয়াছ, যে তুমি এই উপস্থিত ব্যাপার যেমন বর্ণনা করিলে, তাহাতে তোমার এমন আশঙ্কা হইতেছে না, যে তোমার পিতার বিরুদ্ধে রাজদ্বারে বিচারপ্রার্থী হইয়া হয় তো তুমি নিজেই পাপপঙ্কে লিপ্ত হইতেছ?

এয়ু—সোক্রাটীস, আমি যদি এই সমুদায় তত্ত্ব সূক্ষ্মরূপে নাই জানিতাম, তবে আর আমার দ্বারা জগতের কি উপকার হইত, এবং এয়ুথুফ্রোন ও অন্য লোকের মধ্যে পার্থক্যই বা কি থাকিত?

এয়ুথুফ্রোণ

[পঞ্চম অধ্যায়—সোক্রাটীস এয়ুথুফ্রোনকে তাঁহার উপদেষ্টা হইতে অনুরোধ করিলেন; কেন না, তিনি ধর্ম্মতত্ত্ব শিক্ষা করিতে চাহেন। আচ্ছা, পাপ পুণ্যের স্বরূপ কি সর্ব্বত্রই এক? হাঁ, এক।]

৫। সোক্রা—তবে, হে অদ্ভুতকর্ম্মা এয়ুথুফ্রোন, আমার পক্ষে শ্রেয়ঃ এই, যে আমি তোমার শিষ্য হইব, এবং মেলীটস যে অভিযোগ উপস্থিত করিয়াছে, তাহার বিচার আরব্ধ হইবার পূর্ব্বে উহা প্রতিরোধ করিয়া এই বিষয়ের মীমাংসার জন্য তাহাকে আহ্বান করিব। (৫) আমি তাহাকে বলিব, যে আমি এত কাল দৈববিষয়ক জ্ঞান বহুমূল্য মনে করিয়া আসিতেছি; এখন সে বলিতেছে, আমি ধর্ম্মবিষয়ে বাচালের মত যাহা-তাহা বলিয়া ও নূতন মত প্রবর্ত্তিত করিয়া অপরাধী হইতেছি। কিন্তু আমি তো তোমারই শিষ্য হইয়াছি। অতএব (আমি বলিব), ওহে মেলীটস, যদি তুমি স্বীকার কর, যে এয়ুথুফ্রোন জ্ঞানী, এবং সে এই সকল তত্ত্ব স্বরূপতঃ অবগত আছে, তবে আমার সম্বন্ধেও তাহাই ভাব, এবং তোমার অভিযোগ প্রত্যাহার কর। যদি তাহা না কর, তবে আমার পূর্ব্বে আমার গুরুর নামে অভিযোগ উপস্থিত কর, যেহেতু তিনি তাঁহার বয়োজ্যেষ্ঠদিগকে অর্থাৎ আমাকে ও তাঁহার পিতাকে কুপথে লইয়া যাইতেছেন; তিনি আমাকে মন্দ করিতেছেন উপদেশ দ্বারা, নিজের পিতাকে মন্দ করিতেছেন তিরস্কার ও দণ্ড দ্বারা। কিন্তু যদি সে আমার কথা গ্রাহ্য না করে ও আমাকে অভিযোগ হইতে অব্যাহতি না দেয়, কিংবা আমার পরিবর্ত্তে তোমাকে অভিযুক্ত না করে, তবে পূর্ব্বে তাহাকে যেমন আহ্বান করিয়াছি, বিচারালয়ে পুনর্ব্বার তেমনি আহ্বান করাই আমার পক্ষে শ্রেয়ঃকল্প হইবে।

(৫) Prokaleisthai—বিচার নিষ্পত্তির পূর্ব্বে যে কোনও সময়ে এক পক্ষ অপর পক্ষকে আহ্বান করিয়া বলিতে পারিত, "তুমি অমুক বিষয়ে শপথ করিয়া বল, সত্য ঘটনা কি?" তখন বিচারের ফলাফল শপথ গ্রহণ বা শপথ বর্জ্জনের উপরে নির্ভর করিত। এস্থলে সোক্রাটীস বলিতেছেন, "আমি মেলীটসকে শপথ করিয়া বলিতে আহ্বান করিব, যে এয়ুথুফ্রোন জ্ঞানী কি না?"

এয়ু—হাঁ, হাঁ, জেয়ুসের দিব্য, সোক্রাটীস, যদি সে আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ আনিতে প্রয়াসী হয়, তবে তাহার অভিযোগের কোথায় ত্রুটি আছে, তাহা বোধ করি আমি ধরিতে পারিব; আর, বিচারালয়ে আমার সম্বন্ধে কিছু বলিবার পূর্ব্বে তাহার সম্বন্ধেই আমার বক্তব্য বহু কথা আসিয়া পড়িবে।

সোক্রা—হাঁ, প্রিয় সুহৃৎ, ইহা জানিয়াই তো আমি তোমার শিষ্য হইবার জন্য ব্যাকুল হইয়াছি; আমি জানি, যে এই মেলীটস, এবং অপর সকলেও, তোমাকে মোটেই দেখে বলিয়া বোধ হয় না, কিন্তু আমাকে সে সহজে ও সূক্ষ্মভাবে দেখিয়া ও বুঝিয়া ফেলিয়াছে, এবং এই জন্যই আমার বিরুদ্ধে ধর্ম্মভ্রষ্টতার অভিযোগ আনিয়াছে। অতএব দোহাই দেবতার, তুমি এইমাত্র যাহা উত্তমরূপে অবগত হইয়াছ বলিয়া দৃঢ় প্রত্যয় প্রকাশ করিলে, এক্ষণে আমার নিকটে তাহা ব্যাখ্যা কর। হত্যা ও অন্যান্য বিষয় সম্পর্কে ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম বলিতে তুমি কি মনে কর? সমুদায় কর্ম্মেই পুণ্য এক ও অভিন্ন, এবং পক্ষান্তরে পাপ সর্ব্বত্রই পুণ্যের বিপরীত। যাহা কিছু পাপদুষ্ট বলিয়া পরিগণিত, সে সমুদায়ের মধ্যেই পাপদোষ বর্ত্তমান; সুতরাং পাপ সর্ব্বত্রই এক ও অভিন্ন, এবং উহার একটী বিশেষ প্রকৃতি আছে। কেমন, ইহাই কি সত্য নহে?

এয়ু—হাঁ, সোক্রাটীস, সম্পূর্ণরূপে সত্য।

[ষষ্ঠ অধ্যায়—সোক্রাটীস তখন পাপপুণ্যের একটা সাধারণ সংজ্ঞা চাহিলেন। এয়ুথুফ্রোন সংজ্ঞার পরিবর্ত্তে উদাহরণ দিয়া বলিলেন, "আমি যাহা করিতেছি, তাহাই পুণ্য।"]

৬। সোক্রা—তবে বল দেখি তোমার মতে পাপ কি এবং পুণ্যই বা কি?

এয়ু—আচ্ছা, বলিতেছি। আমি যাহা করিতেছি, তাহাই পুণ্য—অর্থাৎ যদি কেহ নরহত্যা, দেবমন্দিরে চুরি কিংবা এইরূপ অপর কোনও অপরাধ করে—সে পিতা হউক বা মাতা হউক, অথবা অপর যে কেহ হউক না কেন—তাহাকে অভিযুক্ত করাই পুণ্য, এবং তাহা না করাই পাপ।

এয়ুথুফ্রোণ তুমি দেখ না, সোক্রাটীস, ইহাই যে বিধি, আমি তোমাকে তাহার স্পষ্ট প্রমাণ দিতেছি ; ইতঃপূর্ব্বে আমি অপরকেও এই প্রমাণ দিয়াছি ; আমি দেখাইয়াছি যে, যে অধর্ম্মাচরণ করিয়াছে—সে যে কেহ হউক না কেন—তাহাকে ছাড়িয়া না দেওয়াই ধর্ম্মানুমোদিত কার্য্য। কারণ, এই সকল লোক জেয়ুসকে দেবগণের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও সর্ব্বাপেক্ষা ন্যায়পরায়ণ বলিয়া বিবেচনা করে, এবং তাহারা একবাক্যে স্বীকার করিয়া থাকে, যে তাঁহার পিতা ক্রনস আপনার সন্তানদিগকে অন্যায়রূপে গ্রাস করিয়াছিলেন বলিয়া জেয়ুস তাঁহাকে বন্ধন করিয়াছিলেন ; এবং আবার এই ক্রনসই এবংবিধ কারণেই আপনার পিতার লিঙ্গচ্ছেদ করিয়াছিলেন।(৬) অথচ ইহারাই আমার প্রতি এইজন্য ক্রুদ্ধ হইয়াছে, যে আমার পিতা অন্যায়াচরণ করিয়াছেন বলিয়া আমি তাঁহার বিরুদ্ধে অভিযোগ উপস্থিত করিয়াছি। সুতরাং এইরূপে তাহারা দেবগণের স্থলে এক কথা, এবং আমার স্থলে তাহার বিপরীত কথা বলিতেছে।

সোক্রা—এয়ুথুফ্রোণ, এইজন্যই না আমি অভিযুক্ত হইয়াছি, যে যখন কেহ দেবগণের সম্বন্ধে এই প্রকার বলে, তখন আমি তাহা বিশ্বাস করা দুঃসাধ্য বিবেচনা করি ? বোধ হয় এই হেতু লোকে আমাকে অপরাধী বলিয়া থাকে। এখন, তুমি এই সকল তত্ত্ব উত্তমরূপে অবগত আছ ; সুতরাং তুমিই যদি এই সমুদায় উপাখ্যান সত্য বলিয়া বিশ্বাস কর, তবে বস্তুতঃ দেখা যাইতেছে, যে আমাকেও বাধ্য হইয়া তোমার সহিত একমত হইতে হইবে। কারণ, যখন আমি নিজেই স্বীকার করিতেছি, যে আমি এই সকল বিষয়ে কিছুই জানি না, তখন আমি আর কি বলিব ? কিন্তু, প্রণয়-দেবতার দোহাই, আমাকে বল দেখি, তুমি কি সত্যই বিশ্বাস কর, যে এই ব্যাপারগুলি বাস্তবিকই এইরূপ ঘটিয়াছিল ?

(৬) প্রথম খণ্ড, ১২৬ পৃষ্ঠা দেখুন।

প্লেটোর একটী প্রবন্ধে সোক্রাটীস সহচরদিগকে উপদেশ দিতেছেন, "তোমরা যথাসাধ্য দেবগণের অনুরূপ হও।" (Theaetetus, 176)। এয়ুথুফ্রোন দেবরাজের অনুকরণ করিয়া সোক্রাটীসের এই উপদেশই পালন করিতেছেন। কিন্তু দেবকুলের স্বরূপ ও লীলা বিষয়ে উভয়ের মত বিভিন্ন।

এয়ু—হাঁ, সোক্রাটীস; এবং এগুলি অপেক্ষাও কত আশ্চর্য্যতর ব্যাপার ঘটিয়াছিল, যাহা সাধারণ লোকে জানে না। এয়ুথু

সোক্রা—তাহা হইলে তুমি সত্য সত্যই বিশ্বাস কর, যে দেবগণের মধ্যে যুদ্ধ, বিগ্রহ, ঘোরতর বিদ্বেষ ও এইপ্রকার অপর বহুবিধ ব্যাপার রহিয়াছে; কবিগণ এই-সমুদায় বর্ণনা করিয়াছেন, এবং নিপুণ চিত্রকরগণ আমাদিগের দেবমন্দিরে উহার ও অন্যান্য দৃশ্যের চিত্র অঙ্কিত করিয়া রাখিয়াছেন; বিশেষতঃ আথীনার বিশ্বোৎসবে যে-পরিচ্ছদ আক্রপলিসে নীত হয়, তাহা এই প্রকার চিত্রে পরিপূর্ণ। (৭) এয়ুথুফ্রোন, আমরা কি বলিব, যে, এই সমুদায় সত্য?

এয়ু—হাঁ, সোক্রাটীস; এবং শুধু তাহাই নহে; আমি এইমাত্র যেমন বলিয়াছি, যদি তুমি চাও, আমি দেবগণের সম্বন্ধে আরও কত উপাখ্যান তোমাকে বলিব, যাহা শুনিয়া, আমি বেশ জানি, তুমি বিস্মিত হইবে।

[সপ্তম অধ্যায়—এয়ুথুফ্রোন সোক্রাটীসের অনুরোধ এড়াইতে না পারিয়া পুণ্যের এই সংজ্ঞা দিলেন—যাহা দেবগণের প্রিয়, তাহাই পুণ্য (সুতরাং যাহা তদ্বিপরীত, তাহাই পাপ।)]

৭। সোক্রা—তাহা আশ্চর্য্য বোধ করি না। কিন্তু সেগুলি তুমি অবসরমত অন্য সময়ে বিবৃত করিও। এইমাত্র, তোমাকে আমি যাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, এক্ষণে তাহারই স্পষ্টতর উত্তর দিতে চেষ্টা কর। কেন না, হে সখে, আমি তোমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, পুণ্য কি? তুমি এখনও আমাকে তাহা সম্যক্‌রূপে বুঝাইয়া দেও নাই। তুমি কেবল আমাকে বলিতেছ, যে তুমি যাহা করিতেছ, অর্থাৎ তুমি যে আপনার পিতার বিরুদ্ধে হত্যার অভিযোগ আনিয়াছ, তাহাই পুণ্যকার্য্য।

এয়ু—সে তো সত্য কথাই বলিয়াছি।

সোক্রা—হইতে পারে। কিন্তু, এয়ুথুফ্রোন, তুমি তো বলিতেছ, যে পুণ্যকার্য্য আরও অনেক প্রকার আছে।

(৭) প্রথম খণ্ড, ২২৪-২২৭ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

এয়ুথুফ্রোণ

এয়ূ—আছে বৈ কি।

সোক্রা—তবে স্মরণ রাখিও, যে আমি তোমাকে এমন অনুরোধ করি নাই, যে, বহুবিধ পুণ্যকার্য্যের মধ্যে তুমি একটী বা দুইটী আমাকে বুঝাইয়া দাও; কিন্তু আমি জিজ্ঞাসা করিয়াছি, যে পুণ্যের সেই স্বরূপটী কি, যাহাতে সকল পুণ্যকর্ম্ম পুণ্য হইয়াছে? কেন না, তুমি বোধ হয় বলিয়াছ, যে এমন একটী স্বরূপ আছে, যাহাতে সকল পুণ্যকর্ম্ম পুণ্য ও পাপকর্ম্ম পাপ হইয়াছে; না তোমার তাহা স্মরণ হইতেছে না?

এয়ু—হাঁ, আমার স্মরণ আছে।

সোক্রা—তাহা হইলে, সেই স্বরূপটী কি, আমাকে বুঝাইয়া বল, যাহাতে আমি সেইটীকে আদর্শরূপে নয়নপথে রাখিয়া ও মানদণ্ডরূপে ব্যবহার করিয়া বলিতে পারি, যে তুমি বা অপরে যে-সকল কার্য্য করিতেছ, তন্মধ্যে যাহা ইহার অনুরূপ, তাহা পুণ্য, যাহা ইহার অনুরূপ নহে, তাহা পুণ্য নহে।

এয়ু—আচ্ছা, সোক্রাটীস, যদি তুমি ইহাই চাও, তবে আমি তোমাকে তাহা বলিব।

সোক্রা—হাঁ, আমি চাই বই কি।

এয়ু—তবে, যাহা দেবগণের প্রিয়, তাহাই পুণ্য ও যাহা প্রিয় নহে, তাহাই পাপ।

সোক্রা—চমৎকার, এয়ুথুফ্রোন; যেমনটী উত্তর তোমার নিকটে চাহিয়াছিলাম, এক্ষণে ঠিক সেইরূপ উত্তরই দিয়াছ; তবে উত্তরটী সত্য কি না আমি এখনও জানি না; কিন্তু তুমি যাহা বলিলে, তাহা যে সত্য, তাহা তুমি নিশ্চয়ই আমাকে খুব বিশদরূপে বুঝাইয়া দিবে।

এয়ু—অবশ্যই দিব।

[অষ্টম অধ্যায়—সোক্রাটীস বলিলেন, "তুমি স্বীকার করিয়াছ, যে দেবগণের মধ্যে বিরোধ আছে; সুতরাং যাহা এক দেবতার প্রিয়, তাহা অন্য দেবতার অপ্রিয়। অতএব, তোমার সংজ্ঞা অগ্রাহ্য।"]

৮। সোক্রা—তবে এস, আমরা কি বলিতেছিলাম, পরীক্ষা করিয়া দেখি। যাহা দেবগণের প্রিয়, তাহা পুণ্য, ও যে-মানুষ দেবগণের প্রিয়, সে পুণ্যবান্; পক্ষান্তরে যাহা দেবগণের অপ্রিয়, তাহা পাপ, ও যে-মানুষ দেবগণের অপ্রিয়, সে পাপী; কিন্তু পাপ ও পুণ্য এক নহে, বরং তাহারা পরস্পরের একান্ত বিপরীত; কেমন, আমরা ইহাই বলিতেছিলাম কি না?

এয়ু—হাঁ, নিশ্চয়ই।

সোক্রা—এবং আমার বোধ হয় একথা ঠিকই বলা হইয়াছিল।

এয়ু—হাঁ, সোক্রাটীস, আমিও বিবেচনা করি যে একথাই বলা হইয়াছিল।

সোক্রা—এয়ুথুফ্রোন, একথাও কি বলা হয় নাই, যে দেবতারা আপনা-আপনি কলহ করেন, বিরোধ করিয়া পরস্পরের মধ্যে দল সৃষ্টি করেন, এবং একে অন্যের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করিয়া থাকেন?

এয়ু—হাঁ, বলা হইয়াছে।

সোক্রা—কিন্তু, হে পুরুষোত্তম, কোন্ বিষয়ের মতভেদ বিদ্বেষ ও ক্রোধ উৎপাদন করে? আমরা এইরূপে বিষয়টী পরীক্ষা করি—দুইটী সংখ্যার মধ্যে কোন্‌টী বড়, এই সম্বন্ধে যদি তোমার ও আমার মধ্যে মতভেদ উপস্থিত হয়, তবে সেই মতভেদ কি আমাদিগকে পরস্পরের প্রতি ক্রুদ্ধ ও বিদ্বেষপরায়ণ করিয়া তুলিবে? না, আমরা অবিলম্বে গণনা করিয়া এই বিরোধের মীমাংসা করিতে প্রবৃত্ত হইব?

এয়ু—হাঁ, নিশ্চয়ই গণনা করিয়া মীমাংসা করিব।

সোক্রা—তেমনি, দুইটী বস্তুর মধ্যে কোন্‌টী বৃহত্তর ও কোন্‌টী ক্ষুদ্রতর, এই বিষয়ে যদি আমাদের মতভেদ ঘটে, তবে আমরা অবিলম্বে বস্তুদুটীকে মাপিয়া বিরোধ হইতে নিবৃত্ত হইব?

এয়ু—হাঁ, একথা ঠিক।

সোক্রা—আর, দুইটী বস্তুর মধ্যে কোনটী গুরুতর ও কোনটী লঘুতর, এই বিরোধের মীমাংসা, আমি বোধ করি, আমরা বস্তু দুটী ওজন করিয়াই করিতে চাহিব?

এয়ুথুফ্রোণ

এয়ু—তা' নয় তো কি ?

সোক্রা—তবে কোন্ বিষয়ের মতভেদ লইয়া ও কোন্ বিষয়ে স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে অসমর্থ হইয়া আমরা পরস্পরের প্রতি ক্রুদ্ধ ও বিদ্বেষপরায়ণ হইয়া উঠিব ? তুমি হয় তো সহসা এ প্রশ্নের উত্তর দিতে পারিতেছ না। তবে আমি যাহা বলি শুন। এই প্রশ্নগুলির লক্ষ্য—ন্যায় ও অন্যায়, মহৎ ও অধম, ভাল ও মন্দ। এখন এইগুলিই কি সেই সকল বিষয় নয়, যাহার সম্বন্ধে মতভেদ ঘটিলে ও সন্তোষজনক সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে না পারিলে তুমি ও আমি এবং অপর সমুদায় মানুষ পরস্পরের শত্রু হইয়া উঠি ? এবং যখনই আমরা পরস্পরের শত্রু হইয়া উঠি না কেন, ইহাই তাহার কারণ ?

এয়ু—হাঁ, সোক্রাটীস, মতভেদ এইরূপই বটে, এবং উহা এই প্রকার বিষয়েই ঘটিয়া থাকে।

সোক্রা—আচ্ছা, তার পর ? এয়ুথুফ্রোন, যদি দেবতারা কখনও কোনও বিষয়ে কলহ করেন, তবে তাঁহারা কি এই প্রকার বিষয়েই কলহ করেন না ?

এয়ু—ইহাতে লেশমাত্র সন্দেহ নাই।

সোক্রা—পুনশ্চ, হে ভদ্র এয়ুথুফ্রোন, তোমার কথা অনুসারে দেবতা-দিগের মধ্যে একজন এক বিষয়, অপরে অপর বিষয় ন্যায্য বিবেচনা করেন; এবং ভাল ও মন্দ, মহৎ ও অধম সম্বন্ধেও এইরূপ। কারণ, তাঁহাদিগের মধ্যে যদি এই সকল বিষয়ে মতভেদ না থাকিত, তবে কখনও পরস্পরের মধ্যে দলভেদ ঘটিত না। কেমন, তাই নয় কি ?

এয়ু—তুমি ঠিক বলিতেছ।

সোক্রা—অপিচ, তাঁহারা প্রত্যেকেই যাহা ভাল ও ন্যায্য বিবেচনা করেন, তাহাই ভালবাসেন, এবং যাহা এগুলির বিপরীত, তাহা দ্বেষ করেন ?

এয়ু—নিশ্চয়ই।

সোক্রা—কিন্তু, তুমি বলিতেছ, যে তাঁহারা একজন যাহা ন্যায্য বিবেচনা করেন, অপরে তাহা অন্যায় মনে করিয়া থাকেন, এবং এই

সকল বিষয়ে বিবাদ করিয়া তাঁহারা দলসৃষ্টি করেন ও পরস্পরের সহিত যুদ্ধে লিপ্ত হইয়া থাকেন; কেমন, কথাটা ঠিক কি না?

এয়ু—হাঁ।

সোক্রা—আবার দেখা যাইতেছে, যে দেবগণ একই বস্তু ভালবাসেন ও দ্বেষ করেন, এবং একই বস্তু দেবগণের প্রিয় ও অপ্রিয়।

এয়ু—এই প্রকারই বোধ হইতেছে।

সোক্রা—এয়ুথুফ্রোন, এই যুক্তি অনুসারে তবে পাপ ও পুণ্যও একই বস্তু হইয়া দাঁড়াইবে।

এয়ু—তাহাই তো মনে হয়।

[নবম অধ্যায়—এয়ুথুফ্রোন বলিলেন, "কিন্তু অপরাধীকে যে দণ্ড দেওয়া কর্ত্তব্য সে বিষয়ে দেবগণের মধ্যে মতভেদ নাই।"]

৯। সোক্রা—তাহা হইলে কিন্তু, হে বিচিত্রবুদ্ধি, আমি যাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, তুমি এখনও তাহার উত্তর দাও নাই। কেন না, আমি তোমাকে এ কথা জিজ্ঞাসা করি নাই, যে কিরূপে একই বস্তু যুগপৎ পাপ ও পুণ্য, (দুই-ই) হইতে পারে; কিন্তু ইহাই প্রতীয়মান হইতেছে, যে যাহাই কেন দেবগণের প্রিয় হউক না, তাহাই আবার তাঁহাদিগের অপ্রিয়। সুতরাং, এয়ুথুফ্রোন, ইহা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে, যে তুমি এক্ষণে তোমার পিতাকে দণ্ড দিবার অভিপ্রায়ে যাহা করিতেছ, তাহা জেয়ুসের অতি প্রিয় কার্য্য, কিন্তু ক্রনস ও ঔরানসের পক্ষে অপ্রিয়, এবং তাহা হীফাইষ্টসের প্রিয়, কিন্তু হীরার অপ্রিয়; এবং যদি অপর কোনও দেবগণের মধ্যে এই বিষয়ে পরস্পরের মতভেদ হয়, তবে তাঁহাদিগের পক্ষেও এই একই কথা।

এয়ু—কিন্তু, সোক্রাটীস, আমি বিবেচনা করি, যে এবিষয়ে দেবতাদিগের মধ্যে পরস্পরের মতভেদ হইতেই পারে না, যেহেতু, যদি কেহ অন্যায়রূপে কাহাকেও হত্যা করে, তবে তাহাকে যে দণ্ড দেওয়া কর্ত্তব্য নহে, এপ্রকার মত তাঁহারা কখনও পোষণ করেন না।

এয়ুথুফ্রোণ

সোক্রা—সে কি কথা, এয়ুথুফ্রোন? যদি কোনও লোক অন্যায় করিয়া কাহাকেও হত্যা করে, কিংবা অপর কোনও অন্যায় কর্ম্ম করে, তবে তাহাকে দণ্ড দেওয়া কর্ত্তব্য কি না, এ সম্বন্ধে তুমি কি মানুষের মধ্যে কখনও বাগ্‌বিতণ্ডা শুনিতে পাইয়াছ?

এয়ু—না, লোকে এরূপ বাগ্‌বিতণ্ডা হইতে কখনও বিরত হয় না, অন্যত্রও নয়, ধর্ম্মাধিকরণেও নয়; কারণ, তাহারা অন্যায় কর্ম্ম করিয়া দণ্ড হইতে অব্যাহতি পাইবার উদ্দেশ্যে না করে এমন কাজ নাই, ও না বলে এমন কথা নাই।

সোক্রা—এয়ুথুফ্রোন, তাহারা কি স্বীকার করে, যে তাহারা অন্যায়াচরণ করিয়াছে, অথচ যুগপৎ একথাও বলে, যে তাহাদিগকে দণ্ড দেওয়া কর্ত্তব্য নহে?

এয়ু—না, তাহা কখনও নহে।

সোক্রা—তাহা হইলে, তাহারা যে সবই করে ও সবই বলে, এক থা ঠিক নয়। কেন না, আমি বোধ করি, যে তাহাদিগের এমন বলিবার বা তর্ক করিবার সাহস নাই, যে যদি তাহারা অন্যায় কর্ম্ম করে, তথাপি তাহাদিগকে দণ্ড দেওয়া কর্ত্তব্য নহে; কিন্তু আমার মনে হয়, যে তাহারা বলে, যে তাহারা অন্যায় কিছুই করে নাই। কেমন?

এয়ু—তুমি ঠিক কথাই বলিয়াছ।

সোক্রা—তবে তাহারা এবিষয়ে বাগ্‌বিতণ্ডা করে না, যে অন্যায়াচারীকে দণ্ড দেওয়া কর্ত্তব্য নহে; কিন্তু তাহারা বোধ করি এই বিষয়েই তর্কবিতর্ক করে, যে কে অন্যায়াচরণ করিয়াছে, কি অন্যায় কর্ম্ম করিয়াছে, এবং কখন করিয়াছে।

এয়ু—তুমি যথার্থ বলিয়াছ।

সোক্রা—তবে, তোমার কথা অনুসারে, যখন দেবতারা ন্যায় ও অন্যায় সম্বন্ধে কলহ করেন, তখন তাঁহাদিগের সম্পর্কেও কি ঠিক এই কথা খাটে না? তাঁহাদিগের মধ্যেও এক পক্ষ বলেন, যে, অপর পক্ষ অন্যায় করিয়াছে, এবং অপর পক্ষ বলেন, যে, না, তাঁহারা অন্যায় করেন নাই? কেন না, হে বিচিত্রবুদ্ধি, দেবতা কিংবা মনুষ্যের মধ্যে কেহই এমন কথা

বলিতে কখনও সাহসী হয় না, যে, অন্যায়াচারীকে দণ্ড দেওয়া কর্ত্তব্য নহে।

এয়ু—হাঁ, সোক্রাটীস, মূল আলোচ্য বিষয় ধরিতে গেলে কথাটা সত্যই বলিয়াছ।

সোক্রা—এয়ুথুফ্রোন, আমি বিবেচনা করি, যে, মানব ও দেবতা— যদি দেবতারা বাগ্‌বিতণ্ডা করেন—যাঁহারাই বাগ্‌বিতণ্ডা করুন না কেন, তাঁহারা প্রত্যেক স্থলেই বিশেষ বিশেষ কার্য্য সম্বন্ধে তর্কবিতর্ক করিয়া থাকেন। যখনই কোনও কর্ম্ম সম্বন্ধে মতবিরোধ উপস্থিত হয়, এক পক্ষ বলে, যে কর্ম্মটী ন্যায্যরূপেই কৃত হইয়াছে, অপর পক্ষ বলে, যে উহা অন্যায়রূপে করা হইয়াছে। কেমন, কথাটা ঠিক কি না?

এয়ু—নিশ্চয়ই।

[দশম অধ্যায়—সোক্রাটীস বলিলেন, "কিন্তু তুমি কিরূপে জানিলে, যে দেবগণ সকলেই তোমার পিতাকে নরহত্যার অপরাধে অভিযুক্ত হইবার যোগ্য বিবেচনা করিতেছেন?"]

১০। সোক্রা—তবে এস, প্রিয় এয়ুথুফ্রোন, যাহাতে আমি স্পষ্টতররূপে জানিতে পারি, এই অভিপ্রায়ে আমাকেও বুঝাইয়া বল দেখি, যে তোমার কি প্রমাণ আছে, যে দেবতারা সকলেই বিবেচনা করিতেছেন, যে ঐ লোকটী অন্যায়রূপে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে? ঘটনাটা তো এই—সে একজন ভৃত্যকে হত্যা করিয়াছিল, এজন্য হতব্যক্তির প্রভু তাহাকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করেন; এবং তাহার সম্বন্ধে কি কর্ত্তব্য, ব্যবস্থাদাতাদিগের নিকট হইতে তৎসম্বন্ধে তাঁহার উপদেশ পাইবার পূর্ব্বেই সে বন্ধন-যন্ত্রণায় প্রাণত্যাগ করে। এমনতর লোকের হত্যার জন্য কি পুত্রের পক্ষে পিতার বিরুদ্ধে অভিযোগ উপস্থিত করা ও তাঁহাকে দণ্ডিত করিতে প্রয়াসী হওয়া উচিত? এস, আমাকে স্পষ্টরূপে বুঝাইয়া দিতে চেষ্টা কর, যে দেবতারা সকলেই তোমার এই কার্য্যটীকে নিঃসন্দেহ উচিত মনে করিতেছেন। যদি তুমি আমাকে তাহা যথোপযুক্ত বুঝাইয়া দিতে

এয়ুথুফ্রোণ

পার, তাব আমি জ্ঞানের জন্য তোমার গুণকীর্ত্তন করিতে কখনই বিরত হইব না।

এয়ু—কিন্তু, সোক্রাটীস, সেটী বোধ করি অল্প আয়াসের কর্ম্ম নহে, যদিচ আমি তোমাকে তাহা খুব স্পষ্ট করিয়াই বুঝাইয়া দিতে পারি।

সোক্রা—বুঝিতে পারিতেছি; তুমি মনে করিতেছ, যে আমি বিচারকগণ অপেক্ষা অধিকতর স্থূলবুদ্ধি; কেন না, তাঁহাদিগকে তুমি স্পষ্টরূপে বুঝাইয়া দিবে, যে, তোমার পিতার কার্য্যটী অন্যায় হইয়াছে, এবং দেবতারা সকলেই এই প্রকার কার্য্য দ্বেষ করেন।

এয়ু—হাঁ, সোক্রাটীস, যদি তাহারা আমার কথা শুনে, তবে খুব স্পষ্টরূপেই বুঝাইয়া দিব।

[একাদশ অধ্যায়—সোক্রাটীস সংজ্ঞাটী একটু পরিবর্ত্তিত করিতে চাহিলেন; "যাহা সকল দেবতার প্রিয়, তাহাই পুণ্য; যাহা সকল দেবতার অপ্রিয়, তাহাই পাপ।" এয়ুথুফ্রোন এই পরিমার্জ্জিত সংজ্ঞা গ্রহণ করিলেন।]

১১। সোক্রা—তুমি যদি ভাল করিয়া বলিতে পার, তবে তাহারা শুনিবে বই কি। কিন্তু তুমি যখন কথা বলিতেছিলে, তখন এই প্রশ্নটা আমার চিত্তে উদিত হইল, আমি এখন তাহাই মনে মনে আলোচনা করিতেছি—যদিই বা এয়ুথুফ্রোন আমাকে যথাসম্ভব বুঝাইয়া দেয়, যে, দেবতারা সকলেই এই প্রকার মৃত্যু অন্যায় বিবেচনা করেন, তাহাতে, পাপ কি এবং পুণ্যই বা কি, তাহা আমি এয়ুথুফ্রোনের নিকট হইতে বেশী কি শিখিলাম? কেন না, এই বিশেষ কার্য্যটী হয় তো দেবতাগণের অপ্রিয় বলিয়া বোধ হইতেছে; কিন্তু এইমাত্র দেখা গিয়াছে, যে, এই প্রণালীতে পাপ ও পুণ্যের সংজ্ঞা প্রাপ্ত হওয়া যায় না; কারণ, আমরা দেখিয়াছি, যাহা দেবতাগণের অপ্রিয়, তাহাই আবার তাঁহাদিগের প্রিয়। অতএব, এয়ুথুফ্রোন, আমি এই আলোচনা হইতে তোমাকে অব্যাহতি দিলাম; যদি তোমার অভিরুচি হয়, আমরা মানিয়া লইতেছি, যে, দেবতারা সকলেই এই

কার্য্যটী অন্যায় বিবেচনা করেন, ও সকলেই ইহা দ্বেষ করেন। কিন্তু, তাহা হইলে, এক্ষণে কি আমাদিগের সংজ্ঞাটী এইরূপ সংশোধন করিতে হইবে, যে, যাহা দেবতারা সকলেই দ্বেষ করেন, তাহা পাপ ; ও যাহা সকলেই ভালবাসেন, তাহাই পুণ্য ? কিন্তু যাহা কোন কোন দেবতা ভালবাসেন, ও কোন কোন দেবতা দ্বেষ করেন, তাহা এই দুইয়ের কোনটীই নহে, কিংবা তাহা পাপ ও পুণ্য উভয়ই ? তুমি কি তবে চাও, যে, আমরা পাপ ও পুণ্যের এই সংজ্ঞাটী গ্রহণ করি ?

এয়ু—তাহাতে বাধা কি, সোক্রাটীস ?

সোক্রা—বাধা আমার পক্ষে কিছুই নাই, এয়ুথুফ্রোন, কিন্তু তুমি দেখিও, যে এই সংজ্ঞাটী স্বীকার করিয়া লইলে, তুমি যে-বিষয়ে প্রতিশ্রুত হইয়াছ, তাহা আমাকে খুব অনায়াসে বুঝাইয়া দিতে পারিবে কি না।

এয়ু—আচ্ছা, আমি বলিতে চাই, যে, যাহা দেবতারা সকলেই ভালবাসেন, তাহাই পুণ্য, এবং, পক্ষান্তরে, যাহা দেবতারা সকলেই দ্বেষ করেন, তাহাই পাপ।

সোক্রা—এয়ুথুফ্রোন, তুমি যাহা বলিলে তাহা ঠিক কি না, তাহা আমরা পরীক্ষা করিয়া দেখিব, না পরীক্ষায় কাজ নাই ? আমরা কি আমাদিগের কিংবা অপরের যে-কোন উক্তি গ্রহণ করিব ? যদি কেহ শুধু বলে, 'ইহা এই প্রকার', তাহাতেই সম্মতি দিব ? না সে কি বলিল, তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখিতে হইবে ?

এয়ু—পরীক্ষা করিতে হইবে ; কিন্তু আমি বিবেচনা করি, যে, এক্ষণে যে সংজ্ঞা প্রদত্ত হইয়াছে, তাহা নিখুঁত।

[দ্বাদশ অধ্যায়—সোক্রাটীস দেখাইলেন, যে 'পুণ্য' এবং 'দেবগণের প্রিয়' এক ও অভিন্ন নহে।]

১২। সোক্রা—হে ভদ্র, আমরা তাহা শীঘ্রই আরও ভালরূপে জানিতে পারিব। এখন এই প্রশ্নটীতে মনোনিবেশ কর—পুণ্য পুণ্য বলিয়াই দেবতারা উহা ভালবাসেন, না তাঁহারা ভালবাসেন বলিয়াই পুণ্য পুণ্য ?

এয়ুথুফ্রোণ

এয়ু—ওহে সোক্রাটীস, তুমি কি বলিতেছ, বুঝিতে পারিতেছি না।

সোক্রা—আচ্ছা, আমি আরও স্পষ্ট করিয়া বলিতে চেষ্টা করিতেছি। আমরা উহ্যমান ও বহন্, নীয়মান ও নয়ন্, দৃশ্যমান ও পশ্যন্, এই প্রকার শব্দ ব্যবহার করিয়া থাকি। (৮) তুমি জান, যে এই প্রকার সমুদায় শব্দ পরস্পর ভিন্নার্থক; এবং বিভিন্নতাটী কি, তাহাও জান।

এয়ু—হাঁ, আমার তো মনে হয়, জানি।

সোক্রা—তাহা হইলে, প্রীয়মান ও তাহা হইতে ভিন্নার্থক প্রীণন্ শব্দও ব্যবহৃত হইয়া থাকে?

এয়ু—কেন হইবে না?

সোক্রা—তবে আমাকে বল, উহ্যমান বস্তু বাহিত হইতেছে বলিয়াই উহ্যমান, না তাহার আর কোনও কারণ আছে?

এয়ু—না, আর কোনও কারণ নাই, বাহিত হইতেছে বলিয়াই উহ্যমান।

সোক্রা—এবং নীয়মান বস্তু নীত হইতেছে বলিয়াই নীয়মান, ও দৃশ্যমান বস্তু দৃষ্ট হইতেছে বলিয়াই দৃশ্যমান?

এয়ু—নিশ্চয়ই।

সোক্রা—তাহা হইলে, যেহেতু একটী বস্তু দৃশ্যমান, অতএব উহা দৃষ্ট হইতেছে, তাহা নহে; কিন্তু, তদ্বিপরীত, উহা দৃষ্ট হইতেছে বলিয়াই দৃশ্যমান; নীয়মান, অতএব উহা নীত হইতেছে, তাহা নহে, কিন্তু উহা নীত হইতেছে বলিয়াই নীয়মান; উহ্যমান, অতএব উহা বাহিত হইতেছে, তাহা নহে, কিন্তু উহা বাহিত হইতেছে বলিয়াই উহ্যমান। এয়ুথুফ্রোন, আমি যাহা বলিতে চাহিতেছি, তাহা সুস্পষ্ট হইয়াছে তো? আমি ইহাই বলিতে চাহিতেছি—যদি কোনও বস্তু জন্মে কিংবা কোনও প্রকার বিকার প্রাপ্ত হয়, তাহা জায়মান বলিয়া জন্মে, এরূপ নহে; কিন্তু জন্মে

(৮) গ্রীক শব্দগুলি সংস্কৃত শতৃ ও শানচ্ প্রত্যয়যোগে অবিকল প্রকাশিত হইয়াছে। বাঙ্গলায় অনুবাদ এইরূপ হইবে—বাহিত হইতেছে ও বহন করিতেছে; নীত হইতেছে ও লইয়া যাইতেছে; দৃষ্ট হইতেছে ও দেখিতেছে; প্রীতি করিতেছে ও প্রীতি পাইতেছে।

বলিয়াই জায়মান, বিকৃত বলিয়া বিকার প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহা নহে ; কিন্তু বিকারপ্রাপ্ত হইয়াছে বলিয়াই বিকৃত। না তুমি একথায় সায় দিতেছ না ?

এয়ু—হাঁ, আমি সায় দিতেছি।

সোক্রা—তবে, যাহা প্রীয়মান, তাহা এমন একটা বস্তু, যাহা অপর কোনও বস্তু দ্বারা জায়মান কিংবা বিকারীভূত ? (৯)

এয়ু—নিশ্চয়ই।

সোক্রা—তবে অপরাপর স্থলে যেমন এস্থলেও তাহাই ঠিক। যাহারা কোনও বস্তুকে প্রীতি করে, তাহারা প্রীয়মান বলিয়া উহাকে প্রীতি করে না ; কিন্তু প্রীতি করে বলিয়াই উহা প্রীয়মান।

এয়ু—অবশ্য।

সোক্রা—তবে, এয়ুথুফ্রোন, পুণ্য সম্বন্ধে আমরা কি বলিব ? তোমার কথানুসারে ইহা কি দেবগণের সকলেরই প্রীতিপ্রাপ্ত (বা বাঞ্ছিত) নয় ?

এয়ু—হাঁ।

সোক্রা—ইহা পুণ্য, এই জন্য, না অন্য কোনও কারণে ?

এয়ু—না, পুণ্য বলিয়া।

সোক্রা—তবে, ইহা পুণ্য, এইজন্য দেবগণ ইহাকে প্রীতি করেন ; কিন্তু তাঁহারা প্রীতি করেন, এই হেতু ইহা পুণ্য, এরূপ নহে।

এয়ু—এই প্রকারই বোধ হইতেছে।

সোক্রা—কিন্তু, তাহা হইলে যাহা দেবগণের প্রিয়, তাহা দেবগণ প্রীতি করেন বলিয়াই প্রীয়মান ও দেবগণের প্রিয়। (১০)

(৯) অর্থাৎ যে অপর কাহারও প্রীতি প্রাপ্ত হয়, সে ঐ প্রীতিকারী ব্যক্তির দ্বারা পরিবর্ত্তিত হয় ; তাহার অবস্থান্তর ঘটে ; সে প্রীতি পাইবার পূর্ব্বে যেমন ছিল, তেমনটী আর থাকে না। ভালবাসা পাওয়া ও ভালবাসা না পাওয়া, এই দুইয়ের মধ্যে যে পার্থক্য আছে, তাহাই এস্থলে ধ্বনিত হইয়াছে।

(১০) তর্কটী এইরূপে উপন্যস্ত হইতে পারে—

(১) যাহা 'দেবপ্রিয়', তাহা 'প্রীতিপ্রাপ্ত' ও 'দেবপ্রিয়', যেহেতু দেবগণ তাহাকে প্রীতি করেন।

এয়ুথুফ্রোণ

এয়ু—তাহা নয় তো কি ?

সোক্রা—তবে, তুমি যে বলিতেছ, যাহা দেবগণের প্রিয়, তাহাই পুণ্য, ও যাহা পুণ্য, তাহাই দেবগণের প্রিয়, একথা ঠিক নহে, এই দুইটী পরস্পর পৃথক্।

এয়ু—কেমন করিয়া, সোক্রাটীস ?

সোক্রা—যেহেতু, আমরা একমত হইয়া মানিয়া লইয়াছি, যে পুণ্য পুণ্য, এই জন্যই দেবগণ উহাকে প্রীতি করেন, কিন্তু তাঁহারা প্রীতি করেন বলিয়াই উহা পুণ্য নহে। কেমন ?

এয়ু—হাঁ।

[ত্রয়োদশ অধ্যায়—সংজ্ঞাটী সন্তোষজনক নহে। তবে একটা নূতন সংজ্ঞা দেওয়া যাক্। "পুণ্য ন্যায়, বা ন্যায়ের অংশ।"]

১৩। সোক্রা—আর, যাহা দেবগণের প্রিয়, তাহা দেবগণের প্রীতি প্রাপ্ত হইয়াছে, এবং দেবগণের প্রীতি প্রাপ্ত হইয়াছে বলিয়াই দেবগণের প্রিয় হইয়াছে; কিন্তু, ইহা দেবগণের প্রিয়, অতএব ইহা প্রীতি প্রাপ্ত হইয়াছে, এরূপ নহে।

এয়ু—তুমি যথার্থ বলিয়াছ।

সোক্রা—তবে, হে প্রিয় এয়ুথুফ্রোন, 'দেবপ্রিয়' ও 'পুণ্য' যদি এক হইত,—যদি দেবগণ পুণ্যকে পুণ্য বলিয়াই ভালবাসিতেন, তবে তাঁহারা যাহা দেবপ্রিয়, তাহাকেও দেবপ্রিয় বলিয়াই প্রীতি করিতেন; কিন্তু যাহা দেবপ্রিয়, তাহাকে দেবতারা প্রীতি করেন বলিয়াই দেবপ্রিয়, অতএব, যাহা পুণ্য, তাহাও দেবতারা ভালবাসেন বলিয়াই পুণ্য

(২) কিন্তু যাহা 'পুণ্য', তাহা এজন্য 'পুণ্য' নহে, যে দেবগণ তাহাকে প্রীতি করেন।

(৩) অতএব, যাহা 'দেবপ্রিয়', তাহা 'পুণ্য' ও যাহা 'পুণ্য', তাহা 'দেবপ্রিয়', এই সিদ্ধান্ত সঙ্গত নহে।

হইত। (১১) কিন্তু তুমি এক্ষণে দেখিতে পাইতেছ, যে, এই দুইটী সর্ব্বতোভাবে পরস্পর হইতে ভিন্ন, সুতরাং একটী অন্যটীর বিপরীত। কেন না, একটী প্রীতি প্রাপ্ত হইতেছে, সুতরাং উহা প্রীতির যোগ্য; কিন্তু অপরটী প্রীতির যোগ্য, অতএব উহা প্রীতি প্রাপ্ত হইতেছে। এয়ুথুফ্রোন, আমি জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, পুণ্য কি? কিন্তু দেখা যাইতেছে, যে, তুমি আমার নিকটে পুণ্যের সত্তা স্পষ্টরূপে ব্যাখ্যা করিতে চাহিতেছ না; তুমি শুধু উহার একটী অবস্থা উল্লেখ করিয়াছ; পুণ্যের সেই অবস্থাটী এই, যে উহাকে দেবতারা সকলেই প্রীতি করেন; কিন্তু তাহার স্বরূপ কি, তাহা তুমি এখনও বল নাই। অতএব, যদি তোমার অভিরুচি হয়, আমার নিকটে কিছুই গোপন করিও না, কিন্তু আবার প্রথমাবধি বল, পুণ্যের স্বরূপ কি; যদি বলিতে চাও, বল, পুণ্যের একটা লক্ষণ এই, যে দেবগণ ইহাকে প্রীতি করেন; কিংবা ইহাতে এবংবিধ অপর লক্ষণ পরিদৃষ্ট হয়; লক্ষণ যাহাই হউক না কেন, আমরা তাহা লইয়া বিবাদ করিব না। স্বচ্ছন্দচিত্তে বল দেখি, পাপ কি, এবং পুণ্যই বা কি?

এয়ু—কিন্তু, সোক্রাটীস, আমার মনের কথা তোমাকে কি করিয়া খুলিয়া বলিব, ভাবিয়া পাইতেছি না, কেন না, আমরা যে স্থানে যে

(১১) সোক্রাটীস যাহা বলিতেছেন, তাহার মর্ম্ম এই—

আমরা মানিয়া লইলাম, 'পুণ্য' = 'দেবপ্রিয়।'

এখন, (১) 'পুণ্য' প্রীতিপ্রাপ্ত হয়, যেহেতু ইহা 'পুণ্য'। অতএব 'দেবপ্রিয়' প্রীতি প্রাপ্ত হয়, যেহেতু ইহা 'দেবপ্রিয়'।

আবার, (২) 'দেবপ্রিয়' 'দেবপ্রিয়', যেহেতু ইহা দেবগণের প্রীতিপ্রাপ্ত হয়। অতএব 'পুণ্য' 'পুণ্য', যেহেতু ইহা দেবগণের প্রীতি প্রাপ্ত হয়।

সুতরাং এই তর্কে স্ববিরোধিতা দোষ বর্ত্তমান।

কিন্তু অনেক সাধু ভক্ত বলিবেন, যাহা ঈশ্বরের প্রিয়, তাহাই পুণ্য। যাঁহারা আরাধ্য দেবতার প্রিয় কার্য্য সাধনের জন্য অকাতরে প্রাণ দিয়াছেন, তাঁহারা পুণ্যের অন্য কোনও সংজ্ঞা স্বীকার করিতেন না।

সোক্রাটীস এখানে যে-মত ব্যক্ত করিতেছেন, তাহার সহিত, জেনফোনের "জীবন-স্মৃতিতে" যে-মত ব্যাখ্যাত হইয়াছে, তাহার বৈষম্য আছে। (Memorab., I. 3. 1)।

এয়ুথুফ্রোণ

প্রতিপাদ্য বিষয়টী স্থাপন করিতেছি, তাহা তথায় না থাকিয়া নিয়তই চক্রাকারে পরিভ্রমণ করিতেছে।

সোক্রা—এয়ুথুফ্রোন, তোমার যুক্তিগুলি আমার পূর্ব্বপুরুষ ডাইডালসের (১২) শিল্পকৌশল বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছে। যদি কথা-গুলি আমার হইত, এবং আমি সেগুলিকে উপস্থাপিত করিতাম, তবে হয় তো তুমি আমাকে এই বলিয়া উপহাস করিতে, যে, আমি ডাইডালসের বংশধর কিনা, সেইজন্য আমার সমুদায় যুক্তিকৌশল তাঁহার মূর্ত্তির ন্যায় অপসরণ করে, এবং আমি সেগুলিকে যথায় স্থাপন করিতে চাই, তথায় কিছুতেই স্থির হইয়া থাকে না। এখন, এই সংজ্ঞাগুলি কিন্তু তোমার; এই পরিহাসও সুতরাং এস্থলে খাটে না। তুমি নিজেই দেখিতে পাইতেছ, যে, সেগুলি তোমার ইচ্ছানুরূপ স্থির থাকিতে চাহিতেছে না।

এয়ু—সোক্রাটীস, আমার কিন্তু বোধ হয়, এই পরিহাসটী উপস্থিত ক্ষেত্রে বেশ খাটে। সংজ্ঞাটী যে একস্থানে স্থির না থাকিয়া চক্রাকারে পরিভ্রমণ করিতেছে, সে কৌশল আমার নয়, আমার বোধ হয়, সেই ডাইডালস তুমি। যদি আমার উপরে নির্ভর করিত, তবে উহা এক স্থানেই থাকিত।

সোক্রা—হে সখে, তাহা হইলে আমি ডাইডালস অপেক্ষাও বিচিত্র-তর শিল্পী; কেন না, তিনি নিজে যে মূর্ত্তিগুলি গঠন করিতেন, শুধু তাহাই সঞ্চরণ করিত; কিন্তু আমি নিজের রচিত মূর্ত্তির পরিবর্ত্তে অপরের রচিত মূর্ত্তি পরিচালিত করিতেছি, এইরূপ বোধ হইতেছে। আর, আমার কৌশলের চমৎকারিত্ব এই, যে আমি অনিচ্ছাসত্ত্বেও জ্ঞানী হইয়াছি। কেন না, আমি বরং চাই, যে, আমার সংজ্ঞাগুলি স্থির ও নিশ্চল হইয়া একস্থানে অবস্থান করুক; ইহা অপেক্ষা ডাইডালসের জ্ঞান ও টাণ্টালসের (১৩)

(১২) ডাইডালস এক প্রসিদ্ধ ভাস্কর ছিলেন; কথিত আছে, যে তদ্রচিত মূর্ত্তিগুলি চলিয়া বেড়াইত। সোক্রাটীস ভাস্করের ব্যবসায় শিক্ষা করিয়াছিলেন, এজন্য ডাইডালসকে আপনার পূর্ব্বপুরুষ বলিয়া ঘোষণা করিতেছেন।

(১৩) প্রথম খণ্ড, ৩৫৪ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

ঐশ্বর্য্যও আমি অধিক আকাঙ্ক্ষা করি না। যাক্, এবিষয়ে এই পর্য্যন্তই যথেষ্ট। যখন দেখা যাইতেছে, যে, আলোচ্য বিষয়ে তুমি শৈথিল্য প্রকাশ করিতেছ, তখন আমি নিজে তোমাকে যথাসাধ্য সাহায্য করিতেছি, যাহাতে তুমি আমাকে বুঝাইয়া দিতে পার, পুণ্য কি। তুমি পরাঙ্মুখ হইও না। দেখ, তোমার কি বোধ হয় না, যে, পুণ্যমাত্রেই ন্যায় ? (১৪)

এয়ু—হাঁ, আমার বোধ হয়।

সোক্রা—তবে ন্যায়মাত্রেই পুণ্য ? অথবা সমুদায় পুণ্যই ন্যায় বটে, কিন্তু সমুদায় ন্যায় পুণ্য নহে, পক্ষান্তরে কোন কোনও ন্যায় পুণ্য, এবং কোন কোনও ন্যায় অপর একটা কিছু ?

এয়ু—সোক্রাটীস, আমি তোমার কথাগুলি অনুধাবন করিতে পারিতেছি না।

সোক্রা—তবু তো তুমি আমার বয়ঃকনিষ্ঠ, এবং জ্ঞানেও তদনুরূপ প্রবীণতর। যাক্, আমি বলিতেছিলাম, যে তোমার জ্ঞান-ভাণ্ডার অগাধ বলিয়া তুমি ঔদাস্য দেখাইতেছ। কিন্তু, হে ভাগ্যধর, আপনাকে জড়তা হইতে মুক্ত কর ; আর, আমি যাহা বলিতেছি, তাহা হৃদয়ঙ্গম করা এমন কিছু কঠিন কর্ম্ম নহে। একজন কবি (১৫) স্বরচিত কবিতায় যাহা বলিয়াছেন, আমি তাহার বিপরীত একটা কথা বলিতেছি—

"জেয়ুস স্রষ্টা ; তিনিই এই বিশ্বজগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন ; তুমি তাঁহার নাম উচ্চারণ করিতে চাহিও না ; কেন না, যেখানে ভয়, সেখানেই ভক্তি।"

আমি কিন্তু এই কবির সহিত ভিন্নমত ; তোমাকে বলিব, কেন ?

এয়ু—নিশ্চয়ই।

(১৪) সোক্রাটীস এস্থলে পুণ্যকে ন্যায়ের অন্তর্ভুক্ত করিতেছেন। কিন্তু প্লেটো "প্রোটাগরাস" নামক গ্রন্থে জ্ঞান, বীর্য্য, সংযম, পুণ্য ও ন্যায়, ধর্ম্মের এই পাঁচ লক্ষণ নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন। (Protagoras, 329-31)। "সাধারণতন্ত্রে" ধর্ম্মের চারি লক্ষণ উল্লিখিত হইয়াছে (প্রথম খণ্ড, ৪৬৭ পৃষ্ঠা) ; উহাতে পুণ্য স্বতন্ত্র স্থান প্রাপ্ত হয় নাই।

(১৫) সাইপ্রাস-দ্বীপবাসী ষ্টাসিনস।

এয়ুথুফ্রোণ

সোক্রা—আমার বোধ হয় না, যে, যেখানে ভয়, সেইখানেই ভক্তি বর্ত্তমান। আমরা দেখিতে পাই, যে, অনেকে রোগ, দারিদ্র্য ও এইরূপ বহু বিষয় ভয় করে; তাহারা ভয় করে বটে, কিন্তু যাহা ভয় করে, তাহা ভক্তিও করে, আমার তো এমন বোধ হয় না। কেমন, তোমার কি একথা ঠিক মনে হয় না?

এয়ু—হাঁ, খুব।

সোক্রা—কিন্তু আমি বিবেচনা করি, যে, যেখানে ভক্তি, সেইখানেই ভয় বর্ত্তমান। এমন কে আছে, যে কোনও বিষয়ের প্রতি শ্রদ্ধাবান্ ও তৎসম্বন্ধে অন্তরে ব্রীড়া অনুভব করিয়া থাকে, অথচ সঙ্গে সঙ্গে পাপিষ্ঠতার অপবাদকে ভয় ও শঙ্কা করে না?

এয়ু—অবশ্যই শঙ্কা করে।

সোক্রা—অতএব একথা ঠিক নহে, যে, যেখানে ভয়, সেইখানেই ভক্তি; যদিচ, যেখানে ভক্তি, সেখানেই ভয় বর্ত্তমান, তথাপি যেখানে ভয়, সেখানেই সব সময়ে ভক্তি বিদ্যমান থাকে না। যেহেতু, আমার মতে, ভয় ভক্তি অপেক্ষা ব্যাপকতর। ভক্তি ভয়ের অংশ, যেমন অযুগ্ম সংখ্যা সংখ্যার অংশ; সুতরাং যেখানে সংখ্যা, সেখানেই অযুগ্ম বর্ত্তমান, এমত নহে, কিন্তু যেখানে অযুগ্ম, সেখানেই সংখ্যা বর্ত্তমান। কেমন, এখন আমার কথা বুঝিতে পারিতেছ?

এয়ু—হাঁ, বেশ পারিতেছি।

সোক্রা—আমি পূর্ব্বে তোমাকে যাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, ইহাই তাহার অভিপ্রায়। আমি জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, যে, যেখানে ন্যায়, সেখানেই কি পুণ্য বর্ত্তমান? অথবা, যেখানে পুণ্য, সেখানেই ন্যায় বর্ত্তমান বটে, কিন্তু যেখানে ন্যায়, সেখানেই নিয়ত পুণ্য বর্ত্তমান নহে, কেন না, পুণ্য ন্যায়ের অংশ। আমরা ইহাই বলিব, না তোমার নিকট ইহা ঠিক বোধ হইতেছে না?

এয়ু—হাঁ, ঠিক বোধ হইতেছে। আমার প্রতীতি হইতেছে, তুমি যথার্থ বলিতেছ।

[চতুর্দ্দশ অধ্যায়—পুণ্য ন্যায়ের কোন্ অংশ? এয়ুথ্রোন সংজ্ঞা দিলেন, "ন্যায়ের যে অংশ দেবসেবার সহিত সংসৃষ্ট, তাহাই পুণ্য।"] এয়ুথুে

১৪। সোক্রা—তৎপরে এই বিষয়টী লক্ষ্য কর। যদি পুণ্য ন্যায়ের অংশ হয়, তবে আমার বিবেচনায়, আমাদিগের অনুসন্ধান করা উচিত, পুণ্য ন্যায়ের কি প্রকার অংশ। এখন, তুমি যদি আমাকে এইমাত্র জিজ্ঞাসা করিতে, অযুগ্ম সংখ্যা সংখ্যার কি প্রকার অংশ, এবং অযুগ্ম কি প্রকার সংখ্যা, তাহা হইলে আমি বলিতাম, যে যাহা যুগ্ম নহে, তাহাই অযুগ্ম সংখ্যা। কেমন, তোমারও কি তাহাই মনে হয় না?

এয়ু—হাঁ, হয়।

সোক্রা—তবে তুমি আমাকে বুঝাইয়া দিতে প্রযত্ন কর, যে, পুণ্য ন্যায়ের কি প্রকার অংশ, যাহাতে আমি মেলীটসকে বলিতে পারি, "তুমি অন্যায়রূপে আমার বিরুদ্ধে অধর্ম্মের অভিযোগ আনিও না, যেহেতু আমি এয়ুথুফ্রোনের নিকট হইতে পর্য্যাপ্তরূপে শিক্ষা করিয়াছি, ধর্ম্ম ও পুণ্য কি, এবং অধর্ম্ম ও অপুণ্যই বা কি।"

এয়ু—আচ্ছা, সোক্রাটীস, আমার মতে, ধর্ম্ম ও পুণ্য ন্যায়ের সেই অংশ, যাহা দেবগণের সেবার সহিত সংসৃষ্ট; যাহা মানব-সেবার সহিত সংসৃষ্ট, তাহা ন্যায়ের অবশিষ্ট অংশ।

[পঞ্চদশ অধ্যায়—এই সেবা কি প্রকার? পশুর সেবার ন্যায় নয়, কিন্তু দাস যেমন প্রভুর সেবা করে, সেইরূপ।]

১৫। সোক্রা—এয়ুথুফ্রোন, আমার প্রতীতি হইতেছে, যে, তুমি উত্তম বলিয়াছ। কিন্তু এখনও একটু সামান্য বিষয়ে আমি অভাব বোধ করিতেছি। আমি এখনও বুঝিয়া উঠিতে পারি নাই, যে, তুমি কি প্রকার সেবার কথা বলিতেছ। কেন না, তুমি বোধ করি এমত বলিতেছ না, যে, অপরাপর বিষয়ের সেবা যে-প্রকার, দেবগণের সেবাও সেই প্রকার। দৃষ্টান্তস্বরূপ আমরা বলিতে পারি—যেমন আমরা বলিয়া থাকি,

এয়ুথুফ্রোণ অশ্বের সেবা সকলেই জানে, এমন নহে, কিন্তু যে অশ্বপাল, শুধু সেই জানে ; কেমন ?

এয়ু—নিশ্চয়ই।

সোক্রা—বোধ হয় অশ্ব-বিদ্যাই অশ্বের সেবা।

এয়ু—হাঁ।

সোক্রা—কুকুরের সেবা সকলেই জানে, এমত নহে, কিন্তু শুধু শিকারীই জানে।

এয়ু—হাঁ।

সোক্রা—এবং গো-বিদ্যাই গো-সেবা।

এয়ু—নিশ্চয়ই।

সোক্রা—এয়ুথুফ্রোন, তবে তুমি বলিতেছ, যে, পুণ্য ও ধর্ম্মই দেবসেবা?

এয়ু—আমি তাহাই বলিতেছি।

সোক্রা—তবে কি সমুদায় সেবার উহাই লক্ষ্য নহে? দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যাইতে পারে, উহা এইরূপ একটা কিছু—যে সেবা প্রাপ্ত হয়, তাহার কল্যাণ ও হিত, সেবার লক্ষ্য ; যেমন তুমি দেখিতে পাইতেছ, যে, অশ্ব-বিদ্যার সাহায্যে অশ্বগণ উপকৃত হয় ও উন্নতি লাভ করে। অথবা তোমার সে প্রকার বোধ হইতেছে না ?

এয়ু—হাঁ, হইতেছে।

সোক্রা—এবং বোধ করি কুক্কুরগণ কুক্কুর-বিদ্যাদ্বারা ও গোগণ গো-বিদ্যাদ্বারা উপকৃত হয় ; অন্যান্য সকল বিষয়েও এইরূপ। না তুমি বিবেচনা কর যে, যে সেবাপ্রাপ্ত হয়, সেবা তাহার অপকার করে ?

এয়ু—না, না, জেয়ুসের দিব্য, আমি তাহা কখনও মনে করি না।

সোক্রা—তবে উপকার করে ?

এয়ু—তা' নয় তো কি ?

সোক্রা—তাহা হইলে, পুণ্য,—যাহা দেবগণের সেবা বলিয়া পরিগণিত—দেবতাদিগের উপকার ও উন্নতি সাধন করে ? তুমি কি একথায় সায় দিতে প্রস্তুত আছ, যে, তুমি যখন কোনও পুণ্য কর্ম্ম কর, তখন কোনও না কোনও দেবতার উন্নতি সাধন করিয়া থাক ?

এয়ু—না, না, জেয়ুসের দিব্য, তাহা কখনও নহে।　　এয়ুথুফ্রোণ

সোক্রা—এয়ুথুফ্রোন, আমিও বিবেচনা করি না, যে, তুমি এই প্রকার বলিতেছ; সে কথা আমার মনের ত্রিসীমাতেও আইসে নাই; এজন্যই তো আমি তোমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, তুমি কাহাকে দেবসেবা বলিতেছ; আমি ভাবিয়াছিলাম, যে ঐরূপ বলা তোমার অভিপ্রায় নয়।

এয়ু—তুমি ঠিকই ভাবিয়াছ, সোক্রাটীস; আমি ওরূপ কিছু বলিতেছি না।

সোক্রা—ভাল; তবে পুণ্য কি প্রকার দেবসেবা?

এয়ু—দাস যে-প্রকার প্রভুর সেবা করে, সেইরূপ, সোক্রাটীস।

সোক্রা—বুঝিলাম; তবে বোধ হইতেছে, ইহা দেবগণের এক প্রকার পরিচর্য্যা।

এয়ু—নিঃসন্দেহ।

[ষোড়শ অধ্যায়—দেবসেবার ফল কি? দেবগণ বলি ও প্রার্থনার পুরস্কারস্বরূপ বিবিধ শুভ প্রদান করেন।]

১৬। সোক্রা—তুমি কি বলিতে পার যে, যে পরিচর্য্যা বৈদ্যের সহায়, তাহা কি ফল প্রসব করে? তুমি কি বিবেচনা কর না, যে উহা স্বাস্থ্য?

এয়ু—হাঁ, করি।

সোক্রা—আচ্ছা, তার পর? যে পরিচর্য্যা-বিদ্যা নৌ-নির্ম্মাতার সহায়, তাহার ফল কি?

এয়ু—স্পষ্টই দেখা যাইতেছে, সোক্রাটীস, যে, তাহা নৌকা।

সোক্রা—তেমনি, গৃহনির্ম্মাণ-বিদ্যার ফল গৃহ?

এয়ু—হাঁ।

সোক্রা—তবে, হে ভদ্র, বল, দেবপরিচর্য্যাবিদ্যা কি ফল প্রসব করিয়া থাকে? নিশ্চয় তুমি ইহা জান, যেহেতু তুমি বলিয়া থাক, যে,

এয়ুথুফ্রোণ তুমি অপর সমুদায় লোক অপেক্ষা দৈববিষয় উৎকৃষ্টরূপে অবগত আছ।

এয়ু—কথাটা তো আমি সত্যই বলি, সোক্রাটীস।

সোক্রা—তবে, জেয়ুসের দোহাই, বল দেখি, সেই শ্রেষ্ঠ ফলটী কি, যাহা দেবগণ আমাদিগের পরিচর্য্যা-সাহায্যে উৎপাদন করিয়া থাকেন?

এয়ু—সে ফল বহু ও উত্তম, সোক্রাটীস।

সোক্রা—হে প্রিয়, সেনাপতিও তাহাই করিয়া থাকে; কিন্তু তথাপি তুমি অনায়াসেই বলিতে পার, যে, যুদ্ধে জয় সকল ফলের শীর্ষস্থানীয়; তাহাই নয় কি?

এয়ু—তা' নয় তো কি?

সোক্রা—অধিকন্তু, আমার মতে কৃষকও বহু ও উত্তম ফল উৎপাদন করে; কিন্তু তথাপি, ধরিত্রীকে শস্যশালিনী করাই সকল ফলের শ্রেষ্ঠ ফল।

এয়ু—নিশ্চয়ই।

সোক্রা—আচ্ছা, তবে? দেবগণ যে বহু ও উত্তম ফল উৎপাদন করেন, তন্মধ্যে শ্রেষ্ঠ ফল কোন্‌টী?

এয়ু—সোক্রাটীস, তোমাকে আমি কিঞ্চিৎ পূর্ব্বেই বলিয়াছি, যে, এই-সকল বিষয় সূক্ষ্মরূপে অবগত হওয়া বিলক্ষণ শ্রমসাধ্য; তথাপি তোমাকে আমি মোটামুটী বলিতেছি, যে, যদি কেহ জানে, যে, যখন সে দেবগণের নিকটে প্রার্থনা করে ও তাঁহাদিগকে বলি উপহার দেয়, তখন তাহার বাক্য ও কার্য্য তাঁহারা প্রিয় জ্ঞান করিয়া থাকেন, তবে তাহাই পুণ্য; তাহাই তাহার স্বকীয় গৃহপরিবার ও রাষ্ট্রীয় বিভূতিকে রক্ষা করে; পক্ষান্তরে, যাহা প্রিয়ের বিপরীত, তাহাই পাপ; তাহাই যাবতীয় বিষয়ের অকল্যাণ ও ধ্বংস সাধন করে।

[সপ্তদশ অধ্যায়—তাহা হইলে পুণ্যের অর্থ, দেবতাদিগকে কিছু দেওয়া ও তাঁহাদিগের নিকটে কিছু চাওয়া?]

১৭। সোক্রা—ওহে এয়ুথুফ্রোন, ইচ্ছা করিলে তুমি আমার প্রধান প্রশ্নটীর উত্তর আরও অনেক সংক্ষেপে দিতে পারিতে। কিন্তু

এয়ুথুফ্রোণ

তুমি আমাকে শিক্ষা দিতে ব্যগ্র নও ; ইহা সুস্পষ্ট। কেন না, এইমাত্র যেই তুমি কথাটী বলিতে যাইতেছিলে, অমনি থামিয়া গেলে। যদি তুমি আমার প্রশ্নের উত্তর দিতে, তবে আমি তোমার নিকট হইতে সুস্পষ্ট জানিতে পারিতাম, পুণ্য কি। এখন কিন্তু—আমি জিজ্ঞাসু তুমি জিজ্ঞাসিত, সুতরাং তুমি যেখানেই লইয়া যাও না কেন, আমি তোমার অনুগমন করিতে বাধ্য। আচ্ছা, তুমি পুণ্য ও পবিত্রতা বলিতে কি বুঝিয়া থাক ? ইহা কি প্রার্থনা-ও-বলি-বিষয়িণী বিদ্যা নহে ?

এয়ু—হাঁ, আমি তাহাই মনে করি।

সোক্রা—বলি দেওয়া, দেবতাদিগকে কিছু প্রদান করা, ও প্রার্থনা করা, তাঁহাদিগের নিকটে কিছু চাওয়া—ইহাই নয় কি ?

এয়ু—হাঁ, খুব ঠিক কথা, সোক্রাটীস।

সোক্রা—তবে, এই কথা অনুসারে, পুণ্য, চাহিবার ও দেবগণকে উপহার প্রদান করিবার বিদ্যা।

এয়ু—সোক্রাটীস, তুমি আমার কথাটা খুব চমৎকার বুঝিতে পারিয়াছ।

সোক্রা—হাঁ, সখে, আমি তোমার জ্ঞান লাভের জন্য সমুৎসুক কি না, এজন্য তোমার বাক্যে তদ্গতচিত্তে মনোনিবেশ করিতেছি, যেন তুমি যাহা বলিতেছ, তাহার একটা কথাও বৃথা না যায়। কিন্তু বল আমায়, দেবতাদিগের এই পরিচর্য্যাটা কি ? তুমি বলিতেছ, তাঁহাদিগের নিকটে কিছু চাওয়া ও তাঁহাদিগকে কিছু দেওয়া ?

এয়ু—হাঁ, বলিতেছি।

[অষ্টাদশ অধ্যায়—কিন্তু আমরা দেবগণকে যাহা দিই, তাহাতে তাঁহাদিগের কোনও উপকার হয় না। পুণ্যের অর্থ, তাঁহাদিগের যাহা প্রিয়, তাহাই অর্পণ করা।]

১৮। সোক্রা—তবে, তাঁহারা আমাদিগের যে-সকল অভাব মোচন করিতে সমর্থ, তাঁহাদিগের নিকটে তাহা চাওয়াই, ঠিক ভাবে চাওয়া ?

এয়ু—তাহা বৈ কি ?

এয়ুথুফ্রোণ

সোক্রা—এবং আমরা তাঁহাদিগের যে-সকল অভাব মোচন করিতে পারি, তাঁহাদিগকে প্রতিদান-স্বরূপ তাহা দেওয়াই, ঠিক ভাবে দেওয়া? কেন না, যে-সকল বস্তুর অভাব নাই, কাহাকেও তাহাই উপহার দেওয়া বোধ করি বুদ্ধিমানের কার্য্য নহে।

এয়ু—সত্য কথাই বলিতেছ, সোক্রাটীস।

সোক্রা—তাহা হইলে, এয়ুথুফ্রোন, পুণ্য, দেব ও মানবের মধ্যে এক প্রকার কেনা-বেচার বিদ্যা।

এয়ু—হাঁ, যদি এইরূপ বলাই তোমার অভিরুচি হয়, তবে কেনা-বেচার বিদ্যাই বটে।

সোক্রা—না, না, যাহা সত্য নয়, তাহা বলা মোটেই আমার অভিরুচি নহে। কিন্তু আমাকে বল, দেবগণ আমাদিগের নিকট হইতে যে-সকল নৈবেদ্য প্রাপ্ত হন, তাহাতে তাঁহাদিগের কি উপকার হইয়া থাকে? তাঁহারা আমাদিগকে যে-সকল ইষ্ট পদার্থ প্রদান করেন, তাহা তো সর্ব্বথা সুস্পষ্ট; কেন না, আমাদিগের এমন কোনও সম্পদ্ নাই, যাহা তাঁহাদিগের দান নহে। কিন্তু আমাদিগের নিকট হইতে তাঁহারা যাহা লাভ করেন, তাহা তাঁহাদিগের কি হিত সাধন করে? অথবা, এই কেনা-বেচার ব্যাপারে আমাদিগের লাভের ভাগটাই এত অধিক, যে, আমরা তাঁহাদিগের নিকট হইতে যাবতীয় শ্রেয়ঃ প্রাপ্ত হই, কিন্তু তাঁহারা আমাদিগের নিকট হইতে কিছুই লাভ করেন না?

এয়ু—কিন্তু, সোক্রাটীস, তুমি কি বিবেচনা কর, যে, দেবতারা আমাদিগের নিকট হইতে যাহা প্রাপ্ত হন, তদ্দ্বারা তাঁহারা উপকৃত হইয়া থাকেন?

সোক্রা—আচ্ছা, এয়ুথুফ্রোন, তবে আমরা দেবগণকে যে-সকল উপহার প্রদান করিয়া থাকি, সেগুলি কি?

এয়ু—মান এবং আনুগত্য, এবং এইমাত্র আমি যেমন বলিয়াছি, ইষ্টবস্তু প্রদানে প্রসন্নতা—ইহা ভিন্ন তুমি আর কি মনে কর?

সোক্রা—তবে, এয়ুথুফ্রোন, পুণ্য, দেবগণের প্রসন্নতাভাজন, কিন্তু উহা তাঁহাদিগের হিতকর কিংবা প্রিয় নহে?

এয়ুথুফ্রোণ

এয়ু—আমি তো মনে করি, সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয়।

সোক্রা—তাহা হইলে দেখা যাইতেছে, যে, পুণ্য ও যাহা দেবগণের প্রিয়, এই দুইটী একই।

এয়ু—ধ্রুব নিশ্চিত।

[উনবিংশ অধ্যায়—যাহা দেবগণের প্রিয়, তাহাই যদি পুণ্য হয়, তবে যাহা তাঁহারা ভালবাসেন, তাহাই পুণ্য; কিন্তু এই সিদ্ধান্তটী পূর্ব্বে মিথ্যা বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছে।]

১৯। সোক্রা—একথা বলিবার পরেও কি তুমি আশ্চর্য্য হইবে, যে, তোমার সংজ্ঞাগুলি এক স্থানে স্থির না থাকিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছে? ইহার পরেও কি তুমি আমাকে এই দোষে দোষী করিবে, যে, আমিই ডাইডালসরূপে সেগুলিকে ঘুরাইতেছি? তুমি নিজেই তো ডাইডালস অপেক্ষা বহুগুণে কৌশলী, এবং নিজেই তো সংজ্ঞাগুলিকে চক্রাকারে পরিভ্রমণ করাইতেছ। অথবা তুমি বুঝিতে পারিতেছ না, যে, আমাদিগের সংজ্ঞা পরিভ্রমণ করিয়া পুনশ্চ পূর্ব্বস্থানে উপনীত হইয়াছে? কেন না, তোমার হয় তো স্মরণ আছে, যে পূর্ব্বে আমাদিগের এইরূপ প্রতীতি হইয়াছিল, যে, 'পুণ্য' ও 'দেবপ্রিয়' এক নহে, প্রত্যুত পরস্পর পৃথক্। না তোমার তাহা স্মরণ নাই?

এয়ু—হাঁ, আছে।

সোক্রা—এখন তবে তুমি দেখিতে পাইতেছ না, যে, তুমি বলিতেছ, যাহা দেবগণের প্রিয়, তাহাই পুণ্য? যাহা দেবগণের প্রিয় তাহা 'দেবপ্রিয়' ভিন্ন আর কি হইতে পারে? কেমন, কথাটা ঠিক নয় কি?

এয়ু—নিশ্চয়ই ঠিক।

সোক্রা—তাহা হইলে, আমরা পূর্ব্বে যাহাতে একমত হইয়াছিলাম, তাহা সঙ্গত নহে, অথবা তাহা যদি সঙ্গত হয়, তবে এখন আমরা যে সিদ্ধান্তে উপনীত হইতেছি, তাহা ভ্রান্ত।

এয়ু—তাহাই বোধ হইতেছে

এয়ুথুফ্রোণ

[বিংশ অধ্যায়—সোক্রাটীস আবার প্রথম হইতে প্রশ্নটীর আলোচনা করিতে চাহিলেন; কিন্তু এয়ুথুফ্রোন "আমি এখন বড় ব্যস্ত," এই কথা বলিয়া দ্রুতবেগে প্রস্থান করিলেন।]

২০। সোক্রা—তবে আমাদিগকে আবার প্রথম হইতে দেখিতে হইবে, পুণ্য কি। তত্ত্বটী অবগত হইবার পূর্ব্বে আমি স্বেচ্ছায় কাপুরুষের মত পরাজয় স্বীকার করিব না। কিন্তু, তুমি আমাকে অবজ্ঞা করিও না, প্রত্যুত সর্ব্বপ্রযত্নে যথাসাধ্য মনোনিবেশ করিয়া এক্ষণে সত্যটী বিবৃত কর। মানবকুলে যদি কেহ উহা অবগত হইয়া থাকে, তবে সে তুমি; যতক্ষণ না তুমি সত্যটী আমায় বলিবে, ততক্ষণ প্রোটেয়ুসের মত তুমি কিছুতেই মুক্তি পাইবে না। (১৬) যদি তুমি পাপ ও পুণ্য সম্যকৃরূপে অবগত না থাকিতে, তবে ইহা কখনও সম্ভব নয়, যে, তুমি একজন দাসের হত্যার জন্য তোমার বৃদ্ধ পিতার বিরুদ্ধে হত্যার অভিযোগ আনয়ন করিতে। বরং হয় তো এই কার্য্যটী ধর্ম্মসঙ্গত হইতেছে না, এই আশঙ্কাবশতঃ তুমি দেবগণের ভয়ে এমন বিষম কর্ম্ম হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইতে, এবং লোকসমাজে অখ্যাতি অর্জ্জনের শঙ্কাতেও মরমে মরিয়া যাইতে। কিন্তু এখন আমি বেশ জানি যে, তুমি মনে কর, যে পুণ্য কি, এবং পুণ্য কি নয়, তাহা তুমি সম্যক্ অবগত আছ। অতএব, হে পুরুষোত্তম এয়ুথুফ্রোন, আমাকে বল, তুমি কি পুণ্য বলিয়া বিবেচনা কর; আমার নিকটে উহা গোপন করিও না।

এয়ু—সে কথা তবে আর একদিন হইবে, সোক্রাটীস, কারণ এখন আমি বড় ব্যস্ত, এবং আমার যাইবার সময় উপস্থিত।

(১৬) প্রোটেয়ুস সাগরবাসী কামরূপী উপদেবতা। ভবিষ্যৎ জানিবার অভিপ্রায়ে কেহ ইঁহাকে ধরিলে ইনি নানা রূপ পরিগ্রহ করিতেন, কিন্তু যে কিছুতেই ছাড়িত না, তাহার জিজ্ঞাসার উত্তর দিতেন। অডীসীর চতুর্থ সর্গে ইঁহার একটী মনোহর আখ্যায়িক আছে

এয়ুথুক্রোণ

সোক্রা—ও বন্ধু, তুমি কি করিতেছ! আমি যে অন্তরে মহতী আশা পোষণ করিয়াছিলাম, যে, তোমার নিকটে পাপ ও পুণ্য কি, তাহা শিক্ষা করিব, এবং মেলীটসের অভিযোগ হইতে নিষ্কৃতি পাইব, তাহাতে আমাকে বঞ্চিত করিয়া তুমি চলিয়া যাইতেছ! আমি তাহাকে বুঝাইতে চাহিয়াছিলাম, যে, আমি এক্ষণে যাবতীয় দৈব বিষয়ে এয়ুথুফ্রোনের নিকটে জ্ঞানলাভ করিয়াছি; আমি আর অজ্ঞতাবশতঃ ঐ সকল বিষয়ে বাচালের মত যাহা-তাহা বলি না, এবং উহাতে নূতন কিছু প্রবর্ত্তন করিতেও চাহি না; অধিকন্তু, আমি সংকল্প করিয়াছি, আমার অবশিষ্ট জীবনকাল আমি আরও সুচারুরূপে যাপন করিব।

দ্বিতীয় অঙ্ক

সোক্রাটীস—বিচারালয়ে

(Apologia Sokratous)

সোক্রাটীসের আত্মসমর্থন

মুখবন্ধ

আমরা "এয়ূথুফ্রোনে" দেখিয়াছি, সোক্রাটীসের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনীত হইয়াছে, এবং তিনি তৎসংস্রবে "রাজা" আর্খোনের নিকট গমন করিয়াছেন। বক্ষ্যমাণ প্রবন্ধে তিনি বিচারালয়ে বিচারকগণের সমক্ষে আত্মসমর্থন করিতেছেন।

সোক্রাটীসের "আত্মসমর্থন" তিন ভাগে বিভক্ত। প্রথম ভাগ প্রকৃতপ্রস্তাবে তাঁহার আত্মসমর্থন; ইহাতে তিনি অভিযোগ তিনটী অমূলক বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন, এবং তদুপলক্ষে নিজের জীবনব্রত বিশদরূপে বর্ণনা করিয়াছেন। উহাতে সোক্রাটীস দুইটী বিষয়ের উপরে জোর দিয়াছেন। প্রথমতঃ, লোকের মনে জ্ঞান ও ধর্ম্ম সম্বন্ধে যে মিথ্যা ধারণা রহিয়াছে, তাহা দূর করিবার জন্য তিনি সকলকে পরীক্ষা করিতেছেন, এবং দ্বিতীয়তঃ, তাহারা যে জ্ঞান ও ধর্ম্ম উপেক্ষা করিয়া নিয়ত অর্থের পশ্চাতে ছুটিয়া বেড়াইতেছে, তজ্জন্য তাহাদিগকে তিরস্কার করিয়া লজ্জা দিতেছেন। জীবনদেবতা স্বয়ং তাঁহার শিরে এই দুই কর্ত্তব্যভার ন্যস্ত করিয়াছেন, সুতরাং তিনি মরণের ভয়ে কখনও উহা অবহেলা করিতে পারিবেন না। বিচারকগণ তাঁহাকে অপরাধী বলিয়া ঘোষণা করিবার পরে অন্যতর ও লঘুতর দণ্ডের প্রস্তাব করিতে যাইয়া সোক্রাটীস যে একটী ক্ষুদ্র বক্তৃতা করেন, তাহাই "আত্মসমর্থনের" দ্বিতীয় ভাগ। এই বক্তৃতার অন্তে বিচারকগণ তাঁহার প্রতি মৃত্যুদণ্ড বিধান করিলেন। সোক্রাটীস তখন ভবিষ্যদ্‌দ্রষ্টা ঋষির ন্যায় তাঁহাদিগকে অনুযোগ করিয়া ও উপদেশ দিয়া বিদায় লইলেন। "আত্মসমর্থনের" তৃতীয় ভাগ এই বিদায়সূচক অভিভাষণ।

সোক্রাটীস "আত্মসমর্থনের" প্রথম ভাগে অন্যতম অভিযোক্তা মেলীটসকে নানা কুট প্রশ্ন দ্বারা বিব্রত করিয়া তুলিয়াছেন, এবং তাঁহাকে সুতীক্ষ্ণ যুক্তির শরজালে আচ্ছন্ন করিয়া তাঁহার মুখে অসঙ্গত ও স্ববিরোধী কথা বলাইয়াছেন। কিন্তু তিনি কি বস্তুতঃই অভিযোগগুলি খণ্ডন করিতে সমর্থ হইয়াছেন? আমাদিগের তো বোধ হয় না, যে তিনটী অভিযোগই সমভাবে মিথ্যা বলিয়া প্রতিপাদিত হইয়াছে। "সোক্রাটীস যুবকগণকে বিপথগামী করিতেছেন"—এই তৃতীয় অভিযোগটী তিনি সম্যক্‌রূপেই ক্ষালন করিয়াছেন। তৎপরে, "সোক্রাটীস নূতন দেবতা প্রবর্ত্তিত করিয়াছেন"—আথীনীয়গণের পক্ষে তাঁহাকে এই অপরাধে অপরাধী সাব্যস্থ করাও যুক্তিসঙ্গত হয় নাই। তিনি নিত্যসঙ্গী উপদেবতার অস্তিত্বে বিশ্বাস করিতেন বটে, কিন্তু আথেন্সে তাহা একটা নূতন ব্যাপার ছিল না। এ বিষয়ে জেনফোন "জীবনস্মৃতিতে" যাহা লিখিয়াছেন, তাহা খুব যুক্তিযুক্ত। তিনি বলিতেছেন, "সোক্রাটীস বলিতেন, যে এক উপদেবতা তাঁহাকে ইঙ্গিত প্রেরণ করেন।" ইহাই দ্বিতীয় অভিযোগের ভিত্তি। "কিন্তু যাহারা দৈবপ্রেরণাতে বিশ্বাস করে, শাকুন বিদ্যার চর্চ্চা করে, নৈসর্গিক লক্ষণ, আকাশবাণী ও বলির সাহায্যে ভবিষ্যৎ অবগত হইবার প্রত্যাশী হয়, এতদ্দ্বারা তিনি তাহাদিগের অপেক্ষা নূতনতর কিছুই করেন নাই। কেন না, তাহারা নিশ্চয়ই এমন কল্পনা মনে স্থান দেয় না, যে পক্ষী বা মানুষ তাহাদিগের পক্ষে যাহা হিতকর, তদ্বিষয়ে ভবিষ্যদ্‌বাণী বলিতে পারে; তাহারা অবশ্যই বিশ্বাস করে, যে দেবতারাই উহাদিগের দ্বারা ইষ্টানিষ্ট জ্ঞাপন করেন। সোক্রাটীসও এই বিশ্বাসই পোষণ করিতেন।" (Memorabilia, I. 1. 2-3)। অতএব, আমরা স্বীকার না করিয়া পারি না, যে সোক্রাটীস দ্বিতীয় ও তৃতীয় অভিযোগ অমূলক বলিয়া প্রমাণিত করিতে সমর্থ হইয়াছেন। কিন্তু প্রথম অভিযোগ সম্বন্ধে আমরা সে কথা বলিতে পারিতেছি না। "সোক্রাটীস রাষ্ট্রীয় দেবগণের অস্তিত্বে বিশ্বাস করেন না"—তিনি স্পষ্ট কথায় এই অভিযোগের উত্তর দেন নাই। আমরা "এয়ুথুফ্রোণে" দেখিয়াছি, তিনি অনেক পৌরাণিক উপাখ্যানের প্রতি অশ্রদ্ধান্বিত ছিলেন। তিনি যে ধর্ম্মসম্বন্ধে

পুরবাসীদিগের সহিত সর্ব্বাংশে ঐকমত্য রক্ষা করিয়া চলিতে পারিতেন, তাহা বিশ্বাসযোগ্য বলিয়া বোধ হয় না। অন্ততঃ জেনফোন তাঁহার অপবাদ নিরসন করিবার উদ্দেশ্যে যেমন পরিষ্কার করিয়া বলিয়াছেন, "প্রায়শঃই দেখা যাইত, তিনি গৃহে ও পুরীর সাধারণ বেদিতে বলি নিবেদন করিতেছেন" (Mem., I. 1. 2), সোক্রাটীস সে প্রকার স্বীয় আচরণের সাক্ষ্য উপস্থিত করেন নাই।

সোক্রাটীসের "আত্মসমর্থন" অভিনিবেশসহকারে পাঠ করিলে মনে স্বতঃই দুইটী প্রশ্নের উদয় হয়। প্রথমতঃ, তিনি উহাতে এত কুযুক্তির অবতারণা করিয়াছেন কেন ? দ্বিতীয়তঃ, বিচারকগণের প্রতি তিনি যে ভাষা ব্যবহার করিয়াছেন, তাহা তাঁহার ঔদ্ধত্যের পরিচায়ক কি না ? অথবা তিনি কি ইচ্ছাপূর্ব্বক তাঁহাদিগকে আপনার প্রতি বিরূপ করিয়া তুলিয়াছেন ?

(১) মেলীটসের প্রতি তর্কচ্ছলে সোক্রাটীস যে-সকল কথা বলিয়াছেন, তাহার কতকগুলি কুযুক্তি, কতকগুলি ভাষার মারপ্যাঁচ। কয়েকটী দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতেছে। (১) পুরীর সকলেই যুবকদিগকে ভাল করিতেছে ; একা আমি তাহাদিগকে মন্দ করিতেছি—ইহা অতি হাস্যাস্পদ কথা ; (২) আমি যাহাদিগের সহিত বাস করিতেছি, তাহাদিগকে মন্দ করিয়া তুলিব, ইহা কখনও সম্ভবপর নহে ; (৩) আমি যদি দেবাত্মার অস্তিত্বে বিশ্বাস করি, তবে নিশ্চয়ই দেবতার অস্তিত্বেও বিশ্বাস করি—ইত্যাদি যুক্তিগুলি পরিহাস বলিয়া মনে হয়। সোক্রাটীস বোধ করি ভাবিয়াছিলেন, যে মেলীটসের ন্যায় অসারপ্রকৃতি লোকের পক্ষে এইপ্রকার কুতর্কই যথেষ্ট। উহা সহজবোধ্য রসিকতার মিশ্রণে এমন মধুরাস্বাদ হইয়াছে বলিয়া সোক্রাটীস সহজেই অসরলতার দায় হইতে নিষ্কৃতি পাইয়াছেন।

তৎপরে, সোক্রাটীস কোন কোনও শিষ্যের আচরণ লক্ষ্য করিয়া যে ভাবে আত্মসমর্থন করিয়াছেন, তাহাও বিচারকগণের মনঃপূত হয় নাই। "আমি কাহারও গুরু নই ; অতএব আমার কথা শুনিয়া যদি কেহ ভাল হয়, বা ভাল না হয়, তবে ন্যায়তঃ আমি তাহার কারণ বলিয়া গণ্য

হইতে পারি না”—তাঁহাদিগের নিকটে এই উক্তি নিশ্চয়ই অযৌক্তিক বলিয়া প্রতীয়মান হইয়াছিল। আল্কিবিয়াডীস, ক্রিটিয়াস ও খার্মিডীস আথেন্সের যে সর্ব্বনাশ করিয়াছিলেন, তাহার পরে আথীনীয়েরা কি এত সহজে তাঁহাদিগের উপদেষ্টাকে ক্ষমা করিতে পারিত? কিন্তু সোক্রাটীসের উক্তিতে গভীর সত্য নিহিত আছে; সুতরাং তিনি কুতর্কের সাহায্যে দোষক্ষালনের চেষ্টা করিয়াছিলেন, এপ্রকার সিদ্ধান্ত সমীচীন নহে।

“আমি যদিই বা যুবকদিগকে মন্দ করি, অনিচ্ছাপূর্ব্বকই করিতেছি”—সোক্রাটীসের এই যুক্তিও সুদৃঢ় ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত নয়। তাঁহার দর্শনের একটী সুপরিচিত তত্ত্ব এই, যে কেহই ইচ্ছাপূর্ব্বক অন্যায়াচরণ করে না। এই তত্ত্ব গৃহীত হইলে অপরাধীর দণ্ডবিধান অনাবশ্যক ও অসঙ্গত হইয়া পড়ে। আর তত্ত্বটী গ্রহণযোগ্য কি না, তাহাও বিচার-সাপেক্ষ। বিচারকগণ যে এই যুক্তিতে সন্তুষ্ট হন নাই, তাহা বলাই বাহুল্য।

আমরা উপরে বলিয়াছি, যে সোক্রাটীস প্রথম অভিযোগের যথোচিত উত্তর দেন নাই। “যে ব্যক্তি দেবতনয়ের অস্তিত্বে বিশ্বাস করে, সে দেবতার অস্তিত্বেও বিশ্বাস করে”—এই এক যুক্তিতে উহা খণ্ডিত হইতে পারে না।

আমরা এতক্ষণ যাহা বলিলাম, তাহার সারনিষ্কর্ষ এই, যে তাঁহার আত্মসমর্থনে অনেক আপাতপ্রতীয়মান কুযুক্তি আছে বটে, কিন্তু সেগুলি অনুধাবন করিলে দেখা যাইবে, তাহার কোনটীই একেবারে সার্থকতা-বর্জ্জিত নহে। ফলতঃ প্লেটো বর্ত্তমান গ্রন্থে স্বীয় গুরুকে কুতার্কিকরূপে চিত্রিত করিয়াছেন, এই মত আমরা শ্রদ্ধার সহিত গ্রহণ করিতে পারিতেছি না।

(২) সোক্রাটীস বিচারকগণের প্রতি যে-ভাষা ব্যবহার করিয়াছেন, তাহা সদর্থসম্পন্ন, উদার, গম্ভীর, অকৃত্রিম ধর্ম্মপ্রাণতার বিমল জ্যোতিতে উদ্ভাসিত, ভক্তিধারায় আপ্লুত। তিনি যে ইচ্ছাপূর্ব্বক তাঁহাদিগকে আপনার বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিয়াছেন, তাহা নহে; কিন্তু তিনি

জীবনদেবতার চরণে খাঁটি থাকিয়া ও সত্য হইতে রেখামাত্র ক্ষুণ্ণ না হইয়া যে বাক্য যে প্রকারে বলা কর্ত্তব্য, সে বাক্য সেই প্রকারেই বলিয়া গিয়াছেন, মরণের ভয়ে কাতর হইয়া করুণার প্রত্যাশায় আপনাকে অবমানিত করেন নাই। সোক্রাটীস বিচারালয়ে দণ্ডাপেক্ষী সামান্য অপরাধী নহেন; তিনি বিচারকগণের বিচারক, নির্ভীক পুরুষসিংহ, জনগণের রাজা, পরার্থোৎসৃষ্টপ্রাণ মহাপুরুষ। তিনি যে ভাষায় আত্মসমর্থন করিয়াছেন, তাহা সর্ব্বাংশেই তাঁহার উপযুক্ত হইয়াছে। ঐতিহাসিক গ্রোটের সহিত একমত হইয়া আমরাও বলি, "No one who reads the 'Platonic Apology' of Socrates will ever wish that he had made any other defence." (History of Greece, Chapter 68)—"যিনি প্লেটো-বিরচিত 'সোক্রাটীসের আত্মসমর্থন' পাঠ করিয়াছেন, তিনি কখনও এমন আকাঙ্ক্ষা করিবেন না, যে সোক্রাটীস অন্য প্রকারে আত্মসমর্থন করিলেই ভাল হইত।"

কিন্তু ঐ পুস্তকখানির প্রামাণিকতা কি? সোক্রাটীস কি সত্য সত্যই এই প্রকারে আত্মসমর্থন করিয়াছিলেন? আমরা তাঁহার বাণী বলিয়া যাহা পাঠ করিতেছি, তাহার কোনও ঐতিহাসিক ভিত্তি আছে কি? না তাহা সর্ব্বৈব প্লেটোর বহুরূপীকল্পনাপ্রসূত? এতক্ষণে এই প্রশ্ন নিশ্চয়ই আপনাদিগের অন্তরকে আলোড়িত করিয়া তুলিয়াছে। ইহার উত্তর দিতে যাইয়া আমরা অধিক কথা বলিব না। বিশেষজ্ঞেরা একবাক্যে বলিতেছেন, যে প্লেটো স্বপ্রণীত "আত্মসমর্থনে" সোক্রাটীসের আত্মসমর্থনেরই মর্ম্ম প্রদান করিয়াছেন। তিনি নিজেই লিখিয়াছেন, যে তিনি বিচারকালে গুরুর পার্শ্বে উপস্থিত ছিলেন; এই কথা বলিয়া প্লেটো পুস্তকবর্ণিত তথ্যসমূহের দায়িত্বভার গ্রহণ করিয়াছেন। উহার প্রত্যেক বাক্য সোক্রাটীসের মুখ হইতে নিঃসৃত হইয়াছিল; অথবা লেখক উহার কোন স্থলেই কল্পনার কিরণপাত করেন নাই, এমন কথা কেহই বলিবেন না। কিন্তু প্লেটো সত্যের একান্ত অপলাপ না করিয়া, এবং গুরুর ভাব ও ভাষা যথাসাধ্য অবিকৃত রাখিয়া তাঁহার শান্ত, সৌম্য, মহিমোজ্জ্বল চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন, ইহা সকলেই স্বীকার করিয়া থাকেন।

মৃত্যুর তীরে দণ্ডায়মান সোক্রাটীসের এই মনোহর চিত্র যুগে যুগে উন্নতিকামী পাঠকগণের চিত্তকে মুগ্ধ করিয়া আসিতেছে। ষ্টোয়িক দর্শনের প্রতিষ্ঠাতা জীনোন দূর সাইপ্রাস দ্বীপের অধিবাসী ছিলেন; তিনি "সোক্রাটীসের আত্মসমর্থন" পাঠ করিয়া জ্ঞানানুরাগে এমন উদ্দীপ্ত হইয়া উঠেন, যে জ্ঞানাহরণের বাসনা পরিতৃপ্ত করিবার মানসে স্বদেশ ছাড়িয়া আথেন্সে যাইয়া দর্শনচর্চ্চায় আত্মসমর্পণ করেন। আজিও পুস্তকখানি পাঠ করিতে করিতে অসাড় প্রাণে অপূর্ব্ব তেজের সঞ্চার হয়, ভীরু সাহস লাভ করে, দুর্ব্বলচিত্ত সংসারাসক্ত ব্যক্তি অপার্থিব ঐশ্বর্য্যের সন্ধান পাইয়া নব বলে বলীয়ান্ হইয়া থাকে। ধীর বুদ্ধির সহিত জ্বলন্ত উৎসাহের সম্মিলন, সাংসারিক বিষয়ের প্রতি ঐকান্তিক বিতৃষ্ণা, জ্ঞানানুগত মননের অজেয় শক্তিতে অবিচলিত নির্ভর, সাধুপুরুষ ভাগ্যবিপর্য্যয়ের অতীত, এই সুদৃঢ় প্রত্যয়, এবং জীবনের ব্রত উদ্‌যাপনে তাঁহার ভয় ও প্রলোভনের উর্দ্ধগামী সদানন্দ তদেকনিষ্ঠতা—এই সকল গুণের উজ্জ্বল আলোক-সম্পাতে "আত্মসমর্থন" বলিষ্ঠ ও স্বাধীনতাসেবী পুরুষগণের নিত্যপাঠ্য অধ্যাত্মশাস্ত্রে পরিণত হইয়াছে। পাশ্চাত্য সাহিত্যে এমন বীর্য্যোদ্দীপক গ্রন্থ, এমন পুরুষোচিত অটল আত্মজয় শিক্ষা দিবার উপযোগী গ্রন্থ আর একখানিও নাই।

সোক্রাটীসের আত্মসমর্থন

[প্রথম অধ্যায়—তোমরা আমার নিকটে বাগ্মিতাপূর্ণ বক্তৃতা আশা করিও না আমি বক্তা নই, এবং বিচারালয়েও এই প্রথম আসিয়াছি।]

অধ্যায় ১। হে আথেন্সবাসী নরগণ, আমি জানি না, আমার অভিযোক্তারা তোমাদিগের চিত্তে কি ভাবের উদ্রেক করিয়াছে; তবে আমি নিজে কিন্তু তাহাদিগের বাক্য-মোহে আপনাকে প্রায় ভুলিয়াই গিয়াছিলাম,—তাহারা এমনই আপাতমনোহর ভাষায় বক্তৃতা করিয়াছে। তবু তো তাহারা বলিতে গেলে সত্য কথা একটীও উচ্চারণ করে নাই। কিন্তু তাহারা যে অসংখ্য মিথ্যা কথা বলিয়াছে, তন্মধ্যে তাহাদিগের এই কথাতেই আমি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক বিস্মিত হইয়াছি—তাহারা বলিয়াছে, যে আমি আশ্চর্য্য বক্তা, অতএব তোমাদিগের সতর্ক হওয়া কর্ত্তব্য যে আমি যেন তোমাদিগকে বিভ্রান্ত না করি। যখন দেখা যাইবে, যে, আমি মোটেই আশ্চর্য্য বক্তা নই, তখন তাহাদিগের উক্তি আমি অবিলম্বেই মিথ্যা বলিয়া প্রতিপন্ন করিব; সুতরাং তাহারা যে এমন কথা বলিতে লজ্জাবোধ করে নাই, এইটীই আমার নিকটে তাহাদিগের চরম নির্লজ্জতার কার্য্য বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছে। তবে, যে সত্য বলে, তাহাকেই যদি তাহারা আশ্চর্য্য বক্তা বলিয়া অভিহিত করে, সে স্বতন্ত্র কথা। যদি ইহাই তাহাদিগের অভিপ্রায় হয়, তবে আমি নিজেই স্বীকার করিতেছি, যে, আমি তাহাদিগের অপেক্ষা ভিন্নপ্রকৃতির বক্তা। এখন, আমি বলিতেছি, যে, তাহারা সত্য অল্পই বলিয়াছে, অথবা কিছুই বলে নাই; কিন্তু আমার নিকটে তোমরা সমগ্র সত্য শুনিতে পাইবে। হে আথীনীয় নরগণ, তোমরা নিশ্চয়ই আমার নিকটে উহাদিগের মত পল্লবিতপদবিন্যাস-শোভন অলঙ্কার-পরিপূর্ণ বাক্যাবলি শ্রুত হইবে না। কিন্তু আমার মনে বিনা আয়াসে যখন যে-কথা উদিত হইবে, আমি সেইরূপ কথায়, না

আত্মসম

আত্মসমর্থন

ভাবিয়া না চিন্তিয়া, আমার বক্তব্য বলিয়া যাইব। কারণ, আমি বিশ্বাস করি, যে, আমি যাহা বলিব, তাহা ন্যায্য। অতএব তোমরা আর কিছুই প্রত্যাশা করিও না। কেন না, হে বন্ধুগণ, আমার এই বয়সে তরুণ যুবকের মত পল্লবিত ভাষায় মিথ্যা তর্কজাল লইয়া তোমাদিগের সম্মুখে উপস্থিত হওয়া কখনই শোভন হইবে না। কিন্তু, হে আথীনীয় নরবৃন্দ, আমি একান্তচিত্তে একটী বস্তু তোমাদিগের নিকটে ভিক্ষা চাহিতেছি ও প্রার্থনা করিতেছি। তোমরা অনেকে বাজারে মহাজনদিগের গদিতে ও অন্যত্র আমার কথাবার্ত্তা শুনিয়াছ; এই সকল স্থানে আমি যে-ভাষায় বাক্যালাপ করিতে অভ্যস্ত হইয়াছি, যদি আত্মসমর্থন করিবার কালে আমি ঠিক সেই ভাষায় মনের ভাব ব্যক্ত করি, তবে তোমরা তাহাতে বিস্মিত হইও না, কিংবা আমাকে বাধা দিও না। কেন না, প্রকৃত অবস্থাটা এই—আমার বয়স সত্তর বৎসরের অধিক হইয়াছে; আমি এই প্রথম বিচারালয়ে উপস্থিত হইয়াছি; সুতরাং আমি এখানকার বলিবার রীতির সহিত সম্পূর্ণরূপে অপরিচিত। আমি যদি বাস্তবিকই অপরিচিত বিদেশী হইতাম, তবে, আমি যে-প্রদেশে লালিতপালিত হইয়াছি, তথাকার ভাষায় ও রীতিতে কথা বলিলে তোমরা আমাকে নিশ্চয়ই মার্জ্জনা করিতে। অতএব আমি তোমাদিগের নিকটে এই ভিক্ষা চাহিতেছি—আমার তো বোধ হয় এই ভিক্ষা ন্যায়সঙ্গত—তোমরা আমার বলিবার রীতি উপেক্ষা করিও; উহা হয় তো তোমাদিগের রীতি অপেক্ষা মন্দ, হয় তো তদপেক্ষা ভাল—কিন্তু তোমরা শুধু ইহাই দেখিও এবং ইহাতেই মনোনিবেশ করিও, যে, আমি যাহা বলিতেছি, তাহা ন্যায্য, কি ন্যায্য নহে। ইহাই বিচারকের গুণ, যেমন সত্য-কথন বক্তার গুণ।

[দ্বিতীয় অধ্যায়—বর্ত্তমান অভিযোগ সম্বন্ধে আলোচনা করিবার পূর্ব্বে, যাহারা বহু কালাবধি 'বিজ্ঞানবিৎ' ও 'কুতার্কিক' (sophist) বলিয়া আমার দুর্নাম রাষ্ট্র করিয়া আসিতেছে, আমি তাহাদিগের নিন্দাবাদের উত্তর দিতে চাই।]

২। হে আথেন্সবাসী নরগণ, প্রথমতঃ আমার পক্ষে ইহাই ন্যায়-সঙ্গত, যে আমি অগ্রে প্রথম অভিযোক্তাদিগের আমার বিরুদ্ধে প্রথম

আত্মসমর্থন

মিথ্যা অভিযোগগুলির প্রত্যুত্তর দিয়া পরে পরবর্ত্তী অভিযোক্তাদিগের পরবর্ত্তী অভিযোগগুলি হইতে আত্মসমর্থন করিব। কারণ, বহুকাল হইতে বহু বৎসর ধরিয়া বহুজন তোমাদিগের নিকটে আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ করিয়া আসিতেছে। কিন্তু তাহারা সত্য কথা একটীও উচ্চারণ করে না। আনুটস ও তাহার সহচরগণ অপেক্ষা আমি ইহাদিগকেই অধিক ভয় করি; যদিচ উহারাও ভীষণ বটে। কিন্তু, হে বন্ধুগণ, ঐ প্রথমোক্ত ব্যক্তিরা ভীষণতর; তাহারা তোমাদের অনেককে বাল্যাবধি হস্তগত করিয়া বুঝাইয়া আসিতেছে ও আমার বিরুদ্ধে এই মিথ্যা অভিযোগ করিতেছে—সোক্রাটীস নামে একজন লোক আছে, সে জ্ঞানী, সে নভোমণ্ডলের ধ্যানে নিমগ্ন থাকে, ভূগর্ত্তস্থ যাবতীয় পদার্থের তত্ত্বানুসন্ধান করে, এবং কুযুক্তিকে সুযুক্তি বলিয়া প্রতীতি জন্মাইতে পারে। হে আথেন্সবাসিগণ, ইহারা আমার এই প্রকার অখ্যাতি রটনা করিতেছে—ইহারাই আমার ভীষণ অভিযোক্তা; কারণ, তাহাদিগের কথা শুনিয়া লোকে ভাবে, যে, যাহারা এই-সকল অনুসন্ধানে তৎপর, তাহারা দেবতাতেও বিশ্বাস করে না। তার পর, এই অভিযোক্তারা সংখ্যায় বহু এবং তাহারা বহুকাল ধরিয়া অভিযোগ করিয়া আসিতেছে; অধিকন্তু, তাহারা এমন বয়সে তোমাদিগকে আমার দোষের কথা বলিয়াছে, যখন তোমাদিগের পক্ষে উহা বিশ্বাস করা খুবই সম্ভব ছিল; কেন না, তোমরা তখন বালক, এবং অনেকে কেবল শিশু ছিলে। তাহারা বস্তুতঃ এমত অবস্থায় আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ করিয়াছে, যাহাতে আমার পক্ষে একটী কথা বলে, এরূপ কেহই নিকটে বর্ত্তমান ছিল না। আর, এক্ষেত্রে সর্ব্বাপেক্ষা অসঙ্গত ব্যাপার এই, যে, আমি তাহাদিগের নামও জানিতে ও বলিতে অক্ষম। ইহাদিগের মধ্যে একজন ব্যঙ্গনাট্যকার আছে, ইহা ভিন্ন আমি তাহাদিগের সম্বন্ধে আর কিছুই বলিতে পারি না। কিন্তু যাহারা ঈর্ষ্যা-ও-বিদ্বেষবশতঃ তোমাদিগকে আমার প্রতি বিরূপ করিয়া তুলিতেছে; আবার যাহারা নিজেরা আমার নিন্দায় বিশ্বাস করে বলিয়া অপরকে উহা বিশ্বাস করাইতে প্রয়াসী হইয়াছে; সেই সকল লোকের সঙ্গে পারিয়া উঠাই সর্ব্বাপেক্ষা কঠিন। কারণ, তাহাদিগের কাহাকেও

আত্মসমর্থন

এখানে সাক্ষ্য দিবার জন্য আহ্বান কিংবা প্রশ্ন করা আমার পক্ষে সম্ভবপর নয়; বস্তুতঃ আমাকে আত্মসমর্থন করিতে যাইয়া বাধ্য হইয়াই যেন ছায়ার সহিত যুদ্ধ করিতে হইতেছে; এবং আমাকে এমন প্রশ্ন করিতে হইতেছে, যাহার প্রত্যুত্তর দিবার জন্য কেহই উপস্থিত নাই। অতএব, আমি যেমন বলিতেছি, তোমরা মানিয়া লও, যে আমার অভিযোক্তারা দুই দলে বিভক্ত; এক দল অধুনা আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ করিয়া আসিতেছে; অপর দল পুরাতন; আমি তাহাদিগের কথা বলিয়াছি। তোমরা স্থির কর, যে, আমি প্রথমে ইহাদিগের বিরুদ্ধেই আত্মসমর্থন করিব; কেন না, তোমরা তাহাদিগের অভিযোগই পূর্ব্বে শুনিয়াছ; এবং পরবর্ত্তী অভিযোক্তাদিগের অভিযোগ অপেক্ষা অনেক অধিক শুনিয়াছ।

যাক্। হে আথীনীয়গণ, আমাকে আত্মসমর্থন করিতেই হইবে; এবং তোমরা বহুকাল অবধি আমার বিরুদ্ধে যে-কুভাব পোষণ করিয়া আসিতেছ, তাহা দূর করিতে হইবে—তাহাও আবার এত অল্প সময়ের মধ্যে। আমি আকাঙ্ক্ষা করি, যদি তোমাদের ও আমার পক্ষে বাঞ্ছনীয় হয়, তবে ফলেও যেন তাহাই ঘটে; এবং আমি যেন আত্মসমর্থন করিয়া কৃতকার্য্য হই। কিন্তু আমি বিবেচনা করি, যে, কাজটী কঠিন; কত কঠিন, তাহাও আমার অজ্ঞাত নয়। ঈশ্বরের যাহা অভিপ্রেত, ফল তাহাই হউক; আমাকে বিধিপালন ও আত্মসমর্থন করিতেই হইবে।

[তৃতীয় অধ্যায়—তাহাদিগের অভিযোগ অনুসারে আমার অপরাধ দুইটী—(১) আমি নভোমণ্ডল ও ভূগর্ভের যাবতীয় পদার্থের তত্ত্বানুসন্ধান করি; এবং (২) কুযুক্তিকে সুযুক্তি বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে পারি। আমার প্রধান নিন্দুক আরিষ্টফানীস।]

৩। তবে আমরা প্রথম হইতে আরম্ভ করিয়া দেখি, যে, সেই অপরাধটী কি, যাহা হইতে আমার প্রতি এই কুভাবের উৎপত্তি হইয়াছে; এবং যাহার উপরে নির্ভর করিয়া মেলীটস আমার বিরুদ্ধে এই অভিযোগ উপস্থিত করিয়াছে। আচ্ছা, আমার নিন্দুকেরা আমার কি নিন্দা রাষ্ট্র করিতেছে? তাহারা যেন শপথপূর্ব্বক আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ

আত্মসমর্থন

আনয়ন করিয়াছে, এই ভাবে তাহার লিখিত প্রতিলিপি পাঠ করা কর্ত্তব্য —"সোক্রাটীস পাপাচরণে লিপ্ত রহিয়াছে ও অযথা সকল বিষয়েই হস্তার্পণ করিতেছে; সে ভূগর্ব্ভে ও অন্তরীক্ষে যাবতীয় পদার্থের তত্ত্বানুসন্ধান করে, কুযুক্তিকে সুযুক্তি বলিয়া প্রতীতি জন্মাইতে পারে, এবং এই সমুদায় অপরকেও শিক্ষা দেয়।" তাহাদিগের অভিযোগ এইরূপ একটা কিছু। তোমরা নিজেরাও আরিষ্টফানীসের এক ব্যঙ্গনাটকে দেখিয়াছ, যে, সোক্রাটীস নামক একটা লোক একটা দোলায় দুলিতেছে, ও বলিতেছে, যে, সে আকাশে বিচরণ করিতেছে, এবং এইরূপ আরও কত বিষয়ে কত প্রলাপ বকিতেছে, যাহার সম্বন্ধে আমি কম কি বেশী কিছুই বুঝি না। যদি কেহ এই বিষয়ে জ্ঞান লাভ করিয়া থাকে, তবে আমি যে সেই জ্ঞানের প্রতি অশ্রদ্ধাপ্রদর্শন করিয়া এই কথা বলিতেছি, তাহা নহে; মেলীটস যেন আমার বিরুদ্ধে এমন অভিযোগ কখনও না আনিতে পারে। কিন্তু, হে আথীনীয় নরগণ, প্রকৃত কথা এই, যে আমি এই সকল ব্যাপারের মধ্যে নাই। তোমরা অনেকেই এবিষয়ে আমার সাক্ষী। তোমাদের মধ্যে যাহারা কখনও আমার কথাবার্ত্তা শুনিয়াছ, তাহাদিগকে আমি অনুরোধ করিতেছি, তোমরা পরস্পরকে একথা বল ও বুঝাইয়া দাও। তোমরা এমন বহু জনই তো বর্ত্তমান আছ, তোমরা তবে পরস্পরকে বল দেখি, যে তোমরা কখনও আমাকে এইরূপ বিষয়ে—অল্পই হউক কি অধিকই হউক—বাক্যালাপ করিতে শুনিয়াছ কি না। তাহা হইলে তোমরা জানিতে পারিবে, যে, লোকে আমার সম্বন্ধে আর যাহা যাহা বলে, তাহাও এইরূপ মিথ্যা।

[চতুর্থ অধ্যায়—আমি কাহারও শিক্ষক নই, এবং কখনও বেতন গ্রহণ করি না। বেতনভোগী শিক্ষকের কর্ম্ম করিবার জন্য গর্গিয়াস প্রভৃতিই আছেন।]

৪। কিন্তু প্রকৃত কথা এই, যে এই সকল কাহিনীর একটীও সত্য নয়, এবং যদি তোমরা কাহারও নিকটে শুনিয়া থাক, যে আমি লোককে শিক্ষা দিতে ব্যস্ত এবং তজ্জন্য অর্থ গ্রহণ করিয়া থাকি, তাহাও

আত্মসমর্থন

সত্য নহে। আমি যে অর্থ গ্রহণ করা দোষের বিষয় বিবেচনা করি, তাহা নয়; কেন না, যদি কাহারও লোককে শিক্ষা দিবার সামর্থ্য থাকে, তাহা আমার নিকটে উত্তম বলিয়াই বোধ হয়। যেমন, লেয়ন্টিনি-বাসী গর্গিয়াস, কেয়সবাসী প্রডিকস ও ঈলিসবাসী হিপ্পিয়াস (১) শিক্ষাদানে সমর্থ। কারণ, বন্ধুগণ, ইঁহারা প্রত্যেকেই যে-কোন নগরে যাইয়া যুবকদিগকে আপন আপন সহবাসের জন্য আকুল করিয়া তুলিতে পারেন। এই যুবকেরা বিনাব্যয়ে ইচ্ছানুরূপ স্ব স্ব নগরের যে-কোন অধিবাসীর সহবাস করিতে পারিত; কিন্তু ইঁহাদিগের প্রভাবে তাহারা তাহা ত্যাগ করিয়া ইঁহাদিগের সহবাস করে ও তজ্জন্য তাঁহাদিগকে অর্থ প্রদান করিয়া অধিকন্তু আপনাদিগকে কৃতার্থ জ্ঞান করিয়া থাকে। এতদ্‌ব্যতীত, এখানে পারসবাসী আর একজন জ্ঞানী লোক আছেন; আমি শুনিয়াছি, তিনি এই নগরেই বাস করিতেছেন। কারণ, হিপ্পনিকসের পুত্র কাল্লিয়াসের সহিত আমার দৈবাৎ সাক্ষাৎ হইয়াছিল; এই ব্যক্তি একাকী সমবেত অপর সকলের অপেক্ষা জ্ঞানীদিগের জন্য অধিক অর্থ ব্যয় করিয়াছে। এই হেতু আমি তাহার সহিত আলাপ আরম্ভ করিলাম। তাহার দুই পুত্র; আমি বলিলাম, "কাল্লিয়াস, তোমার পুত্র দুইটী যদি গোবৎস কিংবা অশ্বশাবক হইত, তবে আমরা তাহাদিগের জন্য বেতন দিয়া এমন শিক্ষক নিযুক্ত করিতাম, যে তাহাদিগকে স্বধর্ম্ম-পালনের পক্ষে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর করিয়া গড়িয়া তুলিতে যত্ন করিত; সেই শিক্ষক হইত কোনও অশ্বপাল কিংবা কৃষক। কিন্তু এক্ষণে তাহারা যখন মানুষ, তখন তুমি কাহাকে শিক্ষক নিযুক্ত করিতে চাও? এমত কাহাকেও তো, যে মানবধর্ম্ম ও রাষ্ট্রধর্ম্ম অবগত আছে? কারণ, আমি বিবেচনা করি, যে, তুমি পুত্রদিগের হিতকল্পে এ বিষয়ে অবশ্যই চিন্তা করিয়াছ।" আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "এরূপ কেহ আছে, না নাই?" সে বলিল, "নিশ্চয়ই আছে।" আমি বলিলাম, "সে কে? কোথা হইতে আসিয়াছে? কত বেতন লইয়া শিক্ষা দেয়?" সে বলিল,

(১) সপ্তম অধ্যায় দেখুন

আত্মসমর্থন

"সোক্রাটীস, তাহার নাম এয়ুঈনস; সে পারসবাসী, বেতন পাঁচ মিনা (২)।" তখন আমি ভাবিলাম, এয়ুঈনস যদি সত্য সত্যই শিক্ষা-কৌশল আয়ত্ত করিয়া এমন সুচারুরূপে শিক্ষা দিতে পারগ হইয়া থাকে, তবে সে ধন্য। আমি নিজে যদি এই সমুদায় জানিতাম, তবে অহঙ্কারে স্ফীত ও গর্ব্বিত হইতাম। কিন্তু, হে আথীনীয়গণ, প্রকৃত কথা এই, যে আমি এ বিষয়ে কিছুই জানি না।

[পঞ্চম অধ্যায়—এখন, আমার নিন্দার মূল কি, বলিতেছি। খাইরেফোন ডেল্‌ফির দেবতার মুখে শুনিয়াছিল, "সোক্রাটীস অপেক্ষা অধিকতর জ্ঞানী কেহই নাই।" এই দৈববাণীই আমার নিন্দার উৎপত্তিস্থল।]

৫। এখন, তোমাদের মধ্যে কেহ হয় তো প্রত্যুত্তর করিতে পারে, "আচ্ছা, সোক্রাটীস, তোমার কাজটা তবে কি? তোমার নামে এই সকল নিন্দা কেন রাষ্ট্র হইতেছে? কেন না, যদি তুমি অপরের অপেক্ষা অসাধারণ একটা কিছুতে ব্যাপৃত না থাকিতে, অর্থাৎ সাধারণ লোকে যাহা করে, তদপেক্ষা স্বতন্ত্র কিছু না করিতে, তবে তোমার এমনতর খ্যাতি ও তোমাকে লইয়া এত কথা কখনই হইত না। অতএব, আমাদিগকে বল দেখি, তোমার কাজটা কি, যাহাতে আমাদিগকে অজ্ঞের মত না জানিয়া শুনিয়াই তোমার বিচার করিতে না হয়।" যে-ব্যক্তি এরূপ বলে, আমার বোধ হয় সে ন্যায্য কথাই বলে; সুতরাং কিসে আমার এই নাম হইয়াছে, এবং আমার এই নিন্দার মূল কি, তাহা আমি বুঝাইতে চেষ্টা করিতেছি। তোমরা তবে শুন। তোমরা কেহ কেহ হয় তো মনে করিবে, আমি তামাসা করিতেছি; কিন্তু তোমরা নিশ্চয় জানিও, তোমাদিগকে যাহা বলিব, তাহা সমস্তই সত্য। আথীনীয় নরগণ, আমি শুধু কোন একপ্রকার জ্ঞানের জন্যই এই নাম পাইয়াছি। সে কি প্রকার জ্ঞান? যে জ্ঞান হয় তো সকল মানবেরই আয়ত্ত। আমি হয় তো প্রকৃতই এরূপ জ্ঞানে জ্ঞানী বলিয়া গণ্য হইতে পারি। কিন্তু

(২) এক মিনা (Latin Mina, Greek Mna)=ইংরেজী ৪ পাউণ্ড ১ শিলিং ৩ পেনি, এখনকার হিসাবে প্রায় ৬১৲ টাকা।

আত্মসমর্থন

আমি এইমাত্র যাহাদিগের কথা বলিতেছি, তাহারা মানবীয় জ্ঞান অপেক্ষা মহত্তর কোনও জ্ঞানে জ্ঞানী ; অথবা আমি উহা বর্ণনা করিতে অক্ষম। কেন না, আমি নিজে উহার কিছুই জানি না। যে-কেহ বলে, যে, আমি জানি, সে মিথ্যাবাদী, সে আমার নিন্দা করিবার উদ্দেশ্যেই এইরূপ বলে। হে আথীনীয় নরগণ, তোমরা কোলাহল করিয়া আমাকে বাধা দিও না,—যদি তোমাদের প্রতীতি হয়, যে আমি গর্ব্ব করিতেছি, তথাপি বাধা দিও না। কেন না, আমি যাহা বলিব, তাহা আমার কথা নয় ; কে একথা বলিয়াছেন, তোমাদিগকে তাহা বলিতেছি ; তিনি তোমাদিগের শ্রদ্ধার পাত্র। যদি আমার কোন প্রকার জ্ঞান থাকিয়া থাকে, সে জ্ঞান যে-প্রকারই হউক না কেন, তাহার সাক্ষীরূপে আমি ডেল্‌ফির অধিষ্ঠাত্রী দেবতাকে উপস্থিত করিতেছি। তোমরা বোধ করি খাইরেফোনকে জান। সে বাল্যকাল হইতে আমার সহচর ছিল। সে কিয়ৎকাল পূর্ব্বে (ত্রিংশন্নায়কের শাসনকালে) তোমাদিগের গণতন্ত্রের সহিত নির্ব্বাসিত হয়, এবং পরে তোমাদিগেরই সহিত স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করে। (৩) খাইরেফোন কি প্রকৃতির মানুষ ছিল, তাহাও তোমরা জান ; এবং তোমরা জান, সে যাহা চাহিত, কেমন দুর্দ্দমনীয় আবেগে সেই দিকে ধাবিত হইত। এই জন্যই সে একবার ডেল্‌ফিতে যাইয়া আপলো দেবকে এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে সাহসী হইয়াছিল—বন্ধুগণ, আমি যাহাই বলি না কেন, তাহাতে বাধা দিও না—সে জিজ্ঞাসা করিল, আমার অপেক্ষা জ্ঞানী কেহ আছে কি না। (আপলো দেবের প্রবক্তা) পীথিয়া (৪) উত্তর করিলেন, আমার অপেক্ষা জ্ঞানী কেহই নাই। খাইরেফোন ইহলোক ত্যাগ করিয়াছে ; তাহার ভ্রাতা এখানে উপস্থিত আছে, সে ইহার সাক্ষ্য প্রদান করিবে।

(৩) প্রথম খণ্ড, ৪৫৩ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

(৪) প্রথম খণ্ড, ১৮ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

[ষষ্ঠ অধ্যায়—এই রহস্যময়ী দৈববাণী আমাকে ইহার সত্যাসত্য নির্ণয়ে প্রণোদিত করিল। আমি জ্ঞানাভিমানী এক রাষ্ট্রনীতিবিৎকে পরীক্ষা করিয়া বুঝিলাম, আমি এই অর্থে তাহার অপেক্ষা জ্ঞানী, যে আমি আমার অজ্ঞতা সম্বন্ধে অজ্ঞ নই, সে তাহার অজ্ঞতা সম্বন্ধেও অজ্ঞ।] আত্মসমর্থ

৬। এখন দেখ, আমি কেন তোমাদিগকে এই সকল কথা বলিতেছি। আমার নিন্দার উৎপত্তি কোথায়, তাহা তোমাদিগকে বুঝাইয়া দিতে চাই। আমি এই দৈববাণী শুনিয়া এইরূপ ভাবিতে লাগিলাম—"দেবতা কি বলিতেছেন? এবং এই সমস্যার অর্থ কি? কেন না, আমি নিজে বেশ জানি, যে অল্পই হউক কি অধিকই হউক, আমি মোটেই জ্ঞানী নহি; তবে তিনি যে বলিতেছেন, আমি সর্ব্বাপেক্ষা জ্ঞানী, ইহার তাৎপর্য্য কি? যেহেতু, তিনি কখনই মিথ্যা কথা বলেন নাই; কারণ, তাঁহার পক্ষে ইহা বৈধ নহে।" তিনি যাহা বলিতেছেন, তাহার অর্থ কি, বহুকাল পর্য্যন্ত আমি তাহা বুঝিতে পারি নাই; পরিশেষে আমি একান্ত অনিচ্ছাপূর্ব্বক ইহার অনুসন্ধানে এই প্রকারে প্রবৃত্ত হইলাম। যাহারা জ্ঞানী বলিয়া পরিচিত, আমি তাহাদিগের মধ্যে একজনের নিকটে গমন করিলাম; আমি ভাবিলাম, যে, যদি কোথাও সম্ভব হয়, তবে এইখানে আমি দৈববাণী মিথ্যা বলিয়া প্রমাণ করিব; আমি দেবতাকে দেখাইয়া দিব, "আপনি বলিয়াছিলেন, আমি সর্ব্বাপেক্ষা জ্ঞানী; কিন্তু এই ব্যক্তি আমার অপেক্ষা অধিকতর জ্ঞানী।" অতএব, আমি তাহাকে পরীক্ষা করিলাম—তাহার নাম বলিবার আবশ্যক নাই, সে একজন রাজনীতিজ্ঞ ছিল—হে আথীনীয় নরগণ, তাহাকে পরীক্ষা করিয়া আমি এই অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিলাম; আমি তাহার সহিত আলাপ করিয়া বুঝিলাম, যে যদিও সে অপর বহুলোকের নিকটে, বিশেষতঃ আপনার বিবেচনায়, জ্ঞানী বলিয়া গণ্য, তথাপি সে জ্ঞানী নহে। তখন আমি তাহাকে দেখাইয়া দিতে প্রয়াসী হইলাম, যে, যদিও সে আপনাকে জ্ঞানী বিবেচনা করে, তথাপি সে জ্ঞানী নহে। ফলে আমি তাহার ও উপস্থিত বহুজনের বিদ্বেষভাজন হইলাম। সে

আত্মসমর্থন

যাহা হউক, আমি তথা হইতে প্রস্থান করিয়া মনে মনে ভাবিতে লাগিলাম, "আমি এই ব্যক্তি অপেক্ষা অধিকতর জ্ঞানী; কেন না, আমাদিগের উভয়ের মধ্যে কেহই বোধ করি সুন্দর ও মহৎকে অবগত হয় নাই; (৫) কিন্তু এই ব্যক্তি না জানিয়াও মনে করিতেছে, যে, সে তাহা জানে; আর আমি উহা বাস্তবিক জানিও না, এবং জানি বলিয়া মনেও করি না। অন্ততঃ দেখা যাইতেছে, যে, এই ব্যক্তি অপেক্ষা আমার এইটুকু জ্ঞান অধিক আছে, যে, আমি যাহা জানি না, তাহা জানি বলিয়া মনে করি না।" তৎপরে, যাহারা এই প্রথমোক্ত ব্যক্তি অপেক্ষাও অধিকতর জ্ঞানী বলিয়া পরিচিত, আমি তাহাদিগের মধ্যে একজনের নিকটে গমন করিলাম; কিন্তু আমি ঐ একই ফল লাভ করিলাম। এবং সেখানেও আমি তাহার ও অপর অনেকের বিদ্বেষভাজন হইলাম।

[সপ্তম অধ্যায়—তৎপরে আমি কবিদিগকে পরীক্ষা করিলাম; ফল একই হইল।]

৭। তদনন্তর আমি পর্য্যায়ক্রমে একের পর অন্যের নিকটে গমন করিতে লাগিলাম; আমি লোকের বিদ্বেষভাজন হইতেছি, ইহা অনুভব করিয়া দুঃখিত ও ভীত হইলাম; কিন্তু তথাপি আমি বিবেচনা করিলাম, যে, ঈশ্বরের আদেশকে সর্ব্বোপরি শিরোধার্য্য করিতেই হইবে। সুতরাং দৈববাণীর অর্থ কি, তাহা পরীক্ষা করিবার উদ্দেশ্যে যাহারা কিছু জানে বলিয়া বোধ হইল, তাহাদের সকলের নিকটেই আমাকে যাইতে হইল। হে আথীনীয়গণ—তোমাদিগকে সত্য বলা কর্ত্তব্য—কুক্কুরের শপথ (৬) করিয়া বলিতেছি, ইহাতে আমার এইরূপ ফললাভ হইল। আমি

(৫) প্রথম খণ্ড, ৪৫৯ পৃষ্ঠা দেখুন।

(৬) এই শপথটীর পূর্ণরূপ, "মিশরের দেব কুক্কুরের দিব্য (বা শপথ)।" (Gorgias, 482 B.)। মিশরদেশীয় দেবতা আনুবিসের কুকুরের মস্তক ছিল। শপথের অর্থ সম্বন্ধে বিস্তর মতভেদ আছে।

আত্মসমর্থন

দেবতার আদেশে এই অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়া দেখিলাম, যে, যাহাদিগের জ্ঞানের খ্যাতি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক, জ্ঞানের অভাবও তাহাদিগেরই প্রায় পরিপূর্ণ; পক্ষান্তরে যে-সকল লোক নগণ্য বলিয়া পরিচিত, তাহারাই শিক্ষালাভের পক্ষে অধিকতর উপযুক্ত। এখন, দৈববাণী যাহাতে অভ্রান্ত বলিয়া প্রতিপন্ন হয়, তদুদ্দেশ্যে হীরাক্লীসের শ্রমের মত (৭) আমাকে যত শ্রমসাধ্য পরিভ্রমণ করিতে হইয়াছিল, তোমাদিগের নিকটে তাহা বর্ণনা করা কর্ত্তব্য। রাজনীতিজ্ঞগণের পরে আমি শোকাত্মক কাব্যকার, ডিওনীসসের জয়-সঙ্গীত-রচয়িতা (৮) ও অন্যান্য কবিদিগের নিকটে গমন করিলাম; অভিপ্রায় এই, যে, সেখানে আমি সদ্যঃ-সদ্যঃ আপনাকে তাহাদিগের অপেক্ষা অধিকতর অজ্ঞ বলিয়া বুঝিতে পারিব। এজন্য, তাহাদিগের যে কবিতাগুলি আমার বিবেচনায় তাহারা অশেষ শ্রম করিয়া লিখিয়াছে, তাহা হাতে লইয়া আমি তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলাম, তাহারা উহাতে কি বলিতে চাহিয়াছে; আমি তাহাদিগের নিকটে কিছু শিক্ষা করিব, এই উদ্দেশ্যেই এইরূপ জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম। বন্ধুগণ, তোমাদিগকে সত্য কথা বলিতে আমি লজ্জা বোধ করিতেছি, কিন্তু তথাপি উহা বলিতেই হইবে। তাহারা নিজেরা যাহা লিখিয়াছে, বলিতে গেলে উপস্থিত প্রায় সকলেই তাহাদিগের অপেক্ষা তাহার অর্থ স্পষ্টতররূপে বুঝাইয়া দিতে পারিত। অতএব, আমি অল্পকালের মধ্যেই কবিদিগের সম্বন্ধে এই তত্ত্ব অবগত হইলাম, যে, তাহারা যে-সকল কবিতা রচনা করে, তাহা জ্ঞানের সাহায্যে নয়, কিন্তু এক প্রকার প্রকৃতিদত্ত শক্তি ও অনুপ্রাণনার সাহায্যেই রচনা করিয়া থাকে। তাহারা দৈবজ্ঞ ও ভবিষ্যদ্‌বক্তার মত; কেন না, ইহারা অনেক ভাল কথা বলে, কিন্তু যাহা

(৭) হীরাক্লীস (লাটিন Hercules)—গ্রীক পুরাণের সর্ব্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ বীর পুরুষ; হোমারের মতে দেবরাজ জেয়ুস ও থীব্‌সের অধিপতি আম্ফিট্রুয়নের মহিষী আল্ক্‌মীনার পুত্র। কথিত আছে, যে ইনি হীরার আদেশে বারটী কঠোর শ্রমসাধ্য কর্ম্ম সম্পাদন করিয়াছিলেন।

(৮) গ্রীক dithyrambos; প্রথম খণ্ড, ৪৩১ পৃষ্ঠা দেখুন।

আত্মসমর্থন

বলে, তাহার অর্থ জানে না। আমার নিকটে কবিদিগের অবস্থাও এই প্রকার বলিয়া প্রতীয়মান হইল। আমি আরও অনুভব করিলাম, যে, তাহারা আপনাদিগের কবিতার জন্য অন্যান্য বিষয়েও আপনাদিগকে লোক-সমাজে সর্ব্বাপেক্ষা জ্ঞানী বলিয়া বিবেচনা করে,—কিন্তু তাহারা বাস্তবিক অপরের অপেক্ষা অধিক জ্ঞানী নহে। সুতরাং আমি এই ভাবিতে ভাবিতে তথা হইতে প্রস্থান করিলাম, যে, আমি রাজনীতিজ্ঞ-দিগের ন্যায় ইহাদিগের অপেক্ষাও এক বিষয়ে শ্রেষ্ঠ।

[অষ্টম অধ্যায়—পরিশেষে আমি শিল্পকারদিগের নিকটে গেলাম; দেখিলাম, তাহারা বিশ্বাস করে, যে, যেহেতু তাহারা শিল্পকর্ম্মে নিপুণ, অতএব তাহারা সকল বিষয়েই জ্ঞানী; সুতরাং আমি সিদ্ধান্ত করিলাম, যে তাহাদিগের শিল্পনৈপুণ্য ও অজ্ঞতা অপেক্ষা আমি যেমন আছি, তাহাই বাঞ্ছনীয়।]

৮। পরিশেষে আমি শিল্পকারদিগের নিকটে গেলাম; কারণ আমি নিজে বেশ জানিতাম, যে, আমি বলিতে গেলে শিল্প সম্বন্ধে কিছুই জানি না, কিন্তু আমি দেখিতে পাইব, যে, ইহারা বহু উত্তম বিষয় শিক্ষা করিয়াছে। এ ক্ষেত্রে আমার ভুল হয় নাই; কেন না, আমি জানি না, এমন অনেক বিষয় তাহারা জানে; সুতরাং এ বিষয়ে তাহারা আমার অপেক্ষা অধিকতর জ্ঞানী। কিন্তু, হে আথীনীয় নরগণ, আমি দেখিলাম, যে, কবিদিগের যে দোষ, নিপুণ শিল্পীদিগেরও সেই দোষ; তাহারা প্রত্যেকেই বিশ্বাস করে, যে, যেহেতু তাহারা স্ব স্ব শিল্পকর্ম্মে নিপুণ, অতএব তাহারা মহত্তর অন্যবিধ কার্য্যেও (১) জ্ঞানের পরাকাষ্ঠা লাভ করিয়াছে। তাহাদিগের এই ভ্রান্তি তাহাদিগের শিল্পজ্ঞানকেও মলিন করিয়াছে; সুতরাং আমি দৈববাণীর পক্ষ হইয়া আপনাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, তাহাদিগের জ্ঞানে জ্ঞানী না হইয়া ও তাহাদিগের অজ্ঞতা হইতে মুক্ত থাকিয়া আমি যেমন আছি তেমনই থাকিতে চাই,

(১) অর্থাৎ রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে। সোক্রাটীস বলিতেন, সুশিক্ষা ব্যতীত কেহই দক্ষ রাষ্ট্র-সেবক হইতে পারে না।

না তাহাদিগের জ্ঞান ও অজ্ঞানতা, এই উভয়েরই অধিকারী হইতে আকাঙ্ক্ষা করি? আমি আপনাকে ও দৈববাণীকে প্রত্যুত্তর করিলাম, আমি যেমন আছি, সেইরূপ থাকাই আমার পক্ষে শ্রেয়ঃ। আত্মসমর্থন

[নবম অধ্যায়—এই পরীক্ষা হইতেই আমার ভয়ঙ্কর শত্রুর উৎপত্তি হইয়াছে। আমি বুঝিয়াছি, দৈববাণীর অর্থ এই, যে মানুষ শুধু এইটুকু জ্ঞানের অধিকারী, যে সে একেবারে অজ্ঞ। আমি এখনও এই অনুসন্ধানে রত রহিয়াছি, এবং তজ্জন্য আমার যাবতীয় বৈষয়িক কর্ম্ম অবহেলা করিয়া আসিতেছি।]

৯। আথীনীয়গণ, এই পরীক্ষা হইতেই আমার বিরুদ্ধে এত অধিক একান্ত নিদারুণ ও দুর্ভর শত্রুতা সঞ্জাত হইয়াছে, যে তাহা হইতে আমার অসংখ্য অপবাদের উৎপত্তি হইয়াছে, এবং তাহাতেই আমার এই নাম হইয়াছে, যে, আমি জ্ঞানী। কারণ, যখনই আমি অপরের ভ্রম প্রদর্শন করি, তখনই উপস্থিত লোকেরা ভাবে, যে, আমি যে-বিষয়ে ভ্রম প্রদর্শন করি, সে বিষয়ে জ্ঞানী। কিন্তু বন্ধুগণ, আমার বিবেচনায় প্রকৃতপ্রস্তাবে এক ঈশ্বরই জ্ঞানী, এবং এই দৈববাণীর দ্বারা তিনি ইহাই বলিতেছেন, মানবীয় জ্ঞানের মূল্য অত্যল্প, অথবা কিছুই নহে। আমার বোধ হইতেছে, তিনি এমন বলেন নাই, যে, সোক্রাটীস জ্ঞানী, কিন্তু তিনি আমাকে দৃষ্টান্তস্থলে উপস্থিত করিয়া আমার নাম ব্যবহার করিয়াছেন, যেন তিনি বলিতেছেন, "হে মানবগণ, তোমাদিগের মধ্যে যে সোক্রাটীসের মত জানে, যে বাস্তবিক তাহার জ্ঞানের মূল্য কিছুই নহে, সেই সর্ব্বাপেক্ষা জ্ঞানী।" এই জন্যই তো আমি নিয়ত স্বদেশী ও বিদেশী যাহাকেই জ্ঞানী বলিয়া বিবেচনা করি, ঈশ্বরের আদেশে তাহাকেই জিজ্ঞাসা ও পরীক্ষা করিয়া বেড়াইতেছি; এবং যখনই আমার প্রতীতি হয়, যে, সে জ্ঞানী নহে, তখনই ঈশ্বরের পক্ষ হইয়া দেখাইয়া দিই, যে, সে জ্ঞানী নহে। এই প্রকার অনবসরবশতঃ আমার রাষ্ট্রীয় কার্য্যে উল্লেখযোগ্য অবকাশ ঘটে নাই, এবং আমি গৃহধর্ম্মেও মনোনিবেশ করিতে পারি নাই; বরং ঈশ্বরের এই সেবার জন্য আমি পরিপূর্ণ দারিদ্র্যেই বাস করিতেছি।

আত্মসমর্থন

[দশম অধ্যায়—এই পরীক্ষা-কার্য্যে অনেক যুবক আমার অনুকরণ করে, এবং যাহারা তাহাদিগের দ্বারা অপদস্থ হয়, তাহারা আমার শত্রু হইয়া দাঁড়ায়। তাহারা আমার এই অপবাদ রাষ্ট্র করিতেছে, যে আমি নাস্তিক ও কুতার্কিক। মেলীটস প্রভৃতি এই প্রকার বিভিন্ন দলের প্রতিনিধিমাত্র।]

১০। তার পর, যুবকেরা স্বেচ্ছাক্রমে আমার অনুগমন করে; তাহারা ধনীর সন্তান এবং তাহাদিগের যথেষ্ট অবসর আছে; যখন আমি প্রশ্ন করিয়া লোককে পরীক্ষা করি, তখন তাহারা সেই পরীক্ষা শুনিয়া আনন্দ লাভ করিয়া থাকে; এবং তাহারা আমার অনুকরণ করে ও পরে অন্যের পরীক্ষা করিতে প্রয়াসী হয়। আর, আমার মনে হয়, তাহারা সেই পরীক্ষাতে প্রবৃত্ত হইয়া বহুল ও প্রচুর পরিমাণে এমত লোক দেখিতে পায়, যাহারা ভাবে, যে তাহারা যথেষ্ট জানে, কিন্তু জানে অল্পই, অথবা কিছুই জানে না। ইহাতে, যাহারা এই যুবকদিগের দ্বারা পরীক্ষিত হয়, তাহারা ইহাদিগের উপরে ক্রুদ্ধ না হইয়া আমার প্রতি ক্রুদ্ধ হয়, এবং বলে যে সোক্রাটীস নামে একটা অতি জঘন্য লোক আছে, সে যুবকদিগকে বিপথগামী করিতেছে। যখন কেহ তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করে, "সোক্রাটীস এমন কি করিতেছে ও কি শিখাইতেছে, যাহাতে সে যুবকদিগকে বিপথগামী করিতেছে," তখন তাহাদিগের বলিবার কিছুই থাকে না; প্রত্যুত সে সম্বন্ধে তাহারা কিছুই জানে না; কিন্তু পাছে কেহ মনে করে, যে, উহারা প্রশ্নটীর উত্তর খুঁজিয়া পাইতেছে না, এজন্য তত্ত্বজ্ঞানীর (Philosopher) বিরুদ্ধে যে অভিযোগগুলি তাহাদিগের কণ্ঠস্থ আছে, তাহাই তখন বলিতে আরম্ভ করে—যথা, আকাশে ও ভূগর্ভে যাবতীয় পদার্থের তত্ত্বানুসন্ধান, দেবতায় অবিশ্বাস ও কুযুক্তিকে সুযুক্তিরূপে উপস্থিত করিতে শিক্ষা দিয়া সোক্রাটীস যুবক-দিগকে বিপথগামী করিতেছে। কারণ, আমি বিবেচনা করি, যে, তাহারা এই সত্যটা বলিতে চাহে না, যে, স্পষ্টই দেখা যাইতেছে, তাহারা জ্ঞানের ভাণ করে বটে, কিন্তু জানে না কিছুই। অতএব আমার মনে হয়, এইজন্যই তাহারা বহুকালাবধি আমার ঘোরতর অপবাদ রাষ্ট্র

আত্মসমর্থন

করিয়া তোমাদিগের কর্ণ পূর্ণ করিতেছে; তাহারা উৎসাহী, দুর্দ্দমনীয় ও বহুসংখ্যক; সুগঠিত দলবদ্ধ হইয়া মনোমুগ্ধকর ভাষায় তাহারা আমার নিন্দা প্রচার করিয়া আসিতেছে। ইহারই ফলে মেলীটস, আনুটস ও লুকোন আমাকে আক্রমণ করিয়াছে। মেলীটস কবিবৃন্দের, আনুটস শিল্পী ও রাজনীতিজ্ঞগণের এবং লুকোন বক্তাদিগের পক্ষে রুষ্ট হইয়াছে। এই জন্যই আমি প্রারম্ভেই বলিয়াছি, যে, আমার বিরুদ্ধে যে-কুভাব এমন বিপুলায়তন হইয়া উঠিয়াছে, তাহা যদি এত অল্প সময়ের মধ্যে আমি তোমাদিগের চিত্ত হইতে বিদূরিত করিতে সমর্থ হই, তবে আমি নিজেই বিস্মিত হইব। হে আথীনীয় নরগণ, তোমাদিগের নিকটে যাহা উপস্থিত করিলাম, ইহাই সত্য; আমি তোমাদিগকে যাহা বলিতেছি, তাহা হইতে অল্প বা অধিক কিছুই গোপন করি নাই, কিংবা কিছুই অন্তরালে রাখি নাই। তথাপি, আমি বেশ জানি, যে, আমি এই স্পষ্ট কথা দ্বারাই লোককে আমার শত্রু করিয়া তুলিতেছি। কিন্তু ইহাতেই প্রমাণিত হইতেছে, যে, আমি সত্য কথাই বলিতেছি; এবং আমার বিরুদ্ধে কুভাব ও উহার কারণ, আমি যেরূপ নির্দ্দেশ করিতেছি, উহা প্রকৃতই সেইরূপ। এখনই হউক, আর পরেই হউক, যখনই তোমরা এ সম্বন্ধে অনুসন্ধান কর না কেন, তোমরা উহা সেইরূপই দেখিতে পাইবে।

[একাদশ অধ্যায়—এখন আমার বিরুদ্ধে যে যে অভিযোগ উপস্থিত হইয়াছে, তাহার আলোচনা করা যাক্। উহা প্রধানতঃ দুইটী—(১) আমি যুবকদিগকে বিপথগামী করিতেছি; এবং (২) আমি পৌরদেবগণে বিশ্বাস করি না, ও নূতন দেবতা সৃষ্টি করিয়াছি।]

১১। আমার প্রথমোক্ত অভিযোক্তাদিগের অভিযোগগুলি সম্বন্ধে আমার এই আত্মসমর্থনই তোমাদিগের পক্ষে যথেষ্ট। অতঃপর আমি সাধু ও স্বদেশভক্ত মেলীটস (সে নিজেকে এইরূপেই অভিহিত করিয়া থাকে) ও পরবর্ত্তী অভিযোক্তাদিগের অভিযোগের উত্তর দিতে চেষ্টা করিব। তাহারা দ্বিতীয় শ্রেণীর অভিযোক্তা, এইরূপ ধরিয়া লইয়া

আত্মসমর্থন

আমরা আবার তাহাদিগের অভিযোগের প্রতিলিপি পাঠ করি। উহা এই প্রকার—প্রতিলিপি বলিতেছে, যে, সোক্রাটীস অধর্ম্মাচরণ করিতেছে, কেন না, সে যুবকদিগকে বিপথে লইয়া যাইতেছে; এবং পুরবাসীরা যে-সকল দেবতায় বিশ্বাস করে, সে তাঁহাদিগের অস্তিত্বে বিশ্বাস করে না, কিন্তু সে অপর নানা নূতন দেবতা সৃষ্টি করিয়াছে। ইহাই অভিযোগ। আমরা এক এক করিয়া ইহার প্রত্যেক ধারা পরীক্ষা করি। মেলীটস বলে, যে, আমি যুবকদিগকে বিপথগামী করিয়া অধর্ম্মাচরণ করিতেছি। কিন্তু, হে আথীনীয় নরবৃন্দ, আমি বলিতেছি, যে, মেলীটসই অধর্ম্মাচরণ করিতেছে; যেহেতু সে তুচ্ছ কারণে লোককে বিচারালয়ে উপস্থিত করিয়া গম্ভীর ভাবে একটা কৌতুক করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে; এবং সে যে-সকল বিষয়ে মুহূর্ত্তের জন্যও কিছুমাত্র শ্রমস্বীকার করে নাই, সেই সকল বিষয়ে সে যেন কতই উৎসাহী ও ব্যস্ত, এইরূপ অভিনয় করিতেছে। আমি তোমাদিগকে দেখাইয়া দিতে চেষ্টা করিতেছি, যে, আমি যাহা বলিলাম, তাহাই ঠিক।

[দ্বাদশ অধ্যায়—মেলীটস, তুমি বলিতেছ, যে আমি যুবকদিগকে বিপথে লইয়া যাইতেছি। আচ্ছা, বল দেখি, কে কে তাহাদিগের উন্নতি সাধন করিতেছে? বিচারকগণ? দর্শকগণ? মন্ত্রণাসভার সদস্যগণ? জনসভার সভ্যগণ? তুমি বলিতেছ, যে আমি ছাড়া আর সকল আথীনীয়ই যুবকদিগের উন্নতি সাধন করিতেছে। কি অদ্ভুত কথা!]

১২। সোক্রাটীস—আচ্ছা, মেলীটস, এস, আমাকে বল দেখি, যুবকেরা যাহাতে যতদূর সম্ভব ভাল হইতে পারে, তাহা তুমি বহুমূল্য জ্ঞান কর কি না?

মেলীটস—হাঁ, করি।

সোক্রাটীস—তবে এস, এই বিচারকদিগকে বল, কে তাহাদিগের উন্নতি সাধন করিতেছে? এ তো সুস্পষ্ট, যে, তুমি যখন এ বিষয়ে এতটা ব্যগ্র, তখন তুমি ইহা জান। তুমি বলিতেছ, যে, আমি তাহাদিগকে করিতেছি, এবং সেই জন্যই তুমি আমাকে ইঁহাদিগের সম্মুখে

আনিয়াছ, এবং আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ উপস্থিত করিয়াছ। এখন এস, ইঁহাদিগকে বল, কে তাহাদিগের উন্নতি সাধন করিতেছে; এবং দেখাইয়া দাও, সেই লোকটী কে। মেলীটস, তুমি তো দেখিতেছ, যে, তুমি নীরব রহিয়াছ এবং তোমার বলিবার কিছুই নাই? তথাপি তোমার নিকটে ইহা লজ্জাজনক বোধ হইতেছে না? আমি যে বলিতেছি, যে, তুমি এই সকল বিষয়ে কিছুমাত্র শ্রমস্বীকার কর নাই, তোমার নীরবতাই কি তাহার পর্য্যাপ্ত প্রমাণ নহে? ওহে সাধু, বল, কে তাহাদিগকে ভাল করিতেছে?

আত্মসমর্থন

মেলী—নিয়মসমূহ (Nomoi—the Laws)।

সোক্রা—কিন্তু, হে পুরুষোত্তম, আমি তাহা জিজ্ঞাসা করি নাই; আমি জিজ্ঞাসা করিয়াছি, যে, সে কোন্ ব্যক্তি, যে যুবকদিগকে উন্নতির পথে লইয়া যাইতেছে, এবং যে সর্ব্বপ্রথমে তোমার এই নিয়মগুলিরই জ্ঞান লাভ করিয়াছে?

মেলী—এই বিচারকগণ, সোক্রাটীস।

সোক্রা—তুমি কি বলিতেছ, মেলীটস? ইঁহারা যুবকদিগকে শিক্ষা দিতে সমর্থ এবং ইঁহারা তাহাদিগের উন্নতি সাধন করিতেছেন?

মেলী—নিশ্চয়ই।

সোক্রা—ইঁহারা সকলেই? না, কেহ কেহ সমর্থ, কেহ কেহ অসমর্থ?

মেলী—সকলেই।

সোক্রা—হীরার দিব্য, তুমি বেশ বলিতেছ; তবে তো উপকারী বান্ধব খুব প্রচুরই দেখা যাইতেছে! আচ্ছা, আর একটা কথা; এই শ্রোতৃবর্গ যুবকদিগের উন্নতিসাধন করেন, কি করেন না?

মেলী—হাঁ, তাঁহারাও করেন।

সোক্রা—মন্ত্রণাসভার সদস্যগণও কি করেন?

মেলী—হাঁ, মন্ত্রণাসভার সদস্যগণও।

আত্মসমর্থন

সোক্রা—কিন্তু, ওহে মেলীটস, তবে জনসভায় অধিষ্ঠিত জনসভার সভ্যগণ অবশ্যই যুবকদিগকে বিপথগামী করিতেছেন না? অথবা তাঁহারা তাহাদিগের উন্নতি সাধন করিতেছেন?

মেলী—হাঁ, তাঁহারাও উন্নতি সাধন করিতেছেন।

সোক্রা—তাহা হইলে দেখা যাইতেছে, যে, আমি ভিন্ন আথীনীয়েরা সকলেই যুবকদিগকে সুন্দর ও মহৎ করিয়া গড়িয়া তুলিতেছে, একা আমিই তাহাদিগকে মন্দ করিতেছি। তুমি ইহাই বলিতেছ?

মেলী—হাঁ, আমি খুব দৃঢ়তাসহকারেই এইরূপ বলিতেছি।

সোক্রা—তুমি আমাকে নিতান্ত দুর্ভাগ্য বলিয়াই প্রতিপন্ন করিতেছ। আচ্ছা, আমার কথার উত্তর দাও। তোমার কি মনে হয়, যে, ঘোটক সম্বন্ধেও ঠিক এইরূপ? ঘোটকের উন্নতি সাধন করে সকল লোকেই, কিন্তু কোন একজন উহাদিগকে মন্দ করে? না, যাহা ইহার সর্ব্বথা বিপরীত, তাহাই সত্য? একজন, অথবা অল্পজন—অর্থাৎ অশ্বপালগণ ঘোটকের উন্নতি সাধনে পারদর্শী; কিন্তু বহুজনই ঘোটকের সংস্পর্শে আসিলেও ঘোটক ব্যবহার করিলে তাহাদিগের অবনতি ঘটাইয়া থাকে; মেলীটস, ঘোটক, ও অন্যান্য সমুদায় জন্তু সম্বন্ধে কি এ কথাই ঠিক নয়? নিশ্চয়ই সম্পূর্ণরূপে ঠিক, তা' তুমি ও আনুটস 'না'-ই বল বা 'হাঁ'-ই বল। যুবকদিগের সম্বন্ধে আমাদিগের সৌভাগ্য বড়ই বেশী হইত, যদি কেবল একজন তাহাদিগের অহিত করিত, এবং অপর সকলেই তাহাদিগের হিতসাধনে রত থাকিত। কিন্তু, মেলীটস, প্রকৃত কথাটা এই, যে, তুমি যথেষ্ট প্রমাণিত করিয়াছ, যে, তুমি যুবকদিগের সম্বন্ধে কখনও ভাব নাই; এবং তুমি যে-সকল অভিযোগে আমাকে বিচারালয়ে আনিয়া উপস্থিত করিয়াছ, সেই সকল বিষয়ে তুমি যে কিছুমাত্র শ্রম-স্বীকার কর নাই—তোমার সেই শ্রমবিমুখতা তুমি নিজেই জাজ্বল্যমান প্রকটিত করিয়াছ।

[ত্রয়োদশ অধ্যায়—আমি ইচ্ছাপুর্ব্বক না অনিচ্ছাপূর্ব্বক যুবকদিগকে বিপথগামী করিতেছি? যদি ইচ্ছাপুর্ব্বক হয়, তবে তো আমি নিতান্ত নির্ব্বোধ, কেন না, আমি

আমার সহচরদিগকে মন্দ করিয়া তুলিতেছি। আর আমি অনিচ্ছাকৃত অপরাধে অপরাধী হইয়া থাকিলে আমাকে বিচারালয়ে না আনিয়া সদুপদেশ দেওয়াই তোমার কর্ত্তব্য ছিল।] আত্মসমর্থ

১৩। কিন্তু, মেলীটস, জেয়ুসের দিব্য, আমাদিগকে আর একটা কথা বল দেখি, সজ্জনের সহিত বাস করা ভাল, না, অসৎ লোকের সহিত বাস করা ভাল? ওগো মহাশয়, জবাব দেও; কেন না, আমি তো তোমাকে এমন একটা কঠিন কিছু জিজ্ঞাসা করিতেছি না। অসৎ লোকে কি নিয়তই তাহাদিগের নিকটতম ব্যক্তিগণের অনিষ্ট করে না? এবং সাধুজন কি ইষ্ট করে না?

মেলী—নিশ্চয়ই।

সোক্রা—এমন কেহ আছে কি, যে নিজের সহচরদিগের দ্বারা উপকৃত না হইয়া বরং অপকৃত হইতে চায়? হে ভদ্র, উত্তর দাও। কেন না, আইন তোমাকে উত্তর দিতে আদেশ করিতেছে। এমন কেহ আছে কি, যে অপকৃত হইতে ইচ্ছা করে?

মেলী—নিশ্চয়ই নাই।

সোক্রা—বেশ কথা; এখন এস, আমি যুবকদিগকে মন্দ ও অসৎ করিয়া তুলিতেছি বলিয়া তুমি যে আমাকে এখানে টানিয়া আনিয়াছ, তা' আমি এই কাজটী ইচ্ছাপূর্ব্বক করিতেছি, কি অনিচ্ছাপূর্ব্বক করিতেছি বলিয়া আমাকে এখানে আনিয়াছ?

মেলী—ইচ্ছাপূর্ব্বক করিতেছ বলিয়াই আমি তোমাকে এখানে আনিয়াছি।

সোক্রা—সে কি কথা, মেলীটস? আমার এত বয়স হইয়াছে, তবু তুমি তোমার এই বয়সেই আমার অপেক্ষা এত অধিক বিজ্ঞ হইয়া পড়িয়াছ, যে, তুমি জানিয়াছ, অসৎ লোকে নিয়তই স্বীয় নিকট-প্রতিবেশীদিগের অনিষ্ট ও সাধুজন ইষ্ট করিয়া থাকে, আর আমিই এমন অজ্ঞানতায় ডুবিয়া রহিয়াছি, যে, আমার এইটুকু জ্ঞান নাই, যে, আমি যদি আমার সহচরগণের কাহাকেও অসাধু করিয়া তুলি, তবে তাহা দ্বারা আমারই কোন না কোনও অনিষ্ট ঘটিবে? সুতরাং তুমি বলিতেছ,

আত্মসমর্থন

আমি ইচ্ছাপূর্ব্বকই এতবড় একটা অপকর্ম্ম করিতেছি? ওহে মেলীটস, আমি তোমার এমনতর কথা বিশ্বাস করি না, এবং আমার মনে হয়, যে তুমি অপর কোন লোককেও ইহা বিশ্বাস করাইতে পারিবে না। হয় আমি যুবকদিগকে মোটেই মন্দ করিতেছি না, না হয়, যদিই বা মন্দ করি, অনিচ্ছাপূর্ব্বকই করিতেছি; সুতরাং এই উভয় স্থলেই তুমি মিথ্যাবাদী। যদি আমি অনিচ্ছাপূর্ব্বক তাহাদিগকে মন্দ করিয়া থাকি, তবে এইপ্রকার অনিচ্ছাকৃত অপরাধের জন্য তুমি যে আমাকে রাজদ্বারে উপস্থিত করিবে, এমন কোনও বিধি নাই; কিন্তু তুমি আমাকে একান্তে ডাকিয়া লইয়া গিয়া তিরস্কার করিবে ও শিক্ষা দিবে, ইহাই বিধি। কারণ, ইহা তো সুস্পষ্ট, যে, আমি অনিচ্ছাপূর্ব্বক যে দুষ্কর্ম্ম করিতেছি, দুষ্কর্ম্ম বলিয়া বুঝিতে পারিলেই তাহা হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইব। কিন্তু তুমি আমার সংস্পর্শে থাকিতে ও আমাকে শিক্ষা দিতে বিমুখ হইয়াছ; তুমি কখনও তাহা চাহ নাই; অথচ তুমি আমাকে এখানে লইয়া আসিয়াছ, যদিচ নিয়ম এই, যে, যাহাদিগের দণ্ডের প্রয়োজন, তাহারাই এখানে আনীত হইবে, কিন্তু যাহাদিগের শিক্ষার প্রয়োজন, তাহারা নহে।

[চতুর্দ্দশ অধ্যায়—অভিযোগের দ্বিতীয় ধারা এই, যে আমি নাস্তিক। তুমি কি বলিতে চাও, যে আমি কোন দেবতাই মানি না? হঁা, তাহাই বলিতেছ। তবে তুমি অভিযোগ-পত্রের বিরোধী কথা বলিতেছ, এবং বিচারপতিগণের সহিত তামাসা করিতেছ।]

১৪। কিন্তু, হে আথীনীয় নরগণ, প্রকৃত কথা এই, যে, আমি যেমন বলিয়াছি, মেলীটস এই সকল বিষয়ে কখনও অল্প বা অধিক কিছুমাত্র মনোযোগ প্রদান করে নাই। সে যাহা হউক, তুমি আমাদিগকে বল দেখি, মেলীটস, আমি কিরূপে যুবকদিগকে নষ্ট করিতেছি? অথবা তুমি যে অভিযোগ উপস্থিত করিয়াছ, তদনুসারে স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে, যে, পুরবাসীরা যে-সকল দেবতায় বিশ্বাস করে, আমি তাহাদিগকে সেই দেবগণে অবিশ্বাস ও অপর নানা নূতন দেবতায় বিশ্বাস করিতে শিক্ষা দিয়া যুবকদিগকে নষ্ট করিতেছি? তুমি

কি বলিতেছ না, যে আমি এই সমুদায় শিক্ষা দিয়া তাহাদিগকে বিপথে লইয়া যাইতেছি ? আত্মসমর্থ

মেলী—হাঁ, আমি খুব দৃঢ়তার সহিত এইরূপ বলিতেছি।

সোক্রা—তাহা হইলে, মেলীটস, যে দেবগণ সম্বন্ধে এই আলোচন. উপস্থিত হইয়াছে, তাঁহাদিগের দিব্য, তুমি আমাকে ও এই বিচারকগণকে বিষয়টা আরও স্পষ্ট করিয়া বল। কেন না, তুমি কি বলিতেছ, আমি বুঝিতে পারিতেছি না। তুমি কি বলিতে চাও, যে, আমি যুবকদিগকে কোন কোন দেবতায় বিশ্বাস করিতে শিক্ষা দিই ? তাহা হইলে তো আমি নিজে দেবগণের অস্তিত্বে বিশ্বাস করি, এবং আমি তবে একেবারে নাস্তিক নই ও আমার অপরাধটাও এজাতীয় নয়; অথবা তোমার অভিপ্রায় এই, যে, পুরবাসীরা যে-সকল দেবতায় বিশ্বাস করে, আমি তাঁহাদিগের অস্তিত্বে বিশ্বাস করি না, কিন্তু আমি অপর নানা দেবতায় বিশ্বাস করি; সুতরাং তুমি বলিতেছ, যে, আমার অপরাধ এই, যে, আমি অপর নানা দেবতায় বিশ্বাস করিতে শিক্ষা দিতেছি ? না, তুমি বলিতেছ, যে আমি দেবগণের অস্তিত্বে মোটেই বিশ্বাস করি না, এবং অপরকেও তাহাই শিক্ষা দিতেছি ?

মেলী—আমি ইহাই বলিতেছি, যে তুমি দেবগণের অস্তিত্বে একেবারেই বিশ্বাস কর না।

সোক্রা—ও বিচিত্রবুদ্ধি মেলীটস, তুমি কি উদ্দেশ্যে এরূপ বলিতেছ ? আমি কি অপর লোকের মত চন্দ্রসূর্য্যকেও দেবতা বলিয়া বিশ্বাস করি না ?

মেলী—হে বিচারপতিগণ, আমি জেয়ুসের দিব্য করিয়া বলিতেছি, সোক্রাটীস চন্দ্রসূর্য্যকে দেবতা বলিয়া বিশ্বাস করে না; কেন না, সে বলে, সূর্য্য প্রস্তর ও চন্দ্র মৃৎপিণ্ড।

সোক্রা—ও প্রিয় মেলীটস, তুমি কি ভাবিতেছ, যে, তুমি আনাক্ষাগরাসের (১০) বিরুদ্ধে অভিযোগ উপস্থিত করিয়াছ ? তুমি বিচারক-

(১০) আনাক্ষাগরাস—সপ্তম অধ্যায়।

আত্মসমর্থন

গণকে এতই অবজ্ঞা করিতেছ ও তাঁহাদিগকে এমনই নিরক্ষর ভাবিতেছ, যে, তাঁহারা জানেন না, ক্লাজমেনাই-বাসী আনাক্ষাগরাসের গ্রন্থগুলি এইপ্রকার মতে পরিপূর্ণ? আর, যুবকেরা আমার নিকটেই এইসকল শিক্ষা করিতেছে, যদিচ তাহারা অনেক সময়ে রঙ্গালয়ে বড় জোর এক ড্রাখ্মীতেই এগুলি ক্রয় করিতে পারে, (১১) এবং যদি সোক্রাটীস এগুলিকে নিজের বলিয়া প্রচার করে, তবে তাহাকে পরিহাসও করিতে পারে, বিশেষতঃ যখন মতগুলি এমনই অদ্ভুত? কিন্তু, জেয়ুসের দিব্য, তুমি কি বাস্তবিকই আমার সম্বন্ধে এই মত পোষণ কর, যে, আমি কোন দেবতার অস্তিত্বেই বিশ্বাস করি না?

মেলী—আমি জেয়ুসের দিব্য করিয়া বলিতেছি, তুমি দেবতার অস্তিত্বে মোটেই বিশ্বাস কর না।

সোক্রা—ওহে মেলীটস, তুমি বিশ্বাসের অযোগ্য; এবং আমার বোধ হয়, যে, তোমার কথা তোমার নিজের নিকটেও বিশ্বাসযোগ্য নয়। আথীনীয়-গণ, আমার এইরূপ বোধ হইতেছে, যে, মেলীটস একান্ত উদ্ধত ও উচ্ছৃঙ্খল; সে বস্তুতঃ যৌবনসুলভ ঔদ্ধত্য ও উচ্ছৃঙ্খলতা ও অবিমৃশ্যকারিতার বশবর্ত্তী হইয়াই আমার বিরুদ্ধে এই অভিযোগ উপস্থিত করিয়াছে। বোধ হইতেছে, যেন সে আমাকে পরীক্ষা করিবার জন্য একটা ধাঁধা রচনা করিয়াছে। সে যেন মনে মনে বলিতেছে, "এই জ্ঞানী সোক্রাটীস কি তবে বুঝিতে পারিবে, যে, আমি রঙ্গতামাসা করিতেছি এবং আপনি আপনার কথা খণ্ডন করিতেছি? না, আমি তাহাকে ও অন্য যাহারা আমার কথা শুনিবে, তাহাদিগকে প্রতারিত করিতে সমর্থ হইব?" আমি দেখিতে পাইতেছি, যে, মেলীটস অভিযোগে নিজেই নিজের বিপরীত কথা বলিতেছে; সে যেন বলিতেছে, "সোক্রাটীস দেবগণের অস্তিত্বে বিশ্বাস করে না, কিন্তু সোক্রাটীস দেবগণের অস্তিত্বে বিশ্বাস করে; অতএব সে অপরাধী।" কিন্তু এটা একটা পরিহাসরসিকের কথা।

(১১) এই বাক্যটী বর্ত্তমান সন্দর্ভে সর্ব্বাপেক্ষা দুরূহ; ইহার অর্থ সম্বন্ধে নানা মত আছে; আমরা এক টীকাকারের মতানুযায়ী সহজ অনুবাদ দিলাম। এক ড্রাখ্মী প্রায় দশ আনা।

[পঞ্চদশ অধ্যায়—মেলীটস বলিতেছে, যে আমি দৈবাত্ম ব্যাপারে (daimonia) বিশ্বাস করি। তাহা হইলে আমি দেবাত্মায় (daimones) বিশ্বাস করি। এখন আমি যদি দেবাত্মায় বিশ্বাস করি, তবে দেবগণেও (theoi) বিশ্বাস করি; কারণ দেব ভিন্ন দেবাত্মা থাকিতে পারে না।] আত্মসমর্থ

১৫। বন্ধুগণ, আমরা তবে একত্র বিচার করিয়া দেখি, কেন আমার নিকটে সে ইহাই বলিতেছে বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছে। মেলীটস, তুমি আমার প্রশ্নের উত্তর দাও। আর তোমরা, আমি প্রারম্ভেই যে-অনুরোধ করিয়াছি, তাহা স্মরণ রাখিও; এবং আমি যদি আমার চিরাভ্যস্ত প্রণালীতে কথা বলি, তবে আমাকে বাধা দিও না।

ওহে মেলীটস, এমন লোক কেহ আছে কি, যে মানবীয় ব্যাপারে বিশ্বাস করে, কিন্তু মানবের অস্তিত্বে বিশ্বাস করে না? বন্ধুগণ, মেলীটসকে উত্তর দিতে বল; আর তোমরা একটার পর একটা বাধা দিও না। এমন কেহ আছে কি, যে অশ্ববিষয়ক ব্যাপারে বিশ্বাস করে, কিন্তু অশ্বের অস্তিত্বে বিশ্বাস করে না? অথবা বংশীবাদনে বিশ্বাস করে, কিন্তু বংশীবাদকের অস্তিত্বে বিশ্বাস করে না? হে পুরুষোত্তম, এমন কেহই নাই। তুমি যদি উত্তর দিতে না চাও, তবে আমিই তোমাকে ও উপস্থিত আর সকলকে বলিয়া দিতেছি। কিন্তু তুমি অন্ততঃ এই পরবর্ত্তী প্রশ্নটার উত্তর দাও। এমন কেহ আছে কি, যে দৈব ব্যাপারে বিশ্বাস করে, কিন্তু দেবগণের অস্তিত্বে বিশ্বাস করে না?

মেলী—না, নাই।

সোক্রা—কত বড় অনুগ্রহই করিলে, যে, ইঁহাদের দ্বারা বাধ্য হইয়া আমার কথাটার জবাব দিলে। তুমি তবে বলিতেছ, যে, আমি দেবাত্মার অস্তিত্বে বিশ্বাস করি ও তাহাই শিক্ষা দিই, তা' সে দেবাত্মা নূতনই হউক বা পুরাতনই হউক। তোমার কথা অনুসারে আমি অন্ততঃ দেবাত্মার অস্তিত্বে বিশ্বাস করি; তুমি অভিযোগে শপথ করিয়া এইপ্রকার বলিয়াছ। কিন্তু, আমি যদি দেবাত্মার অস্তিত্বে বিশ্বাস করি, তবে ইহা একান্ত নিশ্চিত, যে, আমি দেবতার অস্তিত্বেও বিশ্বাস করি। কেমন, কথাটা

আত্মসমর্থন

ঠিক নয়? হাঁ ঠিক। তুমি যখন উত্তর দিতেছ না, তখন আমি ধরিয়া লইতেছি, যে, তুমি আমার সহিত একমত হইয়াছ। কিন্তু, আমরা কি দেবাত্মাদিগকে দেবতা, কিংবা দেবগণের সন্তান, বলিয়া মনে করি না? বল, হাঁ, কি না?

মেলী—হাঁ, নিশ্চয়ই।

সোক্রা—তাহা হইলে তুমি বলিতেছ, আমি দেবাত্মার অস্তিত্বে বিশ্বাস করি। কিন্তু যদি দেবাত্মারা একপ্রকার দেবতা হন, তবে আমি যে বলিয়াছি, যে, তুমি একটা ধাঁধা রচনা ও রঙ্গতামাসা করিতেছ, তাহা ঠিকই বলিয়াছি; কেন না, তুমি বলিতেছ, যে আমি দেবতার অস্তিত্বে বিশ্বাস করি না, অথচ পুনশ্চ দেবতার অস্তিত্বে বিশ্বাস করি, যেহেতু আমি দেবাত্মায় বিশ্বাস করি। কিন্তু যদি দেবাত্মারা দেবকন্যা কিংবা অন্য জননীর গর্ভজাত দেবগণের জারজ সন্তান হন—তাঁহারা যাহারই সন্তান হউন না কেন—তবে এমন মানুষ কে আছে, যে, দেব-সন্তানের অস্তিত্বে বিশ্বাস করে, অথচ দেবগণের অস্তিত্বে বিশ্বাস করে না? যদি কেহ অশ্ব-ও-গর্দ্দভ-শাবকের (অর্থাৎ অশ্বতরের) অস্তিত্বে বিশ্বাস করে, অথচ অশ্ব ও গর্দ্দভের অস্তিত্বে বিশ্বাস না করে, তবে তাহা যেমন অদ্ভুত, এটাও ঠিক সেইরূপ অদ্ভুত। ওহে মেলীটস, তুমি আমাকে পরীক্ষা করিবার অভিপ্রায়ে, কিংবা আমার প্রকৃত কোনও অপরাধ আবিষ্কার করিতে অসমর্থ হইয়া, এই অভিযোগ উপস্থিত করিয়াছ; ইহা ছাড়া আর কিছুই হইতে পারে না। কিন্তু, এমন কোন কৌশল নাই, যদ্দ্বারা, যে মানুষের বিন্দুমাত্রও বুদ্ধি আছে, তাহাকে তুমি বুঝাইতে পারিবে, যে, একজন দৈব ও দৈবাত্ম ব্যাপারে বিশ্বাস করে, অথচ সে দেবাত্মা ও দেবতা (ও বীরগণের) অস্তিত্বে বিশ্বাস করে না (১২)।

(১২) পাঠকগণ লক্ষ্য করিয়া দেখিবেন, যে এই অধ্যায়ে অভিযোগের দ্বিতীয় ধারার (১১শ অধ্যায়) উত্তর প্রদত্ত হয় নাই, সোক্রাটীস শুধু মেলীটসকে স্ববিরোধিতার জালে জড়িত করিয়াছেন।

আত্মসমর্থ

[ষোড়শ অধ্যায়—সুতরাং মেলীটস আপনার কথা আপনি খণ্ডন করিতেছে। কিন্তু আমি যদি দোষী সাব্যস্ত হই, তবে তাহার অভিযোগের ফলে নয়, কিন্তু আমার বিরুদ্ধে বহুকালস্থায়ী বিদ্বেষের জন্যই হইব। আমি যে-প্রকার জীবন যাপন করিয়া উপস্থিত বিপদে পতিত হইয়াছি, তজ্জন্য কিছুমাত্র লজ্জিত নই; কেন না, বীর পুরুষেরা ফলাফল উপেক্ষা করিয়া কর্ত্তব্য কর্ম্ম সম্পাদন করিয়া থাকেন।]

১৬। কিন্তু, হে আথীনীয় নরগণ, আমি যে মেলীটসের অভিযোগ-পত্র-বর্ণিত অপরাধে অপরাধী নই, তাহা প্রমাণ করিবার জন্য বাস্তবিক আমার বোধ হয় অধিক বলিবার প্রয়োজন নাই; বরং এতক্ষণ যাহা বলা হইল তাহাই যথেষ্ট। কিন্তু আমি পূর্ব্বেই তোমাদিগকে যাহা বলিয়াছি—যে, আমার বিরুদ্ধে বহুলোকের চিত্তে বিষম বিদ্বেষ সঞ্জাত হইয়াছে—তোমরা বেশ জানিও, যে, তাহা সত্য। যদি আমি অপরাধী বলিয়া পরিগণিত হই, তবে মেলীটস বা আনুটস নয়, কিন্তু ইহাই—এই বহুজনের নিন্দা ও বিদ্বেষই—আমাকে অপরাধী ধার্য্য করিবে। নিন্দা ও বিদ্বেষ অন্য কত অসংখ্য সাধু লোকেরই প্রাণ হরণ করিয়াছে, এবং আমি মনে করি, আরও করিবে; আমাতেই যে ইহার পরিসমাপ্তি হইবে, এমন আশঙ্কা নাই।

এখন, কেহ হয় তো বলিবে, "আচ্ছা, সোক্রাটীস, তোমার কি লজ্জা বোধ হইতেছে না, যে, তুমি এমন ব্যবসায়ে নিযুক্ত হইয়াছিলে, যাহাতে তোমাকে এক্ষণে মৃত্যুমুখে পতিত হইতে হইতেছে?" আমি তাহাকে ন্যায্য প্রত্যুত্তর দিতেছি,—হে ভদ্র, তুমি যদি বিবেচনা কর যে, যে-মানুষের কিছুমাত্র মূল্য আছে, তাহার পক্ষে জীবনমৃত্যুর সন্ধিস্থলে এইটী গণনা করা কর্ত্তব্য, যে, সে বাঁচিবে, না মরিবে, কিন্তু তাহার শুধু ইহাই দেখা কর্ত্তব্য নহে, যে, সে যাহা করিতেছে, তাহা ন্যায্য, কি অন্যায়, তাহা সাধুজনের কার্য্য, কি অসাধু লোকের কার্য্য, তবে তুমি সঙ্গত কথা বলিতেছ না। তোমার কথা অনুসারে, যে-সকল দেবাত্মজ বীরগণ ট্রয়ে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিয়াছিলেন, তাঁহারা সকলেই, বিশেষতঃ থেটিসনন্দন আখিলীস, মূর্খ ছিলেন। আখিলীস কলঙ্কের তুলনায়

আত্মসমর্থন

বিপদ্‌কে এমনই তুচ্ছ জ্ঞান করিতেন, যে, তিনি যখন হেক্টোরকে সংহার করিবার জন্য একান্ত আকুল হইয়া উঠিয়াছিলেন, তখন তাঁহার জননী—তিনি দেবী ছিলেন—আমার মনে হয়, এইরূপে তাঁহাকে সম্বোধন করিয়াছিলেন—"হে বৎস, যদি তুমি স্বীয় সখা পাট্রক্লসের মৃত্যুর প্রতিশোধ লও, এবং হেক্টোরকে বধ কর, তবে তুমি নিজেও মৃত্যুমুখে পতিত হইবে, কারণ, (তিনি বলিলেন) 'হেক্টোরের পরেই তোমার নিয়তি বিহিত হইয়া রহিয়াছে'।"(১৩) যখন জননী এইরূপ বলিলেন, তখন তাঁহার বাক্য শুনিয়া তিনি বিপদ্ ও মৃত্যুকে তুচ্ছ জ্ঞান করিলেন; কাপুরুষের মত জীবন ধারণ করা ও প্রিয়জনের মৃত্যুর প্রতিশোধ না লওয়াই তাঁহার নিকটে অনেক অধিক ভয়াবহ বোধ হইল; তিনি বলিলেন, "আমি পাপাচারীর দণ্ডবিধান করিয়া তৎক্ষণাৎ মরিতে চাই ;(১৪) আমি যেন অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি নৌবৃন্দ সমীপে লোকের উপহাসভাজন হইয়া ধরিত্রীর ভারস্বরূপ অবস্থান না করি।"(১৫) তুমি কি বিবেচনা কর, যে, তিনি বিপদ্ ও মৃত্যুকে গ্রাহ্য করিয়াছিলেন? হে আথীনীয় নরগণ, আমি যাহা বলিয়াছি, তাহাই সত্য। কোনও ব্যক্তি নিজে সর্ব্বোৎকৃষ্ট ভাবিয়া যেখানেই আপনাকে স্থাপন করুক না কেন, অথবা তাহার অধিনায়ক কর্ত্তৃক যেখানেই স্থাপিত হউক না কেন, আমার বিবেচনায় তাহার সেইখানে অবস্থান করিয়া বিপদের সম্মুখীন হওয়াই কর্ত্তব্য; তাহার পক্ষে কলঙ্ক ভিন্ন মৃত্যু কিংবা অপর কিছুই গণনা করা উচিত নহে।

(১৩) *The Iliad*, XVIII. 96.

(১৪) *The Iliad*, XVIII. 98.

(১৫) *The Iliad*, XVIII. 104.

আখিলীস—ট্রয়ের অবরোধে গ্রীক বাহিনীর সর্ব্বপ্রধান বীর; ইঁহার রোষই ইলিয়াডের বর্ণিতব্য বিষয়। পাট্রক্লস আখিলীসের সখা; ইনি ট্রয়ের রাজকুমার মহাবীর হেক্টোরের হস্তে নিহত হন। সখার মৃত্যুর প্রতিশোধ লইবার জন্যই আখিলীস হেক্টোরকে বধ করেন, এবং পরে হেক্টোরের ভ্রাতা পারিসের সহিত যুদ্ধে অকালে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করেন।

আত্মসমর্থন

[সপ্তদশ অধ্যায়—আমি জানি না, মৃত্যু একটা অমঙ্গল কি না; কেন না, মৃত্যু সম্বন্ধে আমার কোনই জ্ঞান নাই; কিন্তু আমি জানি, ভীরুতা ও ঈশ্বরের প্রতি অবাধ্যতা অকল্যাণের নিদান; অতএব আমি কাপুরুষতাবশতঃ ঈশ্বরের অবাধ্য না হইয়া বরং মৃত্যুকেই বরণ করিব। তোমরা যদি প্রতিশ্রুত হও, যে আমার জীবনব্রত ত্যাগ করিলে আমাকে মুক্তি দিবে, তবে আমি তোমাদিগের প্রতিশ্রুতি প্রত্যাখ্যান করিব।]

১৭। হে আথেন্সবাসিগণ, আমি তবে একটা অদ্ভুত কর্ম্মই করিতাম—যে, তোমরা আমাদিগকে পরিচালিত করিবার জন্য যাঁহা-দিগকে নায়ক নির্ব্বাচন করিয়াছিলে, তাঁহারা পটাইডাইয়া, আম্ফিপলিস ও ডীলিয়নে আমাকে যখন যে স্থানে স্থাপন করিয়াছিলেন, আমি মৃত্যুর সম্ভাবনা ঘটিলেও অপর সকলের ন্যায় তখন সেই স্থানেই অবস্থান করিয়াছিলাম; অথচ যখন আমি বুঝিয়াছিলাম ও বিশ্বাস করিয়াছিলাম, যে, ঈশ্বর আমাকে জ্ঞানান্বেষণে এবং আপনার ও অপরের পরীক্ষায় জীবন যাপন করিতে নিয়োগ করিয়াছেন, তখন যদি আমি মৃত্যু কিংবা এই প্রকার অন্য কিছুর ভয়ে ভীত হইয়া আমার জীবন-ব্রত ত্যাগ করিতাম। এটা একটা অদ্ভুত ব্যাপারই হইত; এবং তখন বস্তুতঃ ন্যায়সঙ্গতরূপেই কেহ আমাকে এইজন্য ধর্ম্মাধিকরণে লইয়া আসিতে পারিত, যে, আমি দেবগণের অস্তিত্বে বিশ্বাস করি না, যেহেতু, আমি দৈববাণী অগ্রাহ্য করিয়াছি, মৃত্যু-ভয়ে ভীত হইয়াছি, এবং জ্ঞানী না হইয়াও আপনাকে জ্ঞানী বলিয়া বিবেচনা করিতেছি। কেন না, হে বন্ধুগণ, মৃত্যুকে ভয় করা, জ্ঞানী না হইয়াও আপনাকে জ্ঞানী বিবেচনা করা—ইহা ছাড়া আর কিছুই নয়; যেহেতু, মৃত্যুভয়ের অর্থই এই, যে, আমরা যাহা জানি না, তাহাই জানি বলিয়া বিবেচনা করি। কারণ, মৃত্যু মানবের পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা মহিষ্ঠ কল্যাণ কি না, তাহা কেহই জানে না; অথচ লোকে যেন উহা সম্যক্ অবগত আছে, এই ভাবিয়া উহাকে সর্ব্বপ্রধান অমঙ্গলরূপে ভয় করে। ইহা কি সেই নিতান্ত লজ্জাজনক অজ্ঞানতা নয়, যে অজ্ঞানতাবশতঃ আমরা যাহা জানি না, তাহাও জানি বলিয়া ভাবিয়া থাকি? বন্ধুগণ, এক্ষেত্রেও হয় তো জনসাধারণের সহিত

আত্মসমর্থন

আমার এইটুকু পার্থক্য আছে ; এবং যদি আমি তাহাদিগের অপেক্ষা অধিকতর জ্ঞানী বলিয়া প্রতীয়মান হই, তবে তাহা এই জন্য, যে, আমি যখন পরলোক সম্বন্ধে স্পষ্ট কিছুই জানি না, তখন আমি মনেও করিও না, যে, আমি জানি। কিন্তু আমি জানি, যে, অন্যায়াচরণ করা ও যিনি আমা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ—তিনি দেবতাই হউন বা মানুষই হউন—তাঁহার অবাধ্য হওয়া অকল্যাণকর ও ঘৃণার্হ। আমি যেগুলি অকল্যাণ বলিয়া জানি, সেগুলির জন্য, যে-সকল বিষয় কল্যাণ কি না জানি না, তাহা কখনই ভয় করিব না, বা পরিহার করিতে প্রয়াসী হইব না। সুতরাং তোমরা যদি এক্ষণে আনুটসের যুক্তিতে কর্ণপাত না করিয়া আমাকে ছাড়িয়া দাও,—সে বলিয়াছে, যে, হয় আমাকে মূলেই এখানে আনয়ন করা উচিত হয় নাই, না হয়, যখন আমাকে বিচারালয়ে উপস্থিত করা হইয়াছে, তখন আমাকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করাই কর্ত্তব্য ; সে তোমাদিগকে বলিতেছে, যে, যদি আমি অব্যাহতি পাই, তাহা হইলে তোমাদিগের পুত্রগণ সকলেই সোক্রাটীস যাহা শিক্ষা দিতেছে তাহাতে নিরত হইয়া সর্ব্বতোভাবে বিপথগামী হইবে—তোমরা যদি এই হেতু আমাকে বলিতে, "ওহে সোক্রাটীস, এবার আমরা আনুটসের কথায় কর্ণপাত করিব না ; এবার তোমাকে আমরা নিষ্কৃতি দিব ; কিন্তু তোমাকে এই অঙ্গীকার করিতে হইবে, যে, তুমি এই প্রকার অনুসন্ধান ও জ্ঞানান্বেষণে আর কালাতিপাত করিবে না ; যদি তুমি আবার এই কাজ করিয়া ধরা পড়, তবে তুমি প্রাণ হারাইবে।" আমি যেমন বলিলাম, যদি তোমরা এই নিয়মে আমাকে ছাড়িয়া দিতে চাহিতে, তবে আমি তোমাদিগকে বলিতাম, "হে আথীনীয়গণ, আমি তোমাদিগকে শ্রদ্ধা করি ও ভালবাসি ; কিন্তু আমি তোমাদিগের অপেক্ষা বরং ঈশ্বরেরই অনুগামী হইব ; যতদিন আমার নিঃশ্বাস বহিবে ও দেহে সামর্থ্য থাকিবে, ততদিন আমি জ্ঞানান্বেষণ হইতে এবং তোমাদিগকে শিক্ষাদান ও সৎপথ প্রদর্শন করিতে বিরত হইব না ; যখনই তোমাদিগের কাহারও সহিত আমার সাক্ষাৎ হইবে, তাহাকে আমার চিরাভ্যস্ত ভাবে আমি বলিব, 'হে পুরুষোত্তম, তুমি আথীনীয় ; যে পুরী মহত্তম, যে পুরী

জ্ঞান ও বীর্য্যের জন্য সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ও সুবিখ্যাত, তুমি তাহার অধিবাসী; তোমার কি লজ্জা হইতেছে না, যে তোমার ঐশ্বর্য্য কিসে পরিপূর্ণ হইবে, এবং মান ও খ্যাতি বর্দ্ধিত হইবে, তাহার জন্য তুমি এত শ্রম করিতেছ? তুমি কি জ্ঞানের জন্য, সত্যের জন্য, কিরূপে আত্মা পূর্ণতা লাভ করিতে পারে, তাহার জন্য, যত্নবান্ হইবে না, বা তাহাতে মনোনিবেশ করিবে না?' যদি তোমাদিগের মধ্যে কেহ আমার সহিত তর্কে প্রবৃত্ত হয় এবং বলে, যে, সে এইসকল বিষয়ে যত্নবান্, তবে আমি তাহাকে তৎক্ষণাৎ ছাড়িব না, কিংবা চলিয়া যাইব না; কিন্তু আমি তাহাকে প্রশ্ন করিব, পরীক্ষা করিব ও তাহার বাক্য খণ্ডন করিব; এবং যদি আমার বোধ হয়, যে, তাহার গুণ নাই, অথচ সে বলে যে আছে, তবে তাহাকে আমি এই বলিয়া তিরস্কার করিব, যে, সে যাহা সর্ব্বাপেক্ষা মূল্যবান্ তাহাকেই অল্পমূল্য, ও যাহা অপেক্ষাকৃত তুচ্ছ তাহাকেই বহুমূল্য জ্ঞান করিয়াছে।" যুবক ও বৃদ্ধ, বিদেশী ও স্বপুরবাসী, যাহারই সহিত আমার সাক্ষাৎ হউক না কেন, তাহার প্রতিই আমি এইরূপ করিব, বিশেষতঃ স্বপুরবাসীদিগের প্রতি; কেন না, তাহারা জন্মাবধি আমার অধিকতর নিকটবর্ত্তী। কারণ, তোমরা বেশ জানিও, ঈশ্বর আমাকে এইরূপ আদেশ করিতেছেন; এবং আমি বিবেচনা করি, যে, এই পুরীতে তোমাদিগের পক্ষে আমার ঈশ্বর-সেবার অপেক্ষা মহত্তর সৌভাগ্য আর ঘটে নাই। কেন না, আমি আর কিছুই না করিয়া শুধু সর্ব্বত্র যাতায়াত করিতেছি, এবং যুবক ও বৃদ্ধ সকলকেই বুঝাইতে চাহিতেছি, যে তোমরা অগ্রেই দেহের জন্য, অর্থের জন্য এত ভাবিও না, এমন ব্যস্ত হইয়া খাটিয়া মরিও না; কিন্তু আত্মা যাহাতে পূর্ণতা লাভ করিতে পারে, তাহারই জন্য যত্নশীল হও; আমি বলিতেছি, অর্থ হইতে ধর্ম্ম উদ্ভূত হয় না, কিন্তু ধর্ম্ম হইতেই অর্থ ও মানবের স্বকীয় ও রাষ্ট্রীয় অপর যাবতীয় শুভ প্রসূত হইয়া থাকে। যদি আমি এই সমুদায় শিক্ষা দিয়া যুবকদিগকে বিপথগামী করিয়া থাকি, তবে তাহা নিশ্চয়ই অহিতকর হইয়াছে; কিন্তু যদি কেহ বলে, যে, আমি ইহা ছাড়া আর কিছু শিক্ষা দিতেছি, তবে সে অলীক কথা বলিতেছে।

আত্মসমর্থন

অতএব, হে আথীনীয়গণ, আমি বলিতেছি, তোমরা আনুটসের কথামত কার্য্য কর, বা কার্য্য করিও না ; আমাকে নিষ্কৃতি দেও, কিম্বা নিষ্কৃতি দিও না ; কিন্তু যদি বা আমাকে সহস্রবারও মরিতে হয়, তথাপি আমি আমার জীবন-ব্রত কখনই পরিবর্ত্তন করিব না।

[অষ্টাদশ অধ্যায় – তোমরা যদি আমাকে বধ কর, তবে আমার অপেক্ষা তোমাদিগেরই গুরুতর অনিষ্ট হইবে। অশ্বকে জাগাইবার জন্য যেমন দংশের প্রয়োজন, তেমনি তোমাদিগকে জাগাইবার জন্য ঈশ্বর আমাকে প্রেরণ করিয়াছেন। আমার জীবন-ব্রত যে ঈশ্বরাদিষ্ট, আমার নিষ্কাম পরিচর্য্যাই তাহার সাক্ষ্য দান করিতেছে।]

১৮। হে আথীনীয় নরগণ, আমাকে বাধা দিও না। আমি তোমাদিগের নিকটে যে ভিক্ষা চাহিয়াছি, তাহা স্মরণ রাখ, এবং আমি যাহা বলিতেছি, তাহাতে বাধা না দিয়া আমার কথাগুলি শুন, কেন না, আমি বিবেচনা করি, শুনিলে তোমাদিগের উপকার হইবে। আমি তোমাদিগকে অন্য এমন কিছু বলিতে যাইতেছি, যাহা শুনিয়া তোমরা হয় তো চীৎকার করিয়া উঠিবে ; কিন্তু তাহা কদাপি করিও না। আমি যেমন, তাহা তো তোমাদিগকে বলিলাম ; এখন, বেশ জানিও, তোমরা যদি আমাকে বধ কর, তবে আমার অপেক্ষা তোমরা নিজেদেরই গুরুতর অনিষ্ট করিবে। কারণ, মেলীটস বা আনুটস আমার কোনই ক্ষতি করিতে পারিবে না, কেন না, ইহা তাহাদিগের সাধ্যায়ত্ত নহে ; যেহেতু, আমি বিশ্বাস করি, যে, অধম ব্যক্তি দ্বারা শ্রেষ্ঠজনের অনিষ্ট সাধিত হইবে, ইহা ঈশ্বরের বিধিই নয়। অবশ্য সে হয় তো আমাকে হত্যা করিতে পারে, অথবা নির্ব্বাসিত করিতে পারে, কিম্বা রাষ্ট্রীয় অধিকারে বঞ্চিত করিতে পারে ; সে ও অন্য অনেকে হয় তো এগুলিকে ভয়ঙ্কর অমঙ্গল বলিয়া বিবেচনা করে ; আমি কিন্তু তাহা করি না ; আমি মনে করি, সে এক্ষণে যাহা করিতে যাইতেছে তাহা—অর্থাৎ কোন লোককে অন্যায়মত বধ করিবার চেষ্টাই—বহুগুণে গুরুতর অকল্যাণ। এক্ষণে, হে আথীনীয় নরগণ, কেহ কেহ ভাবিতে পারে, যে, আমি আমার আত্মসমর্থনের উদ্দেশ্যেই এই সকল কথা বলিতেছি ; কিন্তু আমি তাহা

আত্মসমর্থন

মোটেই করিতেছি না; আমি তোমাদিগের জন্যই এত কথা বলিতেছি। তোমরা আমাকে দোষীর মত দণ্ড দিয়া, ঈশ্বর তোমাদিগকে এই যে বর প্রদান করিয়াছেন, তদ্বিষয়ে প্রমাদে পতিত হইও না। কারণ, তোমরা যদি আমাকে প্রাণে বধ কর, তবে সহজে এমন অন্য একজন পাইবে না, যে—একটা হাস্যজনক উপমা ব্যবহার করিয়া বলা যাইতে পারে,—যে বিশালবপুঃ ও তেজস্বী অশ্ব স্বীয় দেহের বিশালতাবশতঃ কিঞ্চিৎ অলসপ্রকৃতি হইয়া পড়িয়াছে, তাহাকে জাগ্রত করিবার জন্য যেমন দংশের প্রয়োজন, তেমনি এই পুরীকে দংশন করিবার প্রভিপ্রায়ে সত্যই ঈশ্বর কর্ত্তৃক নিয়োজিত হইয়াছে। আমার মনে হয়, এই পুরীকে আক্রমণ করিবার জন্য ঈশ্বর আমাকে এইপ্রকার একটা দংশরূপে প্রেরণ করিয়াছেন; কারণ, আমি সমস্ত দিন সর্ব্বত্র তোমাদিগের উপরে উৎপতিত হইয়া এক এক করিয়া প্রত্যেককে জাগাইতেছি, উপদেশ দিতেছি, তিরস্কার করিতেছি; এই কর্ম্মে আমার কদাচ নিবৃত্তি নাই। বন্ধুগণ, তোমাদিগের পক্ষে সহজে এমন অন্য কেহ মিলিবে না; তোমরা যদি আমার কথা শুনিতে, তবে আমাকে অব্যাহতি দিতে। সুপ্ত ব্যক্তিদিগকে জাগাইয়া দিলে তাহারা যেমন ক্রুদ্ধ হয়, তোমরাও হয় তো সেইরূপ ক্রুদ্ধ হইয়াছ; আনুটসের কথানুসারে কার্য্য করিলে তোমরা অবশ্য আমাকে প্রহার করিতে পার, অনায়াসে মারিয়া ফেলিতেও পার; এইরূপে, যদি ঈশ্বর তোমাদিগকে দয়া করিয়া আমার স্থলে আর কাহাকেও প্রেরণ না করেন, তবে অতঃপর অবশিষ্ট জীবনকাল তোমরা নিদ্রাতেই যাপন করিতে পারিবে। আমি যে প্রকার, ঈশ্বরই যে আমাকে সেই প্রকার করিয়া এই পুরীকে দান করিয়াছেন, তাহা তোমরা ইহা হইতেই বুঝিতে পারিবে। আমি এতবৎসর ধরিয়া আমার যাবতীয় বৈষয়িক ব্যাপারে উপেক্ষা করিয়া আসিতেছি ও সমুদায় গৃহস্থালীর কর্ম্মে অযত্ন হইতেছে, তাহা সহ্য করিয়াও নিয়ত তোমাদিগকে লইয়া ব্যাপৃত রহিয়াছি; এবং পিতা বা জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার ন্যায় ব্যক্তিগতভাবে প্রতিজনের নিকটে যাইয়া ধর্ম্মোপার্জ্জনে যত্নশীল হইবার জন্য উপদেশ দিতেছি;—ইহা কখনই মানবপ্রকৃতির নিয়ম বলিয়া বোধ হয় না। আমি যদি এরূপ করিয়া

আত্মসমর্থন

কাহারও নিকট হইতে কিছু লাভ করিতাম, কিংবা এই সকল উপদেশ দিয়া বেতন লইতাম, তবে ইহার কারণ বুঝা যাইত। কিন্তু, এক্ষণে তোমরা নিজেরাই দেখিতে পাইতেছ, যে, যদিচ প্রতিপক্ষ নির্লজ্জের মত আমার বিরুদ্ধে কতই অভিযোগ উপস্থিত করিয়াছে, তথাপি তাহাদিগের নির্লজ্জতা এতদূর যাইয়া পঁহুছিতে পারে নাই, যে, তাহারা বলিবে এবং সাক্ষ্য উপস্থিত করিবে, যে, আমি কখনও বেতন চাহিয়াছি বা গ্রহণ করিয়াছি। আমি যাহা বলিতেছি, তাহা যে সত্য, আমি বোধ করি আমার দারিদ্র্যই তাহার যথোচিত সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে।

[উনবিংশ অধ্যায়—আমি কেন রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে লিপ্ত হই নাই? দৈববাণী আমাকে নিষেধ করিয়াছে। কোন সৎ লোকই রাষ্ট্রীয় কর্ম্মে ব্যাপৃত হইয়া দীর্ঘ কাল জীবন রক্ষা করিতে পারে না।]

১৯। হয় তো তোমাদের নিকটে ইহা আশ্চর্য্য বলিয়া প্রতীয়মান হইতে পারে, যে, আমি যদিচ ব্যক্তিগতভাবে সর্ব্বত্র যাতায়াত করিয়া উপদেশ দিতেছি ও বহুবিষয়েই ব্যাপৃত রহিয়াছি, তথাপি আমি রাষ্ট্রীয় প্রয়োজনে জনসভায় গমন করিয়া তোমাদিগের সহিত রাজ্য-সংরক্ষণ সম্বন্ধে মন্ত্রণা করিতে সাহসী হইতেছি না। ইহার কারণ কি, তাহা তোমরা বহুবার বহুস্থলে আমাকে বলিতে শুনিয়াছ; কারণটী এই— আমি ঈশ্বরসন্নিধানে এক দৈব ইঙ্গিত প্রাপ্ত হইয়াছি; মেলীটস পরিহাস করিয়া অভিযোগ-পত্রে ইহারই উল্লেখ করিয়াছে। আমি বাল্যাবধি এই ইঙ্গিত পাইতেছি; ইহা একপ্রকার বাণী; আমি যখনই এই বাণী শুনিতে পাই, তখনই, আমি যাহা করিতে যাইতেছি, তাহা হইতে ইহা আমাকে নিবৃত্ত করে; কিন্তু ইহা কখনও আমাকে কোনও কর্ম্মে নিয়োগ করে না। এই বাণীই আমাকে রাষ্ট্রীয় কর্ম্ম করিতে নিষেধ করিয়াছে; এবং আমার বোধ হয়, নিষেধ করিয়া অতি উত্তম কর্ম্মই করিয়াছে। কারণ, হে আথীনীয় জনগণ, তোমরা বেশ জান, যে, আমি যদি রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে ব্যাপৃত হইতাম, তবে অনেক দিন পূর্ব্বেই প্রাণ হারাইতাম, এবং তোমাদিগের বা আমার নিজের কোনই হিত সাধন করিতে

পারিতাম না। আমি সত্য কথা বলিতেছি বলিয়া আমার প্রতি ক্রুদ্ধ হইও না। এমন কোন লোক নাই, যে, কি তোমাদিগের, কি অন্য গণতন্ত্রে, রাষ্ট্রমধ্যে যে বহু অন্যায় ও অবৈধ কর্ম্ম অনুষ্ঠিত হইতেছে, দৃঢ়ভাবে তাহার প্রতিবাদ ও প্রতিরোধ করিয়াও নিরাপদ থাকিতে পারে। যে ব্যক্তি বাস্তবিক ন্যায়ের জন্য সংগ্রাম করিতেছে, সে যদি অল্পকালের জন্যও প্রাণ রক্ষা করিতে চাহে, তবে তাহাকে অগত্যা রাষ্ট্রীয় ব্যাপারের সংস্রব ত্যাগ করিয়া ব্যক্তিগতভাবেই কার্য্য করিতে হইবে।

আত্মসমর্থন

[বিংশ অধ্যায়—আমি দুইবার—আর্গিনুসাইর যুদ্ধের পরে ও ত্রিংশন্নায়কের শাসন-কালে—ন্যায়ের পক্ষে দণ্ডায়মান হইয়া জীবন বিসর্জ্জন করিতে উদ্যত হইয়াছিলাম, তথাপি প্রাণের মমতায় অন্যায়াচরণে সম্মতি দিই নাই।]

২০। আমি যাহা বলিলাম, তোমাদিগের নিকটে তাহার অকাট্য প্রমাণ—বাক্যের প্রমাণ নয়, কিন্তু তোমরা যাহাকে আদর করিয়া থাক, সেই কার্য্যের প্রমাণ উপস্থিত করিতেছি। তবে শুন, আমার জীবনে কি কি ঘটনা ঘটিয়াছে; তাহা হইলে তোমরা জানিতে পারিবে, যে এমন একজনও নাই, যাহার নিকটে আমি মৃত্যু-ভয়ে অন্যায় কর্ম্ম করিতে সম্মত হইব; আমি বরং এমত আদেশ অগ্রাহ্য করিয়া অচিরাৎ মৃত্যুকেই আলিঙ্গন করিব। আমি যাহা বলিতে যাইতেছি, তাহা একটা চলিত কথা এবং উহাতে আদালতের গন্ধ আছে, কিন্তু কথাটা সত্য। হে আথীনীয়গণ, আমি এই পুরীতে আর কোনও পদ লাভ করি নাই, শুধু মন্ত্রণাসভার সদস্য নিযুক্ত হইয়াছিলাম। তখন আমাদিগের (আন্টিঅখিস) শাখা অধিনায়কত্বে প্রতিষ্ঠিত ছিল,(১৬)—যখন, যে দশজন সেনাপতি আর্গিনুসাইর নৌযুদ্ধে(১৭) স্বীয় সেনাদিগকে উদ্ধার করেন নাই,

(১৬) প্রথম খণ্ড, ৩৩ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

(১৭) প্রথম খণ্ড, ৪৫২ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

এই যুদ্ধে আথীনীয় নৌবাহিনী স্পার্টার নৌবাহিনীকে পরাজিত করে; কিন্তু সেনাপতিগণ দৈব দুর্য্যোগবশতঃ, কিংবা অন্য কারণে, যুদ্ধের পরে নিমজ্জনোন্মুখ কতকগুলি

আত্মসমর্থন

তোমরা অবৈধরূপে একযোগে তাঁহাদিগের বিচার করিতে চাহিয়াছিলে; কাজটী যে নিয়মবিরুদ্ধ, তাহা পরবর্ত্তীকালে তোমরা সকলেই বুঝিতে পারিয়াছিলে।(১৮) সেই সময়ে অধিনায়কগণের মধ্যে আমি একাকী এই অবৈধ কার্য্যের প্রতিবাদ ও ইহার বিরুদ্ধে মত প্রদান করিয়াছিলাম। বক্তারা তখন আমাকে পদচ্যুত ও কারারুদ্ধ করিতে উদ্যত হইয়াছিল, এবং তোমরা চীৎকার করিতেছিলে ও আমাকে তোমাদিগের মতে মত দিতে আদেশ করিতেছিলে; কিন্তু আমি ভাবিয়াছিলাম, যে কারাগার বা মৃত্যুর ভয়ে তোমাদিগের সহিত অন্যায় কার্য্যের প্রস্তাবে মত দেওয়া অপেক্ষা ন্যায় ও নিয়মের জন্য বিপদ্‌কে আলিঙ্গন করাই শ্রেয়ঃ। যখন পুরীতে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত ছিল, তখন এই ঘটনা ঘটে। পরে যখন স্বল্পনায়ক-তন্ত্র (Oligarchy) স্থাপিত হয়, তখন ত্রিংশন্নায়ক(১৯) আমাকে ও অপর চারিজনকে গোলগৃহে (২০) ডাকিয়া পাঠাইয়া আদেশ করেন, যে, আমাদিগকে সালামিস হইতে সালামিস-বাসী লেওনকে আনয়ন করিতে

পোতের নাবিকদিগকে অপমৃত্যু হইতে রক্ষা করিতে পারেন নাই। ইহাতে আথেন্সে বিষম উত্তেজনার সঞ্চার হয়; কারণ আথীনীয়েরা আপাটোরিয়া পর্ব্বের দিন (প্রথম খণ্ড, ২১২ পৃষ্ঠা) এই দুঃসংবাদ শ্রবণ করে; তাহারা আনন্দোৎসবে প্রিয়জনের প্রত্যাগমনের প্রতীক্ষা করিতেছিল, সুতরাং অকস্মাৎ হতাশ ও শোকে মুহ্যমান হইয়া তাহারা যে অবৈধরূপে বিজয়ী সেনাপতিদিগকে দণ্ড দান করিবে, তাহা বিচিত্র নয়। এক জনের যুদ্ধে মৃত্যু হইয়াছিল; অপর এক জন যুদ্ধে উপস্থিত ছিলেন না; অবশিষ্ট আট জনের মধ্যে দুই জন বিচারার্থ আথেন্সে ফিরিয়া যাইতে অস্বীকার করেন; ছয় জন বিচারান্তে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হন।

(১৮) কালিক্সেনস প্রস্তাব করেন, যে সেনাপতিগণের এক সঙ্গে বিচার হউক, কিন্তু 'কানোনসের বিধান,' অনুসারে প্রত্যেক অপরাধীর স্বতন্ত্র বিচার হওয়াই নিয়ম। সোক্রাটীস এই দিন 'অধ্যক্ষ' (প্রথম খণ্ড, ৩৩ পৃষ্ঠা) ছিলেন। তিনি এই অবৈধ প্রস্তাব সম্বন্ধে জনসভার মত গ্রহণ করিতে অস্বীকৃত হন।

জেনফোন লিখিয়াছেন, যে পরবর্ত্তীকালে আথীনীয়েরা কালিক্সেনসকে প্রায়োপবেশনে প্রাণ ত্যাগ করিতে বাধ্য করিয়াছিল। (Hellenica, I.7)।

(১৯) প্রথম খণ্ড, ৪৫৩ পৃষ্ঠা।

(২০) প্রথম খণ্ড, ৪১৯ পৃষ্ঠা।

আত্মসমর্থন

হইবে; অভিপ্রায় এই, যে তাঁহারা তাহাকে হত্যা করিবেন। তাঁহারা অপর বহু লোককে এই প্রকার অনেক আদেশ করিতেন; অভিসন্ধিটা এই ছিল, যে, তাহা হইলে যতদূর সম্ভব বহুসংখ্যক লোক তাঁহাদিগের অপকর্ম্মে জড়িত হইয়া পড়িবে। কিন্তু তখন আমি বাক্যে নয়, অপিচ কার্য্য দ্বারা দেখাইয়াছিলাম, যে, আমি (যদি একটা গ্রাম্য কথা বলা যায়) মৃত্যুকে এতটুকুও গ্রাহ্য করি না, কিন্তু অন্যায় ও অপবিত্র কার্য্যকে বিশ্বসংসারে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক গ্রাহ্য করিয়া থাকি। সেই শাসনকর্ত্তৃগণ এত ক্ষমতাশালী হইয়াও আমাকে ভীতিপ্রদর্শন করিয়া এমত কাতর করিতে পারেন নাই, যে, আমি অন্যায় করিতে প্রবৃত্ত হইব; কিন্তু যখন আমরা গোলগৃহ হইতে বাহির হইলাম, তখন ঐ চারিজন সালামিসে যাইয়া লেওনকে লইয়া আসিল, আর আমি ঐ স্থান ত্যাগ করিয়া গৃহে প্রত্যাগমন করিলাম। যদি ত্রিংশন্নায়কের শাসন অচিরে অবসান না হইত, তবে আমি হয় তো এই জন্য প্রাণ হারাইতাম। এই সকল বিষয়ে তোমরা অনেক সাক্ষী পাইবে।

[একবিংশ অধ্যায়—আমি কখনও কাহাকেও জ্ঞান শিক্ষা দিই নাই, এবং যাহারা আমার সহিত আলাপ করিয়াছে, তাহাদিগের চরিত্রের জন্যও দায়ী নই।]

২১। এখন, তোমরা কি মনে কর, যে, আমি যদি রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে লিপ্ত হইতাম, সাধুজনের মত ন্যায়ধর্ম্মের সহায়তা করিতাম, এবং সকলেরই যেমন কর্ত্তব্য, তেমনি এই প্রকার সহায়তা করা সর্ব্বোপরি শ্রেয়ঃ বলিয়া মানিয়া লইতাম, তবে আমি এত বৎসর বাঁচিয়া থাকিতে পারিতাম? আথেন্সবাসিগণ, নিশ্চয়ই নয়; না, অন্য কোন লোকও পারিত না। কিন্তু আমি সারা জীবন, কি রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে, কি নিজের গৃহস্থালীতে, যাহা কিছু করিয়াছি, তাহাতে তোমরা আমাকে এইরূপই দেখিতে পাইয়াছ, যে, আমি ন্যায়ধর্ম্ম উলঙ্ঘন করিয়া কখনও কাহারও নিকটে অবনত হই নাই; অপরের নিকটেও নহে; আর আমার নিন্দুকেরা যাহাদিগকে আমার শিষ্য বলিয়া অপবাদ রাষ্ট্র করিয়াছে, তাহাদিগের নিকটেও নহে। আমি কিন্তু কখনও কাহারও গুরু হইয়া

আত্মসমর্থন

বসি নাই। যদি কেহ আমার কথা ও আমার জীবনব্রতের বার্ত্তা শুনিতে চাহে, সে যুবকই হউক বা বৃদ্ধই হউক, আমি কখনও তাহাকে বঞ্চিত করি নাই; আমি যে অর্থ পাইলে আলাপ করি ও অর্থ না পাইলে আলাপ করি না, তাহাও নহে; কিন্তু আমি সমভাবে ধনী ও দরিদ্র সকলকেই আমাকে জিজ্ঞাসা করিবার অধিকার দিয়াছি; এবং যে-কেহ আমার কথা শুনিতে ও আমার প্রশ্নের উত্তর দিতে চায়, আমি তাহাকেই জিজ্ঞাসা করিতে প্রস্তুত আছি। এই সকল লোকের মধ্যে যদি কেহ ভাল হয়, বা ভাল না হয়, তবে ন্যায়তঃ আমি তাহার কারণ বলিয়া গণ্য হইতে পারি না; কেন না, আমি কখনও কাহাকেও কোনও প্রকার জ্ঞান শিক্ষা দিই নাই, বা শিক্ষা দিতে প্রতিশ্রুতও হই নাই। যদি কেহ বলে, যে, সে কখনও আমার নিকটে কিছু শিক্ষা করিয়াছে, বা সে একাকী গোপনে আমার নিকটে এমন কিছু শুনিয়াছে, যাহা অপর সকলেই শুনে নাই, তবে তোমরা বেশ জানিও, যে, সে সত্য কথা বলিতেছে না।

[দ্বাবিংশ অধ্যায়—আমি যদি যুবকগণকে বিপথগামী করিয়া থাকি, তবে তাহারা কিংবা তাহাদিগের আত্মীয়স্বজন আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ করিতেছে না কেন? আমার যুবক সহচরদিগের আত্মীয়বর্গ অনেকে এখানে উপস্থিত আছে; তাহারা বরং আমাকে সাহায্য করিতেই প্রস্তুত।]

২২। তবে কেন লোকে দীর্ঘকাল আমার সহবাসে যাপন করিয়া আনন্দ লাভ করে? আথীনীয়গণ, তোমরা তাহা শুনিয়াছ। আমি তোমাদিগকে সমস্তই সত্য বলিয়াছি। কারণটী এই, যে, যাহারা আপনাদিগকে জ্ঞানী বলিয়া বিবেচনা করে, কিন্তু জ্ঞানী নয়, তাহাদিগকে আমি যে পরীক্ষা করি, তাহা শুনিয়া তাহারা আনন্দ সম্ভোগ করে; কেন না, ব্যাপারটা অমনোরম নয়। আমি বলিতেছি, যে, দৈববাণী, স্বপ্ন ও অন্য যত উপায়ে ঈশ্বরের বিধান মানবের নিকটে প্রকাশিত হয়,—সর্ব্বপ্রকারেই ঈশ্বর আমাকে এই কার্য্য করিতে আদেশ করিয়াছেন। হে আথীনীয়গণ, ইহাই সত্য; সত্য কি না, তাহার পরীক্ষাও সহজ।

আত্মসমর্থন

কারণ, আমি ইতোমধ্যেই যুবকদিগের অনেককে বিপথগামী করিয়াছি ও অনেককে বিপথগামী করিতেছি, ইহা যদি সত্য হইত, তবে নিশ্চয়ই তাহাদিগের মধ্যে কেহ কেহ বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গেই বুঝিতে পারিত, যে, আমি যৌবনকালে তাহাদিগকে অসদুপদেশ দিয়াছি; এবং তাহারা এক্ষণে বিচারালয়ে আসিয়া আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ করিত ও প্রতিশোধ লইত। আর, যদি তাহারা এইরূপ করিতে অনিচ্ছুক হইত, তবে তাহাদিগের আত্মীয়বর্গের মধ্যে কেহ না কেহ—তাহাদিগের পিতা বা ভ্রাতা বা অপর কোনও স্বগণ—আমি যদি তাহাদিগের কোনও অনিষ্ট করিতাম, এক্ষণে তাহা স্মরণ করিত ও প্রতিশোধ লইত। বস্তুতঃ তাহারা অনেকে এখানে উপস্থিত আছে, আমি তাহাদিগকে দেখিতে পাইতেছি। প্রথমতঃ আমার সগোত্র ও সমবয়সী, ক্রিটবৌলসের পিতা ক্রিটোন এখানে উপস্থিত; তৎপরে স্ফীট্টস-বাসী লুসানিয়াস—সে আইস্খিনিয়াসের পিতা; এবং এাপগেনীসের পিতা কীফিসস-বাসী আন্টিফোনও এখানে বর্ত্তমান। তার পর এখানে এমন অনেকে উপস্থিত আছে, যাহাদিগের ভ্রাতারা আমার সহবাসে কালযাপন করিয়াছে। থেয়জটিডীসের পুত্র, থেয়ডটসের ভ্রাতা নিকষ্ট্রাটস (থেয়ডটসের মৃত্যু হইয়াছে, সুতরাং সে অবশ্যই নিকষ্ট্রাটসকে নীরব থাকিতে উপরোধ করে নাই) এবং ডীমডকসের পুত্র এই পারালাস; থেয়াগীস তাহার ভ্রাতা ছিল; এবং আরিষ্টোনের পুত্র এই আডাইমাণ্টস্; তাহার ভ্রাতা প্লাটোন্ (Plato) এখানে উপস্থিত; এবং আইআণ্টডোরস; তাহার ভ্রাতা এই আপল্লডোরস।(১৯) আমি তোমাদিগের নিকটে আরও অনেকের নাম করিতে পারি। মেলীটসের একান্ত কর্ত্তব্য ছিল, যে, নিজের বক্তৃতার কালে সে তাহাদিগের মধ্যে কাহাকে কাহাকেও সাক্ষ্যপ্রদানের জন্য আহ্বান করে। কিন্তু তখন যদি সে আহ্বান করিতে

(১৯) পাঠকগণ লক্ষ্য করিয়া দেখিবেন, যে সোক্রাটীস, থেয়ডটস, থেয়াগীস, প্লেটো ও আপলডোরস, এই চারিজন সহচর বা শিষ্যের নাম করিতেছেন। মূল গ্রীকে ইঁহাদিগের ভ্রাতাদিগের নাম প্রথমে উল্লিখিত হইয়াছে।

আত্মসমর্থন

ভুলিয়া গিয়া থাকে, এখন আহ্বান করুক; আমি মঞ্চ হইতে অবতরণ করিতেছি; সে বলুক, তাহার এমত সাক্ষ্য কিছু আছে কি না। কিন্তু, হে বন্ধুগণ, তোমরা দেখিতে পাইবে, যে, প্রকৃত কথা ইহার সর্ব্বৈব বিপরীত; মেলীটস ও আনুটসের কথানুসারে আমি যাহাদিগের আত্মীয়গণকে উন্মার্গগামী করিয়া তাহাদিগের অকল্যাণ সাধন করিতেছি, তাহারাই এই অসৎপথপ্রদর্শক, অহিতাচারী ব্যক্তিকে সাহায্য করিতে প্রস্তুত। যাহারা আমার প্ররোচনায় বিপথগামী হইয়াছে, তাহারা যে আমার সাহায্য করিতে চাহিবে, তাহার বরং সঙ্গত কারণ আছে; কিন্তু যাহারা বিপথগামী হয় নাই, যাহারা এখন পরিণতবয়স্ক পুরুষ, তাহাদিগের সেই স্বজনবর্গ যে আমাকে সাহায্য করিবার জন্য অগ্রসর হইয়াছে, সত্য ও ন্যায় ভিন্ন—তাহারা জানে, যে, মেলীটস মিথ্যাবাদী, এবং আমি যাহা বলিতেছি, তাহাই সত্য—ইহা ভিন্ন, তাহার আর কি কারণ থাকিতে পারে?

[ত্রয়োবিংশ অধ্যায়—আমার নিকটে তোমরা কাকুতিমিনতি ও করুণরসের অভিনয় প্রত্যাশা করিও না; তাহা তোমাদিগের বা আমার পক্ষে শোভন হইবে না।]

২৩। যাক্, বন্ধুগণ। আত্মসমর্থনের জন্য আমার যাহা বলিবার আছে, এই কথাগুলি,ও হয় তো এই প্রকার অন্যান্য কথাই, তাহার প্রায় সব। তোমাদিগের মধ্যে কেহ হয় তো আপনার ব্যবহার স্মরণ করিয়া আমার প্রতি বিরক্ত হইয়াছে। সে নিজে হয় তো আমার অপেক্ষা একটা তুচ্ছতর অভিযোগে অভিযুক্ত হইয়া বিচারকালে অবিরল অশ্রু মোচন করিতে করিতে বিচারকগণকে কত কাকুতিমিনতি করিয়া মুক্তি ভিক্ষা করিয়াছে; এবং আপনার সন্তানসন্ততি ও অন্যান্য আত্মীয়স্বজন এবং বহু বন্ধুবান্ধবকে বিচারালয়ে আনয়ন করিয়া তাঁহাদিগের গভীর অনুকম্পার উদ্রেক করিতে প্রয়াসী হইয়াছে; আর আমি, সে যাহাকে চরম বিপত্তি বলিয়া মনে করিতেছে, তাহাতে পতিত হইয়াও এ-সকলের কিছুই করিব না। ইহা দেখিয়া সে হয় তো আমার

আত্মসমর্থন

প্রতি কঠোরহৃদয় হইয়া উঠিয়াছে, হয় তো ইহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া সে ক্রোধের বশীভূত হইয়াই স্বীয় মত জ্ঞাপন করিবে।(২০) যদি তোমাদিগের মধ্যে কেহ এইরূপ ক্রুদ্ধ হইয়া থাকে—'যদি' বলিলাম এই জন্য, যে, তাহার ক্রুদ্ধ হওয়া উচিত নহে—যদিই বা এমত কেহ থাকে, তবে আমার বোধ হয় আমি তাহাকে সঙ্গতরূপেই এই কথা বলিতে পারি—"ওহে পুরুষোত্তম, আমারও আত্মীয়স্বগণ আছে, কেন না, হোমারের কথায় বলিতে পারি, 'আমিও বৃক্ষ বা প্রস্তর হইতে উৎপন্ন হই নাই',(২১) কিন্তু আমি মানুষ হইতেই জন্মগ্রহণ করিয়াছি ;" সুতরাং হে আথীনীয় নরগণ, আমারও আত্মীয়স্বজন ও তিনটী পুত্র আছে ; একটী এখনও কিশোরবয়স্ক, অপর দুইটী শিশু। কিন্তু তথাপি আমি তাহাদিগকে এখানে আনয়ন করিয়া তোমাদিগের নিকটে মুক্তি ভিক্ষা করিব না। কেন আমি এই প্রকার কিছুই করিব না ? হে আথীনীয়গণ, আমি যে গর্ব্বভরে কিংবা তোমাদিগকে অসম্মান করিবার উদ্দেশ্যে এই প্রকার করিতে অনিচ্ছুক, তাহা নহে ; আমি নির্ভয়ে মৃত্যুর সম্মুখীন হইতে পারি কি না, সে স্বতন্ত্র কথা ; কিন্তু আমার ও তোমাদিগের ও সমগ্র পুরীর সুনামের জন্য আমার ইহা শোভন বলিয়া বোধ হইতেছে না, যে, আমি এই বয়সে এবং এমন নাম থাকিতেও—সে নাম সত্যই হউক বা মিথ্যাই হউক—এই প্রকার কাজ করিতে যাইব। লোকে অন্ততঃ সিদ্ধান্ত করিয়া রাখিয়াছে, যে, সোক্রাটীস ও জনসাধারণের মধ্যে কিঞ্চিৎ পার্থক্য আছে। তোমাদিগের মধ্যে যাহারা জ্ঞানে কিংবা বীর্য্যে কিংবা ঈদৃশ অন্য কোনও গুণে বিশিষ্ট বলিয়া পরিগণিত, তাহারা যদি এই প্রকার আচরণ করে, তবে তাহা লজ্জাকর বলিয়া বিবেচিত হইবে। আমি বহুবার কত বিশিষ্ট লোককে এই প্রকার আচরণ করিতে দেখিয়াছি ; যখন তাহাদিগের বিচার উপস্থিত, তখন মনে হয়, যে তাহারা কি অদ্ভুত

(২০) অর্থাৎ ভোট (vote) দিবে।

(২১) *The Odyssey*, XIX. 163.

আত্মসমর্থন

ব্যবহারই করিতেছে; তাহারা যেন ভাবিতেছে, যে যদি তাহারা মরে, তবে কি ভীষণ দশাতেই পতিত হইবে—এবং তোমরা যদি তাহাদিগকে বধ না কর, তবেই তাহারা অমর হইবে। আমার মনে হয়, যে, এই লোকগুলি পুরীর উপরে কলঙ্ক আনয়ন করে; কেন না, কোনও বিদেশী ইহা দেখিয়া ভাবিতে পারে, যে, আথীনীয়গণের মধ্যে যাহারা গুণগ্রামে বিশিষ্ট ব্যক্তি, যাহাদিগকে তাহারা তাহাদিগের শাসনকার্য্যে ও অন্যান্য সম্মানার্হ পদে নির্ব্বাচন করে, তাহারা স্ত্রীলোক অপেক্ষা একটুকুও শ্রেষ্ঠ নহে। হে আথীনীয়গণ, আমাদিগের মধ্যে যাহাদিগের বিন্দুমাত্রও খ্যাতি আছে, তাহাদিগের এরূপ করা কর্ত্তব্য নহে; যদি আমরা এরূপ করিতে চাই, তোমাদিগের তাহা করিতে দেওয়াও উচিত নহে; কিন্তু তোমাদিগের ইহাই প্রদর্শন করা কর্ত্তব্য যে, যে-ব্যক্তি বিচারালয়ে এই প্রকার করুণরসের অভিনয় করে ও তদ্দারা পুরীকে উপহাসভাজন করিয়া তোলে, তাহাকেই, যে এ-সকলের কিছুই না করিয়া একেবারে নিষ্কর্ম্মা বসিয়া থাকে, তাহার অপেক্ষা, তোমরা অনেক অধিক দণ্ড প্রদান করিয়া থাক।

[চতুর্বিংশ অধ্যায়—কাকুতিমিনতি করিয়া ন্যায়-বিচার হইতে মুক্তি পাইবার প্রয়াসী হইলে আমি অধর্ম্মে লিপ্ত হইব।]

২৪। কিন্তু, হে বন্ধুগণ, খ্যাতির কথা ছাড়িয়া দিলেও, বিচারকের চরণে কাকুতিমিনতি করা কিংবা তাঁহার অনুকম্পার উদ্রেক করিয়া মুক্তি ভিক্ষা করা আমার নিকটে ন্যায়সঙ্গত বলিয়া বোধ হয় না; বরং তাঁহাকে প্রকৃত বৃত্তান্ত জানাইয়া ও বুঝাইয়া দেওয়াই কর্ত্তব্য। বিচারক এই নিয়মে বিচারকের আসনে উপবেশন করেন নাই, যে, যাহারা তাঁহার অনুগ্রহভাজন, তিনি শুধু তাহাদিগকে ন্যায় বিধান করিবেন; কিন্তু তিনি সমুদায় বিচার করিবেন; তিনি এই শপথ করিয়াছেন, যে, তিনি যাহাকে ইচ্ছা অনুগ্রহ বিতরণ করিতে পারিবেন না, কিন্তু নিয়মানুসারে সমুদায় বিষয়ের মীমাংসা করিবেন। সুতরাং আমাদিগের কর্ত্তব্য নয়, যে, আমরা তোমাদিগকে শপথ লঙ্ঘন করিতে শিক্ষা দিব, তোমাদিগেরও উচিত নয়, যে, তোমরা এমন শিক্ষা গ্রহণ করিবে। কারণ, উহা আমাদিগের উভয়

আত্মসমর্থন

পক্ষের কাহারও পক্ষেই ধর্ম্মাচরণ হইবে না। অতএব, হে আথীনীয়গণ, তোমাদিগের সম্মুখে এরূপ আচরণ করিতে আমাকে আদেশ করিও না; আমি তাহা শোভন বা ন্যায্য বা ধর্ম্মসঙ্গত বলিয়া বিবেচনা করি না; বিশেষতঃ মনে রাখিও, আজ মেলীটস আমার বিরুদ্ধে অধর্ম্মাচরণের অভিযোগ উপস্থিত করিয়াছে—আজ আমাকে এমন আদেশ করিও না। কারণ, যদি আমি তোমাদিগকে স্বমতে আনয়ন করিতে সমর্থ হই, এবং মিনতিদ্বারা তোমাদিগকে শপথভঙ্গ করিতে বাধ্য করি, তাহা হইলে আমি স্পষ্টই তোমাদিগকে এই শিক্ষা দিব, যে, তোমরা দেবগণের অস্তিত্বে বিশ্বাস করিও না; এবং তাহা হইলে আমি আমার আত্মসমর্থনের দ্বারাই জাজ্বল্যমান এই অভিযোগ প্রমাণিত করিব, যে, আমি দেবতায় বিশ্বাস করি না। কিন্তু তাহা একেবারেই সত্য নহে, কেন না, হে আথীনীয়গণ, আমি যেমন দেবগণের অস্তিত্বে বিশ্বাস করি, আমার অভিযোক্তারা কেহই তেমন করে না। আমি আমার বিচারভার তোমাদিগকে ও ঈশ্বরকে অর্পণ করিতেছি; আমার ও তোমাদিগের পক্ষে যাহা সর্ব্বোত্তম, তাহাই বিহিত হউক।

(পাঁচ শত একজন বিচারকের মধ্যে ২৮১ জন এই মত প্রকাশ করিলেন যে সোক্রাটীস অপরাধী, ২২০ জন বলিলেন, তিনি নির্দ্দোষ।)

[পঞ্চবিংশ অধ্যায়—তোমরা যে আমাকে অপরাধী স্থির করিলে, তাহাতে আমি ক্ষুব্ধ হই নাই; আমি বরং উভয় পক্ষের সংখ্যার পার্থক্য যে এত অল্প, তাহা দেখিয়াই বিস্মিত হইয়াছি।]

২৫। হে আথীনীয় নরগণ, তোমরা যে আমাকে অপরাধী স্থির করিলে, তাহাতে আমি ক্ষুব্ধ হই নাই; না হইবার অনেক কারণ আছে; একটী কারণ এই, যে, তোমরা যে এই প্রকার করিবে, তাহা আমার পক্ষে অপ্রত্যাশিত নয়; আমি বরং উভয় পক্ষের মত-সংখ্যা দেখিয়াই অধিকতর বিস্মিত হইয়াছি; কেন না, আমি কখনও ভাবি নাই, যে, দুই পক্ষের সংখ্যার পার্থক্য এত অল্প হইবে; আমি ভাবিয়াছিলাম, যে উহা অনেক অধিক হইবে। এক্ষণে দেখা যাইতেছে, যে, যদি কেবল

আত্মসমর্থন

ত্রিশ জন (২২) অপর পক্ষে মত দিত, তবেই আমি মুক্তি লাভ করিতাম। সুতরাং আমার বোধ হইতেছে, যে, আমি এখন মেলীটসের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাইয়াছি; শুধু নিষ্কৃতি পাইয়াছি, তাহা নহে, কিন্তু অতি সুস্পষ্টই দেখা যাইতেছে, যে, যদি আনুটস ও লুকোন আমার অভিযোক্তা হইয়া উপস্থিত না হইত, তবে সে এক পঞ্চমাংশ মতও পাইত না, সুতরাং তাহাকে এক সহস্র মুদ্রা দণ্ড দিতে হইত। (২৩)

[ষড়্বিংশ অধ্যায়—মেলীটস আমার প্রাণদণ্ডের প্রস্তাব করিয়াছে; আমি কোন্ দণ্ডের প্রস্তাব করিব? যদি আমার যোগ্যতানুরূপ প্রস্তাব করিতে হয়, তবে আমি এই প্রস্তাব করিতেছি, যে তোমরা সাধারণ ভোজনাগারে আমার আহারের ব্যবস্থা কর।]

২৬। সে তবে আমার প্রাণদণ্ডের প্রস্তাব করিয়াছে। বেশ; আমি তাহা হইলে, হে আথীনীয়গণ, উহার স্থলে কোন্ দণ্ডের প্রস্তাব করিব? অথবা ইহা স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে, যে, আমি যাহার উপযুক্ত, তাহাই প্রস্তাব করিব? আমি যে এমন কুশিক্ষা পাইয়াছিলাম, যে, নিষ্কর্ম্মা হইয়া জীবন যাপন করি নাই, তজ্জন্য আমি কিরূপ দণ্ডের উপযুক্ত হইয়াছি? অর্থদণ্ড, না কারাবাস, না রাষ্ট্রীয়স্বত্বচ্যুতি, না নির্ব্বাসন, না মৃত্যু? সাধারণ লোকে যাহা মূল্যবান্ জ্ঞান করে—অর্থ, পারিবারিক শ্রীবৃদ্ধি, সেনাপতিত্ব, জনসভায় বক্তৃতা করণ এবং অন্যান্য রাজপুরুষপদ, আর সমিতি ও দলাদলি, এই নগরে যাহা সর্ব্বদাই উৎপন্ন হইতেছে—আমি সে সমুদায়ই উপেক্ষা করিয়াছি; কারণ, আমি ভাবিয়াছিলাম, যে আমি যেরূপ ধর্ম্মভীরু,

(২২) সোক্রাটীস মোটামুটি বলিয়াছেন ত্রিশ জন; প্রকৃতপ্রস্তাবে একত্রিশ জন। ২২০+৩১=২৫১ জন সোক্রাটীসের সপক্ষে ভোট দিলে তাঁহার বিরুদ্ধে থাকিত ২৫০ জন, সুতরাং তিনি নিরপরাধ বলিয়া মুক্তি পাইতেন।

(২৩) ফৌজদারী মোকদ্দমায় যদি বাদী একপঞ্চমাংশ ভোট না পাইত, তবে তাহাকে এক সহস্র ড্রাখ্মী দণ্ড দিতে হইত। সোক্রাটীস পরিহাস করিয়া বলিতেছেন, যে মেলীটস তিন বাদীর মধ্যে এক জন, সুতরাং তাহার ভাগে মোটে এক তৃতীয়াংশ অর্থাৎ ৯৩$\frac{২}{৩}$ ভোট পড়িয়াছে; অতএব সে এক পঞ্চম (১০০$\frac{১}{৫}$) ভোট পায় নাই। আনুটস ও লুকোন তাহার সহিত যোগ দিয়াছিল বলিয়াই সে অর্থদণ্ড হইতে বাঁচিয়া গেল।

তাহাতে এই সকল ব্যাপারে লিপ্ত হইলে আমার আর রক্ষা থাকিবে না; আত্মসমং
সুতরাং আমি এমন স্থলে যাই নাই, যেখানে যাইয়া আমি তোমাদিগের কিংবা আমার কোনই উপকার করিতে পারিব না; আমি বলি, যে, আমি তৎপরিবর্ত্তে সেইখানেই গিয়াছি, যেখানে ব্যক্তিগতভাবে আমি প্রত্যেকের নিকটে যাইয়া তোমাদিগের মহোপকার সাধন করিয়াছি; আমি তোমাদিগের প্রত্যেককে বুঝাইতে প্রয়াস পাইয়াছি, যে, তোমরা প্রথমেই নিজের বৈষয়িক উন্নতির জন্য শ্রম করিও না; কিন্তু তোমরা কিরূপে জ্ঞানে ও ধর্ম্মে পূর্ণতা লাভ করিবে, পূর্ব্বে তাহারই জন্য যত্নবান্ হও; তোমরা এই পুরীর সম্বন্ধে ভাবিবার পূর্ব্বে পুরীর কোনও বিষয় সম্বন্ধে ভাবিও না; অন্যান্য বিষয় সম্পর্কেও তোমরা এই পন্থারই অনুসরণ করিও। এই প্রকার জীবন যাপন করিয়া আমি কোন্ দণ্ড ভোগ করিবার উপযুক্ত হইয়াছি? হে আথীনীয়গণ, যদি সত্য সত্যই আমাকে আমার যোগ্যতানুরূপ দণ্ডের প্রস্তাব করিতে হয়, তবে বলিতে হইবে, আমি কোনও সুখসেব্য দণ্ডেরই উপযুক্ত। সে দণ্ড এমন কোনও হিতকর বস্তু হইবে, যাহা আমার পক্ষে উপযোগী। তবে, যে হিতকারী দরিদ্র ব্যক্তি তোমাদিগকে উপদেশ দিবার অভিপ্রায়ে অবসর কামনা করে, তাহার পক্ষে কি উপযোগী? হে আথীনীয়গণ, সাধারণ ভোজনাগারে(২৪) নিমন্ত্রণের ব্যবস্থা অপেক্ষা এমন ব্যক্তির পক্ষে উৎকৃষ্টতর আর কিছুই নাই। অলুম্পিয়ার উৎসবে তোমাদিগের মধ্যে যে অশ্বধাবনে কিংবা অশ্বযুগসহ রথপরিচালনে জয়লাভ করিয়াছে, তাহার অপেক্ষাও এই ব্যবস্থা ঐ ব্যক্তির পক্ষে অধিকতর উপযোগী। কেন না, শেষোক্ত ব্যক্তি তোমাদিগকে সুখী বলিয়া কল্পনা করিতে সমর্থ করে, আর আমি তোমাদিগকে সুখী হইতে শিক্ষা দিই; এবং তাহার আহারের অভাব নাই, কিন্তু আমার আছে। অতএব আমি ন্যায়তঃ যে-প্রকার দণ্ডের উপযুক্ত, আমাকে যদি তাহাই প্রস্তাব করিতে হয়, তবে আমি এই প্রস্তাব করিতেছি, যে তোমরা সাধারণ ভোজনাগারে আমার আহারের ব্যবস্থা কর।

(২৪) Prytaneum, প্রথম খণ্ড, ৪১৯ পৃষ্ঠা।

আত্মসমর্থন

[সপ্তবিংশ অধ্যায়—আমি প্রাণদণ্ডের পরিবর্ত্তে অর্থদণ্ড, কারাবাস বা নির্ব্বাসনের প্রস্তাব করিয়া আপনার প্রতি অন্যায়াচরণ করিতে পারি না; কেন না, আমি জানি, শেষোক্ত দণ্ডগুলি অশুভ; কিন্তু মৃত্যু অশুভ কি না, তাহা আমি বলিতে অক্ষম।]

২৭। আমি অনুকম্পা উদ্রেকের প্রয়াস ও মিনতি সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছিলাম, তাহা শুনিয়া তোমরা যেমন আমাকে গর্ব্বিত ভাবিয়াছিলে, এখনও হয় তো আমি এই প্রকার বলিতেছি বলিয়া তোমরা আমাকে তাহাই মনে করিতেছ। কিন্তু, হে আথীনীয়গণ, তাহা সত্য নহে; প্রকৃত কথাটা বরং এই—আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে আমি ইচ্ছাপূর্ব্বক কোনও মানুষের প্রতিই অন্যায়াচরণ করি নাই; কিন্তু আমি তোমাদিগকে তাহা বুঝাইতে পারি নাই, কেন না, আমরা অল্পকাল পরস্পরের সহিত কথাবার্ত্তা বলিয়াছি। আমার মনে হয়, যে, যেমন অন্যান্য জনসমাজে নিয়ম আছে, (২৫) তেমনি যদি আমাদিগের মধ্যে এই নিয়ম থাকিত যে, যে-অপরাধে প্রাণদণ্ড হইতে পারে, তাহার বিচার কেবল একদিনেই শেষ হইবে না, তাহা হইলে আমি তোমাদিগকে বুঝাইতে পারিতাম। কিন্তু এখন এই অল্প সময়ের মধ্যে আমার বিষম অপবাদ দূর করা সহজ নহে। কিন্তু আমার যখন এই দৃঢ় প্রত্যয় জন্মিয়াছে, যে, আমি কাহারও প্রতি অন্যায়াচরণ করি নাই, তখন আমি কখনই নিজের প্রতিও অন্যায়াচরণ করিব না; আমি নিজের মুখে কখনই বলিব না, যে, আমি অকল্যাণকর দণ্ডের উপযুক্ত, এবং আমার প্রতি এমনতর একটা দণ্ডের ব্যবস্থা হউক। আমি কেন বলিব? মেলীটস যে-দণ্ডের প্রস্তাব করিয়াছে, আমাকে বা সেই দণ্ড ভোগ করিতে হয়, এই ভয়ে? আমি তো জানি না, তাহা আমার পক্ষে ভাল না মন্দ? তাহার স্থলে এমন কোনও দণ্ড আদর করিয়া গ্রহণ করিব, যাহা, আমি বেশ জানি, (সকলের পক্ষেই) অশুভ? আমি কি প্রস্তাব করিব? কারাবাস? প্রতি বৎসর যে এগারজন কারাধ্যক্ষের পদে নিযুক্ত হইয়া থাকেন, আমি কেন তাঁহাদিগের দাস

(২৫) স্পার্টাতে এই প্রকার নিয়ম ছিল।

হইয়া কারাগারে জীবন যাপন করিতে যাইব? না আমি এই প্রস্তাব করিব, যে, আমার অর্থদণ্ড হউক, এবং যতদিন উহা না প্রদত্ত হয়, ততদিন আমি কারাগারে আবদ্ধ থাকিব? কিন্তু আমি এইমাত্র তোমাদিগকে যেমন বলিয়াছি, সে একই কথা, কেন না, দণ্ড দিতে পারি, আমার এত অর্থই নাই। তবে কি আমি দণ্ডস্বরূপ নির্ব্বাসনের প্রস্তাব করিব? তোমরা হয় তো আমাকে এইরূপ দণ্ড দিতে সম্মত হইবে। কিন্তু আমি যদি এতই মূর্খ হই, যে এ কথাটাও বুঝিতে না পারি, যে, তোমরা আমার একপুরবাসী হইয়াও আমার কথাবার্ত্তা ও যুক্তি তর্ক সহিতে পারিলে না, প্রত্যুত সেগুলি তোমাদিগের পক্ষে এমনই ভারবহ ও বিদ্বেষভাজন হইয়া উঠিল, যে, তোমরা এক্ষণে তাহা হইতে মুক্তি অন্বেষণ করিতেছ, আর অন্য দেশের লোক সেগুলি অক্লেশেই সহ্য করিবে—তাহা হইলে তো আমার জীবনের প্রতি আসক্তি একান্তই প্রবল। না, আথীনীয়গণ, তাহা কখনও হইতে পারে না। আমি যদি এই বয়সে এই পুরী হইতে প্রস্থান করিয়া নগরে নগরে ঘুরিয়া বেড়াই এবং স্থান হইতে স্থানান্তরে নির্ব্বাসিত হইয়া জীবন যাপন করি, তবে সে জীবন আমার পক্ষে মধুরই হইবে বটে! কারণ, আমি বেশ জানি, যে, আমি যেখানেই যাই না কেন, এখানকার মত সর্ব্বত্রই যুবকেরা আমার কথা শুনিবে। এবং যদি আমি তাহাদিগকে দূর করিয়া দিই, তাহারা বয়োজ্যেষ্ঠগণকে বলিয়া আমাকে নির্ব্বাসিত করিবে; আর, যদি আমি তাহাদিগকে দূর করিয়া না দিই, তাহা হইলে তাহাদিগের পিতা ও অন্যান্য আত্মীয়েরা তাহাদিগকে রক্ষা করিবার উদ্দেশ্যে আমাকে নগর হইতে বাহির করিয়া দিবে।

আত্মসমর্থন

[অষ্টাবিংশ অধ্যায়—আমি বন্ধুগণের অনুরোধে ত্রিশ মিনা অর্থদণ্ডের প্রস্তাব করিতেছি।]

২৮। এখন, কেহ হয় তো বলিবে, "ওহে সোক্রাটীস, তুমি কি আমাদিগের পুরী হইতে প্রস্থান করিয়া নীরব ও নিষ্কর্ম্মা হইয়া জীবনযাপন করিতে পার না?" কেন পারি না, তাহা তোমাদিগের সকলকে

আত্মসমর্থন

বুঝাইয়া দেওয়া যারপর নাই কঠিন। কারণ, যদি আমি বলি, যে এরূপ করিলে ঈশ্বরের অবাধ্যতা করা হইবে, এই জন্য আমি নিষ্কর্ম্মা থাকিতে পারিব না, তাহা হইলে আমি মিথ্যা বিনয় করিতেছি ভাবিয়া তোমরা তাহা বিশ্বাস করিবে না। আবার, আমি যদি বলি, যে, তোমরা আমাকে যেমন আলাপ করিতে শুনিয়াছ, তেমনি প্রতিদিন ধর্ম্ম ও অন্যান্য বিষয়ে কথাবার্ত্তা বলা ও আপনাকে ও অপরকে পরীক্ষা করাই মানবের পক্ষে মহত্তম সৌভাগ্য, এবং অপরীক্ষিত জীবন মানুষের পক্ষে ধারণযোগ্যই নয়,—আমি এরূপ বলিলে তাহা তোমরা আরও কম বিশ্বাস করিবে। কিন্তু, বন্ধুগণ, আমি বলিতেছি, যে ইহাই সত্য, যদিচ তাহা তোমাদিগকে বুঝাইয়া দেওয়া সহজ নহে। অথচ কিন্তু আমি এমত ভাবিতেও অভ্যস্ত হই নাই, যে আমি কোনওরূপ দণ্ডের যোগ্য। আমার যদি অর্থ থাকিত, তাহা হইলে আমি যত অধিক সম্ভব অর্থদণ্ডের প্রস্তাব করিতাম ; কারণ তাহাতে আমার কোনও ক্ষতি হইত না ; কন্তু এক্ষণে প্রকৃত কথা এই যে, আমার অর্থ নাই ; তবে আমি যাহা দিতে সমর্থ, তোমরা যদি তাহাই দণ্ড করিতে চাও, সে স্বতন্ত্র কথা। আমি হয় তো এক মিনা রজত দণ্ড দিতে পারি ; আমি তাহাই প্রস্তাব করিতেছি। হে আথীনীয়গণ, এই প্লাটোন্, ক্রিটোন, ক্রিটবোলস এবং আপল্লডোরস আমাকে ত্রিশ মিনা প্রস্তাব করিতে অনুরোধ করিতেছে ; তাহারা বলিতেছে, যে তাহারা ইহার প্রতিভূ হইবে ; আমি তবে ত্রিশ মিনাই প্রস্তাব করিতেছি ; এই অর্থের জন্য ইহারাই আমার যথাযোগ্য প্রতিভূ থাকিবে।

(বিচারকগণের মধ্যে পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকসংখ্যকের মতানুসারে সোক্রাটীসের প্রতি প্রাণদণ্ড বিহিত হইল।)

[ঊনত্রিংশ অধ্যায়—আমি প্রসন্নচিত্তে মৃত্যুদণ্ড গ্রহণ করিলাম। কাপুরুষোচিত আচরণ করিলে আমি উহা হইতে অব্যাহতি পাইতাম, কিন্তু আমি সেরূপ আচরণ আমার পক্ষে যোগ্য বিবেচনা করি নাই।]

২৯। হে আথীনীয় নরগণ, তোমরা দীর্ঘ কাল লাভ করিতে পারিলে না ; অথচ যাহারা এই পুরীর প্রতি দোষারোপ করিতে চাহে,

আত্মসমর্থ

তাহাদিগের নিকটে এই অল্পকালের জন্য তোমরা এই নাম ও নিন্দা উপার্জ্জন করিলে, যে তোমরা জ্ঞানবান্ পুরুষ সোক্রাটীসকে হত্যা করিয়াছ। কারণ, জ্ঞানী হই বা না হই, যাহারা তোমাদিগের নিন্দা করিতে চাহিবে, তাহারা আমাকে জ্ঞানী বলিবেই বলিবে। এখন, তোমরা যদি অল্পকাল অপেক্ষা করিতে, তোমাদিগের বাঞ্ছিত আমার মৃত্যু নিয়তিবশে আপনিই উপস্থিত হইত। কেন না, তোমরা আমার বয়ঃক্রম দেখিতেছ; তোমরা দেখিতে পাইতেছ, যে, আমি জীবনপথে বহুদূর অগ্রসর হইয়া সম্প্রতি মৃত্যুর দ্বারে উপনীত হইয়াছি। আমি যে তোমাদিগের সকলকেই এই কথাগুলি বলিতেছি, তাহা নহে; কিন্তু যাহারা আমার প্রাণদণ্ডে মত দিয়াছে, তাহাদিগকেই এইরূপ বলিতেছি। এবং আমি তাহাদিগকে একথাও বলিতেছি,—বন্ধুগণ, তোমরা হয় তো ভাবিতেছ, যে, আমি যুক্তির অভাবে পরাজিত হইলাম; অর্থাৎ আমি যদি দণ্ড হইতে অব্যাহতি পাইবার অভিপ্রায়ে সকলই বলা ও সকলই করা উচিত বিবেচনা করিতাম, তাহা হইলে যে-প্রকার যুক্তি উপস্থিত করিতাম, তাহার অভাববশতঃই আমার প্রতি এই দণ্ড বিহিত হইল। কিন্তু এ কথাটা একেবারেই ঠিক নহে। আমি যুক্তির অভাবে পরাজিত হই নাই; কিন্তু অতিসাহসিকতা ও নির্লজ্জতার অভাবেই পরাজিত হইয়াছি; এবং আমি যে এমত ভাষায় তোমাদিগের সমক্ষে আত্মসমর্থন করিতে চাহি নাই, যাহা তোমাদিগের পক্ষে শুনিতে মধুর হইত, সেই ভাষার অভাবেই পরাজিত হইয়াছি। আমি যদি তোমাদিগের সম্মুখে বিলাপ ও অশ্রুবর্ষণ ও এইরূপ অন্য অনেক কিছু করিতাম বা বলিতাম, যাহা আমি আমার পক্ষে একান্ত অযোগ্য মনে করি, তবে তাহা তোমাদিগের বড়ই মিষ্ট লাগিত; তোমরা অপরের নিকটে এই সমুদায় শুনিতেই অভ্যস্ত হইয়াছ। কিন্তু আমি আত্মসমর্থনকালে এমত বিবেচনা করি নাই, যে বিপদে পড়িয়াছি বলিয়া আমার কাপুরুষোচিত আচরণ করা কর্ত্তব্য; এখনও আমি যে রূপে আত্মসমর্থন করিয়াছি, তাহাতে অনুতপ্ত হই নাই; আমি বরং (কাপুরুষের মত বিলাপ ও অশ্রুপাতপূর্ব্বক) আত্মসমর্থন করিয়া বাঁচিয়া থাকা অপেক্ষা,

আত্মসমর্থন

আমি যেমন করিয়াছি, তেমনি আত্মসমর্থন করিয়া মৃত্যুকেই আলিঙ্গন করিব। কেন না, কি বিচারালয়ে, কি যুদ্ধক্ষেত্রে, আমার বা অপর কাহারও পক্ষেই এমত আচরণ কর্ত্তব্য নহে, যে, যাহা-তাহা করিয়া মৃত্যু হইতে অব্যাহতি লাভ করিতে হইবে। যুদ্ধে অনেক সময়ে স্পষ্টই এমত ঘটিয়া থাকে, যে, পরাজিত ব্যক্তি অস্ত্রশস্ত্র দূরে নিঃক্ষেপ করিয়া এবং পশ্চাদ্ধাবিত শত্রুগণের চরণে ভূপতিত হইয়া প্রাণ ভিক্ষা চাহিয়া মৃত্যু হইতে ত্রাণ পাইতে পারে। এবং প্রত্যেক বিপদেই এমন অন্য অনেক উপায় আছে, যাহাতে যদি কেহ সকলই করিতে ও বলিতে সাহসী হয়, তবে সে মৃত্যু হইতে মুক্তিলাভ করে। কিন্তু, হে বন্ধুগণ, মৃত্যুকে পরিহার করা বোধ করি কঠিন নহে, প্রত্যুত পাপকে পরিহার করাই অধিকতর কঠিন; কারণ, পাপ মৃত্যু অপেক্ষা দ্রুতগামী। আমি বৃদ্ধ ও মন্থরগতি বলিয়া এক্ষণে শ্লথতর মৃত্যু আমাকে ধরিয়া ফেলিয়াছে; আর, আমার অভিযোক্তারা চতুর ও দ্রুতগামী; এজন্য তাহারা অধিকতর দ্রুতধাবনপটু পাপের পাশে আবদ্ধ হইয়াছে। অপিচ আমি তোমাদিগের হস্তে মৃত্যুদণ্ড ভোগ করিবার জন্য এস্থান হইতে প্রস্থান করিতেছি; আর তাহারা সত্যসমীপে নিরন্তর পাপ ও অন্যায়ের দণ্ড ভোগ করিবার জন্য প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছে। আমি আমার দণ্ড গ্রহণ করিতেছি, তাহারাও তাহাদিগের দণ্ড গ্রহণ করিতেছে। যাহা যেরূপ ঘটিবার, বোধ করি তাহা সেইরূপই ঘটিয়াছে; এবং আমার মনে হয়, এ-সমুদায় যথাযোগ্যই বিহিত হইয়াছে।

[ত্রিংশ অধ্যায়—আমি তোমাদিগকে যত না যন্ত্রণা দিয়াছি, আমার মৃত্যুর পরে তোমরা তদপেক্ষা অনেক অধিক যন্ত্রণা ভোগ করিবে।]

৩০। হে আমার দণ্ডদাতৃগণ, অতঃপর আমি তোমাদিগকে ভবিষ্যদ্বাণী বলিতেছি। কারণ, আমি এখন সেই কালে উপনীত হইয়াছি, যখন মানুষ সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ভবিষ্যদ্বাণী করিতে পারে; যখন মৃত্যুকাল আসন্ন, তখনই লোকে ভবিষ্যৎ জানিতে পারিয়া থাকে। বন্ধুগণ, তোমরা যাহারা আমাকে হত্যা করিতেছ, তাহাদিগকে আমি

বলিতেছি, তোমরা আমাকে বধ করিয়া আমাকে যে দণ্ড দিতেছ, আমার মৃত্যুর পরেই তদপেক্ষা সহস্রগুণে কঠিনতর দণ্ড তোমাদিগকে নিশ্চয়ই ভোগ করিতে হইবে। এখন তোমরা এই ভাবিয়া এই কর্ম্ম করিতে যাইতেছ, যে, তোমাদিগকে জীবনের কোনও হিসাব দিতে হইবে না; তোমরা তাহা হইতে অব্যাহতি লাভ করিবে; কিন্তু আমি তোমাদিগকে বলিতেছি, যে ফল ইহার একেবারেই বিপরীত হইবে। তোমাদিগকে পরীক্ষা করিবার লোকের সংখ্যা আরও বহুলতর হইয়া উঠিবে; আমিই তাহাদিগকে এক্ষণে নিবৃত্ত করিয়া রাখিতেছি, যদিচ তোমরা তাহা বুঝিতে পার নাই; তাহারা আমা-অপেক্ষা বয়ঃকনিষ্ঠ; সুতরাং তাহারা তোমাদিগের পক্ষে অধিকতর দুর্ভর হইয়া উঠিবে, এবং তোমরাও তাহাদিগের প্রতি অধিকতর ক্রুদ্ধ হইবে। যদি তোমরা ভাবিয়া থাক, যে, লোকে তোমাদিগকে তিরস্কার করিলে তাহাদিগকে বধ করিয়াই উহা নিবারণ করিবে, তবে তোমরা ঠিক ভাবিতেছ না ও ঠিক পথের সন্ধান পাইতেছ না। কেন না, অব্যাহতি লাভের এটা পথই নয়; ইহা না সাধ্যায়ত্ত, না উৎকৃষ্ট; প্রত্যুত সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট ও সুগম পন্থা এই যে, তুমি অপরের কণ্ঠরোধ করিও না, কিন্তু যাহাতে যতদূর সম্ভব ভাল হইতে পার, আপনাকে সেইরূপ করিয়া গঠন কর। অতএব, তোমরা যাহারা আমার দণ্ডবিধান করিয়াছ, তাহাদিগকে এই ভবিষ্যদ্‌বাণী বলিয়া আমি ইহলোক হইতে প্রস্থান করিতেছি।

[একত্রিংশ অধ্যায়—আমার চিরসহচর দৈব ইঙ্গিত আত্মসমর্থনকালে কোন স্থলেই আমাকে বাধা প্রদান করে নাই; অতএব মৃত্যু নিশ্চয়ই আমার পক্ষে শুভ।]

৩১। আর, তোমরা যাহারা আমি নির্দ্দোষ বলিয়া মত দিয়াছ, যতক্ষণ (কারাধ্যক্ষ একাদশ) রাজপুরুষ কর্ম্মে ব্যস্ত থাকেন এবং যতক্ষণ না আমি সেই স্থানে গমন করি, যথায় আমাকে প্রাণ বিসর্জ্জন করিতে হইবে, ততক্ষণ, যে-ঘটনা ঘটিল, তৎসম্বন্ধে আমি তোমাদিগের সহিত আলাপ করিতে পারিলে আনন্দিত হইব। অতএব, বন্ধুগণ, তোমরা ক্ষণকাল আমার নিকটে অবস্থান কর, কেন না, যতক্ষণ সম্ভব, আমরা পরস্পরের

আত্মসমর্থন

সহিত আলাপ করিতে পারি ; তাহাতে কিছুই বাধা দিতেছে না। তোমরা আমার প্রিয় ; এই মাত্র আমার পক্ষে যাহা ঘটিয়াছে, আমি তাহার অর্থ তোমাদিগকে বুঝাইয়া বলিতে চাই। কেন না, হে বিচারপতিগণ,—তোমাদিগকে বিচারপতি বলিয়া সম্বোধন করাই সঙ্গত—আমার পক্ষে এক আশ্চর্য্য ঘটনা ঘটিয়াছে। আমি আজীবন দৈব ইঙ্গিত পাইয়া আসিতেছি ; এত দিন উহা নিয়তই আমার সঙ্গে সঙ্গে থাকিত, এবং আমি যদি অতি তুচ্ছ বিষয়েও অন্যায় করিতে উদ্যত হইতাম, তবে প্রতিবাদ করিত। আর, আমার পক্ষে এক্ষণে কি ঘটিয়াছে, তাহা তোমরা নিজেরাই দেখিতে পাইতেছ ; এমন ঘটনা ঘটিয়াছে, যাহা লোকে চরম বিপত্তি বলিয়া ভাবিতে পারে, এবং ভাবিয়াও থাকে। কিন্তু, আমি যখন প্রাতঃকালে গৃহ হইতে বাহির হইলাম, যখন এইখানে বিচারালয়ে প্রবেশ করিলাম, কিংবা যখন আত্মসমর্থন করিতে লাগিলাম, তখন তাহার কোন স্থলেই, এই দৈব ইঙ্গিত আমাকে বাধা প্রদান করে নাই। অথচ অনেক সময়েই অন্যস্থলে কথা-বার্ত্তার মধ্যে এমত হইয়াছে, যে, আমি যেই কথা বলিতে যাইতেছি, অমনি এই দৈববাণী আমাকে রোধ করিয়াছে। কিন্তু এক্ষণে এই ব্যাপারে উহা আমার বাক্য কিংবা কার্য্য কিছুরই প্রতিবাদ করে নাই। আমি তবে ইহার কারণ কি মনে করি ? তোমাদিগকে বলিতেছি। আমার পক্ষে যাহা ঘটিল, তাহা নিশ্চয়ই শুভ ; আমাদিগের মধ্যে যাহারা মনে করে, যে মৃত্যু অশুভ, তাহারা ভ্রান্তধারণা পোষণ করিতেছে। আমি ইহার মহা প্রমাণ প্রাপ্ত হইয়াছি। কারণ, আমি যদি কোন না কোনও শ্রেয়ঃ লাভ করিতে না যাইতাম, তবে আমার চিরসহচর দৈব ইঙ্গিত অবশ্যই আমার কার্য্যের প্রতিবাদ করিত।

[দ্বাত্রিংশ অধ্যায়— মৃত্যু যদি অনুভূতির বিলোপ হয়, তবে তাহা পরম লাভ ; যদি তাহা না হয়, তবে আমরা এই মহতী আশা পোষণ করিতে পারি, যে আমরা পরলোকে ইহলোক অপেক্ষা অধিকতর আনন্দে কালযাপন করিব।]

৩২। আমরা এইরূপে বিচার করিলেও বুঝিতে পারিব, যে, মৃত্যু যে কল্যাণের কারণ, তৎসম্বন্ধে আমাদিগের মহতী আশা বর্ত্তমান রহিয়াছে।

আত্মসমর্থন

কেন না, মৃত্যু এই দুইয়ের একটী—হয় মৃত ব্যক্তির অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয়, এবং তাহার কোন বিষয়ের কিছুমাত্র অনুভূতি থাকে না ; না হয়, লোকে যেমন সচরাচর বিশ্বাস করে, মৃত্যুর অর্থ আত্মার একপ্রকার পরিবর্ত্তন এবং ইহলোক হইতে অন্যলোকে প্রস্থান। মৃত্যু যদি অনুভূতির বিলোপ হয়, উহা যদি সেই ব্যক্তির সুষুপ্তির মত হয়, যে নিদ্রিত হইলে স্বপ্ন অবধি দেখে না, তবে তো মৃত্যু একটা অত্যাশ্চর্য্য লাভ। কারণ, যদি কোনও ব্যক্তিকে বরস্বরূপ এমত রজনী চাহিতে হয়, যে রজনীতে নিদ্রিত হইলে সে স্বপ্ন অবধি দেখিবে না, এবং সেই রজনীর সহিত তাহাকে যদি তাহার জীবনের অন্য দিবা ও রাত্রির তুলনা করিয়া বলিতে হয়, সে আপনার জীবনে কয় দিবস যামিনী এই রাত্রির অপেক্ষা অধিকতর সুখে ও স্বচ্ছন্দে যাপন করিয়াছে, তবে আমি বিবেচনা করি, যে, শুধু সাধারণ লোকে নয়, কিন্তু পারস্যের মহারাজও দেখিতে পাইবেন, যে, অন্য দিবারাত্রির তুলনায় এই প্রকার রাত্রির সংখ্যা অতি অক্লেশেই গণনা করা যাইতে পারে। অতএব মৃত্যু যদি এই প্রকার হয়, তবে আমি উহাকে লাভই বলিতেছি। কেন না, এই সংজ্ঞাহীনতার অবস্থায় অনন্তকাল এক রাত্রির অপেক্ষা অধিক বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছে না। পক্ষান্তরে, মৃত্যু যদি ইহলোক হইতে অন্যলোকে মহাযাত্রা হয়, এবং একথা যদি সত্য হয়, যে, সেখানে উপরত সকলেই বাস করিতেছে, তবে, হে বিচারপতিগণ, ইহা অপেক্ষা মহত্তর কল্যাণ আর কি হইতে পারে? যদি আমরা যমালয়ে উপনীত হইয়া ইহলোকের তথাকথিত বিচারকদিগের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাই, এবং তথায় সেই সকল সত্য বিচারক প্রাপ্ত হই, যাঁহারা, আমরা শুনিতে পাই, পরলোকে বিচার করিয়া থাকেন—যদি তথায় আমরা মিনোস ও রাডামান্থুস, আইয়াকস ও ট্রিপ্‌টলেমস (২৫) এবং অন্যান্য দেবসম্ভব বীর পুরুষ-

(২৫) মিনোস (Minos(, রাডামান্থুস (Rhadamanthys) ও আইয়াকস (Aeakos)—জেয়ুসের পুত্র এবং পরলোকের বিচারপতি ; তাঁহারা ইহলোকে ন্যায় ও ধর্ম্মের জন্য প্রসিদ্ধ ছিলেন, তাই মরণান্তে অমুত্র এই পদ লাভ করেন।

ট্রিপ্‌টলেমস—এলেয়ুসিসের রাজা কেলেয়ুসের পুত্র ; ইনি ডীমীটারের কৃপায় কৃষিবিদ্যা লাভ করিয়া ধরাতলে উহা প্রচার করেন, এবং ইঁহার দ্বারাই উক্ত দেবীর পূজা প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রথম খণ্ড, ২৩৫ পৃষ্ঠা দেখুন।

আত্মসমর্থন

দিগকে দেখিতে পাই, যাঁহারা স্বীয় স্বীয় জীবনে ন্যায়বান্ বলিয়া প্রতিষ্ঠা অর্জ্জন করিয়া গিয়াছেন, তাহা হইলে কি এই মহাযাত্রা একটা তুচ্ছ ব্যাপার বলিয়া গণ্য হইবে? অথবা অর্ফেয়ুস ও মৌসাইয়স এবং হীসিয়ডস ও হমারসের (Homer) (২৬) সঙ্গলাভের আকাঙ্ক্ষায় এমন কি আছে, যাহা তোমরা দিতে না পার? এইসকল কাহিনী যদি সত্য হয়, তবে আমি তো পুনঃ পুনঃ মরিতে চাই। যেহেতু আমি যখন পরলোকে পালামীডীস ও টেলামোনতনয় আইয়াস (২৭) এবং অন্যান্য যাঁহারা প্রাচীন কালে অন্যায় বিচারে প্রাণ বিসর্জ্জন করিয়াছেন, তাঁহাদিগের সঙ্গ লাভ করিব, তখন সে জীবন কি অপূর্ব্ব জীবনই হইবে; তাঁহারা ইহলোকে যে দুঃখ বহন করিয়াছেন, তাহার সহিত, আমি যাহা বহন করিলাম, তাহার তুলনা, আমি বোধ করি, একটা উপেক্ষার বিষয় হইবে না। বিশেষতঃ আমি তথায় কামনার চরম চরিতার্থতা লাভ করিব—আমি এখানে যেমন লোককে

(২৬) অর্ফেয়ুস ও মৌসাইয়স—হোমারের পূর্ব্ববর্ত্তী কবি। অর্ফেয়ুস সম্বন্ধে প্রথম খণ্ড, ২৫০ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

হীসিয়ডস (Hesiod)—আদি যুগের গ্রীক কবি; "কাল ও কর্ম্ম" (Works and Days) ও "দেবকুল" (Theogony) নামক কাব্যদ্বয়ের রচয়িতা। ইনি হোমারের প্রায় এক শতাব্দী পরে প্রাদুর্ভূত হন। (খ্রীঃ পূঃ ৮ম শতাব্দী।)

হোমার—গ্রীক জাতির আদি কবি ও শিক্ষাগুরু; ইলিয়াড্ ও অডীসীনামক মহাকাব্য-দ্বয়ের রচয়িতা। ইঁহার জন্মস্থান সম্বন্ধে স্মার্ণা, রোড্স্, কলফোন্, সালামিস, খিয়স্, আর্গস ও আথেন্স, এই সাত নগরের মধ্যে বিবাদ চলিয়া আসিতেছিল; ইহাদের প্রত্যেকেই ইঁহাকে আপনার অধিবাসী বলিয়া দাবি করিত। তবে ইনি যে আসিয়ায় জন্মগ্রহণ করেন, তাহা একপ্রকার সর্ব্ববাদিসম্মত। ইনি সম্ভবতঃ খ্রীঃ পূঃ নবম শতাব্দীতে জীবিত ছিলেন। কিন্তু অধুনা অনেকে ইঁহার অস্তিত্ব সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করেন।

(২৭) পালামীডীস (Palamedes)—ট্রয়-যুদ্ধের অন্যতম গ্রীক নায়ক। অডুসেয়ুস ইঁহার বিরুদ্ধে মিথ্যা বিশ্বাসঘাতকতার অভিযোগ আনয়ন করেন; এই অমূলক অপরাধে লোষ্ট্রাঘাতে ইঁহার প্রাণ যায়।

আইয়াস (Aeas, Ajax)—আখিলীসের মৃত্যু হইলে গ্রীকেরা অডুসেয়ুসকে তাঁহার অস্ত্রশস্ত্র প্রদান করে; আইয়াস তজ্জনিত ক্ষোভে আত্মহত্যা করেন।

আত্মসমর্থন

পরীক্ষা করিতেছি, সেখানেও তেমনি সকলকে পরীক্ষা করিব, এবং দেখিব, কে প্রকৃত জ্ঞানী, এবং কে আপনাকে জ্ঞানী বলিয়া বিবেচনা করে, কিন্তু বাস্তবিক জ্ঞানী নহে। হে বিচারপতিগণ, ট্রয়-সংগ্রামে গ্রীকবাহিনীর নায়ক কিংবা অডুস্সেয়ুস বা সিসুফস (২৮) অথবা অপর যে লক্ষ পুরুষ ও রমণীর নাম করা যাইতে পারে, তাঁহাদিগকে পরীক্ষা করিবার সুযোগ পাইলে একজন কোন্ ঐশ্বর্য্য না প্রদান করিতে পারে ? সেখানে ইঁহাদিগের সহিত কালযাপন, ইঁহাদিগের সহিত কথোপকথন, এবং ইঁহাদিগকে পরীক্ষা করণ কি অনির্ব্বচনীয় আনন্দ বলিয়াই অনুভূত হইবে! অন্ততঃ সেখানে তাঁহারা কখনই এজন্য কাহাকেও প্রাণে বধ করেন না। কারণ, যদি প্রচলিত কাহিনী সত্য হয়, তবে ইহলোকবাসী অপেক্ষা তাঁহারা যে তথায় অন্যরূপে অধিকতর সুখে বাস করিতেছেন, শুধু তাহাই নহে : অধিকন্তু তাঁহারা অনন্তকাল অমর।

[ত্রয়স্ত্রিংশ অধ্যায়—আমি উজ্জ্বলরূপে অনুভব করিতেছি, যে মৃত্যুই আমার পক্ষে পরম শ্রেয়ঃ।]

৩৩। হে বিচারপতিগণ, তোমাদিগেরও এই মহতী আশা হৃদয়ে লইয়া মৃত্যুর সম্মুখীন হওয়া কর্ত্তব্য ; তোমরা এই সত্য অন্তরে ধারণ করিও, যে, সাধুজনের পক্ষে কি জীবনে কি মরণে কোনই অমঙ্গল ঘটিতে পারে না ; এবং দেবগণ তাঁহার জীবনের কোন বিষয়ের প্রতিই উদাসান নহেন। আমার পক্ষে যাহা ঘটিল, তাহা আপনিই ঘটে নাই ; আমি উজ্জ্বলরূপে অনুভব করিতেছি, যে এক্ষণে মৃত্যুমুখে পতিত হওয়া ও বিষয়দুঃখ হইতে মুক্তিলাভ করাই আমার পক্ষে শ্রেয়ঃ বলিয়া বিহিত হইয়াছিল। এই জন্যই দৈব ইঙ্গিত আমাকে একবারও প্রতিনিবৃত্ত করে নাই, এবং এই জন্যই আমি আমার দণ্ডদাতা ও অভিযোক্তাদিগের প্রতি একটুকুও বিরক্ত হই

(২৮) গ্রীক বাহিনীর নায়ক—মুকীনাইর অধিপতি আগামেম্নোন।

অডুসেয়ুস (Odusseus, Ulysses)—ইথাকার রাজা, গ্রীক বাহিনীর অন্যতম প্রধান পুরুষ, সূচ্যগ্রবুদ্ধি ও ধূর্ত্ততায় অতুলনীয়, "অডীসী" নামক মহাকাব্যের নায়ক।

সিসুফস (Sisuphos)—প্রথম খণ্ড, ৩০৫ পৃষ্ঠা।

আত্মসমর্থন

নাই। তাহারা অবশ্যই যে ইহা বুঝিতে পারিয়াই আমাকে দণ্ড দিয়াছে ও অভিযোগ করিয়াছে, তাহা নহে; কিন্তু তাহারা আমার ক্ষতি করিবে বলিয়াই ভাবিয়াছিল। এজন্য তাহারা ন্যায়তঃই তিরস্কারের যোগ্য। তথাপি আমি তাহাদিগের নিকটে এই ভিক্ষা চাহিতেছি। বন্ধুগণ, আমার সন্তানেরা যখন যৌবনে উপনীত হইবে, তখন তাহাদিগের উপরে প্রতিশোধ লইও; যদি তোমরা দেখিতে পাও, যে, তাহারা ধর্ম্ম অপেক্ষা অর্থ কিংবা অন্য কোনও বিষয়ের জন্য অধিকতর যত্নবান্ হইয়াছে, তবে আমি যেমন তোমাদিগকে দুঃখ দিয়াছি, তেমনি তাহাদিগকে দুঃখ দিও; এবং যদি কিছু না হইয়াও তাহারা ভাবে, যে তাহারা একটা কিছু হইয়া বসিয়াছে, তবে আমি যেমন তোমাদিগকে ভর্ৎসনা করিয়াছি, তেমনি তাহাদিগকে এই বলিয়া ভর্ৎসনা করিও, যে, যে-সকল বিষয়ে যত্নবান্ হওয়া কর্ত্তব্য, তাহাতে তাহারা যত্নবান্ নহে, ও প্রকৃতপক্ষে কিছুমাত্র প্রতিষ্ঠাবান্ না হইয়াও তাহারা মনে করিতেছে, যে, তাহারা একটা কিছু হইয়া পড়িয়াছে। যদি তোমরা এইরূপ কর, তবেই আমি নিজে ও আমার পুত্রগণ তোমাদিগের হস্তে সমুচিত পুরস্কার প্রাপ্ত হইব। কিন্তু এক্ষণে প্রস্থানের সময় উপস্থিত; আমি মরিতে চলিলাম, তোমরা জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে চলিলে; আমাদিগের মধ্যে কে কল্যাণতর পথে গমন করিল, এক ঈশ্বর ভিন্ন আর সকলের পক্ষেই তাহা অপরিজ্ঞাত।

তৃতীয় অঙ্ক

সোক্রাটীস—কারাগারে

(Kriton)

ক্রিটোন

মুখবন্ধ

সোক্রাটীস মস্তকে মৃত্যুর আদেশ বহন করিয়া কারাগারে প্রবেশ করিলেন, এবং তথায় একমাস কাল প্রাণদণ্ডের প্রতীক্ষায় রহিলেন। এই সময়ে তাঁহার বয়স্য ক্রিটোন তাঁহাকে উদ্ধার করিবার সমুদায় আয়োজন পূর্ণ করিয়া একদিন প্রত্যূষকালে তাঁহার নিকটে আসিলেন ও তাঁহাকে পলায়ন করিবার জন্য নির্ব্বন্ধ করিতে লাগিলেন। তদুপলক্ষে উভয়ের মধ্যে যে কথোপকথন হইয়াছিল, তাহাই "ক্রিটোন" নামক নিবন্ধের কথা। ঘটনাটীর যাথার্থ্য সম্বন্ধে আমরা নিশ্চিত কিছু বলিতে পারি না, কিন্তু উহা অবিশ্বাস করিবার কোনও হেতু নাই।

প্লেটোর এই নিবন্ধ-রচনাতে একটী বিশেষ অভিপ্রায় ছিল। সোক্রাটীসের নামে এই অপবাদ রাষ্ট্র হইয়াছিল, যে তিনি রাষ্ট্রীয় বিধি ব্যবস্থার প্রতি অবজ্ঞা প্রকাশ করেন, এবং সহচরদিগকেও অবজ্ঞা করিতে শিক্ষা দেন। (Mem., I. 1. 9)। "গর্গিয়াস" নামক গ্রন্থে তিনি রাষ্ট্রীয় ব্যাপার হইতে দূরে থাকিবার যে কারণ প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহার মর্ম্ম এই, যে তিনি তদ্বিষয়ে পুরবাসীদিগের সহিত একমত নহেন, সুতরাং রাষ্ট্রকর্ম্ম হইতে বিযুক্ত থাকিয়া দর্শনের আলোচনায় কালযাপন করাই তিনি শ্রেয়ঃকল্প বলিয়া মানিয়া লইয়াছেন। "আত্মসমর্থনেও" তিনি ঐ প্রকার কথাই বলিয়াছেন; আপনারা দেখিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার রাষ্ট্রীয় অপবাদ একেবারে ক্ষালিত হয় নাই। প্লেটো তাই বর্ত্তমান প্রবন্ধে সোক্রাটীসের অন্য রূপ নির্ম্মাণ করিয়াছেন।

"আত্মসমর্থনে" সোক্রাটীস পুরবাসীগণের বিরুদ্ধাচারী, নিন্দাপ্রশংসা-নিরপেক্ষ, নিঃশঙ্ক সত্য-প্রচারক; "ক্রিটোনে" তিনি রাষ্ট্রানুগত, স্বদেশভক্ত, বিধির বাধ্য, মাতৃভূমির সুসন্তান। "আত্মসমর্থনে" তিনি বিবেকের

স্বাধীনতা, চিন্তা ও বাক্যের স্বাধীনতা ঘোষণা করিয়াছিলেন ; "ক্রিটোনে" তিনি আপনাকে অন্যায়রূপে দণ্ডিত জানিয়াও নিয়মানুগত্য প্রচার করিতেছেন। প্লেটো যেন তাঁহার স্বদেশবাসীদিগকে বলিতেছেন, "তোমরা সোক্রাটীসকে রাষ্ট্রদ্রোহী ও রাষ্ট্রের অনিষ্টকারী জ্ঞান করিয়া বধ করিয়াছিলে ; এই দেখ, তিনি আসন্ন মরণের তিমিরে দাঁড়াইয়াও স্বদেশের প্রতি কি গভীর প্রেম, বিধিসমূহের প্রতি কি অবিচলিত বাধ্যতা, পুরবাসীদিগের সহিত হৃদয়মনের কি অপূর্ব্ব সংবাদিতা শিক্ষা দিতেছেন।" ফলতঃ আমরা "ক্রিটোনে" সোক্রাটীসকে আদর্শ পুরবাসীরূপে দেখিতে পাইতেছি।

কিন্তু সোক্রাটীস কি জীবনের মূলমন্ত্র ভুলিয়া গিয়া এবং বিচারবুদ্ধি বিসর্জ্জন দিয়া বিধিবশ্যতা প্রচার করিতেছেন ? না, তাহা নহে। তিনি ক্রিটোনকে বলিতেছেন, "আমি শুধু এখন নয়, কিন্তু চিরকালই এই প্রকার আছি—আমি বিচার করিয়া যে-যুক্তি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া বুঝিতে পারি, সেই যুক্তি ভিন্ন আমার যাবতীয় ব্যাপারে আর কাহারও কথাই শুনি না।" তিনি পলায়নের সুযোগ পাইয়াও প্রাঞ্জল বিচারবুদ্ধির সাহায্যে এই দৃঢ় প্রত্যয়ে উপনীত হইয়াছিলেন, যে রাষ্ট্রের দ্বারা অকারণে লাঞ্ছিত হইলেও সমাজস্থিতির জন্য প্রত্যেক পুরবাসীর পৌরধর্ম্মের নিকটে নতি স্বীকার করা অবশ্যকর্ত্তব্য ; পুরবাসীরা স্বায় অভিরুচির প্রতিকূল হইলেই যদি রাষ্ট্রীয় বিধি পদদলিত করিয়া চলিতে চাহে, তবে রাষ্ট্র দুই দিনও তিষ্ঠিয়া থাকিতে পারে না। সুতরাং সোক্রাটীস স্ববিরোধিতা-দোষে দুষ্ট হন নাই। তিনি "আত্মসমর্থনে" ব্যক্তিগত স্বাধীনতার সপক্ষে সংগ্রাম করিয়াছেন ; "ক্রিটোনে" তাহার বিপরীত দিক্ অর্থাৎ রাষ্ট্রানুগত্যের আবশ্যকতা প্রতিপন্ন করিতেছেন। ব্যক্তিত্বের বিকাশ এবং সমাজ রক্ষার জন্য উভয়েরই তুল্য প্রয়োজন আছে ; কেন না, এই দুইয়ের সামঞ্জস্য সাধিত না হইলে কেহই কল্যাণের পথে অগ্রসর হইতে পারে না। ব্যক্তির সহিত সমাজের যে সম্বন্ধ, সোক্রাটীস তাহার এক দিক্ বিচারালয়ে, এবং অপর দিক্ কারাগারে উদ্‌ঘাটিত করিয়াছেন ; এবং উভয়ত্রই সিদ্ধান্তগুলিকে স্বাধীন বিচারের নিকষ পাথরে পরখ করিয়া লইয়াছেন।

প্লেটো ব্যক্তিগত বিচারবুদ্ধি-বিষয়ে সর্ব্বত্র একভাব পোষণ করেন নাই। তিনি কোন কোনও স্থলে (যেমন "সোক্রাটীসের আত্মসমর্থনে" ও "গর্গিয়াসে") উহার পক্ষ সমর্থন করিয়াছেন; কোন কোনও স্থলে উহার বিরুদ্ধে লেখনী ধারণ করিয়াছেন (থেয়াইটীটস); "সাধারণ-তন্ত্রে" ও "সংহিতা" গ্রন্থে উহার উপরে এক সর্ব্বময় ব্যবস্থাপক প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন।

এখানে একটী প্রশ্ন উত্থাপিত হইতেছে। সোক্রাটীস যে নিয়ম (Nomos) বা বিধিসমূহের বিশ্বস্ত সেবকরূপে তাঁহাদিগের মহিমা ঘোষণা করিবার উদ্দেশ্যে এমন সারগর্ভ ও হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা করিয়াছেন, সেই বিধিসমূহ কি? পিণ্ডার গাহিয়াছেন, "নিয়ম (বিধি) সকলের রাজা" (Nomos pantou basileus)। সোক্রাটীসও (অথবা প্লেটো) নানাস্থানে "রাজা নিয়মের" মাহাত্ম্য বর্ণনা করিয়াছেন, কিন্তু সর্ব্বত্র যে ঠিক এক কথাই বলিয়াছেন, তাহা নহে। একদা হিপ্পিয়াসের সহিত সোক্রাটীসের বিধি সম্বন্ধে যে কথোপকথন হইয়াছিল, তৃতীয় ভাগে তাহার অনুবাদ আপনারা পাঠ করিবেন। (Mem., IV. 4)। তথায় ও বর্ত্তমান প্রবন্ধে সোক্রাটীস নিয়ম বা বিধির যে তত্ত্ব ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহার সারকথা এই; যে রাষ্ট্রের আইনকানুন, সামাজিক ব্যবস্থা, জনমত, কুলাচার, দেশাচার, নৈতিকনিয়ম—সংক্ষেপে লোকস্থিতির অনুকূল লিখিত ও অলিখিত যাবতীয় বিধান ও আচারব্যবহারই নিয়ম বা বিধির অন্তর্গত। স্মরণ রাখিতে হইবে, যে, প্লেটো সকল স্থলে "নিয়ম" (Nomos, Law) শব্দটী এই অর্থে গ্রহণ করেন নাই।

আর একটী বিষয়ও বিবেচ্য। সোক্রাটীস "ক্রিটোনে" পরিপূর্ণ নিয়মানুগত্যের সপক্ষে যত যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন, অন্য কেহ সেই সকল যুক্তি প্রয়োগ করিলে তিনি তাহা তর্কের শাণিতধারে খণ্ড বিখণ্ড করিয়া ফেলিতেন। নিয়মানুগত্যের মাত্রা রক্ষা না করিলে মানুষ কখনও মানুষ নামের যোগ্য থাকিতে পারে না। অথচ নিয়মানুগত্য ও বিবেকের স্বাধীনতা বা ব্যক্তিগত বিচারবুদ্ধির মধ্যে কোথায় রেখা টানিতে হইবে, তাহা তিনি বলিয়া দেন নাই। তবে ইহা স্বীকার্য্য, যে

সোক্রাটীসের মত যিনি অন্যায়রূপে লাঞ্ছিত হইয়াও স্বদেশের প্রতি ভক্তি ও বাধ্যতা অটুট রাখিতে পারেন, তাঁহার মহত্ত্বের তুলনা নাই। "জন্মভূমি স্বর্গ অপেক্ষাও গরীয়সী"—সোক্রাটীস "ক্রিটোনে" জলদ-গম্ভীর স্বরে এই পরমতত্ত্ব প্রকটিত করিয়াছেন। ইহার দুই একটী বাক্য অতি মূল্যবান্। "ধর্ম্মাধর্ম্ম বিচারে বহুজনের মত অপেক্ষা জ্ঞানীর মতই অধিকতর আদরণীয়"; "অন্যায়াচরণের পরিবর্ত্তে কখনই অন্যের প্রতি অন্যায়াচরণ করিবে না"—এই সকল নীতিবাক্য আমাদিগের জপমন্ত্র হইয়া থাকিবার যোগ্য।

ক্রিটোন

[প্রথম অধ্যায়—ক্রিটোন প্রত্যূষকালে কারাগারে আসিয়া সোক্রাটীসের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন, এবং তাঁহাকে সংবাদ দিলেন, যে ডীলসে যে পোত প্রেরিত হইয়াছিল, তাহা সৌনিয়নে আসিয়া পঁহুছিয়াছে, অদ্যই তাহা আথেন্সের বন্দরে ফিরিয়া আসিবে।]

অধ্যায় ১। সোক্রাটীস—ক্রিটোন, তুমি এ সময়ে কেন আসিয়াছ? না এটা এখনও প্রত্যূষকাল নয়?

ক্রিটোন—হাঁ, খুবই প্রত্যূষ বটে।

সোক্রা—এখন (রাত্রি) কয় দণ্ড?

ক্রি—উষার প্রথম মুহূর্ত্ত।

সোক্রা—কি করিয়া কারারক্ষক দ্বারে আঘাত শুনিয়া তোমাকে দ্বার খুলিয়া দিল, ভাবিয়া আশ্চর্য্য হইতেছি।

ক্রি—আমি এখানে সচরাচরই আসি কি না, সোক্রাটীস, এজন্য সে আমাকে জানে; তা' ছাড়া, সে আমার নিকটে কিছু উপকারও পাইয়াছে।

সো—তুমি কি এইমাত্র আসিলে, না অনেকক্ষণ হইল আসিয়াছ?

ক্রি—কিয়ৎক্ষণ হইল আসিয়াছি।

সো—তবে তুমি আমাকে কেন তখনি জাগাও নাই? তুমি চুপ করিয়া আমার কাছে বসিয়া ছিলে কেন?

ক্রি—না, না, সোক্রাটীস, তোমাকে জাগাই নাই বটে; আর আমিও শুধু চাই, যে আমাকে এমনতর অনিদ্রা ও উদ্বেগে কালযাপন করিতে না হয়; আমি কিন্তু অনেকক্ষণ ধরিয়া তোমাকে দেখিয়া আশ্চর্য্য বোধ করিতেছি, যে, তুমি কেমন সুখে ঘুমাইতেছ। তুমি যাহাতে পরম সুখে থাকিতে পার, এজন্য আমি ইচ্ছা করিয়াই তোমাকে জাগাই নাই। পূর্ব্বে বহুবার এবং তোমার সমস্ত জীবন আমি তোমার মন দেখিয়া তোমাকে সুখী বলিয়াছি, আর এক্ষণে এই প্রত্যাসন্ন মহাবিপদ্ তুমি

ক্রিটোন

কেমন অক্লেশে ও প্রসন্নচিত্তে বহন করিতেছ, ইহাতে আমি যে তোমার মনের কত প্রশংসা করিতেছি, বলিতে পারি না।

সো—না, ক্রিটোন, এই বয়সে এখনই মরিতে হইবে বলিয়া যদি আমি ক্ষুব্ধ হইতাম, তবে তাহা নিতান্তই অশোভন হইত।

ক্রি—সোক্রাটীস, অপর অনেকেই এই বয়সে এইপ্রকার বিপদের গ্রাসে পতিত হয়; কিন্তু তাহারা যে এই বিপদে ক্ষুব্ধ হয়, তাহাদিগের বয়স তো তাহা হইতে তাহাদিগকে রক্ষা করিতে পারে না।

সো—সে কথা ঠিক। কিন্তু তুমি এত প্রত্যূষে কেন আসিয়াছ?

ক্রি—বড় দুঃখের সংবাদ লইয়া আসিয়াছি, সোক্রাটীস; বোধ করি তোমার নিকটে ইহা দুঃখের সংবাদ নয়, কিন্তু আমার ও তোমার অন্য সকল সুহৃদের পক্ষেই সংবাদটী দুঃখময় ও দুর্ভর; বিশেষতঃ আমি মনে করি, যে, আমার পক্ষে উহা সর্ব্বাপেক্ষা দুঃসহ।

সো—সংবাদটী কি? তবে কি ডীলস হইতে পোত (১) ফিরিয়া আসিয়াছে? উহা ফিরিয়া আসিলেই তো আমাকে প্রাণ বিসর্জ্জন করিতে হইবে।

ক্রি—না, একেবারে আসিয়া পঁহুছে নাই; কিন্তু যাহারা সৌনিয়নে পোত রাখিয়া আসিয়া এখানে সংবাদ দিয়াছে, তাহাদিগের কথায় আমার বোধ হইতেছে, যে, উহা আজই আসিবে। তাহাদিগের বার্ত্তা হইতে স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে, যে, উহা অদ্যই আসিয়া পঁহুছিবে; তাহা হইলে তো, ও সোক্রাটীস, নিশ্চয়ই আগামী কল্যই তোমার জীবনের অবসান হইবে।

[দ্বিতীয় অধ্যায়—সোক্রাটীস তাঁহার স্বপ্ন বর্ণনা করিয়া বলিলেন, "আমার বিশ্বাস, পোত আজ আসিবে না, আগামী কল্য আসিবে।"]

২। সো—আচ্ছা, ক্রিটোন, কল্যাণ হউক; যদি ইহাই দেবগণের প্রিয় হয়, তবে তাহাই হউক। আমি কিন্তু বিশ্বাস করি না, যে পোত আজই আসিবে।

(১) প্রথম খণ্ড, ১৪৬ পৃষ্ঠা।

ক্রিটোন

ক্রি—কিসে তোমার এই প্রকার প্রতীতি হইল ?

সো—আমি তোমাকে বলিতেছি। যে দিন পোত আসিয়া পঁহুছিবে, তাহার পরদিনই না আমাকে প্রাণ বিসর্জ্জন করিতে হইবে ?

ক্রি—কারাধ্যক্ষ রাজপুরুষেরা তো এইরূপই বলিতেছেন।

সো—তবে আমি বিশ্বাস করি, যে উহা আজ আসিবে না, কিন্তু আগামী কল্য আসিবে ; আজ রাত্রিতেই অল্পক্ষণ পূর্ব্বে আমি যে স্বপ্ন দেখিয়াছি, তাহা হইতেই আমার এই সংস্কার জন্মিয়াছে। তুমি যে আমাকে জাগাও নাই, এজন্য ইহা বিলক্ষণ সময়োচিতই হইয়াছে।

ক্রি—স্বপ্নটা তবে কি ?

সো—আমার বোধ হইল যে সুন্দরী ও সুদর্শনা শ্বেতবসনপরিহিতা কোনও নারী আমার নিকটে আগমন করিয়া আমাকে ডাকিলেন ও বলিলেন, "হে সোক্রাটীস, অদ্যাবধি তৃতীয় দিবসে তুমি উর্ব্বর ফথিয়া দেশে উপনীত হইবে।"(২)

ক্রি—অদ্ভুত স্বপ্ন, সোক্রাটীস।

সো—না, ক্রিটোন, আমার বরং বোধ হয়, সুস্পষ্ট।

[তৃতীয় অধ্যায়—ক্রিটোন বলিলেন, "সোক্রাটীস, তুমি এখনই পলায়ন কর, নতুবা তোমার বন্ধুবর্গের বড় দুর্নাম হইবে।]

৩। ক্রি—হাঁ, খুবই সুস্পষ্ট বোধ হইতেছে বৈ কি। কিন্তু, হে দেব সোক্রাটীস, এখনও আমার কথা শুন ও আপনাকে রক্ষা কর। কারণ তুমি যদি মৃত্যুমুখে পতিত হও, তবে তাহাই আমার পক্ষে একমাত্র বিপদ্ নহে ; আমি তোমার মত সুহৃদে তো বঞ্চিত হইবই—এমন সুহৃদ্ আমি আর কখনও পাইব না—তা' ছাড়া, যাহারা আমাকে ও তোমাকে ভাল করিয়া জানে না, এমন বহুলোকে মনে করিবে, যে আমি

(২) *Iliad*, IX. 363.

Phthia, আখিলীসের জন্মভূমি। সোক্রাটীস মৃত্যুকে আনন্দনিকেতনের সরণিস্বরূপ বিবেচনা করেন, এই জন্যই মৃত্যুর দূত উৎসবোচিত শুভ্র বসন পরিয়া তাঁহার নিকটে উপস্থিত হইয়াছেন।

ক্রিটোন অর্থব্যয় করিতে ইচ্ছুক হইলেই তোমাকে বাঁচাইতে পারিতাম, কিন্তু আমি তাহাতে অবহেলা করিয়াছি। এই অখ্যাতি অপেক্ষা, অথবা আমি প্রিয়জন হইতে অর্থকেই অধিক মূল্যবান্ মনে করি, লোকে যে আমার সম্বন্ধে ইহাই ভাবিবে, তাহা অপেক্ষা অধিকতর লজ্জার বিষয় আর কি আছে? কেন না, লোকে ইহা কখনই বিশ্বাস করিবে না, যে, তুমি নিজেই এখান হইতে পলায়ন করিতে চাহ নাই, যদিচ আমরা তোমার সহায়তা করিতে খুবই ব্যগ্র ছিলাম।

সো—কিন্তু, হে ভাগ্যধর ক্রিটোন, আমরা লোকের খ্যাতিকে এত গ্রাহ্যই বা করিব কেন? যাঁহারা শ্রেষ্ঠ পুরুষ, যাঁহাদিগের মত অধিকতর বিবেচনাযোগ্য, তাঁহারা, আমরা যাহা যেমন করি, তাহা তেমনই ভাবিবেন।

ক্রি—কিন্তু, সোক্রাটীস, তুমি তো দেখিতে পাইতেছ, যে, লোকের মতকেও গ্রাহ্য করিতে হয়। এক্ষণে এই উপস্থিত ব্যাপার হইতেই সুস্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে, যে, কেহ যদি জনসাধারণের নিকটে মিথ্যা অভিযোগে অভিযুক্ত হয়, তবে তাহারা যে তাহার বড় অল্প ক্ষতি করিতে পারে, তাহা নহে, বরং তাহারা বলিতে গেলে যৎপরোনাস্তি গুরুতর ক্ষতিই করিয়া থাকে।

সো—ক্রিটোন, আমি তো চাই-ই, যে, জনসাধারণ যেন যৎপরোনাস্তি ক্ষতি করিতে সমর্থ হয়, কেন না, তাহা হইলে তাহারা যতদূর সম্ভব কল্যাণ করিতেও সমর্থ হইবে; তাহা হইলে তো ভালই হইত। কিন্তু এখন তাহারা এই দুইয়ের কোনটী করিতেই পারগ নহে; তাহারা কাহাকে জ্ঞানীও করিতে পারে না, মূর্খও করিতে পারে না; কিন্তু দৈব-বশে যখন যাহা করিতে হয় তাহারা তাহাই করিয়া থাকে।

[চতুর্থ অধ্যায়—ক্রিটোন। তুমি পলায়ন করিলে তোমার সুহৃদ্‌গণ বিপদে পড়িবেন, এই আশঙ্কায় তুমি আত্মরক্ষা করিতে পরাঙ্মুখ হইও না। আমরা তোমার জন্য যত অর্থ আবশ্যক ব্যয় করিব।]

৪। ক্রি—আচ্ছা, তাহাই হউক; কিন্তু, সোক্রাটীস, আমাকে এই কথাটা বল। তুমি অবশ্যই আমার ও অন্যান্য সুহৃদের জন্য এই ভাবিয়া

ক্রিটো:

উদ্বিগ্ন হও নাই,—হইয়াছ কি ?—যে, তুমি যদি এস্থান হইতে প্রস্থান কর, তাহা হইলে গুপ্তচরেরা আমাদিগকে বিপদে ফেলিবে ; তাহারা বলিবে যে, আমরাই তোমাকে অপহরণ করিয়াছি ; তখন বাধ্য হইয়া আমাদিগকে প্রচুর অর্থব্যয় করিতে হইবে, এমন কি আমরা একেবারে সর্ব্বস্বান্ত হইব, অথবা ইহা ছাড়া আরও দণ্ডভোগ করিব ? যদি তোমার এই প্রকার আশঙ্কা হইয়া থাকে, তাহা দূর কর। কেন না, তোমাকে রক্ষা করিবার উদ্দেশ্যে আমাদিগের পক্ষে এই প্রকার, এবং আবশ্যক হইলে ইহা অপেক্ষাও গুরুতর বিপদ্ আলিঙ্গন করা ন্যায়সঙ্গত। অতএব, কথা শুন ,উহার অন্যথা করিও না।

সো—হাঁ, ক্রিটোন, আমি এইরূপ ভাবিতেছি বৈ কি ; তা' ছাড়া আরও কত কথা ভাবিতেছি।

ক্রি—তবে এরূপ আশঙ্কা মনে স্থান দিও না। কারণ, প্রচুর অর্থের প্রয়োজন নাই—এমন লোক আছে, যাহারা অল্প কিছু পাইলেই তোমাকে কারাগার হইতে উদ্ধার করিয়া নিরাপদ স্থানে লইয়া যাইবে। তার পর, তুমি তো দেখিতে পাইতেছ, যে, এই গুপ্তচরগুলি সুলভ, ইহাদিগের জন্য অধিক অর্থ ব্যয় করিতে হইবে না ? আমার যাবতীয় অর্থ তোমার জন্য নিয়োজিত হইতেছে ; আমি বিবেচনা করি, উহাই যথেষ্ট। আর যদিই বা তুমি আমার জন্য উদ্বিগ্ন বলিয়া আমার অর্থ ব্যয় করিতে না চাও, এই নগরে তোমার পরিচিত এমন বিদেশী লোক আছে, যাহারা অর্থব্যয় করিতে প্রস্তুত ; তাহাদিগের মধ্যে একজন, থীব্স্-নিবাসী সিম্মিয়াস, এই উদ্দেশ্যেই পর্য্যাপ্ত অর্থ লইয়া আসিয়াছে; কেবীস এবং আরও বহু ব্যক্তি অর্থব্যয় করিতে প্রস্তুত। অতএব, আমি বলি, যে, তুমি এই প্রকার আশঙ্কা করিয়া আত্মরক্ষা করিতে পরাঙ্মুখ হইও না, অথবা তুমি বিচারালয়ে যাহা বলিয়াছিলে, তাহাও একটা দুরতিক্রম্য প্রতিবন্ধক মনে করিও না, যে, তুমি নির্ব্বাসিত হইলে আপনাকে লইয়া কি করিবে ভাবিয়া পাইতেছ না। কারণ, অন্যত্রও এমন বহুস্থান আছে, যেখানে উপস্থিত হইলে তোমাকে লোকে ভালবাসিবে। যদি তুমি থেসালী প্রদেশে যাইতে চাও, সেখানে আমার বন্ধুগণ আছে ; তাহারা তোমাকে

ক্রিটোন পরমসমাদরে গ্রহণ করিবে ও আশ্রয় দিবে, সুতরাং থেসালীর অধিবাসীরা কেহই তোমাকে কিছুমাত্র ক্লেশ দিতে পারিবে না।

[পঞ্চম অধ্যায়—ক্রিটোন। পুত্র ও বন্ধুগণের জন্যও তোমার পলায়ন করা কর্ত্তব্য।]

৫। তার পর, সোক্রাটীস আমার নিকটে ইহা সঙ্গত কার্য্য বলিয়াও বোধ হইতেছে না, যে, যখন আত্মরক্ষা করা সাধ্যায়ত্ত, তখন তুমি আপনার জীবন সমর্পণ করিতে যাইতেছ। অপিচ তোমার শত্রুরা যেজন্য ব্যগ্র, যাহারা তোমাকে বিনাশ করিতে চাহে, তাহারা যেজন্য ব্যাকুল হইয়াছিল, তুমি আপনার বিষয়ে তাহার সংঘটনেই ত্বরান্বিত হইতেছ। তাহা-ছাড়া আমার বিবেচনায় তুমি তোমার পুত্রদিগকেও বিসর্জ্জন করিতেছ; তুমি তাহাদিগকে লালনপালন ও শিক্ষাদান করিতে পারিতে; কিন্তু এক্ষণে তোমার কর্ত্তব্যের মধ্যে তুমি শুধু এই করিতেছ যে, তুমি তাহাদিগকে ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইবে, আর তাহারা অদৃষ্টে যাহা আছে, তাহাই করিবে। অনাথ পিতৃমাতৃহীন বালকদিগের ভাগ্যে যেমন ঘটিয়া থাকে, সম্ভবতঃ তাহাদিগের ভাগ্যেও তাহাই ঘটিবে। হয় সন্তান উৎপাদন করাই উচিত নহে, না হয় সঙ্গে থাকিয়া তাহাদিগের লালন পালন ও শিক্ষাদানের ক্লেশ স্বীকার করা কর্ত্তব্য। আমার বোধ হইতেছে, তুমি সহজতম পন্থাই গ্রহণ করিয়াছ। কিন্তু তুমি বলিয়া আসিতেছ, যে, সারাজীবন তুমি ধর্ম্মের জন্যই যত্নশীল রহিয়াছ; তোমার এমন পন্থাই গ্রহণ করা উচিত ছিল, যাহা সাধু ও বীর্য্যবান্ পুরুষ গ্রহণ করিয়া থাকেন। এইজন্যই আমি তোমার ও তোমার বন্ধুজন আমাদিগের জন্য লজ্জা বোধ করিতেছি; লোকে বা ভাবে, যে তোমার পক্ষে যাহা ঘটিয়াছে—বিচারালয়ে তোমার বিচারের সূচনা; তোমার বিচারালয়ে আগমন, যদিও তুমি বিচারালয়ে না আসিয়াও পারিতে;(৩) তৎপরে বিচারটী যেরূপে পরিচালিত হইয়া যে পরিণাম প্রাপ্ত হইল, এবং

(৩) কথাটা ঠিক নয়; সোক্রাটীস উপস্থিত না হইলে বিচারকগণ তাঁহার বক্তব্য না শুনিয়াই মোকদ্দমার নিষ্পত্তি করিতেন।

ক্রিটো

পরিশেষে, এই ব্যাপারটীকে যেন পূর্ব্বাপর উপহাসাস্পদ করিবার জন্তই এই অন্তিম দৃশ্য—এ সমস্তই আমাদিগের কাপুরুষতার ফল ; লোকে মনে করিবে, যে, আমাদিগের ভীরুতা ও মনুষ্যত্বহীনতার জন্তই তুমি আমাদিগের নিকট হইতে অপসৃত হইতে পারিয়াছ ; কেন না, আমরাও তোমাকে রক্ষা করি নাই, তুমিও আপনাকে রক্ষা কর নাই, যদিচ, আমাদিগের যদি কিছুমাত্রও পদার্থ থাকিত, তাহা হইলেই তোমাকে রক্ষা করা সম্ভবপর ও সাধ্যায়ত্ত ছিল। অতএব, সোক্রাটীস, দেখিও, এগুলি শুধু অকল্যাণকর নয়, কিন্তু তোমার ও আমাদিগের পক্ষে লজ্জার বিষয়ও কি না। অতএব ভাব ; অথবা ভাবনার সময় অতীত হইয়াছে ; ভাবনা করা হইয়া গিয়াছে। পন্থা কেবল একটী ; যাহা করিবার, সমুদায় আগামী রাত্রিতেই করিতে হইবে। আমরা যদি এখন বিলম্ব করি, তবে আর কিছুই করা সম্ভবপর ও সাধ্যায়ত্ত হইবে না। সোক্রাটীস, আমি মিনতি করিয়া বলিতেছি, তুমি আমার কথা রাখ, কদাচ উহার অন্যথা করিও না।

[ষষ্ঠ অধ্যায়—ক্রিটোনের প্রস্তাব বিবেচনা করিয়া দেখিবার পূর্ব্বে সোক্রাটীস এই মূল নিয়ম মানিয়া লইলেন, যে কোনও কার্য্য করণীয় কি না, তাহার মীমাংসার জন্য শুধু জ্ঞানীদিগের মতই শ্রদ্ধার যোগ্য।]

৬। সোক্রা—হে প্রিয় ক্রিটোন, তোমার উৎসাহ যদি কোনও ন্যায়সঙ্গত বিষয়ে হয়, তবে উহা পরম আদরণীয় ; কিন্তু যদি তাহা না হয়, তবে উহা যত প্রবল, ততই বিপজ্জনক। অতএব, আমাদিগের দেখা উচিত, যে তুমি যাহা বলিতেছ, তাহা করণীয় কি না। কেন না, আমি শুধু এখন নয়, কিন্তু চিরকালই এই প্রকার আছি—আমি বিচার করিয়া যে যুক্তি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া বুঝিতে পারি, সেই যুক্তি ভিন্ন আমার যাবতীয় ব্যাপারে আমি আর কাহারও কথাই শুনি না। আমি পূর্ব্বে যে-সকল যুক্তি উপস্থিত করিয়াছি, আমার ভাগ্যে এক্ষণে এই নিয়তি ঘটিয়াছে বলিয়া আমি সেগুলি অগ্রাহ্য করিতে পারি না, বরং সেগুলি এখনও আমার নিকটে প্রায় তদ্রূপই (সত্য) বোধ হইতেছে, এবং আমি

ক্রিটোন

পূর্ব্বের ন্যায় সেগুলিকেই শ্রদ্ধা ও পূজা করি ; আমরা যদি এখন সেগুলি অপেক্ষা সঙ্গততর কিছু বলিতে না পারি, তবে তুমি বেশ জানিও, যে, আমি কিছুতেই তোমার প্রস্তাবে সম্মত হইব না ; শিশুগণকে যেমন লোকে ভূতের ভয় দেখায়, তেমনি জনসাধারণের প্রতাপ যদি আমাদিগকে শতবার কারাবাস, মৃত্যু-যন্ত্রণা ও অর্থদণ্ডের ভয় দেখাইয়া ভীত করিতে চাহে, তথাপি নহে। তবে আমরা কি করিয়া উপস্থিত প্রশ্নটীর খুব সঙ্গতরূপে পরীক্ষা করিব ? তুমি লোকের মতামত সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছ, আমরা কি প্রথমে তাহারই আলোচনায় প্রবৃত্ত হইব ? আমরা যে মানিয়া লইয়াছি, যে, কোন কোন মত বিবেচনাযোগ্য, এবং কোন কোন মত বিবেচনাযোগ্য নহে ; এ কথাটা প্রত্যেক স্থলেই ঠিক কি না, আমরা কি পূর্ব্বে ইহাই বিচার করিয়া দেখিব ? না আমার প্রাণদণ্ডের আদেশ হইবার পূর্ব্বে কথাটা সঙ্গত ছিল বটে, কিন্তু এক্ষণে বস্তুতঃ জাজ্বল্যমান দেখা যাইতেছে, যে, আমরা কেবল তর্কের জন্যই বৃথা তর্ক করিয়াছি, এবং যাহা কিছু বলিয়াছি, সে সমস্তই প্রকৃতপক্ষে কেবল বালকের ক্রীড়া ও তুচ্ছ বাগ্‌বিতণ্ডা ? ক্রিটোন, আমিও তোমার সাহায্যে পরীক্ষা করিয়া দেখিবার জন্য ব্যগ্র হইয়াছি, যে, আমি এই বিপদে পড়িয়াছি বলিয়া আমার পুরাতন যুক্তিগুলি কিঞ্চিৎ রূপান্তরিত হইয়া গিয়াছে, না যেমন ছিল তেমনি আছে ; এবং আমরা এক্ষণে উহা বর্জ্জন করিব, না উহাই মানিয়া চলিব ; আমি বোধ করি, যে, যাহারা চিন্তাপূর্ব্বক কথা বলে বলিয়া মনে করে, তাহারা প্রত্যেকেই, আমি এই মাত্র যাহা বলিলাম, তাহাই বলিয়া আসিতেছে—তাহারা সকলেই বলিতেছে, যে, লোকে যে-সকল মত প্রকাশ করে, তন্মধ্যে কতকগুলি বহুমূল্য জ্ঞান করা কর্ত্তব্য, কতকগুলি নয়। দেবতার দোহাই, ক্রিটোন, বল দেখি, তোমার কি বোধ হইতেছে না, যে, তাহারা কথাটা ভালই বলিয়াছে ? কেন না, মানুষের বুদ্ধিতে যতদূর বুঝা যাইতেছে, তোমাকে তো আর আগামী কল্যই মরিতে হইবে না, সুতরাং এই প্রত্যাসন্ন বিপদ্ তোমাকে বিপথগামীও করিবে না ; তবে দেখ, তোমার নিকটে কি কথাটা সন্তোষজনক বোধ হইতেছে না, যে, লোকের সকল মতই

আমাদিগের শ্রদ্ধা করা উচিত নয়, কিন্তু কতকগুলি শ্রদ্ধা করা কর্ত্তব্য ও কতকগুলি অকর্ত্তব্য ; কাহারও কাহারও মত শ্রদ্ধা করা কর্ত্তব্য, কাহারও কাহারও মত শ্রদ্ধা করা অকর্ত্তব্য। তুমি কি বল? কথাটা কি ঠিক বলা হয় নাই ?

ক্রি—হাঁ, ঠিকই বলা হইয়াছে।

সো—তবে যে-সকল মত উত্তম, তাহাই শ্রদ্ধার যোগ্য, কিন্তু যাহা অধম, তাহা শ্রদ্ধার যোগ্য নহে ?

ক্রি—হাঁ।

সো—কিন্তু জ্ঞানীদিগের মতই উত্তম, এবং অজ্ঞানদিগের মতই অধম ?

ক্রি—তা' নয় তো কি ?

[সপ্তম অধ্যায়—যেমন অন্যান্য বিষয়ে, তেমনি ন্যায় ও অন্যায়ের স্থলেও কেবল বিশেষজ্ঞের মতই মূল্যবান্।]

৭। সো—আচ্ছা, এস তবে, আমরা পূর্ব্বে এ বিষয়ে কি বলিয়াছি ? যে-ব্যক্তি ব্যায়াম শিক্ষা করিতেছে ও তাহাতেই আপনাকে নিয়োজিত করিয়াছে, সে কি সকল লোকের নিন্দা-প্রশংসাতেই কর্ণপাত করে, না কেবল একজনের অর্থাৎ বৈদ্য বা শিক্ষকের নিন্দা ও প্রশংসা গ্রাহ্য করে ?

ক্রি—কেবল একজনের।

সো—তাহার তবে একজনেরই নিন্দাতে ভীত ও প্রশংসাতে আহ্লাদিত হওয়া কর্ত্তব্য, কিন্তু জনসাধারণের নিন্দা বা প্রশংসায় নহে ?

ক্রি—সুস্পষ্টই তাই।

সো—তাহা হইলে এই এক ব্যক্তি—যিনি বিষয়টী অবগত আছেন ও তাহাতে বিশেষজ্ঞ হইয়াছেন—তিনি যেমন আদেশ করেন, সেইরূপেই তাহার আচরণ, ব্যায়াম, আহার ও পান করা কর্ত্তব্য, কিন্তু অপর সাধারণের মতানুসারে নহে ?

ক্রি—হাঁ, ঠিক কথা।

ক্রিটোন

সো—বেশ। কিন্তু সে যদি এই এক ব্যক্তির অবাধ্য হয় এবং তাঁহার মত ও প্রশংসাকে অশ্রদ্ধা করিয়া জনসাধারণের মত ও প্রশংসাকেই শ্রদ্ধা করে, তবে কি তাহাতে তাহার অকল্যাণ হইবে না?

ক্রি—নিশ্চয়ই।

সো—এই অকল্যাণটা কি? অবাধ্য ব্যক্তির কোন্ দিকে এবং কোন্ বিষয়ে অকল্যাণ হইবে?

ক্রি—স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে তাহার দেহের অকল্যাণ হইবে; কেন না দেহটাই বিনষ্ট হইবে।

সো—তুমি ঠিক বলিয়াছ। তাহা হইলে, ক্রিটোন, আমরা কি সকলগুলির উল্লেখ না করিয়া সংক্ষেপে বলিতে পারি না, যে অন্যান্য বিষয়েও এই কথাই ঠিক? বিশেষতঃ আমরা যে সম্বন্ধে আলোচনা করিতেছিলাম, সেই ন্যায় ও অন্যায়, উত্তম ও অধম এবং কল্যাণ ও অকল্যাণ বিষয়ে আমাদিগের কি জনসাধারণের মত অনুসরণ করা ও উহাকেই ভয় করা কর্ত্তব্য, না যদি কেহ উহা সম্যক্ অবগত হইয়া থাকেন, তবে বিশ্বজগৎ অপেক্ষা কেবল সেই এক জনের নিকটেই লজ্জা বোধ করা ও তাঁহাকেই ভয় করা উচিত? যদি আমরা তাঁহার অনুসরণ না করি, তবে আমরা সে বস্তুটীকেই (৪) নষ্ট ও বিকল করিব, যাহা, আমরা বলিতাম, ন্যায় দ্বারা উন্নত ও অন্যায় দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া থাকে। না, কথাটা ঠিক নয়?

ক্রি—হাঁ, সোক্রাটীস, আমি তো মনে করি কথাটা ঠিক।

[অষ্টম অধ্যায়—জনসাধারণের মত অগ্রাহ্য করিয়া চলাই বুদ্ধিমানের কার্য্য। মৃত্যুদণ্ডও গণনীয় নহে; কেন না, শুধু জীবন যাপন নয়, কিন্তু উত্তমরূপে জীবন যাপনই বাঞ্ছনীয়।]

৮। সো—আচ্ছা, যাহারা অজ্ঞ, তাহাদিগের কথা শুনিয়া আমরা যদি সেই বস্তুর হানি করি, যাহা স্বাস্থ্য দ্বারা উৎকৃষ্টতর ও রোগ দ্বারা

(৪) অর্থাৎ আত্মাকে।

ক্ষতিগ্রস্ত হয়, তবে এই বস্তুর অনিষ্ট ঘটিলে আমাদিগের পক্ষে কি জীবন আর ধারণযোগ্য থাকিবে? এই বস্তুটী দেহ ; নয় কি?

ক্রি—হাঁ।

সো—তবে রুগ্ন ও ভগ্ন দেহ লইয়া জীবন কি আর আমাদিগের পক্ষে ধারণযোগ্য বলিয়া বোধ হয়?

ক্রি—কখনই নয়।

সো—তবে যাহা অন্যায় দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত ও ন্যায় দ্বারা উপকৃত হয়, তাহার অনিষ্ট ঘটিলে জীবন কি আমাদিগের পক্ষে ধারণযোগ্য থাকে? না, আমাদিগের সেই অংশ—সে যাহাই হউক না কেন—যাহার সম্পর্কে 'ন্যায়' ও 'অন্যায়' প্রযোজ্য, তাহা আমরা দেহ অপেক্ষা তুচ্ছ বিবেচনা করি?

ক্রি—কখনই নয়।

সো—তবে তাহা দেহ অপেক্ষা মূল্যবান্?

ক্রি—হাঁ, বহুগুণে।

সো—তাহা হইলে, হে পুরুষোত্তম, জনসাধারণ আমাদিগকে কি বলিবে, তাহা আমাদিগের পক্ষে খুব অবধানযোগ্য নয় ; কিন্তু যিনি ন্যায় ও অন্যায় সম্যক্ অবগত আছেন, এক তিনি কি বলেন, এবং সত্য কি বলে, কেবল তাহাই আমাদিগের প্রণিধান করা কর্ত্তব্য। সুতরাং তুমি যে এই আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছ, যে, ন্যায় ও সুন্দর ও মহৎ এবং এগুলির বিপরীত বিষয়ে আমাদিগের জনসাধারণের মতে মনোনিবেশ করা উচিত, প্রথমতঃ তোমার এই ভূমিকাটাই ঠিক হয় নাই। কিন্তু এখন কেহ হয় তো বলিবে, জনসাধারণ তো আমাদিগকে বধও করিতে পারে?

ক্রি—তাহা তো সুস্পষ্ট। হাঁ, সোক্রাটীস, কেহ এরূপ বলিতে পারে।

সো—তুমি যথার্থ বলিয়াছ। কিন্তু, হে বিচিত্রবুদ্ধি, আমার বোধ হইতেছে, যে, আমরা এইমাত্র যে সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি, তাহা পূর্ব্বের সিদ্ধান্তেরই অনুরূপ। এক্ষণে বিবেচনা করিয়া দেখ, যে, এখনও আমাদিগের এই সিদ্ধান্ত স্থির রহিয়াছে কি না, যে, শুধু জীবন যাপন নয়, কিন্তু উত্তমরূপে জীবন যাপন করাই বহুমূল্য জ্ঞান করা কর্ত্তব্য।

ক্রিটোন ক্রি—হাঁ, স্থির আছে।

সো—উত্তম জীবন যাপনের অর্থ জীবনকে মহত্ত্বের পথে, ন্যায়ের পথে পরিচালিত করা ; এই সিদ্ধান্ত স্থির আছে, না নাই ?

ক্রি। স্থির আছে।

[নবম অধ্যায়—যদি একথা ঠিক হয়, যে কোন রূপে বাঁচিয়া থাকাই পরম শ্রেয়ঃ নহে, তবে আমাদিগকে স্বীকার করিতে হইবে, যে উপস্থিত প্রস্তাবে একমাত্র বিচার্য্য বিষয় এই, যে পলায়নরূপ কার্য্যটী ন্যায়সঙ্গত কি না ; আমার নিজের সুখদুঃখ বা স্ত্রীপুত্র, বন্ধুবান্ধব আর কিছুই গণনীয় নহে ।]

৯। সো—তাহা হইলে আমরা যাহা মানিয়া লইলাম, তাহা হইতে আমাদিগকে বিচার করিয়া দেখিতে হইবে, যে, আমি যদি আথীনীয়দিগের অনুমতি বিনা এস্থান হইতে পলায়ন করিতে প্রয়াস পাই, তাহা ন্যায়সঙ্গত হইবে, কি ন্যায়সঙ্গত হইবে না ; এবং যদি ন্যায়সঙ্গত হয়, তবে আমরা ঐ বিষয়ে উদ্যম করিয়া দেখিব ; যদি না হয়, আমরা উহা হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইব। কিন্তু তুমি যে-সকল বিষয় বিবেচনাযোগ্য বলিয়া বলিতেছ—অর্থব্যয়, খ্যাতি, সন্তানপালন—হে ক্রিটোন, সেগুলি বস্তুতঃ সেই জনসাধারণের পক্ষেই বিবেচ্য, যাহারা বিনাবিচারে অনায়াসেই অপরকে বধ করিয়া থাকে, এবং যাহারা পারিলে অবলীলাক্রমে আবার তাহাদিগকে প্রাণদানও করিত। কিন্তু, আমাদিগকে বিচার-বুদ্ধি এই সিদ্ধান্তে উপনীত করিয়াছে, যে, আমি এইমাত্র যাহা বলিয়াছি, তদ্ভিন্ন আর কিছুই বিবেচনা-যোগ্য নহে ; তাহা এই—যাহারা আমাকে এস্থান হইতে পলায়ন করিতে সাহায্য করিবে, তাহাদিগকে অর্থ ও কৃতজ্ঞতা প্রদান করিয়া, এবং নিজেরাও কারাগার হইতে আপনাদিগকে উদ্ধার করিয়া ও অপরকে আপনাকে উদ্ধার করিতে দিয়া, আমরা ন্যায়-সঙ্গত আচরণ করিব, না, এইসকল করিয়া বস্তুতঃ অন্যায়ের ভাগী হইব। যদি দেখা যায়, যে, এই-সকল করিলে আমরা অন্যায়ই করিব, তাহা হইলে এই স্থানে অবস্থান করিয়া ও নিশ্চেষ্ট থাকিয়া আমরা মরিব, না অন্য কোনও নিদারুণ দণ্ড ভোগ করিব, তাহা আমাদিগের গণনা করাই উচিত

নহে; কিন্তু আমরা অন্যায়াচরণ করিব কি না, শুধু ইহাই আমাদিগের গণনীয়।

ক্রি—সোক্রাটীস, আমার বোধ হইতেছে, তুমি উত্তম কথাই বলিয়াছ; কিন্তু ভাবিয়া দেখ, আমরা কি করিব।

সো—ভদ্র, এস, আমরা একত্র ভাবিয়া দেখি; আমি যাহা বলিলাম, যদি তোমার তাহার বিরুদ্ধে কিছু বলিবার থাকে, বল, আমি তোমার কথা মানিয়া লইব। কিন্তু যদি না থাকে, তবে, হে ভাগ্যধর, এখনই থাম; তবে পুনঃ পুনঃ সেই এক কথাই বলিও না, যে, আথীনীয়গণের অনুমতি বিনা আমার এস্থান হইতে পলায়ন করা কর্ত্তব্য। যেহেতু, আমি তোমাকে আমার মতে আনয়ন করা একান্ত আবশ্যক বিবেচনা করি; আমি তোমার অমতে এখানে থাকিতে চাহিতেছি না। এখন এই বিচারের প্রথমাবধি আলোচনা করিয়া দেখ, যে, যাহা তোমাকে বলিয়াছি, তাহা পর্য্যাপ্ত কি না; এবং তোমাকে যাহা জিজ্ঞাসা করিব, যথাসাধ্য তাহার সদুত্তর দিতে চেষ্টা কর।

ক্রি—আচ্ছা, আমি চেষ্টা করিব।

[দশম অধ্যায়—সোক্রাটীসের যুক্তি শুনিয়া ক্রিটোন স্বীকার করিলেন, যে অন্যায়াচরণের পরিবর্ত্তে অন্যায়াচরণ করা কদাপি উচিত নহে; এবং অঙ্গীকার পালন করা সকলের পক্ষেই অবশ্যকর্ত্তব্য।]

১০। সো—আমরা কি বলিব, যে কখনই ইচ্ছাপূর্ব্বক অন্যায়াচরণ করা উচিত নহে; না কোন কোনও স্থলে অন্যায়াচরণ করা উচিত, কোন কোনও স্থলে উচিত নহে, ইহাই বলিব? আমরা পূর্ব্বে বহুবার মানিয়া লইয়াছি, যে অন্যায়াচরণ কস্মিন্‌কালেও শ্রেয়ঃ বা মহৎ হইতে পারে না; একথা কি ঠিক? অথবা আমরা পূর্ব্বে যাহা কিছু স্বীকার করিয়া লইয়াছি, সে সমস্তই এই অল্প কয়দিনেই বিস্মৃতি-সাগরে নিমজ্জিত হইয়াছে? ক্রিটোন, আমরা যে এই পরিণত বয়সে বহুবৎসর ধরিয়া এমন ব্যগ্রভাবে পরস্পরের সহিত আলোচনা করিয়া আসিতেছিলাম, আমাদিগের অজ্ঞাতসারে তাহাতে কি আমরা কেবল বালকোচিত ব্যবহারই করিয়াছি? অথবা

ক্রিটোন

আমরা তখন যাহা বলিয়াছি, তাহাই ধ্রুব সত্য, তা' জনসাধারণ তাহা স্বীকার করুক বা না করুক? আমরা কঠিনতর দণ্ডই ভোগ করি' বা লঘুতর দণ্ডই প্রাপ্ত হই, অন্যায়াচরণ অন্যায়াচারীর পক্ষে সর্ব্বস্থলেই অকল্যাণ ও লজ্জার কারণ; আমরা ইহাই বলিব, কি বলিব না?

ক্রি—হাঁ, বলিব।

সো—তবে অন্যায়াচরণ কখনই কর্ত্তব্য নহে।

ক্রি—নিশ্চয়ই নয়।

সো—যদি অন্যায়াচরণ কখনই কর্ত্তব্য না হয়, তবে ইতরজন যে মনে করে, অন্যায়ের পরিবর্ত্তে অন্যায় করা উচিত, তাহাও ঠিক নহে।

ক্রি—সুস্পষ্টই নয়।

সো—তার পর? কাহারও অপকার করা উচিত, না অনুচিত, ক্রিটোন?

ক্রি—কখনই উচিত নয়, সোক্রাটীস।

সো—আচ্ছা, ইতরজন বলিয়া থাকে, অপকারের পরিবর্ত্তে অপকার করা কর্ত্তব্য; ইহা ন্যায়সঙ্গত, না ন্যায়সঙ্গত নহে?

ক্রি—কদাচ ন্যায়সঙ্গত নহে।

সো—যেহেতু, কোনও লোকের অপকার করা ও তাহার প্রতি অন্যায়াচরণ করা, এই উভয়ে কোনও পার্থক্য নাই।

ক্রি—তুমি যথার্থ বলিয়াছ।

সো—তাহা হইলে আমরা অপর হইতে যে-দুঃখই ভোগ করি না কেন, কোনও লোকের প্রতিই অন্যায়ের পরিবর্ত্তে অন্যায়াচরণ বা তাহার অহিত-সাধন কর্ত্তব্য নহে। ক্রিটোন, তুমি দেখিও, যে একটী একটী করিয়া এই-সকল কথা মানিয়া লইয়া তোমাকে তোমার মতের বিপরীত কিছু মানিয়া লইতে না হয়। কেন না, আমি জানি, যে, অল্প লোকেই এই-প্রকার মত পোষণ করে ও করিবে। সুতরাং যাহারা এই-প্রকার মত পোষণ করে, ও যাহারা করে না, তাহাদিগের মধ্যে বিচারের কোনও সাধারণ ভূমি নাই; কাজেই তাহারা যে পরস্পরের মত দেখিয়া পরস্পরের প্রতি অবজ্ঞা প্রকাশ করিবে, তাহা অপরিহার্য্য। অতএব

তুমি খুব ভাল করিয়া ভাবিয়া দেখ, যে, আমাদিগের মধ্যে কোনও ক্রিটো:
সাধারণ ভূমি আছে কি না, এবং তুমি আমার মতে মত দিতে পারিতেছ কি না। তুমি কি মনে কর, যে, আমরা এই বিষয় হইতে আলোচনা আরম্ভ করিব, যে, অন্যায়াচরণ করা, বা অন্যায়ের পরিবর্ত্তে অন্যায় করা, কিংবা অপকার সহ্য করিয়া তৎপরিবর্ত্তে অপকার করিয়া প্রতিশোধ লওয়া কখনই ধর্ম্মসঙ্গত নহে? না তুমি এই মূল সূত্রেই আপত্তি করিতেছ ও উহাতে সায় দিতে পারিতেছ না? আমি পূর্ব্বেও এই মূল সূত্র অভ্রান্ত বলিয়া বিশ্বাস করিতাম এবং এখনও করি। তোমার যদি অন্যরূপ বোধ হয়, বল, ও তাহা বুঝাইয়া দাও। যদি তুমি পূর্ব্বের মতেই অটল থাক, তবে এই পরবর্ত্তী প্রশ্নটী শুন।

ক্রি—হাঁ, আমি সেই মতেই অটল আছি, এবং তোমার সহিত একমত হইতেছি। বল।

সো—ইহার পরে আমি বলিতে চাই—জিজ্ঞাসা করিতে চাই বলিলেই বরং ঠিক হয়—কোনও ব্যক্তি যে-ন্যায়ানুগত কর্ম্ম করিবে বলিয়া অঙ্গীকার করিয়াছে, তাহা তাহাকে সম্পাদন করিতে হইবে, না সে বিষয়ে তাহার প্রবঞ্চনা করাই কর্ত্তব্য?

ক্রি—সম্পাদন করাই কর্ত্তব্য।

[একাদশ অধ্যায়—অতঃপর সোক্রাটীস বিধিসমূহের মুখ দিয়া পলায়ন সম্বন্ধে স্বীয় মত ব্যক্ত করিতেছেন। বিধিসমূহ তাঁহাকে বলিবেন, "সোক্রাটীস, তুমি পলায়ন করিতে উদ্যত হইয়া আমাদিগের প্রতি অন্যায়াচরণ ও পুরীকে ধ্বংস করিতে যাইতেছ।"]

১১। ইহা হইতেই ভাবিয়া দেখ। আমরা যদি পুরীর অমতে এস্থান হইতে পলায়ন করি, তবে যাহাদিগের প্রতি অন্যায়াচরণ করা একান্ত অকর্ত্তব্য, তাহাদিগের প্রতি আমরা অন্যায়াচরণ করিব, কি করিব না? এবং আমরা যাহা ন্যায্য বলিয়া অঙ্গীকার করিয়াছি, তাহা আমরা রক্ষা করিব, না রক্ষা করিব না?

ক্রি—সোক্রাটীস, আমি তোমার প্রশ্নের কি উত্তর দিব খুঁজিয়া পাইতেছি না; কারণ আমি উহা বুঝিতে পারিতেছি না।

ক্রিটোন

সো—আচ্ছা, এইরূপে বিচার করিয়া দেখ। আমরা যখনই এই স্থান হইতে পলায়ন করিতে উদ্যত হইয়াছি—যদি এই শব্দটী এস্থলে ব্যবহার করা সঙ্গত হয়—তখন যদি পুরী ও বিধিসমূহ আসিয়া ও আমার সম্মুখে আবির্ভূত হইয়া জিজ্ঞাসা করেন, "সোক্রাটীস, আমাদিগকে বল দেখি, তুমি কি করিতে সঙ্কল্প করিয়াছ? তুমি যে-কার্য্য করিতে উদ্যত হইয়াছ, তদ্দ্বারা কি তুমি তোমার সাধ্যমত বিধিসমূহ আমাদিগকে ও সমগ্র পুরীকে ধ্বংস করিতে চাহিতেছ না? অথবা তুমি কি বিবেচনা কর, যে, যে-পুরীতে বিধিসঙ্গত মীমাংসার কোনও বল নাই, প্রত্যুত যে-কোনও ব্যক্তি উহা অগ্রাহ্য ও পদদলিত করে, সেই পুরী কখনও প্রতিষ্ঠিত থাকিতে পারে? তাহা কি সমূলে উচ্ছিন্ন হইবে না?" ক্রিটোন, আমরা এই প্রশ্ন এবং এই-প্রকার অন্যান্য প্রশ্নের কি উত্তর দিব? কেন না, যে-বিধি ঘোষণা করিয়াছে, যে, ন্যায়-সঙ্গত মীমাংসা সর্ব্বোপরি মান্য হইবে, সেই বিধি যাহাতে অব্যাহত থাকে, তৎপক্ষে যে কেহ, বিশেষতঃ একজন বক্তা অনেক কথাই বলিতে পারে। আমরা কি এই উত্তর দিব, "পুরী আমাদিগের প্রতি অন্যায়াচরণ করিয়াছে; ইহা আমাদিগের পক্ষে ন্যায়বিচার করে নাই?" আমরা কি ইহাই বলিব, না আর কোনও উত্তর দিব?

ক্রি—হাঁ, সোক্রাটীস, জেয়ুসের দিব্য, আমরা নিশ্চয়ই এই উত্তর দিব।

[দ্বাদশ অধ্যায়—বিধিসমূহ বলিতেছেন, "সোক্রাটীস, তুমি আমাদিগের সন্তান ও দাস, অতএব তোমার কর্ত্তব্য এই, যে তুমি নিয়ত আমাদিগের বাধ্য হইয়া চলিবে।"]

১২। সো—তখন যদি বিধিসমূহ এইরূপ বলেন, তাহা হইলে কি হইবে, —"সোক্রাটীস, আমাদিগের ও তোমার মধ্যে কি এই-প্রকার অঙ্গীকার ছিল? না তুমি এই অঙ্গীকার করিয়াছিলে, যে, পুরী বিচারের মীমাংসা যাহাই করুন না কেন, তুমি তাহাই শিরোধার্য্য করিবে?" যদি তখন আমরা তাঁহাদিগের এই কথায় বিস্ময় প্রকাশ করি, তাহা হইলে তাঁহারা হয় তো বলিবেন, "সোক্রাটীস, আমাদিগের

ক্রিটো

কথায় বিস্ময় প্রকাশ করিও না, কিন্তু যাহা জিজ্ঞাসা করিতেছি, তাহার উত্তর দাও; তুমি তো প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে ও তাহার উত্তর দিতে অভ্যস্ত আছ। এস, আমাদিগের ও পুরীর বিরুদ্ধে তোমার কি অভিযোগ করিবার আছে, যাহাতে তুমি আমাদিগকে সংহার করিতে প্রয়াসী হইয়াছ? প্রথমতঃ, আমরাই কি তোমাকে জন্মদান করি নাই? আমাদের সাহায্যেই কি তোমার পিতা তোমার মাতাকে গ্রহণ ও তোমাকে উৎপাদন করেন নাই? বল, আমাদিগের মধ্যে যেগুলি বিবাহসম্বন্ধীয় বিধি, তুমি কি সেইগুলিই অসঙ্গত বলিয়া দোষাবহ বিবেচনা করিতেছ?" আমি বলিব, "না, দোষাবহ বিবেচনা করি না।" "তবে তুমি কি সন্তানের জন্মের পরে তাহার পালন ও শিক্ষাসম্বন্ধীয় বিধিগুলি দোষাবহ বোধ করিতেছ? তুমি নিজেও তো লালিতপালিত হইয়া শিক্ষা লাভ করিয়াছ। অথবা আমাদিগের মধ্যে ইহার পরবর্ত্তী যেসকল বিহিত বিধি তোমার পিতাকে তোমাকে সঙ্গীত ও ব্যায়াম শিক্ষা দিতে আদেশ করিয়াছিল, তাহারা শোভন কর্ম্ম করে নাই?" আমি বলিব, "হাঁ, শোভন কর্ম্মই করিয়াছে।" "বেশ কথা। আমরাই যখন তোমাকে জন্ম দিয়াছি, লালনপালন করিয়াছি এবং শিক্ষা দিয়াছি, তখন প্রথমে বল দেখি, তুমি কেমন করিয়া তোমার পূর্ব্বপুরুষদিগের মত আমাদিগেরই সন্তান ও দাস নও? যদি তাহাই হয়, তাহা হইলে কি তুমি বিবেচনা কর, যে, তোমার ও আমাদিগের স্বত্ব সমান? তুমি কি বিবেচনা কর, যে, আমরা তোমার প্রতি যাহা করিতে উদ্যত হইব, তৎপরিবর্ত্তে ঠিক তাহা করাই তোমার পক্ষে ন্যায়সঙ্গত হইবে? তোমার ও তোমার পিতার স্বত্ব তো সমান ছিল না; এবং যদি (তুমি দাস হইতে ও) তোমার একজন প্রভু থাকিত, তবে তোমার ও তোমার প্রভুর স্বত্বও সমান হইত না। সুতরাং তুমি তাঁহাদিগের নিকট হইতে যে-প্রকার ব্যবহারই প্রাপ্ত হও না কেন, তৎপরিবর্ত্তে সেই-প্রকার ব্যবহার করিবার অধিকার তোমার নাই; তাঁহারা তিরস্কার করিলে প্রত্যুত্তরে তাঁহাদিগকে তিরস্কার করা, প্রহার করিলে পুনশ্চ প্রহার করা, কিম্বা এইরূপ অপর বহুবিধ আচরণের বিনিময়ে সেইরূপ আচরণ করা তোমার পক্ষে ধর্ম্মসঙ্গত

ক্রিটোন নহে। তবে কি তোমার জন্মভূমি ও বিধিসমূহ সম্পর্কেই তোমার স্বত্ব এমন সমতুল্য, যে, আমরা যদি ন্যায়সঙ্গত বিবেচনা করিয়া তোমাকে বিনাশ করিতে চেষ্টা করি, তাহা হইলে তুমিও প্রতিশোধস্বরূপ বিধিসমূহ আমাদিগকে ও তোমার জন্মভূমিকে বিনাশ করিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করিবে, এবং যে-তুমি যথার্থই ধর্ম্মের জন্য এমন যত্নবান্, সেই তুমি কি বলিবে, যে, এই-প্রকার করিলে তোমার পক্ষে ন্যায়সঙ্গত কার্য্য করা হইবে? অথবা তুমি কি এতই জ্ঞানী হইয়াছ, যে, এই কথাটাও বুঝিতে পারিতেছ না, যে তোমার জন্মভূমি দেবকুল ও মনস্বী মানবকুল সমক্ষে তোমার পিতা, মাতা ও অন্য সমস্ত পূর্ব্বপুরুষ অপেক্ষা পূজ্যতর, মহত্তর, পবিত্রতর ও অধিকতর শ্রদ্ধার পাত্র? তোমার কর্ত্তব্য এই, যে, জন্মভূমি ক্রুদ্ধ হইলে তুমি তোমার পিতা অপেক্ষাও তাঁহার অধিকতর অর্চ্চনা করিবে, নতি স্বীকার করিবে, স্তুতি করিবে, এবং তিনি যাহাই আদেশ করুন না কেন, হয় তাহা হইতে মার্জ্জনা ভিক্ষা করিবে, নতুবা তাহা পালন করিবে। যদি তিনি তোমার প্রতি কোনও দণ্ডের ব্যবস্থা করেন, যদি তিনি তোমাকে প্রহার করেন, বা কারাগারে নিঃক্ষেপ করেন, কিম্বা আহত বা মৃত্যুমুখে পতিত হইবার জন্য যুদ্ধে নিয়োগ করেন—তুমি সে দণ্ড নীরবে গ্রহণ করিবে। ইহাই তোমার কর্ত্তব্য এবং ইহাই ন্যায়সঙ্গত; তুমি পরাজয় স্বীকার করিবে না, পলায়ন করিবে না, অথবা স্বীয় স্থান ত্যাগ করিবে না। যুদ্ধক্ষেত্রে ও বিচারালয়ে এবং সর্ব্বত্র পুরী ও জন্মভূমি যাহাই আদেশ করুন না কেন, তাহাই তুমি পালন করিবে, কিংবা যাহা ন্যায়ানুগত, তাহা তাঁহাকে বুঝাইয়া দিবে। পিতা কিংবা মাতার প্রতি বলপ্রয়োগ করা পুণ্যকর্ম্ম নহে; জন্মভূমির প্রতি বলপ্রয়োগ তবে ইহা অপেক্ষাও কত অল্প পুণ্য কার্য্য?" হে ক্রিটোন, আমরা এই-সকল কথার কি উত্তর দিব? আমরা কি বলিব, যে বিধিসমূহ সত্য কথাই বলিতেছেন, না তাহা বলিব না?

ক্রি—আমার তো বোধ হয়, তাঁহারা সত্য কথাই বলিতেছেন।

[ত্রয়োদশ অধ্যায়—বিধিসমূহ বলিতেছেন, "সোক্রাটীস, তুমি পুরীর প্রতি অসন্তুষ্ট হইলে অন্যত্র চলিয়া যাইতে পারিতে; কিন্তু তুমি এই পুরীতে স্বেচ্ছাক্রমে অবস্থান

করিয়া স্পষ্টই এই অঙ্গীকারে আবদ্ধ হইয়াছ, যে তুমি আমাদিগের আদেশ মানিয়া চলিবে।”] ক্রিটো

১৩। সো—বিধিসমূহ হয় তো বলিবেন, “তাহা হইলে, সোক্রাটীস, তুমি ভাবিয়া দেখ, আমরা যে বলিতেছি, তুমি এস্থলে যাহা করিতে উদ্যত হইয়াছ, তাহাতে আমাদিগের প্রতি ন্যায়সঙ্গত আচরণ করিতেছ না, একথাটা সত্য কি না। কেন না, আমরাই তোমাকে জন্ম দিয়াছি, লালনপালন করিয়াছি, শিক্ষা দিয়াছি, এবং তোমাকে ও অপর সমুদায় পুরবাসীদিগকে যাবতীয় সুখসম্পদ্ প্রদান করিয়াছি। আবার আমরা ইহাও ঘোষণা করিয়াছি, যে, যে-কোনও আথীনীয় বয়ঃপ্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে রাষ্ট্রীয় অধিকার লাভ করিয়া এবং পুরীর কার্য্যাবলী ও বিধিসমূহ আমাদিগকে দেখিয়া আমাদিগের প্রতি অসন্তুষ্ট হইবে, সে যেন আপনার সমুদায় বিত্ত লইয়া যেখানে ইচ্ছা চলিয়া যায়; আমরা সকলকেই চলিয়া যাইবার এই অধিকার প্রদান করিয়াছি। আমরা ও এই পুরী যদি তোমাদিগের কাহারও অসন্তোষের কারণ হই, তবে সে স্বচ্ছন্দে আপনার অর্থবিত্ত লইয়া যেখানে ইচ্ছা চলিয়া যাইতে পারে, তাহাতে আমরা কেহই তাহাকে বাধা দিতেছি না; ইচ্ছা করিলে সে আথেন্সেরই কোনও উপনিবেশে গমন করিতে পারে, কিংবা বিদেশে যাইয়া যথায় অভিরুচি বাস করিতে পারে। কিন্তু আমরা বলিতেছি, যে আমরা কিরূপে ন্যায় বিতরণ ও অন্যান্য বিষয়ে পুরীর শাসন-সংরক্ষণ করি, তাহা দেখিয়াও তোমাদিগের মধ্যে যে-ব্যক্তি এই পুরীতে বাস করিতেছে, সে এই কার্য্যদ্বারাই আমাদিগের সহিত এই অঙ্গীকারে আবদ্ধ হইয়াছে, যে, আমরা যাহাই কেন আদেশ করি না, তাহাই সে সম্পাদন করিবে। অধিকন্তু, আমরা বলি, যে-ব্যক্তি আমাদিগকে অমান্য করে, সে ত্রিবিধ অন্যায় কার্য্য করে; আমরা তাহার জনকজননী, সে জনকজননীর অবাধ্যতা করিতেছে; আমরা তাহার প্রতিপালক, সে প্রতিপালকের অবাধ্যতা করিতেছে; এবং সে আমাদিগের আদেশ মান্য করিবে, এই অঙ্গীকার করিয়াও আমাদিগকে অমান্য করিতেছে, অথচ আমরা যদি কিছু অন্যায় আদেশ করিয়া থাকি, তাহা

ক্রিটোন

আমাদিগকে বুঝাইয়া দিতেছে না। তবু তো আমরা তাহাকে যাহা করিতে আদেশ করিয়াছি, তাহা কঠোরভাবে আদেশ করি নাই; আমরা তাহাকে এই দুইয়ের একটী করিতে অনুরোধ করিয়াছি—হয় আমাদিগকে বুঝাইয়া দাও, যে, আমাদিগের আদেশ অন্যায়, না হয় উহা পালন কর; কিন্তু সে উভয়ের কোনটীই করিতেছে না।"

[চতুর্দ্দশ অধ্যায়—বিধিসমূহ বলিতেছেন, "সোক্রাটীস, তুমি তোমার দীর্ঘ জীবনে কার্য্যদ্বারা প্রমাণ করিয়া আসিতেছ, যে তুমি এই পুরী ও আমাদিগের প্রতি একান্ত সন্তুষ্ট ছিলে; তৎপরে তুমি বিচারকালে অনায়াসেই নির্ব্বাসনদণ্ডের প্রস্তাব করিতে পারিতে; অতএব এক্ষণে পলায়ন করিয়া আপনাকে হাস্যাস্পদ করিও না।"]

১৪। "হে সোক্রাটীস, আমরা বলিতেছি, যে, তুমি যাহা করিবে বলিয়া ভাবিতেছ তাহা যদি কর, তবে তুমিও এই-সকল অপরাধে অপরাধী হইবে; অন্যান্য আথীনীয়দিগের অপেক্ষা তোমার অপরাধ লঘু হইবে না, প্রত্যুত উহা অতি গুরুতর বলিয়াই গণ্য হইবে।" আমি যদি বলি, "কেন?" তাঁহারা হয় তো ন্যায্যরূপেই এই বলিয়া আমাকে আক্রমণ করিবেন, যে, আমি অপর সমুদায় আথীনীয় অপেক্ষা বিশিষ্টরূপে তাঁহাদিগের সহিত এই অঙ্গীকারে আবদ্ধ হইয়াছি। কারণ, তাঁহারা বলিবেন, "সোক্রাটীস, এবিষয়ে মহা প্রমাণ রহিয়াছে, যে, তুমি আমাদিগের প্রতি ও এই পুরীর প্রতি সন্তুষ্ট ছিলে। কেন না, তুমি যদি অপর সমুদায় আথীনীয় অপেক্ষা এই পুরীর প্রতি বিশেষভাবে সন্তুষ্ট না থাকিতে, তাহা হইলে তুমি তাহাদিগের অপেক্ষা বিশেষভাবে এই পুরীতেই বাস করিতে না; তুমি জাতীয় মহোৎসবের দৃশ্য দেখিবার জন্যও কখনও পুরীর বাহিরে যাও নাই, এবং যুদ্ধক্ষেত্র ভিন্ন কখনও অপর কোন স্থানেও গমন কর নাই; অন্যান্য লোকের মত তুমি কোন কালেই বিদেশ ভ্রমণে বাহির হও নাই; তোমার অন্তরে কদাপি অপর পুরী ও অপর বিধি অবগত হইবার আকাঙ্ক্ষা উদিত হয় নাই; কিন্তু আমরা ও আমাদিগের পুরীই তোমার পক্ষে পরিপূর্ণ সন্তোষের নিদান ছিলাম;—আমাদিগের প্রতি তোমার প্রীতি এতই

গভীর ছিল, এবং আমাদিগের শাসনাধীন হইয়া বাস করিতে তুমি এমনই অঙ্গীকার করিয়াছিলে; বিশেষতঃ, তুমি এই পুরীর প্রতি এমন সন্তুষ্ট ছিলে, যে তুমি এখানে সন্তানসন্ততি উৎপাদন করিয়াছ। তৎপরে, তোমার বিচারের সময়ে ইচ্ছা করিলেই তুমি তোমার পক্ষে নির্ব্বাসনদণ্ডের প্রস্তাব করিতে পারিতে; এবং এক্ষণে তুমি যাহা পুরীর অমতে করিতে উদ্যত হইয়াছ, তখন তাহা পুরীর সম্মতিক্রমেই করিতে সমর্থ হইতে। কিন্তু তখন তুমি এই গর্ব্ব করিলে, যে, তুমি মরিতে একটুকুও অপ্রস্তুত নও; তুমি বলিলে, যে, নির্ব্বাসন অপেক্ষা বরং তুমি মৃত্যুকেই আলিঙ্গন করিবে। আর এক্ষণে তুমি এই কথাগুলি স্মরণ করিয়া লজ্জাবোধ করিতেছ না: তুমি বিধিসমূহ আমাদিগকে মান্য করিতেছ না, বরং ধ্বংস করিতেই উদ্যত হইয়াছ; অতি হীনমতি দাস যাহা করিতে চাহে, তুমি তাহাই করিতে যাইতেছ—তুমি আমাদিগের শাসনাধীন থাকিয়া বাস করিতে সম্মত হইয়া যে সন্ধিবন্ধন ও অঙ্গীকার করিয়াছিলে, তাহা ভঙ্গ করিয়া পলায়ন করিতে প্রয়াসী হইয়াছ। অতএব প্রথমতঃ আমাদিগের এই প্রশ্নটীর উত্তর দাও—আমরা যে বলিতেছি, তুমি কথায় নয়, কিন্তু কার্য্যতঃ আমাদিগের শাসনাধীন হইয়া বাস করিতে অঙ্গীকার করিয়াছিলে, তাহা সত্য, না মিথ্যা?" ক্রিটোন, আমরা ইহার কি উত্তর দিব? আমরা ইহা স্বীকার না করিয়া কি করিব? ক্রিটে

ক্রি—হাঁ, সোক্রাটীস, আমাদিগকে ইহা স্বীকার করিতেই হইবে।

সো—তখন তাঁহারা বলিবেন, "তবে আমাদিগের মধ্যে যে সন্ধিবন্ধন ও অঙ্গীকার ছিল, তুমি কি তাহা অতিক্রম করিতেছ না? তুমি যে বাধ্য হইয়া বা প্রবঞ্চিত হইয়া সন্ধি ও অঙ্গীকারে আবদ্ধ হইয়াছিলে, তাহা নহে; অথবা তুমি যে অল্প সময়ের মধ্যে সঙ্কল্প স্থির করিতে বাধ্য হইয়াছ, তাহাও নহে; কিন্তু তোমার সত্তর বৎসর সময় ছিল; তুমি যদি আমাদিগের প্রতি অসন্তুষ্ট হইতে, অথবা আমাদিগের মধ্যে যে অঙ্গীকার ছিল, তাহা যদি তোমার নিকটে অন্যায় বলিয়া বোধ হইত, তবে এই কালের মধ্যে তুমি অন্যত্র চলিয়া যাইতে পারিতে। কিন্তু

ক্রিটোন তুমি লাকেডাইমোন বা ক্রীট, কোনটীই অভীষ্টতর বলিয়া গ্রহণ কর নাই, অথচ তুমি সদাসর্ব্বদাই বলিয়া থাক, যে, এই দুইটীর শাসনপ্রণালী উৎকৃষ্ট; তুমি গ্রীক জাতির অন্য কোনও নগর কিংবা বর্ব্বরজাতিসমূহের কোনও নগরও প্রশস্ততর বিবেচনা কর নাই; অন্ধ ও খঞ্জ এবং অন্যান্য আতুর লোক অপেক্ষাও তুমি এই পুরীর বাহিরে অল্পই গমন করিয়াছ। স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে, যে, তুমি অন্যান্য আথীনীয় অপেক্ষা এই পুরীর প্রতি ও বিধিসমূহ আমাদিগের প্রতি বিশেষভাবে সন্তুষ্ট ছিলে। কেন না, কে বিধি ছাড়িয়া পুরীর প্রতি সন্তুষ্ট থাকিতে পারে? (৫) এখন কি তুমি তোমার অঙ্গীকারে অটল থাকিবে না? সোক্রাটীস, আমাদিগের কথা যদি শুন, তবে অবশ্যই থাকিবে। তাহা হইলে, এই পুরী হইতে প্রস্থান করিয়া তুমি আপনাকে হাস্যাস্পদ করিবে না।"

[পঞ্চদশ অধ্যায়—বিধিসমূহ বলিতেছেন, "সোক্রাটীস, তুমি যদি পলায়ন কর, তবে তোমার বন্ধুগণ বিপদে পড়িবে, এবং তুমি নিজে যে-প্রকার জীবন যাপন করিবে তাহাও তোমার পক্ষে স্পৃহণীয় হইবে না; অপিচ তোমার সন্তানেরা তোমার সহিত নির্ব্বাসনে যাইয়া যে লালনপালন ও শিক্ষা সম্বন্ধে অধিকতর লাভবান্ হইবে, তাহাও নহে; বরং তোমার অভাবে তোমার বন্ধুজন তাহাদিগের সমুচিত রক্ষণাবেক্ষণ, করিবে।"]

১৫। "কেন না, এইটুকু ভাবিয়া দেখ—তুমি অঙ্গীকার-ভঙ্গের অপরাধ করিয়া তোমার বা তোমার বন্ধুজনের কি উপকার করিবে? যেহেতু, ইহা একরূপ নিশ্চিত, যে, তোমার বন্ধুজনেরাও বিপদে পতিত হইবে; তাহারা নির্ব্বাসিত ও রাষ্ট্রীয় স্বত্বে বঞ্চিত হইবে, কিংবা আপনাদিগের সম্পত্তি হারাইবে। প্রথমতঃ, তুমি নিজে যদি নিকটবর্ত্তী কোনও নগরে গমন কর,—তুমি যদি থীব্‌স বা মেগারায় যাও, কেন না, এই উভয়েরই শাসনপ্রণালী উৎকৃষ্ট—হে সোক্রাটীস, তুমি সেই রাজ্যে শত্রুরূপেই উপস্থিত হইবে; যে-কেহ স্বীয় পুরীর হিতকল্পে যত্নবান্,

(৫) অর্থাৎ কেহ পুরীর প্রতি সন্তুষ্ট থাকিলেই বুঝিতে হইবে, যে সে উহার বিধির প্রতিও সন্তুষ্ট।

সেই তোমার প্রতি কুটিল কটাক্ষপাত করিবে, এবং ভাবিবে, যে, তুমি বিধিসমূহ বিনাশ করিয়াছ; তোমার ব্যবহারে লোকের মনে এই প্রত্যয়ই দৃঢ়মূল হইবে, যে, বিচারকগণ তোমার প্রতি ন্যায়-বিচারই করিয়াছেন; কেন না, যে-ব্যক্তি বিধিসমূহকে বিনাশ করে, তাহার সম্বন্ধে একথাও অক্লেশেই বলা যাইতে পারে, যে, সে যুবক ও নির্ব্বোধ লোকদিগকেও বিনাশ করিবে। তবে কি তুমি সুশাসিত পুরী ও সুসভ্য জনসমাজ পরিহার করিতে চাও? এরূপ করিলে কি তোমার পক্ষে জীবন ধারণের যোগ্য থাকিবে? অথবা তুমি সুসভ্য মানবের সংবাসে জীবনযাপন করিবে, এবং তাহাদিগের সহিত আলাপে প্রবৃত্ত হইতে লজ্জা বোধ করিবে না—কোন্ কথায় আলাপ করিবে, সোক্রাটীস? এখানে যে-সকল কথায় আলাপ করিয়া থাক, সেই-সকল কথায়? তুমি এই আলাপ করিবে, যে, ধর্ম্ম ও ন্যায়, ব্যবস্থা ও বিধিসমূহ মানবের পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা মূল্যবান্? তুমি কি বিবেচনা কর না, যে, সোক্রাটীসের এই কার্য্যটী লজ্জাজনক বলিয়া প্রতীয়মান হইবে? বিবেচনা করা অবশ্যই কর্ত্তব্য। কিন্তু তুমি এই-সকল স্থান ত্যাগ করিয়া থেসালীতে ক্রিটোনের বন্ধুদিগের নিকটে গমন করিবে, কেন না, সেখানে পরিপূর্ণ অনিয়ম ও উচ্ছৃঙ্খলতা বিরাজমান। তুমি কিরূপ হাস্যজনক উপায়ে কারাগার হইতে পলায়ন করিয়াছ,—যে-কোন প্রকার পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া, যথা চামড়ার দ্বারা গাত্রাচ্ছাদন করিয়া, কিংবা পলাতক দাসেরা যেরূপ বস্ত্র পরিয়া পলায়ন করে, সেইরূপ বস্ত্র লইয়া, এবং আপনার রূপ পরিবর্ত্তিত করিয়া তুমি যে অপসৃত হইয়াছ—তাহা শুনিয়া লোকে হয় তো আমোদ বোধ করিবে। কিন্তু তুমি বৃদ্ধ হইয়াছ, সম্ভবতঃ তোমার জীবনের অল্প কালই অবশিষ্ট আছে; তথাপি তোমার ঘৃণিত জীবনের মায়া এতই অধিক, যে, তুমি ইহারই জন্য মহোচ্চ বিধিসমূহ উলঙ্ঘন করিতে সাহসী হইয়াছ—একথা কি সেখানে কেহই বলিবে না? তুমি যদি কাহাকেও বিরক্ত না কর, তবে হয় তো কেহই বলিবে না, কিন্তু যদি তুমি বিরক্ত কর, তবে, সোক্রাটীস, তোমার সম্বন্ধে বহু অশ্রাব্য কথাই শুনিতে পাইবে। তুমি

ক্রিটোন

ক্রিটোন সমুদায় লোকের তোষামোদকারী ও দাস হইয়া জীবন যাপন করিবে। তুমি থেসালীতে অতিমাত্রায় ভোজন করা ভিন্ন আর কি করিবে? লোকে মনে করিবে, যে, তুমি ভোজনের উদ্দেশ্যেই থেসালীতে ভ্রমণ করিতে গিয়াছ। কিন্তু আমরা যে ন্যায় ও অন্যান্য ধর্ম্মসম্বন্ধে এত কথা বলিয়াছি, সেগুলি সেখানে কোথায় থাকিবে? কিন্তু তুমি বলিবে, যে, তুমি সন্তানদিগের জন্য, তাহাদিগকে লালনপালন করিবার ও শিক্ষা দিবার অভিপ্রায়ে, বাঁচিয়া থাকিতে চাও। সে কি কথা? তুমি তাহাদিগকে থেসালীতে লইয়া যাইয়া লালনপালন করিবে ও শিক্ষা দিবে? (৬) তাহারা যাহাতে এই সৌভাগ্য সম্ভোগ করিতে পারে, এইজন্য তুমি তাহাদিগকে স্বদেশের পক্ষে বিদেশী করিয়া তুলিবে? অথবা তাহারা বিদেশী হইবে না, কিন্তু তুমি তাহাদিগের সঙ্গে না থাকিয়াও বাঁচিয়া থাকিলে এখানেই তাহারা উৎকৃষ্টতররূপে লালিতপালিত ও শিক্ষিত হইবে? কেন না, তোমার বন্ধুবান্ধবেরা তাহাদিগকে যত্ন করিবে। তুমি যদি থেসালীতে যাত্রা কর, তাহা হইলে তাহারা যত্ন করিবে, আর তুমি যদি যমালয়ে যাত্রা কর, তাহা হইলে যত্ন করিবে না? যাহারা আপনাদিগকে তোমার বন্ধু বলিয়া পরিচয় দেয়, তাহাদিগের যদি কোনও পদার্থ থাকে, তবে তাহারা করিবে বলিয়াই বিশ্বাস করা কর্ত্তব্য।"

[ষোড়শ অধ্যায়—বিধিসমূহ বলিতেছেন, "সোক্রাটীস, ক্রিটোনের পরামর্শ অনুসারে ন্যায়ধর্ম্ম পদদলিত করিলে পরলোকে তোমার কি গতি হইবে, তাহা একবার ভাবিয়া দেখিও।"]

১৬। "না, সোক্রাটীস, আমরাই তোমাকে লালনপালন করিয়াছি; তুমি আমাদিগের কথা শুন; ন্যায়ধর্ম্ম অপেক্ষা সন্তান বা জীবন কিংবা অপর কিছু মূল্যবান্ জ্ঞান করিও না; তাহা হইলে তুমি যমালয়ে উপনীত হইয়া তথায় বিচারকদিগের সমক্ষে আত্মসমর্থনকালে এই-সকল কথা বলিতে পারিবে। কেন না, স্পষ্টই দেখা যাইতেছে, যে, ক্রিটোন যাহা বলিতেছে তাহা করিলে, তুমি কিংবা তোমার বন্ধুজনের মধ্যে

(৬) পাপাচারের জন্য থেসালীর বড় দুর্নাম ছিল।

কেহই ইহজীবনে অধিকতর সুখী বা ন্যায়বান্ বা পবিত্র হইবে না; এবং পরলোকে উপনীত হইয়া তুমিও অধিকতর সুখ লাভ করিবে না। কিন্তু এক্ষণে যদি তুমি ইহলোক হইতে প্রস্থান কর, অন্যায় ব্যবহার পাইয়া—বিধিসমূহ আমাদিগের নিকটে নয়, কিন্তু মানুষের নিকটে অন্যায় ব্যবহার পাইয়া—প্রস্থান করিবে। অপর পক্ষে, যদি তুমি এইরূপ নির্লজ্জভাবে অন্যায়ের পরিবর্ত্তে অন্যায় ও অপকারের পরিবর্ত্তে অপকার কর, যদি তুমি আমাদিগের প্রতি তোমার অঙ্গীকার ও সন্ধিবন্ধন লঙ্ঘন কর, যাহাদিগের প্রতি অপব্যবহার করা তোমার একান্ত অকর্ত্তব্য—তোমার নিজের প্রতি, বন্ধুজনের প্রতি, জন্মভূমির প্রতি, আমাদিগের প্রতি—যদি তুমি তাহাদিগের প্রতি অপব্যবহার কর, যদি তুমি (এই সমুদায় কুকর্ম্ম করিয়া) এস্থান হইতে প্রস্থান কর, তাহা হইলে তুমি যতদিন জীবিত থাকিবে, আমরা তোমার প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়া থাকিব, এবং তুমি যখন যমালয়ে উপস্থিত হইবে, তখন আমাদিগের ভ্রাতা পরলোকের বিধিবৃন্দও তোমাকে প্রসন্নচিত্তে গ্রহণ করিবে না; যেহেতু তাহারা জানিতে পারিবে, যে তুমি ইহলোকে তোমার সাধ্যমত আমাদিগকে ধ্বংস করিতে প্রয়াস পাইয়াছ। অতএব ক্রিটোন যাহা করিতে বলিতেছে, তাহাতে সে যেন তোমাকে সম্মত করিতে না পারে; তুমি বরঞ্চ আমাদিগের কথা শুন।"

ক্রিটোন

[সপ্তদশ অধ্যায়—সোক্রাটীস বলিলেন, "আমি বিধিসমূহের উপদেশই শিরোধার্য্য করিলাম; আমি কারাগার হইতে পলায়ন করিব না।"]

১৭। হে প্রিয় বয়স্য ক্রিটোন, তুমি বেশ জানিও, যে, আমার বোধ হইতেছে, আমি এই-সকল কথা শুনিতে পাইতেছি—যেমন কুবেলীদেবীর উপাসকেরা প্রমত্তাবস্থায় ভাবে, যে তাহারা বংশীধ্বনি শুনিতে পাইতেছে।(৭) এই বাক্যগুলির ধ্বনি আমার কর্ণে নিনাদিত

(৭) কুবেলীদেবীর উপাসকেরা তাঁহার উৎসবে ঢোল, করতাল ও বংশীরবের সঙ্গে সঙ্গে তাণ্ডব নৃত্য করিত। প্রথম খণ্ড, ১৪৯, ১৫০ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

হইতেছে ও আমাকে অপর কথা শুনিতে অক্ষম করিয়া ফেলিয়াছে। অপিচ তুমি জানিও, যে, আমার এক্ষণে যতদূর প্রত্যয় হইতেছে, তাহাতে তুমি যদি এই কথাগুলির বিপরীত কিছু বলিতে চাও, তবে তোমার বাক্যব্যয় বৃথা হইবে। তাহা হইলেও, যদি তুমি বিবেচনা কর, যে, তোমার আরও কিছু (বলিবার বা) করিবার আছে, বল।

ক্রি—না, সোক্রাটীস, আমার আর কিছুই বলিবার নাই।

সো—তবে তাহাই হউক, ক্রিটোন, এবং আমি যেরূপ করিতে চাহিতেছি, আমরা সেইরূপই করি, যেহেতু ঈশ্বরই এইরূপ নির্দ্দেশ করিতেছেন।

চতুর্থ অঙ্ক

সোক্রাটীস—মৃত্যুর তীরে

(Phaidon)

ফাইডোন

মুখবন্ধ

"ফাইডোন" নামক নিবন্ধ কথার অন্তর্গত কথা। ইহাতে সোক্রাটীসের অন্তিম দিবস চিত্রিত হইয়াছে, এবং সেদিন সিম্মিয়াস, কেবীস প্রভৃতি সহচরগণের সহিত তাঁহার যে কথোপকথন হইয়াছিল, তাঁহার প্রিয় শিষ্য ফাইডোন ফ্লিয়স (গ্রীক Phleious) নগরে তাহা কতিপয় সুহৃদের নিকটে বিবৃত করিতেছেন। নিবন্ধটীর শেষভাগে প্লেটো সোক্রাটীসের দেহবিসর্জ্জনের যে আলেখ্য অঙ্কিত করিয়াছেন, প্রাচীন কাল হইতে ঐতিহাসিকেরা বাস্তব বলিয়া তাহার সমাদর করিয়া আসিতেছেন। আত্মার অমরত্ব ইহার মুখ্য প্রস্তাব, কিন্তু এই বিষয়টীর বিচারের সঙ্গে সঙ্গে সোক্রাটীসের যে রূপ পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে, তাহা বড় উজ্জ্বল, বড় মনোহর। তাঁহার ধীর, গম্ভীর, প্রশান্ত মূর্ত্তি; অন্তরের মহৎ, উদার, স্নিগ্ধ ও নির্ভীক ভাব; সখা-ও-পরিচারকগণের প্রতি কমনীয় আচরণ ও স্নেহসিক্ত ভাষা; সত্যানুসন্ধানে অপরিসীম উৎসাহ; তত্ত্ববিচারের প্রতি অবিচলিত আস্থা; প্রতিপক্ষের আপত্তি শুনিবার জন্য ব্যগ্রতা; "মরণের অন্ধকার উপত্যকা"তে প্রবেশ করিবার প্রাক্কালেও অনাবিল পরিহাসপটুতা; এবং সর্ব্বোপরি মঙ্গলময় জীবনবিধাতার দুরবগাহ বিধাতৃশক্তিতে অটল নির্ভর—এই সমুদায় বিশেষত্ব এক দিকে যেমন আমাদিগকে মুগ্ধ ও বিস্মিত করিতেছে, তেমনি অপর দিকে তাঁহাকে আমাদিগের নয়নসমক্ষে আত্মার অমরত্বের প্রত্যক্ষ প্রমাণরূপে দেদীপ্যমান করিয়া তুলিতেছে; আমরা অনুভব করিতেছি, জ্ঞানযোগী সোক্রাটীস জীবনে ও মরণে নির্ম্মল জ্ঞানের নিকটে সমভাবে বিশ্বস্ত রহিয়াছেন। প্লেটোর অনুবাদক অধ্যাপক জাউএট (Jowett) লিখিয়াছেন, "There is nothing in all tragedians, ancient or modern, nothing in poetry or history (with one exception) like the last

hours of Socrates in Plato." (The Dialogues of Plato, Vol. I. p. 427)।—"প্লেটোর গ্রন্থে সোক্রাটীসের অন্তিমকালের যে চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে, (একটী স্থল ভিন্ন) প্রাচীন বা আধুনিক যুগের নাটকে, কাব্যে বা ইতিহাসে তাহার তুলনা নাই।"

প্লেটো "ফাইডোনে" আত্মার অমরত্ব-বিষয়ে যে-সকল যুক্তি উপস্থিত করিয়াছেন, পাঠকগণের পক্ষে তাহা সুবোধ্য করিবার অভিপ্রায়ে আমরা একত্র তাহার সার সঙ্কলন করিয়া দিতেছি।

প্রথম যুক্তি—(১) বিপরীতসমুৎপাদ (Antapodosis)।

আমরা জগতে দেখিতে পাই, বিপরীত পদার্থযুগলের মধ্যে একটী অপরটী হইতে উৎপন্ন হইতেছে। যথা, হ্রস্বতর হইতে দীর্ঘতর, এবং দীর্ঘতর হইতে হ্রস্বতর প্রসূত হইয়া থাকে। জীবন ও মৃত্যু পরস্পরের বিপরীত; জীবন মৃত্যুতে পর্য্যবসিত হইতেছে, ইহা প্রত্যক্ষ ব্যাপার; সুতরাং মৃত্যু হইতে পুনশ্চ জীবন উৎপন্ন হইতেছে। যেহেতু জড়জগতের একটী নিয়ম এই, যে জড়ের সমষ্টি চিরস্থির, উহার হ্রাসবৃদ্ধি নাই।

[প্লেটোর প্রথম নিয়ম, বিপরীতসমুৎপাদ, হীরাক্লাইটস-প্রোক্ত "ঊর্দ্ধগামী ও নিম্নগামীপথ" (সপ্তম অধ্যায় দেখুন) নামক বিধির প্রয়োগ। দ্বিতীয় নিয়ম, জড়সমষ্টির হ্রাসবৃদ্ধিরাহিত্য, প্রাকৃতিক বিজ্ঞানে সর্ব্ববাদি-সম্মত সত্য। প্লেটো এই নিয়মটী আত্মার রাজ্যে স্বীকার করিয়াছেন, এইটুকু তাঁহার বিশেষত্ব।]

(২) প্রাক্তনস্মৃতি (Anamnēsis)।

বিপরীতসমুৎপাদ ও প্রাক্তনস্মৃতি একই যুক্তির দুই শাখা। প্রথমটীর দ্বারা অঙ্গীকৃত হইয়াছে, আত্মা মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে ধ্বংস প্রাপ্ত হয় না; উহা যমালয়ে বিদ্যমান থাকে। দ্বিতীয়টী হইতে প্রমাণিত হইল, যে আত্মা শরীর পরিগ্রহ করিবার পূর্ব্বেও বর্ত্তমান ছিল। এই যুক্তিটী স্ফোটবাদের উপরে প্রতিষ্ঠিত। এতদ্দ্বারা দুইটী উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইল। প্রথমতঃ, ইহা প্রতিপন্ন করিল, যে আত্মা যমালয়ে শুধু বর্ত্তমান থাকে, তাহাই নহে;

কিন্তু তাহা (দেহধারণের পূর্ব্বে) জ্ঞান ও শক্তির অধিকারীরূপে বর্ত্তমান থাকে। দ্বিতীয়তঃ, প্রাক্তনস্মৃতিবাদ অমরত্বের প্রমাণকে স্ফোটবাদের সহিত একসূত্রে গ্রথিত করিয়া দেখাইয়া দিল, উহার চরম প্রমাণ স্ফোটবাদের মধ্যেই অন্বেষণ করিতে হইবে।

আমরা বলিয়াছি, বিপরীতসমুৎপাদ ও প্রাক্তনস্মৃতি, একই যুক্তির দুই শাখা। কিন্তু সূক্ষ্মরূপে পরীক্ষা করিলে দেখা যাইবে, যে দুই শাখাই অপূর্ণ ও দুর্ব্বল। বিপরীতসমুৎপাদ বলিতেছে, আত্মা মৃত্যুর পরে বর্ত্তমান থাকে, এবং মৃতাবস্থা হইতে পুনরায় জন্মগ্রহণ করে। কিন্তু আত্মা মৃত্যুর পরে কোন্ অবস্থায় থাকে, তাহা আমরা জানি না। জড়জগতে ঐ নিয়মের ক্রিয়া আমরা সর্ব্বদাই দেখিতে পাই। জল বাষ্প ও বাষ্প জল হইতেছে, ইহা নিত্যপ্রত্যক্ষ ঘটনা। কিন্তু জীবিত মৃত হইতেছে, ইহা অহরহ প্রত্যক্ষ করিলেও আমরা কখনও দেখি নাই, যে মৃত জীবিতরূপে আবির্ভূত হইতেছে। আমরা এস্থলে বিপরীতসমুৎপাদের উপরে নির্ভর করিয়া নিশ্চিন্ত হইতে পারি না; কেন না, জড়জগতে উহা যে অবস্থায় ক্রিয়া করে, তাহা আমরা অবগত আছি; ঐ ক্রিয়ার উর্দ্ধ, অধঃ, দুই অঙ্গই আমাদিগের নয়নগোচর; কিন্তু আত্মার স্থলে আমরা শুধু এক অঙ্গ—মরণ—দেখিতে পাই; অপর অঙ্গ আমাদিগের জ্ঞানের বহির্ভূত; এবং পরলোকের অবস্থাও আমাদিগের অপরিজ্ঞাত। একই কারণ দুই বিভিন্ন ক্ষেত্রে ক্রিয়া করিতে পারে; কিন্তু উভয় স্থলে অবস্থা একরূপ না হইলে ফল একরূপ হইতে পারে না।

তৎপরে প্রাক্তনস্মৃতি প্রমাণিত করিয়াছে, যে আত্মা দেহে অবতীর্ণ হইবার পূর্ব্বে বিদ্যমান ছিল; কিন্তু উহা যে অবিনাশী, তাহা প্রতিপন্ন করিতে পারে নাই।

অতএব (১) আত্মার অমরত্বকে তাহার স্বরূপের উপরে প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে, কোনও বাহ্য বা অবান্তর কারণের উপরে প্রতিষ্ঠিত করিলে চলিবে না; এবং (২) দেখাইতে হইবে, যে আত্মার অমরত্ব স্ফোটের জ্ঞান হইতে প্রতিপাদিত হইতেছে। এইবার আমরা দ্বিতীয় ও তৃতীয় যুক্তির আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতেছি।

দ্বিতীয় যুক্তি—আত্মার স্বরূপ।

বিশ্বব্রহ্মাণ্ড দৃশ্য জগৎ ও অদৃশ্য জগৎ, এই দুই ভাগে বিভক্ত। দৃশ্য পদার্থ বিমিশ্র ও বিকারের অধীন; অদৃশ্য পদার্থ অবিমিশ্র ও অবিকারী। দেহ দৃশ্য, আত্মা অদৃশ্য; দেহ পরিবর্ত্তনশীল, বিকার্য্য, ক্ষণভঙ্গুর; আত্মা দৈব, অপরিবর্ত্তনীয়, অবিকারী, সদৈকরূপ। আত্মা দেহের সংস্রবে থাকিলে বিভ্রান্ত হয়, সে যখন স্ফোটসমীপে গমন করে, শুধু তখনই অটল ও আত্মপ্রতিষ্ঠ থাকে। সদৃশই সদৃশকে জানিতে পারে; অতএব আত্মা স্ফোটসদৃশ, নতুবা আত্মা স্ফোটকে জানিতে ও ধ্যান করিতে সমর্থ হইত না। সুতরাং আত্মাও স্ফোটের ন্যায় অমর ও অবিনাশী। তৎপরে আত্মা প্রভু, দেহ দাস। সযত্নরক্ষিত দেহ দীর্ঘকাল অবিকৃত থাকে, আত্মা তবে কেন তদপেক্ষা অনেক অধিক কাল স্থায়ী হইবে না?

এই যুক্তি বিপরীতসমুৎপাদের উপরে নির্ভর করিতেছে না; এবং ইহা প্রাক্তনস্মৃতি হইতে উপাদান আহরণ করিতেছে।

কিন্তু এইখানে কেবীসের আপত্তির আঘাতে সিদ্ধান্তটী বালুকা-গৃহের ন্যায় সহসা ধরণীসাৎ হইবার উপক্রম হইল। তিনি তন্তুবায় ও তদ্বয়িত বস্ত্রের উপমা উপস্থিত করিয়া বলিলেন, "আত্মা দেহধারণের পূর্ব্বে বর্ত্তমান ছিল, এপর্য্যন্ত শুধু ইহাই প্রমাণিত হইয়াছে; কিন্তু আত্মা যে অবিনশ্বর, তাহা এখনও প্রমাণিত হয় নাই।" দ্বিতীয় যুক্তির বিরোধী আপত্তিগুলি সংক্ষেপে উল্লিখিত হইতেছে। (১) শাশ্বত স্ফোটসমূহ অদৃশ্য; আত্মাও অদৃশ্য ও স্ফোটসদৃশ; অতএব আত্মা শাশ্বত—এই সিদ্ধান্ত অসমীচীন। শাশ্বত পদার্থমাত্রেই অদৃশ্য, তাহা হইতে এই মীমাংসা প্রসূত হয় না, যে অদৃশ্য পদার্থমাত্রেই শাশ্বত। আমরা শুধু বলিতে পারি, আত্মার অদৃশ্যতা তাহার অমরত্বের অনুকূল, ইহার অধিক কিছুই বলিতে পারি না। (২) আত্মা স্ফোটকে জানে, অতএব আত্মা স্ফোটের সদৃশ। সত্য, কিন্তু ইহাতে আমরা নির্দ্ধারণ করিতে পারি না, যে আত্মা শাশ্বত। আত্মা অনেক পরিমাণে স্ফোটের সদৃশ হইয়াও তাহার অমরত্ব-ধর্ম্মের অধিকারী না হইতে পারে। (৩) আত্মা দেহের উপরে

কর্তৃত্ব করে, অতএব আত্মা দৈব ও অবিনাশী, এই মতও অশ্রদ্ধেয় ; কেন না, ইহা অসম্ভব নয়, যে আত্মা অন্যান্য বিষয়ে দেবসদৃশ বটে, কিন্তু অমর নহে। (৪) আত্মা দেহ অপেক্ষা দীর্ঘতরকালস্থায়ী, এই প্রমাণ আরও দুর্ব্বল। সুতরাং আমরা দেখিতে পাইতেছি, যে দ্বিতীয় যুক্তি কোন পর্ব্বেই ঘাতসহ নহে।

তবে কি এযাবৎ অমরত্বের বিচার বৃথা হইল ? না। কেবীসের আপত্তি বিচারটীকে দুই কাণ্ডে বিভক্ত করিয়াছে। প্রথম কাণ্ডে আমরা একটী প্রাকৃতিক নিয়ম হইতে যাত্রা করিয়া প্রাক্তনস্মৃতির সাহায্যে স্ফোটের জ্ঞান, এবং স্ফোটের জ্ঞান হইতে অমরত্বের বিশ্বাসে উপনীত হইয়াছি। উহাতে আমরা দুইটী অমূল্য বস্তু প্রাপ্ত হইয়াছি। (১) সত্তার সমষ্টি চিরস্থির, এই সত্য ; এবং (২) আত্মার অমরত্ব স্ফোট-জগতের অস্তিত্বের সহিত অচ্ছেদ্য যোগে যুক্ত, এই প্রত্যয়। প্রথম কাণ্ড আমাদিগকে দ্বিতীয় কাণ্ডের জন্য প্রস্তুত করিয়াছে। স্ফোটবাদ দ্বিতীয় কাণ্ডের ভিত্তি। প্লেটো এতক্ষণ অনর্থক বাক্যব্যয় করেন নাই।

তৃতীয় যুক্তি—স্ফোটবাদ।

প্লেটো "ফাইডোনে" স্ফোটবাদ বিস্তৃতরূপে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তাঁহার অন্যতম ভাষ্যকার অধ্যাপক আর্চ্চার-হাইণ্ডের (Archer-Hind) মতে স্ফোটবাদের ব্যাখ্যাই গ্রন্থখানির মুখ্য উদ্দেশ্য, আত্মার অমরত্ব-বিষয়ক বিচার গৌণ ও প্রাসঙ্গিক। সে যাহা হউক, আপনারা অষ্টম অধ্যায়ে এই তত্ত্বটীর সংক্ষিপ্ত বিবরণ পাঠ করিয়াছেন, এবং পুনরায় বর্ত্তমান প্রবন্ধে প্লেটোর নিজের বিবৃতি পাঠ করিবেন ; সুতরাং এখানে তৎসম্বন্ধে কিছু বলিবার প্রয়োজন নাই। আমরা শুধু এইটুকু বলিয়া রাখি, যে প্লেটোর মতে আত্মার অমরত্ব স্ফোটবাদ দ্বারাই নিঃসংশয়ে প্রমাণিত হইয়াছে, এবং প্রমাণ তিনটীর মধ্যে তৃতীয় প্রমাণই সর্ব্বাপেক্ষা অকাট্য ও অবিচল।

আমরা এক্ষণে যুক্তিত্রয়ের চুম্বক দিতেছি। প্রথম যুক্তিটী দুই ভাগে বিভক্ত ; এক ভাগ একটী প্রাকৃতিক নিয়মের উপরে স্থাপিত, অপর ভাগ

স্ফোটের সহিত আত্মার সম্বন্ধের উপরে প্রতিষ্ঠিত। দ্বিতীয় যুক্তি প্রথম যুক্তির পরিপুষ্টি ; উহাতে ব্যাখ্যাকার পূর্ব্বোক্ত প্রাকৃতিক নিয়ম পরিত্যাগ করিয়া একমাত্র স্ফোটের সহিত আত্মার সম্বন্ধের উপরেই জোর দিয়াছেন, এবং এইরূপে নিশ্চিত সিদ্ধান্তে উপনীত না হইয়া আত্মার অমরত্ব যে সম্ভবপর বা বিশ্বাসযোগ্য, তাহাই প্রদর্শন করিয়াছেন। তৃতীয় যুক্তিটী স্ফোটের সহিত আত্মার সম্বন্ধ হইতে আরম্ভ হইয়াছে, এবং উহা আত্মার অমরত্বকে সম্ভবপরতার ক্ষেত্র হইতে নিশ্চিত মীমাংসায় আনিয়া সংস্থাপিত করিয়াছে। এই মীমাংসাও আবার প্রথম যুক্তিবিবৃত "বিশ্বের শক্তি চিরস্থির, হ্রাসবৃদ্ধিবিবর্জ্জিত"—এই নিয়ম হইতে প্রসূত। যুক্তি তিনটীর মধ্যে এই রূপে একটী সূক্ষ্ম ও অখণ্ড যোগসূত্র বর্ত্তমান রহিয়াছে।

সিম্মিয়াসের আপত্তি (আত্মা একপ্রকার সংবাদিতা, অতএব বিনশ্বর) এস্থলে উপেক্ষিত হইল, কারণ মূল বিচারের সহিত উহার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক নাই।

প্লেটোর অমরত্ববাদ সম্বন্ধে কয়েকটী কথা।

প্লেটো বিশ্বাস করিতেন, পরমাত্মা অজ, অমর, নিত্য ও শাশ্বত। প্রত্যগাত্মাও পরমাত্মার ন্যায় অজ ও অমর, কিন্তু তাহা জন্মজন্মান্তরের অধীন। জন্মে জন্মে প্রত্যগাত্মার প্রাক্তনস্মৃতি মলিন হইতেছে ; সে কখনও উচ্চতর, কখনও হীনতর যোনিতে প্রবেশ করিতেছে, কিন্তু তাহার স্বরূপ কখনও বিনষ্ট হয় না ; সে সাধনবলে হীনতর দশা হইতে আবার মহত্তর দশায় উপনীত হইতে পারে। প্লেটোর জন্মান্তরবাদ কর্ম্মবাদের সহিত একত্র গ্রথিত। ইহা অতি আশ্চর্য্যের বিষয়, যে আর্য্য জাতির প্রাচ্য ও প্রতীচ্য শাখার দুই প্রধান শিক্ষাগুরু, বুদ্ধ ও প্লেটো, মানবের উন্নতি অবনতিকে কর্ম্মবাদ ও জন্মান্তরবাদের সহিত অচ্ছেদ্যবন্ধনে বাঁধিয়া রাখিয়াছেন। প্লেটোও বুদ্ধের ন্যায় কর্ম্মফল প্রচার করিয়াছেন। তিনি প্রতিহিংসামূলক দণ্ড স্বীকার করেন না, কিন্তু তাঁহার মতে কার্য্যকারণ-শৃঙ্খল অপরিবর্ত্তনীয় ও অপরিহার্য্য। যে যেমন

কর্ম্ম করিবে, সে সেইপ্রকার ফলভোগ করিবে। পাপের দণ্ড অনিবার্য্য। প্রত্যেক পাপকর্ম্ম পাপকারীকে অধঃপাতিত করিতেছে; উহা আত্মার কারাগৃহের লৌহশলাকাস্বরূপ হইয়া তাহার মুক্তিকে কঠিনতর করিয়া তুলিতেছে। কর্ম্মফল অনতিক্রমণীয়; শূন্যগর্ভ গতানুশোচনা বৃথা; প্রাণহীন আচারানুষ্ঠান নিষ্ফল। পাপী যদি আপনাকে সংশোধন করে, তবেই সে পাপ হইতে নিষ্কৃতি পাইবে; এবং অকৃত্রিম অনুতাপে দগ্ধ হইয়া সে যদি অধ্যবসায়-সহকারে সাধনে নিযুক্ত থাকে, তাহা হইলে স্বীয় সুকৃতির প্রভাবে এক জন্মে না হউক, বহুজন্মে পুনরায় সুগতি লাভ করিবে। জগতে আমরা যে দুঃখ ও অমঙ্গলের প্রাদুর্ভাব, এবং মানুষে মানুষে সুখের তারতম্য দেখিতে পাই, তাহার কারণ কি? এই সমস্যার সদুত্তর কর্ম্মবাদ ও জন্মান্তরবাদ যেমন দিতে পারিয়াছে, এমন আর কোন বাদই পারে নাই। ফলতঃ প্লেটোর এই দুইটী তত্ত্ব পুরুষকারের একান্ত পরিপোষক ও মানবাত্মার উন্নতির পরম সহায়। সত্য বটে, তিনি "ফাইডোনে" মহাপাপীর জন্য অনন্ত নরকের ব্যবস্থা করিয়াছেন; কিন্তু উহা উপাখ্যানের অন্তর্গত রূপক বর্ণনা; তিনি বাস্তবিক অনন্ত নরক মানিতেন না; তাঁহার নীতিশাস্ত্রে ঘোর দুষ্কৃতিকারীর পক্ষেও আশার পথ উন্মুক্ত রহিয়াছে। কিন্তু প্লেটো "ফাইডোনে" একটী প্রভেদ অঙ্গীকার করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন, একা তত্ত্বজ্ঞানীই অপুনরাবৃত্তির অধিকারী; আপামরসাধারণকে পুনঃ পুনঃ জীবদেহে সঞ্চরণ করিতে হইবে; এমন কি, যাহারা সংযম ও ন্যায় প্রভৃতি সামাজিক ধর্ম্ম সম্যক্ পালন করিয়াছে, তাহারাও তত্ত্বজ্ঞানবিহীন হইলে পিপীলিকা বা মধুমক্ষিকারূপে জন্মগ্রহণ করিবে।

অমরত্বের আরও কতিপয় প্রমাণ।

প্লেটো "সাধারণতন্ত্র," "ফাইড্রস" ও "মেনোনে" আত্মার অমরত্ব প্রতিপাদন করিবার উদ্দেশ্যে আরও কয়েকটী যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন। আমরা দুই এক কথায় সেগুলির মর্ম্ম প্রদান করিতেছি।

জীবদেহে অবতীর্ণ হইবে। সে আত্মা পরমাত্মায় লীন হইল, এবং পরমাত্মার স্ফুলিঙ্গ আবার শরীর ধারণ করিল, এই সিদ্ধান্ত বিপরীত-সমুৎপাদবাদের বিরোধী নহে। সুতরাং এতদ্দ্বারা প্রত্যগাত্মার অমরত্ব প্রমাণিত হইয়াছে, আমরা তাহা স্বীকার করিতে পারি না। প্রাক্তন-স্মৃতি ও স্ফোটবাদ সম্বন্ধেও ঠিক ঐ আপত্তি খাটে; এই দুই যুক্তিদ্বারাও পরমাত্মার অমরত্ব সমর্থিত হইয়াছে, কিন্তু জীবাত্মা যে জন্মের পূর্ব্বে ও মরণের পরে স্বতন্ত্র বর্ত্তমান থাকে, তাহা প্রতিপাদিত হয় নাই। কেন না, আমরা ইহলোকে আত্মার যে প্রাক্তনস্মৃতি ও স্ফোটজ্ঞানের পরিচয় পাই, তাহা সে বিশ্বাত্মা বা পরমাত্মা হইতে পাইয়াছে, এবং মৃত্যুর পরে তাঁহাতেই তাহা প্রত্যর্পণ করিবে, এরূপ বলিলে কিছুই দোষ হইবে না। হেগেল প্রভৃতি বিখ্যাত দার্শনিকেরা এজন্য মনে করেন, যে প্লেটো এক পরমাত্মার অমরত্বেই বিশ্বাস করিতেন, উপরন্ত প্রত্যগাত্মার স্বতন্ত্র সত্তাতে তাঁহার আস্থা ছিল না।

(২) এখন দেখা যাক্, "ফাইডোনের" যুক্তিত্রয়ের সারবত্তা কি। তাঁহার প্রথম যুক্তিতে একটা গুরুতর ভ্রান্তি আছে। তিনি ইহাতে পৌর্ব্বাপর্য্যের সম্বন্ধকে কার্য্যকারণের সম্বন্ধ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। দিনের পরে রাত্রি ও রাত্রির পরে দিন আগমন করে, এজন্য আমরা বলিতে পারি না, যে দিন রাত্রির, কিংবা রাত্রি দিনের উৎপত্তির কারণ। শুধু তাহাই নহে; তাঁহার শেষ যুক্তিতে তিনি বলিয়াছেন, বিপরীতযুগল পরস্পরকে পরিহার করে; তিনি তাহার যে ব্যাখ্যাই দিন না কেন, প্রথম যুক্তির সহিত সে কথার সঙ্গতি নাই। তৎপরে, প্রাক্তনস্মৃতি অধিকাংশ পাশ্চাত্য দার্শনিকই স্বীকার করেন না; সুতরাং তাঁহাদিগের নিকটে এই যুক্তির মূল্যও অধিক নয়। পরিশেষে, স্ফোটবাদ প্লেটোর শিষ্য আরিষ্টটলই খণ্ডন করিয়াছেন, এবং তাঁহার বিদ্যালয়ের পরবর্ত্তী অধ্যক্ষগণও তাহা বর্জ্জন করিয়াছিলেন; অতএব বর্ত্তমান যুগে তৃতীয় যুক্তির প্রামাণিকতা নাই বলিলেই হয়। ফলতঃ প্লেটো যে আত্মার অমরত্ব দার্শনিক ভিত্তিতে সুদৃঢ়রূপে প্রতিষ্ঠিত করিতে সমর্থ হইয়াছেন, আমরা এমত বলিতে পারি না; কোনও দার্শনিক আজ পর্য্যন্ত

কর্ম্ম করিবে, সে সেইপ্রকার ফলভোগ করিবে। পাপের দণ্ড অনিবার্য্য। প্রত্যেক পাপকর্ম্ম পাপকারীকে অধঃপাতিত করিতেছে; উহা আত্মার কারাগৃহের লৌহশলাকাস্বরূপ হইয়া তাহার মুক্তিকে কঠিনতর করিয়া তুলিতেছে। কর্ম্মফল অনতিক্রমণীয়; শূন্যগর্ভ গতানুশোচনা বৃথা; প্রাণহীন আচারানুষ্ঠান নিষ্ফল। পাপী যদি আপনাকে সংশোধন করে, তবেই সে পাপ হইতে নিষ্কৃতি পাইবে; এবং অকৃত্রিম অনুতাপে দগ্ধ হইয়া সে যদি অধ্যবসায়-সহকারে সাধনে নিযুক্ত থাকে, তাহা হইলে স্বীয় সুকৃতির প্রভাবে এক জন্মে না হউক, বহুজন্মে পুনরায় সুগতি লাভ করিবে। জগতে আমরা যে দুঃখ ও অমঙ্গলের প্রাদুর্ভাব, এবং মানুষে মানুষে সুখের তারতম্য দেখিতে পাই, তাহার কারণ কি? এই সমস্যার সদুত্তর কর্ম্মবাদ ও জন্মান্তরবাদ যেমন দিতে পারিয়াছে, এমন আর কোন বাদই পারে নাই। ফলতঃ প্লেটোর এই দুইটী তত্ত্ব পুরুষকারের একান্ত পরিপোষক ও মানবাত্মার উন্নতির পরম সহায়। সত্য বটে, তিনি "ফাইডোনে" মহাপাপীর জন্য অনন্ত নরকের ব্যবস্থা করিয়াছেন; কিন্তু উহা উপাখ্যানের অন্তর্গত রূপক বর্ণনা; তিনি বাস্তবিক অনন্ত নরক মানিতেন না; তাঁহার নীতিশাস্ত্রে ঘোর দুষ্কৃতিকারীর পক্ষেও আশার পথ উন্মুক্ত রহিয়াছে। কিন্তু প্লেটো "ফাইডোনে" একটী প্রভেদ অঙ্গীকার করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন, একা তত্ত্বজ্ঞানীই অপুনরাবৃত্তির অধিকারী; আপামরসাধারণকে পুনঃ পুনঃ জীবদেহে সঞ্চরণ করিতে হইবে; এমন কি, যাহারা সংযম ও ন্যায় প্রভৃতি সামাজিক ধর্ম্ম সম্যক্ পালন করিয়াছে, তাহারাও তত্ত্বজ্ঞানবিহীন হইলে পিপীলিকা বা মধুমক্ষিকারূপে জন্মগ্রহণ করিবে।

অমরত্বের আরও কতিপয় প্রমাণ।

প্লেটো "সাধারণতন্ত্র," "ফাইড্রস্" ও "মেনোনে" আত্মার অমরত্ব প্রতিপাদন করিবার উদ্দেশ্যে আরও কয়েকটী যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন। আমরা দুই এক কথায় সেগুলির মর্ম্ম প্রদান করিতেছি।

জীবদেহে অবতীর্ণ হইবে। সে আত্মা পরমাত্মায় লীন হইল, এবং পরমাত্মার স্ফুলিঙ্গ আবার শরীর ধারণ করিল, এই সিদ্ধান্ত বিপরীত-সমুৎপাদবাদের বিরোধী নহে। সুতরাং এতদ্দ্বারা প্রত্যগাত্মার অমরত্ব প্রমাণিত হইয়াছে, আমরা তাহা স্বীকার করিতে পারি না। প্রাক্তন-স্মৃতি ও স্ফোটবাদ সম্বন্ধেও ঠিক ঐ আপত্তি খাটে; এই দুই যুক্তিদ্বারাও পরমাত্মার অমরত্ব সমর্থিত হইয়াছে, কিন্তু জীবাত্মা যে জন্মের পূর্ব্বে ও মরণের পরে স্বতন্ত্র বর্ত্তমান থাকে, তাহা প্রতিপাদিত হয় নাই। কেন না, আমরা ইহলোকে আত্মার যে প্রাক্তনস্মৃতি ও স্ফোটজ্ঞানের পরিচয় পাই, তাহা সে বিশ্বাত্মা বা পরমাত্মা হইতে পাইয়াছে, এবং মৃত্যুর পরে তাঁহাতেই তাহা প্রত্যর্পণ করিবে, এরূপ বলিলে কিছুই দোষ হইবে না। হেগেল প্রভৃতি বিখ্যাত দার্শনিকেরা এজন্য মনে করেন, যে প্লেটো এক পরমাত্মার অমরত্বেই বিশ্বাস করিতেন, উপরত প্রত্যগাত্মার স্বতন্ত্র সত্তাতে তাঁহার আস্থা ছিল না।

(২) এখন দেখা যাক্, "ফাইডোনের" যুক্তিত্রয়ের সারবত্তা কি। তাঁহার প্রথম যুক্তিতে একটী গুরুতর ভ্রান্তি আছে। তিনি ইহাতে পৌর্ব্বাপর্য্যের সম্বন্ধকে কার্য্যকারণের সম্বন্ধ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। দিনের পরে রাত্রি ও রাত্রির পরে দিন আগমন করে, এজন্য আমরা বলিতে পারি না, যে দিন রাত্রির, কিংবা রাত্রি দিনের উৎপত্তির কারণ। শুধু তাহাই নহে; তাঁহার শেষ যুক্তিতে তিনি বলিয়াছেন, বিপরীতযুগল পরস্পরকে পরিহার করে; তিনি তাহার যে ব্যাখ্যাই দিন না কেন, প্রথম যুক্তির সহিত সে কথার সঙ্গতি নাই। তৎপরে, প্রাক্তনস্মৃতি অধিকাংশ পাশ্চাত্য দার্শনিকই স্বীকার করেন না; সুতরাং তাঁহাদিগের নিকটে এই যুক্তির মূল্যও অধিক নয়। পরিশেষে, স্ফোটবাদ প্লেটোর শিষ্য আরিষ্টটলই খণ্ডন করিয়াছেন, এবং তাঁহার বিদ্যালয়ের পরবর্ত্তী অধ্যক্ষগণও তাহা বর্জ্জন করিয়াছিলেন; অতএব বর্ত্তমান যুগে তৃতীয় যুক্তির প্রামাণিকতা নাই বলিলেই হয়। ফলতঃ প্লেটো যে আত্মার অমরত্ব দার্শনিক ভিত্তিতে সুদৃঢ়রূপে প্রতিষ্ঠিত করিতে সমর্থ হইয়াছেন, আমরা এমত বলিতে পারি না; কোনও দার্শনিক আজ পর্য্যন্ত

প্রাঞ্জলভাবে তত্ত্বটী প্রতিপন্ন করিয়া সকল সন্দেহের নিরসন করিতে পারিয়াছেন কি না, তাহা আমরা অবগত নই। যাহা প্রত্যক্ষ জ্ঞানের বিষয় নহে, যে-বিষয়ে মানুষকে বহুল পরিমাণে অনুমানের উপরে নির্ভর করিতে হইতেছে, এবং যে-ক্ষেত্রে তর্ক অপেক্ষা বিশ্বাসই অধিকতর ফলপ্রদ, সে সম্বন্ধে দিবালোকের ন্যায় জাজ্বল্যমান প্রমাণ আশা করাও বিড়ম্বনা। প্লেটোর প্রশংসনীয় কৃতিত্ব এই, যে তিনি পরলোকতত্ত্ব সম্পর্কে এমন দুইটী নৈতিকযুক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন, যাহা তেইশ শত বৎসর পরেও আমাদিগকে আশ্বাস ও সান্ত্বনা প্রদান করিতেছে। তাঁহার তত্ত্বজ্ঞানী প্রাচ্য সাধকের ন্যায় সংসার ও দেহের সংস্রব হইতে অবসৃত হইয়া ধ্যানের রাজ্যে মহত্তর জীবন সম্ভোগ করিবার জন্য লালায়িত। তাঁহার আত্মা অরূপের সন্ধানে আকুল হইয়া বেড়াইতেছে; তাহা প্রাকৃত জনের মত ভোগের জালে কিছুতেই জড়িত থাকিতে চাহে না। ইহার কারণ এই, যে ঈশ্বর মানুষের অন্তরে অনন্ত উন্নতির আকাঙ্ক্ষা নিহিত করিয়া রাখিয়াছেন; তাঁহারই শিক্ষার ফলে সে জানিয়াছে, "যো বৈ ভূমা তৎ সুখং নাল্পে সুখমস্তি"—"যিনি ভূমা, (যিনি মহান্), তিনিই সুখস্বরূপ; অল্পে, (ক্ষুদ্র পদার্থে), সুখ নাই।" মানবাত্মার উচ্চতর ও মহত্তর জীবনের জন্য, ক্রমিক বিকাশ ও অনন্ত উন্নতির জন্য, এই যে অপরিতৃপ্য পিপাসা, ইহাই অমরত্বের অন্যতর প্রমাণ; প্লেটো নানা ছন্দে এই দিকে আমাদিগের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন। তৎপরে, আমরা উপরে ইঙ্গিতে বলিয়াছি, যে ইহলোকে সকল সময়ে পুণ্যের পুরস্কার ও পাপের দণ্ড দেখিতে পাওয়া যায় না। পাপী যদি মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই পাপের দণ্ড হইতে নিষ্কৃতি পায়, তবে এই জগৎ যে এক মঙ্গলময়, ন্যায়বান্, সর্ব্বশক্তিমান্ পুরুষ দ্বারা শাসিত হইতেছে, তাহা বিশ্বাস করা কঠিন হইয়া পড়ে। প্লেটো তাই এমন মর্ম্মস্পর্শী ভাষায় পরলোকে পাপীর নিদারুণ দুর্ভোগ বর্ণনা করিয়াছেন। তাঁহার উপাখ্যানগুলি শ্রদ্ধার যোগ্য হউক বা না হউক, যাঁহারা কর্ম্মফল বা দুষ্কৃতির বিচার জুজুর ভয় বলিয়া উড়াইয়া দিতে চাহেন না, তাঁহারা অবশ্যই বলিবেন, জগতে ন্যায়ের মর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য আত্মার অমরত্বের প্রয়োজন

ফাইডোন

ফাই—তাঁহার বিচারটা কি রকম হইয়াছিল, তাহাও তবে তোমরা শুন নাই ?

এখে—হাঁ, এ সংবাদটা একজন আমাদিগকে দিয়াছিল, এবং আমরা এইজন্য বিস্মিত হইয়াছিলাম, যে তাঁহার বিচারটা পুরাতন হইয়া যাইবার বহুকাল পরে তাঁহার মৃত্যু হইল। ফাইডোন, ইহার কারণটা তবে কি ?

ফাই—এখেক্রাটীস, এক্ষেত্রে দৈবাৎ একটা ঘটনা ঘটিয়াছিল। আথীনীয়েরা ডীলসে যে-পোত প্রেরণ করে, দৈবক্রমে তাহার শিরোভাগ বিচারের পূর্ব্বদিন পুষ্পমুকুটে সজ্জিত হইয়াছিল।

এখে—এই পোতখানা কি ?

ফাই—আথীনীয়েরা বলে, যে এ সেই পোত, যাহাতে থীসেয়ুস একদা সাতজন কুমারীকে লইয়া ক্রীটে যাত্রা করেন, এবং সেখানে তাহাদিগকে রক্ষা করেন ও আপনিও রক্ষা পান। কথিত আছে, যে তখন আথীনীয়েরা আপলোদেবের নিকটে এই মানস করিয়াছিল, যে ইঁহারা রক্ষা পাইলে তাহারা প্রতিবৎসর ডীলসে পবিত্র প্রতিনিধি প্রেরণ করিবে। তদবধি অদ্য পর্য্যন্ত তাহারা প্রতিবৎসর ঐ দেবতাসমীপে পবিত্র প্রতিনিধি প্রেরণ করিয়া আসিতেছে। ইহাদিগের মধ্যে এই নিয়ম রহিয়াছে, যে যখন প্রতিনিধি প্রেরণের পর্ব্ব আরম্ভ হয়, তদবধি পুরীকে শুদ্ধ রাখিতে হইবে, এবং পোত ডীলসে উপনীত হইয়া পুনরায় এখানে ফিরিয়া আসিবার পূর্ব্বে রাজদ্বারে দণ্ডপ্রাপ্ত কোন অপরাধীর প্রাণদণ্ড হইবে না। কখনও কখনও, (অর্থাৎ যখন প্রতিকূল বায়ু দ্বারা পোত আবদ্ধ থাকে, তখন) পোত ফিরিয়া আসিতে দীর্ঘকাল লাগে। যখন আপলোদেবের পুরোহিত পোতের শিরে পুষ্পমাল্য স্থাপন করেন, তখন পর্ব্ব আরম্ভ হয়; আমি বলিয়াছি, যে বিচারের পূর্ব্বদিন এই অনুষ্ঠানটী সম্পন্ন হইয়াছিল। এই জন্যই সোক্রাটীসকে তাঁহার বিচার ও মৃত্যুর মধ্যে দীর্ঘকাল কারাগারে বাস করিতে হইয়াছিল।

২। এখে—ফাইডোন, তাঁহার মৃত্যুকালে কি কি ঘটিয়াছিল ? কে কি বলিল, কে কি করিল ? তাঁহার বন্ধুজনের মধ্যে কে কে নিকটে উপস্থিত ছিল ? না কারাধ্যক্ষ রাজপুরুষেরা কাহাকেও উপস্থিত

প্রাঞ্জলভাবে তত্ত্বটী প্রতিপন্ন করিয়া সকল সন্দেহের নিরসন করিতে পারিয়াছেন কি না, তাহা আমরা অবগত নই। যাহা প্রত্যক্ষ জ্ঞানের বিষয় নহে, যে-বিষয়ে মানুষকে বহুল পরিমাণে অনুমানের উপরে নির্ভর করিতে হইতেছে, এবং যে-ক্ষেত্রে তর্ক অপেক্ষা বিশ্বাসই অধিকতর ফলপ্রদ, সে সম্বন্ধে দিবালোকের ন্যায় জাজ্বল্যমান প্রমাণ আশা করাও বিড়ম্বনা। প্লেটোর প্রশংসনীয় কৃতিত্ব এই, যে তিনি পরলোকতত্ত্ব সম্পর্কে এমন দুইটী নৈতিকযুক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন, যাহা তেইশ শত বৎসর পরেও আমাদিগকে আশ্বাস ও সান্ত্বনা প্রদান করিতেছে। তাঁহার তত্ত্বজ্ঞানী প্রাচ্য সাধকের ন্যায় সংসার ও দেহের সংস্রব হইতে অবসৃত হইয়া ধ্যানের রাজ্যে মহত্তর জীবন সম্ভোগ করিবার জন্য লালায়িত। তাঁহার আত্মা অরূপের সন্ধানে আকুল হইয়া বেড়াইতেছে; তাহা প্রাকৃত জনের মত ভোগের জালে কিছুতেই জড়িত থাকিতে চাহে না। ইহার কারণ এই, যে ঈশ্বর মানুষের অন্তরে অনন্ত উন্নতির আকাঙ্ক্ষা নিহিত করিয়া রাখিয়াছেন; তাঁহারই শিক্ষার ফলে সে জানিয়াছে, "যো বৈ ভূমা তৎ সুখং নাল্পে সুখমস্তি"—"যিনি ভূমা, (যিনি মহান্), তিনিই সুখস্বরূপ; অল্পে, (ক্ষুদ্র পদার্থে), সুখ নাই।" মানবাত্মার উচ্চতর ও মহত্তর জীবনের জন্য, ক্রমিক বিকাশ ও অনন্ত উন্নতির জন্য, এই যে অপরিতৃপ্য পিপাসা, ইহাই অমরত্বের অন্যতর প্রমাণ; প্লেটো নানা ছন্দে এই দিকে আমাদিগের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন। তৎপরে, আমরা উপরে ইঙ্গিতে বলিয়াছি, যে ইহলোকে সকল সময়ে পুণ্যের পুরস্কার ও পাপের দণ্ড দেখিতে পাওয়া যায় না। পাপী যদি মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই পাপের দণ্ড হইতে নিষ্কৃতি পায়, তবে এই জগৎ যে এক মঙ্গলময়, ন্যায়বান্, সর্ব্বশক্তিমান্ পুরুষ দ্বারা শাসিত হইতেছে, তাহা বিশ্বাস করা কঠিন হইয়া পড়ে। প্লেটো তাই এমন মর্ম্মস্পর্শী ভাষায় পরলোকে পাপীর নিদারুণ দুর্ভোগ বর্ণনা করিয়াছেন। তাঁহার উপাখ্যানগুলি শ্রদ্ধার যোগ্য হউক বা না হউক, যাঁহারা কর্ম্মফল বা দুষ্কৃতির বিচার জুজুর ভয় বলিয়া উড়াইয়া দিতে চাহেন না, তাঁহারা অবশ্যই বলিবেন, জগতে ন্যায়ের মর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য আত্মার অমরত্বের প্রয়োজন

ফাইডোন

ফাই—তাঁহার বিচারটা কি রকম হইয়াছিল, তাহাও তবে তোমরা শুন নাই ?

এখে—হাঁ, এ সংবাদটা একজন আমাদিগকে দিয়াছিল, এবং আমরা এইজন্য বিস্মিত হইয়াছিলাম, যে তাঁহার বিচারটা পুরাতন হইয়া যাইবার বহুকাল পরে তাঁহার মৃত্যু হইল। ফাইডোন, ইহার কারণটা তবে কি ?

ফাই—এখেক্রাটীস, এক্ষেত্রে দৈবাৎ একটা ঘটনা ঘটিয়াছিল। আথীনীয়েরা ডীলসে যে-পোত প্রেরণ করে, দৈবক্রমে তাহার শিরোভাগ বিচারের পূর্ব্বদিন পুষ্পমুকুটে সজ্জিত হইয়াছিল।

এখে—এই পোতখানা কি ?

ফাই—আথীনীয়েরা বলে, যে এ সেই পোত, যাহাতে থীসেয়ুস একদা সাতজন কুমারীকে লইয়া ক্রীটে যাত্রা করেন, এবং সেখানে তাহাদিগকে রক্ষা করেন ও আপনিও রক্ষা পান। কথিত আছে, যে তখন আথীনীয়েরা আপলোদেবের নিকটে এই মানস করিয়াছিল, যে ইঁহারা রক্ষা পাইলে তাহারা প্রতিবৎসর ডীলসে পবিত্র প্রতিনিধি প্রেরণ করিবে। তদবধি অদ্য পর্য্যন্ত তাহারা প্রতিবৎসর ঐ দেবতাসমীপে পবিত্র প্রতিনিধি প্রেরণ করিয়া আসিতেছে। ইহাদিগের মধ্যে এই নিয়ম রহিয়াছে, যে যখন প্রতিনিধি প্রেরণের পর্ব্ব আরম্ভ হয়, তদবধি পুরীকে শুদ্ধ রাখিতে হইবে, এবং পোত ডীলসে উপনীত হইয়া পুনরায় এখানে ফিরিয়া আসিবার পূর্ব্বে রাজদ্বারে দণ্ডপ্রাপ্ত কোন অপরাধীর প্রাণদণ্ড হইবে না। কখনও কখনও, (অর্থাৎ যখন প্রতিকূল বায়ু দ্বারা পোত আবদ্ধ থাকে, তখন) পোত ফিরিয়া আসিতে দীর্ঘকাল লাগে। যখন আপলোদেবের পুরোহিত পোতের শিরে পুষ্পমাল্য স্থাপন করেন, তখন পর্ব্ব আরম্ভ হয় ; আমি বলিয়াছি, যে বিচারের পূর্ব্বদিন এই অনুষ্ঠানটী সম্পন্ন হইয়াছিল। এই জন্যই সোক্রাটীসকে তাঁহার বিচার ও মৃত্যুর মধ্যে দীর্ঘকাল কারাগারে বাস করিতে হইয়াছিল।

২। এখে—ফাইডোন, তাঁহার মৃত্যুকালে কি কি ঘটিয়াছিল ? কে কি বলিল, কে কি করিল ? তাঁহার বন্ধুজনের মধ্যে কে কে নিকটে উপস্থিত ছিল ? না কারাধ্যক্ষ রাজপুরুষেরা কাহাকেও উপস্থিত

থাকিতে দেন নাই? তিনি কি (নিঃসঙ্গ অবস্থায়) একাকীই মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিলেন?   ফাইডো

ফাই—না, না, কেহ কেহ নিকটে ছিল, অনেকেই ছিল।

এখে— তোমার যদি এখন অবসর থাকে, তবে অনুগ্রহ করিয়া সমস্ত কথা আমাদিগকে যতদূর পার পরিষ্কাররূপে বল।

ফাই—হাঁ, আমার এখন অবসর আছে, এবং আমি আনুপূর্ব্বিক সমুদায় তোমাদিগের নিকটে বর্ণনা করিতে চেষ্টা করিতেছি। কেন না, নিজে সোক্রাটীসের কথা বলিব এবং অন্যের নিকটে তাঁহার কথা শুনিব, এবং এইরূপে তাঁহার স্মৃতি উজ্জ্বল করিয়া তুলিব—আমার নিকটে নিয়ত এইটীই সর্ব্বাপেক্ষা মিষ্ট।

এখে—তুমি কিন্তু, ফাইডোন, তোমার মত শ্রোতাই পাইবে; অতএব তুমি সমুদায় যথাসাধ্য সূক্ষ্মরূপে বর্ণনা করিতে চেষ্টা কর।

ফাই—আমি তো সেদিন উপস্থিত থাকিয়া আশ্চর্য্যরূপে অভিভূত হইয়া গিয়াছিলাম। আমি আমার এক প্রিয় সুহৃদের মৃত্যুশয্যার পার্শ্বে উপস্থিত রহিয়াছি, এই ভাবিয়া যে আমার অন্তরে করুণার উদ্রেক হইয়াছিল, তাহা নহে; কেন না, হে এখেক্রাটীস, তাঁহার বাক্য ও ব্যবহার হইতে প্রতীয়মান হইল, যে তিনি সুখী—তিনি এমনই নির্ভীক-চিত্তে বীরের মত মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিলেন।(১) সুতরাং আমার মনে হইল, তিনি যে পরলোকে গমন করিতেছেন, তথায়ও তিনি দেবতার আহ্বান বিনা গমন করিতেছেন না, কিন্তু সেখানে উপনীত হইলে যদি কখনও কাহারও কল্যাণ হয়, তবে সর্ব্বোপরি তাঁহারই কল্যাণ হইবে। এই জন্যই আমার চিত্তে বড় অনুকম্পার উদয় হয় নাই, যদিচ লোকে ভাবিতে পারে, যে শোকের সময়ে তাহা হওয়াই স্বাভাবিক। আমরা

(১) প্লেটো এই বাক্যে বক্ষ্যমাণ বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত করিতেছেন। তিনি বলিতেছেন, যে সোক্রাটীস যাহা বিশ্বাস করিতেন, স্বয়ং তাহার সাক্ষাৎ প্রতিমূর্ত্তি ছিলেন। সুতরাং তাঁহার অন্তিম দিনে আত্মার অমরত্ব সম্বন্ধে দার্শনিক বিচার অতি স্বাভাবিকই বলিতে হইবে।

ফাইডোন যে-তত্ত্বজ্ঞানের আলোচনা করিয়া থাকি, তাহাতে যে-প্রকার আনন্দ পাই, এ আনন্দ সে প্রকারও ছিল না—আমাদিগের আলোচনা তত্ত্বজ্ঞানেরই আলোচনা ছিল। কিন্তু আমি যখন ভাবিলাম, যে তিনি অচিরাৎ অন্তিমদশায় উপনীত হইতে চলিয়াছেন, তখন আমার অন্তরে একেবারে এক অপূর্ব্ব ভাবের উদয় হইয়াছিল; উহা ছিল যুগপৎ সুখ ও দুঃখের সমবায়ে উৎপন্ন অননুভূতপূর্ব্ব এক ভাবমিশ্রণ। আমরা যাহারা সেখানে উপস্থিত ছিলাম, প্রায় সকলেরই এই অবস্থা ঘটিয়াছিল; আমরা কখনও হাসিতেছিলাম, কখনও বা অশ্রুপাত করিতেছিলাম; বিশেষতঃ আমাদিগের মধ্যে একজন, আপল্লডোরস—তুমি বোধ হয় এই লোকটী ও তাহার প্রকৃতি জান।

এখে—জানি বৈ কি।

ফাই—সে তখন সম্পূর্ণরূপে এইপ্রকার বিহ্বল হইয়াছিল, এবং আমি নিজে ও আর সকলেও আকুল হইয়াছিলাম।

এখে—সেখানে কে কে উপস্থিত ছিল, ফাইডোন?

ফাই—স্বপুরবাসীদিগের মধ্যে উপস্থিত ছিল এই আপল্লডোরস, ক্রিটবৌলস ও তাহার পিতা, এবং হার্ম্গেনীস, এপিগেনীস, আইস্খিনীস ও আণ্টিস্থেনীস। তার পর, পাইয়ানিয়াবাসী কটীসিপ্পস, মেনেক্সেনস ও আরও কতিপয় আথেন্সের অধিবাসী সেখানে বর্ত্তমান ছিল। কিন্তু আমার মনে হয় প্লাটোন তখন অসুস্থ ছিল।

এখে—বিদেশী কেহ সেখানে ছিল কি?

ফাই—হাঁ, থীবৃস্-বাসী সিম্মিয়াস, কেবীস ও ফাইডোন্ডীস, এবং মেগারা হইতে আসিয়াছিল এয়ুক্লাইডীস ও টার্প্সিওন।

এখে—তার পর? আরিষ্টিপ্পস ও ক্লেয়ম্ব্রটস উপস্থিত ছিল না?

ফাই—না, ছিল না; কারণ, লোকে বলে, যে তাহারা তখন আইগিনায় ছিল।

এখে—আর কেহ উপস্থিত ছিল?

ফাই—আমার বোধ হয়, যাহারা উপস্থিত ছিল, বলিতে গেলে সকলেরই নাম উল্লেখ করা হইয়াছে।

এখে—আচ্ছা, কি কি বিষয়ে আলাপ হইল?

[তৃতীয় অধ্যায়—ফাইডোন বলিতেছেন। ডীলস হইতে যে-দিন পোত ফিরিয়া আসিল, তাহার পর দিন সোক্রাটীসের সহচরগণ পূর্ব্বাপেক্ষা আরও প্রত্যূষে বিচারগৃহে মিলিত হইলেন, এবং কিয়ৎকাল অপেক্ষা করিয়া কারাগারে প্রবেশ করিবার অনুমতি পাইলেন। তাঁহারা তথায় যাইয়া দেখিলেন, সোক্রাটীসের শৃঙ্খল উন্মোচিত হইয়াছে, এবং তাঁহার পত্নী ও পুত্রগণ নিকটে বর্ত্তমান রহিয়াছেন। ক্সান্থিপ্পী উচ্চৈঃস্বরে বিলাপ করিতে লাগিলেন; তখন সোক্রাটীসের ইঙ্গিতে ক্রিটোনের অনুচরেরা তাঁহাকে গৃহে লইয়া গেল। তৎপরে সোক্রাটীস শয্যায় বসিয়া পদদ্বয়ে হাত বুলাইতে বুলাইতে সুখদুঃখের অচ্ছেদ্য যোগ ব্যাখ্যা করিতে আরম্ভ করিলেন, ও বলিলেন, ঈসপ এবিষয়ে একটা কথা রচনা করিতে পারিতেন।]　　ফাইডো

৩। ফাই—আমি তোমার নিকটে প্রথমাবধি সমস্ত বর্ণনা করিতেছি। পূর্ব্ব পূর্ব্ব দিন আমি ও অপর সকলে যে বিচারালয়ে সোক্রাটীসের বিচার হইয়াছিল, তথায় প্রত্যহ মিলিত হইতাম ও পরে তাঁহাকে দেখিতে যাইতাম; বিচারালয় কারাগারের নিকটেই ছিল। প্রতিবারেই যতক্ষণ না কারাগারের দ্বার উন্মুক্ত হইত, আমরা অপেক্ষা করিতাম ও পরস্পরের সহিত কথাবার্ত্তা বলিয়া কাল কাটাইতাম। কেন না, প্রত্যূষে দ্বার উন্মোচন করা হইত না। দ্বার উন্মুক্ত হইলে আমরা কারাভ্যন্তরে সোক্রাটীসের নিকটে যাইতাম ও প্রায়ই সমস্তদিন তাঁহার সহবাসে যাপন করিতাম। সেদিন আমরা আরও পূর্ব্বে মিলিত হইলাম। কেন না, পূর্ব্বদিন সন্ধ্যাকালে আমরা যখন কারাগার হইতে বাহির হইতেছিলাম, তখন শুনিতে পাইলাম, যে ডীলস হইতে পোত ফিরিয়া আসিয়াছে। এই জন্য আমরা পরস্পরকে বলিয়া রাখিলাম, যে পরদিন যতদূর সম্ভব শীঘ্র শীঘ্র নির্দ্দিষ্ট স্থানে আসিতে হইবে। আমরা যখন আসিলাম, তখন যে দ্বাররক্ষক আমাদিগকে কারাগারে প্রবেশ করাইত, সে আসিয়া আমাদিগকে বলিল, যে আমাদিগকে অপেক্ষা করিতে হইবে, এবং সে নিজে যতক্ষণ না ডাকিবে, ততক্ষণ আমরা ভিতরে যাইতে পারিব না। সে বলিল, "কারাধ্যক্ষ একাদশ রাজপুরুষ সোক্রাটীসকে শৃঙ্খল হইতে মোচন করিতেছেন, এবং অদ্যই তিনি কিরূপে প্রাণবিসর্জ্জন করিবেন,

ফাইডোন

তাহার ব্যবস্থাকরণে ব্যাপৃত আছেন।” অনতিবিলম্বে সে ফিরিয়া আসিল এবং আমাদিগকে প্রবেশ করিতে আহ্বান করিল। আমরা প্রবেশ করিয়া দেখিলাম, যে সোক্রাটীস এইমাত্র শৃঙ্খলমুক্ত হইয়াছেন, এবং ক্সান্থিপ্পী—তুমি তো তাঁহাকে জান—তাঁহার শিশুপুত্র ক্রোড়ে করিয়া নিকটে বসিয়া আছেন। তখন ক্সান্থিপ্পী আমাদিগকে দেখিয়াই বিলাপ করিয়া উঠিলেন; এবং স্ত্রীলোকে যেরূপ বলিয়া থাকে, সেইরূপ করিয়া বলিতে লাগিলেন, “ও সোক্রাটীস, তোমার সখারা তোমার সহিত ও তুমি তাহাদিগের সহিত এই শেষ আলাপ করিবে।” ইহাতে সোক্রাটীস ক্রিটোনের দিকে কটাক্ষপাত করিয়া বলিলেন, “ক্রিটোন, ইঁহাকে কেহ গৃহে লইয়া যাউক।” ক্রিটোনের কয়েকজন অনুচর তখন তাঁহাকে লইয়া গেল, তিনি উচ্চৈঃস্বরে বিলাপ ও বক্ষে করাঘাত করিতে করিতে চলিয়া গেলেন। কিন্তু সোক্রাটীস শয্যায় উপবেশন করিলেন, এবং পদদ্বয় কুঞ্চিত করিয়া তাহাতে হাত বুলাইতে লাগিলেন; হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিলেন, “লোকে যাহাকে সুখ বলে, তাহা কি এক অদ্ভুত বস্তু বলিয়াই বোধ হইতেছে; দুঃখ ইহার বিপরীত বলিয়া প্রতীয়মান হয়, কিন্তু দুঃখের সহিত ইহার সম্বন্ধ কি আশ্চর্য্য; ইহারা একসঙ্গে মানুষের নিকটে আগমন করে না; কিন্তু কেহ যদি একটীর অনুসরণ করে ও তাহা প্রাপ্ত হয়, তবে তাহাকে প্রায়ই বাধ্য হইয়া অপরটীকেও গ্রহণ করিতে হয়; সুতরাং মনে হয় যেন ইহাদিগের দেহ দুইটী, কিন্তু তাহা মিলিত হইয়া একটী মুখে পরিসমাপ্ত হইয়াছে।” তিনি কহিলেন, “অপিচ, আমার বোধ হয়, যে আইসোপস্ (Æsop) (২) যদি ইহাদিগের প্রসঙ্গ করিতে চাহিতেন, তবে এই কথা রচনা করিতেন—ইহারা কলহ

(২) কথামালা-রচয়িতা; ইনি আদৌ দাস ছিলেন। (খৃঃ পূঃ ৬ষ্ঠ শতাব্দী)।

পাঠকগণ এস্থলে প্লেটোর রচনা-কৌশল লক্ষ্য করিয়া দেখিবেন। ঈসপের কথা হইতে এয়ুঈনসের প্রসঙ্গ উপস্থিত হইল। সোক্রাটীস এয়ুঈনসকে বলিয়া পাঠাইতে চাহিলেন, যে প্রকৃত তত্ত্বজ্ঞানী মৃত্যুকে বাঞ্ছনীয় জ্ঞান করিবেন। এই বাক্য হইতেই আত্মার অমরত্ব-বিষয়ে সুদীর্ঘ আলোচনার ধারা প্রবাহিত হইল।

করিতেছে দেখিয়া ঈশ্বর ইহাদিগের মিলন করিতে চাহিলেন, কিন্তু তাহাতে অকৃতকার্য্য হইয়া তিনি ইহাদিগের শীর্ষ একত্র সংযুক্ত করিয়া দিলেন; এই জন্য যখনই একটী উপস্থিত হয়, তখনই অপরটীও পশ্চাৎ অনুসরণ করে। আমার সম্বন্ধেও ঠিক তাহাই বোধ হইতেছে; এতক্ষণ আমার পদে শৃঙ্খলজনিত দুঃখ ছিল; কিন্তু দেখা যাইতেছে, যে এক্ষণে সুখ তাহার অনুগমন করিয়া উপস্থিত হইয়াছে।"

[চতুর্থ ও পঞ্চম অধ্যায়—কেবীস। ভাল কথা, তোমার কথা শুনিয়া আমার মনে পড়িল, যে এয়ুঈনস ও আরও অনেকে জিজ্ঞাসা করিতেছে, যে তুমি কারাগারে পদ্য রচনা করিতে প্রবৃত্ত হইলে কেন? সোক্রাটীস। আমি স্বপ্নে কলার চর্চ্চা করিবার আদেশ পাইয়াছিলাম। লৌকিক অর্থে কবিতাও এক-প্রকার কলা; সুতরাং আমি ঈসপের কতকগুলি কথা পদ্যে পরিণত করিয়া আদেশ পালন করিলাম। এয়ুঈনসকে আমার সম্ভাষণ জানাইয়া বলিও, সে যেন শীঘ্র আমার অনুগমন করে।]

৪। তখন কেবীস তাঁহার কথায় বাধা দিয়া বলিল, "ভাল, ভাল, সোক্রাটীস, তুমি আমাকে মনে করাইয়া দিয়া বড়ই উপকার করিলে। তুমি যে-সকল কবিতা লিখিয়াছ, তুমি যে পদ্যে আইসোপসের কথামালা নিবদ্ধ করিয়াছ ও আপলোদেবের বন্দনা রচনা করিয়াছ, তৎসম্বন্ধে কতলোকে আমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছিল; এবং দুই এক দিন হইল এয়ুঈনস জিজ্ঞাসা করিল, যে তুমি পূর্ব্বে কখনও কবিতা লিখ নাই, তবে এখানে আসিয়া কি ভাবিয়া কবিতা লিখিতে আরম্ভ করিলে। আমি বেশ জানি, যে এয়ুঈনস আবার এই কথা জিজ্ঞাসা করিবে; সে যখন আবার আমাকে জিজ্ঞাসা করিবে, তখন তাহাকে একটা উত্তর দিতে হইবে, ইহা যদি তোমার অভিপ্রায় হয়, তবে বল, তাহাকে কি বলা কর্ত্তব্য।"

তিনি কহিলেন, "তাহাকে তাহা হইলে সত্য কথাটাই বল; বল, যে আমি তাহার বা তাহার কবিতার প্রতিদ্বন্দ্বী হইবার আকাঙ্ক্ষায় কবিতা লিখিতে প্রবৃত্ত হই নাই; কেন না, আমি জানিতাম, তাহা সহজ

ফাইডোন

নহে; কিন্তু আমি কয়েকটী স্বপ্নের অর্থ পরীক্ষা করিবার জন্য, যদিই বা আমাকে স্বপ্নে এইপ্রকার কলাবিদ্যার চর্চ্চা করিতে আদেশ করা হইয়া থাকে, তবে সেই আদেশ পালন করিয়া নিষ্পাপ থাকিবার জন্য, এই কার্য্যে রত হইয়াছিলাম। ব্যাপারটী এই—অতীত জীবনে প্রায়শঃ এই একই স্বপ্ন আমার নিকটে আসিত; উহা এক এক সময়ে এক এক মূর্ত্তিতে প্রকাশিত হইত, কিন্তু একই কথা বলিত। স্বপ্ন বলিত, 'সোক্রাটীস, কলার চর্চ্চা কর ও কলা রচনা কর।' আমি পূর্ব্বে ভাবিতাম, যে যেমন দর্শকেরা আপন আপন মনোনীত ধাবনকারীদিগকে উৎসাহ দেয়, তেমনি আমি যে-কার্য্য জীবনের ব্রতরূপে গ্রহণ করিয়াছি, স্বপ্ন আমাকে তাহাই আদেশ করিতেছে ও তাহাতেই উৎসাহ দিতেছে; আমার মনে হইত, যে আমি যে-কলার চর্চ্চায় রত ছিলাম, স্বপ্ন আমাকে তাহার সম্পাদনেই উৎসাহিত করিতেছে; আমি ভাবিতাম, যে তত্ত্বজ্ঞানই (Philosophy) শ্রেষ্ঠ কলা, এবং আমি তাহারই চর্চ্চাতে নিযুক্ত রহিয়াছি। কিন্তু এক্ষণে যখন আমার বিচার শেষ হইল ও দেবতার উৎসব আমার মৃত্যুর বিলম্ব ঘটাইল, তখন আমার বোধ হইল, যে স্বপ্ন হয় তো আমাকে লৌকিক কলার চর্চ্চা করিতেই আদেশ করিয়াছে; তাহা হইলে উহা অগ্রাহ্য না করিয়া পালন করাই উচিত। কেন না, আমি মনে করিলাম, যে ইহলোক হইতে প্রস্থান করিবার পূর্ব্বে কবিতা রচনা করিয়া ও স্বপ্নের অনুগত থাকিয়া আপনাকে নিষ্পাপ রাখাই অধিকতর নিরাপদ। অতএব যে দেবতার পর্ব্ব উপস্থিত হইল, আমি প্রথমে তাঁহার বন্দনা রচনা করিলাম। তৎপরে আইসোপসের যে কথাগুলি আমার পক্ষে সুগম ছিল ও যেগুলি আমি জানিতাম, সেইগুলি, যেমন প্রথমে মনে পড়িতে লাগিল, আমি অমনি কবিতায় নিবদ্ধ করিলাম। যে কবি হইতে চায়, তাহাকে সত্য কাহিনী নয়, কিন্তু অলীক উপাখ্যান লইয়াই কাব্য রচনা করিতে হয়, এবং আমি উপাখ্যান-রচয়িতা নই—ইহা ভাবিয়াই আমি এইরূপ করিয়াছিলাম।

"কেবীস, এয়ুঈনসকে তবে ইহাই কহিও, এবং তাহাকে আমার বিদায়ের অভিভাষণ জানাইও, আর বলিও, যে সে যদি বুদ্ধিমান্ হয়, তবে

যেন যত শীঘ্র পারে আমার অনুগমন করে। আমার তো বোধ হয়, যে আমি অদ্যই প্রস্থান করিব, কেন না, আথীনীয়েরা এইরূপই আদেশ করিয়াছে।”

তখন সিম্মিয়াস বলিল, সোক্রাটীস, এয়ুঈনসকে তুমি একি অদ্ভুত পরামর্শ দিতেছ? লোকটীর সহিত আমার অনেকবার সাক্ষাৎ হইয়াছে; আমি তাহাকে যেমত বুঝিয়াছি, তাহাতে আমার তো' বোধ হয় না, যে সে স্বেচ্ছাক্রমে তোমার এই কথা মোটেই শুনিবে।

৫। তিনি বলিলেন, সে কি কথা? এয়ুঈনস তত্ত্বজ্ঞানী নয়?

সিম্মিয়াস বলিল, আমার তো তত্ত্বজ্ঞানী বলিয়াই বোধ হয়।

তাহা হইলে (তিনি বলিলেন) এয়ুঈনস, ও যাহারা এই তত্ত্বজ্ঞানের আলোচনায় যোগ্যতার সহিত নিযুক্ত রহিয়াছে, তাহারা সকলেই মরিতে চাহিবে। কিন্তু সে হয় তো আত্মহত্যা করিবে না, কেন না, লোকে বলে, যে তাহা বৈধ নহে। এই বলিতে বলিতে তিনি পা দু'খানি শয্যা হইতে নামাইয়া মাটীতে রাখিলেন, এবং এইরূপে উপবেশন করিয়া অবশিষ্ট আলোচনায় যোগ দিলেন।

তখন কেবীস তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল, তুমি যে বলিতেছ, আত্মহত্যা করা বৈধ নহে, অথচ তত্ত্বজ্ঞানী, যে ব্যক্তি মরিতে চলিয়াছে, তাহার অনুগমন করিতে চাহিবে, এ কথার অর্থ কি, সোক্রাটীস?

সে কি, কেবীস? তুমি ও সিম্মিয়াস ফিললায়সের সহবাস করিয়াও এই সকল কথা শুন নাই?

পরিষ্কাররূপে কিছুই শুনি নাই, সোক্রাটীস।

আমিও কিন্তু এই সকল বিষয়ে জনশ্রুতি হইতেই বলিতেছি; তবে আমি যাহা শুনিয়াছি, তাহা বলিতে আপত্তি নাই। বস্তুতঃ আমি যখন যাত্রা করিতে উদ্যত হইয়াছি, তখন এই পরলোক-যাত্রা সম্বন্ধে—আমরা উহা কি প্রকার ভাবিতেছি, সেই বিষয়ে—বিচার ও আলোচনাই বোধ করি সর্ব্বাপেক্ষা সঙ্গত। এখন হইতে সূর্য্যাস্ত পর্য্যন্ত কালের মধ্যে আমরা ইহা অপেক্ষা বাঞ্ছিততর আর কি করিতে পারি?

[পঞ্চম ও ষষ্ঠ অধ্যায়—সিম্মিয়াস। এয়ুঈনস তোমার পরামর্শ গ্রহণ করিবে না সোক্রাটীস। সে যদি প্রকৃত তত্ত্বজ্ঞানী হয়, অবশ্যই করিবে; তবে সে আত্মহত্যা করিবে

ফাইডোন

না। কেবীস। তোমার কথাগুলির মধ্যে পূর্ব্বাপর সঙ্গতি নাই। কেন সে আত্মহত্যা করিবে না? সোক্রাটীস। আমি যাহা শুনিয়াছি, তাহাই বলিলাম। আত্মহত্যা না করিবার একটা কারণ এই—আমরা দেবগণের দাস। তোমার দাস আত্মহত্যা করিলে তুমি বিরক্ত হইবে; দেবগণও তেমনি আমরা আত্মহত্যা করিলে স্বাভাবতঃই বিরক্ত হইবেন।]

৬। সোক্রাটীস, তবে লোকে কেন বলে, যে আত্মহত্যা করা বৈধ নহে? একথা অবশ্য সত্য, যে—তুমি যেমন জিজ্ঞাসা করিয়াছ—ফিললায়স যখন আমাদিগের মধ্যে বাস করিতেন, তখন তাঁহার ও আরও কত জনের নিকটে শুনিয়াছি, যে আত্মহত্যা করা কর্ত্তব্য নহে। কিন্তু এ সম্বন্ধে কাহারও নিকটে পরিষ্কাররূপে কিছুই শুনি নাই।

তিনি বলিলেন, প্রফুল্ল হও, একদিন হয় তো শুনিতে পাইবে। কিন্তু তোমার নিকটে হয় তো ইহা আশ্চর্য্য বলিয়া বোধ হইবে, যে সমুদায় নিয়মের মধ্যে এক এইটাই অপরিবর্ত্তনীয়; অন্যান্য ক্ষেত্রে মানুষের পক্ষে যাহা খাটে, এক্ষেত্রে তাহা খাটে না; অর্থাৎ অবস্থা বিশেষে কোন কোন লোকের পক্ষে জীবন অপেক্ষা মৃত্যুই শ্রেয়ঃ, একথা সত্য নহে; যে স্থলে মানুষের পক্ষে মৃত্যুই শ্রেয়ঃ, সে স্থলেও (আত্মহত্যারূপ) আত্মোপকার করা পাপ; সে স্থলেও তাহাদিগের অপর কোনও উপকারী ব্যক্তির অপেক্ষায় বসিয়া থাকাই কর্ত্তব্য,—ইহাতে তুমি হয় তো বিস্মিত হইবে।

কেবীস মৃদু হাসিয়া তাহার প্রাদেশিক ভাষায় বলিল, হাঁ, হাঁ।

সোক্রাটীস বলিলেন, এই ভাবে বলিলে কথাটা অযৌক্তিক বলিয়া বোধ হইতে পারে; কিন্তু তথাপি হয় তো ইহার সপক্ষে যুক্তি আছে। এবিষয়ে গুপ্তপূজাপদ্ধতিতে(৩) যে যুক্তি প্রদর্শিত হইয়াছে—মানুষ আমরা একপ্রকার কারাগারে বাস করিতেছি; ইহা হইতে আপনাদিগকে মুক্ত করা, কিংবা অপসৃত হওয়া আমাদিগের কর্ত্তব্য নহে—এই যুক্তিটী আমার নিকটে খুব গভীর বলিয়া প্রতীয়মান হয়; ইহা আয়ত্ত করা সহজ নহে। কিন্তু তাহা হইলেও, কেবীস, আমার বোধ হয়, যে একথাটা

(৩) প্রথম খণ্ড, নবম অধ্যায়, দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

অতি সঙ্গত, যে দেবতারা আমাদিগের অভিভাবক, এবং আমরা মানুষেরা তাঁহাদিগের এক সম্পত্তি। না তোমার সেরূপ বোধ হয় না ?

কেবীস বলিল, হাঁ, হয় বৈ কি।

তিনি বলিলেন, তাহা হইলে তোমার কোনও সম্পত্তি,—তোমার অভিপ্রায় এই, যে সে মরুক, তুমি এইরূপ ইঙ্গিত না করিলেও,—যদি আত্মহত্যা করে, তবে তুমি কি তাহার প্রতি ক্রুদ্ধ হও না ? এবং যদি দণ্ড দেওয়া তোমার সাধ্যায়ত্ত হয়, তবে তাহাকে দণ্ড দেও না ?

কেবীস বলিল, নিশ্চয়ই।

তবে যতক্ষণ না ঈশ্বর অনতিক্রমণীয় নিয়তি প্রেরণ করেন—যেমন নিয়তি সম্প্রতি আমার পক্ষে উপস্থিত হইয়াছে—ততক্ষণ কাহারও আত্মহত্যা করা কর্ত্তব্য নহে, এই কথা মানিলে হয় তো অসঙ্গত হইবে না।

[সপ্তম ও অষ্টম অধ্যায়—কেবীস। যদি তাহাই হয়, তবে তুমি যে বলিতেছ, জ্ঞানী ব্যক্তি মরণে আনন্দিত হইবে, একথা অসঙ্গত ; কেন না, নির্ব্বোধ না হইলে কেহই উত্তম প্রভু হইতে পলায়ন করিতে চাহিবে না। সিম্মিয়াস ইহাতে সায় দিলেন। তখন সোক্রাটীস কহিলেন, "আচ্ছা, আমি তোমাদিগের নিকটে আত্মসমর্থন করিতেছি।" বিষয়টীর বিচার আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে, পরিচারক বিষপান সম্বন্ধে কি বলিয়াছিল, তৎসম্বন্ধে সোক্রাটীস ও ক্রিটোনের মধ্যে কথাবার্ত্তা হইল।]

৭। কেবীস বলিল, হাঁ, কথাটা সঙ্গত বলিয়াই বোধ হয়। কিন্তু তুমি যে এইমাত্র বলিলে, যে তত্ত্বজ্ঞানী অক্লেশেই মরিতে চাহিবে, একথাটা, সোক্রাটীস, অযৌক্তিক বলিয়া বোধ হইতেছে—যদি আমরা এক্ষণে যাহা বলিয়াছি, তাহা সঙ্গত হয়—যদি ইহা সত্য হয়, যে ঈশ্বর আমাদিগের অভিভাবক, এবং আমরা তাঁহারই সম্পত্তি। কেন না, সকল প্রভুর মধ্যে দেবতারা শ্রেষ্ঠ প্রভু ; তাঁহারা তাহাদিগকে যে সেবাকার্য্যে নিয়োগ করিয়াছেন, জ্ঞানী ব্যক্তিরা সন্তুষ্টচিত্তে তাহা ত্যাগ করিয়া প্রস্থান করিবে, একথা যুক্তিযুক্ত নহে। যেহেতু জ্ঞানী ব্যক্তি কখনও ভাবিতে পারে না, যে স্বাধীন হইলে সে কদাপি তাঁহাদিগের অপেক্ষা উত্তমতররূপে আপনার ভার বহন করিবে। অজ্ঞ লোকেই এইরূপ ভাবিতে পারে ; সে মনে

ফাইডোন

করিতে পারে, যে প্রভুর নিকট হইতে পলায়ন করাই শ্রেয়ঃ; সে হয় তো চিন্তা করিয়া দেখিবে না, যে উত্তম প্রভু হইতে পলায়ন করা কর্ত্তব্য নহে, বরং যতদিন সম্ভব, তাঁহার নিকটে অবস্থান করাই কর্ত্তব্য; সুতরাং সে হিতাহিতবিবেচনাবিহীন হইয়া পলায়ন করিতে পারে; কিন্তু জ্ঞানী ব্যক্তি নিয়ত আপনার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠজনের নিকটে অবস্থান করিতে আকাঙ্ক্ষা করিবে। অথচ যদি তাহাই হয়, তবে, সোক্রাটীস, তুমি এক্ষণে যাহা বলিলে, তাহার বিপরীতই সঙ্গত বলিয়া বোধ হইতেছে। কারণ, যাহারা জ্ঞানী, তাহারা মৃত্যুতে অসন্তুষ্ট, ও যাহারা অজ্ঞান, তাহারা আনন্দিত হইবে, ইহাই সমীচীন।

আমার বোধ হইল, যে এই কথা শুনিয়া সোক্রাটীস কেবীসের দৃঢ়তায় আহ্লাদিত হইলেন, এবং আমাদিগের প্রতি স্থির ও গভীর দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া কহিলেন, কেবীস সদাই একটা না একটা যুক্তি অন্বেষণ করে; একজন যাহা বলিবে, সে যে তৎক্ষণাৎ তাহাই মানিয়া লইবে, তাহা নহে।

তখন সিম্মিয়াস বলিল, হাঁ, সোক্রাটীস, আমার তো এস্থলে বোধ হইতেছে, যে কেবীস যাহা বলিয়াছে, তাহার একটা অর্থ আছে। যাহারা যথার্থই জ্ঞানী, তাহারা কেন আপনাদগের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ স্বীয় প্রভু হইতে পলায়ন করিতে চাহিবে ও কেন সহজে তাঁহাদিগের সেবা হইতে মুক্তি কামনা করিবে? আমার মনে হয়, কেবীস এই যুক্তি দ্বারা তোমাকেই লক্ষ্য করিতেছে; কারণ তুমি অনায়াসেই আমাদিগকে ত্যাগ করিয়া যাইতেছ, এবং যে দেবতাদিগকে তুমি নিজেই উত্তম প্রভু বলিয়া স্বীকার করিতেছ, তাঁহাদিগকেও ত্যাগ করিতে চাহিতেছ।

তিনি বলিলেন, তোমরা ন্যায্য কথাই বলিতেছ। আমার বোধ হয়, যে তোমরা যাহা বলিয়াছ, তাহার মর্ম্ম এই, যে আমি যেমন ধর্ম্মাধিকরণে আত্মসমর্থন করিয়াছি, তেমনি তোমাদিগের নিকটেও আত্মসমর্থন করিব।

সিম্মিয়াস বলিল, হাঁ, ঠিক কথা।

৮। তিনি বলিলেন, আচ্ছা, বেশ; আমি বিচারালয় অপেক্ষা তোমাদিগের নিকটে আত্মসমর্থন করিয়া অধিকতর সফলকাম হইতে চেষ্টা

করিব। তিনি বলিলেন, হে সিম্মিয়াস ও কেবীস, প্রথমতঃ, আমি যদি মনে না করিতাম, যে আমি জ্ঞানবান্ ও মঙ্গলময় অন্য দেবগণের, (৪) এবং ইহলোকস্থ মনুষ্য অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ পরলোকগত মনুজবৃন্দের সমীপে গমন করিতেছি, তবে মৃত্যুতে অসন্তুষ্ট না হওয়া আমার পক্ষে অবশ্যই অন্যায় হইত। কিন্তু এক্ষণে তোমরা বেশ জান, যে আমি উত্তম মানবগণের নিকটে গমন করিতেছি বলিয়া আশা করিতেছি—যদিচ সে সম্বন্ধে আমি খুব দৃঢ়প্রত্যয় হইতে পারি নাই। কিন্তু তোমরা বেশ জান, যে আমি যদি আর কোনও বিষয়ে দৃঢ়প্রত্যয় হইয়া থাকি, তাহা এই, যে আমি দেবগণের সমীপে গমন করিতেছি, যাঁহারা অতি উত্তম প্রভু। এই কারণেই আমি মৃত্যুর প্রতি অসন্তুষ্ট হই নাই ; বরং আমি এই মহতী আশা অন্তরে পোষণ করিতেছি, যে উপরত ব্যক্তিগণেরও একপ্রকার সত্তা আছে ;(৫) এবং—প্রাচীন কালে যেমন উক্ত হইয়াছে, অসাধুজনের অপেক্ষা সাধুজনের পক্ষে এই সত্তা অনেক অধিক উৎকৃষ্ট।

সিম্মিয়াস বলিল, সে কি, সোক্রাটীস? তুমি এই বিশ্বাসটী নিজের মনে গুপ্ত রাখিয়াই চলিয়া যাইবে, না আমাদিগকেও তাহার অংশভাক্ করিবে? আমার তো বোধ হয়, যে আমাদিগেরও এই ধনে সমান স্বত্ব আছে; এবং তুমি যাহা বলিতেছ, আমাদিগকে যদি তাহা বুঝাইয়া দিতে পার, তবে আবার তাহাই তোমার আত্মসমর্থন বলিয়া গণ্য হইবে।

তিনি বলিলেন, আচ্ছা, আমি চেষ্টা করিব; কিন্তু আমার বোধ হইতেছে, যে এই ক্রিটোন অনেকক্ষণ ধরিয়া কি যেন বলিতে চাহিতেছে ; আমরা প্রথমে দেখি, তাহার কি বলিবার আছে।

ক্রিটোন কহিল, সোক্রাটীস, যে-লোকটী তোমাকে বিষ দিবে, সে অনেকক্ষণ হইতে আমাকে বলিতেছে, যে তোমার যতদূর সম্ভব অল্প

(৪) পাতালবাসী দেবগণের। সোক্রাটীস দেবগণকে 'স্বর্গবাসী' ও 'পাতালবাসী', এই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করিতেছেন। প্রথম খণ্ড, ১২১ পৃষ্ঠা।

(৫) এই প্রবন্ধের অন্যতম প্রতিপাদ্য বিষয়—মৃত্যুর পরেও আত্মা জীবিত থাকে।

ফাইডোন

কথাবার্ত্তা বলা কর্ত্তব্য; ইহা ছাড়া আমার আর কি বলিবার আছে? সে বলে, যে যাহারা কথাবার্ত্তা বলে, তাহাদিগের দেহ বড় বেশী উত্তপ্ত হয়; সেই উত্তাপ দ্বারা বিষের প্রতিষেধ করা উচিত নহে। নতুবা, যাহারা এরূপ করে, তাহাদিগকে কখনও কখনও দুইবার কিংবা তিনবার বিষ পান করিতে হয়।

সোক্রাটীস বলিলেন, যাক্, তাহার কথায় কাজ নাই, সে তাহার নিজের কাজ করুক; সে কেবল দেখুক, যাহাতে সে দুইবার, এমন কি, প্রয়োজন হইলে তিনবার বিষ দিতে পারে।

ক্রিটোন কহিল, আমি জানিতাম, যে তুমি এইরূপ একটা কিছু বলিবে; কিন্তু লোকটা আমাকে বড় ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিয়াছে।

তিনি বলিলেন, যাক্ সে। কিন্তু আমি আমার বিচারক তোমাদিগকে এই কথাটার কারণ বুঝাইয়া দিতে চাই, যে আমার নিকটে কেন ইহা সঙ্গত বলিয়া বোধ হইতেছে, যে, যে-ব্যক্তি প্রকৃতই তত্ত্বজ্ঞানের আলোচনায় জীবন যাপন করিয়াছে, সে মৃত্যু আসন্ন হইলে আনন্দ করিবে, এবং (এই ভাবিয়া) আশান্বিত হইবে, যে মরিলে সে পরলোকে মহত্তম কল্যাণ লাভ করিবে।(৬) অতএব, হে সিম্মিয়াস ও কেবীস, ইহা কিরূপে সুসঙ্গত হইতে পারে, আমি তাহাই বলিতে চেষ্টা করিব।

[নবম হইতে একাদশ অধ্যায়—তত্ত্বজ্ঞানী মৃত্যুর জন্য লালায়িত; সে আজীবন মরণের সাধনেই নিরত রহিয়াছে; সুতরাং সে কেন মৃত্যুভয়ে ভীত হইবে? মৃত্যু দেহ ও আত্মার বিচ্ছেদ। জ্ঞানলাভ তত্ত্বজ্ঞানীর লক্ষ্য। দেহ জ্ঞানলাভের পরিপন্থী, যেহেতু (১) প্রবৃত্তিকুল ও দৈহিক সুখলালসা, (২) রূপরসশব্দস্পর্শাদি ইন্দ্রিয়ের অনুভূতি এবং (৩) শারীরিক রোগ ও দৌর্ব্বল্য আত্মাকে জ্ঞান ও সত্য উপার্জ্জনে বাধা দেয়। সুতরাং আত্মা যতদিন দেহে বাস করে, ততদিন পূর্ণ জ্ঞানের অধিকারী হইতে পারে না। মৃত্যুই সত্যদর্শনের একমাত্র উপায়। এই জন্য তত্ত্বজ্ঞানী ইহজীবনেই দৈহিক সুখদুঃখ

(৬) প্রতিপাদ্য বিষয়টী পুনশ্চ বিবৃত হইল--তত্ত্বজ্ঞানী আনন্দের সহিত মৃত্যুকে বরণ করিবেন।

ফাইডোন

তুচ্ছ বিবেচনা করিয়া আত্মাকে যথাসম্ভব দেহের সংস্রব হইতে মুক্ত রাখে; এবং এইরূপে মৃত্যুর পরে তাহার আত্মা জ্ঞানময় ও আনন্দময় জীবন সম্ভোগ করিতে সমর্থ হয়।]

৯। আমার বোধ হয়, যে যাহারা প্রকৃতপ্রস্তাবে তত্ত্বজ্ঞানের আলোচনা করে, তাহাদিগের সম্বন্ধে লোকে এই কথাটা ভুলিয়া যায়, যে তাহারা মরণ ও মৃত্যু ভিন্ন (৭) আর কিছুরই আলোচনা করে না। এখন, যদি ইহা সত্য হয়, তবে ইহা বড়ই অদ্ভুত হইবে, যে একজন সমস্ত জীবন কেবল এই একই বস্তুর জন্য আগ্রহান্বিত থাকিবে, অথচ সে অনেক কাল ধরিয়া যাহার জন্য আগ্রহান্বিত ও যাহার চর্চ্চায় রত ছিল, তাহাই উপস্থিত হইলে অসন্তুষ্ট হইবে।

সিম্মিয়াস হাসিয়া কহিল, জেয়ুসের দিব্য, সোক্রাটীস, আমার যদিচ এখন মোটেই হাসিবার মত মনের অবস্থা নয়, তথাপি তুমি আমায় হাসাইলে। আমি বোধ করি, যে জনসাধারণ যদি এই কথাটা শুনিত, তবে ভাবিত, যে তুমি তত্ত্বজ্ঞানীদিগের সম্বন্ধে যাহা বলিয়া থাক, তাহা খুবই ঠিক। আমার দেশের লোকেরাও তোমার সহিত একমত হইয়া বলিবে, যে তত্ত্বজ্ঞানীরা প্রকৃতই মরিবার জন্য লালায়িত; এবং তাহারা জানিতে পারিয়াছে, যে তত্ত্বজ্ঞানীরা মৃত্যুযন্ত্রণা ভোগ করিবারই যোগ্য।

তাহারা সত্য কথাই বলিবে, সিম্মিয়াস, কিন্তু 'তাহারা জানিতে পারিয়াছে', এই কথাটা ঠিক নয়; কারণ প্রকৃত তত্ত্বজ্ঞানী কি অর্থে মৃত্যুর জন্য লালায়িত, কি অর্থে মৃত্যুর যোগ্য, এবং কি প্রকার মৃত্যুর যোগ্য, তাহা তাহারা জানে না। তিনি কহিলেন, আমরা আপনাদিগের মধ্যে পরস্পর আলাপ করি, তাহাদিগের কথা বলিয়া কাজ নাই। আমরা কি বিশ্বাস করি, যে মৃত্যু বলিয়া একটা কিছু আছে?

সিম্মিয়াস প্রশ্ন শুনিয়া উত্তর করিল, হাঁ, নিশ্চয়ই করি।

(৭) মূলে যে দুইটী শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহার ব্যাখ্যা এই। মরণ (apothneskein)—মৃত্যুর সাধন; দৈহিক বাসনা হইতে আত্মার ক্রমশঃ মুক্তিলাভ। মৃত্যু (tethnanai)—জীবন্মুক্তি; অর্থাৎ দেহে থাকিতে যতদূর সম্ভব, আত্মার ততদূর দেহনিরপেক্ষ হইয়া অবস্থান।

ফাইডোন

আচ্ছা, আমরা মৃত্যু বলিতে দেহ হইতে আত্মার বিচ্ছেদ ভিন্ন আর কিছু ভাবিয়া থাকি কি? মৃত্যু কি ইহাই নয়—দেহ আত্মা হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া স্বতন্ত্রভাবে অবস্থিতি করিতেছে এবং আত্মা দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া স্বতন্ত্রভাবে অবস্থিতি করিতেছে? ইহাই মৃত্যু, না মৃত্যু ইহা হইতে বিভিন্ন আর কিছু?

সে বলিল, না, ইহাই মৃত্যু।

তাহা হইলে, হে ভদ্র, বিবেচনা করিয়া দেখ, যে অপর একটী বিষয়েও তুমি আমার সহিত একমত হইতে পারিতেছ কি না; কেন না, আমার মনে হয়, যে আমরা যে-প্রশ্নের বিচার করিতেছি, এই বিষয়টীর সাহায্যে তাহা আরও ভাল করিয়া বুঝিতে পারিব। তুমি কি বিবেচনা কর, যে তত্ত্বজ্ঞানী পুরুষ, যেগুলি সুখ বলিয়া অভিহিত হইয়াছে,—যেমন পান ও আহারের সুখ—তাহার স্পৃহা করে?

সিম্মিয়াস কহিল, মোটেই নয়, সোক্রাটীস।

তার পর? কামজ সুখ?

কখনই নয়।

তার পর? তুমি কি মনে কর, এই ব্যক্তি দেহের অন্যবিধ সেবা বহুমূল্য জ্ঞান করে? তুমি কি বিবেচনা কর, যে, সে অনন্যসুলভ বহুমূল্য বসন, পাদুকা ও দেহের এই প্রকার অন্যান্য অলঙ্কার উপার্জ্জনকেই সমাদর করে? না তাহা উপেক্ষা করে, এবং এগুলির যাহা যাহা না হইলে একেবারেই চলে না, কেবল তাহারই সহিত সংস্রব রাখে?

সে বলিল, আমার তো বোধ হয়, যে প্রকৃত তত্ত্বজ্ঞানী এগুলিকে উপেক্ষাই করে।

তিনি বলিলেন, মোট কথা, তাহা হইলে তুমি মনে কর, যে তত্ত্বজ্ঞানীর যত্ন দেহের জন্য নয়? তাহার যতদুর সাধ্য, সে দেহের প্রতি উদাসীন, এবং তাহার দৃষ্টি আত্মাতেই নিবদ্ধ? (৮)

(৮) প্লেটো বাস্তবিক শারীরিক নিগ্রহ ও কৃচ্ছ্রসাধনের পক্ষপাতী ছিলেন না। দেহ ও আত্মার মধ্যে একটা সাম্য থাকিবে, ইহাই তাঁহার মত ছিল। এ বিষয়ে

হাঁ, মনে করি। ফাইডোন

তবে প্রথমতঃ ইহা সুস্পষ্ট, যে এই সকল বিষয়ে তত্ত্বজ্ঞানী অপর লোক অপেক্ষা বিশেষভাবে আত্মাকে দেহের সহিত যোগ হইতে যথাসাধ্য মুক্ত রাখে ?

হাঁ, তাহা সুস্পষ্ট।

আচ্ছা, সিম্মিয়াস, সাধারণলোকে কি ভাবে না, যে, যে-ব্যক্তি এই সমুদায় বিষয়ে সুখ পায় না, ও এগুলির সহিত সংস্রব রাখে না, তাহার জীবন ধারণ-যোগ্যই নয়, প্রত্যুত যে-সকল সুখ দেহের সাহায্যে সম্ভোগ করিতে হয়, সেগুলি যে গ্রাহ্য করে না, সে যেন বাঁচিয়া থাকিয়াও মৃত্যুর কবলে উপনীত হইয়াছে ?

হাঁ, তুমি খুব সত্য কথাই বলিয়াছ।

১০। কিন্তু প্রকৃত জ্ঞানোপার্জ্জন সম্বন্ধে কি ? যদি কেহ জ্ঞানান্বেষণে দেহকে সহায় বলিয়া গ্রহণ করে, তবে ইহা কি তাহাতে বাধা হইয়া দাঁড়ায়, অথবা দাঁড়ায় না ? একটা দৃষ্টান্ত দিতেছি। দর্শন ও শ্রবণ কি মানুষকে সত্য উপলব্ধি করিতে সমর্থ করে ? কবিগণ (৯) কি আমাদিগকে ক্রমাগত বলিতেছেন না, যে আমরা স্বরূপতঃ দর্শনও করি না, শ্রবণও করি না ? যদি শরীরের এই দুইটী ইন্দ্রিয়ই (১০) সূক্ষ্ম ও সুস্পষ্ট না হয়, তবে অপরগুলি যে সেরূপ হইবে, সে সম্ভাবনা নাই বলিলেই হয়, কারণ, সেগুলি এই দুইটী অপেক্ষা স্থূলতর ; না তুমি তাহা মনে কর না ?

সে বলিল, হাঁ, নিশ্চয়ই করি।

তিনি বলিলেন, তবে আত্মা কখন সত্য লাভ করে ? ইহা সুস্পষ্ট, যে যখনই আত্মা দেহের সহযোগে কিছু দেখিতে চায়, তখন তাহা দেহ দ্বারা বিপথগামী হয়।

Timaeus, 87—90 দ্রষ্টব্য। উহার এক স্থলে তিনি লিখিয়াছেন, "সুন্দর দেহে সুন্দর আত্মা—যাহার দেখিবার চক্ষু আছে, তাহার নিকটে ইহা অপেক্ষা অধিকতর শোভন ও মনোহর দৃশ্য আর কিছুই নাই।"

(৯) যথা এম্পেডক্লীস।

(১০) ইন্দ্রিয়ের মধ্যে চক্ষু সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ; তৎপরে কর্ণ। (Timaeus, 87)।

ফাইডোন তুমি যথার্থ বলিয়াছ।

তবে কোনও সত্য স্বরূপতঃ যদি কখনও আত্মার নিকটে উজ্জ্বলরূপে প্রকাশিত হয়, তাহা মনন-সাহায্যেই হইয়া থাকে ?

হাঁ।

কিন্তু আত্মা বোধ হয় তখনই অত্যুত্তমরূপে মনন করে, যখন দর্শন, শ্রবণ, কিংবা সুখ বা দুঃখ তাহাকে অস্থির করে না, কিন্তু যখন সে দেহকে বিদায় করিয়া দিয়া যথাসাধ্য আপনাতেই আপনি স্থিতি করে, এবং আপনার সাধ্যমত দেহের সহিত যোগ ও দেহের সংস্পর্শ হইতে আপনাকে মুক্ত রাখিয়া স্বরূপতঃ সত্যলাভে প্রয়াস পায় ?

ঠিক কথা।

তবে এস্থলেও তত্ত্বজ্ঞানীর আত্মা দেহকে একান্ত হেয় জ্ঞান করে, দেহকে পরিহার করে, এবং আপনি আপনাতে স্থিতি করিতে চাহে ?

সুস্পষ্টই তাই।

সিম্মিয়াস, তবে এই পরবর্ত্তী প্রশ্ন সম্বন্ধে কি ? আমরা কি বলিয়া থাকি, যে পরম ন্যায় বলিয়া একটা কিছু আছে, না বলি, যে নাই ?

হাঁ, হাঁ, জেয়ুসের দিব্য, নিশ্চয়ই বলি।

আর (পরম) সুন্দর ও (পরম) শিব ?

তার আর কথা কি ?

তুমি কি তবে এগুলির কোনটী কখনও চক্ষু দ্বারা দেখিয়াছ ?

সে বলিল, না, কখনও নয়।

তুমি কি অন্য কোনও শারীরিক ইন্দ্রিয় দ্বারা এগুলিকে ধারণ করিয়াছ ? আমি যাবতীয় পরাকাষ্ঠা (absolutes) সম্বন্ধেই একথা বলিতেছি, যেমন বৃহত্ত্ব, স্বাস্থ্য, বল, ইত্যাদি ; এক কথায়, যাবতীয় পদার্থের সত্তা বা স্বরূপ সম্বন্ধেই এই প্রশ্ন করা যাইতে পারে। পদার্থ-সমূহের মধ্যে যাহা সত্য, অতীব সত্য, তাহা কি দেহের সাহায্যে ধ্যান করা যায় ? অথবা প্রকৃত কথাটা কি ইহাই নহে—আমাদিগের মধ্যে কোনও ব্যক্তি যে-বিষয়ের অনুসন্ধান করিতেছে, সে যদি তাহার স্বরূপ

যথাসাধ্য বুদ্ধি দ্বারা ধারণ করিবার জন্য আপনাকে প্রস্তুত করে, তবেই সে ঐ বিষয়ের জ্ঞানের একান্ত সন্নিহিত হয় ? ফাইডো

হাঁ, অবশ্য।

সেই ব্যক্তিই কি এই জ্ঞানকে পরিপূর্ণ করিয়া তোলে না, যে যথাসাধ্য কেবল বুদ্ধি লইয়াই প্রত্যেক বিষয়সমীপে গমন করে, এবং যে উহার মননে কোনও ইন্দ্রিয়ের সাহায্য লয় না, বা বিচারকালে সেগুলিকে মননের সহিত সঙ্গে সঙ্গে টানিয়া লইয়া যায় না ? অপিচ যে প্রত্যেক স্থলেই পরম, অবিমিশ্র বুদ্ধি-সাহায্যে পদার্থনিচয়ের প্রকৃত, বিশুদ্ধ স্বরূপ অনুসন্ধানে তৎপর থাকে, এবং চক্ষু, কর্ণ, ও এক কথায়, সমগ্র দেহ হইতে মুক্ত হয় ? কারণ, যখনই সে দেহের সহিত যোগ রক্ষা করে, তখনই উহা আত্মাকে আকুল করে, এবং তাহাকে সত্য ও জ্ঞান উপার্জ্জনে বাধা দেয়। হে সিম্মিয়াস, যদি কেহ কখনও পদার্থের স্বরূপ অবগত হইতে সমর্থ হয়, তবে সে কি এই ব্যক্তিই নহে ?

সিম্মিয়াস কহিল, সোক্রাটীস, তুমি যাহা বলিলে, তাহা সত্য ; তুমি কথাগুলি কি চমৎকার করিয়াই বলিয়াছ।

১১। তিনি বলিলেন, তাহা হইলে এই সমুদায় হইতে প্রকৃত তত্ত্বজ্ঞানীদিগের চিত্তে এই প্রকার চিন্তার উদয় হইবে, এবং তাহারা পরস্পরকে এইরূপ বলিবে—'দেখা যাইতেছে, যে একটী হ্রস্ব পথ আমাদিগকে লক্ষ্যে উপনীত করিবে ;(১১) কিন্তু যতদিন পদার্থের ঈক্ষণাতে আমাদিগের প্রজ্ঞার সঙ্গে সঙ্গে এই দেহও বর্ত্তমান থাকিবে, এবং আমাদিগের আত্মা এই প্রকার একটা আপদের মধ্যে বাস করিবে, ততদিন আমরা যাহা লাভ করিবার জন্য লালায়িত, পূর্ণরূপে তাহা লাভ করিতে পারিব না ; আমরা বলি, যে সত্যই আমাদিগের এই লক্ষ্য। কেন না, দেহের যে-যত্ন অপরিহার্য্য, তাহা আমাদিগকে সহস্র প্রকারে ব্যতিব্যস্ত করে ; তৎপরে কতপ্রকারের রোগ দেহকে আক্রমণ করে ও

(১১) লক্ষ্য—দেহ হইতে আত্মার মুক্তি। প্রকাশ্য পথ—দৈহিক সুখ হইতে নিবৃত্তি; ইহার নামান্তর মৃত্যুর সাধন। হ্রস্ব পথ—মৃত্যু।

ফাইডোন স্বরূপ অনুসন্ধানে অন্তরায় হইয়া দাঁড়ায়। ইহা আমাদিগকে কামনা, বাসনা, ভয়, নানাবিধ মোহ ও কত তুচ্ছ আসক্তিতে পূর্ণ করে; সুতরাং এই জন্য একটা প্রবাদ আছে, যে আমরা প্রকৃতপ্রস্তাবে ইহার জন্য কখনও কোনও চিন্তাই করিতে পারি না। এই দেহ এবং ইহার বাসনা-সমূহই যুদ্ধ, কলহ ও দলাদলির সৃষ্টি করে, আর কেহ নহে; কেন না, সকল সংগ্রাম ধনলাভের আকাঙ্ক্ষা হইতেই প্রসূত হয়, এবং আমরা দাস হইয়া দেহের পরিচর্য্যা করি বলিয়াই ধন উপার্জ্জন করিতে বাধ্য হই। এই সকল কারণেই আমাদিগের তত্ত্বজ্ঞানের জন্য অবসর থাকে না। পরিশেষে, যদিই বা কখনও আমাদিগের দেহ হইতে অবকাশ ঘটে, এবং আমরা কোন বিষয়ের বিচারে মনোনিবেশ করি, ইহা এই অনুসন্ধানের পদে পদে উৎপতিত হয়, এবং চিত্তকে চঞ্চল, বিভ্রান্ত ও বিহ্বল করিয়া ফেলে; সুতরাং আমরা ইহার জন্য সত্য-দর্শনে সমর্থ হই না। আমরা যথার্থই এই শিক্ষা লাভ করিয়াছি, যে, যদি আমরা কোন বিষয়ে নির্ম্মল জ্ঞান লাভ করিতে চাই, তবে আমাদিগকে দেহ হইতে মুক্ত হইতে হইবে, এবং আত্মাকে আপনাতে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া পদার্থসমূহের স্বরূপ (১২) দর্শন করিতে হইবে। এইরূপ বোধ হইতেছে, যে আমরা যাহার জন্য তৃষিত, যাহার জন্য আমরা বলি আমাদিগের প্রীতি রহিয়াছে, সেই জ্ঞান, যখন আমরা মরিব, কেবল তখনই লাভ করিব; যুক্তি-পরম্পরা নির্দ্দেশ করিতেছে, যে আমরা বাঁচিয়া থাকিতে তাহা কখনও হইবে না। কেন না, যদি এই দেহ বর্ত্তমান থাকিতে নির্ম্মল জ্ঞানলাভ সম্ভবপর না হয়, তবে এই দুইয়ের একটী সত্য—হয় জ্ঞানোপার্জ্জন কখনই ঘটিবে না, না হয় উহা মৃত্যুর পরে ঘটিবে; যেহেতু, তখন আত্মা দেহ হইতে মুক্ত হইয়া আপনাতে আপনি স্থিতি করিবে, তৎপূর্ব্বে নহে। যতদিন আমরা জীবিত আছি, ততদিন, আমাদিগের বোধ হইতেছে, আমরা তখনই জ্ঞানের সান্নিহিত হইব, যখন আমরা যেটুকু একান্ত অপরিহার্য্য তাহার অধিক দেহের সঙ্গ করিব না ও তাহার সহিত যোগ

(১২) অর্থাৎ স্ফোট (ideas)।

রাখিব না, এবং দেহধর্ম্ম দ্বারা অভিভূত হইব না ; বরং যতদিন না ঈশ্বর আমাদিগকে মুক্তি প্রদান করেন, ততদিন আমরা উহা হইতে শুদ্ধ থাকিব। এবং যখন আমরা শুদ্ধ হইব ও অবিদ্যাধার দেহ হইতে মুক্তি পাইব, তখন, আমাদিগের বোধ হয়, আমরা শুদ্ধাত্মাদিগের সঙ্গ লাভ করিব, এবং আমরা নিজেরাও যাহা কিছু পবিত্র সকলই অবগত হইব। [বোধ করি সত্যই এই জ্ঞেয় বস্তু।] কেন না, ইহা কদাপি বৈধ হইতে পারে না, যে অপবিত্র পবিত্রকে স্পর্শ করিবে।' হে সিম্মিয়াস, আমি বিবেচনা করি, যাহারা যথার্থই জ্ঞানপ্রিয়, তাহারা নিশ্চয় পরস্পরকে এইরূপ বলে ও এইরূপ চিন্তা করে ; না তোমার সেরূপ বোধ হয় না ?

হাঁ, সোক্রাটীস, সম্পূর্ণরূপেই বোধ হয়।

[দ্বাদশ অধ্যায়—অতএব যে-ব্যক্তি দেহ হইতে আত্মাকে বিযুক্ত রাখিয়া উহাকে শুদ্ধ করিয়াছে, সে প্রসন্নচিত্তে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিবে ; কেন না, মরণান্তেই সে দেহ-শৃঙ্খল হইতে মুক্ত হইবে। জ্ঞানী আজীবন যাহার জন্য সাধন করিয়াছে, তাহাই লাভ করিবার সময় উপস্থিত হইলে সে যদি ভীত ও সংক্ষুব্ধ হয়, তবে তদপেক্ষা হাস্যজনক আর কি হইতে পারে ? মানুষ প্রিয়জনের সহিত মিলিত হইবার আশায় স্বেচ্ছায় প্রাণ বিসর্জ্জন করে, আর সে অপার্থিব প্রিয় ধনের জন্য মরিতে ভয় করিবে ?]

১২। সোক্রাটীস বলিলেন, হে সখে, যদি ইহাই সত্য হয়, তবে আমার এই মহতী আশা রহিয়াছে, যে আমি যথায় যাত্রা করিয়াছি, তথায় উপনীত হইলে, আমরা যাহার জন্য অতীত জীবনে বহুশ্রম করিয়াছি, যদি কোথাও সম্ভব হয়, তবে সেইখানেই তাহা পূর্ণরূপে প্রাপ্ত হইব। অতএব অদ্য আমার যে-যাত্রা বিহিত হইয়াছে, তাহা আনন্দ ও আশার সহিত আরব্ধ হইতেছে ; এবং যে-কেহ বিবেচনা করে, যে তাহার চিত্ত এইরূপ প্রস্তুত ও পবিত্র হইয়াছে, তাহার পক্ষেও এই যাত্রা এই প্রকারই আশা-ও-আনন্দপূর্ণ।

সিম্মিয়াস কহিল, নিশ্চয়ই।

পূর্ব্বে বিচার করিবার কালে যেমন উক্ত হইয়াছে, পবিত্রীকরণের অর্থ কি ইহাই নয়—আত্মা যতদূর সম্ভব দেহ হইতে সর্ব্বপ্রকারে

ফাইডোন আপনাকে প্রত্যাহার করিয়া আপনাতে আপনি যুক্ত ও প্রতিষ্ঠিত থাকিতে অভ্যাস করিবে, এবং বর্ত্তমানে ও ভবিষ্যতে যথাসাধ্য কেবল আপনাতেই অবস্থান করিবে ও এই দেহরূপ শৃঙ্খল হইতে আপনার মুক্তি সম্পাদন করিবে?

সে বলিল, হাঁ, নিশ্চয়।

আচ্ছা, যাহা মৃত্যু বলিয়া অভিহিত হয়, তাহা কি দেহ হইতে আত্মার মুক্তি ও বিচ্ছেদ নয়?

সে বলিল, হাঁ, সর্ব্বতোভাবে।

কিন্তু আমরা বলিয়া থাকি, যে প্রধানতঃ প্রকৃত তত্ত্বজ্ঞানীরাই—কেবল প্রকৃত তত্ত্বজ্ঞানীরাই,—আত্মাকে মুক্ত করিতে আকাঙ্ক্ষা করে? দেহ হইতে আত্মার মুক্তি ও বিচ্ছেদ, ইহাই তত্ত্বজ্ঞানীদিগের সাধন? না, তাহা নয়?

স্পষ্টই তাই।

তবে, পূর্ব্বে যেমন বলিয়াছি, ইহা কি হাস্যজনক নহে, যে, একব্যক্তি আজীবন আপনাকে এমত প্রস্তুত করিয়াছে, যে, সে যেন মৃত্যুর দ্বারে বাস করিতেছে, অথচ যখন মৃত্যু তাহার নিকটে উপস্থিত, তখন সে অসন্তোষ প্রকাশ করে? [ইহা কি হাস্যজনক নহে?]

হাঁ, হাস্যজনক বৈ কি?

তিনি বলিলেন, তাহা হইলে, হে সিম্মিয়াস, প্রকৃত তত্ত্বজ্ঞানীরা বাস্তবিকই মৃত্যু সাধন করে, এবং মরণ মানুষের মধ্যে তাহাদিগের পক্ষেই সর্ব্বাপেক্ষা অল্প ভয়াবহ। এখন বিষয়টী এইরূপে বিচার কর। যদি তাহারা সর্ব্বথা দেহের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করে, এবং আপনাতে আপনি স্থিত আত্মা লাভ করিবার জন্য আগ্রহান্বিত হয়, তাহা হইলে, যখন তাহাদিগের আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হইল, তখন যদি তাহারা ভীত ও সংক্ষুব্ধ হয়; তাহারা যাহা একাগ্রচিত্তে কামনা করিয়াছে, তাহারা সেইস্থানে গমন করিতেছে, যথায় উপনীত হইলে তাহা প্রাপ্ত হইবার আশা আছে, ইহাতেও যদি তাহারা আনন্দিত না হয়; তবে ইহা কি নিতান্ত অসঙ্গত হইবে না? তাহারা তো একাগ্রচিত্তে জ্ঞানই চাহিয়াছিল; তাহারা

যাহাকে বিদ্বেষ করিত, তাহার সঙ্গ হইতেই তো মুক্তি লাভ করিতেছে? কতলোক সংসারের মর্ত্ত্য প্রিয়জন ও স্ত্রীপুত্রের মৃত্যু হইলে এই আশা-প্রণোদিত হইয়া স্বেচ্ছায় যমালয়ে গমন করিয়াছে, যে তথায়, তাহারা যাহাদিগের জন্য আকুল, তাহাদিগকে দেখিতে পাইবে ও তাহাদিগের সহিত মিলিত হইবে; আর, যে-ব্যক্তি সত্য সত্যই জ্ঞানকে প্রীতি করে এবং অটলচিত্তে এই আশা পোষণ করে, যে, সে বাস্তবিক যমালয়ে উপনীত হইয়াই উহা লাভ করিবে, আর কোথাও নহে, সেই ব্যক্তিই কি মৃত্যুতে ক্ষুব্ধ হইবে, এবং আনন্দ করিতে করিতে পরলোকে যাত্রা করিবে না? হে সখে, সে যদি প্রকৃত তত্ত্বজ্ঞানী হয়, তবে এরূপ মনে করা আমাদিগের উচিত হইবে না। কারণ, সে দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করিবে, যে, সে পরলোকেই শুদ্ধ জ্ঞান লাভ করিবে, আর কোথাও নহে। যদি একথা সত্য হয়, তবে, আমি পূর্ব্বে যেমন বলিয়াছি, এই প্রকার লোকের পক্ষে মৃত্যুকে ভয় করা কি একান্ত অসঙ্গত নহে?　　ফাইডো:

সে বলিল; হঁা, হঁা, একেবারে ধ্রুব নিশ্চিত।

[ত্রয়োদশ অধ্যায়—এই জন্যই একা তত্ত্বজ্ঞানী যথার্থ সংযমী ও বীর্য্যবান্। ইতর জনের সংযম ও বীর্য্য কৃত্রিম; কেন না, তাহাদিগের পক্ষে ভয় বীর্য্যের ও ইন্দ্রিয়পরায়ণতা সংযমের নিদান। কিন্তু জ্ঞানই সত্য ধর্ম্মের উৎস। সুখের বিনিময়ে সুখ কিংবা দুঃখের বিনিময়ে দুঃখ পাইবার আশা হইতে যে-ধর্ম্ম প্রসূত হয়, তাহা কৃত্রিম, দাসত্বের নামান্তরমাত্র। ধর্ম্ম আত্মার শুদ্ধিসাধন। যে-ব্যক্তির আত্মা শুদ্ধ হইয়া সত্য জ্ঞানের অধিকারী হইয়াছে, সেই প্রকৃত তত্ত্বজ্ঞানী। সোক্রাটীস বলিলেন, 'ইহাই আমার আত্মসমর্থন।']

১৩। তিনি বলিলেন, তাহা হইলে তো তুমি পর্য্যাপ্ত প্রমাণ পাইলে, যে, যদি তুমি দেখিতে পাও, যে, একব্যক্তি মৃত্যু আসন্ন বলিয়া অসন্তুষ্ট হইয়াছে, তবে সে মোটেই জ্ঞানপ্রিয় নহে, কিন্তু দেহপ্রিয়? অধিকন্তু সে হয় তো ধনপ্রিয়, কিংবা এই উভয়ই।

সে কহিল, হঁা, তুমি যাহা বলিলে, তাহাই ঠিক।

তিনি বলিলেন, তাহা হইলে, সিম্মিয়াস, যাহাদিগের চিত্ত দেহের প্রতি বিমুখ, বীর্য্যনামক গুণ কি তাহাদিগেরই বিশেষত্ব নহে?

কাইডোন

সে উত্তর দিল, কথাটা সম্পূর্ণরূপে সত্য।

আচ্ছা, সংযম—এমন কি সাধারণ লোকে যাহাকে সংযম বলে, তাহাও—যাহার অর্থ বাসনাসমূহ দ্বারা বিচলিত না হওয়া ও তাহাদিগকে উপেক্ষা ও দমন করা,—ইহাও কি শুধু তাহাদিগেরই বিশেষত্ব নহে, যাহারা যথাসাধ্য দেহকে হেয় জ্ঞান করে ও তত্ত্বজ্ঞানের আলোচনায় জীবনকে নিমগ্ন রাখে ?

সে বলিল, অবশ্য।

তিনি বলিলেন, কেন না, যদি তুমি অন্য লোকের বীর্য্য ও সংযমের বিষয় বিবেচনা করিতে চাও, তবে দেখিতে পাইবে, যে তাহা এক অদ্ভুত বস্তু।

কেমন করিয়া, সোক্রাটীস ?

তিনি বলিলেন, তুমি তো জান, যে অন্য সকলেই মৃত্যুকে মহা অমঙ্গলের মধ্যে গণ্য করে ?

সে কহিল, হাঁ, নিশ্চয়ই করে।

তাহাদিগের মধ্যে যাহারা বীর, তাহারা যখন মৃত্যুর নিকটে আত্মসমর্পণ করে, তখন তাহারা কি গুরুতর অমঙ্গলের ভয়েই আত্মসমর্পণ করে না ?

কথাটা সত্য।

তাহা হইলে তত্ত্বজ্ঞানী ভিন্ন আর সকলেই ভীরুতা-ও-কাপুরুষতা-বশতঃই সাহসী, যদিচ, কাহারও পক্ষে ভীরুতা-ও-কাপুরুষতা-বশতঃ সাহসী হওয়া অদ্ভুত বটে।

পুনশ্চ, তাহাদিগের মধ্যে যাহারা সংযমী, তাহাদিগের সম্বন্ধে কি ? তাহাদিগের অবস্থাও কি ঠিক ইহাই নহে ? একপ্রকার অসংযমবশতঃই তাহারা সংযমী। যদিচ আমরা বলি, যে ইহা অসম্ভব, কিন্তু তথাপি তাহাদিগের এই সংযম—মূর্খ লোকেই ইহাকে সংযম বলে—এই জাতীয় একটা অবস্থা। কেন না, তাহারা এক শ্রেণীর সুখ স্পৃহা করে ও তাহাতে বঞ্চিত হওয়াটাকে ভয় করে ; এবং এই শ্রেণীর সুখের স্পৃহা দ্বারা জিত হওয়াতেই অপরপ্রকার সুখ হইতে নিবৃত্ত থাকে। সুখের দ্বারা চালিত হওয়াকেই অসংযম কহে ; কিন্তু তাহারা একশ্রেণীর সুখের দ্বারা জিত

ফাইডোন

হইয়াছে বলিয়াই অপরপ্রকার সুখকে জয় করিয়াছে। আমি এইমাত্র যাহা বলিয়াছি, তাহারও অর্থ ঠিক ইহাই—তাহারা বলিতে গেলে অসংযম-বশতঃই আপনাদিগকে সংযমী করিয়াছে।

হঁা, তাহাই বোধ হইতেছে।

হে ভাগ্যধর সিম্মিয়াস, ইহার কারণ বোধ হয় এই, যে ধর্ম্ম সম্বন্ধে একটা বিনিময়ের বস্তু নাই; যেমন মুদ্রার বিনিময়ে পণ্যদ্রব্য পাওয়া যায়, তেমনি সুখের পরিবর্ত্তে সুখ, দুঃখের পরিবর্ত্তে দুঃখ, ভয়ের প'রবর্ত্তে ভয় এবং ক্ষুদ্রতরের পরিবর্ত্তে বৃহত্তর বিনিময় করিয়া ধর্ম্ম ক্রয় করা যায় না; কিন্তু একটীমাত্র খাঁটি মুদ্রা আছে, যাহার বিনিময়ে এ সমুদায়ই প্রাপ্ত হওয়া যায়—তাহা জ্ঞান; যে-সকল বস্তু ইহার বিনিময়ে ও ইহার সহিত ক্রীত ও বিক্রীত হয়—বার্য্য, সংযম ও ন্যায়—সেইগুলিই অকৃত্রিম; এক কথায়, সত্য ধর্ম্মে, সুখ বা ভয় বা এই প্রকার অপর সমুদায় থাকুক বা না থাকুক, উহাতে জ্ঞান (১৩) বর্ত্তমান থাকিবেই থাকিবে। যে-ধর্ম্ম জ্ঞান হইতে বিচ্ছিন্ন ও সুখদুঃখ প্রভৃতির বিনিময়ে ক্রীত, তাহা প্রকৃত ধর্ম্মের ছায়াচিত্র বই আর কিছুই নহে; উহা পরাধীন, উহাতে স্বাস্থ্য বা সত্য কিছুই নাই। সত্য ধর্ম্মে এই সমুদায় হইতে শুদ্ধতা সম্পাদিত হইয়াছে; এই শোধনের ফল আর কিছুই নহে, উহা সংযম, ন্যায়, বীর্য্য এবং জ্ঞান স্বয়ং। আমার বোধ হয়, যাহারা আমাদিগের গুপ্তপূজাপদ্ধতি প্রবর্ত্তিত করিয়াছে, তাহারা বৃথা এই কাজটী করে নাই। কিন্তু তাহারা প্রকৃতপ্রস্তাবে বহুকাল ধরিয়া সমস্যাকারে এই কথা বলিয়া আসিতেছে, যে, যে-ব্যক্তি অদাক্ষিত ও অপবিত্র অবস্থায় যমালয়ে গমন করে, সে পঙ্কে পড়িয়া থাকে; কিন্তু যে-ব্যক্তি দীক্ষিত ও পবিত্র হইয়া তথায় উপস্থিত হইবে, সে দেবগণের সঙ্গ লাভ করিবে। কেন না, এই গুপ্তপূজাপদ্ধতিতে উক্ত হইয়াছে, "দণ্ডধারী অনেকেই, কিন্তু সত্য উপাসক অল্প।"(১৪) আমার মতে

(১৩) এস্থলে জ্ঞান বলিতে সত্যের অনুভূতি অর্থাৎ পরম শিবের ধারণা বুঝিতে হইবে। প্রথম খণ্ড, ৪৭৯—৮৩ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

(১৪) ভাষ্যকারগণের মতে ইহা অর্কে য়ুস-পন্থীদিগের একটী উক্তি। উক্তিটার অর্থ—শুধু ভেক লইলেই বৈরাগী হয় না; জটা অনেকেই ধারণ করে, কিন্তু প্রকৃত সন্ন্যাসী কয় জন?

ফাইডোন এই 'অল্প' আর কেহ নহে, প্রকৃত তত্ত্বজ্ঞানী। আমি আমার জীবনে ইহাদিগেরই একজন হইবার জন্য যথাসাধ্য প্রয়াসী হইয়াছি, সেজন্য কিছুই করিতে বাকি রাখি নাই। আমি ঠিক পথে প্রয়াস পাইয়াছি কি না, এবং উহাতে কৃতকার্য্য হইয়াছি কি না, ঈশ্বরের ইচ্ছা হইলে আমি বোধ করি অল্পকাল পরেই পরলোকে যাইয়া তাহা পরিষ্কাররূপে জানিতে পারিব।

তিনি বলিলেন, হে সিম্মিয়াস ও কেবীস, আমি তোমাদিগকে ও ইহলোকের প্রভুদিগকে ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইতেছি বলিয়া যে দুঃখিত ও অসন্তুষ্ট হই নাই, এতক্ষণ যাহা বলিলাম, আমার বোধ হয় তাহাই আমার যুক্তিযুক্ত আত্মসমর্থন; আমি বিশ্বাস করি, যে যেমন ইহলোকে, তেমনি পরলোকে আমি উত্তম প্রভু ও সহচর প্রাপ্ত হইব [যদিও ইতরজন তাহা বিশ্বাসযোগ্য বিবেচনা করে না।] আমি আমার আথীনীয় বিচারকগণের সমক্ষে আত্মসমর্থন করিয়া যে ফল লাভ করিয়াছিলাম, তোমাদিগের নিকটে যদি তদপেক্ষা অধিকতর ফল লাভ করিয়া থাকি, তবেই ভাল।

[চতুর্দ্দশ অধ্যায়—কেবীস। সোক্রাটীস, তুমি যাহা বলিলে, তাহা সঙ্গত ও আশাপ্রদ। কিন্তু মৃত্যুর পরে যে আত্মা জীবিত থাকিবে, ধূমের মত বিকীর্ণ হইয়া যাইবে না, তাহার প্রমাণ কি? সোক্রাটীস। ঠিক কথাই বলিয়াছ। এস, আমরা বিষয়টীর আলোচনা করি। উপস্থিত মুহূর্ত্তে আমার পক্ষে ইহা অপেক্ষা অধিকতর প্রয়োজনীয় আলোচনা আর কি থাকিতে পারে?]

[আমরা সুস্পষ্ট দেখিতে পাইতেছি, যে আত্মার অমরত্ববিষয়ক বিচার প্রসঙ্গ-ক্রমে উত্থাপিত হইল; উহা যেন এই গ্রন্থের মুখ্য আলোচ্য বিষয় নহে।]

১৪। সোক্রাটীসের কথা শেষ হইলে কেবীস কথা আরম্ভ করিয়া বলিল, সোক্রাটীস, আমার বোধ হইতেছে, যে তুমি যাহা বলিলে, তাহার অধিকাংশই সঙ্গত, কিন্তু লোকের চিত্তে আত্মা সম্বন্ধে এই একটা সংশয় রহিয়াছে, যে যখন উহা দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন হয়, তখন উহা কোথাও বিদ্যমান থাকে না; কিন্তু যে-দিন মানুষ মরে, সেই দিনই উহা ধ্বংস ও বিনষ্ট হয়; তাহারা এই আশঙ্কা করে, যে যখন মানুষের মৃত্যু হয়, তৎক্ষণাৎ

আত্মা দেহ হইতে বিযুক্ত ও বহির্গত হইয়া বায়ু বা ধূমের মত অণু অণু বিকীর্ণ হয়, ভয়সন্ত্রস্ত হইয়া প্রস্থান করে, এবং কোথাও কিছুমাত্র বর্ত্তমান থাকে না। যদি আত্মা কোন না কোন স্থানে অখণ্ডভাবে আপনাতে আপনি বর্ত্তমান থাকে, এবং তুমি এইমাত্র যে-সকল অমঙ্গল বর্ণনা করিলে, তাহা হইতে মুক্তি পায়, তাহা হইলে, সোক্রাটীস, আমাদিগের এই মহতী ও গভীর আশা আছে, যে তুমি যাহা বলিয়াছ, তাহা সত্য। কিন্তু আত্মা যে মানুষের মৃত্যুর পরেও বর্ত্তমান থাকে, এবং তখন তাহার যে কোনও প্রকার শক্তি ও জ্ঞান থাকিতে পারে, ইহা বুঝাইতে হইলে বোধ করি আশ্বাস ও প্রমাণ অল্প আবশ্যক নহে।

সোক্রাটীস বলিলেন, কেবীস, সে কথা সত্য; কিন্তু আমরা কি করিব? তুমি কি চাও, যে আমরা এই বিষয়ের আলোচনা করিয়া দেখি, যে আমি যাহা বলিলাম তাহা ঠিক, কি অঠিক?

কেবীস উত্তর করিল, তোমার এ বিষয়ে কি মত, শুনিতে পাইলে আমি নিজে তো আনন্দিতই হইব।

তিনি, সোক্রাটীস, বলিলেন, আমি বিবেচনা করি, যে এখন কেহই, এমন কি কোনও ব্যঙ্গনাট্যকারও আমার কথা শুনিয়া বলিতে পারিবে না, যে আমি একটা অপ্রয়োজনীয় বিষয়ে বৃথা বকিয়া মরিতেছি। অতএব যদি অভিরুচি হয়, এস, আমরা বিষয়টী পর্য্যালোচনা করি।

[পঞ্চদশ হইতে সপ্তদশ অধ্যায়—প্রাচীন কাল হইতে এই বিশ্বাস চলিয়া আসিতেছে, যে, আত্মা পরলোকে বর্ত্তমান থাকে, এবং পুনশ্চ ইহলোকে জন্মগ্রহণ করে। এই বিশ্বাসের সপক্ষে একটী যুক্তি এই। আমরা জগতে দেখিতে পাই, বিপরীত পদার্থ হইতে বিপরীত পদার্থ উৎপন্ন হয়; যেমন ক্ষুদ্রতর ও বৃহত্তর; হ্রস্বতর ও দীর্ঘতর; ইত্যাদি। এখন, জন্ম ও মৃত্যু পরস্পরের বিপরীত; আর জীবিত যে মৃত হয়, তাহা আমরা প্রতিনিয়তই দেখিতে পাইতেছি। অতএব এস্থলে প্রকৃতি যদি অপূর্ণ না হয়, তবে মৃত নিশ্চয়ই আবার জন্মলাভ করে। ইহার দৃঢ়তর প্রমাণ এই, যে যদি শুধু জীবিত মৃত্যুমুখে পতিত হইত, এবং মৃতাবস্থা হইতে পুনরায় প্রত্যাবর্ত্তন না করিত, তবে কালক্রমে বিশ্বে জীবনের চিহ্নপর্য্যন্ত বিদ্যমান থাকিত না, সকলই মৃত্যুর কুক্ষিতে অন্তর্হিত হইত। কিন্তু যদি ইহা সত্য হয়,

ফাইডোন যে আত্মা মৃতদশা হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করে, তবে তাহা দেহান্তে নিশ্চয়ই কোনও স্থানে বর্ত্তমান থাকে।]

[আমরা আত্মার অমরত্ববিষয়ক প্রমাণনিচয়ের প্রথম সোপানে পদার্পণ করিলাম। উহা দুই স্তরে বিভক্ত; (১) বিপরীতসমুৎপাদ ও (২) প্রাক্তনস্মৃতি। প্রথম যুক্তি হইতে জন্মের পূর্ব্বে ও মৃত্যুর পরে, উভয়ত্রই আত্মার অস্তিত্ব প্রমাণিত হয়; কিন্তু এস্থলে উহা শেষোক্ত উদ্দেশ্যেই ব্যাহৃত হইয়াছে। আর এক কথা। এই যুক্তিতে কেবল ইহাই প্রমাণিত হইল, যে মৃত্যুর পরে আত্মা বিদ্যমান থাকে; কিন্তু উহার যে জ্ঞান ও শক্তি বিদ্যমান থাকে, তাহা প্রমাণিত হয় নাই।]

১৫। মানুষের আত্মা মৃত্যুর পরে যমালয়ে বিদ্যমান থাকে, কি থাকে না, এই প্রশ্নটী আমরা এইরূপে পরীক্ষা করি। প্রাচীন কাল হইতে একটী বিশ্বাস চলিয়া আসিতেছে, ও আমাদিগের তাহা স্মরণ আছে (১৫)—তাহা এই, যে আত্মারা পরলোকে গমন করিয়া তথায় বর্ত্তমান থাকে, পুনরায় ইহলোকে উপস্থিত হয়, এবং মৃত হইতে আবার জন্মগ্রহণ করে। কিন্তু যদি ইহা সত্য হয়, যে জীবিতগণ মৃত হইতে জন্মলাভ করে, তাহা হইলে আমাদিগের আত্মা পরলোকে বর্ত্তমান থাকে, ইহা ভিন্ন আর কি হইতে পারে? কেন না, যদি তাহারা বর্ত্তমান না থাকিত, তবে কখনও পুনরায় জন্মগ্রহণ করিতে পারিত না। আত্মা পরলোকে বর্ত্তমান থাকে, এই কথাটা যে সত্য, ইহাই তাহার প্রচুর প্রমাণ বলিয়া গণ্য হইতে পারে, যদি প্রকৃতই স্পষ্টরূপে দেখাইয়া দেওয়া যায়, যে জীবিতগণ মৃত হইতেই জন্মলাভ করে, আর কোথা হইতে নহে। কিন্তু যদি ইহা সত্য না হয়, তবে অন্য প্রকার যুক্তির প্রয়োজন আছে।

কেবীস বলিল, হাঁ, নিশ্চয়।

তিনি বলিলেন, বিষয়টী সহজে বুঝিতে চাহিলে কেবল মানুষ সম্বন্ধে প্রশ্নটী পরীক্ষা করিলে চলিবে না; কিন্তু যাবতীয় জীব ও উদ্ভিদ, এক

(১৫) মিশরবাসীরা আত্মার অমরত্ব ও পুনর্জন্মে বিশ্বাস করিত। গ্রীক জাতির মধ্যে অর্ফেয়ুস, পুথাগরাস ও এম্পেডক্লীস এই দুই মত প্রচার করেন। প্রথম খণ্ড, নবম ও দশম অধ্যায় দেখুন।

কাইডোন

কথায়, যাহা কিছুর জন্ম আছে, সে সমুদায় সম্বন্ধেই উহা আলোচনা করিতে হইবে ;(১৬) সকল স্থলেই আমাদিগকে দেখিতে হইবে, যে, যে-সমুদায় পদার্থের এক একটী বিপরীত পদার্থ বর্ত্তমান, তাহা ঐ বিপরীত পদার্থ হইতেই জন্মে, আর কোথা হইতে নহে। বিপরীত পদার্থের দৃষ্টান্ত,—মহৎ অধমের বিপরীত, ন্যায় অন্যায়ের বিপরীত ; এইরূপ আরও সহস্র সহস্র দৃষ্টান্ত আছে। আমরা তবে পরীক্ষা করিয়া দেখি, যে, ইহা অনতিক্রমণীয় নিয়ম কি না, যে, যে-সমুদায় পদার্থের বিপরীত পদার্থ বর্ত্তমান, তাহা নিজের বিপরীত পদার্থ হইতেই জন্মে, আর কোথা হইতে জন্মে না। যেমন, যখন কোনও বস্তু বৃহত্তর হয়, আমি মনে করি, তাহা নিশ্চয়ই প্রথমে ক্ষুদ্রতর থাকিয়া পরে বৃহত্তর হইয়াছে।

হাঁ।

এবং যদি কোনও বস্তু ক্ষুদ্রতর হয়, উহা প্রথমে বৃহত্তর ছিল, পরে ক্ষুদ্রতর হইয়াছে।

সে বলিল, ঠিক কথা।

আরও দেখ, সবলতর হইতেই দুর্ব্বলতর এবং শ্লথতর হইতেই দ্রুততর উৎপন্ন হইয়া থাকে ?

নিশ্চয়ই।

তার পর ? উত্তমতর অধমতর হইতে এবং ন্যায্যতর অন্যায়তর হইতেই জন্মে ?

তা' বৈ কি ?

তিনি বলিলেন, তবে আমরা যথেষ্ট প্রমাণ পাইলাম, যে যাবতীয় পদার্থ এই প্রকারেই উৎপন্ন হয়,—বিপরীত পদার্থ হইতেই বিপরীত পদার্থ জন্মিয়া থাকে ?

অবশ্য।

(১৬) প্লেটো মনুষ্য এবং ইতর প্রাণী ও উদ্ভিদের আত্মার মধ্যে অমরত্ব-বিষয়ে পার্থক্য মানিতেন না ; তাঁহার মতে সকল আত্মাই অমর।

প্রাকৃতিক নিয়ম সর্ব্বত্র সমভাবে ক্রিয়া করে, তাহার ব্যত্যয় নাই—যুক্তটী এই ভিত্তির উপরে প্রতিষ্ঠিত। বিপরীত হইতে বিপরীত জন্মে। জীবিত মরে, ইহা আমরা

ফাইডোন

এখন তবে ? এই সকল স্থলে এই প্রকার নিয়ম দেখা যাইতেছে, যে, যাবতীয় বিপরীত পদার্থযুগলের মধ্যে উভয়ের দুইটী জন্ম বিদ্যমান ; প্রথমটী দ্বিতীয়টী হইতে উৎপন্ন হইতেছে, দ্বিতীয়টী আবার প্রথমটীতে পরিণত হইতেছে ; ক্ষুদ্রতর ও বৃহত্তর, এই দুইটী পদার্থের মধ্যে হ্রাস ও বৃদ্ধি বর্ত্তমান রহিয়াছে ; ইহাতেই আমরা বলিয়া থাকি, যে একটী হ্রাস পাইতেছে ও অপরটী বৃদ্ধি পাইতেছে ; কেমন ?

সে বলিল, হাঁ।

তার পরে, সংশ্লেষ ও বিশ্লেষ, শীত ও গ্রীষ্ম, ইত্যাদি আরও কত আছে, যদিচ আমরা সর্ব্বত্র এই কথাগুলি ব্যবহার করি না, কিন্তু কার্য্যতঃ আমরা এই ভাবই ব্যক্ত করি, যে, বিপরীতধর্ম্মাক্রান্ত পদার্থসমূহ একটী অপরটী হইতে উৎপন্ন হয়, এবং একে অপরে জন্মলাভ করে, ইহাই অনতিক্রমণীয় বিধি ; কথাটা ঠিক কি না ?

সে বলিল, খুব ঠিক।

১৬। তিনি বলিলেন, আচ্ছা, তবে ? যেমন জাগরণের বিপরীত স্বপ্ন, তেমনি জীবনের বিপরীত কিছু আছে কি ?

সে বলিল, নিশ্চয় আছে।

কি ?

সে উত্তর করিল, মরণ।

তাহা হইলে, যদি জীবন ও মরণ পরস্পরের বিপরীত হয়, তবে একটী অপরটী হইতে জন্মলাভ করে ; ইহারা দুইটী বস্তু, এবং ইহাদিগের মধ্যে দুইটী জন্ম রহিয়াছে ; কেমন ?

তা' বৈ কি ?

সোক্রাটীস বলিলেন, আমি এইমাত্র তোমাকে যে দুইটী পদার্থযুগলের কথা বলিয়াছি, তাহার মধ্যে একটী যুগল ও তাহার উৎপত্তি এক্ষণে তোমার নিকটে ব্যাখ্যা করিতেছি, অপরটী তুমি আমাকে বুঝাইয়া দাও।

চক্ষুর সম্মুখেই দেখিতে পাইতেছি। অতএব, চক্ষুতে না দেখিলেও আমাদিগকে স্বীকার করিতেই হইবে, যে মৃত জন্মগ্রহণ করে।

ফাইডোন

আমরা 'নিদ্রা' ও 'জাগরণ', এই দুইটীর কথা বলিয়া থাকি ; নিদ্রা হইতে জাগরণের উৎপত্তি ও জাগরণ হইতে নিদ্রার উৎপত্তি হইয়া থাকে ; নিদ্রিত হওয়াতে প্রথমটীর উৎপত্তি, জাগরিত হওয়াতে দ্বিতীয়টীর উৎপত্তি। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, কথাটা তোমার নিকটে বেশ পরিষ্কার বোধ হইতেছে, না নয় ?

হাঁ, খুব পরিষ্কার বোধ হইতেছে।

তিনি বলিলেন, তবে তুমি আমাকে জীবিত ও মৃতের কথা এইরূপে বল। তুমি কি বল না, যে মরণ জীবনের বিপরীত ?

হাঁ, বলি।

এবং তাহারা একটী অপরটী হইতে উৎপন্ন হয় ?

হাঁ।

তবে যাহা জীবিত, তাহা হইতে কি উৎপন্ন হয় ?

সে উত্তর করিল, যাহা মৃত।

তিনি বলিলেন, আর যাহা মৃত, তাহা হইতে কি উৎপন্ন হয় ?

সে বলিল, আমাকে বাধ্য হইয়াই স্বীকার করিতে হইতেছে, যাহা জীবিত।

হে কেবীস, তবে জীবিত পদার্থ ও জীবিত মানুষ মৃত পদার্থ ও মৃত মানুষ হইতেই জন্মলাভ করে ?

সে বলিল, তাহাই স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে।

তিনি বলিলেন, তাহা হইলে আমাদিগের আত্মা যমালয়ে বর্ত্তমান থাকে।

সেইরূপই বোধ হইতেছে।

এখন এই দুইটী উৎপত্তির মধ্যে একটীর উৎপত্তি নিশ্চিত বলিয়া দেখা যাইতেছে। আমি বোধ করি মৃত্যুটা একেবারে নিশ্চিত ; নয় কি ?

সে বলিল, অবশ্য।

তিনি বলিলেন, তবে আমরা কি করিব ? আমরা কি ইহার অবিকল বিপরীত 'জন্ম' মানিয়া লইব, না বলিব, যে এস্থলে প্রকৃতি অপূর্ণ ? মৃত্যুর বিপরীত জন্ম বলিয়া একটা কিছু আমরা স্বীকার করিতে বাধ্য কি না ?

ফাইডোন

সে কহিল, আমার তো বোধ হয়, সম্পূর্ণরূপে বাধ্য।

তাহা কি ?

পুনর্জ্জন্ম।

তিনি বলিলেন, আচ্ছা, যদি পুনর্জ্জন্ম সত্য হয়, তাহা হইলে মৃতদশা হইতে জীবিতরূপে জন্মলাভই পুনর্জ্জন্ম ?

হাঁ, অবশ্য।

তবে আমরা এই যুক্তিমার্গেও স্বীকার করিয়া লইলাম, যে, যেমন জীবিত হইতে মৃতের উৎপত্তি, ঠিক তেমনি মৃত হইতে জীবিতের উৎপত্তি। যদি তাহাই হয়, তবে বোধ করি এই প্রতিপাদ্য বিষয়টীর যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া গেল, যে মৃতগণের আত্মা কোন না কোনও স্থানে অবশ্যই বর্ত্তমান থাকে, এবং সেই স্থান হইতে পুনরায় জন্মলাভ করে।

সে কহিল, সোক্রাটীস, আমার বোধ হইতেছে, যে আমরা যাহা মানিয়া লইয়াছি, তাহা হইতে এই সিদ্ধান্তই অপরিহার্য্য।

১৭। তিনি বলিলেন, কেবীস, আমার তো বোধ হয়, যে এই সিদ্ধান্তটী অন্যায় নয়; উহা যে সমীচীন, এইরূপে বিচার করিয়া দেখ। দুইটী বিপরীতধর্ম্মাক্রান্ত পদার্থের মধ্যে প্রথমটী যেমন দ্বিতীয়টী হইতে উৎপন্ন হইতেছে, তেমনি তাহারা যেন চক্রাকারে ভ্রমণ করে বলিয়াই ঠিক তদনুরূপ দ্বিতীয়টীও নিয়ত প্রথমটী হইতে উৎপন্ন হইতেছে। ইহা যদি সত্য না হইত; যদি কেবল একটী হইতেই তাহার বিপরীত অপরটী উৎপন্ন হইত, এবং এই উৎপত্তি যদি সরল রেখার পথে চলিত;(১৭) যদি দ্বিতীয়টীও প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া প্রথমটীতে উপনীত না হইত; তাহা হইলে, তুমি জান, যে যাবতীয় বস্তু পরিণামে একই আকার ধারণ করিত ও একই অবস্থা প্রাপ্ত হইত, এবং তাহাদিগের উৎপত্তি থামিয়া যাইত।

কেবীস কহিল, তুমি কি বলিতেছ ?

(১৭) প্লেটো ধরিয়া লইতেছেন, যে এই সরল রেখা সীমাবিশিষ্ট; অর্থাৎ আত্মাগুলির সংখ্যা সসীম, এবং নব নব আত্মার সৃষ্টি অসম্ভব।

ফাইডো

তিনি বলিলেন, আমি যাহা বলিতেছি, তাহার অর্থ পরিগ্রহ করা কঠিন নয়। একটা দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতেছে। নিদ্রার বিপরীত জাগরণ; নিদ্রা হইতেই জাগরণের উৎপত্তি; এখন, যদি এই বিপরীতযুগলের মধ্যে শুধু নিদ্রাই থাকিত, এবং ইহার অবিকল বিপরীত জাগরণ না থাকিত, তাহা হইলে, তুমি জান, যে পরিণামে বিশ্বজগৎ এণ্ডুমিয়োনের উপাখ্যানকে(১৮) একটা বালকের ক্রীড়া করিয়া তুলিত, উহার আর কিছুমাত্র খ্যাতি থাকিত না; যেহেতু তখন অপর সকলেই তাঁহার মত নিদ্রাতেই কাল যাপন করিত। অপিচ, যদি যাবতীয় পদার্থ কেবল মিশ্রিতই থাকিত, কিন্তু বিশ্লিষ্ট না হইত, তবে অচিরে আনাক্সাগরাস-বর্ণিত অব্যক্ত মহাপ্রলয়ের অবস্থা (chaos) সংঘটিত হইত। হে প্রিয় কেবীস, ঠিক সেইরূপ, যাহা কিছু জীবন ধারণ করে, সে সমুদায়ই যদি শুধু মরিত, এবং একবার মরিলে সেই একই আকারে থাকিত, ও পুনরায় জন্মগ্রহণ না করিত, তবে কি ইহা একান্ত অবশ্যম্ভাবী নয়, যে পরিণামে যাবতীয় পদার্থই মৃত্যুদশায় পতিত হইত, এবং কিছুই জীবিত থাকিত না? কেন না, যদি জীবিত পদার্থসমূহ মৃতভিন্ন অন্য কোনও পদার্থ হইতে উৎপন্ন হইত, এবং পরে মরিয়া যাইত, তবে কি তাহার ফল এই হইত না, যে যাবতীয় পদার্থের মৃত্যুগ্রাসে নিঃশেষে অবসান হইত?

কেবীস বলিল, আমার তো বোধ হয়, সোক্রাটীস, এই প্রশ্নের একটী বই উত্তর নাই; প্রত্যুত তুমি যাহা বলিয়াছ, আমার নিকটে তাহা সম্পূর্ণরূপে সত্য বলিয়া বোধ হইতেছে।

তিনি বলিলেন, হাঁ, কেবীস, আমারও বোধ হইতেছে, কথাটা একবারে ধ্রুব সত্য, আমরা ভ্রান্তিবশতঃ এই সিদ্ধান্তে উপনীত হই নাই;

(১৮) Endymion এক পরম রূপবান্ যুবাপুরুষ; তিনি একদা শৈলোপরি নিদ্রিত ছিলেন, এমন সময়ে চন্দ্রদেবী তাঁহাকে দেখিয়া বিমোহিত হইলেন, এবং তাঁহার প্রেমে বিগলিত হইয়া মায়া-প্রভাবে তাঁহাকে চিরনিদ্রায় নিমগ্ন করিয়া রাখিলেন।

ফাইডোন সত্য সত্যই পুনর্জ্জন্ম আছে; জীবিতেরা মৃত হইতে জন্মলাভ করে; এবং মৃতগণের আত্মা বর্ত্তমান থাকে। (১৯)

[অষ্টাদশ হইতে একবিংশ অধ্যায়—কেবীস বলিল, অপর একটী যুক্তিও প্রমাণিত করিতেছে, যে আত্মা অমর। সে যুক্তিটী এই, যে জ্ঞান প্রাক্তনস্মৃতি। আমরা যদি ঠিকভাবে কাহাকেও জ্যামিতি বা অন্ত বিষয়ে প্রশ্ন করি, তবে দেখিতে পাই, যে সে নিজেই তাহার নির্ভুল উত্তর দিতে পারে; ইহা প্রাক্তনস্মৃতির ক্রিয়া। সোক্রাটীস সিম্মিয়াসকে তত্ত্বটী বুঝাইবার অভিপ্রায়ে বীণা ও চিত্রের দৃষ্টান্ত উপস্থিত করিয়া বলিলেন, যে স্মৃতি সদৃশ ও বিসদৃশ, উভয়বিধি পদার্থ হইতেই উদ্দীপিত হইয়া থাকে। এখন সমতা সম্বন্ধে আলোচনা করা যাক্। আমরা দুইটী বস্তু দেখিয়া বলি, যে তাহারা পরস্পরের সমান; কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ইহাও অনুভব করি, যে তাহারা পরম সম হইতে ন্যূন থাকিয়া যাইতেছে। আমরা তবে ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য পদার্থের জ্ঞান লাভ করিবার পূর্ব্বে পরম সমের জ্ঞান অথবা সমতার স্ফোটের (idea of equality) জ্ঞান লাভ করিয়াছিলাম। (১) আমরা যখনই দুইটী সমান বস্তু দেখিতে পাই, তখনই অনুভব করি, যে তাহারা পরম সম অপেক্ষা ন্যূন; এবং (২) আমরা জন্মাবধিই এই বোধের অধিকারী হইয়া রহিয়াছি; অতএব আমরা নিশ্চয়ই জন্মের পূর্ব্বে সমতার স্ফোটের জ্ঞান লাভ করিয়াছি। সকল স্ফোট সম্বন্ধেই একথা খাটে। প্রমাণিত হইল, যে আমরা স্ফোটের জ্ঞান লাভ করিয়াছি। কখন লাভ করিয়াছি? এই প্রশ্নের দুইটী উত্তর দেওয়া যাইতে পারে। (১) আমরা স্ফোটের পরিপূর্ণ জ্ঞান লইয়া ভূমিষ্ঠ হই, এবং আজীবন উহা রক্ষা করি। অথবা (২) আমরা জন্মকালে উক্ত জ্ঞান হারাই, এবং জীবনে ক্রমশঃ

(১৯) সপ্তদশ অধ্যায়ের যুক্তির ভিত্তি—"শক্তির হ্রাসবৃদ্ধি বা অপক্ষয় নাই" (conservation of energy), এই মত। বিপরীত হইতে বিপরীত উৎপন্ন হয়। জীবিত হইতে মৃত ও মৃত হইতে জীবিত আগমন করিতেছে। আত্মার সমষ্টি চিরকাল এক, এবং 'নাসতো বিদ্যতে ভাবঃ', ex nihilo nihil fit, শূন্য বা অসৎ হইতে কিছুই উৎপন্ন হয় না; অতএব জীবন-প্রবাহ যাহাতে পরিশুষ্ক হইয়া না যায়, তজ্জন্য জীবন হইতে মৃত্যু ও মৃত্যু হইতে জীবন, এই ধারা অনন্তকাল অব্যাহত থাকিবে; যে জীবিত, সে মরিবেই, নতুবা নূতন জীবনের আবির্ভাব সম্ভবপর হইবে না; আবার মৃত পুনর্জ্জন্ম লাভ করিবেই, তাহা না হইলে জগৎ হইতে জীবন বিলীন হইয়া যাইবে।

পাঠকগণ লক্ষ্য করিয়া দেখিবেন, যে প্লেটো জড় ও চৈতন্যকে একই নিয়মের অধীন করিতেছেন। "শক্তি অব্যয়", জড়জগতে ইহা সত্য; কিন্তু আত্মা কি জড়ধর্ম্মী?

পুনরায় উহা আয়ত্ত করিয়া থাকি। প্রথমোক্ত সিদ্ধান্ত অযৌক্তিক; অপিচ আমরা ইহজীবনে ঐ জ্ঞান লাভ করি নাই। অতএব প্রতিপন্ন হইল, যে আমরা জন্মিবার পূর্ব্বে ক্ষোটের জ্ঞান লাভ করিয়াছিলাম, এবং জন্মগ্রহণ করিবার সময়ে উহা হারাইয়া ফেলিয়াছিলাম।] ফাইডোন

[প্রাক্তনস্মৃতির যুক্তি পূর্ব্বোক্ত বিপরীতসমুৎপাদযুক্তির সম্পূরক। এতদ্দারা প্রতিপন্ন হইল, যে আত্মা দেহধারণের পূর্ব্বে বিদ্যমান ছিল। প্রথমোক্ত যুক্তির দ্বারা প্রমাণিত হইয়াছে, যে আত্মা দেহান্তে বর্ত্তমান থাকে। কিন্তু পরলোকে আত্মার যে জ্ঞান ও বল থাকে, এই যুক্তি তাহা প্রতিপাদন করিতে পারে নাই; প্রাক্তনস্মৃতির দ্বারা তাহাও প্রমাণিত হইল।]

১৮। কেবীস এই উক্তিতে যোগ দিয়া বলিল, সোক্রাটীস, তাহা ছাড়া, তুমি আমাদিগকে পুনঃপুনঃ যাহা বলিয়া আসিতেছ, তাহা যদি সত্য হয়, একথা যদি ঠিক হয়, যে আমাদিগের জ্ঞান প্রাক্তনস্মৃতি বই আর কিছুই নহে; তাহা হইলে ইহা নিশ্চিত, যে আমরা এক্ষণে যাহা স্মরণ করিতেছি, তাহা পূর্ব্বে কোনও কালে শিক্ষা করিয়াছিলাম। কিন্তু আমাদিগের আত্মা এই মানবদেহে জন্মগ্রহণ করিবার পূর্ব্বে যদি কোথাও বর্ত্তমান না থাকিত, তবে তাহা অসম্ভব হইত। সুতরাং এই যুক্তিতেও দেখা যাইতেছে, যে আত্মা অমর।

কিন্তু সিম্মিয়াস এই কথায় বাধা দিয়া বলিল, কেবীস, ইহার প্রমাণগুলি কি? আমাকে স্মরণ করাইয়া দাও, কেন না, উপস্থিত মুহূর্ত্তে আমার সেগুলি পরিষ্কাররূপে স্মরণ হইতেছে না।

কেবীস বলিল, একটা উৎকৃষ্ট যুক্তি এই—কেহ যদি লোককে ঠিকভাবে কোনও প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে, তাহারা নিজেরাই তাহার একেবারে নির্ভুল উত্তর দিয়া থাকে। তাহাদিগের আপনার অন্তরে যদি ইহার জ্ঞান ও সঙ্গত যুক্তি বর্ত্তমান না থাকিত, তবে তাহারা এই প্রকার করিতে পারিত না। পুনশ্চ, যদি তুমি তাহাদিগের সমক্ষে জ্যামিতির বা এই প্রকার অন্য কোনও চিত্র অঙ্কিত কর, তবে অতি স্পষ্টরূপে প্রমাণিত হইবে, যে আমরা যাহা বলিতেছি, তাহাই সত্য।

ফাইডোন

সোক্রাটীস বলিলেন, সিম্মিয়াস, ইহাতেও যদি তোমার প্রত্যয় না হইয়া থাকে, তবে বিষয়টী এইরূপে বিচার কর, এবং দেখ, যে তুমি এই সিদ্ধান্তে সায় দিতে পার কি না। যাহা জ্ঞান-শিক্ষা বলিয়া অভিহিত, তাহা কিরূপে প্রাক্তনস্মৃতি হইতে পারে, তুমি তো এই সংশয় করিতেছ ?

সে, সিম্মিয়াস, বলিল, না, আমি তোমার বাক্যে সংশয় করিতেছি না, কিন্তু যে-বিষয়ে আলোচনা হইতেছে, সেই প্রাক্তনস্মৃতির মতটী স্মরণপথে আনয়ন করিতে চাহিতেছি। কেবীস যে-সকল যুক্তি দ্বারা উহা বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছে, তাহাতেই উহা প্রায় আমার স্মরণ হইয়াছে ও আমি নিঃসংশয় হইয়াছি; তাহা হইলেও, আমি এখন শুনিতে চাই, যে তুমি উহা কিপ্রকার যুক্তির সাহায্যে বুঝাইতে চেষ্টা করিবে।

তিনি বলিলেন, এই প্রকারে। আমরা বোধ হয় স্বীকার করিয়া লইয়াছি, যে যদি কেহ কিছু স্মরণ করে, তবে সে নিশ্চয়ই তাহা পূর্ব্বে অবগত হইয়াছিল।

সে বলিল, অবশ্য।

আমরা কি ইহাও মানিয়া লইয়াছি, যে যখন নিম্নোক্ত প্রণালীতে জ্ঞান উৎপন্ন হয়, তখন তাহা প্রাক্তনস্মৃতি ? আমি এই রকম একটা কিছু বলিতেছি। যদি কোনও ব্যক্তি প্রথমে একটী বস্তু দেখে বা শোনে, কিংবা অন্য কোনও ইন্দ্রিয় দ্বারা তাহার জ্ঞান লাভ করে; এবং পরে যদি সে শুধু বস্তুটীকে জানে, তাহা নয়, কিন্তু তৎসঙ্গে এমন অন্য একটী বস্তুর জ্ঞানও তাহার চিত্তে উদিত হয়, যাহার জ্ঞান ঐ প্রথম বস্তুটীর জ্ঞানের সহিত এক নহে, কিন্তু উহা হইতে ভিন্ন, (২০) তাহা হইলে আমরা কি ন্যায্যরূপেই বলিতে পারি না, যে সে দ্বিতীয় বস্তুটীর যে-জ্ঞান লাভ করিল, তাহা তাহার প্রাক্তনস্মৃতি ?

তুমি ও কি রকম কথা বলিতেছ ?

(২০) যে তত্ত্বটী ইংরেজ দার্শনিক লকের সময় হইতে association of ideas নামে অভিহিত হইয়া আসিতেছে, ইহাই বোধ হয় তাহার সর্ব্বপ্রথম উল্লেখ।

ফাইডোন

আমি যাহা বলিতেছি, তাহার অর্থ এই। মানুষ সম্বন্ধে জ্ঞান বোধ করি বীণার জ্ঞান হইতে ভিন্ন ?

তা' নয় তো কি ?

এবং তুমি তো জান, যে যখন প্রেমিকেরা বীণা বা তাহাদিগের প্রেমাস্পদেরা অন্য যে-সকল সামগ্রী নিয়ত ব্যবহার করিয়াছে, তাহা দেখে, তখন তাহাদিগের এই প্রকার ভাবাবেশ হয়; তাহারা যেই বীণাটী চিনিল, অমনি যাহার বীণা, সেই প্রেমাস্পদের মূর্ত্তি তাহাদিগের চিত্তে উদিত হইল ? ইহাই প্রাক্তনস্মৃতি। যেমন কেহ সিম্মিয়াসকে দেখিয়াই প্রায়শঃ কেবীসকে স্মরণ করে। এইরূপ আরও লক্ষ লক্ষ দৃষ্টান্ত আছে।

সিম্মিয়াস কহিল, হাঁ, হাঁ, লক্ষ লক্ষ দৃষ্টান্ত আছে বৈ কি।

তিনি কহিলেন, তবে ইহা কি একপ্রকার প্রাক্তনস্মৃতি নহে ? বিশেষতঃ, যে-সকল বস্তু একজন কালক্রমে অনবধানতাবশতঃ ভুলিয়া গিয়াছিল, সেইগুলি যখন সে আবার স্মৃতিপথে আনয়ন করে, তখন তাহার এই অভিজ্ঞতাটী কি প্রাক্তনস্মৃতির ফল নয় ?

সে বলিল, নিশ্চয়ই।

তিনি বলিলেন, তার পর ? ঘোটকের চিত্র বা বীণার চিত্র দেখিয়া কি মানুষকে স্মরণ করা সম্ভব? সিম্মিয়াসের চিত্র দেখিয়া কি কেবীসকে স্মরণ করা যায় ?

অবশ্যই যায়।

তবে সিম্মিয়াসের চিত্র দেখিয়া সিম্মিয়াসকে স্মরণ করা যায় ? (২১)

সে উত্তর করিল, হাঁ, যায়।

(২১) দৃষ্টান্তগুলির পারম্পর্য্য পাঠকদিগের নিকটে অদ্ভুত বলিয়া বোধ হইতে পারে। "বীণা দেখিয়া বীণাবাদীকে মনে পড়ে", এই দৃষ্টান্ত দিবার পরে সোক্রাটীস বলিতেছেন, "সিম্মিয়াসের চিত্র দেখিয়া সিম্মিয়াসকে স্মরণ করা যায়।" এই ক্রমটী কি অস্বাভাবিক ? না, ইহাতে নিগূঢ় তাৎপর্য্য নিহিত আছে। চিত্রের সহিত চিত্রোদ্দিষ্ট ব্যক্তির যে-সম্বন্ধ, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য পদার্থের সহিত তাহার স্ফোটের (idea) সেই সম্বন্ধ—প্লেটো এস্থলে ইঙ্গিতে ইহাই ব্যক্ত করিয়াছেন। সুতরাং উদাহরণগুলি উপস্থিত করিবার প্রণালীতে তাঁহার অপূর্ব্ব রচনাকৌশল প্রকাশিত হইতেছে।

ফাইডোন

১৯। তাহা হইলে আমরা এই সমুদায় স্থলেই দেখিতে পাইতেছি, যে স্মৃতি সদৃশ পদার্থ হইতে উদ্দীপ্ত হইতেছে, বিসদৃশ পদার্থ হইতেও উদ্দীপ্ত হইতেছে ?

হাঁ।

কিন্তু যখন কেহ সদৃশ পদার্থগুলি হইতে কোনও বস্তু স্মৃতিপথে আনয়ন করে, তখন সে কি নিশ্চয়ই ইহাও অনুভব করে না এবং ভাবিয়া দেখে না, যে, সে যে-সাদৃশ্য স্মরণ করিতেছে, তাহা কোন দিকে অপূর্ণ কি না ?

সে বলিল, অবশ্য।

তিনি বলিলেন, তবে দেখ, ইহা সত্য কি না। আমরা বলিয়া থাকি, সমতা বলিয়া একটা কিছু আছে। কাষ্ঠখণ্ড কাষ্ঠখণ্ডের সমান, কি প্রস্তর প্রস্তরের সমান, তাহা বা এই প্রকার অপর কিছুর কথা বলিতেছি না ; কিন্তু এই সকলের অতীত ভিন্ন একটা কিছু আছে, তাহা পরম সম বা সমতা, এই গুণটী। আমরা কি বলিব, যে এইরূপ একটী গুণ আছে, না বলিব, যে নাই।

সিম্মিয়াস কহিল, হাঁ, হাঁ, অবশ্যই বলিব, খুব দৃঢ়তার সহিতই বলিব।

এই সমতা গুণটী কি, তাহা কি আমরা জানি ?

সে বলিল, নিশ্চয়ই জানি।

আমরা এই সমতার জ্ঞান কোথায় পাইলাম ? আমরা এইমাত্র যে বস্তুগুলির কথা বলিতেছিলাম, কাষ্ঠখণ্ড, প্রস্তর, প্রভৃতি, সেইগুলি একটী অন্যটীর সমান দেখিয়াই না আমরা ঐ জ্ঞান লাভ করিয়াছি ? (২২) উহা এগুলি হইতে ভিন্ন ? না তোমার নিকটে ভিন্ন বলিয়া বোধ হয় না ? প্রশ্নটী এইরূপে পরীক্ষা কর। (২৩) দুইখণ্ড কাষ্ঠ বা দুইটী প্রস্তর নিয়ত

(২২) ইহাতে কেহ এমন বুঝিবেন না, যে আমরা বিশেষ বিশেষ পদার্থ দেখিয়া স্ফোটের জ্ঞান লাভ করি। সে জ্ঞান জন্মের পূর্ব্ব হইতেই আমাদিগের ছিল ; ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুর সাহায্যে উহা পুনরুদ্দীপিত হইল।

(২৩) পরবর্ত্তী যুক্তির সারমর্ম্ম এই, যে স্ফোটের সত্তা স্বতন্ত্র, অন্যনিরপেক্ষ।

একই অবস্থাতে থাকিয়াও কি কখনও আমাদিগের নিকটে সমান ও কখনও অসমান বলিয়া প্রতীয়মান হয় না ?

হাঁ, নিশ্চয়ই হয়।

তার পর ? যাহা যাহা পরম সম, তাহাই কি তোমার নিকটে অসমান বলিয়া বোধ হইয়াছে, না সমতা অসমতা বলিয়া প্রতীয়মান হইয়াছে ?

না, সোক্রাটীস, তাহা কখনও নহে।

তিনি বলিলেন, তবে সমান সমান পদার্থ ও পরম সম এক নহে ?

না, সোক্রাটীস, আমার নিকটে কখনও এক বলিয়া প্রতীয়মান হয় না।

তিনি বলিলেন, কিন্তু সমান পদার্থনিচয় ও পরম সম বিভিন্ন হইলেও তুমি এই পদার্থগুলি হইতেই পরম সমকে জানিতে পারিয়াছ ও উহার জ্ঞান আহরণ করিয়াছ ?

সে কহিল, অতীব সত্য কথা বলিয়াছ।

[ইহারা পরস্পরের সদৃশ কি বিসদৃশ, সে জ্ঞানও ?

নিশ্চয়।

তিনি বলিলেন, কিন্তু তাহাতে কিছু আসিয়া যায় না। যতক্ষণ একটী বস্তু দেখিলেই সেই দর্শন হইতে অপরটীর স্মৃতিও তোমার চিত্তে উদিত হয়, ততক্ষণ (তিনি বলিলেন) বস্তু দুইটী সদৃশই হউক আর বিসদৃশই হউক, ইহা নিশ্চিত যে, এইক্ষেত্রে স্মৃতি উদ্দীপ্ত হইয়াছে।

নিশ্চয়ই।]

তিনি বলিলেন, আচ্ছা, তার পর ? সমান সমান দুইখণ্ড কাষ্ঠ কিংবা অন্য যে-সকল সমান পদার্থের কথা আমরা এক্ষণে বলিতেছিলাম, সেগুলি হইতে কি আমরা এই প্রকার কিছু অনুভব করি ? পরম সম স্বরূপতঃ যেরূপ, এগুলি কি আমাদিগের নিকটে সেইরূপ সমান বলিয়া প্রতীয়মান হয় ? এগুলি কি পরম সমের অননুরূপ বলিয়া তদপেক্ষা ন্যূন নহে ?

সে বলিল, হাঁ, খুবই ন্যূন।

তাহা হইলে আমরা একমত হইয়া মানিয়া লইতেছি, যে যখন কেহ কোনও বস্তু দেখে, তখন সে এই মর্ম্মে চিন্তা করে, "আমি যাহা দেখিতেছি, তাহা অন্য কোনও একটী বস্তুর সদৃশ, কিন্তু তাহা অপেক্ষা ন্যূন; ইহা ঠিক

ফাইডোন সেই বস্তুটীর সদৃশ হইতে পারে নাই, কিন্তু ইহা তদপেক্ষা নিকৃষ্ট।" যে এই প্রকার চিন্তা করে, সে এই বস্তুটীকে যে-বস্তুর সদৃশ অথচ যাহা অপেক্ষা নিকৃষ্ট বলিতেছে, তাহা নিশ্চয়ই পূর্ব্বে কোনও কালে জানিয়াছিল ?

অবশ্য।

তবে ? সমান সমান পদার্থ ও পরম সম সম্বন্ধে আমরাও কি এই প্রকার অনুভব করি নাই ?

হাঁ, পরিপূর্ণরূপেই করিয়াছি।

তাহা হইলে ইহা নিশ্চিত, যে আমরা যে-কালে প্রথমে সমান সমান বস্তু দেখিয়া ভাবিলাম, যে এগুলি সমস্তই পরম সমের সদৃশ হইবার জন্য প্রয়াস পাইতেছে, কিন্তু তদপেক্ষা ন্যূন রহিয়াছে, তাহার পূর্ব্বেই আমরা পরম সমের জ্ঞান লাভ করিয়াছিলাম। (২৪)

ঠিক কথা।

আমরা একবাক্যে ইহাও মানিয়া লইয়াছি, যে আমরা দর্শন, স্পর্শ বা অন্য কোনও ইন্দ্রিয়ের সাহায্যেই সমতার জ্ঞান লাভ করিয়াছি, আর কোথা হইতেও করি নাই, করা সাধ্যায়ত্ত নয়। আমি সমুদায় ইন্দ্রিয়ের অনুভূতিকে একই প্রকার গণ্য করি।

হাঁ, সোক্রাটীস, যুক্তিপরম্পরা যে-বিষয়টী বিশদ করিতে চাহিতেছে, তৎপক্ষে কথাটা ঠিক।

অন্ততঃ আমাদিগকে ইন্দ্রিয়গণের সাহায্যেই বুঝিতে হইবে, যে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য যাবতীয় পদার্থই পরম সমের সদৃশ হইবার প্রয়াস পাইতেছে, এবং উহা অপেক্ষা ন্যূন থাকিয়া যাইতেছে ; না আমরা একথা বলিতে পারি না ?

হাঁ, পারি।

(২৪) আধুনিক মনোবিজ্ঞান একথা স্বীকার করে না। শিশু প্রথমেই দুইটী সমান বস্তু দেখিয়া পরম সমের সহিত তাহার তুলনা করে না। সমতার জ্ঞান অভিজ্ঞতাসাপেক্ষ।

তাহা হইলে আমরা দর্শন, শ্রবণ ও অন্যান্য ইন্দ্রিয়-সাহায্যে জ্ঞান আহরণ করিতে আরম্ভ করিবার পূর্ব্বেই পরম সম স্বরূপতঃ কি প্রকার, সেই জ্ঞান নিশ্চয়ই লাভ করিয়াছিলাম; নতুবা আমরা সমান সমান পদার্থগুলি দেখিয়া বুঝিতে পারিতাম না, যে তাহারা পরম সমের সদৃশ হইবার প্রয়াস পাইতেছে, এবং তদপেক্ষা ন্যূন থাকিয়া যাইতেছে। 　কাইবেঃ

হাঁ, সোক্রাটীস, পূর্ব্বে যাহা বলা হইয়াছে, তাহা হইতে এই সিদ্ধান্ত অপরিহার্য্য।

আমরা কি জন্মমাত্রই দর্শন করি নাই, শ্রবণ করি নাই এবং অন্যান্য ইন্দ্রিয় প্রাপ্ত হই নাই ?

অবশ্য।

আমরা অবশ্যই বলিব, যে এই ইন্দ্রিয়গুলি প্রাপ্ত হইবার পূর্ব্বেই আমরা পরম সমের জ্ঞান লাভ করিয়াছিলাম ?

হাঁ।

তাহা হইলে এইরূপ বোধ হইতেছে, যে আমরা নিশ্চয়ই জন্মের পূর্ব্বে এই জ্ঞান লাভ করিয়াছিলাম।

হাঁ, এইরূপই বোধ হইতেছে।

২০। আচ্ছা, যদি ইহা সত্য হয়, যে আমরা জন্মের পূর্ব্বেই এই জ্ঞান প্রাপ্ত হই এবং এই জ্ঞান লইয়া জন্মগ্রহণ করি, তাহা হইলে আমরা জন্মের পূর্ব্বে এবং জন্ম গ্রহণ করিবামাত্রই শুধু সমতা, বৃহত্তরতা ও ক্ষুদ্র-তরতার জ্ঞান নয়, কিন্তু এই জাতীয় অপর সমুদায়ের জ্ঞানও লাভ করিয়াছিলাম। আমাদিগের এই বর্ত্তমান বিচার কেবল সমতার সম্বন্ধে নহে; পরম শিব, পরম সুন্দর, পরম ন্যায় ও পরম পুণ্য, সংক্ষেপে আবার বলিতেছি, যাহা কিছু আমরা প্রকৃত সত্তা বলিয়া চিহ্নিত করিয়াছি, এবং আমাদিগের প্রশ্নোত্তরমূলক আলোচনায় আমরা যাহা কিছুর সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিতেছি ও উত্তর দিতেছি—এই বিচার তেমনি সেই সমুদায় সম্বন্ধেও বটে। সুতরাং আমরা নিশ্চয়ই এ সমুদায়ের জ্ঞান জন্মের পূর্ব্বেই লাভ করিয়াছিলাম।

কথাটা যথার্থ।

ফাইডোন

এবং আমরা যে-জ্ঞান প্রাপ্ত হইয়াছি, তাহা যদি প্রত্যেক স্থলেই ভুলিয়া গিয়া না থাকি, তবে আমরা সেই জ্ঞান লইয়া ভূমিষ্ঠ হইব, এবং আজীবন সেই জ্ঞান রক্ষা করিব; কেন না, যে-জ্ঞান লব্ধ হইয়াছে, তাহা রক্ষা করা ও হারাইয়া না ফেলা—ইহাই জানার অর্থ। সিম্মিয়াস, জ্ঞানের অপচয়কেই কি আমরা বিস্মৃতি বলি না?

সে বলিল, হাঁ, সোক্রাটীস, নিশ্চয়, সর্ব্বতোভাবে।

কিন্তু আমি বিবেচনা করি, যে, যদি আমরা জন্মের পূর্ব্বে যে-জ্ঞান লাভ করিয়াছিলাম, জন্মের সময়ে তাহা হারাইয়া ফেলি, এবং পরে বিষয়োপরি ইন্দ্রিয়গুলি ব্যবহার করিয়া পূর্ব্বে আমাদিগের যে-সকল জ্ঞান ছিল, তাহা পুনরাহরণ করিয়া থাকি, তাহা হইলে আমরা যাহাকে শিক্ষা করা বলি, তাহা স্বকীয় জ্ঞানেরই পুনরাহরণ? আমরা যদি তাহাকে স্মরণ করা বলি, তবে বোধ করি ঠিক কথাই বলিব?

নিশ্চয়ই।

কারণ, ইহা সম্ভব বলিয়া স্পষ্ট প্রতিপন্ন হইয়াছে, যে, আমরা দর্শন বা শ্রবণ বা অন্য কোনও ইন্দ্রিয় দ্বারা যে-বস্তুটী জ্ঞাত হইয়াছি, তাহার সাহায্যে আমরা অপর যে-বস্তুটী ভুলিয়া গিয়াছিলাম, ও যাহা সদৃশই হউক বা বিসদৃশই হউক, ঐ প্রথমোক্ত বস্তুটীর সহিত যুক্ত, তাহারও ধারণা করিতে পারি। সুতরাং আমি বলিতেছি, যে এই দুইয়ের একটী সত্য—হয় আমরা এই জ্ঞান লইয়া ভূমিষ্ঠ হই এবং আজীবন উহা রক্ষা করি; না হয়, পরে, আমরা যখন বলি, "ইহারা শিক্ষা করিতেছে," তখন বস্তুতঃ তাহারা কেবল স্মরণ করিতেছে বই আর কিছুই করিতেছে না; এবং জ্ঞানোপার্জ্জন ও স্মরণ একই কথা।

হাঁ, সোক্রাটীস, যাহা বলিলে, খুবই ঠিক।

২১। তবে, সিম্মিয়াস, তুমি এই দুইয়ের কোন্‌টী গ্রহণ করিতেছ? আমরা কি জ্ঞান লইয়া জন্মগ্রহণ করি, না, পূর্ব্বে যে-সকল জ্ঞান লাভ করিয়াছিলাম, পরে তাহাই স্মরণ করি?

না, সোক্রাটীস, কোন্‌টী গ্রহণ করিতেছি, তাহা আমি এই মুহূর্ত্তে বলিতে পারিতেছি না।

সে কি? তোমার এবিষয়ে কি মত? বিষয়টী তোমার নিকটে কিরূপ বোধ হইতেছে? এক ব্যক্তি যে-সকল পদার্থের জ্ঞান লাভ করিয়াছে, সে সেই জ্ঞানের যুক্তিযুক্ততা বুঝাইয়া দিতে সমর্থ, কি সমর্থ নয়?

ফাইডোন

সে বলিল, হাঁ, সোক্রাটীস, নিশ্চয়ই সমর্থ।

তোমার কি বোধ হয়, যে আমরা এক্ষণে যে-সকল বিষয়ের আলোচনা করিতেছিলাম, সকলেই তাহার যুক্তিযুক্ততা বুঝাইয়া দিতে পারে?

সিম্মিয়াস কহিল, আমি তো চাই, যে সকলেই পারে; কিন্তু আমার বড়ই ভয় হইতেছে, যে আগামী কল্য এই সময়ে এমন কোন লোকই থাকিবে না, যে উপযুক্তরূপে এই কাজটী করিতে পারিবে।

তিনি বলিলেন, তবে, সিম্মিয়াস, তোমার এমন বোধ হইতেছে না, যে সকলেই এই সকল তত্ত্ব জানে?

না, কখনই নয়।

তবে লোকে যাহা পূর্ব্বে শিক্ষা করিয়াছিল, তাহাই স্মরণ করে?

আমাদিগের আত্মা কখন এই জ্ঞান লাভ করিয়াছিল? মানুষ হইয়া জন্মগ্রহণ করিবার পরে অবশ্যই নয়?

নিশ্চয়ই নয়।

তবে পূর্ব্বে?

হাঁ।

তাহা হইলে, সিম্মিয়াস, আমাদিগের আত্মা, মানবদেহ ধারণ করিবার পূর্ব্বে, বিদেহী ও জ্ঞানবান্‌রূপে বর্ত্তমান ছিল।

যদি, সোক্রাটীস, জন্মগ্রহণের সময়ে আমরা এই জ্ঞান প্রাপ্ত হইয়া না থাকি; সেই সময়টী এখনও বাকি আছে।

আচ্ছা, সখা; কিন্তু আমরা অন্য কোন্ সময়ে তাহা হারাইলাম? কেন না, আমরা এইমাত্র একবাক্যে মানিয়া লইয়াছি, যে আমরা এই জ্ঞান লইয়া জন্মগ্রহণ করি নাই; না আমরা যে-মুহূর্ত্তে উহা লাভ করি, সেই মুহূর্ত্তেই হারাই? অথবা তোমার অপর কোনও সময়ের কথা বলিবার আছে?

ফাইডোন না, সোক্রাটীস, আমার আর কিছুই বলিবার নাই; আমি লক্ষ্য করি নাই, যে আমি অর্থহীন কথা বলিতেছিলাম।

[দ্বাবিংশ অধ্যায়—পূর্ব্ববর্ত্তী বিচারের সারনিষ্কর্ষ এই, যে দেহধারণের পূর্ব্বে আত্মার বিদ্যমানতা এবং স্ফোটের অস্তিত্ব একসূত্রে গ্রথিত; যদি স্ফোট সত্য হয়, তবেই আত্মা ভূতলে অবতীর্ণ হইবার পূর্ব্বে বর্ত্তমান ছিল, ইহা প্রমাণিত হইল; নতুবা নহে। সিম্মিয়াস একথায় সায় দিলেন।]

২২। তিনি বলিলেন, তাহা হইলে, সিম্মিয়াস, এই কথাই সত্য? আমরা নিয়ত বারংবার যাহা বলিতেছি,—যদি সুন্দর ও শিব এবং এই প্রকার অপর যাবতীয় স্ফোট (idea) সত্য হয়, যদি আমরা ইন্দ্রিয়গোচর যাবতীয় পদার্থ উহাদিগের সহিত তুলনা করিয়া থাকি, [এই স্ফোটগুলির জ্ঞান পূর্ব্বেই আমাদিগের ছিল, এবং আমরা দেখিতে পাই, যে এখনও আছে; আমরা ইন্দ্রিয়গোচর পদার্থগুলিকে উহাদিগেরই সহিত তুলনা করিয়া থাকি,; যদি তাহাই হয়, তবে ইহা নিশ্চিত] যে, যেমন এই স্ফোটগুলি বর্ত্তমান, ঠিক তেমনি আমাদিগের আত্মাও আমাদিগের জন্মগ্রহণের পূর্ব্বে বর্ত্তমান ছিল; যদি এগুলি বর্ত্তমান না থাকে, তবে আমাদিগের এই বিচার বৃথা হইয়াছে; যদি এই সত্তাগুলি সত্য হয়, তবে ইহা সমান নিশ্চিত, যে, যেমন এগুলি বর্ত্তমান, তেমনি আমাদিগের আত্মাও জন্মের পূর্ব্বে বিদ্যমান ছিল; যদি স্ফোটগুলি বিদ্যমান না থাকে, তবে আত্মাও বিদ্যমান ছিল না; কেমন?

সিম্মিয়াস কহিল, চমৎকার ব্যাখ্যা করিয়াছ, সোক্রাটীস; আমার বোধ হইতেছে, যে অবশ্যম্ভাবিতা উভয়স্থলেই এক; আমাদিগের যুক্তিপরম্পরা এই দিব্য ভূমি পাইয়া নিরাপদ হইয়াছে, যে, আমাদিগের আত্মা আমাদিগের জন্মের পূর্ব্বে বর্ত্তমান ছিল, এবং তুমি যে-স্ফোটের কথা বলিতেছ, তাহাও বর্ত্তমান ছিল; এই দুইটী তত্ত্ব একই সূত্রে গ্রথিত। আমি তো ইহা অপেক্ষা জাজ্বল্যমান আর কিছুই দেখিতে পাইতেছি না, যে, তুমি যে এইমাত্র শিব ও সুন্দর ও অন্যান্য সত্তার কথা বলিলে, সে সমুদায় অতীব সত্য। আমার মতে তুমি যে-প্রমাণ প্রয়োগ করিয়াছ, তাহাই যথেষ্ট।

সোক্রাটীস বলিলেন, কিন্তু কেবীসের সম্বন্ধে কি ? আমি কেবীসকেও বুঝাইতে চাই।　　ফাইডোন

সিম্মিয়াস বলিল, আমি তো বিবেচনা করি, যে, সে যথেষ্ট বুঝিয়াছে, যদিচ যুক্তি অবিশ্বাস করিবার পক্ষে মানবমণ্ডলীতে সে সর্ব্বাপেক্ষা পটু ; কিন্তু আমার মনে হয়, যে, সে একথা ষোল আনাই মানিয়া লইয়াছে, যে, আমাদিগের আত্মা আমাদিগের জন্মের পূর্ব্বেও বিদ্যমান ছিল।

[ত্রয়োবিংশ অধ্যায়—সিম্মিয়াস। কিন্তু প্রাক্তনস্মৃতি শুধু ইহাই প্রমাণিত করিয়াছে, যে আমাদিগের আত্মা দেহধারণের পূর্ব্বে বিদ্যমান ছিল ; এতদ্দ্বারা প্রতিপন্ন হয় নাই, যে আত্মা দেহত্যাগ করিবার পরে বিকীর্ণ ও ধ্বংসপ্রাপ্ত হইবে না। কেবীস একথা স্বীকার করিলেন, এবং বলিলেন, যে আত্মার অমরত্ব কেবল অর্দ্ধেক প্রমাণিত হইয়াছে। সোক্রাটীস তদুত্তরে কহিলেন, যে অপরার্দ্ধ বিপরীতসমুৎপাদের যুক্তি দ্বারা প্রতিপন্ন হইয়াছে।]

২৩। কিন্তু, সোক্রাটীস, (সিম্মিয়াস বলিল), আমার নিজেরই তো বোধ হয় না, যেঁ, তুমি ইহা প্রমাণিত করিয়াছ, যে আমরা যখন মরিব, তখন আত্মা বর্ত্তমান থাকিবে। মানুষ মরিলে তাহার আত্মা বিকীর্ণ হইবে এবং মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে আত্মারও অস্তিত্বের অবসান হইবে, কেবীস এইমাত্র এই যে সংশয় প্রকাশ করিয়াছে, এবং বহুজনের চিত্তে এই যে সংশয় রহিয়াছে, ইহা এখনও অন্তরায়রূপে পথে দণ্ডায়মান। আত্মা জন্মগ্রহণ করে ও অন্যবিধ উপাদানের সমবায়ে রচিত হয়, এবং মানবদেহে প্রবেশ করিবার পূর্ব্বে বর্ত্তমান থাকে, ইহা মানিলেও, আত্মা দেহে প্রবেশ করিয়া পরে যখন উহা হইতে বিযুক্ত হয়, তখন তাহারও অবসান ও ধ্বংস হয়, ইহাতে বাধা কি ?

কেবীস বলিল, সিম্মিয়াস, বেশ বলিয়াছ। স্পষ্টই দেখা যাইতেছে, যে, যে-প্রমাণের প্রয়োজন, তাহার অর্দ্ধেক প্রদত্ত হইয়াছে। আমাদিগের জন্মের পূর্ব্বে আমাদিগের আত্মা বিদ্যমান ছিল, ইহা প্রমাণিত হইয়াছে ; কিন্তু যদি আমরা প্রমাণটীকে পূর্ণাঙ্গ করিতে চাই, তবে ইহাও প্রতিপন্ন করা আবশ্যক, যে আমাদিগের জন্মের পূর্ব্বে আত্মা যেমন বিদ্যমান ছিল, আমরা যখন মরিব, তখনও উহা ঠিক তেমনি বিদ্যমান থাকিবে।

ফাইডোন সোক্রাটীস বলিলেন, হে সিম্মিয়াস ও কেবীস, আমরা পূর্ব্বে একমত হইয়া এই যে সিদ্ধান্ত করিয়াছি, যে, যাবতীয় জীবন মরণ হইতেই উদ্ভূত হয়, তাহার সহিত যদি বর্ত্তমান যুক্তিটী মিলিত কর, তবে দেখিবে, যে, উহা ইতোমধ্যেই প্রতিপন্ন হইয়াছে। কেন না, ইহা যদি সত্য হয়, যে, আত্মা জন্মগ্রহণের পূর্ব্বেও বর্ত্তমান থাকে, এবং উহা যখন জীবনধারণ ও জন্মগ্রহণ করে, তখন উহা মৃত্যু ও মৃতাবস্থা হইতেই জন্মগ্রহণ করে, আর কোথা হইতেও তাহা সম্ভবপর নহে, তাহা হইলে, যখন তাহাকে আবার জন্মগ্রহণ করিতে হইবে, তখন ইহা কিরূপে স্বতঃসিদ্ধ না হইয়া পারে, যে আত্মা মৃত্যুর পরেও বর্ত্তমান থাকে? সুতরাং তোমরা এক্ষণে যে-বিষয়ের উত্থাপন করিয়াছ, তাহা প্রমাণিত হইয়াছে।

[চতুর্বিংশ অধ্যায়—সোক্রাটীস কহিলেন, "কিন্তু তথাপি তোমাদিগের বোধ হয় এই ভয় হইতেছে, যে মৃত্যুর পরে আত্মা বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িবে।" কেবীস ইহা স্বীকার করিলেন। সোক্রাটীস সহচরগণকে এই উপদেশ দিলেন, যে তাহারা যেন এই ভয় হইতে মুক্ত হইবার জন্য সদা যত্নবান্ থাকে।]

২৪। তথাপি, আমার বোধ হয়, যে তুমি ও সিম্মিয়াস এই প্রশ্নটী আরও তন্ন তন্ন করিয়া আলোচনা করিতে পারিলে আনন্দিত হইবে; বালকের মত তোমাদিগেরও এই ভয় হইতেছে, যে আত্মা দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন হইলে বায়ু বুঝি উহাকে সত্য সত্যই উড়াইয়া লইয়া যাইবে ও অণু অণু বিকীর্ণ করিয়া ফেলিবে; বিশেষতঃ যদি কেহ নিবাতস্থানে না মরিয়া প্রবল ঝঞ্ঝাবাতের মধ্যে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। (২৫)

(২৫) সিম্মিয়াস ও কেবীসের ভয় অসঙ্গত নহে। আমরা দেখিয়াছি, যে আত্মার পুনর্জ্জন্ম একটী প্রাকৃতিক নিয়ম; কিন্তু আমরা সমুদায় প্রাকৃতিক নিয়ম অবগত নই; এবং বিশেষ বিশেষ স্থলে উহা কিপ্রকার ক্রিয়া করে, তাহাও বলিতে পারি না। সুতরাং কোন কোন অবস্থায় আত্মা বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িতে পারে, এই ভয় হওয়া বিচিত্র কি? আত্মার স্বরূপই এপ্রকার, যে উহা শাশ্বত না হইয়াই পারে না, ইহা প্রতিপন্ন না করিলে আমাদিগের ভয় কিছুতেই বিদূরিত হইবে না। তৎপরে, প্রাক্তনস্মৃতির যুক্তি আত্মার শাশ্বত সত্তাকে প্লেটোর অস্তিত্বের সহিত একসূত্রে গ্রথিত করিয়াছে। আমরা এই

কেবীস হাসিয়া কহিল, আমরা ভয় করিতেছি, এই ভাবিয়াই আমাদিগকে বুঝাইতে চেষ্টা কর না ; না হয় বরং মনে করিয়া লও, যে আমরা ভয় পাইতেছি না, কিন্তু হয় তো আমাদিগের অন্তরে যে একটী বালক আছে, সেই এই সমুদায় ভয় করিতেছে ; এস, আমরা তাহাকে বুঝাইতে চেষ্টা করি, যে, সে যেন মৃত্যুকে জুজুর মত ভয় না করে।

সোক্রাটীস বলিলেন, যতকাল মন্ত্র দ্বারা তাহার ভয় একেবারে দূর করিতে না পারিবে, ততকাল প্রতিদিন মন্ত্রোচ্চারণ করিয়া তাহার ভয় ভাঙ্গিতে চেষ্টা কর।

কেবীস বলিল, সোক্রাটীস, তুমি যখন আমাদিগকে ত্যাগ করিয়া যাইতেছ, তখন আমরা এই মন্ত্রের উৎকৃষ্ট যাদুকর কোথায় পাইব ?

তিনি বলিলেন, বিপুলায়তন এই হেলাস-ভূমি ; ইহাতে অবশ্যই কত সাধুজন আছেন ; বর্ব্বরগণেরও বহু জাতি ; (২৬) দেশে দেশে জিজ্ঞাসু হইয়া এইপ্রকার যাদুকরের অনুসন্ধান কর ; তাহাতে শ্রমে কাতর বা অর্থব্যয়ে কুণ্ঠিত হইও না, কেন না, অর্থের এমন সদ্ব্যবহার আর কিছুতেই হইবে না ; কিন্তু আপনাদিগের মধ্যেই তাহাকে অন্বেষণ করা কর্ত্তব্য ; কেন না, তোমরা হয় তো সহজে আপনাদিগের অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর যাদুকর পাইবে না।

কেবীস বলিল, আচ্ছা, তুমি নিশ্চিন্ত থাক, যে আমরা তাহা করিব, কিন্তু যদি তোমার অভিরুচি হয়, তবে আমরা যেস্থলে আলোচনাটী ছাড়িয়া আসিয়াছিলাম, আবার তথায় প্রত্যাবর্ত্তন করি।

হাঁ, আমার অভিরুচি আছে বৈ কি ; কেন থাকিবে না ?

সে বলিল, বেশ কথা বলিয়াছ।

প্রবোধ চাই, যে উভয়ের সাদৃশ্য ও সম্পর্ক এমন ঘনিষ্ঠ, যে, যেমন স্ফোট অনাদি ও অনন্ত, তেমনি আত্মাও অনাদি ও অনন্ত।

(২৬) প্লেটো গ্রীকসাধারণের ন্যায় বর্ব্বর অর্থাৎ অ-গ্রীক জাতিসমূহকে একান্ত অবজ্ঞার চক্ষুতে নিরীক্ষণ করিতেন না ; তাহাদিগের গুণাগুণ সম্বন্ধে তাঁহার মত অপেক্ষাকৃত উদার ছিল। Rep. 499C, Symp. 209E, Laws দ্রষ্টব্য।

ফাইডোন

[পঞ্চবিংশ হইতে উনত্রিংশ অধ্যায় (প্রথমার্দ্ধ)—তাহা হইলে জিজ্ঞাস্য এই, যে, কোন্ শ্রেণীর পদার্থ বিকীরণরূপ বিকারের অধীন, এবং কোন্ শ্রেণীর পদার্থ অধীন নয়; অধিকন্তু আত্মা কোন্ শ্রেণীর অন্তর্গত ? বিমিশ্র পদার্থ বিশ্লেষের অধীন, অবিমিশ্র পদার্থ বিশ্লেষের অধীন নহে। যাহা নিত্য ও অপরিবর্ত্তনীয়, তাহাই অবিমিশ্র; এবং যাহা সদাপরিবর্ত্তনশীল, তাহাই বিমিশ্র। ইন্দ্রিয়গোচর ও ইন্দ্রিয়াতীত জগতের মধ্যে ইহাই প্রভেদ। স্ফোটসমূহ অপরিবর্ত্তনীয়, একভাবাপন্ন, বিচারবুদ্ধির অধিগম্য; জড়পদার্থ পরিবর্ত্তনশীল, বিকারাধীন, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য। প্রথমটী অদৃশ্য ও দ্বিতীয়টী দৃশ্য জগৎ; দেহ ও আত্মা, কে কোন্ জগতের অধিবাসী ? (১) দেহ দৃশ্য, আত্মা অদৃশ্য; (২) যখন আত্মা দেহের (অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ের) সাহায্যে কিছু অবগত হয়, তখন সে পরিবর্ত্তনশীল পদার্থের সংস্রবে আইসে এবং উদ্বেজিত হইয়া উঠে; কিন্তু যখন সে আপনার সাহায্যে পর্য্যবেক্ষণে লিপ্ত হয়, তখন সে নিত্য, অপরিবর্ত্তনীয় ও শুদ্ধ সত্তা-সমীপে গমন করে, এবং সদা অটল ও আত্মপ্রতিষ্ঠ থাকে; (৩) পরিশেষে, দেহ ও আত্মা যতদিন একত্র বাস করে, ততদিন আত্মা প্রভু, দেহ দাস; কর্ত্তৃত্ব দৈবতের ও দাসত্ব মর্ত্ত্যের ধর্ম্ম। এই তিন হেতুতে প্রতিপন্ন হইতেছে, যে, আত্মা দৈব, অপরিবর্ত্তনীয়, অবিশ্লেষ্য, সদৈকরূপ, অমর স্ফোটজগতের সদৃশ; দেহ বিকার্য্য, বিশ্লেষ্য, ক্ষণভঙ্গুর, মর্ত্ত্য জড়জগতের অনুরূপ। অতএব আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইতেছি, যে, যদিচ দেহ ধ্বংসশীল, তথাপি আত্মা প্রায় ধ্বংসাতীত। সযত্নরক্ষিত দেহ দীর্ঘকাল অবিকৃত থাকে; তবে আত্মা কেন তদপেক্ষা অনেক অধিককাল স্থায়ী হইবে না ?]

২৫। তিনি, সোক্রাটীস, বলিলেন, তবে আমাদিগের কর্ত্তব্য এই, যে, আমরা আপনাদিগকে এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করি, কিপ্রকার পদার্থের পক্ষে বিকীরণরূপ বিকার ভোগের সম্ভাবনা আছে ? কিরূপ পদার্থের সম্বন্ধে এই আশঙ্কা আছে, যে তাহা এই বিকারের অধীন, এবং কি-প্রকার পদার্থের পক্ষে সে সম্ভাবনা নাই ? তৎপরে আমাদিগকে দেখিতে হইবে, যে আত্মা এই উভয়ের মধ্যে কোন্ শ্রেণীর অন্তর্গত ? তদনুসারে আমাদিগের আত্মাসম্বন্ধে আমাদিগকে নিশ্চিন্ত, কিংবা শঙ্কিত হইতে হইবে।

সে বলিল, তুমি যথার্থ বলিয়াছ।

এখন, যাহা বিবিধ উপাদানের মিশ্রণে উৎপন্ন, সেই বিমিশ্রপদার্থ যে-প্রণালীতে মিশ্রিত হইয়াছে, তাহার স্বভাবতঃ সেই প্রণালীতেই বিশ্লিষ্ট

হইবারও সম্ভাবনা রহিয়াছে? কিন্তু যদি কোনও পদার্থের অবিশ্লিষ্ট থাকিবার সম্ভাবনা থাকে, তবে তাহা কেবল সেই পদার্থ, যাহা অবিমিশ্র? (২৭)　　ফাইডোন

কেবীস বলিল, আমার ইহাই ঠিক বলিয়া বোধ হইতেছে।

তবে যাহা সর্ব্বদা অবিকৃত ও একই অবস্থায় বর্ত্তমান থাকে, তাহাই কি খুব সম্ভব অবিমিশ্র পদার্থ নহে? এবং যাহা এক এক সময়ে এক এক প্রকার দৃষ্ট হয়, এবং কখনও একভাবাপন্ন থাকে না, তাহাই কি বিমিশ্র পদার্থ নহে?

হাঁ, আমারও এইরূপ বোধ হইতেছে।

তিনি বলিলেন, এখন চল, আমরা পূর্ব্বে এই প্রসঙ্গে যাহা আলোচনা করিতেছিলাম, তাহাতে প্রত্যাবর্ত্তন করি। আমরা আমাদিগের প্রশ্নোত্তর-মূলক আলোচনাতে যে পদার্থকে 'পরম সৎ' নাম প্রদান করি, তাহা কি নিয়ত এক ভাবাপন্ন, না এক এক সময়ে এক এক রূপ থাকে? পরম সম, পরম সুন্দর ও অন্য প্রত্যেক পরম সৎ কি কোনও প্রকার পরিবর্ত্তনের অধীন? না প্রত্যেকটী পরম সৎ স্বরূপতঃ একরূপ বলিয়া নিত্য আত্মপ্রতিষ্ঠ ও অবিকৃত; এবং কুত্রাপি কস্মিন্‌কালে পরিবর্ত্তনাধীন নহে?

কেবীস কহিল, সোক্রাটীস, ইহা নিশ্চয়ই অপরিবর্ত্তনীয় ও নিত্য একভাবে বর্ত্তমান।

কিন্তু বহু (সুন্দর) পদার্থ—যেমন মানুষ, অশ্ব, বস্ত্র ও এই প্রকার অন্যান্য বস্তু—কিংবা 'সমান', 'সুন্দর' ও অপর যাহা যাহা প্লেটো

(২৭) যাহা বিমিশ্র, অর্থাৎ যাহা ভিন্ন ভিন্ন অংশের সমষ্টি, তাহাই বিশ্লেষ ও বিকারের অধীন; এই জন্যই জড়পদার্থ বিকার্য্য। যাহা অজড়, তাহার বিভিন্ন অংশ নাই সুতরাং তাহা বিকারাধীন নহে।

বর্ত্তমান যুক্তি ইহাই প্রতিপন্ন করিতে চাহিতেছে, যে আত্মা খুব সম্ভব অমর, কেন না, উহা দেহ অপেক্ষা দীর্ঘকাল স্থায়ী; কিন্তু অমরত্ব যে আত্মার একটী স্বরূপ, তাহা এখনও প্রমাণিত হয় নাই। সিম্মিয়াস ও কেবীসের আপত্তি বিচারটীকে সেই দিকে লইয়া যাইবে।

কাইডোন

দ্বারা লক্ষিত (বা অভিব্যক্ত), সেগুলি সম্বন্ধে কি? এগুলি কি সর্ব্বদা একই ভাবে থাকে, না যাহা সর্ব্বথা ইহার বিপরীত, তাহাই সত্য? এগুলি বুঝি আপনাদিগের ও পরস্পরের সম্পর্কে বলিতে গেলে কখনই কিছুমাত্র একভাবাপন্ন থাকে না? (২৮)

কেবীস বলিল, তুমি যাহা বলিলে, তাহাই ঠিক; এগুলি কখনও একভাবাপন্ন থাকে না।

তুমি এগুলিকে স্পর্শ করিতে পার, দর্শন করিতে পার ও অন্যান্য ইন্দ্রিয় দ্বারা অনুভব করিতে পার; কিন্তু যে-সকল সত্তা নিত্য একভাবাপন্ন, তাহা এরূপ নয়, যে তুমি বিচারবুদ্ধি ভিন্ন অন্য কিছু দ্বারা সেগুলি ধারণা করিবে; সেগুলি অদৃশ্য ও দৃষ্টির অগোচর; তাহা নয় কি?

সে বলিল, হাঁ, তুমি যাহা বলিয়াছ, তাহা সম্পূর্ণরূপে সত্য।

২৬। তিনি বলিলেন, তাহা হইলে, যদি তোমাদিগের অভিরুচি হয়, তবে আমরা স্বীকার করিয়া লইতে পারি, যে যাবতীয় সত্তা দুই জাতীয়, দৃশ্য ও অদৃশ্য?

সে বলিল, হাঁ, আমরা স্বীকার করিয়া লইতেছি।

এবং যাহা অদৃশ্য, তাহা নিত্য একভাবাপন্ন, ও যাহা দৃশ্য, তাহা কদাপি একভাবাপন্ন নহে?

সে বলিল, হাঁ, আমরা ইহাও স্বীকার করিতেছি।

তিনি বলিলেন, আচ্ছা, আমাদিগের নিজেদের দেহ আছে, আত্মাও আছে, নয় কি?

সে বলিল, হাঁ।

তবে আমরা দেহকে এই উভয়ের মধ্যে কোন্ জাতীয় ও কাহার নিকটজ্ঞাতি বলিব?

সে কহিল, ইহা তো একেবারে জাজ্বল্যমান, যে দেহ দৃশ্যপদার্থের অন্তর্গত।

(২৮) জড়জগৎ চঞ্চল, নিত্যপ্রবহমান—প্লেটো এস্থলে হীরাক্লাইটস ও প্রোটাগরাসের এই মতের প্রতিধ্বনি করিতেছেন।

আর আত্মা ? দৃশ্য না অদৃশ্য ?　　ফাইডোন

সে উত্তর করিল, অন্ততঃ মানুষের নিকটে দৃশ্য নয়, সোক্রাটীস।

কিন্তু আমরা দৃশ্য ও অদৃশ্য বলিতে মানবপ্রকৃতির পক্ষে দৃশ্য ও অদৃশ্যই বুঝিয়া থাকি ; না তুমি অন্য প্রকার বিবেচনা কর ?

হাঁ, মানুষের পক্ষেই বলিয়া থাকি।

তবে আমরা আত্মার সম্বন্ধে কি বলিয়া থাকি ? আত্মা দৃশ্য না অদৃশ্য ?

দৃশ্য নহে।

তবে অদৃশ্য ?

হাঁ।

তবে আত্মা দেহ অপেক্ষা অদৃশ্যের সদৃশতর, এবং দেহ দৃশ্যের সদৃশতর ?

হাঁ, সোক্রাটীস, সিদ্ধান্তটী একেবারে অনতিক্রম্য।

২৭। তবে আমরা কি অনেককাল হইতে ইহাও বলিয়া আসিতেছি না, যে, যখন আত্মা কোনও পরীক্ষা-কার্য্যে দেহের সাহায্য গ্রহণ করে, সে সাহায্য দর্শন, শ্রবণ বা অন্য যে কোনও ইন্দ্রিয়ের হউক না কেন—কেম না, দেহের সাহায্যে পর্য্যবেক্ষণের অর্থই ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে পর্য্যবেক্ষণ—তখন উহা দেহের দ্বারা সেই সকল পদার্থের মধ্যে সমাকৃষ্ট হয়, যাহা কখনও এক-ভাবাপন্ন থাকে না ; এবং এই প্রকার নিত্য পরিবর্ত্তনশীল পদার্থের সংস্পর্শে আসিয়াছে বলিয়া উহা মদোন্মত্তের মত সন্ত্রস্ত ও পরিমুহ্যমান হইয়া ঘুরিয়া বেড়াইতে থাকে ? (২৯)

নিশ্চয়।

কিন্তু যখন আত্মা আপনার সাহায্যে কোনও পর্য্যবেক্ষণে লিপ্ত হয়, তখন সে শুদ্ধ, নিত্য, অমৃত ও অপরিবর্ত্তনীয়-সমীপে গমন করে ; সে উহার সজাতি বলিয়া নিত্য উহার সহবাসের অধিকারী হয় ; সে যখনই আত্মপ্রতিষ্ঠ হয়, তখনই—অর্থাৎ সে আত্মপ্রতিষ্ঠ হইতে পারিলেই—এই অধিকার লাভ করে ; তখন সে আর অন্ধের মত ঘুরিয়া বেড়ায় না ;

(২৯) জড় চঞ্চল, সুতরাং জড়ের অনুভূতিও চঞ্চল ও ক্ষণস্থায়ী।

ফাইডোন

সে উহাদিগের (অর্থাৎ স্ফোটের) সংস্পর্শে আসিয়াছে বলিয়া তৎসম্পর্কে নিয়ত অটল ও অপরিবর্ত্তিত থাকে। আত্মার এই অবস্থাই প্রজ্ঞান (phronēsis) বলিয়া অভিহিত হয় ?

সে বলিল, সোক্রাটীস, তুমি যাহা বলিতেছ, তাহা সত্য ও যথার্থ।

তাহা হইলে আমাদিগের পূর্ব্বের ও বর্ত্তমান আলোচনা হইতে তুমি আত্মাকে কোন্ প্রকার সত্তার অধিকতর সদৃশ ও নিকটতর জ্ঞাতি বলিয়া মনে করিতেছ ?

সে বলিল, সোক্রাটীস, আমার বোধ হয়, যে, এই যুক্তিপরম্পরা হইতে সকলেই, এমন কি নিতান্ত স্থূলবুদ্ধি ব্যক্তিও স্বীকার করিবে, যে, আত্মা অনিত্য বস্তু অপেক্ষা সম্পূর্ণরূপে ও সর্ব্বতোভাবে নিত্য ও অপরিবর্ত্তনীয় বস্তুরই অধিকতর সদৃশ।

আর দেহ কি ?

অন্যজাতীয়, (অনিত্যবস্তুসদৃশ)।

২৮। তৎপরে বিষয়টী এইরূপে বিচার কর। যখন আত্মা ও দেহ একসঙ্গে অবস্থান করে, তখন প্রকৃতি এই ব্যবস্থা করিয়াছেন, যে, একটী দাস হইয়া শাসনাধীন থাকিবে, অপরটী কর্ত্তৃত্ব ও শাসন করিবে। ইহা হইতে তোমার নিকটে কোন্‌টী দেব-সদৃশ ও কোন্‌টী মর্ত্ত্য-সদৃশ বলিয়া বোধ হইতেছে ? না তোমার বোধ হয় না, যে, যাহা দৈবত, তাহার পক্ষে কর্ত্তৃত্ব ও নেতৃত্ব করা, ও যাহা মর্ত্ত্য, তাহার পক্ষে অধীনতা ও দাসত্ব স্বীকার করাই স্বাভাবিক ? (৩০)

হাঁ, আমার নিকটে এইরূপই বোধ হয়।

তবে আত্মা কিসের সদৃশ ?

সোক্রাটীস, ইহা তো সুস্পষ্ট, যে আত্মা দৈবত-সদৃশ ও দেহ মর্ত্ত্য-সদৃশ।

(৩০) আমরা দেখিয়াছি, যে আত্মা (১) অদৃশ্য, এবং (২) অপরিবর্ত্তনীয়ের সজাতি ;—সুতরাং স্ফোটের অনুরূপ। আত্মা প্রভু, দেহ দাস—এই যুক্তি দ্বারা স্ফোট ও আত্মার জ্ঞাতিত্ব পূর্ণরূপে প্রমাণিত হইতেছে।

প্লেটো "টিমাইয়সে" তিন প্রকার আত্মা কল্পনা করিয়াছেন। সপ্তম অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

তিনি বলিলেন, তাহা হইলে, কেবীস, ভাবিয়া দেখ, যে এতক্ষণ যাহা বলা হইল, সে সমুদায় হইতে এই সিদ্ধান্ত প্রসূত হইতেছে কি না, যে, আত্মা সম্পূর্ণরূপে দৈবত, অমর, জ্ঞেয়, একরূপ, অবিশ্লেষ্য, অপরিবর্ত্তনীয় ও নিত্য একভাবাপন্ন-পদার্থ-সদৃশ ; আর দেহ সম্পূর্ণরূপে মানবীয়, মর্ত্ত্য, বহুরূপ, অজ্ঞেয়, বিশ্লেষ্য ও নিয়ত পরিবর্ত্তনশীল-পদার্থ-সদৃশ। হে প্রিয় কেবীস, এই যুক্তিগুলি ছাড়া আমাদিগের কি এমত অন্য কোনও যুক্তি আছে, যদ্দ্বারা প্রমাণ করা যাইতে পারে, যে এই সিদ্ধান্ত সমীচীন নহে ?

না, নাই।

২৯। আচ্ছা, তার পর ? যদি এই যুক্তিগুলি ঠিক হয়, তাহা হইলে কি দেহের পক্ষে ইহাই স্বাভাবিক নয়, যে উহা অচিরে বিশ্লিষ্ট হইবে ; এবং আত্মার পক্ষে ইহাই স্বাভাবিক নয়, যে উহা সম্পূর্ণরূপে কিংবা প্রায় সম্পূর্ণরূপে (৩১) অবিশ্লেষ্য রহিবে ?

তা' নয় তো কি ?

তিনি বলিলেন, তুমি তবে লক্ষ্য করিতেছ, যে, যখন মানুষ মরে, তখন তাহার যে-অংশ দৃশ্য [অর্থাৎ তাহার দেহ] এবং যাহা দৃশ্যের মধ্যে অবস্থান করে, আমরা যাহাকে শব বলি, এবং বিশ্লিষ্ট ও বিগলিত হওয়াই যাহার স্বভাব, তাহা তৎক্ষণাৎ এই দশা প্রাপ্ত হয় না ; এবং তাহা বিলক্ষণ দীর্ঘকাল বর্ত্তমান থাকে ; এবং যদি কেহ দেহ বলিষ্ঠ থাকিতে থাকিতে ও জীবনের পূর্ণ উদ্যমের মুহূর্ত্তে প্রাণত্যাগ করে, তবে উহা অতি দীর্ঘকালই বর্ত্তমান থাকে ; এমন কি, যদি দেহ মিশরদেশীয় সযত্নরক্ষিত শবের ন্যায় বিশীর্ণ ও অনুলিপ্ত হয়, তবে তাহা অপরিমেয়কাল প্রায় অবিকৃত থাকে। যদিই বা দেহ গলিত হয়, তথাপি ইহার কোন কোনও অংশ—যেমন অস্থি, শিরা ও এই প্রকার আর সমুদায়—বলিতে গেলে যেন অমর। নয় কি ?

(৩১) প্লেটো স্পষ্ট কথায় স্বীকার করিতেছেন, যে এপর্য্যন্ত আত্মার অমরত্ব নিঃসন্দেহ প্রতিপন্ন হয় নাই ; শুধু উহার সম্ভবপরতা প্রদর্শিত হইয়াছে।

ফাইডোন হাঁ।

তবে বুঝি আত্মাই—যে আত্মা অদৃশ্য, যাহা আপনারই মত মহিমময়, শুদ্ধ ও অদৃশ্য লোকে গমন করিতেছে, যে-লোক সত্যই যমালয় (Hades) বলিয়া অভিহিত, (৩২) যথায় সে মঙ্গলময় ও জ্ঞানময় দেব-সন্নিধানে অবস্থান করিবে, এবং যথায় ঈশ্বরের অভিপ্রায় হইলে আমার আত্মাকেও অবিলম্বে যাইতে হইবে—তবে বুঝি আমাদিগের আত্মা স্বভাবতঃ এইরূপ মহিমময়, শুদ্ধ ও অদৃশ্য হইয়াও, সাধারণতঃ লোকে যেমন বলিয়া থাকে, দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন হইবামাত্র বাত্যাতাড়িত, বিক্ষিপ্ত ও বিনষ্ট হইবে? হে প্রিয় কেবীস ও সিম্মিয়াস, তাহা কখনই নয়; প্রকৃত কথা বরং এই। যদি আত্মা বিশুদ্ধ থাকিয়া দেহ হইতে বিযুক্ত হয়; যদি উহা দেহ দ্বারা কিছুমাত্র অশুচিগ্রস্ত না হইয়া থাকে—যেহেতু ইহা স্বেচ্ছায় দেহের সহিত যোগ রক্ষা করে নাই, বরং দেহকে পরিহার করিয়া [আপনাতে আপনাকে] প্রত্যাহার করিয়াছে, এবং সে নিয়ত ইহারই জন্য যত্নশীল ছিল;—এই যত্নশীলতার অর্থ আর কিছুই নয়;—ইহার অর্থ এই, যে, এই আত্মা যথার্থভাবে তত্ত্বজ্ঞানের অনুশীলন ও বস্তুতঃই [সহজ] মৃত্যুর সাধন করিয়াছে। না ইহা মৃত্যুর সাধন নয়?

হাঁ, নিঃসন্দেহ।

তবে কি এই প্রকার আত্মা স্ব-সদৃশ, অদৃশ্য, দৈব, অমর ও জ্ঞানময় লোকে প্রস্থান করে না, যথায় উপনীত হইয়া সে আনন্দের অধিকারী হয়, ভ্রম, ভয়, অজ্ঞানতা, উদ্দাম বাসনা ও অন্যান্য মানবীয় রিপু হইতে মুক্তি পায়, এবং, যেমন দীক্ষিত ব্যক্তিগণের সম্বন্ধে কথিত হইয়াছে, সত্য সত্যই অবশিষ্ট কাল দেবগণের সহবাসে যাপন করে? কেবীস, আমরা ইহাই বলিব, না আর কিছু বলিব?

(৩২) মূলে Hades শব্দটী aeides অর্থাৎ "অদৃশ্য" কথাটীকে স্মরণ করাইয়া দিয়া ধ্বনিচাতুর্য্যে ব্যঞ্জনা করিতেছে। প্লেটো ইঙ্গিতে বলিতেছেন, যে যমালয় অদৃশ্য পদার্থের নিকেতন, অতএব সার্থকনামা।

[ঊনত্রিংশ অধ্যায় (দ্বিতীয়ার্দ্ধ) ও ত্রিংশ অধ্যায়—সুতরাং আমরা কিছুতেই বিশ্বাস করিতে পারি না, যে আত্মা দেহান্তে বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িবে। বরং সে যদি দেহের প্রতি অনাসক্ত ও শুদ্ধ থাকিয়া ইহলোক ত্যাগ করে, তবে সে অদৃশ্য সত্তাসদনে উপনীত হইয়া নিত্যকাল দেবগণের সহিত বাস করিবে। পক্ষান্তরে যে-আত্মা দৈহিক কামনা ও সুখস্পৃহা দ্বারা প্রমত্ত ও অনুবিদ্ধ হইয়া উপরত হয়, সে জড়ীয় আসক্তির ভারে অভিভূত বলিয়া দৃশ্য জগতে ঘুরিয়া বেড়ায়। এই জন্যই সমাধিস্থানে প্রেতাত্মা দৃষ্ট হইয়া থাকে।]

ফাইডোন

৩০। কেবীস বলিল, হাঁ, হাঁ, আমরা ইহাই বলিব।

কিন্তু যদি আমরা বিবেচনা করি, যে, যে-আত্মা পঙ্কিল ও অপবিত্র হইয়া দেহ হইতে বিযুক্ত হইয়াছে; যেহেতু সে নিয়ত দেহের সহবাস করিয়াছে, দেহের দাসত্ব করিয়াছে, দেহকে প্রীতি করিয়াছে, এবং দৈহিক কামনা ও সুখস্পৃহা দ্বারা প্রমত্ত হইয়াছে; সুতরাং যাহা শরীররূপী, যাহা স্পর্শ করা যায়, দর্শন করা যায়, পান করা যায়, আহার করা যায় ও কামোপভোগের জন্য ব্যবহার করা যায়, তদ্ভিন্ন সে আর কিছুই সত্য মনে করে নাই; পক্ষান্তরে যাহা চক্ষুর পক্ষে তমসাচ্ছন্ন ও অদৃশ্য, কিন্তু তত্ত্বজ্ঞান দ্বারা জ্ঞেয় ও গ্রাহ্য, যদি সে তাহাই বিদ্বেষ, ভয় ও পরিহার করিতে অভ্যস্ত হইয়া থাকে; তবে কি তুমি বিবেচনা কর, যে, এই প্রকার আত্মা অপরিবর্ত্তিত ও অবিমিশ্র থাকিয়া দেহ হইতে বিযুক্ত হইবে?

সে বলিল, না, কিছুতেই নয়।

বরং আমি বিবেচনা করি, যে, এই আত্মা শরীরধর্ম্ম দ্বারা অনুবিদ্ধ হইয়াছে; সে নিয়ত দেহের সহবাস করিয়াছে ও দেহের একান্ত যত্ন করিয়াছে; দেহের এই সঙ্গ ও সহবাস, যাহা দৈহিক, তাহাকেই তাহার অন্তর্নিহিত স্বভাব করিয়া তুলিয়াছে।

নিশ্চয়ই।

হে সখে, এই দৈহিক পদার্থকে অবশ্যই দুর্ভর, গুরুভার, ও পার্থিব ও দৃশ্য বলিয়া বিবেচনা করিতে হইবে। পূর্ব্বোক্তরূপ আত্মা এই দৈহিক ভাব প্রাপ্ত হইয়া তাহার ভারে অভিভূত ও পুনরায় দৃশ্য জগতে সমাকৃষ্ট হয়; তাহার কারণ এই, যে, উহা অদৃশ্য যমপুরীর (aeidous Haidou)

ফাইডোন

ভয়ে ভীত; কথিত আছে, যে উহা সমাধিস্থান ও স্মৃতিস্তম্ভের চতুষ্পার্শ্বে ঘুরিয়া বেড়ায়; এই সকল স্থানে কত আত্মার ছায়ারূপী মূর্ত্তি দৃষ্ট হইয়াছে; যে-সকল আত্মা অবিশুদ্ধ অবস্থায় দেহত্যাগ করিয়াছে, এবং এখনও দৃশ্যে আসক্ত রহিয়াছে, এগুলি তাহাদিগেরই প্রতিরূপ; এই জন্যই এই আত্মাগুলি দৃষ্ট হইয়া থাকে।

সোক্রাটীস, ইহাই সম্ভব।

হাঁ, কেবীস, সম্ভব তো বটেই। আর ইহাও সম্ভব, যে, এই আত্মাগুলি সাধুজনের আত্মা নহে; কিন্তু এগুলি অসাধুলোকের আত্মা; এই আত্মাগুলিই পূর্ব্বতন পাপজীবনের প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ এই সকল স্থানে ঘুরিয়া বেড়াইতে বাধ্য হয়; এবং যে-দেহাসক্তি প্রতিনিয়ত তাঁহাদিগের সঙ্গে লাগিয়াই আছে, যতদিন না সেই দৈহিক আসক্তিবশতঃ তাহারা পুনরায় দেহ-কারাগারে প্রবেশ করে, ততদিন তাহারা এইরূপে ঘুরিয়া বেড়াইবে।

[একত্রিংশ অধ্যায়—এই সকল আত্মা স্ব স্ব প্রকৃতির অনুরূপ জীবদেহে প্রবেশ করে। যথা ঔদরিক, মদ্যপায়ী, কামপরবশ ব্যক্তি গর্দ্দভজন্ম প্রাপ্ত হয়। ইত্যাদি।]

৩১। এবং ইহাই সম্ভব, যে তাহারা জীবনে যে-প্রকার আচরণে অভ্যস্ত ছিল, যে-সকল জীবের আচরণ সেই প্রকার, তাহারা সেই সকল জীবদেহে প্রবেশ করে।

সোক্রাটীস, তুমি ও কিরূপ দেহের কথা বলিতেছ?

আমি ইহাই বলিতেছি, যে, যাহারা মোহান্ধ হইয়া উদরপূরণ, কামোপভোগ ও মদ্যপানে নিরত ছিল, এবং তাহা হইতে বিরত থাকিতে (মোটেই) প্রয়াস পায় নাই, তাহারা গর্দ্দভজন্ম প্রাপ্ত হইবে ও এই প্রকার অন্যান্য পশুর রূপ পরিগ্রহ করিবে; না তুমি সে প্রকার বিবেচনা কর না?

তুমি যাহা বলিতেছ, তাহা খুবই সম্ভব।

আর যাহারা অন্যায়, অত্যাচার ও পরস্বাপহরণ বরণ করিয়াছে, তাহারা বৃক, শ্যেন ও চিল হইয়া জন্মগ্রহণ করিবে। আমরা কি বলিতে পারি, এই প্রকার আত্মা আর কোথায় যাইবে?

ফাইডোন

কেবীস বলিল, তাহারা নিঃসংশয় এইপ্রকার জীব-দেহেই গমন করে।

তিনি বলিলেন, তবে কি ইহা সুস্পষ্ট নয়, যে, অন্যান্য জাতীয় আত্মাও প্রত্যেকে আপন আপন ব্যবসায়ের অনুরূপ ব্যবসায়-বিশিষ্ট জীবদেহে প্রবেশ করে ?

সে বলিল, হাঁ, সুস্পষ্ট বটে ; তা' নয় তো কি ?

তিনি বলিলেন, তাহা হইলে ইহাদিগের মধ্যেও তাহারাই সর্ব্বাপেক্ষা সুখী, ও তাহারাই শ্রেষ্ঠলোকে গমন করে, (৩৩) যাহারা লৌকিক ও সামাজিক ধর্ম্মের আচরণে নিরত রহিয়াছে। লোকে এই ধর্ম্মকে সংযম ও ন্যায়পরায়ণতা বলিয়া থাকে ; জ্ঞানালোচনা ও বিচার ব্যতিরেকে অভ্যাস-ও-অধ্যবসায়-সাহায্যেই এই ধর্ম্ম আচরিত হইতে পারে ; কেমন ?

তাহারা কি করিয়া সর্ব্বাপেক্ষা সুখী ?

সে কি ? ইহা কি সম্ভব নয়, যে তাহারা আপনাদিগেরই মত সামাজিক ও নম্র জাতির নিকটে প্রত্যাগমন করে ? তাহারা হয় তো মধুকর, বোলতা, পিপীলিকা অথবা পুনরায় মানুষ হইয়াই জন্মগ্রহণ করে ; এবং এই সকল আত্মা হইতেই মিতাচারী পুরুষ উদ্ভূত হইয়া থাকে।

ইহাই সম্ভব।

[দ্বাত্রিংশ অধ্যায়—কিন্তু একা তত্ত্বজ্ঞানী দেবধামে গমন করিবার অধিকারী। এজন্য সে সর্ব্বপ্রযত্নে পাপ ও ক্ষুদ্র সুখাসক্তি হইতে বিরত থাকে ;—প্রাকৃতজনের ন্যায় ঐহিক সুখের কামনায় নয়, কিন্তু তত্ত্বজ্ঞান তাহার আত্মাকে পবিত্রতা ও মুক্তি প্রদান করিবে, এই অভিপ্রায়েই সে সংযমের পথ অবলম্বন করে।]

৩২। কিন্তু যে-ব্যক্তি তত্ত্বজ্ঞানী এবং জ্ঞানপ্রিয়—যে সম্পূর্ণরূপে শুদ্ধ থাকিয়া ইহলোক হইতে প্রস্থান করে—সে ভিন্ন আর কাহারও দেবগণসদনে গমন করিবার অধিকার নাই। হে প্রিয় সিম্মিয়াস ও কেবীস, এই নিমিত্তই প্রকৃত তত্ত্বজ্ঞানীরা যাবতীয় দৈহিক বাসনা জয়

(৩৩) তত্ত্বজ্ঞানী পরম সুখের অধিকারী ; যাহারা তত্ত্বজ্ঞানী না হইয়াও সদাচরণ করে, তাহারও সুখী ; তাহাদিগের মধ্যে কাহারা শ্রেষ্ঠ, তাহাই বলা হইতেছে।

ফাইডোন করিয়া তাহা হইতে প্রতিনিবৃত্ত থাকে; তাহারা তাহাদিগের নিকটে আত্মসমর্পণ করে না; অর্থপ্রিয় লোক ও ইতর জনের মত তাহারা ধনক্ষয় ও দারিদ্র্যের ভয়ে ভীত হইয়া এরূপ করে, তাহা নহে; তাহারা যে সুখলালসা সংযত করে, তাহারও কারণ ইহা নহে, যে, তাহারা কর্ত্তৃত্বপ্রিয় ও সম্মানপ্রিয় লোকের ন্যায় দুষ্কর্ম্মজনিত অপমান ও অখ্যাতিকে ভয় করে।

কেবীস বলিল, না সোক্রাটীস, তাহা কখনও শোভন হইত না।

তিনি বলিলেন, না, না, নিশ্চয়ই শোভন হইত না। হে কেবীস, এই জন্যই যাহারা আপন আপন আত্মার যত্ন করে, এবং কিরূপে দেহটীকে সুগঠিত করিয়া তুলিতে হইবে, কেবল সেই উদ্দেশ্যেই জীবন ধারণ করে না, তাহারা এই সকল লোককে বর্জ্জন করে; তাহারা ইহাদিগের পথে চলে না; কেন না, ইহারা কোথায় যাইতেছে, জানে না। তাহারা ভাবে, যে, তত্ত্বজ্ঞানের প্রতিকূল আচরণ করা কর্ত্তব্য নহে; সুতরাং তাহারা তত্ত্বজ্ঞানজনিত মুক্তি ও পুণ্যজীবনের প্রতি মনোনিবেশ করিয়া, উহা তাহাদিগকে যেখানেই লইয়া যাউক না কেন, সেই খানেই তাহার অনুগমন করে।

[ত্রয়স্ত্রিংশ ও চতুস্ত্রিংশ অধ্যায়—তত্ত্বজ্ঞান আত্মাকে দেহকারাগারে আবদ্ধ দেখিয়া তাহাকে উদ্ধার করিতে চাহে, এবং এই উপদেশ দেয়, যে, সে যেন দৈহিক অনুভূতি ও সুখাসক্তি দ্বারা বিভ্রান্ত না হয়। জ্ঞানবান্ আত্মা এই উপদেশ পালন করে, কেন না, সে জানে, যে, দেহাসক্ত জীবনের দুঃখ অতি নিদারুণ। প্রাকৃতজন ভাবে, যে, যাহা কিছু সুখ, দুঃখ, ভয়, বিষাদের আধার, তাহাই সত্য; সুতরাং তাহাদিগের ইন্দ্রিয়বিমূঢ় আত্মা জড়ের মায়া অতিক্রম করিতে না পারিয়া দিব্যধামে যাইতে অক্ষম হয়, এবং পুনশ্চ জীবদেহ পরিগ্রহ করে। এই জন্যই তত্ত্বজ্ঞানী ইন্দ্রিয়জয়ী; কারণ সে তত্ত্বজ্ঞানের হিতব্রতে বাধা দিতে চাহে না; এবং এই জন্যই সে দেহ ত্যাগ করিয়া দেবলোকে গমন করে; ও তাহার এমন ভয় হয় না, যে মরণের সঙ্গে সঙ্গে তাহার আত্মা বায়ু দ্বারা বিক্ষিপ্ত হইয়া বিনাশ প্রাপ্ত হইবে।]

৩৩। কেমন করিয়া, সোক্রাটীস?

তিনি বলিলেন, আমি বলিতেছি। জ্ঞানপ্রিয় ব্যক্তিরা জানে, (তিনি বলিলেন), যে, যখন তত্ত্বজ্ঞান তাহাদিগের আত্মাকে শিষ্যরূপে

ফাইডোন

গ্রহণ করে, তখন সে সত্য সত্যই দেহে দৃঢ়বদ্ধ ও সংযুক্ত থাকে; সে আপনার কারাগারের লৌহদণ্ডের মধ্যদিয়া সত্য পদার্থ দর্শন করিতে বাধ্য হয়, (৩৪) স্বয়ং আপন অভিরুচি মত উহা দর্শন করিতে পারে না, এবং সে পরিপূর্ণ অজ্ঞানতায় লুণ্ঠিত হইতে থাকে। তখন তত্ত্বজ্ঞান দেখিতে পায়, যে, এই কারাবাস এই জন্যই এমন ভীষণ হইয়া উঠিয়াছে, যে, উহা কাম হইতে উদ্ভূত, এবং বন্দী নিজেই তাহার বন্ধনদশার প্রধান সহায়;—অতএব, আমি যেমন বলিতেছিলাম, জ্ঞানপ্রিয় ব্যক্তিরা জানে, যে, তত্ত্বজ্ঞান তাহাদিগের আত্মাকে এই দুরবস্থার মধ্যে গ্রহণ করিয়া তাহাকে ধীরভাবে উৎসাহ প্রদান করে ও তাহার বন্ধন মোচন করিতে প্রয়াসী হয়; তাহাকে দেখাইয়া দেয়, যে চক্ষুর দ্বারা দর্শন, এবং কর্ণ ও অন্যান্য ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে অনুভূতি বঞ্চনাপূর্ণ; সে তাহাকে ইন্দ্রিয়জাত হইতে দূরে থাকিতে, এবং যতটুকু একান্ত আবশ্যক, কেবল ততটুকু সেগুলিকে ব্যবহার করিতে প্ররোচনা করে; আপনাকে আপনাতে প্রত্যাহৃত ও একত্রীভূত করিতে প্রবুদ্ধ করে; এবং তাহাকে এই উপদেশ দেয়, যে, সে যেন আপনাকে ভিন্ন, ও আপনার স্বরূপ-সাহায্যে সে যে-পরম সৎকে অবগত হইবে, তাহা ভিন্ন, আর কিছুই বিশ্বাস না করে; প্রত্যুত, যাহা সে অপরের (অর্থাৎ শারীরিক ইন্দ্রিয়ের) সাহায্যে বিভিন্ন অবস্থায় বিভিন্নরূপ দর্শন করে, তাহা যেন সত্য বলিয়া না ভাবে; কারণ এই প্রকার পদার্থ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ও দৃশ্য; পক্ষান্তরে সে স্বয়ং আপনার সাহায্যে যাহা দর্শন করে, তাহা জ্ঞানগোচর ও অদৃশ্য। এখন, প্রকৃত তত্ত্বজ্ঞানীর আত্মা বিবেচনা করে, যে, এই বন্ধনদশা হইতে মুক্তির প্রতিকূলাচরণ করা অকর্ত্তব্য; সেই জন্যই সে যথাসাধ্য সুখ ও দুঃখ, কামনা ও ভয় হইতে প্রতিনিবৃত্ত থাকে; সে ভাবে, যে, যখন কেহ অধীরভাবে সুখের জন্য লালায়িত, ভয়ে ভীত, বা কামনার বশীভূত হয়, তখন লোকে যে-মহাদুঃখের কল্পনা করে—যেমন রোগ, বা কামরিপুর

(৩৪) সে সত্য পদার্থ অর্থাৎ পরম সৎকে দেখিতে পায় বটে, কিন্তু তাহা জড়রূপে ইন্দ্রিয়ের নিকটে যে-প্রকার প্রতীয়মান হয়, শুধু সেই প্রকার দর্শন করে।

কাইডোন চরিতার্থতাজনিত অর্থক্ষতি—সে যে শুধু তাহাই ভোগ করে, তাহা নহে; কিন্তু যাহা সর্ব্বাপেক্ষা নিদারুণ ও চরম দুঃখ, সে সেই দুঃখে প্রপীড়িত হয়, অথচ তাহা বুঝিতে পারে না।

কেবীস কহিল, সে দুঃখ কি, সোক্রাটীস?

তাহা এই, যে, যখনই কোনও লোকের আত্মা অধীরভাবে সুখ বা দুঃখ ভোগ করে, তখনই সঙ্গে সঙ্গে সে ভাবিতে বাধ্য হয়, যে, সে যাহার জন্য এই গভীর সুখ বা দুঃখ ভোগ করিতেছে, তাহাই সর্ব্বাপেক্ষা জাজ্বল্যমান ও সত্য; যদিচ এই ধারণা ঠিক নহে। এই বস্তুগুলি প্রধানতঃ দৃশ্য; নয় কি?

নিশ্চয়।

তবে কি আত্মা এই প্রকার ভোগের দশাতেই দেহ দ্বারা পরিপূর্ণ দাসত্বে আবদ্ধ হয় না?

কেমন করিয়া?

এইরূপে—প্রত্যেক সুখ ও দুঃখ যেন গজাল লইয়া তাহাকে দেহের সহিত গজালে বিদ্ধ ও গ্রথিত করে ও তাহাকে দেহরূপী করিয়া তোলে; এবং তাহাকে ভাবিতে শিক্ষা দেয়, যে, দেহ যাহা-কিছু সত্য বলে, তাহাই সত্য। যেহেতু তখন দেহের মতই ইহার মত হইয়া দাঁড়ায়, এবং দেহ যাহাতে প্রীতি লাভ করে, ইহাও তাহাতেই প্রীতি লাভ করে; এই জন্যই আমার মনে হয়, যে, ইহা বাধ্য হইয়াই চরিত্রে ও গতিবিধিতে দেহের সহিত একীভূত হইয়া পড়ে। অপিচ এরূপ অবস্থায় সে কখনও শুদ্ধ থাকিয়া যমালয়ে উপনীত হইতে পারে না; প্রত্যুত সে নিয়ত দেহ দ্বারা কলুষিত হইয়া ইহলোক হইতে প্রস্থান করে; সুতরাং সে শীঘ্রই আবার অন্যদেহে পতিত হইয়া উপ্ত বীজের ন্যায় উহাতে অঙ্কুরিত হয়; এই কারণেই সে যাহা দৈব ও শুদ্ধ ও একরূপ, তাহার সহবাসের অধিকারী হয় না।

কেবীস বলিল, সোক্রাটীস, তুমি যাহা বলিতেছ, তাহা অতীব সত্য।

৩৪। কেবীস, যাহারা যথার্থই জ্ঞানপ্রিয়, তাহারা এই সকল কারণেই সংযমী ও বীর্য্যবান্; প্রাকৃতজন যে-সকল কারণ নির্দ্দেশ করে, সেজন্য নহে; না তুমিও তাহাই মনে কর?

ফাইডো

না, আমি কখনও সেরূপ মনে করি না।

না, তত্ত্বজ্ঞানী পুরুষের আত্মা এইরূপ ভাবিবে,—সে মনে করিবে না, যে, "তাহাকে বন্ধন হইতে মোচন করাই তত্ত্বজ্ঞানের কার্য্য, অথচ সে মুক্তি পাইয়াই পুনশ্চ সুখ ও দুঃখের দ্বারা বদ্ধ হইবে; এবং পীনেলপী (Penelope) যেমন দিবসে বস্ত্র বয়ন করিয়া রজনীতে তাহার তন্তুগুলি বিচ্ছিন্ন করিতেন, সে তাহার বিপরীত অন্তহীন নিষ্ফল কর্ম্মে ব্যাপৃত হইবে।" (৩৫) না, সে সুখ ও দুঃখ হইতে বিরাম লাভ করে; বিচারবুদ্ধির অনুগামী হইয়া তাহাতেই প্রতিষ্ঠিত থাকে; যাহা সত্য, দৈব ও মতামতের অতীত, তাহাই ধ্যান করে ও তাহা দ্বারাই পরিপুষ্ট হয়; সে ভাবে, যে, সে যতদিন জীবিত থাকিবে, এই প্রকারে জীবন ধারণ করাই তাহার কর্ত্তব্য, এবং যখন সে মরিবে, তখন যাহা তাহার সজাতি ও যাহা এই প্রকার সত্য, দৈব ও মতামতের অতীত, সে তাহারই সমীপে গমন করিবে, ও দৈহিক অশুভ হইতে নিষ্কৃতি পাইবে। হে সিম্মিয়াস ও কেবীস, যে-আত্মা এই প্রকার শিক্ষা পাইয়াছে ও ইহাই সাধন করিয়াছে, সে কখনও এই ভয়ে ভীত হইবে না, যে, দেহ হইতে

(৩৫) ইথাকার রাজা অডুসেয়ুস ট্রয়-বিজয়ের পরে স্বদেশাভিমুখে যাত্রা করিয়া দৈবদুর্ব্বিপাকে দশ বৎসরকাল দেশে দেশে ঘুরিয়া বেড়াইতেছিলেন। তাঁহার অনুপস্থিতিকালে কতিপয় নৃপতি তদীয় মহিষী পীনেলপীর পাণিপ্রার্থী হইয়া রাজবাটীতে আতিথ্য গ্রহণ করেন, এবং পানভোজনে মত্ত হইয়া ও বিবাহের জন্য নির্ব্বন্ধ করিয়া প্রোষিতভর্ত্তৃকা রাণীর জীবনকে দুর্ভর করিয়া তোলেন। পরিণয়ার্থী ভূপতিদিগকে অডুসেয়ুসের প্রত্যাগমন পর্য্যন্ত ভুলাইয়া রাখিবার উদ্দেশ্যে তিনি যে-কৌশল অবলম্বন করেন, উপরে তাহারই আভাস প্রদত্ত হইয়াছে। পীনেলপী একখানি বস্ত্র বয়ন করিতে আরম্ভ করেন, এবং বরদিগকে এই প্রতিশ্রুতি দেন, যে বয়ন সমাপ্ত হইলেই তিনি এক জনের সহিত পরিণীতা হইবেন। কিন্তু দিবসে তিনি যতটুকু বয়ন করিতেন, রাত্রিতে তাহা আবার খুলিয়া ফেলিতেন; সুতরাং বস্ত্রবয়ন কিছুতেই শেষ হইত না। আত্মাও পীনেলপীর ন্যায় বস্ত্র বয়ন করে—কিন্তু বিপরীত রূপে। তিনি পাতিব্রত্য রক্ষার্থ দিবসের বয়ন-কর্ম্ম, রজনীতে নষ্ট করিতেন; কিন্তু তত্ত্বজ্ঞান আত্মার মুক্তির জন্য যে-কামনার জাল বিচ্ছিন্ন করিতেছে, সে সযত্নে তাহাই আবার বুনিতেছে।

ফাইডোন

বিযুক্ত হইলে সে ছিন্নবিচ্ছিন্ন হইবে ও বায়ু দ্বারা প্রবাহিত ও সন্ত্রাসিত হইয়া প্রস্থান করিবে, এবং কোথাও কণামাত্র বর্ত্তমান থাকিবে না।

[পঞ্চত্রিংশ অধ্যায় —সোক্রাটীসের বাক্য শেষ হইলে সকলে কিয়ৎক্ষণ নিস্তব্ধ রহিল; তৎপরে সিম্মিয়াস ও কেবীসকে মৃদুস্বরে আলাপ করিতে দেখিয়া তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, তাহাদিগের মনে এখনও কোনও সংশয় আছে কি না। সিম্মিয়াস। হাঁ আছে; কিন্তু তোমার এই দুর্দ্দৈবের মধ্যে আমরা তোমাকে ত্যক্ত করিতে চাহি না। সোক্রাটীস। আমি আমার বর্ত্তমান অবস্থাটাকে মোটেই দুর্দ্দৈব মনে করি না; আমি পরম আনন্দে মৃত্যুর পরপারে যাত্রা করিতেছি; তোমাদের যাহা বলিবার আছে, বল। সিম্মিয়াস। তবে বলি। তুমি যে-প্রমাণ দিলে, তাহা আমার নিকটে পূর্ণাঙ্গ বলিয়া বোধ হইতেছে না।]

৩৫। সোক্রাটীস এইরূপ বলিলে অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত নিস্তব্ধতা বিরাজ করিতে লাগিল; তাঁহার মুখের ভাব দেখিয়া বোধ হইল, যে, তিনি নিজে পূর্ব্বোক্ত যুক্তিগুলি মনে মনে আলোচনা করিতেছেন; আমরাও অধিকাংশ তাহাই করিতেছিলাম। কেবীস ও সিম্মিয়াস কিয়ৎকাল পরস্পর আলাপ করিল; তাহা দেখিয়া সোক্রাটীস তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, কি? আমরা যে-সকল যুক্তি উত্থাপন করিয়াছি, তাহা তোমাদিগের নিকটে সম্পূর্ণ বলিয়া বোধ হইতেছে না? যদি কেহ এগুলি গভীরভাবে পরীক্ষা করে, তবে ইহাতে এখনও অনেক ত্রুটি ধরিতে পারিবে ও বহু সংশয়ের স্থল দেখিতে পাইবে। যদি এমন হয়, যে, তোমরা অন্য কোনও বিষয়ে আলোচনা করিতেছ, তবে আমার বলিবার কিছুই নাই; কিন্তু যদি এই উপস্থিত আলোচ্য বিষয়েই তোমাদিগের কিছু দুরূহ মনে হইয়া থাকে, তবে তাহা বলিতে তোমরা ইতস্ততঃ করিও না; যদি তোমাদিগের বোধ হয়, যে, যুক্তিগুলি আরও উৎকৃষ্টরূপে বিবৃত করা যাইতে পারে, তবে তোমরা নিজেরাই তাহা ব্যাখ্যা কর; এবং যদি তোমরা বিবেচনা কর, যে, আমি সঙ্গে থাকিলে তোমরা অধিকতর কৃতকার্য্য হইবে, তবে আমাকেও সঙ্গে লও।

তখন সিম্মিয়াস কহিল, আচ্ছা, সোক্রাটীস, আমি তোমাকে সত্য কথাই বলিতেছি। আমাদিগের প্রত্যেকেরই এক একটী দুরূহ সমস্যা

আছে, এবং প্রত্যেকেই অপরকে ঠেলিতেছে ও তোমাকে জিজ্ঞাসা করিতে বলিতেছে, যেহেতু সকলেই তোমার কথা শুনিতে উৎসুক ; কিন্তু এই উপস্থিত দুর্দ্দৈববশতঃ তোমার পক্ষে বা উহা অপ্রীতিকর হয়, এই ভয়ে আমরা তোমাকে ত্যক্ত করিতে কুণ্ঠিত হইতেছি। ফাইডোন

সোক্রাটীস ইহা শুনিয়া মৃদু মৃদু হাসিলেন, এবং কহিলেন, বাহাবা! সিম্মিয়াস, আমি যখন তোমাদিগকেই বুঝাইতে পারিলাম না, যে, আমি এই উপস্থিত ঘটনাটীকে মোটেই দুর্দ্দৈব বিবেচনা করিতেছি না, তখন অপর লোককে ইহা বুঝাইয়া দেওয়া কত কঠিন! তোমরা এই আশঙ্কা করিতেছ, যে, আমি জীবনে পূর্ব্বে যেমন ছিলাম, এক্ষণে তদপেক্ষা অধিকতর কটুস্বভাব হইয়াছি। দেখা যাইতেছে, যে, আমি তোমাদিগের নিকটে রাজহংস অপেক্ষা হীনতর ভবিষ্যদ্দর্শী বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছি। রাজহংসেরা যখন অনুভব করে, যে, তাহাদিগের মৃত্যু আসন্ন, তখন তাহারা পূর্ব্বে যেমন সঙ্গীত করিত, তাহা অপেক্ষা অতীব তারস্বরে মুহুর্মুহু সঙ্গীত করিতে থাকে; তাহারা এই জন্য আনন্দে বিহ্বল হইয়া সঙ্গীত করে, যে, তাহারা যে-দেবতার পরিচারক, তাঁহারই নিকটে গমন করিতেছে। লোকে মৃত্যুকে ভয় করে; এই জন্যই তাহারা রাজহংস সম্বন্ধে এই মিথ্যা কথা রটনা করে, ও বলে, যে, তাহারা মৃত্যুভয়ে বিলাপ করে, এবং শোকে মরিতে মরিতেও সঙ্গীত গাহে। তাহারা চিন্তা করিয়া দেখে না, যে, কোন পক্ষীই ক্ষুধার্ত্ত, বা শীতার্ত্ত বা অন্য কোনও দুঃখে কাতর হইয়া সঙ্গীত করে না, এমন কি, তাহাদিগের মতে যে-সকল পক্ষী দুঃখে পড়িয়া বিলাপসূচক সঙ্গীত করে,—যেমন বুলবুল, বাবুই, প্রভৃতি—তাহারাও নহে। আমার তো বোধ হয়, যে, এই সকল পক্ষী দুঃখে কাতর হইয়া গান করে না, রাজহংসেরাও নয়; আমি বরং বিবেচনা করি, যে, ইহারা আপলোদেবের পক্ষী, সুতরাং যমালয়ে যে-সুখ-সম্পদ্ রহিয়াছে, ভবিষ্যদ্দর্শী হইয়া তাহা পূর্ব্বেই দেখিতে ও জানিতে পারিয়াই ইহারা গান করে, এবং জীবনের ঐ অন্তিমদিনে পূর্ব্বাপেক্ষা গভীরতর আনন্দে উল্লসিত হয়। আমি বিশ্বাস করি, যে, আমি নিজেও রাজহংসদিগের সমশ্রেণীভুক্ত দাস, এবং একই দেবের পবিত্র সেবায়

ফাইডোন উৎসর্গীকৃত; আমিও আমার প্রভু হইতে উহাদিগের অপেক্ষা হীনতর ভবিষ্যদ্দৃষ্টি প্রাপ্ত হই নাই; এবং আমিও এই জীবন বিসর্জ্জন করিতে যাইয়া তাহাদিগের অপেক্ষা অধিকতর ম্রিয়মাণ হইতেছি না। অতএব, আমাকে ত্যক্ত করিবার কথা যদি বল, তবে, যতক্ষণ আথেন্সের একাদশ রাজপুরুষ অনুমতি দেন, ততক্ষণ তোমাদিগের যাহা ইচ্ছা বলিতে ও জিজ্ঞাসা করিতে পার।

সিম্মিয়াস কহিল, তুমি বেশ বলিয়াছ। আমি কি অভাব বোধ করিতেছি, তাহা তোমাকে বলিতেছি, এবং এই কেবীসও বলিবে, সে কেন তোমার যুক্তিতে সন্তুষ্ট হইতে পারিতেছে না। সোক্রাটীস, আমার মনে হয়, এবং হয় তো তোমারও মনে হয়, যে, ইহজীবনে এই সকল তত্ত্ব স্পষ্টরূপে অবগত হওয়া অসম্ভব, অথবা অত্যন্ত কঠিন; তথাপি, এ সম্বন্ধে যাহা উক্ত হইয়াছে, যে-ব্যক্তি সর্ব্ব প্রকারে তাহা পরীক্ষা না করে, এবং সকল দিক্ হইতে বিষয়টী বিচার করিয়া, তবে উহা ছাড়িতে হইবে, এই সংকল্প না করিয়াই যে পূর্ব্বেই এই আলোচনা হইতে প্রতিনিবৃত্ত হয়, সে নিতান্ত কাপুরুষ। এক্ষেত্রে আমাদিগের এই দুইয়ের একটী করা কর্ত্তব্য—হয় আমাদিগকে প্রকৃত তত্ত্বটী অপরের নিকটে শিক্ষা করিতে হইবে, না হয় উহা স্বয়ং আবিষ্কার করিতে হইবে; অথবা যদি তাহা অসাধ্য হয়, তবে সর্ব্বোত্তম ও সর্ব্বাপেক্ষা অকাট্য মানবীয় মত অবলম্বন করিয়া, লোকে যেমন ভেলায় চড়িয়া সমুদ্রে যাত্রা করে, তেমনি এই মতরূপ ভেলা লইয়া আমাদিগকে বিপদ্-সঙ্কুল জীবন-সাগরে যাত্রা করিতে হইবে—যদি আমরা এমন দৃঢ়তর তরণী প্রাপ্ত না হই, (অর্থাৎ) যদি আমরা কোনও দেবতার বাণী (৩৬) শুনিতে না পাই, যাহার সাহায্যে আমরা অধিকতর নির্ব্বিঘ্নে ও নিরাপদে এই যাত্রা সম্পন্ন করিতে সমর্থ হইব। অতএব, তুমি যাহা বলিতেছ, তাহার পরে এক্ষণে তোমাকে এই প্রশ্ন করিতে আমি লজ্জা বোধ করিতেছি না; কেন না, তাহা হইলে উত্তরকালে আমি আপনাকে এই জন্য দোষী মনে করিব না, যে, আমি এখন যাহা ভাবিতেছি, তাহা তোমাকে বলি নাই। কারণ, সোক্রাটীস,

(৩৬) যেমন অর্ফেয়ুস-সম্প্রদায়ের পরম্পরাগত মত।

ফাইডোন

আমি যখন নিজের মনে ও এই কেবীসের সহিত তোমার যুক্তিগুলি পরীক্ষা করিতেছি, তখন, আমার তো এমন বোধ হইতেছে না, যে তুমি যাহা বলিয়াছ, তাহা খুবই যথেষ্ট।

[ষট্‌ত্রিংশ অধ্যায়—সিম্মিয়াস তাঁহার আপত্তি বিবৃত করিলেন। দেহ ও আত্মা সম্বন্ধে যাহা উক্ত হইয়াছে, বীণা ও সংবাদিতা সম্বন্ধেও তাহাই বলা যাইতে পারে; দেহ ও বীণা উভয়ই দৃশ্য, বিমিশ্র, জড়ীয় ও নশ্বর; এবং সংবাদিতা আত্মার ন্যায়, অদৃশ্য, অজড়, অপার্থিব ও সুন্দর। তবে কি বীণা ধ্বংস হইলেও সংবাদিতা বর্ত্তমান থাকে? না, থাকে না। আত্মাও তো বিবিধ জড়ীয় উপাদানের সংমিশ্রণজনিত সমন্বয় বা সংবাদিতা; সুতরাং দেহ বিনষ্ট হইলে আত্মা কেন লয় প্রাপ্ত হইবে না?]

৩৬। তখন সোক্রাটীস বলিলেন, হে সখে, তুমি যেরূপ মনে করিতেছ, তাহাই হয় তো সত্য, তথাপি বল, যুক্তিগুলি কোন্ স্থলে অসম্পূর্ণ।

সে বলিল, আমার নিকটে উহা এই স্থলে অসম্পূর্ণ বোধ হইতেছে—একব্যক্তি সংবাদিতা (harmony), এবং বীণা ও বীণার তার সম্বন্ধে ঠিক এই যুক্তি উপস্থিত করিতে পারে; সে বলিতে পারে, যে, সুরে-বাঁধা বীণার সংবাদিতা অদৃশ্য, অশরীরী, পরম সুন্দর ও দৈব, কিন্তু বীণা ও বীণার তার শরীরী, জড়রূপী, বিমিশ্র, পার্থিব ও মরণধর্ম্মীর সজাতি। এখন, যখন বীণাটী ভাঙ্গিয়া যায়, কিংবা কেহ তারগুলি কাটিয়া বা ছিঁড়িয়া ফেলে, তখন যদি কোনও ব্যক্তি তোমারই মত এই একই যুক্তি দৃঢ়তার সহিত প্রয়োগ করিয়া বলে, যে, ঐ সংবাদিতা নিশ্চয়ই বিদ্যমান আছে, উহা বিনষ্ট হয় নাই; যেহেতু ইহা কখনও সম্ভবপর নয়, যে, যদিচ বীণা ও বীণার তারগুলি ধ্বংসশীল, তথাপি সেই তারগুলি ছিন্ন হইলেও বীণা ও তাহার তার বর্ত্তমান থাকিবে, আর যে-সংবাদিতা দৈব ও অমরের সমস্বভাব ও সজাতি, তাহাই নশ্বর বীণাটীর পূর্ব্বেই বিনষ্ট হইবে; সে বলিতে পারে, যে, এই সংবাদিতা নিশ্চয়ই এখনও কোথাও বিদ্যমান আছে, এবং উহার পক্ষে কিছু ঘটিবার পূর্ব্বেই কাষ্ঠখণ্ড ও তারগুলি জীর্ণ ও ক্ষয়প্রাপ্ত হইবে। এখন, সোক্রাটীস, আমার তো বোধ হয়, যে, তুমি নিজেও জান, যে, আমরা বিশ্বাস করি, আত্মা খুব সম্ভব এই প্রকার একটা

ফাইডোন কিছু—আমাদিগের দেহ যেমন উত্তপ্ত, শীতল, শুষ্ক, আর্দ্র ও এই প্রকার অন্যান্য উপাদান দ্বারা দৃঢ়ীকৃত ও বিধৃত, তেমনি এই সকল উপাদান যখন পরস্পরের সহিত সুস্বরূপে যথোপযুক্ত মাত্রায় মিশ্রিত থাকে, তখন আমাদিগের আত্মাও উহাদিগেরই মিশ্রণ ও সংবাদিতা (বা সমন্বয়)। অতএব, আত্মা যদি এই প্রকার সংবাদিতা হয়, তবে ইহা সুস্পষ্ট, যে, যখন আমাদিগের দেহ এই মাত্রা হারাইয়া শিথিল হইয়া পড়ে, কিংবা রোগ ও অন্যান্য আপদ্ দ্বারা বিপর্য্যস্ত হয়, তখন আত্মাও পরম দৈব পদার্থ হইলেও অবশ্যই তৎক্ষণাৎ বিনষ্ট হয়; যেমন সুস্বরলহরীনিহিত ও যাবতীয় শিল্পকলাজাত অন্যান্য সংবাদিতা অন্তর্হিত হইয়া থাকে, (আত্মাও সেইরূপ ধ্বংস প্রাপ্ত হয়;) কিন্তু প্রত্যেক দেহের অবশিষ্ট অংশগুলি দগ্ধ হইয়া বা পচিয়া না যাওয়া পর্য্যন্ত দীর্ঘকাল বর্ত্তমান থাকে। তুমি তবে ভাবিয়া দেখ, যে, যদি কেহ বলে, যে, আত্মা দৈহিক উপাদানের মিশ্রণে রচিত, সুতরাং যাহা মৃত্যু বলিয়া অভিহিত, তাহাতে আত্মাই প্রথমে বিনষ্ট হয়, তাহা হইলে আমরা তাহার এই যুক্তির উত্তরে কি বলিব।

[সপ্তত্রিংশ অধ্যায় —সিম্মিয়াসের কথার উত্তর দিবার পূর্ব্বে সোক্রাটীস কেবীসের আপত্তি শুনিতে চাহিলেন। কেবীস। আমি স্বীকার করি, যে, আত্মা দেহধারণের পূর্ব্বে বর্ত্তমান ছিল; কিন্তু এযাবৎ ইহার অধিক কিছুই প্রমাণিত হয় নাই। আমি যে সিম্মিয়াসের আপত্তি মানি, তাহা নহে; কিন্তু আমরা শুধু এতটুকু প্রতিপন্ন করিয়াছি, যে, আত্মা দেহ অপেক্ষা দীর্ঘকালস্থায়ী। তন্তুবায়ের দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক্। একজন তন্তুবায় জীবনে অনেক বসন বয়ন ও পরিধান করে, কিন্তু শেষ বস্ত্রখানি জীর্ণ হইবার পূর্ব্বেই সে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। তেমনি আত্মা হয় তো ইহজীবনে পুনঃপুনঃ জীর্ণ দেহের সংস্কার সাধন করে, কিন্তু মৃত্যুর পরে সে বিনষ্ট হইয়া যায়, অথচ সর্ব্বশেষ সংস্কার দ্বারা যে-দেহ নবীভূত হইয়াছিল, তাহা বর্ত্তমান থাকে। আমি ইহা অপেক্ষাও অধিক স্বীকার করিতে প্রস্তুত আছি। আমি মানিয়া লইতেছি, যে, আত্মা জন্মে জন্মে বস্ত্রের ন্যায় বহু দেহ ধারণ করে, এবং এক একটী দেহ ত্যাগ করিয়া পরলোকে বিদ্যমান থাকে। কিন্তু ইহাতে আমরা নিঃসন্দেহে এমন বলিতে পারি না, যে, আত্মা ক্রমে ক্রমে ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়া শেষ দেহ বিনষ্ট হইবার পূর্ব্বেই বিলুপ্ত হইবে না। আত্মা স্বরূপতঃ শাশ্বত ও অবিনশ্বর, ইহা প্রমাণিত করিতে না পারিলে আমাদিগের অমৃতত্বের আশা বৃথা।]

৩৭। তখন সোক্রাটীস, সচরাচর তিনি যেমন করিতেন, তেমনি আমাদিগের প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টিপাত করিয়া এবং ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন, সিম্মিয়াস সঙ্গত কথাই বলিতেছে; তোমাদিগের মধ্যে যদি আমার অপেক্ষা ক্ষিপ্রতর কেহ থাকে, তবে সে কেন উত্তর দিতেছে না? কেন না, সিম্মিয়াস তর্কে বড় তুচ্ছ প্রতিদ্বন্দ্বী বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছে না। কিন্তু আমার মনে হয়, যে তাহার কথার উত্তর দিবার পূর্ব্বে আমাদিগের শুনা কর্ত্তব্য, যে কেবীস আমার যুক্তিতে কি ত্রুটি পাইয়াছে; তাহা হইলে আমরা এই অবসরে ভাবিতে পারিব, যে, কি উত্তর দিতে হইবে। তাহাদিগের দুই জনের আপত্তি শুনিয়া যদি আমরা উভয়ের মধ্যে ঐকতান দেখিতে পাই, তবে আমরা পরাজয় মানিব; আর যদি ঐকতান না থাকে, তবে আমরা কাজেই আমাদিগের যুক্তির সমর্থন করিব। তিনি বলিলেন, কেবীস, এস, বল দেখি, এই যুক্তিতে এমন কি আছে, যাহা তোমাকে উদ্বিগ্ন [ও সংশয়াকুল] করিয়াছে?

কাইতোন

সে, কেবীস, কহিল, আচ্ছা, আমি বলিতেছি। আমার বোধ হইতেছে, যে, যুক্তিটী যেখানে ছিল, সেখানেই আছে, এবং পূর্ব্বে আমরা ইহার বিরুদ্ধে যে-আপত্তি করিয়াছি, এখনও সেই আপত্তিই বর্ত্তমান। কেন না, আমাদিগের আত্মা যে এই মানবীয় রূপ পরিগ্রহ করিবার পূর্ব্বেও বিদ্যমান ছিল, ইহা আমরা প্রত্যাহার করিতেছি না; ইহা অতি নিপুণভাবে, এবং যদি একথা বলা আমার পক্ষে ধৃষ্টতা না হয়, অতি সম্পূর্ণরূপেই প্রতিপন্ন হইয়াছে। কিন্তু আমরা মরিলেও যে আত্মা বিদ্যমান থাকিবে, তাহা সেইরূপ প্রমাণিত হইয়াছে বলিয়া আমার বোধ হইতেছে না। আত্মা দেহ অপেক্ষা অধিকতর বলিষ্ঠ ও দীর্ঘকালস্থায়ী নয়, সিম্মিয়াসের এই আপত্তিতে আমি সায় দিতে পারিতেছি না; কারণ আমার মনে হয়, এই সমুদায় বিষয়ে আত্মা দেহ অপেক্ষা বহু গুণে শ্রেষ্ঠ। এখন, এই যুক্তিটী বলিতে পারে, 'আচ্ছা, যখন তুমি দেখিতে পাইতেছ, যে, মানুষ মরিলেও তাহার দুর্ব্বলতর অংশ বর্ত্তমান থাকে, তখন তুমি এখনও কি সংশয় পোষণ করিতেছ? তোমার কি বোধ হয় না, যে, যাহা বহুগুণে দীর্ঘকালস্থায়ী, তাহা নিশ্চয়ই ঠিক সমপরিমাণকাল রক্ষা পাইবে?'

ফাইডোন অতএব ভাবিয়া দেখ, যে, আমি যাহা বলিতেছি, তাহার কোনও মূল্য আছে কি না। আমার মনে হয়, যে, সিম্মিয়াসের ন্যায় আমারও একটী রূপকের আবশ্যক। আমি বোধ করি, যে, তুমি যে-যুক্তি উপস্থিত করিয়াছ, কোন বৃদ্ধ তন্তুবায়ের মৃত্যু হইলে একজন ঠিক সেই যুক্তি দিতে পারে; সে বলিতে পারে, যে, ঐ ব্যক্তি বিনষ্ট হয় নাই, কিন্তু কোন স্থানে নিরাপদে বর্ত্তমান রহিয়াছে; সে তাহার এই প্রমাণ উপস্থিত করিবে, যে, ঐ তন্তুবায় যে-বসন বয়ন ও পরিধান করিত, তাহা এখনও অক্ষত আছে, তাহা নষ্ট হয় নাই; যদি কেহ তাহার কথা অবিশ্বাস করে, তবে সে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিবে, মানুষ, ও যে-বসনখণ্ড ব্যবহৃত ও জীর্ণ হইতেছে, এই উভয়ের মধ্যে কোন্‌টী অধিকতর দীর্ঘকালস্থায়ী? যদি এই সংশয়বাদী প্রত্যুত্তর দেয়, যে, মানুষ বহুগুণে দীর্ঘকালস্থায়ী, তবে সে ভাবিবে, যে, ইহা নিঃসংশয়ে প্রতিপন্ন হইল, যে, ঐ তন্তুবায় নিশ্চয়ই নিরাপদে বিদ্যমান আছে; যেহেতু, যাহা অল্পকালস্থায়ী, তাহাই বিনষ্ট হয় নাই। কিন্তু, সিম্মিয়াস, আমি বিবেচন করি, যে, একথা সত্য নহে; আমি যাহা বলিতেছি, তুমিও তাহা বিচার করিয়া দেখ। যেহেতু, সকলেই বুঝিতে পারে, যে, যে-ব্যক্তি এই প্রকার বলে, সে অর্থহীন কথা বলে। কেন না, উক্ত তন্তুবায় নিজে এই প্রকারে অনেক বসন বয়ন ও পরিধান করিয়া জীর্ণ করিয়াছে, এবং বোধ করি পরিশেষে শেষ বসনখানি জীর্ণ হইবার পূর্ব্বে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে; কিন্তু এই হেতু মানুষ কখনই তাহার বসন অপেক্ষা নিকৃষ্ট বা দুর্ব্বল নহে। আমার মনে হয়, যে, দেহের সহিত আত্মার সম্বন্ধও এই রূপক দ্বারা প্রকাশ করা যাইতে পারে। যদি কেহ আত্মা ও দেহ সম্বন্ধে ঠিক এই কথাই বলে; যদি সে বলে, যে, আত্মা বহুকালস্থায়ী, কিন্তু দেহ তদপেক্ষা দুর্ব্বল ও অল্পকালস্থায়ী, তবে আমার বিবেচনায় সে সঙ্গত কথাই বলে। কিন্তু সে বলিতে পারে, প্রত্যেক আত্মা বহু দেহ ধারণ ও জীর্ণ করে, বিশেষতঃ যদি তাহা বহু বৎসর বাঁচিয়া থাকে। কারণ, যদি একথা সত্য হয়, যে, মানুষের জীবদ্দশাতেই দেহ প্রতিনিয়ত পরিবর্ত্তিত ও বিনষ্ট হইতেছে, আর আত্মা সর্ব্বদা উহার জীর্ণ অংশ সংস্কার করিতেছে; তবে ইহাও

কাইডোন

একান্ত নিশ্চিত, যে, আত্মা যখনই বিনষ্ট হউক না কেন, উহা তখন তাহার শেষ বসন পরিধান করিয়া থাকে; এবং কেবল ঐ শেষ বসনের পূর্ব্বে বিনষ্ট হয়। কিন্তু আত্মা বিনষ্ট হইলেই দেহের স্বভাবসিদ্ধ দুর্ব্বলতা প্রকাশ হইয়া পড়ে, এবং উহা অচিরে পচিয়া ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। সুতরাং এখনও এই যুক্তির উপরে নির্ভর করিয়া আমাদিগের পক্ষে আশ্বস্ত হওয়া সঙ্গত হইবে না, যে আমরা যখন মরিব, তখনও আমাদিগের আত্মা কোথাও বর্ত্তমান থাকিবে। তুমি যে-যুক্তি উপস্থিত করিয়াছ, কোনও প্রতিপক্ষ ঠিক সেই যুক্তি উপস্থিত করিলে একজন ইহা অপেক্ষাও অধিক স্বীকার করিয়া লইতে পারে; সে মানিয়া লইতে পারে, যে, আমাদিগের আত্মা যে আমাদিগের জন্মের পূর্ব্বেও বিদ্যমান ছিল, শুধু তাহাই নহে; ইহাও মানিতে বাধা নাই, যে, আমাদিগের মৃত্যুর পরেও কোন কোনও আত্মা বর্ত্তমান থাকে, বর্ত্তমান থাকিবে এবং বারংবার জন্মগ্রহণ করিবে ও আবার মৃত্যুমুখে পতিত হইবে। কেন না, আত্মা স্বভাবতঃই এমন বলিষ্ঠ, যে, উহা পুনঃপুনঃ জন্মগ্রহণ সহিতে পারে। ঐ ব্যক্তি ইহা মানিয়া লইলেও একথা স্বীকার না করিতে পারে, যে, আত্মা পুনঃপুনঃ জন্মগ্রহণ করিয়া ক্ষয় পায় না, এবং পরিশেষে এই সকল মৃত্যুর কোন একটীতে সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট হয় না। সে বলিতে পারে, যে, আত্মার এই মৃত্যু, দেহ হইতে আত্মার এই বিচ্ছেদ—যাহা আত্মার ধ্বংস আনয়ন করে—কবে উপস্থিত হইবে, তাহা কেহই জানে না, কারণ উহা অবগত হওয়া আমাদিগের সকলের পক্ষেই অসাধ্য। এখন, যদি ইহা সত্য হয়, তবে নির্ব্বোধের মত নির্ভীক না হইলে কেহই নির্ভয়ে মৃত্যুর সম্মুখীন হইতে পারে না, যদি না সে প্রমাণ করিতে পারে, যে, আত্মা সর্ব্বতোভাবে অমর ও অবিনশ্বর। নতুবা (আত্মা অমর ও অবিনশ্বর বলিয়া প্রমাণ করিতে না পারিলে) ইহা অবশ্যম্ভাবী, যে, যখনই কেহ মরিতে চলিবে, তখনই তাহার আত্মা সম্বন্ধে এই ভয় হইবে, যে, উহা দেহ হইতে এক্ষণে বিযুক্ত হইলে বুঝি একেবারেই বিনাশ পাইবে।

[অষ্টত্রিংশ অধ্যায়—পূর্ব্বোক্ত আপত্তিগুলি শুনিয়া শ্রোতৃবর্গের মনে কি ত্রাস ও সংশয়ের সঞ্চার হইয়াছিল, তাহা বর্ণনা করিয়া ফাইডোন সোক্রাটাসের ধীরতা, নির্ভীকতা

ফাইডোন ও প্রফুল্লচিত্ততার প্রশংসা করিলেন। বিচারের এই বিরামকালে সোক্রাটীস কিরূপে ফাইডোনকে আদর করিতেছিলেন, এবং তাঁহাদিগের দুই জনের মধ্যে কি কথোপকথন হইয়াছিল, তাহাও বিবৃত হইল। (এই চিত্র উপস্থিত করিয়া প্লেটো যেন পাঠকদিগকে বলিয়া দিতেছেন, সোক্রাটীস স্বয়ং আত্মার অমরত্ববিষয়ক বিচারের সাক্ষাৎ প্রতিমূর্ত্তি ও জাজ্বল্যমান প্রমাণ।)]

[এখানে একটী বিষয় লক্ষ্য করিবার আছে। আত্মার অমরত্ব সম্বন্ধে এতক্ষণ যে-আলোচনা চলিতেছিল, তাহা এক সঙ্কটস্থলে উপনীত হইয়াছে, সুতরাং সমস্তাটী পুনশ্চ প্রথমাবধি শূক্ষ্মরূপে বিচার করিয়া দেখিতে হইবে—ইহা বুঝাইবার জন্তই প্লেটো বর্ত্তমান অধ্যায়ের মনোহর দৃশ্যটী অঙ্কিত করিয়াছেন।]

৩৮। আমরা যেমন পরে পরস্পরকে বলিয়াছিলাম, ইহাদিগের কথা শুনিয়া আমরা সকলেই অস্বস্তি বোধ করিতে লাগিলাম; কারণ, পূর্ব্বের যুক্তি দ্বারা আমাদিগের গভীর প্রত্যয় জন্মিয়াছিল; কিন্তু এক্ষণে বোধ হইল, যে, তাহা আবার বিপর্য্যস্ত হইয়াছে; এবং যে-সকল যুক্তি পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছিল, কেবল তাহাতেই যে আমাদিগের অবিশ্বাস উৎপন্ন হইল, তাহা নহে; কিন্তু ইহার পরে যে-সকল যুক্তি উপস্থিত করা যাইবে, তাহাতেও আমাদিগের আস্থা রহিল না; আমাদিগের এই সংশয় জন্মিল, যে, আমরা বুঝি অকর্ম্মণ্য বিচারক, এবং এই ব্যাপারটাতে বিশ্বাসের ভিত্তি কিছুই নাই।

এথেক্রাটীস—হাঁ, ফাইডোন, দেবতার নামে বলিতেছি, আমি তোমাদিগের অবস্থাটা বুঝিতে পারিতেছি। কেন না, এক্ষণে তোমার কথা শুনিয়া আমি নিজেই আপনাকে জিজ্ঞাসা করিতে যাইতেছিলাম, 'অতঃপর তবে আর কোন্ যুক্তিতে বিশ্বাস স্থাপন করিব? সোক্রাটীস যে-যুক্তি প্রদান করিয়াছিলেন, তাহা কেমন প্রত্যয় জন্মাইবার উপযোগী ছিল, অথচ তাহাই এক্ষণে বিশ্বাসের অযোগ্য হইয়া পড়িয়াছে।' কারণ, আমাদিগের আত্মা যে একপ্রকার সংবাদিতা, এই মত আশ্চর্য্যরূপে চিরদিন আমাকে অধিকার করিয়াছিল ও এখনও অধিকার করিয়া আছে; এবং তুমি ইহার উল্লেখ করিয়া আমাকে স্মরণ করাইয়া দিলে, যে আমি নিজেও এই মত পোষণ করিতাম। এখন আবার প্রথমাবধি আমার

ফাইডোন

এমন অন্য যুক্তির একান্ত আবশ্যক, যদ্দ্বারা আমি বুঝিতে পারিব, যে, কেহ মরিলে সঙ্গে সঙ্গে তাহার আত্মাও মরে না। অতএব, জেয়ুসের দিব্য, আমায় বল, সোক্রাটীস কিরূপে এই আলোচনার অনুসরণ করিলেন? তুমি যেমন বলিতেছ, যে তোমরা বিচলিত হইয়া উঠিয়াছিলে, তিনিও কি তেমনি সুস্পষ্টই বিচলিত হইয়াছিলেন? না বিচলিত হন নাই? তিনি কি শান্তভাবে তাঁহারা যুক্তির সমর্থনে অগ্রসর হইয়াছিলেন? তিনি কি তাঁহার যুক্তিকে যথোচিতরূপে সমর্থন করিতে পারিয়াছিলেন, না তাহা পারেন নাই? তুমি যতদূর সূক্ষ্মরূপে পার, আমার নিকটে সমুদায় বর্ণনা কর।

ফাইডোন—এথেক্রাটীস, আমি বহুবারই সোক্রাটীসকে দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছি; কিন্তু সেই সময়ে আমি তাঁহার নিকটে উপস্থিত থাকিয়া তাঁহাকে যেমন সাধুবাদ করিয়াছি, এমন আর কখনও করি নাই। তাঁহার যে উত্তর দিবার একটা কিছু ছিল, তাহা হয় তো কিছুই আশ্চর্য্য নয়; কিন্তু আমি যেজন্য তাঁহার ব্যবহারে সাতিশয় বিস্ময়াপন্ন হইয়াছিলাম, তাহা এই—প্রথমতঃ তিনি কেমন প্রসন্নচিত্তে, সস্নেহে ও সসম্ভ্রমে যুবকদিগের যুক্তিগুলি শুনিলেন; তৎপরে তিনি কেমন তৎপরতার সহিত বুঝিয়া ফেলিলেন, যে, ঐ যুক্তিগুলি দ্বারা আমরা কিরূপ আঘাত প্রাপ্ত হইয়াছি; পরিশেষে তিনি কেমন সুন্দররূপে আমাদিগকে আরোগ্য প্রদান করিলেন, এবং পরাজিত ও পলায়নপর সেনার মত আমাদিগকে আপনার নিকটে আহ্বান করিয়া তাঁহার অনুগামী হইতে ও যুক্তিটী পরীক্ষা করিতে উৎসাহ দিতে লাগিলেন।

এথে—কিরূপে?

ফাই—আমি বলিতেছি। আমি তাঁহার দক্ষিণদিকে শয্যার পার্শ্বে একখানি চৌকির উপরে বসিয়াছিলাম, তিনি আমার আসন অপেক্ষা অনেক উচ্চ খট্টাতে আসীন ছিলেন। তিনি আমার শিরে হাত বুলাইয়া এবং আমার গ্রীবার উপরে লম্বমান কেশগুচ্ছ একত্র ধরিয়া আমাকে আদর করিতে লাগিলেন—তাঁহার অভ্যাসই এই ছিল, যে অনেক সময়েই তিনি আমার কেশ লইয়া খেলা করিতেন—এবং আদর করিতে করিতে

ফাইডোন

কহিলেন, ফাইডোন, আগামী কল্য হয় তো তুমি এই সুন্দর কেশগুলি কাটিয়া ফেলিবে। (৩৭) আমি বলিলাম, হাঁ, সোক্রাটীস, সেইরূপই তো বোধ হয়।

যদি তুমি আমার কথা শুন, তবে তুমি তাহা করিবে না।

আমি বলিলাম, আচ্ছা, কেন করিব না ?

তিনি বলিলেন, যদি আমাদিগের যুক্তি পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হয়, এবং আমরা তাহাকে পুনরুজ্জীবিত করিতে না পারি, তবে অদ্যই আমি আমার কেশ ছেদন করিব, এবং তুমিও তোমার কেশ ছেদন করিবে। আর, আমি যদি তুমি হইতাম, এবং যুক্তিটী যদি আমার হাত এড়াইয়া যাইত, তবে আমি আর্গস-বাসীদিগের ন্যায় (৩৮) শপথ করিতাম, যে আমি যতদিন না পুনরায় সংগ্রামে লিপ্ত হইয়া সিম্মিয়াস ও কেবীসের যুক্তি পরাজিত করিব, ততদিন আমি দীর্ঘ কেশ রাখিব না।

আমি বলিলাম, কিন্তু প্রবাদ আছে, যে স্বয়ং হীরাক্লীসও দুইজনের সমকক্ষ নহেন।

তিনি বলিলেন, তবে এখনও যতক্ষণ আলোক আছে, (৩৯) আমাকে ইয়লেওসরূপে তোমার সাহায্যার্থ আহ্বান কর। (৪০)

আমি বলিলাম, তবে তোমাকে আহ্বান করিতেছি—হীরাক্লীস যেমন ইয়লেওসকে আহ্বান করিতেন, সেরূপ নয়, কিন্তু ইয়লেওস যেমন হীরাক্লীসকে আহ্বান করিতেন, সেইরূপ।

(৩৭) গ্রীকেরা প্রিয়জনের মৃত্যুতে কেশ কর্ত্তন করিত। প্রথম খণ্ড, ১১৩ পৃষ্ঠা।

(৩৮) আর্গসের অধিবাসীরা স্পার্টান্‌দিগের হস্ত হইতে থুরেয়াই নামক গ্রাম উদ্ধার করিতে অক্ষম হইয়া এই শপথ করিয়াছিল, যে যতদিন তাহারা পুনরায় উহা জয় করিতে সমর্থ না হইবে, তত দিন দীর্ঘ কেশ ধারণ করিবে না। (Herod. I. 82)।

(৩৯) সূর্য্যাস্ত হইবামাত্র তাঁহাকে বিষ পান করিতে হইবে।

(৪০) গ্রীক বীর হীরাক্লীস বারিবাসী শতফণী সর্পের সহিত সংগ্রাম করিবার কালে এক বৃহৎ কর্কট দ্বারা আক্রান্ত হইয়া স্বীয় ভ্রাতুষ্পুত্র এবং বিশ্বস্ত সহচর ও সারথি ইয়লেওসকে সাহায্যার্থ আহ্বান করিয়াছিলেন। প্লেটোর Euthydemus (297C) নামক নিবন্ধে এই আখ্যায়িকার রূপক ব্যাখ্যা আছে।

তিনি বলিলেন,উভয়ে কিছুই পার্থক্য নাই।　　ফাইডোন

[উনচত্বারিংশ অধ্যায়—সোক্রাটীস বলিলেন, ফাইডোন, আমরা যেন সাবধান থাকি, যে, লোকে যেরূপে মানববিদ্বেষী হইয়া উঠে, আমরা সেইরূপে বিচারবিদ্বেষী না হই। তাহারা দুই চারি ব্যক্তিকে একান্ত মন্দ দেখিয়াই এই সিদ্ধান্ত করিয়া বসে, যে, সংসারের সকলেই একান্ত মন্দ; কিন্তু প্রকৃত কথা এই, যে অত্যন্ত ভাল ও অত্যন্ত মন্দ, এই দুই প্রকার মানুষের সংখ্যাই খুব অল্প। বিচার সম্বন্ধেও এই নিয়ম খাটে। আমাদিগের একটা যুক্তি মিথ্যা প্রতিপন্ন হইয়াছে বলিয়াই যে সকল যুক্তিই মিথ্যা, এমন নহে। কিন্তু অনেক কুতার্কিক তাহাই ভাবে; তাহারা বলিয়া বেড়ায়, যে, বিশ্বে নিশ্চিত সত্য কিছুই নাই। যদি সত্য বলিয়া কোন পদার্থ থাকে, এবং তাহা অবগত হওয়া আমাদিগের পক্ষে সম্ভবপর হয়, তবে নিজের দোষ না দেখিয়া তত্ত্বজ্ঞানের প্রতি দোষারোপ করিয়া তাহাতে বঞ্চিত থাকিয়া যাওয়া নিতান্তই পরিতাপের বিষয়।]

৩৯। কিন্তু প্রথমেই আমরা সতর্ক হই, যে আমরা যেন একটা ভুল না করি।

আমি বলিলাম, কিপ্রকার ভুল ?

তিনি বলিলেন, লোকে যেমন মানববিদ্বেষী হয়, আমরা যেন তেমনি বিচারবিদ্বেষী না হই, কারণ (তিনি বলিলেন) বিচারবিদ্বেষের অপেক্ষা গুরুতর অকল্যাণ মানুষের পক্ষে আর কিছুই নাই। বিচারবিদ্বেষ ও মানববিদ্বেষ একই কারণ হইতে উদ্ভূত হয়। মানববিদ্বেষ লোকের অন্তরে এইরূপে প্রবেশ করে—যখন কেহ মানবচরিত্রে অনভিজ্ঞ হইয়াও অপর একজনের প্রতি গভীর বিশ্বাস স্থাপন করে, এবং বিবেচনা করে, যে ঐ ব্যক্তি সম্পূর্ণরূপে সত্যনিষ্ঠ, সরল ও বিশ্বাসযোগ্য ; তৎপরে যখন সে দেখিতে পায়, যে, লোকটী পাপিষ্ঠ ও বিশ্বাসের অযোগ্য ; যখন বারংবারই এইরূপ ঘটিতে থাকে ; যখন সে পুনঃপুনঃ এই অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে ; বিশেষতঃ যাহারা তাহার নিকটতম ও প্রিয়তম, তাহাদিগের নিকটেও যখন সে এইপ্রকার ব্যবহার পাইতে থাকে ; তখন সে ইহাদিগের সহিত বারংবার কলহে লিপ্ত হইয়া পরিশেষে সকলকেই বিদ্বেষ করিতে আরম্ভ করে, এবং ভাবে, যে, সংসারে কোন লোকের

ফাইডোন মধ্যেই ভাল কিছুই নাই। তুমি কি দেখ নাই, যে মানববিদ্বেষ এইরূপে উৎপন্ন হইয়াছে ?

আমি বলিলাম, হাঁ নিশ্চয় দেখিয়াছি।

তিনি বলিলেন, ইহা কি লজ্জার বিষয় নয় ? ইহা কি সুস্পষ্ট নয়, যে এই ব্যক্তি মানবপ্রকৃতিতে অনভিজ্ঞ হইয়াও মানুষের সংস্পর্শে যাইতে চেষ্টা করে ? যদি সে অভিজ্ঞতা লইয়া লোকের সংস্রবে যাইত, তবে প্রকৃত অবস্থাটা যাহা, সে সেইরূপই ভাবিত ; সে ভাবিত, যে, সাধু ও অসাধু লোকের সংখ্যা অত্যল্প, যাহারা এই দুইয়ের মধ্যবর্ত্তী, তাহাদিগের সংখ্যাই অত্যন্ত অধিক।

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, তুমি যাহা বলিতেছ, তাহার অর্থ কি ?

তিনি বলিলেন, অতি ক্ষুদ্র ও অতি বৃহৎ পদার্থ সম্বন্ধে যেমন, এ সম্বন্ধেও সেইরূপ। তুমি ভাব দেখি, অতি বৃহৎ বা অতি ক্ষুদ্র মানুষ বা কুকুর বা এই প্রকার অন্য কিছু অপেক্ষা বিরলতর আর কি পাওয়া যাইতে পারে ? অথবা অতি দ্রুতগামী বা অতি মন্দগতি, অতি অধম বা অতি মহৎ, অতি শ্বেত বা অতি কৃষ্ণ অপেক্ষা বিরলতর আর কি আছে ? তুমি কি দেখ নাই, যে এই গুলির উভয়দিকেই শেষ সীমায় সংখ্যা বিরল ও অল্প, কিন্তু মধ্যবর্ত্তী সংখ্যা প্রচুর ও বহু ?

আমি বলিলাম, হাঁ, নিশ্চয়ই দেখিয়াছি।

তিনি বলিলেন, তুমি কি বিবেচনা কর না, যে যদি পাপিষ্ঠতার একটা প্রতিদ্বন্দ্বিতা প্রতিষ্ঠা করা যাইত, তবে এক্ষেত্রেও যাহারা প্রথমস্থানীয়, তাহারা সংখ্যায় অত্যল্প বলিয়া প্রতীয়মান হইত ?

আমি বলিলাম, তাহাই সম্ভব বলিয়া বোধ হয়।

তিনি বলিলেন, হাঁ, সম্ভব তো বটেই। কিন্তু বিচার ও মানবের সাদৃশ্য এইখানে নয়। তুমি পথপ্রদর্শন করিয়াছ বলিয়াই আমি তোমার অনুসরণ করিয়া এই স্থলে উপনীত হইয়াছি। সাদৃশ্যটী এইখানে— যখন কেহ বিচার বিষয়ে অনভিজ্ঞ হইয়াও কোনও যুক্তি সত্য বলিয়া বিশ্বাস করে, এবং তৎপরে অনতিবিলম্বে, কখনও সঙ্গত রূপে, কখনও বা অসঙ্গত রূপে, উহা মিথ্যা বলিয়া ভাবে ; যখন এক এক করিয়া

প্রত্যেক স্থলেই এইরূপ ঘটিতে থাকে; তখন ঐ ব্যক্তি একেবারে বিচারের প্রতি আস্থা হারাইয়া ফেলে। বিশেষতঃ তুমি তো জান, যে, যাহারা তর্ক করিয়াই জীবন অতিবাহিত করে, তাহারা পরিশেষে ভাবে, যে তাহারা সংসারে সর্ব্বাপেক্ষা বিজ্ঞ হইয়া পড়িয়াছে; তাহারা মনে করে, যে কেবল তাহারাই ইহা আবিষ্কার করিয়াছে, যে, বিশ্বে কি পদার্থ-নিচয়ের কি বিচারের স্থিরতা বা নিশ্চয়তা কিছুই নাই; কিন্তু এয়ুরিপসের (৪১) স্রোতের মত যাবতীয় সত্তা নিয়ত ঊর্দ্ধে ও অধোদেশে ঘূর্ণিত হইতেছে এবং এক মুহূর্ত্তও স্থির থাকিতেছে না। ফাইডোন

আমি বলিলাম, তুমি যাহা বলিতেছ, তাহা অতীব সত্য।

তিনি বলিলেন, ফাইডোন, যদি সত্য ও নিশ্চিত বিচারপ্রণালী কিছু থাকে এবং উহা অবগত হওয়া আমাদিগের সাধ্যায়ত্ত হয়, তবে কি ইহা পরিতাপের বিষয় হইবে না, যে, যখন একজন কতকগুলি যুক্তির পরিচয় পাইয়াছে, এবং সেগুলি তাহার নিকটে কখনও সত্য কখনও বা মিথ্যা বলিয়া প্রতীয়মান হইয়াছে, তখন সে এজন্য আপনাকে বা আপনার অনভিজ্ঞতাকে দোষ না দিয়া পরিশেষে মনের দুঃখে বিচারের উপরে নিজের দোষ চাপাইয়া পরিতোষ প্রাপ্ত হইবে, এবং অবশিষ্ট জীবন উহার বিদ্বেষ ও নিন্দা করিয়াই অতিবাহিত করিবে ও পরম সৎ-এর সত্যে ও জ্ঞানে বঞ্চিত থাকিবে?

আমি বলিলাম, হাঁ, হাঁ, ইহা একান্তই পরিতাপের বিষয় হইবে।

[চত্বারিংশ অধ্যায়—অতএব আমরা যেন এই ধারণা মনে স্থান না দিই, যে সকল যুক্তিতর্কই ভ্রান্ত। উপস্থিত মুহূর্ত্তে আমি আত্মার অমরত্ব প্রমাণ করিবার জন্য একান্ত ব্যগ্র—তোমাদিগের হিতকল্পে তত নয়, যত আমার হিতকল্পে। কিন্তু তোমরা আমার কথা ভাবিও না; আমি যাহা বলিব, তাহাতে সত্য আছে কি না, শুধু তাহাই দেখিও।]

৪০। তিনি বলিলেন, অতএব প্রথমতঃ আমরা সাবধান হই, যে এই ধারণা যেন আমরা আমাদিগের আত্মাতে প্রবেশ করিতে না দিই,

(৪১) ঈয়ুবীয়া দ্বীপ ও বীওশিয়া প্রদেশের মধ্যবর্ত্তী প্রণালী; ইহার স্রোতঃ গ্রীকদিগের নিকটে দুর্ব্বোধ্য ছিল, এজন্য উহা অস্থিরতার উপমাস্বরূপ উদাহৃত হইত।

ফাইডোন যে সকল যুক্তিতর্কই ভ্রান্ত ; বরং আমরা যেন এই ধারণা পোষণ করি, যে আমরাই এখনও অভ্রান্ত হই নাই, এবং আমাদিগের অভ্রান্ত হইবার জন্য মানুষের মত যত্ন করা কর্ত্তব্য ; তুমি ও অন্যান্য সকলে যত্ন করিবে, তোমাদিগের সমগ্র ভবিষ্যৎ জীবনের জন্য ; আমি যত্ন করিব আসন্ন মৃত্যুর জন্য। আমার বোধ হয়, যে উপস্থিত মুহূর্ত্তে মৃত্যুর প্রতি আমার ভাবটা তত্ত্বজ্ঞানীর মত নয়, কিন্তু উহা অতি অশিক্ষিত লোকের ন্যায় দ্বন্দ্বপ্রিয়। কেন না, এই সকল লোক যখন কোনও বিষয়ে তর্ক করে, তখন যে-বিষয়ে বিচার হইতেছে, তাহা সত্য কি না, তাহা তাহারা ভাবে না; তাহারা নিজেরা যাহা প্রতিপাদ্য বলিয়া অঙ্গীকার করিয়াছে, তাহা কিসে উপস্থিত ব্যক্তিগণের নিকটে সত্য বলিয়া প্রতীয়মান হইবে, সেই জন্যই তাহারা ব্যগ্র। আমার বোধ হইতেছে, যে আমিও আজ কেবল এই এক বিষয়ে উহাদিগের সহিত পার্থক্য রক্ষা করিব। আমি যাহা বলিব, তাহা কিরূপে উপস্থিত ব্যক্তিগণের নিকটে সত্য বলিয়া প্রতীয়মান হইবে, আমি সেজন্য ব্যগ্র হইব না; যদিই বা হই, সেটা আনুষঙ্গিক ; কিন্তু আমার নিজের নিকটে যাহাতে উহা সত্য বলিয়া উপলব্ধ হয়, আমি সেজন্যই যত্ন করিব। হে প্রিয় সখে, দেখ, আমি কেমন স্বার্থপরের মত চিন্তা করিতেছি। আমি যাহা বলিতেছি, যদি তাহা সত্য হয়, তবে তাহা বিশ্বাস করাই আমার পক্ষে ভাল। কিন্তু যদি মানুষ মরিলে তাহার কিছুই বর্ত্তমান না থাকে, তবে মৃত্যুর পূর্ব্বে যতখানি সময় আছে, তাহাতে বিলাপ করিয়া আমি যে উপস্থিত সকলের বিরক্তিভাজন হইব, সে সম্ভাবনা অল্পই থাকিবে। আমার এই অজ্ঞতা চিরস্থায়ী হইবে না—তাহা হইলে উহা একটা অকল্যাণ হইত—কিন্তু অল্পকাল পরেই উহার অবসান হইবে।(৪২) তিনি বলিলেন, হে সিম্মিয়াস ও কেবীস, আমি এইরূপ প্রস্তুত হইয়াই এই বিচারে অগ্রসর হইতেছি। তোমরাও কিন্তু, যদি তোমরা

(৪২) যদি মৃত্যুর পরে সোক্রাটীসের আত্মা বর্ত্তমান থাকে, তবে তিনি জানিবেন, যে আত্মা অমর; যদি বর্ত্তমান না থাকে, তাহা হইলেও আত্মা সম্বন্ধে তাঁহার যে অজ্ঞতা ছিল, তাহা—অর্থাৎ আত্মা অমর কি না, এই বিচিকিৎসা—অপনোদিত হইবে।

আমার কথা রাখ, সোক্রাটীসের বিষয় অল্পই ভাবিবে; তোমরা বরং সত্যের কথাই অধিক ভাবিও ; যদি তোমরা মনে কর, যে আমি যাহা বলিতেছি, তাহা সত্য, তবে তাহা মানিয়া লইও ; কিন্তু যদি তাহা সত্য বলিয়া বোধ না হয়, তবে সকলপ্রকার যুক্তি দ্বারা তাহার প্রতিবাদ করিও ; তোমরা দেখিও, যে আমি যেন স্বীয় মত প্রতিষ্ঠার আগ্রহবশতঃ যুগপৎ আমাকে ও তোমাদিগকে প্রতারিত না করি, এবং মধুমক্ষিকার মত পশ্চাতে হুল (৪৩) রাখিয়া ইহলোক হইতে চলিয়া না যাই।

[একচত্বারিংশ অধ্যায়—সোক্রাটীস সিম্মিয়াস ও কেবীসের আপত্তিগুলি সংক্ষেপে বিবৃত করিলেন, এবং সিম্মিয়াসকে কহিলেন, যে তাহাকে, আত্মা সংবাদিতা ও জ্ঞানশিক্ষা প্রাক্তনস্মৃতির পুনরুদ্দীপন, এই দুই মতের একটী গ্রহণ ও অপরটী বর্জ্জন করিতে হইবে। প্রাক্তনস্মৃতির মতানুসারে আত্মা দেহধারণের পূর্ব্বে বর্ত্তমান ছিল ; কিন্তু সংবাদিতা যে-যন্ত্র হইতে নিঃসৃত হয়, তাহার পরে জন্মগ্রহণ করে। সুতরাং হয় আত্মা সংবাদিতা নহে, না হয় আত্মার দেহপরিগ্রহ করিবার পূর্ব্বে স্ফোটের জ্ঞান ছিল না। সিম্মিয়াস স্বীকার করিলেন, যে প্রাক্তনস্মৃতিবাদ অকাট্য যুক্তির উপরে প্রতিষ্ঠিত।]

৪১। তিনি বলিলেন, আচ্ছা, এখন চল। প্রথমতঃ, তোমরা যাহা বলিয়াছ, যদি তাহা আমি ভুলিয়া গিয়াছি বলিয়া বোধ হয়, তবে তাহা স্মরণ করাইয়া দাও। আমার বোধ হয়, সিম্মিয়াস এই সংশয় ও আশঙ্কা পোষণ করিতেছে, যে, যদিও আত্মা দেহ অপেক্ষা দৈবতর ও মহত্তর, তথাপি উহা যখন সংবাদিতা-সদৃশ, তখন উহা দেহের পূর্ব্বেই বিনষ্ট হইতে পারে। আর আমার মনে হয়, যে, কেবীস আমার সহিত একমত হইয়া মানিয়া লইয়াছে, যে, আত্মা দেহ অপেক্ষা অনেক দীর্ঘকালস্থায়ী; কিন্তু তাহার মতে ইহা সম্পূর্ণরূপে অপরিজ্ঞাত, যে আত্মা বহুবার বহুদেহ জীর্ণ করিয়া এক্ষণে এই শেষ দেহ ত্যাগ করিয়া বিনষ্ট হইবে না, এবং মৃত্যু ও আত্মার ধ্বংস একই কথা নহে ; যেহেতু দেহ নিয়ত বিনষ্ট হইতেছে, উহার কদাপি বিরাম নাই। হে সিম্মিয়াস ও কেবীস, এই বিষয়গুলি ব্যতীত কি আরও কিছু আছে, যাহা আমাদিগের পরীক্ষা করা কর্ত্তব্য ?

(৪৩) হুল—অসত্য ধারণা, মিথ্যা বিশ্বাস।

ফাইডোন

তাহারা উভয়েই একমত হইয়া স্বীকার করিল, যে ইহাই আলোচ্য বিষয়।

তিনি বলিলেন, আচ্ছা, তোমরা কি পূর্ব্বের সমুদায় সিদ্ধান্তই অগ্রাহ্য করিতেছ, না কতকগুলি অগ্রাহ্য করিতেছ, কতকগুলি নয় ?

তাহারা উত্তর করিল, কতকগুলি অগ্রাহ্য করিতেছি, কতকগুলি নয়।

তিনি বলিলেন, তবে সেই মতটী সম্বন্ধে তোমরা কি বলিতেছ, যে-মতানুসারে আমরা বলিতেছি, যে জ্ঞানলাভ করার অর্থ পুনরায় স্মরণ করা; এবং ইহা যদি সত্য হয়, তবে আমাদিগের আত্মা এই দেহ-কারাবাসে আগমন করিবার পূর্ব্বে নিশ্চয়ই কোনও স্থানে বর্ত্তমান ছিল ?

কেবীস কহিল, আমি তো তখন এই মতটীতে আশ্চর্য্যরূপে বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছিলাম; আর এখনও আমি ইহাতে যেমন অটল আছি, এমন আর কিছুতেই নয়।

সিম্মিয়াস বলিল, আমিও উহা সত্য বলিয়া মানিয়া লইয়াছি; যদি উহা কখনও আমার নিকটে অন্যপ্রকার প্রতীয়মান হয়, তবে আমি একান্ত বিস্মিত হইব।

তখন সোক্রাটীস বলিলেন, কিন্তু, হে থীব্সবাসী বন্ধু, উহা নিশ্চয়ই তোমার নিকটে অন্যপ্রকার প্রতীয়মান হইবে, যদি তোমার এই মতটী স্থির থাকে, যে, সংবাদিতা একটী বিমিশ্র পদার্থ, এবং আত্মা দৈহিক উপাদান-সমূহের যথাযথমিশ্রণজনিত একপ্রকার সংবাদিতা। তুমি বোধ করি এরূপ বলিতেছ না, যে, যে-সকল উপাদানের মিশ্রণে সংবাদিতা উৎপন্ন হইয়াছে, সেগুলি মিশ্রিত হইবার পূর্ব্বেই উহা বিদ্যমান ছিল ? না তাহাই বলিতেছ ?

সে বলিল, না, সোক্রাটীস, কখনই নয়।

তিনি বলিলেন, তবে তুমি বুঝিতে পারিতেছ, যে তুমি যখন বল, যে, আত্মা মানবাকারে ও মানবদেহে প্রবেশ করিবার পূর্ব্বে বর্ত্তমান ছিল, অথচ উহা সেই সকল উপাদানের মিশ্রণে উৎপন্ন, যাহা তখন বিদ্যমান ছিল না, তখন তোমার কথার অর্থও এইরূপই দাঁড়ায়? তুমি যে-উপমা দ্বারা সংবাদিতা ব্যাখ্যা করিতেছ, উহা কিন্তু সেরূপ নহে; প্রথমে বীণা, বীণার তার ও ধ্বনিগুলি—তখনও ধ্বনিগুলি একতানে মিলিত হয় নাই—উৎপন্ন

হয়, পরিশেষে সকলের মিলনে সংবাদিতা জন্মলাভ করে, এবং উহাই প্রথমে অন্তর্হিত হয়। তোমার এই মতটী পূর্ব্বোক্ত মতের সহিত কিরূপে সামঞ্জস্য রক্ষা করিবে?

সিম্মিয়াস কহিল, কিছুতেই নয়।

তিনি বলিলেন, যদি কোন যুক্তিতে একতান থাকা সঙ্গত হয়, তবে সংবাদিতা সম্বন্ধীয় যুক্তিতেই থাকা সঙ্গত।

সিম্মিয়াস বলিল, হাঁ, তাহাই সঙ্গত।

তিনি বলিলেন, তবে তোমার যুক্তিতে এই একতান নাই; আচ্ছা, তুমি দেখ। জ্ঞান-শিক্ষা প্রাক্তনস্মৃতি ও আত্মা সংবাদিতা, তুমি এই দুই মতের কোন্‌টী গ্রহণ করিতেছ?

সে উত্তর করিল, নিশ্চয়ই ঐ প্রথমোক্ত মতটী, সোক্রাটীস। দ্বিতীয় মতটী আমার নিকটে কখনও প্রমাণিত হয় নাই; উহা একটা সম্ভব্য ও আপাতমনোরম যুক্তির উপরে প্রতিষ্ঠিত; এই জন্যই প্রাকৃতজন উহা সত্য বলিয়া মনে করে। আমি জানি যে, যে-সকল মত সম্ভাবনারূপ আপাতমনোরম যুক্তির উপরে প্রতিষ্ঠিত, সেগুলি প্রবঞ্চক; জ্যামিতি ও অন্যান্য সমুদায় বিষয়েই উহাদিগের সম্বন্ধে সতর্ক না থাকিলে উহারা বড় বেশী প্রতারণা করিয়া থাকে। কিন্তু প্রাক্তনস্মৃতি ও জ্ঞান-শিক্ষা বিষয়ক মতটী বিশ্বাসযোগ্য যুক্তির উপরে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। কেন না, আমরা অঙ্গীকার করিয়াছি, যে, আমাদিগের আত্মা দেহে প্রবেশ করিবার পূর্ব্বে ঠিক তেমনি বর্ত্তমান ছিল, যেমন, যে-পদার্থ 'পরম সৎ' নামে অভিহিত, তাহা বর্ত্তমান। আমার তো এই প্রত্যয় জন্মিয়াছে, যে আমি পর্য্যাপ্ত ও সমীচীন যুক্তিতেই এই সত্তাতে বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছি। অতএব আমার বোধ হয়, যে এই সিদ্ধান্ত অপরিহার্য্য, যে, আমার বা অপর কাহারও বলিবার অধিকার নাই, যে আত্মা সংবাদিতা। (৪৪)

(৪৪) সোক্রাটীস প্রথমে একটী মত খণ্ডন করিলেন। যাহারা প্রাক্তনস্মৃতি ও আত্মার পূর্ব্বতন অস্তিত্বে বিশ্বাস করে, এই খণ্ডন তাহাদিগের উদ্দেশ্যে উপস্থাপিত হইয়াছে। পুথাগরাস-সম্প্রদায় এবং প্লেটোর শিষ্যবর্গের নিকটে ইহা আদরণীয়।

ফাইডোন

[দ্বাচত্বারিংশ অধ্যায়—পুনশ্চ, সংবাদিতা যে-সকল উপাদানের মিশ্রণ হইতে উৎপন্ন হয়, সেই সমুদায়ের সামঞ্জস্যের উপরে নির্ভর করে, উহা স্বতন্ত্র অবস্থায় থাকিতে পারে না; সুতরাং সংবাদিতার তারতম্য আছে। কিন্তু আত্মার তারতম্য নাই। একটী আত্মা যে-পরিমাণে আত্মা, অন্য আত্মাও ঠিক সেই পরিমাণে আত্মা। আবার আমরা বলিয়া থাকি, যে কতকগুলি আত্মা ধার্ম্মিক, কতকগুলি অধার্ম্মিক; এবং ধর্ম্ম সংবাদিতা ও অধর্ম্ম অসংবাদিতা বা বিরোধ। এখন আত্মা যদি সংবাদিতা হয়, তবে উহা এমন একটা সংবাদিতা, যাহার তারতম্য নাই; কেন না, আত্মার তারতম্য নাই। কিন্তু ধার্ম্মিক আত্মা নিজে সংবাদিতা, এবং উহাতে ধর্ম্মরূপ অপর একটা সংবাদিতা বিদ্যমান; পক্ষান্তরে অধার্ম্মিক আত্মাতে বিরোধ রহিয়াছে। অতএব ধার্ম্মিক আত্মা অধার্ম্মিক আত্মা অপেক্ষা অধিকতর সংবাদিতা অর্থাৎ অধিকতর আত্মা; কিন্তু তাহা পূর্ব্বোক্ত উপপত্তির (premises) প্রতিকূল; অতএব প্রতিপন্ন হইল, যে, কোন আত্মাই অন্য আত্মা অপেক্ষা অধিকতর ধার্ম্মিক বা অধার্ম্মিক নহে; অথবা সকল আত্মাই পূর্ণসংবাদিতা, সুতরাং পূর্ণরূপে ধার্ম্মিক। কি হাস্যাস্পদ সিদ্ধান্ত!]

৪২। তিনি বলিলেন, সিম্মিয়াস, নিম্নোক্তরূপে বিষয়টী আলোচনা করিয়া তোমার কি মনে হয়? তোমার কি মনে হয়, যে, সংবাদিতা বা অন্য কোনও মিশ্রপদার্থ যে-সকল উপাদানের মিশ্রণ হইতে উৎপন্ন হয়, উহা সেই উপাদানগুলি অপেক্ষা ভিন্ন অবস্থায় থাকিতে পারে?

কখনও নয়।

ঐ উপাদানগুলি যাহা করে বা সহে, আমি বোধ করি সংবাদিতা তাহা অপেক্ষা ভিন্ন কিছু করিতে বা সহিতে পারে না।

সে ইহাতে সায় দিল।

সংবাদিতা যে-সকল উপাদানের মিশ্রণে উৎপন্ন, উহা তবে সেগুলির নেতা হইতে পারে না, কিন্তু উহা সেগুলির অনুগমন করে।

সে ইহাতে একমত হইল।

তাহা হইলে সংবাদিতা যে উহার উপাদানগুলি অপেক্ষা স্বতন্ত্র গতির অধীন হইবে, বা স্বতন্ত্র ধ্বনি উৎপাদন করিবে, বা সেগুলির অন্যপ্রকার বিরুদ্ধাচরণ করিবে, সে সম্ভাবনা বহুদূরে।

সে বলিল, নিশ্চয় বহুদূরে।

তার পর ? তবে কি প্রত্যেক সংবাদিতা স্বভাবতঃ সেই পরিমাণে সংবাদিতা নহে, যে পরিমাণে উহা সমঞ্জসীভূত ?

সে বলিল, আমি কথাটা বুঝিতে পারিতেছি না।

তিনি বলিলেন, সংবাদিতাটী যদি পূর্ণতর ও অধিকতররূপে সমঞ্জসীভূত হয়—যদি উহা সম্ভব বলিয়া ধরিয়া লওয়া যায়—তবে কি উহা পূর্ণতর ও অধিকতর সংবাদিতা হইবে না ? পক্ষান্তরে, উহা অপূর্ণতর ও অল্পতররূপে সমঞ্জসীভূত হইলে কি অপূর্ণতর ও অল্পতর সংবাদিতা বলিয়া গণ্য হইবে না ?

নিশ্চয়।

তবে কি ইহা আত্মা সম্বন্ধেও সত্য ? একটী আত্মা কি অপর একটী আত্মা অপেক্ষা ক্ষুদ্রতমপরিমাণেও পূর্ণতর ও অধিকতর, কিংবা অপূর্ণতর ও অল্পতর পদার্থ, (অর্থাৎ) আত্মা হইতে পারে ?

সে উত্তর করিল, না, কিছুতেই নয়।

তিনি বলিলেন, জেয়ুসের দিব্য, এস তবে ; আমরা কি বলি না, যে, একটী আত্মার বুদ্ধি ও গুণ আছে, এবং উহা উত্তম ; আর একটী আত্মা বুদ্ধিহীন, মোহাচ্ছন্ন ও অধম ? এ কথা কি সত্য নয় ?

হাঁ, খুবই সত্য।

তবে যাহারা অঙ্গীকার করিয়াছে, যে, আত্মা সংবাদিতা, তাহারা আত্মার এই সকল গুণ—ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম—সম্বন্ধে কি বলিবে ? তাহারা কি এগুলিকে অন্যপ্রকার সংবাদিতা ও বিরোধ বলিবে ? তাহারা কি বলিবে, যে উত্তম আত্মা সমঞ্জসীভূত ; উহা স্বয়ং সংবাদিতা, উহাতে অন্য এক সংবাদিতা বর্ত্তমান ; আর অধম আত্মা আপনি সামঞ্জস্যহীন এবং উহাতে অন্য সংবাদিতা নাই ?

সিম্মিয়াস কহিল, আমার তো বলিবার কিছুই নাই, তবে স্পষ্টই দেখা যাইতেছে, যে, যে-ব্যক্তি ঐ সংজ্ঞা দিয়াছে, সে এই প্রকারই একটা কিছু বলিবে।

তিনি বলিলেন, কিন্তু আমরা একমত হইয়া মানিয়া লইয়াছি, যে, একটী আত্মা অপর একটী আত্মা অপেক্ষা অল্পতর বা অধিকতর আত্মা

ফাইডোন

হইতে পারে না। ঐ ঐকমত্যের অর্থই এই, যে, একটী আত্মা অপর একটী আত্মা অপেক্ষা পূর্ণতর ও অধিকতর, কিংবা অপূর্ণতর ও অল্পতর সংবাদিতা হইতে পারে না, নয় কি?

হাঁ, অবশ্য।

যে-সংবাদিতা পূর্ণতর বা অপূর্ণতর নয়, তাহা পূর্ণতররূপে বা অপূর্ণতররূপে সমঞ্জসীভূতও নয়; একথা ঠিক কি না?

হাঁ, ঠিক।

যে-সংবাদিতা পূর্ণতররূপে বা অপূর্ণতররূপে সমঞ্জসীভূত নহে, তাহাতে সংবাদিতার অংশ অধিকতর না অল্পতর কিংবা সমপরিমাণ বিদ্যমান?

সমপরিমাণ।

তাহা হইলে, যখন একটী আত্মা অন্য একটী আত্মা অপেক্ষা অল্পতর বা অধিকতর পদার্থ অর্থাৎ আত্মা নহে, তখন কাজেই একটী আত্মা অন্য একটী আত্মা অপেক্ষা পূর্ণতররূপে বা অপূর্ণতররূপে সমঞ্জসীভূতও নহে?

ঠিক কথা।

সুতরাং ইহা সংবাদিতা বা বিরোধের অধিকতর অংশভাক্ নহে?

না, অবশ্যই নহে।

যদি তাহাই হয়, তবে, যখন ধর্ম্ম সংবাদিতা ও অধর্ম্ম অসংবাদিতা বা বিরোধ, তখন একটী আত্মা অন্য একটী আত্মা অপেক্ষা অধিকতর পরিমাণে ধর্ম্মের বা অধর্ম্মের অংশভাক্ হইতে পারে না?

না, পারে না।

অথবা, সিম্মিয়াস, কথাটা শুদ্ধরূপে বলিতে গেলে বোধ করি এইরূপ বলিতে হয়, যে, কোন আত্মাই অধর্ম্মের অংশভাক্ নহে, যেহেতু আত্মা সংবাদিতা। সংবাদিতা যদি সর্ব্বতোভাবে সংবাদিতা হয়, তবে উহাতে নিশ্চয়ই কখনও বিরোধ থাকিতে পারে না।

নিশ্চয়ই নয়।

যদি আত্মাও সর্ব্বতোভাবে আত্মা হয়, তবে উহাতে অধর্ম্ম থাকিতে পারে না।

পূর্ব্বে যাহা উক্ত হইয়াছে, তাহা হইতে ইহা ভিন্ন আর কি সিদ্ধান্ত প্রসূত হইতে পারে ?

এই যুক্তি হইতে আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইতেছি, যে, সমুদায় জীবের সমুদায় আত্মাই সমপরিমাণে উত্তম, যেহেতু সকল আত্মা স্বভাবতঃ একই পদার্থ অর্থাৎ আত্মা।

সে বলিল, হাঁ, সোক্রাটীস, আমারও এই প্রকারই মনে হয়।

তিনি বলিলেন, তুমি কি মনে কর, যে এই সিদ্ধান্তটী সত্য ? এবং আত্মা সংবাদিতা, এই অনুমান যদি শুদ্ধ হইত, তবে আমাদিগের যুক্তি এই দশায় পতিত হইত ?

সে বলিল, কথনই নয়। (৪৫)

[ত্রয়শ্চত্বারিংশ অধ্যায় —পরিশেষে আমরা দেখিতে পাইতেছি, যে, আত্মা দেহের প্রভু; উহা দৈহিক বাসনাকামনাসমূহকে শাসন, পরিচালন ও দমন করে; পক্ষান্তরে সংবাদিতা তদুৎপাদক উপকরণগুলির বিরুদ্ধে যাইতে পারে না। অতএব আত্মা সংবাদিতা নহে।]

৪৩। তিনি বলিলেন, তার পর ? তুমি কি বল, যে, মানুষের যে-সকল অংশ আছে, তন্মধ্যে আত্মা, বিশেষতঃ জ্ঞানবান্ আত্মা ভিন্ন আর কিছু কর্ত্তৃত্ব করে ?

না, আমি তো বলি না।

উহা দৈহিক বাসনাসমূহের নিকটে আত্মসমর্পণ করে, না তাহাদিগের বিরুদ্ধাচরণ করে ? আমি এইপ্রকার একটা কথা বলিতেছি—দেহ যখন প্রচণ্ড তাপে ও পিপাসায় কাতর, তখন আত্মা উহাকে পান করিতে না দিয়া বিপরীত দিকে টানিয়া লইয়া যায়, এবং ক্ষুধা বোধ করিলে উহাকে

(৪৫) যাহারা প্রাক্তনস্মৃতি ও স্ফোটবাদে বিশ্বাস করে না, এবং 'ধর্ম্ম সংবাদিতা', এই মতের পক্ষপাতী, বর্ত্তমান অধ্যায়ের যুক্তিগুলি তাহাদিগকে প্রবোধ দান করিবে। প্রতিপক্ষ বলিতে পারে, যে, সংবাদিতার বাস্তবিক তারতম্য আছে বটে, কিন্তু আত্মা যে-শ্রেণীর সংবাদিতা, তাহার তারতম্য নাই। এই আপত্তি খণ্ডিত হইয়াছে।

ধর্ম্মের সংজ্ঞা—প্রথম খণ্ড, ৪৬৮ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

কাইডোন আহার করিতে দেয় না; আমরা অন্য সহস্র স্থলেও দেখিতে পাই, যে, আত্মা দৈহিক প্রবৃত্তির প্রতিকূলাচরণ করে। নয় কি?

হাঁ, নিশ্চয়ই।

কিন্তু আমরা কি পূর্ব্বে একমত হইয়া মানিয়া লই নাই, যে, যদি আত্মা সংবাদিতা হয়, তবে উহা যে-সকল উপাদানের সংমিশ্রণে গঠিত, সেগুলির প্রসারণ, শ্লথীকরণ, কম্পন, বা অন্য কোনও বিকারের বিপরীত কোনও ধ্বনি কখনই উৎপাদন করিতে পারে না; প্রত্যুত উহা উপাদানগুলির অনুগমন করে, কখনও তাহাদিগের নেতৃত্ব করে না?

সে বলিল, হাঁ, আমরা ইহা একবাক্যে মানিয়া লইয়াছি বৈ কি?

তার পর? এক্ষণে কি আমরা দেখিতে পাইতেছি না, যে, আত্মা সম্পূর্ণরূপে বিপরীত আচরণ করে; লোকে আত্মাকে যে-সকল উপাদানে রচিত বলিয়া কহিয়া থাকে, উহা তাহাদিগকে পরিচালিত করে, এবং সারাজীবন প্রায় প্রত্যেক স্থলেই তাহাদিগকে প্রতিরোধ করে; সর্ব্বপ্রকারে তাহাদিগের উপরে প্রভুত্ব করে; কখনও বা দুঃখ দিয়া—যথা ব্যায়াম ও ঔষধ দ্বারা—কঠিনরূপে, কখনও বা মৃদুভাবে তাহাদিগকে শাসন করে; কখনও বা বাসনা, ক্রোধ ও ভয়কে ভীতিপ্রদর্শন করে, কখনও বা তাহাদিগকে উপদেশ দেয়, যেন সে আপনা হইতে স্বতন্ত্র কাহারও সহিত আলাপ করিতেছে? যেমন হোমার অডীসীতে লিখিয়াছেন, যে অডুস্সেয়ুস এইরূপ করিয়াছিলেন—

"তিনি বক্ষে করাঘাত করিয়া হৃদয়কে তিরস্কার করিতে লাগিলেন, 'হৃদয়, সহ্য কর; তুমি ইহা অপেক্ষাও ভীষণ অন্য কত দুঃখ সহিয়াছ।'" (৪৬)

তুমি কি বিবেচনা কর, যে হোমার কখনও এইরূপ লিখিতেন, যদি তিনি ভাবিতেন, যে, আত্মা সংবাদিতা, দৈহিক বাসনা দ্বারা পরিচালিত হওয়াই উহার পক্ষে সম্ভব, উহা ঐ বাসনাগুলির উপরে প্রভুত্ব করিতে সমর্থ নহে, যদিচ উহা সংবাদিতার ন্যায় পদার্থ অপেক্ষা বহুগুণে দৈব-গুণান্বিত?

(৪৬) Odyssey, XX. 17, 18.

না, না, জেয়ুসের দিব্য, সোক্রাটীস, আমি কখনও এরূপ মনে করি না। ফাইডোন

তবে, হে ভদ্র, আমাদিগের পক্ষে কখনও এরূপ বলা সঙ্গত নহে, যে আত্মা সংবাদিতা, কেন না, তাহা হইলে না আমরা দেবকবি হোমারের সহিত, না আমাদিগের নিজেদের সহিত একমত হইব।

সে বলিল, ঠিক কথা।(৪৭)

[চতুশ্চত্বারিংশ অধ্যায়—'আত্মা সংবাদিতা', এই মত খণ্ডন করিয়া সোক্রাটীস কেবীসের আপত্তি বিচার করিতে প্রবৃত্ত হইলেন, এবং তদুদ্দেশ্যে প্রথমে উহার সারমর্ম্ম প্রদান করিলেন। আত্মা বলিষ্ঠ ও দেবস্বভাব, এবং দেহধারণের পূর্ব্বে অপরিমেয়-কাল বর্ত্তমান ছিল ও দেহান্তে অপরিমেয়কাল বর্ত্তমান থাকিবে, শুধু ইহা বলিলেই যথেষ্ট হইল না; প্রমাণ করিতে হইবে, যে আত্মা অবিনশ্বর।]

৪৪। তিনি, সোক্রাটীস, বলিলেন, যাক্; থীবস্‌-বাসিনী দেবী হার্মনিয়া (সংবাদিতা) বোধ করি আমাদিগের প্রতি যথোচিত প্রসন্ন হইয়াছেন। কিন্তু, (তিনি বলিলেন), কেবীস, কাড্‌মস্ সম্বন্ধে কি? আমরা কিরূপে, কোন্ যুক্তি দ্বারা তাঁহাকে প্রসন্ন করিব?(৪৮)

কেবীস কহিল, আমার বোধ হয়, যে তুমিই পন্থা বাহির করিবে; অন্ততঃ সংবাদিতা সম্বন্ধীয় যুক্তি আমার বিবেচনায় তুমি আশ্চর্য্য ও আশাতীত রূপে বিবৃত করিয়াছ। কেন না, সিম্মিয়াস যখন তাহার আপত্তি ব্যক্ত করিতেছিল, তখন আমি এই ভাবিয়া একান্ত বিস্ময় বোধ করিতেছিলাম, যে কাহারও পক্ষে তাহার যুক্তি খণ্ডন করা সম্ভবপর কি না; এই জন্যই আমার নিকটে ইহা বড়ই অদ্ভুত বোধ হইল, যে উহা

(৪৭) এই অধ্যায়ের যুক্তি স্ফোটবাদ, কিংবা ধর্ম্ম সংবাদিতা, এই মতের উপরে, প্রতিষ্ঠিত নহে; ইহা সাধারণ বুদ্ধির কথা।

(৪৮) কাড্‌মস থীব্‌সের প্রতিষ্ঠাতা, হার্মনিয়া তাঁহার পত্নী। সিম্মিয়াস ও কেবীস থীব্‌সের অধিবাসী; এজন্য সোক্রাটীস পরিহাস করিয়া বলিতেছেন, যে সিম্মিয়াসের তর্ক সংবাদিতাবিষয়ক, অতএব রাণী হার্মনিয়া (গ্রীক Harmonia = harmony, সংবাদিতা) উহার প্রতিরূপ; হার্মনিয়ার নাম করিতেই কাড্‌মসের নাম আসিয়া পড়িল; সুতরাং তিনি কেবীসের আপত্তির প্রতিমূর্ত্তি।

ফাইডোন তোমার যুক্তির প্রথম আক্রমণই সহিতে পারিল না। সুতরাং কাড্মসের যুক্তিরও যদি ঐ দশা ঘটে, তবে আমি আশ্চর্য্য হইব না।

সোক্রাটীস বলিলেন, হে ভদ্র, গর্ব্ব করিও না, নতুবা আমরা যে-যুক্তি উপস্থিত করিতে যাইতেছি, কাহারও ঈর্ষা তাহা বিপর্য্যস্ত করিয়া ফেলিবে। কিন্তু এবিষয়ে যাহা করিবার, ঈশ্বরই করিবেন; আমরা হোমারের বীরগণের মত 'অকুতোভয়ে নিকটে অগ্রসর হইয়া' বুঝিতে প্রয়াসী হই, যে তুমি যাহা বলিতেছ, তাহার বাস্তবিক কোন অর্থ আছে কি না। তুমি যাহা জিজ্ঞাসা করিতেছ, তাহার সারাংশ এই—তুমি আমাকে প্রমাণ করিতে বলিতেছ, যে আত্মা অমর ও অবিনশ্বর; কারণ, তাহা প্রমাণিত না হইলে, যে-তত্ত্বজ্ঞানপরায়ণ ব্যক্তি মৃত্যুর দ্বারে উপনীত হইয়াছে এবং এই ভাবিয়া নির্ভীক রহিয়াছে, যে, সে যদি তত্ত্বজ্ঞানবিহীন জীবন যাপন করিত, তবে যেমন থাকিত, পরলোকে সে তদপেক্ষা সহস্রগুণে সুখে থাকিবে, তাহার এই নির্ভীকতা অজ্ঞজনোচিত ও নিরর্থক। তুমি বলিতেছে, যে আত্মা বলিষ্ঠ ও দেবসদৃশ, এবং আমরা মানবরূপে জন্মগ্রহণ করিবার পূর্ব্বেও বর্ত্তমান ছিল, ইহা প্রমাণিত হইলেই যথেষ্ট হইল না; কারণ, এরূপ বলিতে কিছুই বাধা নাই, যে, এই সমুদায় আত্মার অমরত্ব নির্দ্দেশ করিতেছে না; উহাতে কেবল ইহাই প্রমাণিত হইতেছে, যে, আত্মা বহুকালস্থায়ী, উহা সম্ভবতঃ পূর্ব্বেও অপরিমেয়কাল বর্ত্তমান ছিল, এবং তখন বহুপ্রকারের জ্ঞান লাভ করিয়াছে ও বহুবিধ কর্ম্ম সম্পাদন করিয়াছে। কিন্তু এজন্য আত্মা কিছুমাত্র অমর হইল না; বরং উহা যে মানবদেহে প্রবেশ করিল, এই প্রবেশই রোগের মত উহার ধ্বংসের সূচনা হইল। অপিচ, আত্মা এই জীবন দুঃখে অতিবাহিত করে; এবং পরিশেষে যাহা মৃত্যু বলিয়া অভিহিত, তাহাতে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। তুমি বলিতেছ, যে, আত্মা একবার দেহে প্রবেশ করে, কি বহুবার দেহপরিগ্রহ করে, তাহাতে, আমরা প্রত্যেকে যাহা ভয় করি, তৎপক্ষে কিছুই আসিয়া যায় না; কেন না, একজন যদি না জানে, বা প্রমাণ করিতে পারে, যে, সে অমর, তবে সে মূর্খ না হইলে অবশ্যই মৃত্যুকে ভয় করিবে। কেবীস, তুমি যাহা বলিতেছ, আমি বোধ করি ইহাই তাহার

মর্ম্ম। আমি ইচ্ছা করিয়াই ইহা পুনঃ পুনঃ বিবৃত করিতেছি, যাহাতে উহার কোনও অংশ আমাদিগের দৃষ্টি অতিক্রম না করে, এবং তোমার অভিপ্রায় হইলে তুমি উহাতে কিছু যোগ বা উহা হইতে কিছু প্রত্যাহার করিতে পার। (৪৯)

কেবীস কহিল, না, উপস্থিত মুহূর্ত্তে আমি কিছুই যোগ বা প্রত্যাহার করিবার আবশ্যকতা দেখিতে পাইতেছি না ; আমি যাহা বলিতেছি, উহাই তাহার মর্ম্ম।

[পঞ্চচত্বারিংশ অধ্যায়—এজন্য উৎপত্তি ও বিলয়ের কারণ অনুসন্ধান করা আবশ্যক। এতৎসম্পর্কে সোক্রাটীস নিজের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করিলেন। যৌবনকালে তিনি প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের আলোচনা ভালবাসিতেন। কিন্তু পদার্থের উদ্ভব ও বিনাশ সম্বন্ধে গবেষণায় প্রবৃত্ত হইয়া পরিশেষে তিনি উপলব্ধি করিলেন, যে তিনি এই সকল তত্ত্বের কিছুই জানেন না ; বরং পূর্ব্বে যাহা বুঝিতেন বলিয়া ভাবিতেন, তাহাও তাঁহার নিকটে এক একটা দুর্ব্বোধ্য সমস্যা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সোক্রাটীস ইহার কতকগুলি উদাহরণ দিলেন।]

৪৫। অতঃপর সোক্রাটীস কিয়ৎক্ষণ নীরব থাকিয়া ও আপনার মনে পর্য্যালোচনা করিয়া বলিলেন, কেবীস, তুমি যাহা জিজ্ঞাসা করিতেছ, তাহা সহজ বিষয় নহে ; কেন না, আমাদিগকে উৎপত্তি ও ধ্বংসের কারণ নিঃশেষে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে আলোচনা করিতে হইবে। (৫০) অতএব, যদি তুমি চাও, আমি তোমার নিকটে আমার নিজের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করিতেছি ; যদি তোমার বোধ হয়, যে আমি যাহা যাহা বলিব, তাহা তোমার কাজে লাগিবে, তবে তাহা তোমার জিজ্ঞাসার অনুকূল যুক্তিরূপে ব্যবহার করিও।

(৪৯) আত্মার অমরত্বের বিরুদ্ধে যে-আপত্তি সর্ব্বাপেক্ষা গুরুতর, সোক্রাটীস এক্ষণে তাহাই খণ্ডন করিতে যাইতেছেন ; এজন্য তিনি এত সাবধানতা-সহকারে উহা বিবৃত করিলেন। এ পর্য্যন্ত যাহা বলা হইয়াছে, তাহা মুখবন্ধমাত্র ; অতঃপর প্রকৃত বিচার আরম্ভ হইল।

(৫০) আত্মার অমরত্ব শুধু স্ফোটবাদ দ্বারাই প্রমাণিত হইতে পারে ; এজন্য এস্থলে স্ফোটবাদ ও পূর্ব্ববর্ত্তী দার্শনিকগণের কারণবাদ, এই উভয়ের প্রভেদ স্পষ্টরূপে বর্ণিত হইতেছে।

ফাইডোন

কেবীস বলিল, হাঁ, আমি তোমার অভিজ্ঞতা নিশ্চয়ই শুনিতে চাই।

তিনি কহিলেন, তবে আমি যেমন বলি, শুন। কেবীস, আমি যখন যুবক ছিলাম, তখন লোকে যাহাকে প্রাকৃতিক বিজ্ঞান বলে, সেই বিদ্যার জন্য আশ্চর্য্যরূপে লালায়িত হইয়াছিলাম। প্রত্যেক পদার্থের কারণ, এবং উহা কেন উৎপন্ন হয়, কেন বিনষ্ট হয়, কেন বিদ্যমান থাকে, এই সমুদায় অবগত হওয়া আমার নিকটে এক বিচিত্র বিদ্যা বলিয়া প্রতীয়মান হইয়াছিল। অনেক সময়েই আমি এইরূপ প্রশ্নের বিচারে আকাশ পাতাল ওলটপালট করিতাম,—কেহ কেহ যে বলে, যে, যখন তাপ ও শৈত্য গাঁজিয়া উঠে, তখনই জীবের উৎপত্তি হয়,(৫১) একথা কি ঠিক ? আমরা শোণিত, (৫২) না বায়ু,(৫৩) না অগ্নির,(৫৪) সাহায্যে চিন্তা করি ? না এগুলির কোনটীর সাহায্যেই নহে, কিন্তু মস্তিষ্কই (৫৫) দর্শন, শ্রবণ, আঘ্রাণ ও অন্যান্য অনুভূতি উৎপাদন করে, স্মৃতি ও মত ঐ সমুদায় হইতেই উৎপন্ন হয়, এবং স্মৃতি ও মত শান্তভাব প্রাপ্ত হইলেই উহা হইতে জ্ঞান জন্মলাভ করে ? (৫৬) আবার, আমি এই সমুদায়ের ধ্বংস এবং অন্তরীক্ষ ও পৃথিবীর পরিবর্ত্তন পর্য্যালোচনা করিতাম ; এইরূপ করিতে করিতে আমি পরিশেষে উপলব্ধি করিলাম, যে এই প্রকার গবেষণার পক্ষে আমার ন্যায় নির্ব্বোধ পদার্থ সংসারে আর নাই। আমি তোমাকে তাহার যথেষ্ট প্রমাণ দিতেছি। এই গবেষণা দ্বারা আমি তখন এমন পরি-পূর্ণরূপে অন্ধ হইয়া গিয়াছিলাম, যে যাহা আমি প্রথমে আপনার ও অন্যের বিবেচনায় পরিষ্কাররূপে জানিতাম, (৫৭) তাহাও ভুলিয়া গেলাম ; আমি

(৫১) আনাক্সিমাণ্ড্রস, আনাক্সাগরাস প্রভৃতি দার্শনিকের মত।

(৫২) এম্পেডক্লীস, ক্রিটিয়াস ইত্যাদি জ্ঞানীর মত।

(৫৩) আনাক্সিমেনীসের মত।

(৫৪) হীরাক্লাইটসের মত।

(৫৫) কেহ কেহ বলেন, ইহা পুথাগরাস-সম্প্রদায়ের মত ; কিন্তু তাহা অনুমানমাত্র।

(৫৬) প্লেটো বলেন, মত (doxa) ও জ্ঞান (epistēmē), এই দুইয়ের পার্থক্য গুরুতর ও মৌলিক ; প্রথমটী জায়মান (gignomena), দ্বিতীয়টী জাত (onta) পদার্থের বা পদার্থের স্বরূপের সহিত সংসৃষ্ট। ১৯০ পৃষ্ঠা দেখুন।

(৫৭) সোক্রাটীস স্বীয় অভিজ্ঞতার তিনটী স্তর বর্ণনা করিতেছেন। (১) এককালে

কাইডোন

পূর্ব্বে যাহা জানিতাম বলিয়া বিবেচনা করিতাম, তাহা ভুলিয়া গেলাম, এবং অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে এ জ্ঞানও হারাইলাম, যে মানুষ বাড়ে কেন। পূর্ব্বে আমি ভাবিতাম, যে ইহা তো একেবারে স্পষ্টই দেখা যাইতেছে, যে মানুষ আহার ও পান করিয়াই বাড়ে ;(৫৮) যখন অন্ন হইতে মাংসের উপরে মাংস ও অস্থির উপরে অস্থি জন্মে, এবং এইরূপে দেহের অন্যান্য প্রত্যেক অংশে আপন আপন উপযোগী উপাদান সমাহৃত হইতে থাকে, তখনই ক্ষুদ্র আকার ক্রমে বিশাল হইয়া উঠে, এবং এইরূপে ক্ষুদ্র শিশু দীর্ঘকায় মানবে পরিণত হয়। আমি তখন এইরূপ ভাবিতাম ; তোমার নিকটে কি ইহা সঙ্গত বলিয়া বোধ হয় না ?

কেবীস উত্তর করিল, হাঁ, হয়।

তৎপরে এই আর একটা অভিজ্ঞতা পর্য্যালোচনা কর। যখন কোন উন্নতকায় লোক একজন খর্ব্বাকৃতি ব্যক্তির নিকটে দাঁড়াইত, তখন সে যে উহার অপেক্ষা একমাথা উচু, কিংবা একটী অশ্ব যে অপর একটী অশ্ব অপেক্ষা সেইরূপ উচ্চ, আমি ভাবিতাম, যে এপ্রকার মনে করিবার সঙ্গত কারণই বর্ত্তমান রহিয়াছে। এগুলি অপেক্ষাও ইহা আমার নিকটে পরিষ্কার বলিয়া বোধ হইয়াছিল, যে দশ আট অপেক্ষা অধিক, কারণ উহাতে দুই যোগ করা হইয়াছে ; এবং দুই হস্ত দীর্ঘ একটী বস্তু এক হস্ত দীর্ঘ বস্তুটী অপেক্ষা বৃহত্তর, যেহেতু উহাতে উহার অর্দ্ধ অধিক আছে।

কেবীস জিজ্ঞাসা করিল, আর এখন তোমার এসকল বিষয়ে কি বোধ হয় ?

তিনি বলিলেন, জেয়ুসের দিব্য, এখন আমার বোধ হয়, এই সকল বিষয়ের কারণ যে আমি অবগত হইয়াছি, সে ধারণা বহুদূরে। আমি তো মোটেই জানি না, যে, যখন কেহ একের সহিত এক যোগ করে,

উৎপত্তি ও ধ্বংস বিষয়ে তিনি চিন্তাহীন প্রাকৃতজনের মতে বিশ্বাসী ছিলেন ; (২) তৎপরে তিনি প্রচলিত প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের সাহায্যে উহার সত্য কারণ নির্ণয়ে ব্যাপৃত হইলেন ; (৩) পরিশেষে তাহাতে নিরাশ হইয়া স্বীয় উদ্ভাবিত প্রণালী অবলম্বন করিলেন।

(৫৮) বোধ হয় একটা লৌকিক মত।

ফাইডোন

তখন যে-'একের' সহিত 'এক' যোগ করা হইল, তাহাই দুই হইল, না ঐ প্রথম 'এক' ও পরে যে-'এক' যোগ করা হইল, এই দুইটীর পরস্পরের যোগে দুই উৎপন্ন হইল। আমার আশ্চর্য্য বোধ হয়, যে, যখন ইহারা প্রত্যেকে পরস্পর হইতে দূরে ছিল, তখন প্রত্যেকেই ছিল 'এক', কেহই তখন 'দুই' ছিল না ; কিন্তু যখন তাহারা পরস্পরের সন্নিহিত হইল, অমনি, তাহারা পরস্পরের সান্নিধ্যে স্থাপিত হইল বলিয়া যে-মিলন ঘটিল, তাহাতেই, আপনাদিগের দুই হইবার কারণ হইয়া উঠিল। আমি এখনও ইহা বুঝিতে পারি নাই, যে, যখন কেহ এককে দুইভাগে বিভক্ত করে, তখন ঐ বিভাগই কি করিয়া ঐ একের দুই হইবার কারণ হয় ; কেন না, উহার বিপরীত কারণেও তো 'এক' দুই হইয়া থাকে। প্রথম দুইটী'এক' পরস্পরের সন্নিহিত ও একটী অপরটীর সহিত যুক্ত হইয়াছিল বলিয়া দুই হইয়াছিল, আর এক্ষণে একটী অপরটী হইতে বিভক্ত হইয়া ও দূরে যাইয়া দুই হইল। আবার 'এক' কিরূপে উৎপন্ন হয়, তাহা যে আমি জানি, আমি আপনাকে তাহাও প্রতীত করাইতে পারিতেছি না ; এক কথায়, এই প্রণালী অনুসরণ করিয়া কখনও জানা যায় না, যে, পদার্থ কেন উৎপন্ন হয়, কেন বিনষ্ট হয়, কেন বিদ্যমান থাকে। আমি নিজের মনে অন্য একটা বিশৃঙ্খল রকমের পন্থা আলোড়ন করিতেছি, কিন্তু ঐ প্রণালী আমি কিছুতেই আলিঙ্গন করিতে পারিতেছি না।

[ষট্‌চত্বারিংশ অধ্যায়—পরে একদিন সোক্রাটীস আনাক্সাগরাসের একটী বাক্য শুনিলেন ; উহাতে কথিত হইয়াছে, যে আত্মা সার্ব্বজনীন কারণ। বাক্যটী শুনিয়া তাঁহার বড়ই আশার সঞ্চার হইল ; তিনি ভাবিলেন, যে-মতে আত্মাই বিশ্বের কারণ, সে মত প্রত্যেক পদার্থের লক্ষ্য ও শ্রেয়ঃ বিশদরূপে বুঝাইয়া দিবে। সুতরাং তিনি আগ্রহ সহকারে পুস্তকখানি পাঠ করিলেন।]

৪৬। কিন্তু একদিন একজন লোক একখানি গ্রন্থ পড়িতেছিল ; সে বলিল, উহা আনাক্সাগরাসের গ্রন্থ ; সে যাহা পড়িল, আমি শুনিলাম ; উহাতে উক্ত হইয়াছে, যে আত্মাই (nous) বিশ্বের নিয়ন্তা ও কারণ। আমি এই কারণবাদ শুনিয়া পুলকিত হইলাম ; আমার বোধ হইল, যে,

ফাইডো

আত্মা যদি বিশ্বের কারণ হয়, তবে তো খুবই ভাল ; আমি ভাবিলাম, যে যদি তাহাই হয়, তবে আত্মাই বিশ্বের যাবতীয় ব্যাপার নিয়ন্ত্রিত, ও প্রত্যেক বস্তুর সর্ব্বোত্তম ব্যবস্থা করিতেছে। যদি কেহ প্রত্যেক পদার্থের কারণ—উহা কিরূপে উৎপন্ন হয়, ধ্বংস পায় ও অবস্থিতি করে, তাহা আবিষ্কার করিতে চাহে, তবে তাহার ইহাই আবিষ্কার করা কর্ত্তব্য, যে উহার পক্ষে কিরূপে অবস্থান করা, বা কর্ম্ম করা, বা অন্য কর্ম্মফল ভোগ করা সর্ব্বোৎকৃষ্ট। এই মতানুসারে মানুষের পক্ষে পূর্ব্বোক্ত ও অন্যান্য আলোচ্য বিষয় সম্বন্ধে আর কিছুই দেখিবার প্রয়োজন নাই ; তাহাকে শুধু দেখিতে হইবে, যে, তাহার পক্ষে সর্ব্বোত্তম ও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কি ; তাহা হইলে ইহা স্বতঃসিদ্ধ, যে মন্দ কি, তাহাও সে জানিতে পারিবে ; কেন না, এই দুইটী একই বিদ্যার অন্তর্গত। এই সকল চিন্তা করিয়া আমি হরষিত হইলাম ; আমি ভাবিলাম, যে, পদার্থসমূহের অস্তিত্বের কারণ সম্বন্ধে আমি আমার মনের মত শিক্ষক আনাক্সাগরাসকে পাইয়াছি ; তিনি প্রথমতঃ আমাকে বলিয়া দিবেন, যে পৃথিবী সমতল না গোলাকার ; (৫৯) তৎপরে তিনি আমাকে কারণ ও নিয়তি বুঝাইয়া দিতে চেষ্টা করিবেন ; শ্রেয়ঃ কি, এবং পৃথিবীর পক্ষে যে প্রথমাবধিই এই প্রকার আকারের হওয়া শ্রেয়ঃ হইয়াছে, তাহাও তিনি আমাকে বুঝাইয়া দিবেন। যদি তিনি বলেন, যে পৃথিবী বিশ্বের মধ্যস্থলে অবস্থিত, (৬০) তবে তিনি সঙ্গে সঙ্গে ইহাও ব্যাখ্যা করিবেন, যে মধ্যস্থলে অবস্থান করাই পৃথিবীর পক্ষে শ্রেয়ঃ। আমি মনকে এরূপ প্রস্তুত করিয়াছিলাম, যে যদি এই সমুদায় তত্ত্ব আমার জাজ্বল্যমান উপলব্ধি হয়, তবে আমি অন্য কোনও প্রকার কারণ চাহিব না। আমি এইরূপে সূর্য্য, চন্দ্র, ও অন্যান্য তারা, তাহাদিগের আপেক্ষিক গতি, আবর্ত্তন ও

(৫৯) থালীস মনে করিতেন, পৃথিবী কাষ্ঠখণ্ডের ন্যায় জলে ভাসিতেছে। আনাক্সিমেনীস; আনাক্সাগরাস ও ডীমক্রিটস বলিতেন, পৃথিবী সমতল (চ্যাপ্টা); পুথাগরাস-সম্প্রদায়ের মতে পৃথ্বী গোলাকার।

(৬০) ইহাই গ্রীক জাতির আপামরসাধারণের মত। এক পুথাগরাস-সম্প্রদায় বিশ্বাস করিত, যে পৃথিবী বিশ্বের কেন্দ্রস্থানীয় অগ্নি প্রদক্ষিণ করিতেছে।

ফাইডোন

পরিবর্ত্তন সম্বন্ধেও জিজ্ঞাসা করিতে প্রস্তুত ছিলাম; (৬১) আমি জানিতে চাহিয়াছিলাম, যে তাহারা প্রত্যেকে যাহা করে ও যাহা সহে, তাহাই কেন তাহাদিগের পক্ষে শ্রেয়ঃ। আমি কখনও ভাবি নাই, যে যখন তিনি বলিতেছেন, যে, আত্মাই যাবতীয় পদার্থের নিয়ন্তা, তখন, যে-পদার্থ যেরূপ, তাহার পক্ষে সেইরূপ হওয়াই শ্রেয়ঃ, ইহা ভিন্ন তিনি পদার্থ-নিচয়ের অন্য কোনও কারণ টানিয়া আনিবেন। (৬২) আমি ভাবিয়াছিলাম, যে তিনি প্রত্যেক পদার্থের স্বতন্ত্র কারণ ও বিশ্বের সাধারণ কারণ নির্দ্দেশ করিবেন; তৎপরে বুঝাইয়া দিবেন, যে প্রত্যেক পদার্থের পক্ষে কি শ্রেয়ং, এবং বিশ্বের পক্ষেই বা সাধারণ হিত কি; আমি বহুধনের বিনিময়েও আমার আশা ত্যাগ করিতাম না; আমি ব্যস্তসমস্ত হইয়া পুস্তকগুলি হাতে লইলাম এবং যতশীঘ্র সম্ভব পড়িয়া ফেলিলাম; আমি ভাবিয়াছিলাম, যে তাহা হইলে আমি অতি সত্বর জানিতে পারিব, সর্ব্বোত্তম কি এবং অধমতরই বা কি।

[সপ্তচত্বারিংশ অধ্যায়—সোক্রাটীস আনাক্সাগরাসের পুস্তকখানি পড়িয়া একান্ত নিরাশ হইলেন। তিনি দেখিলেন, গ্রন্থকার আত্মার সাহায্যে জগত্তত্ত্ব ব্যাখ্যা করিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুত হইয়াও প্রকৃতপক্ষে জড়পদার্থসমূহকেই কারণরূপে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তাঁহার ন্যায় আরও অনেকে উপায় ও কারণকে এক মনে করিয়া ভ্রমে পতিত হইয়াছেন। সোক্রাটীস বিশ্বাস করেন, পরম শিবই বিশ্বের ও বিশ্বস্থ প্রত্যেক পদার্থের একমাত্র কারণ। কিন্তু তিনি ঐ কারণ সম্যক্ অবগত হইবার প্রযত্নে বিফলমনোরথ হইয়া একটী অবর প্রণালীর আশ্রয় লইলেন।]

৪৭। হে সখে, কি মহতী আশা হইতে আমি নিরাশার গভীর গহ্বরে পতিত হইলাম, যখন আমি গ্রন্থগুলি পড়িতে পড়িতে দেখিলাম, যে, এই ব্যক্তি আত্মার কোন প্রসঙ্গই করে নাই, [এবং বিশ্ব-নিয়মের কোনও প্রকৃত কারণ নির্দ্দেশ করিতেও প্রয়াসী হয় নাই;] সে বায়ু, আকাশ, জল ও এইপ্রকার অন্যান্য বহু পদার্থ কারণ বলিয়া উল্লেখ

(৬১) Timaeus নামক নিবন্ধে এই সকল বিষয় ব্যাখ্যাত হইয়াছে।

(৬২) প্রথম খণ্ড, ৪৭৯—৪৮৩ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

ফাইডো

করিয়াছে। আমার বোধ হইল, যে, এই ব্যক্তি ঠিক সেই লোকটীর মত ভুল করিতেছে, যে বলে, যে, সোক্রাটীস যাহা কিছু করে, আত্মার সাহায্যেই করে, কিন্তু যখন সে সোক্রাটীসের প্রত্যেক কার্য্যের কারণ প্রদর্শন করিতে চেষ্টা করে, তখন বলে, যে, প্রথমতঃ আমি এক্ষণে এস্থানে বসিয়া আছি এই জন্য, যে আমার দেহ অস্থি ও মাংসপেশী দ্বারা গঠিত; অস্থিগুলি কঠিন, উহাদিগের গ্রন্থি আছে, তাহা অস্থিগুলিকে পরস্পর হইতে পৃথক্ রাখিয়াছে; মাংসপেশীগুলি প্রসারিত ও সঙ্কুচিত করা যাইতে পারে, অস্থিগুলি মাংস ও চর্ম্ম দ্বারা আবৃত, এবং চর্ম্ম এ সমুদায় একত্র করিয়া রাখিয়াছে। অস্থিগুলি উহাদিগের কোটরে উত্তোলিত হইলেই মাংসপেশীগুলি শিথিল ও প্রসারিত হয়, এবং তাহাতেই আমার পক্ষে প্রত্যঙ্গগুলি বাঁকান সম্ভবপর হইয়া থাকে; এই কারণেই আমি পাদুখানি সঙ্কুচিত করিয়া এখানে বসিয়া আছি। এইরূপে আমি যে তোমাদিগের সহিত আলাপ করিতেছি, সে তাহার এইজাতীয় অন্য-কারণ নির্দ্দেশ করিবে; সে বলিবে, যে ধ্বনি, বায়ু, শ্রুতি ও এইপ্রকার অন্য সহস্র পদার্থই উহার কারণ: কিন্তু সে এই প্রকৃত কারণগুলি উল্লেখ করিতে ভুলিয়া যাইবে, যে, আথীনীয়গণ আমাকে অপরাধী স্থির করাই শ্রেয়ঃ বোধ করিয়াছে, এবং আমারও বোধ হইয়াছে, যে এখানে বসিয়া থাকাই শ্রেয়ঃ, এবং তাহারা যে-দণ্ড বিধান করে, তাহা বহন করাই ন্যায়সঙ্গত। সরমার দিব্য, আমি তো মনে করি, যে, এই মাংস-পেশী ও অস্থিগুলি তাহাদিগের মত দ্বারা চালিত হইয়া বহুপূর্ব্বেই মেগারা বা বীওশিয়াতে চলিয়া যাইত, যদি না আমি বিবেচনা করিতাম, যে, পলায়ন ও অপসরণ অপেক্ষা এই পুরী যে-দণ্ডই বিধান করুক না কেন, তাহা বহন করাই ন্যায্যতর ও মহত্তর। কিন্তু এই সকল বস্তুকে কারণ বলা নিতান্তই অদ্ভুত। যদি কেহ বলিত, যে, আমার অস্থি, মাংসপেশী ও অন্যান্য যাহা কিছু আছে, সেগুলি না থাকিলে আমি যাহা করিতে চাহিয়াছি, তাহা করিতে পারিতাম না, তবে সে সত্য কথাই বলিত; কিন্তু আমি যাহা করি, এইগুলিই তাহার কারণ; আমি যদিচ আত্মার সাহায্যে কার্য্য করি, তথাপি এগুলিই কারণ, আমি যাহা শ্রেয়ঃ বলিয়া

ফাইডোন আলিঙ্গন করিয়াছি, তাহা আমার কার্য্যের কারণ নহে—এই প্রকার বলিলে কথাবার্ত্তায় পরিপূর্ণ ও সুগভীর চিন্তাহীনতাই প্রকাশ পায়। কেন না, এরূপ বলিবার অর্থই এই, যে, ঐ ব্যক্তি বুঝিতে সমর্থ হয় নাই, যে, প্রকৃত কারণ এক বস্তু, আর যাহা ছাড়া কারণ কারণই হইতে পারে না, তাহা অন্য বস্তু। আমার মনে হয়, যে ইতরজন যেন অন্ধকারে হাতড়াইতে হাতড়াইতে এইরূপই করিয়া থাকে; তাহারা কারণের কথা বলিতে যাইয়া, যাহা কারণ-পদবাচ্য নয়, তাহাকেই কারণ বলিয়া অভিহিত করে। এই জন্যই একজন বলে, যে পৃথিবীর চতুর্দ্দিকে আবর্ত্ত বর্ত্তমান, (৬৩) এবং আকাশ পৃথিবীকে ধারণ করিয়া রহিয়াছে। অপর একজন বলে, যে পৃথিবী যেন একখানি সমতল থালা; উহা বায়ুরূপ ভিত্তির উপরে অবস্থান করিতেছে। (৬৪) কিন্তু ইহাদিগের পক্ষে এক্ষণে যেরূপে অবস্থান কর়া শ্রেয়ঃ, ইহাদিগকে সেইরূপে স্থাপন করিতে সমর্থ যে একটী শক্তি আছে, তাহারা সেই শক্তির অন্বেষণ করে না; এবং ইহাও বিবেচনা করে না, যে উহাদিগের কোনও দৈববল আছে; তাহারা ভাবে, যে, তাহারা এমন এক আট্‌লাস (৬৫) পাইবে, যিনি ঐ শক্তি অপেক্ষা অধিকতর বলবান্, অমর ও বিশ্বধারণে সমর্থ; তাহারা কখনও চিন্তা করে না, যে শিব ও অনতিক্রমণীয় নিয়মই বিশ্বকে বন্ধন ও ধারণ করিয়া রহিয়াছে। (৬৬) এই কারণটী কিরূপ, যে-জন

(৬৩) এম্পেডক্লীসের মত।

(৬৪) আনাক্সিমেনীস, আনাক্সাগরাস ও ডীমক্রিটসের মত।

(৬৫) আট্‌লাস—অসুর প্রমীথেয়ুসের ভ্রাতা। ইনি দেবাসুরের যুদ্ধে জেয়ুসের বিপক্ষ ছিলেন, এজন্য পরাজিত হইয়া এই দণ্ড প্রাপ্ত হন, যে ইনি মস্তকে ও হস্তে নভোমণ্ডল ধারণ করিয়া রাখিবেন। সোক্রাটীস বলিতেছেন, ইহারা ভাবে, আমি যে-আদিকারণ স্বীকার করিতেছি, তদপেক্ষা ইহাদিগের জড় কারণগুলি বিশ্বতত্ত্ব উত্তমতররূপে ব্যাখ্যা করিতে সমর্থ হইবে।

(৬৬) আনাক্সাগরাসের এই সমালোচনা প্লেটোবাদ বা অধ্যাত্মবাদের মুখবন্ধ। উক্ত দার্শনিক শিবকে আদিকারণ বলিয়া গ্রহণ করেন নাই; ইহাই তাঁহার প্রধান ত্রুটি। প্লেটো "সাধারণতন্ত্র" ও পরবর্ত্তী অন্যান্য গ্রন্থে নিম্নোক্ত উপায়ে অভাব পরিপূর

আমাকে তাহা শিক্ষা দিতে পারিত, আমি আনন্দের সহিত তাহার শিষ্য হইতাম। (৬৭) কিন্তু আমি যখন এই শিক্ষায় বঞ্চিত হইলাম, যখন আমি নিজে অপরের নিকট হইতেও শিখিতে পারিলাম না, যে উহা কিপ্রকার, তখন এই কারণানুসন্ধানে ব্যাপৃত থাকিয়া আমি অগত্যা দ্বিতীয়কল্প উপায়টী অবলম্বন করিলাম। কেবীস, তুমি কি চাও, যে তাহা আমি তোমার নিকটে বর্ণনা করি?

ফাইডোন

সে উত্তর করিল, হাঁ, আমি খুবই চাই।

[অষ্টচত্বারিংশ অধ্যায়—সোক্রাটীস বলিতেছেন, আমি তদবধি জড়জগতের আলোচনা ত্যাগ করিয়াছি, এবং নাম বা সামান্যের সাহায্যে পদার্থনিচয়ের পর্য্যালোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছি। আমি যথাসাধ্য নিখুঁত সামান্য নির্দ্ধারণ করিয়া, যাহা উহার সহিত মিলিতেছে, তাহা সত্য, ও যাহা মিলিতেছে না, তাহা অসত্য বলিয়া স্থির করিতেছি।]

৪৮। তিনি বলিলেন, ইহার পরে, আমি যখন পরম সৎসমূহের (ta onta) (৬৮) পর্য্যালোচনা ত্যাগ করিলাম, তখন আমার মনে হইল,

করিয়াছেন—তিনি দেখাইয়াছেন, (১) যে শিবই প্রত্যেক পদার্থের সত্তার কারণ; (প্রথম খণ্ড, ৪৭৯-৪৮৩ পৃষ্ঠা); এবং (২) আত্মা (nous) একটা বাহিরের বস্তু নহে; উহাই বিশ্ব।

(৬৭) সোক্রাটীস স্পষ্টাক্ষরে স্বীকার করিতেছেন, যে তিনি 'শিব' দ্বারা জগতের অস্তিত্ব ব্যাখ্যা করিতে পারেন নাই। তিনি অতঃপর যাহা বলিতে যাইতেছেন, তাহা দ্বিতীয় প্লব (deuteros plous) অর্থাৎ অবর পন্থা। প্লেটো "ফাইডোনের" পরবর্ত্তী রচনা "সাধারণতন্ত্রে", "ফিলীবসে", ও "টিমাইয়সে" পরম শিবের সহিত জগতের সম্বন্ধ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। শেষোক্ত নিবন্ধে তত্ত্বটী পূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়াছে।

(৬৮) Ta onta, যাহা যাহা পরম সৎ (realities), প্লেটোর মতে সত্য কারণ-সমূহ, অর্থাৎ শিব ও অনতিক্রম্য নিয়ম (t'agathon kai deon)—R. D. Archer-Hind.

Ta onta, পরিদৃশ্যমান জগৎ—H. Williamson.

এই অধ্যায়ে সূর্য্য কি, এবং প্রতিবিম্বই বা কি, তৎসম্বন্ধে বিস্তর মতভেদ বিদ্যমান। দুইটী মত উল্লিখিত হইতেছে—

(১) সূর্য্য, জড়জগৎ। প্রতিবিম্ব, সামান্য বা নাম (logoi)।

(২) সূর্য্য, পরম সৎ বা স্ফোট (idea)। প্রতিবিম্ব, সামান্য।

ফাইডোন যে, আমার সাবধান হওয়া কর্ত্তব্য, যে, যাহারা গ্রহণের সময় সূর্য্যের দিকে তাকাইয়া সূর্য্য দর্শন করে, তাহারা যে-ফলভোগ করে, আমাকে যেন সেই ফলভোগ করিতে না হয়। কেন না, অনেকে জল বা এই প্রকার অন্য পদার্থের মধ্যে সূর্য্যের প্রতিবিম্ব দর্শন না করিয়া চক্ষু দুইটী হারায়। আমারও এই বিপদ মনে পড়িল; আমার ভয় হইল, যে, আমিও বা চক্ষু দ্বারা পদার্থনিচয় দর্শন করিতে যাইয়া ও প্রত্যেক বস্তু আমার ইন্দ্রিয় দ্বারা স্পর্শ করিতে চেষ্টা করিয়া আমার আত্মাকে একেবারে অন্ধ করিয়া ফেলি। সুতরাং আমার বোধ হইল, যে, আমাকে সামান্যের (logoi, concepts) আশ্রয় গ্রহণ করিয়া উহার সাহায্যে পরম সতের বাস্তবতা পরীক্ষা করিতে হইবে। (৬৯) হয় তো এই উপমাটী সম্পূর্ণরূপে সঙ্গত নহে; কেন না, আমি মোটেই স্বীকার করি না, যে, যে-ব্যক্তি সামান্যের সাহায্যে পরম সৎকে পর্য্যবেক্ষণ করে, সে প্রতিবিম্বের মধ্যে উহা দর্শন করে, আর যে-জন ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য পদার্থের মধ্যে পরম সৎকে পর্য্যবেক্ষণ করে, সে তাহা করে না। (৭০) সে যাহা হউক, আমি এই প্রণালীতেই (অনুসন্ধান) আরম্ভ করিলাম। কি কারণ সম্বন্ধে, কি অপর যাবতীয় পদার্থ সম্বন্ধে, প্রত্যেক স্থলেই আমি যে-মূলতত্ত্ব (logos, principle) দৃঢ়তম বলিয়া সিদ্ধান্ত করিলাম, তাহাই মানিয়া লইলাম; এবং আমার বিবেচনায় উহার সহিত যাহার ঐক্য হইল, তাহাই সত্য বলিয়া স্থির করিলাম; আর যাহা উহার সহিত মিলিল না, তাহা মিথ্যা বলিয়া

(৬৯) সোক্রাটীস কি প্রণালীতে সামান্য নির্ণয় করিতেন, তাহা পূর্ব্বে বর্ণিত হইয়াছে। প্লেটোর মতে সামান্য (logos) ও স্ফোট (idea), উভয়ের প্রভেদ এই—

(১) সামান্যের অস্তিত্ব শুধু আমাদিগের মনে; মননের বাহিরে উহার সত্তা নাই। পক্ষান্তরে স্ফোট মননিরপেক্ষ ও স্বতন্ত্র বিদ্যমান।

(২) জাতিসম্বন্ধে আমরা যাহা যাহা জানিতে সমর্থ হই, তাহা সামান্যের অন্তর্ভূত; কিন্তু তৎসম্বন্ধে যাহা কিছু জানিবার আছে, সকলই স্ফোটের অন্তর্গত। এই জন্যই সামান্য আমাদিগের মনে স্ফোটের প্রতিবিম্বমাত্র।

(৭০) সামান্য প্রতিবিম্ব, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য পদার্থও প্রতিবিম্ব; কিন্তু শেষোক্তটী অধিকতর অবিশ্বাস্য।

অবধারণ করিলাম। আমি যাহা বলিতেছি, তাহা তোমাকে আরও পরিষ্কার করিয়া বলিতে চাই; কেন না, আমি বোধ করি তুমি কথাটা এখনও বুঝিতে পার নাই। ফাইডোন

কেবীস বলিল, না, না, জেয়ুসের দিব্য, আমি নিশ্চয়ই কথাটা ভাল করিয়া বুঝিতে পারি নাই। (৭১)

(৭১) ভাষ্যকারগণ সমস্বরে বলিতেছেন, যে এই অধ্যায়টী অত্যন্ত দুরূহ; সুতরাং তাঁহারা এক এক জন এক এক রূপে ইহা বুঝিয়াছেন। অধ্যাপক Archer-Hind ইহার যে-রূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন, আমরা তাহার মর্ম্ম প্রদান করিতেছি।

সোক্রাটীস প্রথমে পরম শিবকে জগতের ও জাগতিক ব্যাপারের আদিকারণ রূপে উপলব্ধি করিতে চেষ্টা করিলেন; ইহাই তাঁহার প্রথম প্লব, অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ প্রণালী। কিন্তু তিনি পরম সৎ বা অনাদ্যনন্ত স্ফোট-সমূহকে ধারণা করিতে সমর্থ হইলেন না, সুতরাং তিনি যে-উপায়ে জগতের কারণ নির্ণয় করিতে প্রয়াস পাইয়াছিলেন, তাহাতে অকৃতকার্য্য হইলেন। তাঁহার ভয় হইল, যে পরম সৎ-সমূহের উপরে নিয়ত দৃষ্টিকে আবদ্ধ রাখিয়া তাঁহার আত্মা অন্ধ হইয়া যাইবে। এজন্য গ্রহণের সময়ে লোকে যেমন জলে প্রতিবিম্বের সাহায্যে সূর্য্যকে দর্শন করে, তিনি তেমনি সামান্যের সাহায্যে পরম সৎকে দেখিতে সংকল্প করিলেন। সামান্য বা নাম পরম সৎ-এর প্রতিবিম্ব; আমরা বুদ্ধির সাহায্যে উহা রচনা করি। জাগতিক ব্যাপারও প্রতিবিম্ব, অর্থাৎ স্ফোটের প্রতিরূপ; ইন্দ্রিয়গণ আমাদিগের নিকটে উহা উপস্থিত করে। উভয়ই প্রতিবিম্ব বটে, কিন্তু যেহেতু বুদ্ধি ইন্দ্রিয় অপেক্ষা অধিকতর অভ্রান্ত, অতএব প্রথম শ্রেণীর প্রতিবিম্ব দ্বিতীয় শ্রেণীর প্রতিবিম্ব অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। সে যাহা হউক, সোক্রাটীস সামান্যসমূহ অবধারণ করিতে ব্যাপৃত হইলেন, এবং এক একটী পদার্থ সত্য কি না, তদ্দ্বারা তাহা পরীক্ষা করিতে লাগিলেন। এই শেষোক্ত প্রণালীই তাঁহার দ্বিতীয় প্লব অর্থাৎ অবর পন্থা।

এই ব্যাখ্যা অনুসারে,

(১) সূর্য্য = পরম সৎ-বা-স্ফোটসমূহ।

(২) সূর্য্যগ্রহণ = পরম সৎ জন্যপদার্থ দ্বারা গ্রস্ত বা আবরিত।

(৩) জলে গ্রস্তসূর্য্যের প্রতিবিম্ব = সামান্য বা নামে জন্যপদার্থের প্রতিবিম্ব।

এখানে, জন্যপদার্থ = গ্রস্ত পরম সৎ।

সোক্রাটীস যাহা বলিতেছেন, তাহার তাৎপর্য্য এই—আমি যখন বুঝিলাম, যে পরম শিব সাক্ষাৎ সম্বন্ধে জ্ঞেয় নহে, এবং উহা গ্রহণকালে সূর্য্যের ন্যায় জন্যপদার্থের অন্ধকারে আবৃত, কিন্তু উহার জ্যোতিঃ ঐ অন্ধকারের মধ্যেও জ্বলিতেছে, তখন আমি উপলব্ধি

ফাইডোন

[উনপঞ্চাশত্তম অধ্যায়—সোক্রাটীস বলিতেছেন, আমার প্রণালীটী নূতন নয় ; উহা অধ্যাত্মবাদ বা স্ফোটবাদ হইতে প্রসূত ; আমার আশা আছে, যে উহার সাহায্যে আমি আত্মার অমরত্ব প্রতিপাদন করিতে পারিব। সুন্দর, ন্যায্য, মহৎ ইত্যাদির স্ফোট বর্ত্তমান, ইহা ধরিয়া লইয়া আমি বলিয়া থাকি, যে, যাহা যাহা সুন্দর, তাহা পরম সুন্দরের অংশভাক্, বা পরম সুন্দর তাহাতে বিদ্যমান, এই জন্যই সুন্দর। আমি অন্য কারণ বুঝি না। আরও কতিপয় দৃষ্টান্ত। যদি তুমি তোমার কল্পনা ব্যাখ্যা করিতে চাও, তবে তোমাকে সঙ্কীর্ণতর তত্ত্ব হইতে ব্যাপকতর তত্ত্বে আরোহণ করিতে হইবে ; এবং এইরূপে ব্যাপকতম তত্ত্বে উপনীত না হওয়া পর্য্যন্ত কল্পনাটী সুপ্রতিষ্ঠিত হইবে না।]

৪৯। তিনি বলিলেন, কিন্তু আমি এখন নূতন কিছুই বলিতেছি না ; আমি যাহা অন্য সময়ে ও অন্য পূর্ব্বোক্ত আলোচনায় বারংবার বলিয়াছি, তাহাই বলিতেছি। আমি কিপ্রকার কারণের অনুসন্ধানে নিযুক্ত হইয়াছিলাম, তোমার নিকটে তাহা ব্যাখ্যা করিতে প্রয়াস পাইতে যাইতেছি ; আমি আবার সেই সুপরিজ্ঞাত বিষয়গুলিতে ফিরিয়া যাইতেছি, এবং সেইগুলি হইতে আলোচনা আরম্ভ করিতেছি ; আমি মানিয়া লইতেছি, যে, পরম সুন্দর, পরম শিব, পরম মহৎ ও পরম অপর সমুদায় বিদ্যমান আছে। যদি তুমি আমার নিকটে এইগুলি অঙ্গীকার কর, ও মানিয়া লও, যে এইগুলি বিদ্যমান আছে, তাহা হইলে আমি আশা করি, তোমাকে বুঝাইতে পারিব, যে, কারণ কি ; এবং ইহাও আবিষ্কার করিতে পারিব, যে, আত্মা অমর।

কেবীস কহিল, আচ্ছা, আমি তোমার নিকটে এই সকলই অঙ্গীকার করিতেছি, এইরূপ ধরিয়া লইয়া তোমার বক্তব্য সোজা বলিয়া যাও।

তিনি বলিলেন, তবে দেখ, ইহার পরে যাহা বলিতেছি, তাহাতে তুমি আমার সহিত একমত হইতেছ কি না। আমি বোধ করি, যে যদি অন্য কোন বস্তু সুন্দর হয়, তবে তাহা কেবল এইজন্যই সুন্দর, যে, উহাতে

করিলাম, যে এই ম্লান জ্যোতির সাহায্যেই পরম শিবের পূর্ণ জ্ঞান লাভ করিতে হইবে ; এবং সামান্যের মধ্যে যে ইহার জ্যোতিঃ স্পষ্টরূপে প্রতিফলিত হইতেছে, তথায় তাহা পর্য্যবেক্ষণ করিলে আর আত্মার অন্ধ হইবার আশঙ্কা থাকিবে না।

পরম সুন্দরের অংশ আছে; সমুদায় বিষয় সম্বন্ধেই আমি এইরূপ বলিতেছি। তুমি কি এইরূপ কারণ সম্বন্ধে একমত হইতেছ? 　ফাইডোন

সে উত্তর করিল, হাঁ, একমত হইতেছি।

তিনি বলিলেন, তবে আমি আর অন্য কারণ, ঐ সকল বিজ্ঞ কারণ, (৭২) বুঝিও না, চিনিতেও পারি না। যদি কেহ আমাকে বলে, যে কোনও একটী বস্তু এই জন্যই সুন্দর, যে উহার উত্তম বর্ণ, বা আকার কিংবা এই প্রকার অন্য সমুদায় আছে, আমি এই জাতীয় কথা অসার বিবেচনা করিয়া উড়াইয়া দিই; কেন না, এই প্রকার কথাতে আমি হতবুদ্ধি হইয়া পড়ি; কিন্তু আমি সরলচিত্তে, সহজ ভাবে, হয় তো অর্ব্বাচীনের ন্যায় নিজের মনে এই মত পোষণ করি, যে ঐ বস্তুটীকে আর কিছুই সুন্দর করে নাই; উহাতে যে পরম সুন্দর বিদ্যমান, কিংবা উহা যে পরম সুন্দরের অংশভাক্, অথবা পরম সুন্দরের সহিত উহার যে-রূপ যতটুকু সম্বন্ধ আছে, তাহাই উহাকে সুন্দর করিয়াছে। সম্বন্ধটী কি, তাহা আমি দৃঢ়তার সহিত বলিতে চাই না, কিন্তু আমি নিঃসঙ্কোচে ইহাই বলিতে চাই, যে পরম সুন্দর হইতেই সুন্দর পদার্থ সুন্দর হইয়াছে। আমার বোধ হয়, যে আমার নিজেকে ও অপরকে যে-সকল উত্তর দেওয়া যাইতে পারে, এইটীই তন্মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা নিরাপদ, এবং আমি বিশ্বাস করি, যে এই উত্তর থাকিলে আমি কখনও পরাজিত হইব না; বরঞ্চ আমার নিজের ও অন্য যে-কোনও ব্যক্তির পক্ষে এই উত্তর দেওয়াই নিরাপদ, যে, পরম সুন্দর হইতেই সুন্দর পদার্থ সুন্দর হইয়াছে। না তোমার সেরূপ বোধ হইতেছে না?

হাঁ, হইতেছে।

তবে বৃহত্ত্ব হইতে বৃহৎ বস্তু বৃহৎ ও বৃহত্তর বস্তু বৃহত্তর; এবং ক্ষুদ্রতা হইতেই ক্ষুদ্রতর বস্তু ক্ষুদ্রতর হইয়াছে?

হাঁ।

এবং যদি কেহ তোমাকে বলে, যে, এক ব্যক্তি অন্য ব্যক্তি অপেক্ষা মাথায় উচু, এবং ঐ শর্ব্বকায় ব্যক্তি প্রথমোক্ত ব্যক্তি অপেক্ষা মাথায় নীচু,

(৭২) বৈজ্ঞানিকদিগের কারণগুলি।

ফাইডোন তবে তুমি তাহার কথা স্বীকার করিবে না; তুমি প্রতিবাদ করিয়া বলিবে, যে তুমি এরকম কথা বল না; তুমি শুধু বলিয়া থাক, যে, যে-সকল পদার্থ অন্য পদার্থ অপেক্ষা বৃহত্তর, তাহা বৃহত্ত্ব-নিবন্ধনই বৃহত্তর, অন্য কোনও কারণে নহে; বৃহত্ত্বের জন্যই উহা বৃহত্তর; যাহা ক্ষুদ্রতর, তাহা ক্ষুদ্রতা-নিবন্ধনই ক্ষুদ্রতর, অন্য কোনও কারণে নহে; ক্ষুদ্রতার জন্যই উহা ক্ষুদ্রতর। আমার মনে হয়, তুমি এই ভয় করিয়াই এরূপ বলিবে, যে, যদি তুমি বল, একজন অপর একজন অপেক্ষা মাথায় উচু বা নীচু, তবে কোনও ব্যক্তি প্রতিবাদস্বরূপ এই কথা বলিয়া তোমাকে প্রত্যুত্তর দিতে পারে, যে, প্রথমতঃ একই কারণে বৃহত্তর পদার্থ বৃহত্তর ও ক্ষুদ্রতর পদার্থ ক্ষুদ্রতর হইয়াছে;(৭৩) তৎপরে, যদিচ মস্তক ক্ষুদ্র বস্তু, তথাপি তাহা দ্বারাই বৃহত্তর বস্তু বৃহত্তর হইয়াছে; এবং ইহাও এক বিস্ময়কর ব্যাপার, যে একজন বৃহৎকায় মানব একটী ক্ষুদ্র বস্তুর সাহায্যে বৃহৎ হইয়াছে। তুমি কি এরূপ বলিতে ভীত হইবে না?

কেবীস হাসিয়া উত্তর করিল, হাঁ, অবশ্যই হইব।

তিনি বলিলেন, তবে কি তুমি এরূপ বলিতেও ভীত হইবে না, যে, দশ দুইয়ের দ্বারা আট অপেক্ষা অধিক হইয়াছে, এবং দুই-ই এই আধিক্যের কারণ? তুমি বরং বলিবে, যে দশ সংখ্যা দ্বারাই আট অপেক্ষা অধিক হইয়াছে, এবং সংখ্যাই এই আধিক্যের কারণ? তুমি কি বলিবে, যে দুই হস্ত দীর্ঘ বস্তুটী এক হস্ত দীর্ঘ বস্তুটী অপেক্ষা স্বীয় অর্দ্ধাংশ দ্বারা বৃহৎ হইয়াছে, কিন্তু বৃহত্ত্ব-নিবন্ধন নহে? তোমার বোধ করি এরূপ বলিতে ঐ প্রকার ভয় হইবে।

সে বলিল, নিশ্চয় হইবে।

তার পর? তুমি কি এমত সাবধান হইবে না, যাহাতে তুমি না বল, যে, এক একের সহিত যোগ করিলে ঐ যোগ, কিংবা এককে ভাগ করিলে ঐ ভাগ, দুই হইবার কারণ? তুমি অতি তারস্বরে বলিবে, যে,

(৭৩) রাম শ্যাম অপেক্ষা এক মাথা উচু; শ্যাম রাম অপেক্ষা এক মাথা নীচু; সুতরাং এই এক মাথাই রামের উচ্চতা ও শ্যামের খর্ব্বতার কারণ হইল।

কাইডোন

প্রত্যেক পদার্থ আর কিরূপে উৎপন্ন হয়, তাহা তুমি জান না; তুমি শুধু ইহাই জান, যে, উহা যে যে গুণের আধার, তাহার বিশেষত্বের অংশভাক্ বলিয়াই উহা উৎপন্ন হইয়া থাকে; সুতরাং দুই কিরূপে উৎপন্ন হয়, তুমি তাহার অন্য কোনই কারণ নির্দ্দেশ করিতে পার না; তুমি কেবল বলিতে পার, যে উহা দ্বিত্ব-গুণের অধিকারী, ইহাই উহার উৎপত্তির কারণ; যাহা যাহা দুই হইতে চাহে, তাহার মধ্যেই দ্বিত্ব-গুণ, এবং যাহা যাহা এক হইতে চাহে, তাহার মধ্যে একত্ব-গুণ থাকা প্রয়োজন। তুমি এই সকল যোগ ও বিভাগ, এবং এই প্রকার অন্যান্য কূটতর্ক বিদায় করিয়া দিয়া উত্তর দিবার ভার তোমার অপেক্ষা বিজ্ঞতর লোকের জন্য রাখিয়া দিবে। যেমন প্রবাদ আছে, যে একজন আপনার ছায়া দেখিয়া ভয় পায়, তুমিও তেমনি আপনার ছায়া ও অজ্ঞতা দেখিয়া ভয় পাইবে; এবং তুমি যে-মূলতত্ত্ব (৭৪) মানিয়া লইয়াছ, তাহারই নিরাপদ আশ্রয় ধরিয়া থাকিবে ও তদনুরূপ উত্তর দিবে। [কিন্তু যদি কেহ ঐ মূলতত্ত্বটাই আক্রমণ করে, তুমি তাহার কথায় কর্ণপাত করিবে না ও তাহাকে প্রত্যুত্তর দিবে না, যতক্ষণ না তুমি দেখিতে পাও, যে উহার ফল কি, এবং উহা তোমার অন্যান্য তত্ত্বের সহিত সঙ্গত কি অসঙ্গত হইতেছে।] যখন তোমাকে এই মূল তত্ত্বটাই ব্যাখ্যা করিতে হইবে, তখন এইরূপেই তাহার ব্যাখ্যা করিবে; তুমি অন্য এমন একটী তত্ত্ব কল্পনা করিয়া লইবে, যাহা তোমার নিকটে

(৭৪) মূলতত্ত্ব (hypothesis)—সামান্য বা সংজ্ঞা (logos), যদ্দ্বারা বিশেষ বিশেষ পদার্থ ব্যাখ্যাত হইতেছে।

যদি কেহ জিজ্ঞাসা করে, পদ্মটী সুন্দর কেন? তবে আমরা বলিব না, যে উহার বর্ণ, আকার, দলগুলির বিন্যাস প্রভৃতি উহার সৌন্দর্য্যের কারণ; আমরা ইহাই বলিব, যে পদ্মটী পরম সুন্দরের অংশভাক্। এখন স্ফোটই পদ্মের সৌন্দর্য্যের কারণ, সামান্য বা নাম তাহার কারণ নহে; কিন্তু আমরা বিশেষ বিশেষ সুন্দর পদার্থ পর্য্যবেক্ষণ করিয়া যে সামান্য নিরূপণ করিয়াছি, তাহাই আমাদিগকে ঐ কারণের জ্ঞান দান করিতেছে, কেন না, আমরা সাক্ষাৎভাবে স্ফোটকে জানিতে পারি না। যখন আমরা স্ফোটের সাক্ষাৎ জ্ঞান লাভ করিব, তখন কারণও প্রত্যক্ষরূপে অবগত হইব; যতদিন তাহা না হয়, ততদিন সামান্যগুলিই (logoi) স্ফোটের পরিবর্ত্তে আমাদিগের সহায় হইয়া থাকিবে।

ফাইডোন

অধিকতর ব্যাপক তত্ত্বগুলির মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলিয়া বোধ হয়;(৭৫) যতক্ষণ না তুমি মনোমত স্থির ভূমিতে উপনীত হও, ততক্ষণ এই প্রণালীর অনুসরণ করিবে। যদি তুমি পরম সৎ সম্বন্ধে কিছু আবিষ্কার করিতে চাও, তবে তর্কপ্রিয় লোকগুলির ন্যায় তুমি আদিতত্ত্ব ও তাহার ফল আলোচনার মধ্যে একত্র মিশ্রিত করিয়া ফেলিও না। (৭৬) ইহাদিগের হয় তো এবিষয়ে কোনই চিন্তা নাই এবং বলিবার একটাও কথা নাই ; কেন না, ইহারা আপনাদিগের পাণ্ডিত্যের জোরে সমস্ত আগাগোড়া ওলট পালট করিয়াও আপনাদিগকে সন্তুষ্ট রাখিতে পারে ; কিন্তু তুমি যদি তত্ত্বজ্ঞানী হও, তবে বোধ করি আমি যেরূপ বলিলাম, সেইরূপই করিবে।

সিম্মিয়াস ও কেবীস একসঙ্গে বলিয়া উঠিল, তুমি অতীব সত্য কথা বলিতেছ।

এখে—হাঁ, হাঁ, ফাইডোন, এরূপ বলা তাহাদিগের পক্ষে সঙ্গতই হইয়াছে। আমার বোধ হয়, যে যাহার অত্যল্পও বুদ্ধি আছে, তাহার পক্ষেও তিনি এই তত্ত্বটী যেরূপ পরিষ্কার করিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহা আশ্চর্য্য।

(৭৫) আমরা যখন কোনও একশ্রেণীর পদার্থ ব্যাখ্যা করিতে চাই, তখন আমরা সেই শ্রেণীটী পর্য্যবেক্ষণ করিয়া একটী সামান্য বা সংজ্ঞা (hypothesis) নিরূপণ করি; সুতরাং যদি ঐ সামান্যটীই ব্যাখ্যা করিতে হয়, তবে উহা ও অন্যান্য শ্রেণীর সামান্য যাহার অন্তর্ভূত, এমন একটী ব্যাপকতর কল্পনার আশ্রয় লইতে হইবে। আমরা ব্যক্তি হইতে শ্রেণী, শ্রেণী হইতে জাতি, জাতি হইতে বৃহত্তর জাতি—এইরূপে সোপানপরম্পরায় আরোহণ করিয়া পরিশেষে আমাদিগের ও প্রতিপক্ষের প্রতীতিজনক একটী বিশ্বজনীন তত্ত্বে উপনীত হইব। এই তত্ত্বই স্থির ভূমি।

(৭৬) তোমার কল্পনা (hypothesis) এবং কল্পনাপ্রসূত সিদ্ধান্ত, এই দুইয়ের আলোচনা স্বতন্ত্র রাখিবে। প্রতিপক্ষ যদি কল্পনাটী স্বীকার করিতে না চাহে, তবে তাহা প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য বিচার কর; কিন্তু যদি সে তাহা মানিয়া লয়, তবে তৎপ্রসূত সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে আলোচনা চলিতে পারে, কিন্তু তখন কল্পনা-বিষয়ক তর্ক তাহাতে প্রবেশ করিতে দিবে না। পরবর্ত্তী অধ্যায়ে স্ফোটবাদ, এবং স্ফোটবাদের উপরে প্রতিষ্ঠিত আত্মার অমরত্ববাদ, এই উভয়কে একত্র মিশ্রিত করিয়া ফেলা হইবে না

ফাই—হাঁ, এথেক্রাটীস, যাহারা সেখানে উপস্থিত ছিল, তাহাদিগের সকলের নিকটেও অবিকল এইরূপই বোধ হইয়াছিল। ফাইডোন

এখে—আমরা যাহারা অনুপস্থিত ছিলাম, আর এক্ষণে বৃত্তান্তটী শুনিতেছি, আমাদিগেরও তাহাই বোধ হইতেছে। আচ্ছা, ইহার পরে আলোচনা কোন্ দিকে অগ্রসর হইল? (৭৭)

[পঞ্চাশত্তম অধ্যায়—পূর্ব্বোক্ত কল্পনা অনুসারে সোক্রাটীস স্বীকার করিয়া লইলেন, যে স্ফোটসমূহ বিদ্যমান আছে, এবং এক একটী পদার্থ উহাদিগের অংশভাক্ হইয়াই বিশেষ বিশেষ গুণের অধিকারী হইয়া থাকে। তিনি বৃহত্ত্ব ও ক্ষুদ্রত্বের দৃষ্টান্ত দ্বারা তত্ত্বটী বুঝাইয়া দিলেন। ইহা হইতে আমরা দেখিতে পাইতেছি, যে (১) দুইটী বিপরীত স্ফোট একই পদার্থে যুগপৎ বর্ত্তমান থাকিতে পারে, (২) যদিচ তাহারা পরস্পরের সহিত মিলিত হইতে পারে না; (৩) তাহারা জগতে স্বরূপতঃ যেমন বিদ্যমান, তদবস্থাতেও মিলিত হইতে পারে না; এবং (৪) তাহারা ব্যষ্টিতে যেরূপে প্রকাশমান, সেরূপেও পারে না। বৃহত্ত্ব ও ক্ষুদ্রত্বের ন্যায় অন্যান্য স্ফোট সম্বন্ধেও এই একই কথা।]

৫০। ফাই—আমার মনে হয়, যখন তাহারা তাঁহার নিকটে এই কথাগুলি স্বীকার করিল, এবং একবাক্যে মানিয়া লইল, যে, প্রত্যেক স্ফোট বিদ্যমান আছে, এবং অন্যান্য পদার্থগুলি যে যে স্ফোটের অংশভাক্, সেই সেই স্ফোটের নাম গ্রহণ করিয়া থাকে, (৭৮) তখন সোক্রাটীস তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—

তোমরা যখন পূর্ব্বোক্ত কথাগুলি মানিয়া লইয়াছ, তখন যদি তোমরা বল, যে, সিম্মিয়াস সোক্রাটীস অপেক্ষা দীর্ঘকায় ও ফাইডোন অপেক্ষা

(৭৭) এই অধ্যায়ের সংক্ষিপ্তসার এই, যে শুধু বিশ্বজনীনই (universals) জ্ঞেয়। বিশ্বজনীন এখন পর্য্যন্ত সামান্য (logoi) রূপে রহিয়াছে; পরে, বিচারপ্রণালীর উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে, স্ফোট তাহার স্থান অধিকার করিবে।

(৭৮) সোক্রাটীস স্ফোটের অস্তিত্ব মানিয়া লইতেছেন, কিন্তু এখনও স্ফোট অবগত হইতে পারেন নাই। স্ফোট উৎপত্তি ও ধ্বংসের কারণ, ইহা স্বীকার্য্য বলিয়া গ্রহণ করিয়া তিনি বিচার করিয়া দেখিবেন, যে তাহা হইতে আত্মার অমরত্ব অবধারিত হয় কি না।

ফাইডোন খর্ব্বকায়, তবে কি ইহাই বলা হয় না, যে সিম্মিয়াসের মধ্যে বৃহত্ত্ব (বা দীর্ঘতা) ও ক্ষুদ্রত্ব (বা খর্ব্বতা), দুই-ই বর্ত্তমান? (৭৯)

হাঁ।

তিনি বলিলেন, কিন্তু তোমরা স্বীকার করিতেছ, যে 'সিম্মিয়াস সোক্রাটীসকে দৈর্ঘ্যে অতিক্রম করিয়াছে'—এই কথাগুলিতে যাহা ব্যক্ত হইতেছে, সত্য বস্তুতঃ তাহা নহে। (৮০) কেন না, সিম্মিয়াস সিম্মিয়াস বলিয়াই স্বভাবতঃ সোক্রাটীসকে দৈর্ঘ্যে অতিক্রম করে নাই; তাহার মধ্যে বৃহত্ত্ব আছে বলিয়াই সে সোক্রাটীস অপেক্ষা দীর্ঘকায় হইয়াছে; আবার সোক্রাটীস সোক্রাটীস বলিয়াই যে সে সোক্রাটীসকে অতিক্রম করিয়াছে, তাহা নহে; কিন্তু তাহার বৃহত্ত্বের (বা দৈর্ঘ্যের) তুলনায় সোক্রাটীস যে ক্ষুদ্রকায়, সেই ক্ষুদ্রতাই তাহার কারণ?

যথার্থ কথা।

অপিচ, ফাইডোন ফাইডোন বলিয়াই যে সিম্মিয়াস তাহার অপেক্ষা খর্ব্বকায়, তাহা নহে, কিন্তু সিম্মিয়াসের খর্ব্বতার তুলনায় ফাইডোনের যে বৃহত্ত্ব (বা দৈর্ঘ্য) আছে, তাহাই উহার কারণ?

ঠিক বলিয়াছ।

তবে এইরূপে সিম্মিয়াস যখন সোক্রাটীস ও ফাইডোনের মধ্যস্থলে দাঁড়ায়, তখন সে দীর্ঘকায় ও খর্ব্বকায়, এই দুই আখ্যাই প্রাপ্ত হয়; সে একজনের খর্ব্বতাকে পরাস্ত করিয়া স্বীয় দৈর্ঘ্যে তাহাকে অতিক্রম করে, এবং অপরের দৈর্ঘ্যের নিকটে স্বীয় খর্ব্বতা উপস্থিত করিয়া তাহার দ্বারা

(৭৯) স্ফোটসমূহই তুলনা ও অন্যান্য যাবতীয় বিষয়ের কারণ। সিম্মিয়াস বৃহত্ত্ব ও ক্ষুদ্রত্ব, এই দুই স্ফোটের অংশভাক্; এই জন্যই উচ্চতা সম্বন্ধে অপরের সহিত তাঁহার তুলনা সম্ভবপর হইয়াছে। কিন্তু এই তুলনা বৃহত্ত্বের ও ক্ষুদ্রত্বের, ব্যক্তিত্বের নহে; সুতরাং সিম্মিয়াস সিম্মিয়াসরূপে সোক্রাটীস অপেক্ষা দীর্ঘতর, এরূপ বলা অসমীচীন।

(৮০) বৃহত্ত্ব বা ক্ষুদ্রত্ব মানুষের অপরিহার্য্য গুণ কিংবা স্বরূপ নহে। তাপ অগ্নির স্বরূপ; শৈত্য তুষারের স্বরূপ; কিন্তু মানুষ দীর্ঘকায় বা খর্ব্বকায় না হইলেও মানুষই থাকিবে। উহা একটা তুলনার কথা। এই জন্যই ব্যক্তিতে দুই বিপরীত স্ফোট যুগপৎ বর্ত্তমান থাকিতে পারে।

অতিক্রান্ত হয়। তখনি মৃদু মৃদু হাসিয়া তিনি বলিলেন, আমার বোধ হয়, যে কথাটা একটা আইনকানুনের দলিলের কথার মত হইল, কিন্তু আমি যাহা বলিলাম, তাহাই ঠিক।

সে এই কথায় সায় দিল।

আমি কথাটা এইজন্য বলিলাম, যে আমি চাই, যে, তত্ত্বটী আমার নিকটে যেরূপ বোধ হইতেছে, তোমার নিকটেও সেইরূপ বোধ হয়। আমি বিবেচনা করি, কেবল যে পরম মহৎ যুগপৎ মহৎ (বা বৃহৎ) ও ক্ষুদ্র হইতে পারে না, তাহা নহে, কিন্তু আমাদিগের মধ্যে যে-মহত্ত্ব (বা বৃহত্ত্ব) আছে, তাহা কখনও ক্ষুদ্রত্ব গ্রহণ করে না, ও অতিক্রান্ত হইতে চাহে না। এই দুইয়ের একটী অবশ্যই ঘটিবে,—যখন বৃহতের বিপরীত ক্ষুদ্র উহার নিকটবর্ত্তী হয়, তখন হয় বৃহৎ পলায়ন করিবে ও হঠিয়া যাইবে, না হয় ধ্বংস প্রাপ্ত হইবে। (৮১) বৃহৎ অটল দণ্ডায়মান থাকিয়া ও ক্ষুদ্রত্বকে গ্রহণ করিয়া, সে যাহা, তাহা অপেক্ষা ভিন্ন একটা কিছু হইয়া যাইতে চাহিবে না; যেমন আমি অটল দণ্ডায়মান থাকিয়া ক্ষুদ্রত্বকে গ্রহণ করিয়াছি, এবং তথাপি আমি যাহা, ঠিক তাহাই আছি,—আমি যে খর্ব্বকায় ব্যক্তি, সেই খর্ব্বকায় ব্যক্তিই রহিয়াছি। কিন্তু বৃহৎ বৃহৎ বলিয়াই ক্ষুদ্র হওয়া সহিতে পারে না। (৮২) ঠিক তেমনি আমাদিগের মধ্যে যে-ক্ষুদ্রত্ব আছে, তাহাও বৃহৎ হইয়া উঠিতে বা বৃহৎ হইয়া থাকিতে চাহিবে না; কোনও বিপরীত গুণও, যতক্ষণ উহা যাহা, ঠিক তাহাই থাকে, ততক্ষণ উহার বিপরীত হইয়া যাইতে বা বিপরীতগুণে পরিবর্ত্তিত হইতে চাহিবে না; হয় উহা হঠিয়া যাইবে, না হয় এইপ্রকার বিকারবশতঃ বিনষ্ট হইবে।

কেবীস বলিল, আমারও সর্ব্বতোভাবে তাহাই বোধ হয়।

(৮১) এখানে প্লেটো বলিতেছেন, (১) স্ফোট জড়জগৎ হইতে স্বতন্ত্র বিদ্যমান; এবং (২) জড়জগতে অনুস্যূত। এই উভয়ের কোন অবস্থাতেই দুই বিপরীত স্ফোট পরস্পরের সহিত মিলিত হইতে পারে না।

(৮২) সোক্রাটীস ক্ষুদ্রত্ব গ্রহণ করিয়া 'ক্ষুদ্র' সোক্রাটীস হইলেন, কিন্তু সোক্রাটীসই রহিলেন। পক্ষান্তরে 'বৃহত্ত্ব' 'ক্ষুদ্রত্ব' গ্রহণ করিলে 'ক্ষুদ্র বৃহৎ' হইবে—তাহা অসম্ভব।

ফাইডোন

[একপঞ্চাশত্তম অধ্যায়—কে একজন বলিল, এক্ষণে যাহা উক্ত হইল, তাহা পূর্ব্ব-স্বীকৃত বিপরীতসমুৎপাদবাদের বিরোধী। সোক্রাটীস বুঝাইয়া দিলেন, যে পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, বিপরীত পদার্থযুগল একটী অন্যটী হইতে উৎপন্ন হয়; কিন্তু এক্ষণে বলা হইতেছে, যে পরম বিষম বা বিপরীত স্বীয় বিপরীতের ধর্ম্ম গ্রহণ করিতে পারে না।]

৫১। তখন ইহা শুনিয়া উপস্থিত ব্যক্তিগণের মধ্যে একজন বলিল—লোকটী কে, আমার স্পষ্ট মনে নাই—আমরা এই আলোচনায় পূর্ব্বে যাহা অঙ্গীকার করিয়াছি, আর এক্ষণে যাহা মানিয়া লইলাম, দেবতা সাক্ষী, এই দুইটী কি পরস্পরের বিপরীত নহে? আমরা তো স্বীকার করিয়াছি, যে অধিকতর অল্পতর হইতে, এবং অল্পতর অধিকতর হইতে উৎপন্ন হয়? বিপরীতের উদ্ভব বিপরীত হইতেই হইয়া থাকে, আমরা তো ঠিক ইহাই একমত হইয়া মানিয়া লইয়াছি? কিন্তু আমার বোধ হয়, যে এক্ষণে বলা হইতেছে, যে বিপরীতের উদ্ভব এইরূপে কখনও হয় না।

সোক্রাটীস এক পার্শ্বে শির নত করিয়া কথাগুলি শুনিয়া বলিলেন, পুরুষের মত কথাটা মনে করাইয়া দিয়াছ, কিন্তু পূর্ব্বে যাহা বলা হইয়াছে, আর এখন যাহা বলা হইল, এই উভয়ের পার্থক্য তুমি বুঝিতে পার নাই। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, যে বিপরীত পদার্থ বিপরীত পদার্থ হইতে উৎপন্ন হয়, কিন্তু এখন আমি বলিতেছি, যে পরম বিষম (বা বিপরীত) কখনও নিজের বিপরীত হইতে পারে না, আমাদিগের মধ্যেও নহে, প্রকৃতিতেও নহে। (৮৩) হে প্রিয়, তখন আমরা আলোচনা করিয়াছিলাম পদার্থনিচয় সম্বন্ধে, যাহার মধ্যে বিপরীত গুণসমূহ নিহিত; আমরা এই পদার্থগুলিকে সেই বিপরীত গুণগুলির নামে অভিহিত করিয়াছিলাম; কিন্তু এক্ষণে আমরা সেই পরম বিষম-(বা বিপরীত)-গুলির কথাই বলিতেছি, যাহা অন্তর্নিহিত

(৮৩) কোন একটী বিশেষ পদার্থ দুইটী বিপরীত গুণের বিপরীত নহে; যেমন জল উষ্ণতা বা শৈত্যের বিপরীত নহে; এজন্য জলে কখনও উষ্ণতা, কখনও বা শৈত্য থাকিতে পারে। কিন্তু উষ্ণতা শৈত্য হইতে পারে না। উষ্ণ জল শীতল, বা শীতল জল উষ্ণ হইল; অর্থাৎ শীতল জল উষ্ণ জল হইতে কিংবা উষ্ণ জল শীতল জল হইতে উৎপন্ন হইল, এরূপ বলিলে দোষ হয় না। কিন্তু উষ্ণতা শৈত্য হইল, এ কথা অর্থহীন।

আছে বলিয়াই পদার্থনিচয় স্বীয় স্বীয় নাম প্রাপ্ত হইয়াছে ; (৮৪) আমরা বলিতেছি, যে ওগুলি কখনও একটী অন্যটী হইতে উদ্ভূত হইতে পারে না। এই কথা বলিতে বলিতে তিনি কেবীসের দিকে তাকাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, কেবীস, এই ব্যক্তি যাহা বলিয়াছে, তাহা কি তোমাকে কিছুমাত্রও উদ্বিগ্ন করিয়াছে ?

কেবীস উত্তর করিল, না, একথায় আমার কিছুই উদ্বেগের উদয় হয় নাই ; কিন্তু আমি এমত বলিতেছি না যে, অপর বহুবিষয় আমাকে উদ্বিগ্ন করিতেছে না।

তিনি বলিলেন, তবে আমরা এবিষয়ে সর্ব্বতোভাবে একমত হইতেছি, যে বিপরীত কখনও আপনার বিপরীত হইয়া যাইবে না।

সে বলিল, হাঁ, আমরা ইহাতে সম্পূর্ণরূপে একমত হইতেছি।

[দ্বাপঞ্চাশত্তম অধ্যায়—'উত্তপ্ত' ও 'শীতল' পরস্পরের বিপরীত, কিন্তু 'উত্তপ্ত' ও অগ্নি এবং 'শীতল' ও তুষার এক নহে, অথচ আমরা দেখিতে পাই, যে অগ্নি শৈত্য ও তুষার উত্তাপ গ্রহণ করিতে পারে না। অতএব আমরা সিদ্ধান্ত করিতেছি, যে এমন স্ফোট থাকিতে পারে, যাহা কোনও বিপরীতযুগলের একতম নহে, অথচ যাহা ঐ প্রকার বিপরীতকে বর্জ্জন করে। যেমন অযুগ্মের স্ফোট যুগ্মের স্ফোটের বিপরীত ও তাহা বর্জ্জন করিয়া চলে। পুনশ্চ তিনের স্ফোট যুগ্মের স্ফোটের বিপরীত না হইলেও তাহাকে বর্জ্জন করে, কেন না, তিনের স্ফোট ও অযুগ্মের স্ফোট একসূত্রে গ্রথিত। এইরূপে যুগ্মের স্ফোট ও দুইয়ের স্ফোট অযুগ্মের স্ফোটকে বর্জ্জন করে। সুতরাং দেখা যাইতেছে, যে (১) কতকগুলি স্ফোট পরস্পরের বিপরীত, এবং পরস্পরকে বর্জ্জন করে ; (২) আবার কতকগুলি স্ফোট ঐ প্রকার একটী বিপরীতের সহিত অভিন্ন না হইলেও ঐ বিপরীত তাহাতে অনুস্যূত আছে বলিয়া উহারই ন্যায় তাহার বিপরীতকে বর্জ্জন করে।]

৫২। তিনি বলিলেন, এখন এই বিষয়টী চিন্তা করিয়া বল দেখি, আমার সহিত একমত হইতে পার কি না। তুমি তো কোন পদার্থকে তাপ ও কোন পদার্থকে শৈত্য বলিয়া থাক ?

(৮৪) আমরা যখন বলি, 'সোক্রাটীস ক্ষুদ্র', তখন মনে করি না, যে সোক্রাটীস ও ক্ষুদ্রতা অভিন্ন। আমাদিগের কথার তাৎপর্য্য এই, যে সোক্রাটীসে ক্ষুদ্রতারূপ স্ফোট অনুস্যূত আছে, তাই তিনি 'ক্ষুদ্র' নাম বা আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছেন।

ফাইডোন হাঁ, বলি।

তাহারা কি অগ্নি ও তুষার হইতে অভিন্ন ?

না, না, জেয়ুসের দিব্য, আমি এমন কখনও বলি না।

তবে তাপ অগ্নি হইতে ও শৈত্য তুষার হইতে ভিন্ন ?

হাঁ।

কিন্তু আমি বিবেচনা করি, যে, আমরা যেমন পূর্ব্বে বলিয়াছি, তোমার এমন বোধ হয় না, যে, তুষার কখনও তাপ গ্রহণ করিতে পারে, এবং তাহা গ্রহণ করিয়াও যাহা ছিল তাহাই—তুষার ও তপ্ত—থাকিতে পারে; বরং ইহা তাপের আগমনে উহা হইতে হঠিয়া যাইবে, অথবা বিনষ্ট হইবে।

নিশ্চয়ই।

অগ্নিও তেমনি শৈত্যের আগমনে উহা হইতে হঠিয়া যাইবে কিংবা বিনষ্ট হইবে, ইহা কখনও শৈত্যগ্রহণ সহিতে পারিবে না, এবং শৈত্য গ্রহণ করিয়াও যাহা ছিল তাহাই—অর্থাৎ অগ্নি ও শীতল—থাকিবে না।

সে বলিল, যথার্থ কথা বলিতেছ।

তিনি বলিলেন, তবে এই পদার্থগুলির কোন কোনটা সম্বন্ধে ইহা সত্য, যে, শুধু স্বয়ং স্ফোটটা চিরকাল ইহার নামের অধিকারী নয়; কিন্তু ঐ স্ফোটটা ছাড়াও কোন কোন পদার্থ, যাহা উক্ত স্ফোট নহে, কিন্তু যাহা যেখানেই থাকুক না কেন, ঐ স্ফোটের আকার ধারণ করে, তাহারও ঐ নামে অধিকার আছে। আমি যাহা বলিতেছি, তাহা হয় তো এইরূপ একটা দৃষ্টান্ত দ্বারা আরও পরিষ্কার হইবে। আমরা এক্ষণে অযুগ্মকে যে-নাম দিয়াছি, অযুগ্মের বোধ করি চিরকালই সেই নাম থাকা উচিত, নয় কি ?

হাঁ, অবশ্য।

আমার প্রশ্নটী এই—কেবল কি অযুগ্মই এই নামের অধিকারী, না এমন আরও কিছু আছে, যাহা অযুগ্মের সহিত ঠিক এক নয়, অথচ যাহার আপনার নামের সঙ্গে সঙ্গে নিয়ত এই নামেও অভিহিত হওয়া উচিত, যেহেতু উহার স্বভাবই এই, যে উহা কখনও অযুগ্মতা পরিহার করিতে পারে না ? আমি যাহা বলিতেছি, তাহার অনেক

দৃষ্টান্ত আছে; একটা দৃষ্টান্ত দিতেছি—যেমন তিন এই সংখ্যাটী। তিন সংখ্যাটী সম্বন্ধে ভাবিয়া দেখ; তোমার কি বোধ হয় না, যে এই সংখ্যাটীকে নিয়তই ইহার নিজের নামে এবং অধিকন্তু অযুগ্ম নামে অভিহিত করিতে হইবে, যদিচ অযুগ্মতা ও তিন সংখ্যাটী অভিন্ন নহে? অথচ, তিন ও পাঁচ এবং সমগ্র সংখ্যাগুলির অর্দ্ধাংশেরই স্বভাব এই, যে তাহারা অযুগ্মতা হইতে অভিন্ন না হইলেও তাহাদিগের প্রত্যেকেই অযুগ্ম। আবার, দুই ও চারি এবং সমগ্র সংখ্যাগুলির অপর অর্দ্ধাংশ যুগ্মতা হইতে অভিন্ন না হইলেও তাহাদিগের প্রত্যেকেই যুগ্ম; তুমি একথায় সায় দিতেছ, অথবা দিতেছ না?

সে বলিল, দিতেছি বৈ কি।

তিনি বলিলেন, তবে আমি যাহা স্পষ্ট করিয়া বুঝাইতে চাহিতেছি, তাহা লক্ষ্য কর। তাহা এই—দেখা যাইতেছে, যে কেবল পরস্পর বিপরীত স্ফোটসমূহই বিপরীতকে গ্রহণ করে না, তাহা নহে; কিন্তু যে-সকল পদার্থ পরস্পরের বিপরীত নহে, অথচ যাহাতে নিয়ত বিপরীত নিহিত আছে, মনে হয় যেন সেগুলিও, তাহাতে যে-স্ফোট নিহিত আছে, তাহার বিপরীত স্ফোট গ্রহণ করে না; ঐ বিপরীত স্ফোট উপস্থিত হইলে উহা হয় বিনষ্ট হয়, না হয় হটিয়া যায়।(৮৫) আমরা কি বলিব না, যে তিন, এই সংখ্যাটী বরং বিনষ্ট হইবে, কিংবা এই প্রকার অন্যদশায় পতিত হইবে, তথাপি যতক্ষণ তিন আছে, ততক্ষণ যুগ্ম হইবে না?

কেবীস বলিল, হাঁ, অবশ্যই বলিব।

তিনি বলিলেন, তবু তো দুই, এই সংখ্যা তিন সংখ্যাটীর বিপরীত নহে।

না, তাহা কখনই নয়।

(৮৫) ত্রিত্ব (বা তিন), দ্বিত্ব (বা দুইয়ের) বিপরীত নহে, কিন্তু ত্রিত্বে অযুগ্মতার স্ফোট এবং দ্বিত্বে যুগ্মতার স্ফোট নিহিত আছে; এই স্ফোটযুগল পরস্পরের বিপরীত। সুতরাং ত্রিত্ব ও অযুগ্মতা, উভয়েই যুগ্মতা বর্জ্জন করে, এবং দ্বিত্ব অযুগ্মতা বর্জ্জন করে।

কাইবোন অতএব, শুধু যে স্ফোটসমূহই পরস্পরের বিপরীত স্ফোটের উপস্থিতি সহিতে পারে না, তাহা নহে; কিন্তু এমন আরও অনেক পদার্থ আছে, যাহা বিপরীতের আগমন সহ্য করে না।

সে বলিল, তুমি যাহা বলিতেছ, তাহা অতীব সত্য।

[ত্রয়ঃপঞ্চাশত্তম অধ্যায়—একটী স্ফোট কোন বিপরীতযুগলের অন্যতম নহে; কিন্তু উহা যে-বিশেষ পদার্থেই অনুপ্রবিষ্ট থাকুক না কেন, তাহাতেই উক্ত বিপরীতযুগলের একটীকে সঙ্গে করিয়া লইয়া আইসে; সুতরাং ঐ পদার্থটী শুধু স্বীয় স্ফোটের নামে নয়, কিন্তু ঐ বিপরীত স্ফোটের নামেও অভিহিত হইয়া থাকে; এবং উহা শেষোক্ত স্ফোটের বিপরীতকে গ্রহণ করিতে পারে না। যেমন, তিনটী পদার্থ; তাহাতে ত্রিত্বের স্ফোট অনুপ্রবিষ্ট আছে বলিয়াই তাহারা তিন হইয়াছে; কিন্তু তাহারা অধিকন্তু অযুগ্মও বটে, কেন না, ত্রিত্ব সতত অযুগ্মতার স্ফোট বহন করে। ফলতঃ তাহারা যুগ্মতার স্ফোট গ্রহণ করিবে, অথচ তিন থাকিবে, ইহা সম্ভবপর নহে। অন্যান্য দৃষ্টান্ত।]

৫৩। তিনি বলিলেন, তবে তুমি কি চাও, যে যদি আমরা পারি, তাহা হইলে এগুলি কিপ্রকার, আমরা তাহা নিরূপণ করি?

হাঁ, অবশ্য।

তিনি বলিলেন, কেবীস, এগুলি কি তাহাই নহে, যাহা যে-পদার্থেই অনুপ্রবিষ্ট হউক না কেন, তাহাকেই কেবল নিজের গুণ নয়, কিন্তু কোন এক বিপরীতের গুণও ধারণ করিতে বাধ্য করে।

তুমি যাহা বলিতেছ, তাহার অর্থ কি?

আমরা এইমাত্র যাহা বলিতেছিলাম। তুমি বোধ হয় জান, যে, যাহার মধ্যেই তিনের স্ফোট অনুপ্রবিষ্ট থাকুক না কেন, তাহা বাধ্য হইয়াই কেবল তিন নয়, কিন্তু অযুগ্ম হইবে।

নিশ্চয়ই।

এখন, আমরা বলিয়া থাকি যে, যে-সকল পদার্থ এই স্ফোট দ্বারা অনুবিদ্ধ, তাহাদিগের নিকটে, যে-স্ফোট এই ফল উৎপাদন করিয়াছে, তাহার বিপরীত স্ফোট কখনও আগমন করিবে না।

অবশ্যই নয়।

কিন্তু অযুগ্মতার স্ফোটই ঐ ফল উৎপাদন করে ?

হাঁ।

এই স্ফোট যুগ্মতার স্ফোটের বিপরীত ?

হাঁ।

যুগ্মতার স্ফোট কখনও তিনের নিকটে আগমন করিবে না ?

কখনই নয়।

তবে তিন যুগ্মতার ভাববিহীন ?

হাঁ, যুগ্মতার ভাববিহীন।

তবে তিন সংখ্যাটী অযুগ্ম।

হাঁ।

তবে আমি ইহাই নিরূপণ করিতে বলিয়াছিলাম—কিপ্রকার পদার্থ পরস্পরের বিপরীত নয়, অথচ আপনার বিপরীতকে গ্রহণ করে না; যেমন আমরা এইমাত্র দেখিলাম, যে তিন সংখ্যাটী যুগ্মের বিপরীত নয়, অথচ ইহা কখনও যুগ্মতা গ্রহণ করে না; কেন না, ইহা নিয়তই যুগ্মতার বিপরীতকে সঙ্গে সঙ্গে বহন করে; এইরূপ দুই সংখ্যাটী অযুগ্মতা গ্রহণ করে না; এই জাতীয় আরও বহু বহু দৃষ্টান্ত আছে। এখন দেখ, তুমি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পার কি না, যে শুধু বিপরীত বিপরীতকে গ্রহণ করে না, তাহাই নহে; কিন্তু যাহা কিছু অপর পদার্থের নিকটে গমন করে ও ঐ পদার্থে অনুস্যূত ভাবের বিপরীত ভাব আনয়ন করে, তাহা যে-ভাব সঙ্গে সঙ্গে বহন করে, তাহার বিপরীত ভাব কখনও গ্রহণ করে না। আলোচনাটী আবার স্মরণ কর, কেন না, পুনঃপুনঃ শ্রবণে ক্ষতি নাই। পাঁচ যুগ্মতা গ্রহণ করে না; পাঁচের দ্বিগুণ দশও অযুগ্মতা গ্রহণ করে না; দশ কিছুর বিপরীত নয়, অথচ ইহা অযুগ্মতা গ্রহণ করে না। আবার দেড়, অর্দ্ধ ও এই প্রকার অন্যান্য ভগ্নাংশ অভগ্নরাশির স্ফোট গ্রহণ করে না; এক-তৃতীয় ও এই জাতীয় অন্য সমুদায় ভগ্নাংশও নহে। তুমি কি কথাটা অনুধাবন করিতেছ ও ইহাতে সায় দিতেছ ?

ফাইডোন

সে বলিল, হাঁ, আমি তোমার কথা অনুধাবন করিতেছি ও উহাতে খুব সায় দিতেছি।(৮৬)

[চতুঃপঞ্চাশত্তম অধ্যায়—এতক্ষণে আমরা নিরাপদ ভূমি পাইয়াছি। যদি কেহ জিজ্ঞাসা করে, এই পদার্থটী তপ্ত কেন? তবে আমরা তদুত্তরে 'তাপ' বলিব না; বলিব, 'অগ্নি'। 'দেহে জীবনের কারণ কি?'—কেবীস উত্তর করিলেন, 'আত্মা'। আত্মাতে জীবনের স্ফোট নিহিত আছে; জীবনের স্ফোট মৃত্যুর বিপরীত; সুতরাং আত্মা মৃত্যুর সহিত একত্র থাকিতে পারে না।]

[পূর্ব্ববর্ত্তী দুই অধ্যায়ে যাহা ব্যাখ্যাত হইয়াছে, এখন আমরা তাহার তাৎপর্য্য বুঝিলাম। আত্মা কিছুর বিপরীত নয়; কিন্তু তাপের স্ফোটের সহিত অগ্নির যে-সম্বন্ধ, জীবনের স্ফোটের সহিত আত্মার ঠিক তদ্রূপ সম্বন্ধ।]

৫৪। তিনি কহিলেন, প্রথমাবধি আরম্ভ করিয়া আবার আমায় বল। আমি যেমন জিজ্ঞাসা করিব, ঠিক সেই কথায় উত্তর দিও না, কিন্তু আমার দৃষ্টান্তগুলির অনুসরণ কর। আমি যাহা বলিতেছি, তাহার অর্থ এই, যে, আমি প্রথমেই যে-উত্তরের কথা বলিয়াছি, সেই নিরাপদ উত্তরটা দিও না; আমরা এতক্ষণ যাহা আলোচনা করিতেছি, তাহার ফলে আমি অন্য নিরাপদ ভূমি দেখিতে পাইতেছি। যদি তুমি আমাকে জিজ্ঞাসা কর, দেহে কি অন্তর্নিহিত আছে বলিয়া উহা উত্তপ্ত হইয়াছে, তবে আমি তোমাকে সেই অজ্ঞজনোচিত নিরাপদ উত্তর দিব না, যে উহাতে তাপ আছে, এই জন্য; কিন্তু বর্ত্তমান আলোচনার ফলে আমি এই বিশুদ্ধতর উত্তর দিব, যে, দেহে অগ্নি আছে বলিয়াই উহা উত্তপ্ত হইয়া থাকে। যদি তুমি জিজ্ঞাসা কর, দেহের মধ্যে কি বর্ত্তমান আছে বলিয়া দেহ রুগ্ন হয়, তবে আমি এই উত্তর দিব না, যে উহাতে রোগ আছে; কিন্তু আমি বলিব, যে উহাতে জ্বর আছে বলিয়াই উহা রুগ্ন হইয়াছে। সংখ্যাতে কি বিদ্যমান আছে বলিয়া উহা অযুগ্ম হইয়া থাকে, এই প্রশ্নের উত্তরে আমি বলিব না, যে উহাতে অযুগ্মতা আছে, কিন্তু আমি বলিব, যে

(৮৬) এই অধ্যায় পূর্ব্ববর্ত্তী অধ্যায়ের পুনরাবৃত্তি নহে। উহাতে স্ফোট সম্বন্ধে যে-তত্ত্ব অবধারিত হইয়াছে, এক্ষণে বিশেষ বিশেষ পদার্থে বা ব্যষ্টিতে তাহার প্রয়োগ প্রদর্শিত হইতেছে। অপিচ ইহাতে একটী নূতন তত্ত্বও বিবৃত হইয়াছে।

উহাতে একত্ব বর্ত্তমান; অন্যান্য প্রশ্ন সম্বন্ধেও এইরূপ। এখন দেখ, আমি যাহা বুঝাইতে চাহিতেছি, তাহা তুমি সন্তোষজনকরূপে বুঝিয়াছ কি না।

ফাইডোন

সে বলিল, হাঁ, খুব সন্তোষজনকরূপে বুঝিয়াছি।

তিনি বলিলেন, তবে এই প্রশ্নটীর উত্তর দাও; দেহের মধ্যে কি বর্ত্তমান আছে বলিয়া উহা জীবিত থাকে?

সে উত্তর করিল, উহাতে আত্মা বিদ্যমান আছে বলিয়া।

ইহা কি সর্ব্বকালেই সত্য?

সে বলিল, সত্য বৈ কি?

তবে যাহা কিছু আত্মাকে ধারণ করুক না কেন, আত্মা তাহারই সমীপে জীবন লইয়া আগমন করে?

সে বলিল, হাঁ, আত্মা জীবন লইয়া আগমন করে।

জীবনের বিপরীত কিছু আছে কি? না নাই?

সে বলিল, আছে।

কি?

মৃত্যু।

আমরা পূর্ব্বে একমত হইয়া মানিয়া লইয়াছি, যে, আত্মা যাহা আনয়ন করে, তাহার বিপরীত কখনও গ্রহণ করিতে পারে না?

কেবীস উত্তর করিল, হাঁ, আমরা নিশ্চয় নিশ্চয় মানিয়া লইয়াছি।(৮৭)

(৮৭) এই অধ্যায়ে কয়েকটী বিষয় প্রণিধান করিবার আছে। ত্রিত্বের দৃষ্টান্তে আমরা এই কয়েকটী কথা পাই—(ক) তিনটী পদার্থ, (খ) ত্রিত্বের স্ফোট, (গ) অযুগ্মতার স্ফোট। আত্মার দৃষ্টান্তে তদনুরূপ তিনটী কথা কি? (খ) নিশ্চয়ই আত্মা, (গ) জীবন; (ক) শুধু দেহ নয়, কিন্তু জীবিত দেহ; কেন না, 'তিনটী পদার্থে' যেমন অযুগ্মতা অনুস্যূত আছে, দেহে তেমনি জীবন অনুস্যূত নাই। (ক) তপ্ত পদার্থ, (খ) অগ্নি, (গ) তাপ; (ক) রুগ্ন দেহ, (খ) জ্বর, (গ) রোগ—এই দৃষ্টান্ত দুটীও চক্ষুর সম্মুখে রাখিতে হইবে।

অধ্যাপক Archer-Hindএর মতে এই অধ্যায়ে চতুর্থ একটী পদ সংযোজিত হইয়াছে। (ক) জীবনের স্ফোট, (খ) আত্মার স্ফোট, যাহা প্রত্যেক আত্মাতে

ফাইডোন

[পঞ্চপঞ্চাশত্তম অধ্যায়—যাহা যুগ্মতা গ্রহণ করে না, তাহা অযুগ্ম; সেই রূপ যাহা মৃত্যু গ্রহণ করে না, তাহা, অর্থাৎ আত্মা, অমর। এখন, যদি যুগ্মতার, বা তাপের, বা শৈত্যের বিপরীত (বা অভাব) অবিনাশী হইত, তবে তিন বা তুষার বা অগ্নি, উহাদিগের অন্তর্নিবিষ্ট স্ফোটের সমীপে বিপরীত আগমন করিলে, ধ্বংস পাইত না, কেবল তাহা হইতে হটিয়া যাইত। কিন্তু ইহাদিগের অভাব বা বিপরীত অবিনাশী নহে; সুতরাং তিন, বা তুষার বা অগ্নি বিপরীতের আগমনে ধ্বংস পাইতে পারে। পক্ষান্তরে, মৃত্যুর অভাব বা বৈপরীত্য অবিনশ্বরতা ব্যঞ্জনা করে; সুতরাং আত্মা মৃত্যুর আগমনে শুধু যে তাহাকে গ্রহণ করে না, তাহাই নহে; অপিচ উহা বিনষ্ট হইতেও অস্বীকৃত হয়। অতএব আত্মা অমর ও অবিনাশী। বস্তুতঃ যদি জীবনের শাশ্বত স্ফোট ধ্বংসশীল হইত, তবে জগতে কিছুই বিনাশকে অতিক্রম করিতে পারিত না।]

৫৫। আচ্ছা, তাহা কি, যাহা যুগ্মতার স্ফোট গ্রহণ করে না? আমরা তাহা কি নামে অভিহিত করিয়াছি?

সে উত্তর দিল, অযুগ্ম।

যাহা ন্যায় গ্রহণ করে না, এবং যাহা সঙ্গীত গ্রহণ করে না, তাহাকে আমরা কি নামে অভিহিত করিয়াছি?

(প্রথমটী) অন্যায়, (দ্বিতীয়টী) অসঙ্গীত।

বেশ; যাহা মৃত্যু গ্রহণ করে না, তাহাকে আমরা কি বলিয়া থাকি?

জীবনের স্ফোট লইয়া যায়, (গ) প্রত্যগাত্মা, যাহা দেহকে সঞ্জীবিত রাখে, (ঘ) দেহ, যাহাতে এই জীবনী শক্তি প্রকাশিত হয়। আত্মার স্ফোট কথাটা বড়ই অদ্ভুত, কিন্তু "ফাইডোনে" তাহা স্বীকার না করিয়া গত্যন্তর নাই।

আর এক কথা। ত্রিত্ব যেমন তিনে (তিন পদার্থে) বর্ত্তমান, আত্মা ঠিক সেরূপ দেহে বর্ত্তমান নহে। ত্রিত্ব অনুপ্রবিষ্ট আছে বলিয়াই তিন তিন হইয়াছে; কিন্তু আত্মা অনুপ্রবিষ্ট আছে বলিয়া দেহ দেহ হয় নাই; তবে আত্মা দেহ জীবিত থাকিবার কারণ। পার্থক্যটী এই। ত্রিত্ব তিনের স্ফোট; যে-আত্মা দেহকে জীবিত রাখে, তাহা দেহের স্ফোট নহে, কিন্তু প্রত্যগাত্মা; যেমন জ্বর একটা বিশেষ জ্বর। এই জন্যই পূর্ব্ববর্ণিত চারিটী পদের অবতারণা অপরিহার্য্য হইয়াছে।

সে বলিল, অমৃত।

এবং আত্মা মৃত্যু গ্রহণ করে না ?

না।

তবে আত্মা অমর ? (৮৮)

হাঁ, অমর।

তিনি বলিলেন, বেশ; আমরা কি তবে বলিব যে, ইহা প্রতিপন্ন হইল ? (৮৯) তোমার কি মনে হয় ?

হাঁ, সোক্রাটীস, খুব সন্তোষজনকরূপেই প্রতিপন্ন হইল।

তিনি বলিলেন, আচ্ছা, কেবীস, যদি অযুগ্মের পক্ষে অবিনশ্বর হওয়াটা অবশ্যম্ভাবী হইত, তবে কি তিন, এই সংখ্যাটী অবিনশ্বর না হইয়া পারিত ?

কি করিয়া পারিবে ?

যদি অনুত্তাপের পক্ষে অবিনশ্বর হওয়াটা অবশ্যম্ভাবী হইত, (৯০) তবে যখনই কেহ তুষারের নিকটে তাপ আনয়ন করিত, তুষার না গলিত হইয়া ও নিরাপদ থাকিয়া হঠিয়া যাইত, ইহা ধ্বংস পাইত না, কিংবা প্রতীক্ষা করিয়া বসিয়া থাকিয়া তাহা গ্রহণ করিত না।

সে বলিল, তুমি যথার্থ কথা বলিতেছ।

এইরূপ আমি বোধ করি, যে যদি তাপ অবিনশ্বর হইত, তবে যখনই শৈত্য অগ্নিকে আক্রমণ করিত, অগ্নি কদাপি নির্ব্বাপিত

(৮৮) অ-মর, অর্থাৎ যাহা মরণকে গ্রহণ করে না; কিংবা যাহাতে মরণের বিপরীত স্ফোট অন্তর্নিবিষ্ট আছে। ইহাতে আত্মা কি নয়, তাহাই বলা হইল; আত্মা কি, তাহা 'অবিনাশী', এই অভিধায় ব্যক্ত হইবে; আমরা দেখিব, যে অমর = অবিনাশী। অমর, যাহা মরণকে গ্রহণ করে না। অবিনাশী, যাহা বিপরীতের আগমনে বিনষ্ট হয় না।

(৮৯) এযাবৎ ইহাই প্রতিপন্ন হইয়াছে, যে আত্মাতে মরণের বিপরীত স্ফোট অন্তর্নিবিষ্ট আছে; উহার শাশ্বত সত্তা এখনও প্রমাণিত হয় নাই। আমরা বুঝিলাম, 'মৃত আত্মা' ও 'শীতল অগ্নি' একই কথা।

(৯০) অর্থাৎ যদি 'বিনাশশীল' 'অনুত্তাপের' বিপরীত স্ফোট হইত।

ফাইডোন বা বিনষ্ট হইত না, কিন্তু নিরাপদ থাকিয়া প্রত্যাবর্ত্তন ও প্রস্থান করিত।

সে বলিল, নিশ্চয়ই।

তিনি বলিলেন, তবে আমরা অমৃত সম্বন্ধেও অবশ্য ইহাই বলিব? যদি অমৃত অধিকন্তু অবিনাশী হয়, তবে যখন মৃত্যু আত্মার উপরে উৎপতিত হয়, তখন আত্মার পক্ষে বিনষ্ট হওয়া অসম্ভব; কেন না, পূর্ব্বে যাহা উক্ত হইয়াছে, তাহা হইতে দেখা যাইতেছে, যে, আত্মা কখনও মৃত্যুকে গ্রহণ করিতে, কিংবা মৃত্যুদশায় পতিত হইতে পারে না, যেমন আমরা বলিয়াছি, যে, তিন, বা অযুগ্মতা কখনও যুগ্ম হইতে পারে না, এবং অগ্নি বা অগ্নিতে যে-তাপ আছে, তাহা কখনও শীতল হইতে পারে না। কিন্তু কেহ বলিতে পারে, স্বীকার করিলাম, যে যুগ্মের আগমনে অযুগ্ম কখনও যুগ্ম হইয়া যায় না, কিন্তু অযুগ্ম যখন বিনষ্ট হইল, তখন যে যুগ্ম উহার স্থান অধিকার করিবে, তাহাতে বাধা কি? যে এইরূপ বলে, তাহার সহিত আমরা এই বলিয়া দ্বন্দ্ব করিতে পারি না, যে অযুগ্ম বিনষ্ট হয় না, কারণ অযুগ্ম অবিনাশী নয়; যদি আমরা স্বীকার করিতাম, যে অযুগ্ম অবিনাশী, তবে আমরা অক্লেশেই এই বলিয়া দ্বন্দ্ব করিতে পারিতাম, যে যুগ্মের আগমনে অযুগ্ম ও তিন প্রত্যাবর্ত্তন ও প্রস্থান করে; অগ্নি ও তাপ ও অন্যান্য পদার্থ সম্বন্ধেও আমরা এই প্রকার দ্বন্দ্ব করিতে পারিতাম; নয় কি?

হাঁ, অবশ্য।

তাহা হইলে, এখন যদি আমরা স্বীকার করি, যে অমৃত অবিনাশীও বটে, তবে আত্মাও অমর এবং অধিকন্তু অবিনাশী বলিয়া প্রতিপন্ন হয়। কিন্তু যদি আমরা তাহা স্বীকার না করি, তবে আমাদিগের অন্য যুক্তির প্রয়োজন হইবে।(৯১)

(৯১) অগ্নির নিকটে যখন শৈত্য আগমন করে, তখন উহার সম্মুখে দুইটী পথ উন্মুক্ত থাকে;—তখন অগ্নি হয় হটিয়া যায়, নতুবা বিনষ্ট হয়; কিন্তু বিপরীতকে গ্রহণ করা উহার পক্ষে কখনই সম্ভবপর নহে। অতএব যদি কোনও পদার্থের পক্ষে

সে বলিল, না, এ প্রশ্ন উপলক্ষে তাহার প্রয়োজন নাই; কেন না, অমৃত শাশ্বত হইয়াও যদি ধ্বংসশীল হয়, তবে অন্য কিছু কদাপি ধ্বংসের অতীত হইতে পারে না। (৯২)

[ষট্‌পঞ্চাশত্তম অধ্যায়—যাহা মরণকে গ্রহণ করিতে চাহে না, তাহা অবিনাশী; এই সিদ্ধান্ত অনুসারে আত্মা কদাপি বিনষ্ট হইতে পারে না; মৃত্যুর আক্রমণে মানুষের মর্ত্ত্যভাগ ধ্বংস প্রাপ্ত হয়, কিন্তু আত্মা নিরাপদ থাকিয়া প্রত্যাবর্ত্তন করে; সুতরাং আত্মা যমালয়ে বর্ত্তমান থাকে। কেবীস যুক্তিটী অকাট্য বলিয়া স্বীকার করিলেন; সিম্মিয়াসের সকল সংশয় এখনও অপনোদিত হইল না। সোক্রাটীস তাঁহাকে গভীরতর আলোচনায় উৎসাহ দিলেন।]

৫৬। সোক্রাটীস বলিলেন, আমি বিবেচনা করি, যে সকলেই স্বীকার করিবে, ঈশ্বর (৯৩) জীবনের প্রকৃত রূপ (বা স্ফোট), ও অন্য যাহা কিছু অমর, তাহা কখনও ধ্বংস হয় না।

'বিপরীতকে গ্রহণ করা', ও 'বিনষ্ট হওয়া' একই হইয়া দাঁড়ায়, তবে সে স্থলে 'বিনষ্ট হওয়া' কাজেই বর্জ্জিত হইবে। পূর্ব্বোক্ত অগ্নির উদাহরণে 'বিনষ্ট হওয়া' বর্জ্জিত হয় নাই; কারণ সেখানে 'শৈত্যকে গ্রহণ করা', ও 'বিনষ্ট হওয়া' এক ও অভিন্ন নহে; সুতরাং অগ্নির সম্মুখে 'হটিয়া যাওয়া' ও 'বিনষ্ট হওয়া', এই দুই পথই প্রশস্ত আছে। কিন্তু আত্মার পক্ষে 'বিপরীতকে গ্রহণ করা', ও 'বিনষ্ট হওয়া', একই কথা; কেন না, জীবনের পক্ষে 'বিপরীতকে গ্রহণ করার' অর্থ 'মৃত্যুকে গ্রহণ করা', এবং 'মৃত্যুকে গ্রহণ করার' অর্থই 'বিনষ্ট হওয়া'; সুতরাং যখন 'মৃত্যুকে গ্রহণ করা' বর্জ্জিত হইল, তখন 'বিনষ্ট হওয়া'ও বর্জ্জিত হইল; নতুবা আত্মা, আপনাতে যে-স্ফোট অন্তর্নিবিষ্ট আছে, তাহার বিপরীত স্ফোটকে গ্রহণ করিবে; কিন্তু আমরা পূর্ব্বে দেখিয়াছি, যে তাহা অসম্ভব।

(৯২) এই যুক্তিটী একটী মৌলিক স্বীকার্য্যের উপরে প্রতিষ্ঠিত; তাহা এই, যে শক্তি (energy) কদাপি বিনষ্ট হইতে পারে না। আর সকল পদার্থই শক্তির রূপ; সুতরাং তাহারা বিপরীতে রূপান্তরিত হইতে পারে; তাহাতে শক্তি ধ্বংস হয় না, শুধু রূপান্তর প্রাপ্ত হয়। কিন্তু জীবনের স্ফোট স্বয়ং শক্তি; তাহার বিপরীতে পরিণত হওয়ার অর্থ অ-শক্তিতে পরিণত হওয়া, অর্থাৎ শক্তির লোপ। পূর্ব্ববর্ত্তী বিজ্ঞানবাদীরা জড়জগতে যে-নিয়ম প্রয়োগ করিয়াছিলেন, প্লেটো আত্মার ক্ষেত্রে তাহাই প্রয়োগ করিলেন।

(৯৩) বিশ্বাত্মা বা পরমাত্মা; nous basileus, কোনও পৌরাণিক দেবতা নহেন।

কাইডোন সে বলিল, আমি মনে করি, যে, সকল মানুষই ইহা অবশ্য অবশ্য স্বীকার করিবে, তাহা ছাড়া, দেবতারাও ইহা স্বীকার করিবেন।

এখন, অমৃত যদি অবিনাশীও হয়, তাহা হইলে, যদি আমরা স্বীকার করি, যে আত্মা অমর, তবে কি উহা অধিকন্তু অবিনশ্বর নয়?

নিশ্চয়ই, তাহা না হইয়াই পারে না।

তাহা হইলে বোধ হইতেছে, যে যখন মৃত্যু মানুষকে আক্রমণ করে, তখন তাহার মর্ত্ত্য ভাগ বিনষ্ট হয়, আর যে-ভাগ অমর, তাহা মৃত্যু হইতে হঠিয়া যায়, এবং নিরাপদ ও ধ্বংসাতীত থাকিয়া প্রত্যাবর্ত্তন ও প্রস্থান করে।

তাহাই বোধ হইতেছে।

তিনি বলিলেন, হে কেবীস, তবে আত্মা অমর ও অবিনাশী, এবং আমাদিগের আত্মা সত্য সত্যই যমালয়ে বিদ্যমান থাকিবে।

কেবীস কহিল, সোক্রাটীস, আমার তো তোমার কথার প্রতিবাদ করিবার কিছুই নাই, এবং আমি তোমার যুক্তিতে কিছুতেই সংশয় পোষণ করিতে পারিতেছি না। কিন্তু যদি সিম্মিয়াসের বা অন্য কাহারও কিছু বলিবার থাকে, তবে তাহার নীরব না থাকাই ভাল; কারণ, যদি সে এই সমুদায় বিষয়ে কিছু বলিতে বা শুনিতে চাহে, তবে আমি তো জানি না, সে এখনকার এই উপস্থিত সুযোগ ছাড়িয়া অন্য কোন্ শুভ মুহূর্ত্তের অপেক্ষায় তাহা স্থগিত রাখিতে পারে।

সিম্মিয়াস বলিল, না, তুমি যাহা যাহা বলিয়াছ, তাহাতে আমারও কোনও প্রকার সংশয় নাই; কিন্তু যে-সকল বিষয়ে আলোচনা হইতেছে, তাহা গুরুতর, এবং মানবীয় দুর্ব্বলতাতেও আমার আস্থা নাই; এই দুই কারণে পূর্ব্বোক্ত সিদ্ধান্তগুলি সম্বন্ধে আমি এখনও আপন মনে সংশয় পোষণ না করিয়া থাকিতে পারিতেছি না।

সোক্রাটীস বলিলেন, হাঁ, সিম্মিয়াস, তুমি ঠিক কথাই বলিয়াছ; কিন্তু শুধু তাহাই নহে; আমরা পূর্ব্বে যাহা যাহা অঙ্গীকার করিয়া লইয়াছি, তাহা তোমার নিকটে সংশয়াতীত বোধ হইলেও তোমার সেগুলিও পুনরায় আরও পরিষ্কাররূপে পরীক্ষা করা কর্ত্তব্য; যখন

তুমি দেখিবে, যে সেগুলি যথোচিতরূপে পরীক্ষিত ও প্রতিপন্ন হইয়াছে, তখন আমার মতে তোমার কর্ত্তব্য এই, যে, মানুষের পক্ষে আলোচনাটী যতদূর অনুসরণ করা সাধ্যায়ত্ত, ততদূর তুমি ইহার অনুসরণ করিবে; এইটী (৯৪) তোমার স্পষ্টরূপে বোধগম্য হইলে তুমি ইহার অতিরিক্ত আর কিছুই চাহিবে না।　　ফাইডোন

[সপ্তপঞ্চাশত্তম হইতে দ্বিষষ্টিতম অধ্যায়—অতঃপর সোক্রাটীস পৃথিবীর সংগঠন ও পাতালে উপরত আত্মার গতি বর্ণনা করিতেছেন।]

৫৭। তিনি বলিলেন, কিন্তু তাহা হইলে, হে বন্ধুগণ, আমাদিগের এইটী হৃদয়ঙ্গম করা উচিত, যে যদি আত্মা অমর হয়, তবে আমরা যাহাকে জীবিতকাল বলি, কেবল তাহার জন্য নয়, কিন্তু সর্ব্বকালের জন্য আত্মার বিষয়ে আমাদিগের যত্নশীল হওয়া কর্ত্তব্য। যদি কেহ আত্মার অযত্ন করে, তবে তাহার কি ভীষণ বিপদ্ উপস্থিত হয়, তাহা এক্ষণে উপলব্ধ হইতেছে। কারণ, মৃত্যু যদি সমুদায় বিষয় হইতে মুক্তি হইত, তবে দুষ্টজনের পক্ষে উহা দৈবপ্রাপ্ত ধন হইয়া দাঁড়াইত; কেন না, তাহারা মরিলেই আত্মার সঙ্গে সঙ্গে আপনাদিগের দেহ ও যাবতীয় পাপ হইতে মুক্তি লাভ করিত। কিন্তু এক্ষণে যখন প্রমাণিত হইল, যে আত্মা অমর, তখন যতদূর সম্ভব পূর্ণ ও জ্ঞানবান্ হওয়া ভিন্ন তাহার পাপ হইতে মুক্তি ও পরিত্রাণ পাইবার অন্য উপায় নাই। কেন না, আত্মা আপনার শিক্ষা ও সাধন ভিন্ন আর কিছুই পরলোকে লইয়া যায় না; কথিত আছে, যে মানুষ মৃত্যুমুখে পতিত হইলে তৎক্ষণাৎ তাহার পরলোক-যাত্রার প্রারম্ভে এই শিক্ষা ও সাধনাই তাহার মহোপকারী সহায় বা গুরুতর অন্তরায় হইয়া থাকে। কারণ, ইহাও কথিত আছে, যে, যে-উপদেবতা (daemon) প্রত্যেক মানুষকে জীবিতকালে রক্ষা করেন, তিনি তাহার মৃত্যুর পরে তাহাকে কোন একটী স্থানে লইয়া যান; সেখানে

(৯৪) অর্থাৎ পূর্ব্বে যাহা যাহা অঙ্গীকৃত হইয়াছে, তাহার যুক্তিযুক্ততা। বিচারের ফল পূর্ণরূপে হৃদয়ঙ্গম হইলে আলোচনা হইতে নিবৃত্ত হইবে।

ফাইডোন

উপরত আত্মাগণ মিলিত হয়, এবং বিচারান্তে স্বীয় স্বীয় কর্ম্মফল লাভ করিয়া, যে-পরিচালক তাহাদিগকে যমালয়ে লইয়া যাইবার জন্য নিযুক্ত হইয়াছেন, তাঁহার সহিত তথায় গমন করে। তাহাদিগের পক্ষে যে-কর্ম্মফল বিহিত হইয়াছে, তাহা ভোগ ও নিরূপিত কাল তথায় অবস্থান করিবার পরে, সুদীর্ঘকাল ও বহুযুগ অন্তে (৯৫) অন্য এক পরিচালক তাহাদিগকে ইহলোকে লইয়া আইসেন। সুতরাং আইস্‌খুলস তাঁহার "টীলেফস" নামক নাটকে যেমন বর্ণনা করিয়াছেন, এই যাত্রা সেরূপ নহে। তিনি বলিয়াছেন, যে "একটী সরল পথ যমালয়ে চলিয়া গিয়াছে;" কিন্তু আমার বোধ হয়, যে পথটী এক নহে, সরলও নহে। যদি তাহাই হইত, তবে পথপ্রদর্শকের প্রয়োজন থাকিত না; কেন না, পথ যদি শুধু একটী থাকিত, তবে কেহই কদাপি পথ হারাইত না। কিন্তু এক্ষণে বোধ হইতেছে, যে পথটীর অনেক শাখা ও আবর্ত্তন আছে। এই ধরাতলে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার যে-আচার প্রচলিত আছে, তাহাই আমি ইহার প্রমাণরূপে উপস্থিত করিতেছি। সংযত ও জ্ঞানবান্ আত্মা পরিচালকের অনুগমন করে; সে পরলোকস্থ বস্তুনিচয় সম্বন্ধে অজ্ঞ নহে। কিন্তু আমি পূর্ব্বে যেমন বলিয়াছি, দেহাসক্ত আত্মা দীর্ঘকাল দেহ ও দৃশ্যপদার্থের আসঙ্গে অভিভূত ছিল বলিয়া ঘোরতর প্রতিকূল সংগ্রাম করিতে থাকে ও গভীর দুঃখ ভোগ করিয়া, এবং তাহার জন্য নিয়োজিত দেবতা দ্বারা সবলে আকৃষ্ট হইয়া, অনিচ্ছাপূর্ব্বক প্রস্থান করে। যেখানে অন্যান্য আত্মাগুলি সমবেত হইয়াছে, যখন সে তথায় উপনীত হয়, তখন, সে যদি অপবিত্র ও কোনও রূপ পাপে কলঙ্কিত হইয়া থাকে, সে যদি অন্যায় হত্যাকাণ্ডে লিপ্ত হইয়া থাকে, কিংবা এই জাতীয় অন্যান্য

(৯৫) প্লেটো এস্থলে কত কাল ও কত যুগ, তাহা নির্দ্দিষ্ট করিয়া বলেন নাই; কিন্তু তিনি "ফাইড্রসে" (Phaedrus, 248E) বলিয়াছেন, যে তত্ত্বজ্ঞানী ভিন্ন অপর সকলের আত্মা দশ সহস্র বৎসর কর্ম্মফল ভোগ করিবে; তত্ত্বজ্ঞানীর আত্মা তিন সহস্র বৎসর পরেই মুক্তি পাইবে। "সাধারণতন্ত্রে" দণ্ড ও পুরস্কারের কাল এক হাজার বৎসর নির্দ্ধারিত হইয়াছে। (প্রথম খণ্ড, ৩১১ পৃষ্ঠা)। এম্পেডক্লীস হত্যাকারীর জন্য ত্রিশ হাজার বৎসরের ব্যবস্থা দিয়াছেন।

ফাইডোন

অপকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া থাকে, যাহা এতদনুরূপ আত্মার পক্ষেই সম্ভবপর, তাহা হইলে অপর সকল আত্মা ইহা হইতে দূরে পলায়ন করে; সকলেই ইহা হইতে সরিয়া যায়, কেহই তাহার সঙ্গী বা পরিচালক হইতে চাহে না; সে গভীর দুঃখে নিমগ্ন হইয়া একাকী ঘুরিয়া বেড়ায়; যতদিন না নিরূপিত কাল অতীত হয়, ততদিন সে এইরূপে ঘুরিয়া বেড়াইতে থাকে। নিরূপিত কাল অন্তে সে আপনার উপযুক্ত বাসস্থানে সবলে নীত হয়। কিন্তু যে-আত্মা শুদ্ধ ও সংযত জীবন যাপন করিয়াছে, দেবতারাই তাহার সঙ্গী ও পরিচালক হইয়া থাকেন; এইরূপ প্রত্যেক আত্মা আপনার উপযোগী বাসস্থানে বাস করে। পৃথিবীতে বহু আশ্চর্য্য স্থান আছে; যাহারা পৃথিবী সম্বন্ধে আলোচনা করে, তাহারা সেগুলিকে যে-প্রকার ও যত ক্ষুদ্র বলিয়া বিবেচনা করে, সেগুলি বস্তুতঃ সেরূপ নহে; আমি কোনও এক ব্যক্তির (৯৬) কথা হইতে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি।

৫৮। সিম্মিয়াস কহিল, সোক্রাটীস, তুমি যাহা বলিতেছ, তাহার অর্থ কি? আমি নিজে পৃথিবী সম্বন্ধে অনেক কথা শুনিয়াছি, কিন্তু তুমি যাহা বিশ্বাস করিতেছ, তাহা কখনও শুনি নাই; তোমার নিকটে উহা শুনিতে পাইলে আনন্দিত হইব।

বেশ, সিম্মিয়াস, আমার তো বোধ হয় না, যে তত্ত্বটী বর্ণনা করিতে গ্লৌকসের (৯৭) বিদ্যা আবশ্যক; কিন্তু উহা সত্য কি না, তাহা প্রমাণ করা আমি বোধ করি গ্লৌকসের বিদ্যার পক্ষেও অসাধ্য; আমি তো ইহাতে মোটেই সুক্ষম নই; তার পর, সিম্মিয়াস, যদিই বা আমার প্রমাণটী জানা থাকিত, আমার মনে হয়, যে আমার জীবন-কাল আলোচনাটী নিঃশেষে সমাপনের পক্ষে পর্য্যাপ্ত নহে। তথাপি পৃথিবীর আকার, এবং ধরাতলস্থ স্থানসমূহ আমি কিপ্রকার বলিয়া বিশ্বাস করি, তাহা বর্ণনা করিতে বাধা নাই।

(৯৬) কেহ কেহ বলেন, আনাক্সিমাণ্ডুস; কিন্তু এবিষয়ে মতভেদ আছে।

(৯৭) গ্লৌকস—(১) নাবিকগণের সহায় সাগরদেব; কিংবা (২) খিয়সবাসী শিল্পী; ইনি ধাতু জুড়িবার কৌশল আবিষ্কার করেন। (Herod. 1. 25)।

ফাইডোন সিম্মিয়াস বলিল, তাহাই যথেষ্ট।

তিনি বলিলেন, প্রথমতঃ আমি বিশ্বাস করি, যে যদি পৃথিবী গোলাকার ও আকাশের মধ্যস্থলে অবস্থিত হয়, তবে উহার পতন নিবারণের জন্য বায়ু বা এই প্রকার অন্য কোন পদার্থের আবশ্যকতা নাই; সর্ব্বদিকে নভোমণ্ডলের সমঘনত্ব ও পৃথিবীর সাম্যাবস্থাই তাহার বিধৃতির পক্ষে যথেষ্ট। (৯৮) কেন না, সাম্যাবস্থায় অবস্থিত কোনও পদার্থ যদি সর্ব্বত্র সমঘন কোনও বস্তুর মধ্যস্থলে স্থাপিত হয়, তবে তাহা কোনও দিকেই অল্প বা অধিক অবনত হইবে না; তাহা সাম্যাবস্থায় সমভাবে অবস্থান করিবে। তিনি বলিলেন, প্রথমতঃ আমি ইহাই বিশ্বাস করি।

সিম্মিয়াস কহিল, সঙ্গতরূপেই ইহা বিশ্বাস করিতেছ।

তিনি বলিলেন, তার পর আমি বিশ্বাস করি, যে পৃথিবী বিপুল, এবং পিপীলিকা বা ভেক যেমন ক্ষুদ্র জলাশয়-সমীপে বাস করে, তেমনি আমরা যাহারা ফাসিস অবধি হীরাক্লীসের স্তম্ভ পর্য্যন্ত (৯৯) সমুদ্রতীরে বাস করিতেছি, আমরা ইহার সামান্য অংশই অধিকার করিয়া রহিয়াছি; অপিচ অন্য বহু লোক এই প্রকার অন্য বহু স্থানে বাস করিতেছে। কারণ, ধরাপৃষ্ঠে সর্ব্বত্র বহুসংখ্যক, এবং আকারে ও আয়তনে বহুবিধ গহ্বর আছে; সেগুলিতে জল, কুজ্ঝটিকা ও বায়ু একত্রিত হয়; কিন্তু পৃথিবী স্বয়ং (১০০) নিষ্কলঙ্ক অন্তরীক্ষে নিষ্কলঙ্ক স্থিতি করে; তারকারাজি এই অন্তরীক্ষেই বিরাজমান; যাহারা এই সমুদায় বর্ণনা করে, তাহারা

(৯৮) ইহা মাধ্যাকর্ষণবাদ নহে, বরং তাহার বিপরীত। প্লেটো বলিতেছেন, পৃথিবীর চতুর্দ্দিকে নভোমণ্ডল; তাহা সকল দিকেই সমান ঘন, অথবা ভারী; সুতরাং তদুপরি এক দিকে অধিক ও অন্য দিকে অল্প চাপ পড়িতে পারে না; এবং পৃথিবী গোলাকার বলিয়া তাহার সর্ব্বত্র সমান চাপ পড়িতেছে। (চাপ কথাটা এখানে ঠিক খাটে না।) কাজেই উহা সাম্যাবস্থায় আছে। পৃথিবী বিশ্বের মধ্যস্থলে অবস্থিত কেন? ইহার উত্তরে প্লেটো বলেন, না থাকিবার কোন হেতু নাই, এই জন্য।

(৯৯) গ্রীক জাতির পরিজ্ঞাত ভূভাগ, ভূমধ্যস্থ সাগর ও তৎশাখা কৃষ্ণসাগরের চতুষ্পার্শ্বস্থ, কল্‌খিস হইতে জিব্রাল্টার প্রণালী পর্য্যন্ত অবস্থিত, দেশসমূহ।

(১০০) অর্থাৎ পৃথিবীর সত্য পৃষ্ঠ।

ফাইডোন

উহাদিগকে ঈথার (নভঃ) কহিয়া থাকে; যে-জল, কুজ্ঝটিকা ও বায়ু ধরাতলস্থ গহ্বরগুলিতে একত্রিত হয়, সেগুলি ইহারই কিট্ট। এখন, আমরা যে পৃথিবীর এই গহ্বরগুলিতে বাস করিতেছি, তাহা বুঝিতে পারি না; আমরা মনে করি, যে আমরা উহার পৃষ্ঠদেশেই বাস করিতেছি। যদি কেহ সমুদ্রের তলদেশে বাস করিয়া মনে করে, যে সে উহার উপরিভাগে বাস করিতেছে; যদি সে জলের মধ্য দিয়া সূর্য্য ও অন্যান্য তারকাগুলি দেখিয়া সমুদ্রপৃষ্ঠকেই অন্তরীক্ষ বলিয়া ভাবে; যদি সে আপনার স্থূলবুদ্ধি-ও-দৌর্ব্বল্যবশতঃ কখনও সমুদ্রের পৃষ্ঠদেশে আগমন ও তদুপরিস্থ কিছুই দর্শন না করে; এবং সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে উঠিয়া ও মস্তক উন্নত করিয়া না দেখে, বা যে-ব্যক্তি দেখিয়াছে, তাহার নিকটে না শুনে, যে আমাদিগের এই জগৎ তাহাদিগের জগৎ অপেক্ষা কত পবিত্রতর ও সুন্দরতর—তবে তাহার দশা যেমন হয়, আমাদিগের দশাও ঠিক তাই। কেন না, আমরা পৃথিবীর একটী গহ্বরে বাস করিয়া ভাবিতেছি, যে আমরা উহার উপরিভাগে বাস করিতেছি; এবং আমরা বায়ুমণ্ডলকেই আকাশ বলিয়া অভিহিত করিতেছি; আমরা মনে করিতেছি, যেন এই বায়ুমণ্ডলই আকাশ, এবং তাহাতেই তারকাবলী পরিভ্রমণ করিতেছে। কিন্তু প্রকৃত কথা এই, যে আমরা স্থূলবুদ্ধি-ও-দৌর্ব্বল্যবশতঃ বায়ুমণ্ডলের প্রান্তভাগে গমন করিতে সমর্থ হই না। যেহেতু, যদি কেহ উহার প্রান্তভাগে গমন করিত, (১০১) কিংবা পক্ষযুক্ত হইয়া ঊর্দ্ধলোকে উড়িয়া যাইত, তবে, মৎস্য যেমন সমুদ্র হইতে ঊর্দ্ধদিকে দৃষ্টিপাত করিয়া আমাদিগের জগৎ দেখিতে পায়, তেমনি সে ঊর্দ্ধে দৃষ্টিপাত করিয়া অন্য জগৎ ও অন্য পদার্থ দেখিতে পাইত; এবং যদি তাহার প্রকৃতি এই দৃশ্য সহিবার উপযোগী হইত, তবে সে জানিতে পারিত, যে এই আকাশই সত্য আকাশ, এই আলোকই সত্য আলোক, এবং এই পৃথিবীই সত্য পৃথিবী। কারণ, যেমন সমুদ্রস্থ পদার্থগুলি লবণ দ্বারা ক্ষয়প্রাপ্ত হয়, তেমনি আমাদিগের এই পৃথিবী ও

(১০১) আমরা যে-গহ্বরে বাস করিতেছি, যদি তাহার পার্শ্বোপরি আরোহণ করিতে পারিতাম।

ফাইডোন

প্রস্তরসমূহ ও সমুদায় প্রদেশ নষ্ট ও ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়াছে। সমুদ্রে মূল্যবান্ কিছুই জন্মে না; বলিতে গেলে উহাতে নিষ্কলঙ্ক কিছুই নাই; যেখানে যেখানে স্থল আছে, তথায় গহ্বর, বালুকা ও অপরিমেয় পঙ্ক ও ক্লেদময় প্রদেশ বর্ত্তমান; আমাদিগের পৃথিবীস্থ সুন্দর পদার্থগুলির সহিত সেগুলি একেবারেই তুলনার যোগ্য নহে। কিন্তু ঐ উর্দ্ধলোক-স্থিত পদার্থসমূহ আমাদিগের এই পৃথিবীর পদার্থগুলি অপেক্ষা আরও কত শ্রেষ্ঠ বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছে। সিম্মিয়াস, আকাশের নিম্নস্থ পৃথিবীতে যাহা আছে, তৎসম্বন্ধে আমি এখন একটী আখ্যায়িকা বলিতে পারি; তাহা শুনিবার যোগ্য।

সিম্মিয়াস বলিল, সোক্রাটীস, আমরা তোমার আখ্যায়িকা শুনিতে পাইলে নিশ্চয়ই পরম আনন্দিত হইব।

৫৯। তিনি বলিলেন, আচ্ছা সখে, আখ্যায়িকাটী এই। প্রথমতঃ, যদি কেহ উর্দ্ধলোক হইতে এই সত্য পৃথিবীকে নিরীক্ষণ করিত, তবে সে দেখিতে পাইত, যে উহা যেন দ্বাদশ বিচিত্রবর্ণ-চর্ম্ম-রচিত গোলক-সমূহের মত; (১০২) উহাতে বিবিধ বর্ণ নির্ব্বাচিত হইয়াছে; এই ধরাতলে চিত্রকরগণ যে-সকল উৎকৃষ্ট বর্ণ ব্যবহার করে, সেগুলি ঐ বর্ণসমূহেরই আদর্শ, কিন্তু ওখানে সমস্ত পৃথিবীই এই সমুদায় বর্ণময়, কিংবা ইহা অপেক্ষাও বহুগুণে উজ্জ্বলতর ও বিশুদ্ধতর বর্ণরঞ্জিত। কারণ, উহার একাংশ লোহিতবর্ণ, উহার সৌন্দর্য্য আশ্চর্য্য; একাংশ সুবর্ণবর্ণ; এবং যে-অংশ শ্বেতবর্ণ, তাহার শ্বেতাভা খড়িমাটী কিংবা তুষার হইতেও শুভ্রতর; সমগ্র ধরাপৃষ্ঠ এইরূপ অন্যান্য বর্ণে, এবং আমরা যে-সকল বর্ণ দেখিতে পাই, তদপেক্ষা বহুতর ও সুন্দরতর বর্ণে অনুরঞ্জিত। কারণ, ধরাপৃষ্ঠের যে-গহ্বরগুলি (আমাদিগের গহ্বর-গুলির ন্যায়) জল ও বায়ুতে পরিপূর্ণ, সেগুলিরও একপ্রকার বর্ণ আছে; সেগুলিও বিচিত্রবর্ণ অন্যান্য গহ্বরগুলির মধ্যে দীপ্তি পাইতেছে; সুতরাং,

(১০২) এতদ্দ্বারা রাশিচক্রের দ্বাদশ রাশি সূচিত হইতেছে।

ফাইডো

ধরণীর আকার এক বিচিত্রবর্ণ সমতল দেশ বলিয়া প্রতীয়মান হয়। (১০৩) এই সুন্দর ধরাপৃষ্ঠে যাহা জন্মে, তাহাও, এখানকার বৃক্ষ ও পুষ্প ও ফলও, তদনুরূপ সুন্দর; (১০৪) এই প্রকার এখানকার শৈলরাজি ও প্রস্তরসমূহও মসৃণতা, স্বচ্ছতা ও বর্ণে তদনুরূপই সুন্দরতর; আমরা এই সংসারে যে-প্রস্তরগুলিকে বহুমূল্য জ্ঞান করি, সেগুলি—আমাদিগের লালমণি, যশবপাথর ও মরকত এবং এই জাতীয় অপর সমুদায়—ইহাদিগেরই ভগ্নাংশ; কিন্তু সেখানে এমন প্রস্তর নাই, যাহা এই মণি-গুলির মত সুন্দর, কিংবা এই মণিগুলি অপেক্ষাও সুন্দরতর নহে। ইহার কারণ এই, যে সেখানকার প্রস্তরগুলি শুদ্ধ; সেগুলি এখানকার প্রস্তর-গুলির মত নষ্ট ও ক্ষয়প্রাপ্ত হয় না; এখানে গহ্বরগুলির কিট্ট পুঞ্জীভূত হয়; তজ্জনিত ক্ষয় ও লবণ আমাদিগের প্রস্তরগুলিকে আক্রমণ করে; সেই জন্যই প্রস্তরসমূহ, মৃত্তিকা এবং যাবতীয় প্রাণী ও বৃক্ষ কদর্য্যতা ও রোগের বশীভূত। সত্য পৃথিবী এই সমুদায়ে, এবং স্বর্ণ, রৌপ্য ও এই প্রকার অন্যান্য পদার্থে ভূষিত। কেন না, এইগুলি পরিমাণে বহুল, আকারে বৃহৎ, এবং পৃথিবীর সর্ব্বত্র বর্ত্তমান বলিয়া ধরাপৃষ্ঠেই দেদীপ্যমান; (১০৫) সুতরাং যদি কেহ এই দৃশ্য দেখিতে পাইত, সে সুখী হইত। এই ধরাপৃষ্ঠে বহু প্রাণী এবং বহু মনুষ্যও বাস করিতেছে; কেহ কেহ স্থলাভ্যন্তরে বাস করিতেছে; কেহ কেহ, আমরা যেমন সমুদ্র-তীরে বাস করিয়া থাকি, তেমনি বায়ুমণ্ডলের তীরে (১০৬) বাস করিতেছে; কেহ কেহ বা দ্বীপপুঞ্জে বাস করিতেছে; মহাদেশের সন্নিকটস্থ বায়ুমণ্ডল এই সকল দ্বীপের চতুর্দ্দিকে প্রবাহিত হইতেছে; (১০৭) এক কথায়,

(১০৩) যে ঊর্দ্ধলোক হইতে অবলোকন করে, তাহার নিকটে গহ্বরগুলি গহ্বর বলিয়া প্রতীয়মান হয় না, তাহার বোধ হয়, উহা ধরাপৃষ্ঠের এক একটী বর্ণসম্পাত।

(১০৪) এই ধরাপৃষ্ঠ আমাদিগের ধরাপৃষ্ঠ অপেক্ষা যত সুন্দরতর, তাহার ফলফুল তরুলতাও এখানকার ফলফুল তরুলতা অপেক্ষা তত সুন্দরতর।

(১০৫) এখানকার বহুমূল্য প্রস্তরের ন্যায় খনিতে লুক্কায়িত নহে।

(১০৬) অর্থাৎ বায়ুপূরিত গহ্বরের মুখপার্শ্বে।

(১০৭) ইহাদিগের অধোদেশ বায়ুমণ্ডলে নিমজ্জিত, কিন্তু উপরিভাগ ঈথারে পরিব্যাপ্ত।

ফাইডোন

আমাদিগের ব্যবহারের পক্ষে জল ও সমুদ্র যে-প্রকার, তাহাদিগের পক্ষে বায়ু সেই প্রকার, এবং আমাদিগের পক্ষে যেমন বায়ু, তাহাদিগের পক্ষে সেইরূপ ঈথার। সেখানকার ঋতুগুলির তাপ এপ্রকার, যে তাহারা নীরোগ ও আমাদিগের অপেক্ষা অনেক অধিক দীর্ঘজীবী; এবং বায়ু জল অপেক্ষা, ও ঈথার বায়ু অপেক্ষা যে-পরিমাণে বিশুদ্ধতায় শ্রেষ্ঠ, তাহারাও আমাদিগের অপেক্ষা দর্শন ও শ্রবণ, এবং বুদ্ধি ও এই প্রকার অন্যান্য সমুদায় বিষয়ে (১০৮) সেই পরিমাণে শ্রেষ্ঠ। অধিকন্তু, তাহাদিগের দেবারাম ও দেবমন্দির আছে, তথায় দেবগণ সত্য সত্যই বাস করেন। (১০৯) তাহারা দৈববাণী ও দৈবাদেশ শুনিতে পায়, দেবগণের দর্শন লাভ করে, এবং দেবগণের সহিত তাহাদিগের এই প্রকার সাক্ষাৎ যোগ স্থাপিত হয়। অপিচ সূর্য্য, চন্দ্র ও তারকারাজি বস্তুতঃ যে-প্রকার, তাহারা সেই প্রকারই দেখিতে পায়, এবং অন্যান্য বিষয়েও তাহাদিগের সৌভাগ্য এই সমুদায়েরই অনুরূপ।

৬০। সমগ্র পৃথিবী ও পৃথিবীস্থ পদার্থ-নিচয় এই প্রকার; ইহার গোল পৃষ্ঠোপরি সর্ব্বত্র গহ্বরে বহু প্রদেশ আছে; কতকগুলি, আমরা যাহাতে বাস করি, সেগুলি অপেক্ষা গভীরতর ও প্রশস্ততর; কতকগুলি গভীরতর বটে, কিন্তু সেগুলির মুখ আমাদিগের বাসস্থান অপেক্ষা সঙ্কীর্ণতর; আবার কতকগুলি এখানকার প্রদেশগুলি অপেক্ষা গভীরতায় অল্প, কিন্তু প্রাশস্ত্যে অধিক। এখন, এই সমুদায় ভূগর্ভস্থ বহু প্রণালী দ্বারা পরস্পরের সহিত সংযুক্ত; উহাদিগের কতকগুলি সঙ্কীর্ণ, কতকগুলি প্রশস্ত; ঐ সকল প্রণালী দ্বারা একটী হইতে, মদিরা পাত্রের মত অপরটীতে, প্রভূত জলরাশি প্রবাহিত হয়; তৎপরে, ভূগর্ভে অমিতকায়া চিরপ্রবাহিনী স্রোতস্বিনী রহিয়াছে; কোনটীর বারি উষ্ণ, কোনটীর বারি শীতল; উহাতে আবার প্রচুর অগ্নি ও অগ্নিময় বিশাল নদী, এবং গলিত পঙ্কের বহুসংখ্যক তরঙ্গিনী আছে; সিসিলীতে দ্রবধাতু-স্রোতঃ

(১০৮) অর্থাৎ যাবতীয় শারীরিক ও মানসিক বৃত্তিতে

(১০৯) এখানকার মন্দিরে শুধু প্রতিমা থাকে

নির্গত হইবার পূর্ব্বে যে-পঙ্কনদী প্রবাহিত হয়, তাহার ন্যায়, ও ঐ দ্রবধাতু-স্রোতেরই ন্যায়, ঐ তরঙ্গিনীগুলির কোনটী স্বচ্ছতর, কোনটী বা মলিনতর। এই সকল নদীর প্রত্যেকটী যেমন ঘুরিয়া ফিরিয়া এক একটী গহ্বরে পতিত হয়, তেমনি উহা পূর্ণ হইয়া উঠে। পৃথিবীর যে একপ্রকার বিকম্পন আছে, সেই বিকম্পনবশতঃ এই নদীগুলি ঊর্দ্ধে ও অধোদেশে চালিত হয়। (১১০) বিকম্পনটী এইপ্রকার কোন স্বাভাবিক কারণে উৎপন্ন হইয়া থাকে। গহ্বরগুলির মধ্যে একটী গহ্বর অপরগুলি অপেক্ষা বৃহৎ, এবং উহা একেবারে পৃথিবীর এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্তে প্রবেশ করিয়াছে। হোমার এই কথা বলিয়া উহা বর্ণনা করিয়াছেন—

"দূরে, অতি দূরে, ভূগর্ত্তে যথায় গভীরতম গহ্বর বর্ত্তমান, সেইখানে।" (১১১)

তিনি অন্যত্র, এবং অন্য অনেক কবি, উহা টার্টারস (রসাতল) নামে অভিহিত করিয়াছেন। সমুদায় নদী এই গহ্বরে পতিত, ও পুনরায় উহা হইতে প্রবাহিত হইতেছে; এবং প্রত্যেকটী যে-প্রকার মৃত্তিকার মধ্য দিয়া প্রবাহিত হয়, সেই প্রকার প্রকৃতি লাভ করে। সমুদায় প্রবাহই যে ঐ গহ্বরে পতিত ও উহা হইতে নির্গত হয়, তাহার কারণ এই, যে এই তরল পদার্থের কোনও প্রতিষ্ঠাভূমি বা অবলম্বন নাই। সুতরাং উহা বিকম্পিত এবং ঊর্দ্ধে ও অধোদেশে তরঙ্গায়িত হয়, এবং

(১১০) বিকম্পন (aiora)—দোলার ন্যায় সঞ্চলন। ইহার বেগে রসাতলের বায়ু ও জল ঘটিকার দোলকের ন্যায় নিরন্তর দুলিতেছে। যখন পৃথিবীর উপরি অর্দ্ধের জল কেন্দ্রের দিকে ধাবিত হয়, তখন নিম্নার্দ্ধের জল প্রান্তের দিকে চলিয়া যায়; তৎপরে নিম্নার্দ্ধের জল কেন্দ্রের দিকে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে থাকে, এবং উপরি অর্দ্ধের জলকে বিপরীত প্রান্তে অপসারিত করিয়া দেয়।

বিকম্পনের কারণ এই, যে উক্ত তরল পদার্থের একটা প্রতিষ্ঠা-ভূমি বা দাঁড়াইবার স্থান নাই। পৃথিবীর কেন্দ্রস্থলে কোনও দৃঢ় আশ্রয় থাকিলে উভয় দিকের জল তদুপরি নিশ্চল অবস্থিতি করিত।

(১১১) Iliad, VIII. 14.

ফাইডোন উহার চতুষ্পার্শ্বস্থ বায়ু ও বাত্যাও তরঙ্গায়িত হইয়া থাকে ; কারণ, যখন ঐ তরল পদার্থ পৃথিবীর এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্তে প্রবাহিত হয় ও পুনরায় প্রত্যাবর্ত্তন করে, তখন বায়ু ও বাত্যাও তাহার সঙ্গে সঙ্গে গমন করে ; এবং যেমন নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস-ক্রিয়াতে লোকে নিয়তই নিঃশ্বাস-বায়ু গ্রহণ ও প্রশ্বাস-বায়ু ত্যাগ করে, তেমনি ঐ বাত্যা তরলপদার্থটীর সহিত বিকম্পিত হইয়া প্রত্যাবর্ত্তন ও বহির্গমনের কালে ভীষণ ও অচিন্তনীয় ঝঞ্ঝাবাত উৎপাদন করিয়া থাকে। আমরা যাহাকে অধোদেশ বলি, যখন জলরাশি তথায় বেগে ফিরিয়া আইসে, তখন ইহা ঐ অধোদেশস্থ প্রবাহসমূহের দেশ দিয়া প্রবাহিত হয়, এবং উহাদিগকে এমন ভাবে পূর্ণ করে, যেন উহা উত্তোলিত হইয়া প্রবাহগুলির মধ্যে নিঃক্ষিপ্ত হইয়াছে। আবার, যখন ইহা তথা হইতে এখানে বেগে প্রত্যাবর্ত্তন করে, তখন ইহা এখানকার প্রবাহগুলি পূর্ণ করে ; তখন তাহারা পৃথিবীস্থ প্রণালীগুলির মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইতে থাকে, আপন আপন পথ করিয়া লইয়া প্রত্যেকে স্বীয় গন্তব্য স্থানে উপনীত হয়, এবং সমুদ্র, হ্রদ, নদী ও নির্ঝরিণী সৃষ্টি করে। তৎপরে তাহারা আবার ভূগর্ভে অন্তর্হিত হয় ; কোন কোনটী বহুতর ও বিশালতর, কোন কোনটী অল্পতর ও সঙ্কীর্ণতর প্রদেশ প্রদক্ষিণ করিয়া পুনশ্চ টার্টারসে পতিত হয় ; উহারা যে-স্থান হইতে নির্গত হইয়াছিল, কোনটী তাহা হইতে বহুনিম্নে, কোনটী বা অল্প নিম্নে উহাতে প্রবেশ করে ; কিন্তু সকলেই উৎপত্তিস্থানের নিম্নদেশে টার্টারসে পতিত হইয়া থাকে। পুনশ্চ, কতকগুলি, যেদিকে উহাতে পতিত হইয়াছে, সেই দিকেই, এবং কতকগুলি তাহার বিপরীত দিকে নির্গত হয় ; আবার এমন কতকগুলি নদী আছে, যেগুলি একেবারে চক্রাকারে পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করে, এবং ভুজঙ্গবৎ উহাকে এক বা বহু বার আবেষ্টন করিয়া পুনরায় যত নিম্নে সম্ভব টার্টারাসে প্রবিষ্ট হয়। তাহারা উভয় দিক্ হইতে পৃথিবীর কেন্দ্র পর্য্যন্ত অধোগমন করিতে পারে ; কিন্তু উহা অতিক্রম করা তাহাদিগের সাধ্যায়ত্ত নহে। কারণ, পৃথিবীর উভয়ভাগস্থিত নদীগুলির পক্ষেই, কেন্দ্রের পরে উহার অপরার্দ্ধ, তাহাদিগের অগ্রসর

হইবার পথে ঊর্দ্ধদিকে প্রসারিত রহিয়াছে। (১১২)

৬১। এখন, এই নদীগুলি বহুসংখ্যক, বিশাল ও বিবিধপ্রকার; কিন্তু সমস্তগুলির মধ্যে চারিটী নদী উল্লেখযোগ্য; এই চারিটীর মধ্যে আবার যেটী সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ ও যাহা পৃথিবীর স্থূলতম ভাগ আবেষ্টন করিয়া প্রবাহিত হইতেছে, তাহার নাম মহাসাগর (Oceanus); উহার বিপরীত ভাগে নির্গত ও বিপরীত দিকে প্রবাহিত আখেরোণ (Acheron); ইহা মরুময় দেশসমূহের মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইতেছে, এবং পরে ভূগর্ভে প্রবাহিত হইয়া আখেরৌসিয়-(Archerousian)-হ্রদে প্রবেশ করিয়াছে; তথায় উপরত আত্মাগণের অধিকাংশ গমন করে, এবং নির্দ্দিষ্ট কাল অবস্থান করিয়া—এই কাল কাহারও পক্ষে দীর্ঘ, কাহারও পক্ষে অল্প—পুনরায় জীবরূপে জন্মপরিগ্রহ করিবার জন্য প্রেরিত হয়। তৃতীয় নদীটী এই উভয়ের মধ্যস্থলে উৎপন্ন হইয়াছে, এবং উৎপত্তি-স্থানের সন্নিকটেই একটী বিপুল ও প্রদীপ্ত বহ্নিময় প্রদেশে প্রবেশ করিয়াছে; উহা আমাদিগের সমুদ্র (১১৩) অপেক্ষা বিশালতর একটী হ্রদ সৃষ্টি করিয়াছে; ঐ হ্রদে জল ও পঙ্ক অবিরত ফুটিতেছে। তথা হইতে ইহা আবিল ও পঙ্কিল হইয়া পৃথিবীর চতুর্দ্দিকে প্রবাহিত হইতেছে, এবং উহাকে অনেক বার প্রদক্ষিণ করিয়া আখেরৌসীয়-হ্রদের প্রান্তদেশে উপনীত হইয়াছে, কিন্তু উহার জলের সহিত মিশ্রিত হইতেছে না; তৎপরে ভূগর্ভে বহুবার ঘুরিয়া ফিরিয়া টার্টারসের নিম্নতর ভাগে প্রবেশ করিয়াছে। লোকে এই নদীটীকেই পুরিফ্লেগেথোন (Pyriphlegethon) নামে অভিহিত করে; পৃথিবীর যেখানেই দ্রবধাতুপ্রবাহ দৃষ্ট হউক না কেন, তাহা ইহারই এক এক ভাগ উৎক্ষিপ্ত করিয়া থাকে। ইহার

(১১২) ঊর্দ্ধ ও অধঃ, অথবা উত্তর ও দক্ষিণ, পৃথিবীর এই উভয়ার্দ্ধের নদীর পক্ষেই উহার কেন্দ্র নিম্নতম স্থান; সুতরাং দুই দিকেই কেন্দ্রের পরে অগ্রসর হইতে হইলে নদীকে ঊর্দ্ধমুখে প্রবাহিত হইতে হইবে; কিন্তু জলের পক্ষে উচ্চদিকে গমন করা অসম্ভব, কেন না, তাহা মাধ্যাকর্ষণের প্রতিকূল।

প্লেটো মাধ্যাকর্ষণের ক্রিয়া বুঝিতেন। "টিমাইয়স" (620-63E) দ্রষ্টব্য।

(১১৩) ভূমধ্যস্থসাগর।

ফাইডোন বিপরীত দিকে চতুর্থ নদী; কথিত আছে, যে তাহা প্রথমতঃ একটী ভীষণ ও রোমহর্ষণ স্থানে পতিত হইয়াছে; উহার বর্ণ গভীর নীল; ইহার নাম ষ্টুগিয়ন (Stygion) নদী, এবং ইহা প্রবাহিত হইয়া যে-হ্রদ সৃজন করিয়াছে, তাহার নাম ষ্টুক্স্ (Styx)। ঐ হ্রদে পতিত হইয়া, ও উহা হইতে আপনার জলে অদ্ভুত শক্তি লাভ করিয়া ইহা ভূতলে প্রবেশ করিয়াছে, এবং পুরিফ্লেগেথোনের বিপরীত দিক আঁকিয়া বাঁকিয়া প্রবাহিত হইতেছে ও বিপরীত দিক্ হইতে আখেরোসীয় হ্রদে উহার সহিত মিলিত হইয়াছে। ইহার জলও অন্য কোনও জলের সহিত মিশ্রিত হয় না; ইহা চক্রাকারে প্রবাহিত হইয়া পুরিফ্লেগেথোনের বিপরীত দিকে টার্টারসে প্রবেশ করিয়াছে; কবিগণ বলেন, ইহার নাম কোকুটস (Cocutos)। (১১৪)

৬২। উক্ত দেশগুলি এইপ্রকার। পরিচালক প্রত্যেক পর-লোকগত আত্মাকে যথায় লইয়া যান, যখন তাহারা তথায় উপনীত হয়, তখন, কে কে উত্তম ও পবিত্র জীবন যাপন করিয়াছে, ও কে কে তাহা করে নাই, প্রথমতঃ তদনুসারে তাহাদিগের বিচার হইয়া থাকে। যাহাদিগের জীবন উত্তম ও অধমের মধ্যবর্ত্তী বলিয়া বোধ হয়, তাহারা আখেরোণ-সমীপে গমন করে, ও তথায় যে-সকল তরণী থাকে, তাহাতে আরোহণ করিয়া হ্রদে উপস্থিত হয়। ঐ হ্রদে তাহারা বাস করে, এবং তাহারা যে-সকল অপরাধ করিয়াছে, তাহার দণ্ডভোগ করিয়া শুদ্ধি ও মুক্তি লাভ করিয়া থাকে। যদি কেহ কোনও সুকৃতি করিয়া থাকে, তবে সে যথোপযুক্ত পুরস্কার প্রাপ্ত হয়। কিন্তু যাহাদিগের পাপ এত গুরুতর, যে তাহারা সংশোধনের অতীত বলিয়া প্রতীয়মান হয়, (১১৫)—যাহারা

(১১৪) মহাসাগর টার্টারসে প্রত্যাবর্ত্তন করিল কি না, তাহা বলা হয় নাই। অপর চারিটী নদী চারিটী হ্রদ সৃষ্টি করিয়াছে; আখেরোন ও পুরিফ্লেগেথোনের হ্রদ ভূগর্ভে; কোকুটস ও ষ্টুক্সের হ্রদ পৃথিবীর উপরিভাগে।

(১১৫) এই শ্রেণীর পাপী যে দণ্ড ভোগ করে, তাহার অভিপ্রায়, অপরকে সতর্ক করিয়া দেওয়া, পাপীর নিগ্রহ নহে। প্লেটোর মতে, দণ্ডের লক্ষ্য দুইটী—(১) অপরাধীর

কাইডে

বহুবার দেবস্বাপহরণরূপ জঘন্য পাপাচরণ করিয়াছে, বা অন্যায় ও অবৈধরূপে বহু নরহত্যা করিয়াছে, কিংবা এই প্রকার অন্যান্য দুষ্কর্ম্ম করিয়াছে,—তাহারা স্বোপার্জ্জিত ভাগ্যবশে টার্টারসে নিঃক্ষিপ্ত হয়; তথা হইতে তাহারা কখনও উঠিয়া আসিতে পারে না। (১১৬) যাহারা এমত পাপ করিয়াছে, যে তাহা গুরুতর হইলেও প্রায়শ্চিত্তের অতীত বলিয়া বোধ হয় না—যেমন, যাহারা ক্রোধে অধীর হইয়া পিতা বা মাতার প্রতি বলপ্রয়োগ করিয়াছে, ও পরে সেজন্য সারাজীবন অনুতাপে অতিবাহিত করিতেছে; অথবা যাহারা এই প্রকার কোনও অবস্থায় নরহত্যা করিয়াছে—তাহারাও টার্টারসে পতিত হয়; ইহাই অনতিক্রমণীয় বিধি; কিন্তু টার্টারসে পতিত হইয়া তথায় এক বৎসর বাস করিলেই একটী ঢেউ (১১৭) তাহাদিগকে উৎক্ষেপ করে; নরঘাতীদিগকে কোকুটস, এবং পিতৃহন্তা ও মাতৃহন্তাদিগকে (১১৮) পুরিফ্লেগেথোন ভাসাইয়া লইয়া যায়; যখন তাহারা ভাসিতে ভাসিতে আখেরৌসীয়-হ্রদের সন্নিহিত হয়, তখন, তাহারা যাহাদিগকে হত্যা করিয়াছে, বা যাহাদিগকে উৎপীড়ন করিয়াছে, তাহাদিগকে ডাকিতে ও চীৎকার করিতে থাকে; তাহাদিগকে ডাকিয়া তাহারা কতই মিনতি ও প্রার্থনা করিতে থাকে, যে তাহারা যেন তাহাদিগকে হ্রদে প্রবেশ করিতে দেয় ও আপনাদিগের মধ্যে গ্রহণ করে। যদি তাহারা তাহাদিগকে সম্মত করাইতে পারে, তাহা হইলে তাহারা হ্রদে প্রবিষ্ট হয় ও পাপ হইতে মুক্তি পায়; কিন্তু যদি তাহা না পারে, তবে তাহারা পুনরায় টার্টারসে ও তথা হইতে আবার নদী-

সংশোধন, কিংবা (২) ক্লেশভোগের দৃষ্টান্ত দ্বারা অন্যকে অপরাধ হইতে নিবৃত্ত রাখা। (Gorgias, 525b)। তিনি প্রতিহিংসামূলক দণ্ডের ব্যবস্থা দেন নাই।

(১১৬) এস্থলে একপ্রকার অনন্তনরকযন্ত্রণার বিধান প্রদত্ত হইয়াছে। কিন্তু প্লেটো "টিমাইয়সে" (42b) বলিয়াছেন, যে পাপনিমগ্ন আত্মা স্বীয় জন্মপরম্পরার যে-কোনও জন্মে আপনাকে সংশোধন করিয়া আদি শুদ্ধতার অধিকারী হইতে পারে।

(১১৭) পূর্ব্ববর্ণিত কম্পন বা দোলন (aiora)।

(১১৮) যাহারা পিতামাতাকে প্রহার করে, তাহারাও এই পর্য্যায়ের অন্তর্গত

ফাইডোন

সমূহে নীত হয়; তাহারা যাহাদিগের প্রতি অন্যায়াচরণ করিয়াছে, যতকাল না তাহাদিগকে তাহারা সম্মত করাইতে পারে, ততকাল তাহাদিগের এই দণ্ডভোগের নিবৃত্তি হয় না।(১১৯) বিচারকগণ তাহাদিগের প্রতি এই দণ্ডই বিধান করিয়াছেন। কিন্তু যাঁহারা পবিত্রজীবন যাপন করিয়া অনন্যসাধারণ খ্যাতিলাভ করিয়াছেন, তাঁহারা কারাগারবৎ এই পৃথিবীর দেশসমূহ হইতে মুক্তি ও স্বাধীনতা লাভ করেন, এবং ঊর্দ্ধে পবিত্রসদনে উপনীত হইয়া পৃথিবীর পৃষ্ঠে বাস করিতে থাকেন। (১২০) ইঁহাদের মধ্যে যাঁহারা তত্ত্বজ্ঞানসাহায্যে আপনাদিগকে যথোচিতরূপে পরিশুদ্ধ করিয়াছেন, তাঁহারা অতঃপর একেবারে অশরীরী (১২১) হইয়া জীবন যাপন, এবং ইহা অপেক্ষাও উত্তমতর লোকে গমন করেন; সে লোক বর্ণনা করা সহজ নহে, এবং এক্ষণে যেটুকু সময় আছে, তাহাও তৎপক্ষে পর্য্যাপ্ত নহে। কিন্তু, সিম্মিয়াস, আমরা যাহা যাহা বর্ণনা করিলাম, সেই সমুদায় কারণে আমাদিগের কর্ত্তব্য এই, যে আমরা যাহাতে জ্ঞান ও ধর্ম্মের অধিকারী হইতে পারি, তাহার জন্য সকলই করিব। কেন না, এই সংগ্রামের পুরস্কার উত্তম, এবং আশাও মহতী।

[ত্রিষষ্টিতম অধ্যায়—সোক্রাটীস বলিলেন, আমি যাহা বর্ণনা করিলাম, তাহা যে ধ্রুব সত্য, এমন কথা কেহই বলিবে না; কিন্তু পরলোক ও আত্মার গতি যে এই প্রকার একটা কিছু, তাহাতে সংশয় নাই। অতএব জ্ঞানধর্ম্মে আত্মাকে ভূষিত করিবার জন্য একান্ত যত্নবান্ হওয়া প্রতিজনেরই কর্ত্তব্য। এক্ষণে আমার যাত্রার সময় উপস্থিত।]

৬৩। এখন, কোনও বুদ্ধিমান্ ব্যক্তির পক্ষেই জোর করিয়া এপ্রকার বলা সঙ্গত হইবে না, যে এই বিষয়গুলি আমি যেমন বর্ণনা করিলাম, ঠিক

(১১৯) একটী আথীনীয় বিধির প্রতিধ্বনি। আথেন্সে যদি কেহ অনিচ্ছাপূর্ব্বক কাহাকেও হত্যা করিত, তবে হত্যাকারী যাবৎ হতব্যক্তির স্বগণের ক্রোধ উপশান্ত করিতে না পারিত, তাবৎ নির্ব্বাসন হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিবার অধিকার পাইত না।

(১২০) সত্য পৃষ্ঠে, আমরা যে-গহ্বরে বাস করিতেছি, তাহাতে নহে।

(১২১) পার্থিব স্থূল শরীর পরিহার করিয়া। কোন না কোনও সূক্ষ্ম শরীর নিশ্চয়ই থাকে।

সেইরূপ, কিন্তু যখন আত্মা অমর বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছে, তখন আমাদিগের আত্মা ও তাহার বাসভূমি যে এই প্রকার একটা কিছু, আমি বোধ করি তাহা সে সঙ্গত রূপেই মানিয়া লইবে, এবং এই বিশ্বাস পোষণ করণে যে-বিপদ্ আছে, তাহা আলিঙ্গন করাই শ্রেয়ঃ বোধ করিবে। কেন না, বিপদ্‌টী মহৎ, এবং এই প্রকার মন্ত্রেই তাহার সমুদায় সংশয় নিরাকরণ করা কর্ত্তব্য; এই জন্যই আমি এতক্ষণ দীর্ঘকাল ধরিয়া আখ্যায়িকাটী বিবৃত করিয়াছি। দৈহিক সুখ ও দেহের বেশভূষা অকিঞ্চিৎ-কর, ও তাহা কল্যাণ না করিয়া বরং অকল্যাণই সাধন করে, এই প্রকার বিবেচনা করিয়া যে-ব্যক্তি স্বীয় জীবনে তাহা ত্যাগ করিয়াছে, এই সকল কারণে তাহার নিজের আত্মা সম্বন্ধে আশান্বিত হওয়া উচিত; বিশেষতঃ যদি সে জ্ঞানলাভে যত্নশীল হইয়া থাকে; যদি সে আত্মাকে অন্য কোনও অলঙ্কারে নয়, কিন্তু তাহার স্বকীয় অলঙ্কার সংযম, ন্যায়, বীর্য্য, স্বাধীনতা ও সত্যে (১২২) অলঙ্কৃত করে; এবং এই রূপে যখনই তাহার নিয়তি তাহাকে আহ্বান করুক না কেন, যদি সে তখনই পরলোকে যাত্রা করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়া থাকে। তিনি বলিলেন, হে সিম্মিয়াস ও কেবীস, তোমরা ও অন্যান্য সকলে প্রত্যেকেই ভবিষ্যতে কোন না কোনও সময়ে যাত্রা করিবে। কিন্তু নাটকের নায়কের ভাষায় বলা যাইতে পারে, আমাকে আমার নিয়তি এই মুহূর্ত্তেই আহ্বান করিতেছে; আমার স্নানের সময় প্রায় উপস্থিত। আমার বোধ হয়, যে স্নান করিয়া তার পর বিষ পান করা ও পরিচারিকাদিগকে শব স্নান করাইবার ক্লেশ না দেওয়াই কর্ত্তব্য।

[চতুঃষষ্টিতম অধ্যায়—ক্রিটোনের সহিত কথোপকথন;—আত্মানাত্মবিবেক। "সোক্রাটীসকে সমাধি দিতে পারিবে না; তাঁহার দেহকে সমাধি দিবে।"]

৬৪। তিনি এই কথাগুলি কহিলে, ক্রিটোন বলিল, আচ্ছা, সোক্রাটীস, তাহাই হউক। কিন্তু তোমার এই বন্ধুদিগের প্রতি বা

(১২২) স্বাধীনতা ও সত্য = জ্ঞান (sophia), ধর্ম্মের লক্ষণ-চতুষ্টয়ের অন্যতম। প্রথম খণ্ড, ৪৬৭ পৃষ্ঠা। স্বাধীনতা = দেহ হইতে যে-মুক্তির অবস্থায় আত্মা সত্য ধারণ করিতে সমর্থ হয়।

ফাইডোন আমার প্রতি তোমার সন্তানদিগের সম্বন্ধে কিংবা অন্য কোনও বিষয়ে তুমি কি আদেশ করিতেছ? এমন কোনও আদেশ আছে কি, যাহা পালন করিতে পারিলে আমরা গভীর আনন্দ লাভ করিব?

তিনি উত্তর করিলেন, আমি সদাসর্ব্বদা যাহা বলিতেছি, তাহাই করিও; তাহা অপেক্ষা নূতন কিছুই নয়। তোমরা তোমাদিগের নিজের সম্বন্ধে যত্নশীল থাকিও, তাহা হইলে তোমরা যাহা কিছু করিবে, তাহাতেই তোমরা আমাকে, আমার সকলকে ও স্বয়ং আপনাদিগকে আনন্দ প্রদান করিবে; যদিচ তোমরা এক্ষণে এবিষয়ে কোনই অঙ্গীকার করিতেছ না। কিন্তু যদি তোমরা আপনাদিগকে অযত্ন কর, এবং আমরা অদ্যকার এই আলোচনায় ও পূর্ব্বে পূর্ব্বে যে-পথ নির্দ্দেশ করিয়াছি, সেই পথে জীবন যাপন করিতে না চাও, তবে তোমরা এক্ষণে যত আবেগভরে যত অধিক অঙ্গীকার কর না কেন, তাহাতে কিছুই ফলোদয় হইবে না।

ক্রিটোন বলিল, তুমি যাহা বলিলে, আমরা তবে তাহা পালন করিতে আগ্রহান্বিত থাকিব; কিন্তু আমরা কিপ্রকারে তোমাকে সমাধি দিব?

তিনি বলিলেন, তোমরা যেমন চাও, তেমনি দিও—যদি তোমরা আমাকে ধরিতে পার, এবং আমি তোমাদিগের হাত এড়াইয়া না যাই। তৎপরে তিনি শান্তভাবে হাসিয়া ও আমাদিগের দিকে তাকাইয়া কহিলেন, বন্ধুগণ, আমি ক্রিটোনকে বুঝাইতে পারিতেছি না, যে, প্রকৃত আমি সেই সোক্রাটীস, যে এক্ষণে তোমাদিগের সহিত কথা বলিতেছি, ও প্রত্যেকটী যুক্তি সুশৃঙ্খলরূপে বিন্যস্ত করিতেছি; কিন্তু সে ভাবিতেছে, যে সে অল্পকাল পরেই যাহা শবরূপে দেখিবে, আমি সেই দেহ, এবং এই জন্যই সে জিজ্ঞাসা করিতেছে, যে, সে আমাকে কিরূপে সমাধি দিবে। আমি যে এতক্ষণ ধরিয়া এতগুলি যুক্তি উপস্থিত করিলাম, যে, আমি যখন বিষপান করিব, তখন আমি আর তোমাদিগের নিকটে থাকিব না, কিন্তু আমি ইহলোক হইতে যাত্রা করিয়া শোকাতিগগণের যাবতীয় আনন্দের অধিকারী হইব; এবং আমি যে এই সকল যুক্তি দ্বারা যুগপৎ তোমাদিগকে ও আপনাকে

কাইডোন

আশ্বাস দিতে প্রয়াস পাইলাম, আমার বোধ হয়, যে তাহার পক্ষে এই যুক্তিগুলি বৃথাই বিবৃত হইল। তিনি বলিলেন, অতএব, ক্রিটোন যেমন বিচারকদিগের নিকটে আমার প্রতিভূ হইয়াছিল,(১২৩) তোমরা ক্রিটোনের নিকটে তাহা অপেক্ষা আমার অন্যরূপ প্রতিভূ হও। সে প্রতিভূ হইয়াছিল, যে আমি বিচারালয়ে উপস্থিত থাকিব; তোমরা প্রতিভূ হও, যে আমি যখন মরিব, তখন এখানে উপস্থিত থাকিব না, কিন্তু ইহলোক ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইব; তাহা হইলে ক্রিটোন সহজেই আমার শোক বহন করিতে পারিবে, এবং সে আমার দেহ দগ্ধ বা সমাহিত হইতে দেখিয়া এই ভাবিয়া ক্লিষ্ট হইবে না, যে আমি ভীষণ যাতনা ভোগ করিতেছি; অপিচ সে আমার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়াতে ইহাও বলিবে না, যে, সে সোক্রাটীসকে সাজাইতেছে, কিংবা শ্মশানে বহন করিয়া লইয়া যাইতেছে, বা সমাধি দিতেছে। তিনি বলিলেন, হে পুরুষোত্তম ক্রিটোন, তুমি বেশ জানিও, যে ভ্রমপূর্ণ কথা বলা যে শুধু নিজেই একটা দোষ, তাহা নহে, কিন্তু তাহা আত্মাতেও অকল্যাণ উৎপাদন করে। (১২৪) এখন, তোমার আশ্বস্ত হওয়া কর্ত্তব্য; তোমার বলা উচিত, যে তুমি আমার দেহকে সমাহিত করিবে; এবং তোমার যেমন ভাল বোধ হয় ও তুমি যাহা সর্ব্বাপেক্ষা সুসঙ্গত বলিয়া বিবেচনা কর, সেই রূপেই উহাকে সমাধি দিবে।

[পঞ্চষষ্টিতম অধ্যায়—সোক্রাটীসের বিষপানের আয়োজন; স্ত্রীপুত্রবন্ধুবর্গের সহিত শেষ আলাপ; সকলের নিকটে বিদায়গ্রহণ।]

৬৫। এই কথা বলিয়া তিনি উঠিলেন ও স্নান করিবার জন্য অন্য এক কক্ষে গমন করিলেন; ক্রিটোন তাঁহার অনুগমন করিল, ও

(১২৩) "সোক্রাটীসের আত্মসমর্থন," ২৮তম অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

(১২৪) বাক্যের সহিত চিন্তার সম্বন্ধ অতি ঘনিষ্ঠ। তুমি যদি সোক্রাটীসের শবকে সমাধি দিতে যাইয়া বল, সোক্রাটীসকে সমাধি দিতেছ, তবে ক্রমে ইহাই ভাবিতে অভ্যস্ত হইবে, যে মানুষ দেহ, তদতিরিক্ত কিছুই নহে। ভাষা শুদ্ধ না হইলে ভাবনা শুদ্ধ হয় না; এই জন্যই সোক্রাটীস অভ্রান্ত সামান্য বা সংজ্ঞায় এমন পক্ষপাতী ছিলেন।

ফাইডোন আমাদিগকে অপেক্ষা করিতে বলিল। সুতরাং আমরা সেইখানেই বসিয়া রহিলাম, এবং আপনাদিগের মধ্যে পূর্ব্বোক্ত যুক্তিগুলি সম্বন্ধে আলাপ ও আলোচনা করিতে লাগিলাম; তৎপরে আমাদের ভাগ্যে কি মহতী বিপদ্ সমুপস্থিত হইয়াছে, আমরা তাহারই বর্ণনায় প্রবৃত্ত হইলাম; আমরা সত্য সত্যই ভাবিলাম, যে আমরা পিতৃহীন হইয়া অবশিষ্ট জীবন অনাথের মত যাপন করিতে যাইতেছি। স্নান শেষ হইলে যখন তাঁহার সন্তানগণ তাঁহার নিকটে আনীত হইল—তাঁহার দুইটী পুত্র শিশু ছিল, ও একটী বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়াছিল (১২৫)—এবং তাঁহার পরিবারস্থ স্ত্রীলোকেরা আগমন করিল, তখন তিনি ক্রিটোনের সমক্ষে তাহাদিগের সহিত কথাবার্ত্তা বলিলেন, ও তাহাদিগকে যাহা যাহা আদেশ করিবার অভিপ্রায় ছিল, আদেশ করিলেন; তৎপরে তিনি নারী ও সন্তানদিগকে চলিয়া যাইতে বলিয়া স্বয়ং আমাদিগের নিকটে আসিলেন। তখন সূর্য্যাস্তের কাল নিকটবর্ত্তী হইয়াছে, কারণ, তিনি ভিতরে দীর্ঘকাল যাপন করিয়াছিলেন। স্নান করিয়া আসিয়া তিনি উপবেশন করিলেন, কিন্তু ইহার পরে আর অধিক কথাবার্ত্তা হইল না। তখনই একাদশ রাজপুরুষের ভৃত্য আসিল, ও তাঁহার নিকটে দণ্ডায়মান হইয়া বলিল, "সোক্রাটীস, আমি অন্যান্য লোকের যে-দোষ দেখিতে পাই, তোমাতে সে দোষ দেখিব না। রাজপুরুষদিগের আদেশে আমি যখন তাহাদিগকে বিষপান করিতে বলি, তখন তাহারা আমার প্রতি ক্রুদ্ধ হয় ও আমাকে অভিশাপ দেয়। কিন্তু আমি তোমার এই কারাবাস-কালে সর্ব্বদাই দেখিয়াছি, যে এখানে আজ পর্য্যন্ত যতলোক আসিয়াছে, তাহাদিগের মধ্যে তুমি সর্ব্বাপেক্ষা মহানুভব, মধুরপ্রকৃতি ও উত্তম; এবং আমি এক্ষণে বেশ জানি, যে তুমি আমার প্রতি ক্রুদ্ধ হইবে না, কিন্তু যাহারা তোমার এই দণ্ডভোগের কারণ, তাহাদিগের প্রতিই ক্রুদ্ধ হইবে,

(১২৫) প্রথম পুত্রের নাম লাম্প্রক্লীস; অপর দুইটীর নাম সোফ্রনিস্কস ও মেনেক্সেনস।

ফাইডোন

কেন না, কে কে ইহার কারণ, তাহা তুমি অবগত আছ। (১২৬) এখন, তুমি জান, যে আমি কি বলিতে আসিয়াছি; বিদায়; যাহা অবশ্যম্ভাবী, তাহা যত অনায়াসে ও অক্লেশে বহিতে পার, বহিতে চেষ্টা কর।" এই কথা বলিয়াই সে অশ্রুমোচন করিতে করিতে মুখ ফিরাইয়া চলিয়া গেল।

সোক্রাটীস তাহার দিকে তাকাইয়া কহিলেন, "তোমাকেও বিদায়; তুমি যাহা বলিলে, আমি তাহাই করিব।" তৎপরে তিনি আমাদিগের দিকে ফিরিয়া বলিলেন, লোকটী কি ভদ্র! আমি যত কাল এখানে আছি, সে সর্ব্বদা আমার নিকটে আসিয়াছে; কখন কখনও কথাবার্ত্তা বলিয়াছে, এবং অতি ভাল মানুষের মত ব্যবহার করিয়াছে; আর এখন সে কেমন মহাপ্রাণতার সহিত আমার জন্য অশ্রুপাত করিতেছে। এস, ক্রিটোন আমরা ইহার কথা মানিয়া চলি; যদি বিষ প্রস্তুত হইয়া থাকে, একজন লইয়া আসুক; যদি প্রস্তুত না হইয়া থাকে, পরিচারক তাহা প্রস্তুত করুক।

ক্রিটোন বলিল, কিন্তু, সোক্রাটীস, আমার তো বোধ হয়, যে সূর্য্য এখনও শৈলমালার উপরে অবস্থিত রহিয়াছে, এখনও অস্ত যায় নাই। তৎপরে, আমি জানি, যে অন্যান্য লোকে বিষপানের আদেশ পাইবার পরে বহুবিলম্বে উহা পান করে; তাহারা প্রচুর পরিমাণে আহার ও পান করে, এবং যাহাদিগের জন্য তাহারা আকুল, তাহাদিগের সঙ্গ সম্ভোগ করে। তবে ব্যস্ত হইও না, এখনও সময় আছে।

সোক্রাটীস বলিলেন, তুমি যাহাদিগের কথা বলিতেছ, তাহারা সঙ্গতরূপেই এই প্রকার আচরণ করে, কারণ, তাহারা ভাবে, যে এইরূপ করিলে তাহারা লাভবান্ হইবে। আমিও সঙ্গতরূপেই এই প্রকার করিব না; কেন না, আমি বিবেচনা করি, যে একটু পরে

(১২৬) লোকটী চিরকাল নানাপ্রকার দণ্ডপ্রাপ্ত অপরাধীর সংস্রবে আসিয়াছে; সে সোক্রাটীসের গুণে মুগ্ধ হইয়াছে, কিন্তু ভাবিতে পারিতেছে না, যে তিনি অপকারীর প্রতি ক্রুদ্ধ না হইয়া থাকিতে পারেন; কেন না, এরূপ ঔদার্য্য তাহার অভিজ্ঞতাতে কখনও দৃষ্ট হয় নাই।

ফাইডোন বিষপান করিলে আমার আর কিছুই লাভ হইবে না; আমি কেবল, যে-জীবনের অবসান হইয়াছে, তাহাতে আসক্ত হইয়া ও তাহাই বাঁচাইতে যাইয়া (১২৭) আপনার নিকটে উপহাসাস্পদ হইব। তিনি বলিলেন, অতএব, যাও, আমি যাহা বলি, তাহাই কর; তাহার অন্যথা করিও না।

[যট্‌ষষ্টিতম ও সপ্তষষ্টিতম অধ্যায়—সোক্রাটীসের বিষপান ; অন্তিমকালের দৃশ্য ।]

৬৬। এই কথা শুনিয়া ক্রিটোন, নিকটে তাহার যে দাস-বালক দণ্ডায়মান ছিল, তাহাকে ইঙ্গিত করিল; বালক বাহির হইয়া গেল, এবং অনেকক্ষণ বিলম্ব করিয়া, যে-ব্যক্তি বিষ প্রদান করিবে, তাহাকে লইয়া আসিল; লোকটী এক পাত্রে বিষ প্রস্তুত করিয়া আনিল। সোক্রাটীস ঐ ব্যক্তিকে দেখিয়া বলিলেন, "আচ্ছা, ভদ্র, তুমি তো এ সবই জান; আমাকে কি করিতে হইবে?"

সে উত্তর করিল, "আর কিছুই করিতে হইবে না, শুধু বিষপান করিয়া যতক্ষণ না পদদ্বয় ভারী বোধ হয়, ততক্ষণ পাদচারণা করিবে, তার পরে শুইয়া থাকিবে; তাহা হইলে বিষ নিজেই ক্রিয়া করিবে।" এই কথা বলিয়াই সে সোক্রাটীসের হাতে পাত্রটী দিল। হে এখেক্রাটীস, তিনি অত্যন্ত প্রসন্নচিত্তে পাত্রটী গ্রহণ করিলেন; তাঁহার দেহ কম্পিত হইল না, বর্ণ বা বদন বিকৃত হইল না; তিনি ঐ লোকটীর প্রতি চিরাভ্যস্ত তীক্ষ্ণ দৃষ্টি স্থাপিত করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কি বল; এই পানীয় কি কোনও দেবতাকে নিবেদন করিতে পারি? নিবেদন করিবার বিধি আছে, না নাই?" (১২৮) সে উত্তর করিল, "আমরা যতটুকু (বিষ) পান করা প্রয়োজনীয় মনে করি, কেবল ততটুকুই প্রস্তুত করিয়া

(১২৭) মূলে একটী প্রবাদ উদ্ধৃত হইয়াছে—"যে কলসী নিঃশেষ হইয়াছে, তাহারই বিষয়ে কার্পণ্য করিয়া।"

(১২৮) গ্রীকেরা সুরাপান করিবার পূর্ব্বে দেবগণকে কিঞ্চিৎ নিবেদন করিত; ইহা একটা সনাতন রীতি ছিল। প্রথম খণ্ড, ১১০ পৃষ্ঠা।

সোক্রাটীসের   ষপান

Harmsworth's Popular Science]

কাইডো

থাকি।" (১২৯) তিনি বলিলেন, "বুঝিলাম। কিন্তু আমি বোধ করি যে দেবতাদিগের নিকটে এই প্রার্থনা করিবার বিধি আছে, এবং প্রার্থনা করাও কর্ত্তব্য, যে ইহলোক হইতে পরলোকে যাত্রা যেন শুভ হয়; (১৩০) আমিও তাহাই প্রার্থনা করিতেছি; আমার যাত্রা শুভ হউক।" এই কথাগুলি বলিয়াই তিনি বিষপাত্র মুখের কাছে ধরিলেন, এবং একান্ত প্রসন্নভাবে ও প্রশান্তচিত্তে বিষটুকু নিঃশেষে পান করিলেন। তখন পর্য্যন্ত আমরা অনেকেই অশ্রুরোধ করিতে একপ্রকার সমর্থ ছিলাম; কিন্তু যখন আমরা দেখিলাম, যে তিনি বিষ পান করিলেন, ও উহা নিঃশেষ হইল, তখন আর আমরা পারিলাম না; তখন আমার সকল চেষ্টা ব্যর্থ করিয়া প্রবল বেগে অশ্রুধারা প্রবাহিত হইতে লাগিল; আমি মুখ আচ্ছাদন করিয়া নিজের জন্য বিলাপ করিতে আরম্ভ করিলাম; আমি তাঁহার জন্য বিলাপ না করিয়া আপনার দুর্ভাগ্যের জন্যই বিলাপ করিতে লাগিলাম; কেন না, আমি এমন বান্ধব হারাইলাম। ক্রিটোন তো আমার পূর্ব্বেই অশ্রুরোধ করিতে অক্ষম হইয়া বাহির হইয়া গিয়াছিল। আর আপল্লডোরস প্রথমাবধি এতক্ষণ একবারও অশ্রুপাত করিতে বিরত হয় নাই; সে এক্ষণে উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিতে লাগিল, এবং আর্ত্তনাদ করিয়া সোক্রাটীস ভিন্ন উপস্থিত আর সকলকেই ধৈর্য্যধারণে অক্ষম করিয়া তুলিল। সোক্রাটীস বলিলেন, "ও বিচিত্র পুরুষেরা, তোমরা কি করিতেছ? আমি তো স্ত্রীলোকদিগকে প্রধানতঃ এই জন্যই পাঠাইয়া দিলাম, যে তাহারা যেন এরূপ অসঙ্গত একটা কিছু না করে; কারণ, আমি শুনিয়াছি, যে নীরবতার মধ্যে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করাই কর্ত্তব্য। অতএব তোমরা

(১২৯) এই লোকটী বহু অপরাধীকে বিষ প্রদান করিয়া কঠোরহৃদয় হইয়া উঠিয়াছে; কারাধ্যক্ষ একাদশ রাজপুরুষের ভৃত্যের ন্যায় সে সোক্রাটীসের প্রভাবে পড়িয়া তাঁহার প্রতি অনুরক্ত হয় নাই; এই জন্যই তাহার উত্তরে অভদ্রতা না থাকিলেও কোমলতা নাই।

(১৩০) পুথাগরাস-সম্প্রদায়ের উপদেশ।

ফাইডোন

শান্ত হও, তোমরা সহিষ্ণু হও।" এই কথা শুনিয়া আমরা লজ্জিত হইলাম ও অশ্রুরোধ করিলাম। কিন্তু তিনি পাদচারণা করিতে লাগিলেন, এবং পরিশেষে বলিলেন, যে তাঁহার পদদ্বয় ভারী বোধ হইতেছে; তখন তিনি চিৎ হইয়া শয়ন করিলেন, কারণ লোকটী তাঁহাকে এইরূপই করিতে বলিয়াছিল। যে-ব্যক্তি তাঁহাকে বিষ দিয়াছিল, সে কিয়ৎকাল পরে পরেই তাঁহাকে স্পর্শ করিয়া তাঁহার পদতল ও পদদ্বয় পরীক্ষা করিতে লাগিল; তৎপরে সে পদতল জোরে চাপিয়া ধরিয়া জিজ্ঞাসা করিল, উহাতে অনুভূতি আছে কি না; তিনি বলিলেন, নাই; তার পর সে জঙ্ঘাতে ও ক্রমে উপর হইতে উপরের দিকে ঐরূপ করিয়া আমাদিগকে দেখাইল, যে তাঁহার দেহ শীতল ও অসাড় হইয়াছে। তিনি নিজেও দেহ স্পর্শ করিয়া বলিলেন, যে যখন উহা হৃদয় পর্যন্ত শীতল ও অসাড় হইবে, তখনই তিনি চলিয়া যাইবেন। তখন তাঁহার দেহ কটিদেশ পর্য্যন্ত শীতল হইয়াছিল; তাঁহার মুখ আচ্ছাদিত ছিল; তিনি মুখাবরণ উন্মোচন করিয়া বলিলেন,—যাহা বলিলেন, তাহাই তাঁহার শেষ কথা—তিনি বলিলেন, "ক্রিটোন, আস্ক্‌লীপিয়সের নিকটে আমার একটী কুক্কুট মানস আছে; কুক্কুটটী দিও; ইহাতে অবহেলা করিও না।" (১৩১) ক্রিটোন বলিল, "আচ্ছা, তুমি যাহা বলিলে, তাহাই করিব। দেখ, তোমার আর কিছু বলিবার আছে কি না।" তাঁহাকে যখন এই কথা জিজ্ঞাসা করা হইল, তখন তিনি কোনও উত্তর দিলেন না; কিয়ৎকাল পরেই তিনি নড়িয়া উঠিলেন; ঐ লোকটী তাঁহার

(১৩১) গ্রীকেরা পীড়িত হইলে আরোগ্য-কামনায় ভিষকদেব আস্ক্‌লীপিয়সের চরণে মানস করিত। গরিব লোকে রোগমুক্ত হইয়া কুক্কুট বলি দিত। (প্রথম খণ্ড, ১৯৯ পৃষ্ঠা।) সোক্রাটীসের মনোভাব এই, যে জীবন ব্যাধিস্বরূপ, এবং মৃত্যুই আরোগ্য লাভের উপায়। আজ তাঁহার আত্মা দেহত্যাগ করিয়া নিরাময় ও নির্ম্মল হইবে; অতএব আত্মার এই আরোগ্যলাভ উপলক্ষে তিনি বৈদ্যদেবকে কুক্কুট উৎসর্গ করিবেন। উক্তিটীতে প্রচলিত ধর্ম্মে তাঁহার আস্থাও পরিব্যক্ত হইতেছে।

আবরণ সরাইল, এবং তাঁহার চক্ষুদুটী নিশ্চল হইল। ইহা দেখিয়া　　ফাইডোন
ক্রিটোন তাঁহার মুখ বন্ধ ও নয়নদ্বয় নিমীলিত করিয়া দিল।

৬৭। হে এখেক্রাটীস, আমাদিগের সখার অন্তিমদশা এই প্রকার হইয়াছিল। আমরা বলিতে পারি, যে আমরা যতলোকের সহিত পরিচিত হইয়াছি, তন্মধ্যে এই মহাপুরুষ সর্ব্বতোভাবে জ্ঞানী, সর্ব্বাপেক্ষা ন্যায়বান্ ও সর্ব্বাপেক্ষা উত্তম ছিলেন।

সোক্রাটীস

তৃতীয় ভাগ

সোক্রাটীসের উপদেশ

জেনফোন-প্রণীত “সোক্রাটীসের জীবনস্মৃতি” (Apomnē-moneumata Sōkratous) ও “পানপর্ব্ব” (Symposion) হইতে সঙ্কলিত।

সোক্রাটীসের উপদেশ

প্রথম অধ্যায়

জ্ঞানচর্চ্চা

প্রথম প্রকরণ

শিক্ষাব্রতের আদর্শ

সফিষ্ট আন্টিফোনের সহিত কথোপকথন

(Memorabilia, Book I. Chapter 6)।

সফিষ্ট আন্টিফোনের সহিত সোক্রাটীসের যে-সকল কথোপকথন হইয়াছিল, তাঁহার প্রতি সুবিচার করিতে হইলে সেগুলি বর্জ্জন করা উচিত হইবে না। একদা আন্টিফোন সোক্রাটীসের সহচরগণকে তাঁহার নিকট হইতে হরণ করিবার উদ্দেশ্যে তাঁহার নিকটে আসিয়া উহাদিগের সমক্ষেই বলিলেন,—"সোক্রাটীস, আমি ভাবিয়াছিলাম, যে যাহারা তত্ত্বজ্ঞানের চর্চ্চা করে, তাহারা অপরের অপেক্ষা সুখী হইবে; তুমি কিন্তু, আমার বোধ হয়, তাহার বিপরীত ফলই লাভ করিয়াছ। কেন না, তুমি এমন জীবনই যাপন করিতেছ, যে কোন দাসও তাহার প্রভুর আশ্রয়ে সে প্রকার জীবন যাপন করিতে সম্মত হইবে না। তুমি অতি নিকৃষ্ট খাদ্য আহার ও অতি নিকৃষ্ট পানীয় পান করিয়া থাক; তুমি যে-বস্ত্র পরিধান কর, তাহা যে শুধু অপকৃষ্ট, তাহাই নয়, কিন্তু তাহা শীতে ও গ্রীষ্মে এক; তুমি বিনা পাদুকায় ও বিনা অঙ্গরক্ষায় সারা বৎসর কাটাইতেছ। তুমি অর্থ গ্রহণ কর না—যে অর্থ পাইলে লোকে আহ্লাদিত হয়, এবং যাহা অর্থস্বামীকে সুখে ও স্বচ্ছন্দে বাস করিতে সমর্থ করে। অন্যান্য ব্যবসায়ের শিক্ষকগণ যেমন শিষ্যদিগকে আপনাদিগের অনুকরণ করিতে শিক্ষা দেন, তেমনি তুমি যদি স্বীয়

সহচরদিগকে তোমার অনুকরণ করিতে শিক্ষা দেও, তবে তুমি আপনাকে দুঃখের শিক্ষক বলিয়াই জ্ঞান করিও।”

সোক্রাটীস এই কথাগুলির উত্তরে বলিলেন,—“আন্টিফোন, আমার বোধ হয়, তুমি ধরিয়া লইয়াছ, যে আমি এতই দুঃখময় জীবন যাপন করিতেছি, যে আমি নিশ্চয় বলিতে পারি, তুমি বরং মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিবে, তথাপি আমার মত জীবন ধারণ করিবে না। এস, আমরা পরীক্ষা করিয়া দেখি, তুমি আমার জীবনে কি কষ্টকর বলিয়া অনুভব করিতেছ। যাহারা অর্থ গ্রহণ করে, তাহারা যে-কার্য্যের জন্য বেতন পাইয়াছে, তাহা সম্পাদন করিতে বাধ্য; কিন্তু আমি অর্থ গ্রহণ করি না, সুতরাং যাহার সহিত আলাপ করিতে চাহি না, তাহার সহিত আলাপ করিতেও বাধ্য নই;—এই জন্য কি? না তুমি এই ভাবিয়া আমার জীবনযাপনের ধারাকে অবজ্ঞা করিতেছ, যে আমি তোমার অপেক্ষা কম স্বাস্থ্যপ্রদ ও বলকর খাদ্য আহার করি? অথবা আমার আহার্য্য দুর্লভ ও মহার্ঘ, অতএব তোমার আহার্য্য অপেক্ষা সংগ্রহ করা কঠিন? না তুমি তোমার জন্য যে-খাদ্য আহরণ কর, তাহা তোমার পক্ষে যেমন স্বাদু, আমি আমার জন্য যে-খাদ্য আহরণ করি, তাহা আমার পক্ষে তেমন স্বাদু নহে? তুমি কি জান না, যে, যে-ব্যক্তি পরম প্রীতির সহিত ভোজন করে, তাহার পক্ষে ব্যঞ্জন অতি অল্পই আবশ্যক; এবং যে পরম প্রীতির সহিত পান করে, সে, তাহার যে-পানীয় আছে, তদ্ব্যতীত অন্য কোনও পানীয়ই চাহে না? তুমি জান, যে যাহারা বস্ত্র পরিবর্ত্তন করে, তাহার শীত ও তাপের জন্য বস্ত্র পরিবর্ত্তন করে; এবং যাহারা পাদুকা পরে, তাহারা পদদ্বয়ের ক্লেশ-নিবন্ধন যাহাতে চলিতে অশক্ত না হয়, এই জন্যই পাদুকা পরে; কিন্তু তুমি কি কখনও দেখিয়াছ, যে আমি শীতের জন্য অন্যের অপেক্ষা অধিক গৃহে আবদ্ধ রহিয়াছি? কিংবা উত্তাপের জন্য ছায়া লইয়া অপরের সহিত লড়াই করিয়াছি? অথবা পদদ্বয়ের যন্ত্রণাবশতঃ, যেখানে যাইতে চাহিয়াছি, তথায় হাঁটিয়া যাইতে পারি নাই? তুমি কি জান না, যে, যাহারা স্বভাবতঃ দুর্ব্বল, তাহারা শারীরিক ব্যায়াম দ্বারা যে যে অঙ্গের পরিচালনা করে, যাহারা উহা

পরিচালনা করে না, সেই সেই অঙ্গে তাহাদিগের অপেক্ষা সবলতর হইয়া উঠে, এবং তাহারা সহজে ব্যায়ামের শ্রম সহিতে পারে? তুমি কি মনে কর না, যে আমি, দেহের পক্ষে যাহাই ঘটুক না কেন, সর্ব্বদা তাহা সহ্য করিবার জন্য ব্যায়াম দ্বারা দেহকে সুপটু করিয়া তুলিয়াছি, এবং এজন্য, তুমি যে মোটেই ব্যায়াম কর না, তোমার অপেক্ষা সকলই অনায়াসে সহ্য করিতে পারিতেছি? আমি যাহাতে উদর বা নিদ্রা কিংবা অপর ইন্দ্রিয়-সুখের দাস না হই, তদুদ্দেশ্যে তুমি আর কোন্ সফলতর উপায় কল্পনা করিতে পার?—আমার ঐ সমুদায় অপেক্ষা মধুরতর এমন কতকগুলি বস্তু আছে, যাহা কেবল সম্ভোগের মুহূর্ত্তেই আনন্দ দান করে না, কিন্তু নিয়তই ইষ্ট সাধন করিবে বলিয়া আশায় প্রাণকে পূর্ণ রাখে; (তুমি ইহা অপেক্ষা কোনও সফলতর উপায় দেখাইয়া দিতে পার কি?) তুমি ইহাও জান, যাহারা ভাবে, যে তাহারা কোন বিষয়েই কৃতকার্য্য হইল না, তাহারা নিরানন্দ থাকে; কিন্তু যাহারা মনে করে, যে তাহারা তাহাদিগের কৃষিকার্য্যে বা নাবিকের কর্ম্মে, কিংবা তাহারা অন্য যে-কোনও ব্যবসায় অবলম্বন করিয়াছে, তাহাতেই সুফল প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহারা স্বীয় কৃতকার্য্যতায় আনন্দে পরিপূর্ণ হয়। কিন্তু তুমি কি মনে কর, তুমি নিজে দিন দিন উন্নতি লাভ করিতেছ, এবং উত্তমতর বন্ধু প্রাপ্ত হইতেছ,—এই চিন্তায় যে-সুখ আছে, ঐ সকল কর্ম্ম হইতে তেমন সুখ পাওয়া যায়? আমি তো এই প্রকার চিন্তাতেই কাল যাপন করিতেছি।

"কিন্তু যদি বন্ধুদিগের বা স্বদেশের হিত সাধন করিবার প্রয়োজন উপস্থিত হয়, তবে কাহার হিতসাধনে তৎপর হইবার অধিকতর অবসর ঘটিবে?—যে আমার ন্যায় জীবন যাপন করে, তাহার? না তুমি যাহাকে সুখ বলিয়া বিবেচনা কর, যে সেই সুখ সম্ভোগে রত থাকে, তাহার? উভয়ের মধ্যে কে অবলীলাক্রমে যুদ্ধক্ষেত্রে অগ্রসর হইবে?—যে-ব্যক্তি মহার্ঘ আহার্য্য ভিন্ন প্রাণ ধারণ করিতে পারে না, সে? না যে-ব্যক্তি যাহা পায়, তাহাতেই তৃপ্তি বোধ করে, সে? পুরী অবরুদ্ধ হইলে উভয়ের মধ্যে কে সহজে পরাজয় স্বীকার করিবে?—যে-ব্যক্তির এমন খাদ্য না হইলে চলে না, যাহা সংগ্রহ করা একান্ত কঠিন, সে? না যাহা অক্লেশে

সংগৃহীত হইতে পারে, যে তাহা পাইয়াই সন্তুষ্ট থাকে, সেই ? ওহে আন্টিফোন, তুমি যেন এইরূপ ভাব বলিয়া বোধ হয়, যে বিলাসে ও ব্যয়-বাহুল্যেই সুখ নিহিত রহিয়াছে; কিন্তু আমি মনে করি, যে মানুষের যখন কোন বস্তুরই প্রয়োজন থাকে না, তখনই সে দেবতুল্য হয়; যাহার অভাব অত্যল্প, সে দেবতার নিকটতম। দেবপ্রকৃতি পূর্ণ, যে দেবপ্রকৃতির নিকটতম, সে পূর্ণতার নিকটতম।"

আর একদিন আন্টিফোন সোক্রাটীসের সহিত আলাপ করিতে করিতে কহিলেন, "সোক্রাটীস, আমি তোমাকে ন্যায়পরায়ণ বলিয়া বিশ্বাস করি, কিন্তু জ্ঞানী বলিয়া মোটেই বিশ্বাস করি না। আমার তো বোধ হয়, যে তুমি নিজেও তাহা জান; কেন না, তোমার সাহচর্য্যের জন্য তুমি কাহারও নিকট হইতে অর্থ গ্রহণ কর না। অথচ তুমি যদি তোমার বস্ত্র বা বাসবাটী কিংবা অপর কোনও সম্পত্তি মূল্যবান্ জ্ঞান করিতে, তবে তাহা অপরকে বিনা মূল্যে তো দিতেই না, বরং তাহার উচিত মূল্য হইতে এক কপর্দ্দকও কম গ্রহণ করিতে না। স্পষ্টই দেখা যাইতেছে, যে তুমি যদি মনে করিতে, যে তোমার সাহচর্য্যের কোনও মূল্য আছে, তবে তুমি ইহার উচিত মূল্য অপেক্ষা কম অর্থ চাহিতে না। অতএব, তুমি ন্যায়পরায়ণ হইতে পার, যেহেতু, তুমি অর্থ-লোভে কাহাকেও প্রবঞ্চনা কর না; কিন্তু তুমি জ্ঞানী হইতেই পার না, কেন না, (তুমি নিজেই স্বীকার করিতেছ, যে) তুমি যাহা জান, তাহার কোনই মূল্য নাই।" সোক্রাটীস ইহার উত্তরে বলিলেন, "আমাদিগের মধ্যে এই একটা মত প্রচলিত আছে, যে দৈহিক সৌন্দর্য্য ও জ্ঞান, উভয়ই, যেমন মহদ্ভাবে, তেমনি হীনভাবে ব্যবহৃত হইতে পারে; কারণ, যদি কেহ অর্থ পাইয়া, যে চাহে, তাহাকেই দৈহিক সৌন্দর্য্য বিক্রয় করে, তবে লোকে তাহাকে পুংশ্চল কহে; কিন্তু যদি কেহ এক ব্যক্তিকে সুন্দর ও সচ্চরিত্র ও প্রেমিক বলিয়া জানিয়া তাহার সহিত সখ্য স্থাপন করে, তবে সে বুদ্ধিমান্ বলিয়া পরিগণিত হয়। সেইরূপ, যাহারা অর্থ-বিনিময়ে, যে-কেহ চাহে, তাহাকেই জ্ঞান বিক্রয় করে, লোকে তাহাদিগকে সফিষ্ট অর্থাৎ একজাতীয় পুংশ্চল কহে; কিন্তু যদি কেহ, যাহাকে সে উপযুক্ত জ্ঞান করে, তাঁহাকে, সে

যাহা কিছু কল্যাণকর বলিয়া অবগত আছে, তাহা শিক্ষা দিয়া আপনার বন্ধু করিয়া লয়, তবে আমাদিগের বিবেচনায় সুন্দর ও মহৎ পুরবাসীর পক্ষে যাহা শোভন, সেই ব্যক্তি তাহাই সম্পাদন করে। আন্টিফোন, এই জন্যই অন্য লোকে যেমন উৎকৃষ্ট ঘোটক, বা কুকুর কিংবা পক্ষীতে আনন্দ পায়, আমি নিজে তেমনি উত্তম বন্ধু হইতে তদপেক্ষাও অধিক আনন্দ পাই। অপিচ, আমার যদি হিতকর কিছু জানা থাকে, তবে তাহাদিগকে তাহা শিক্ষা দিই; এবং অন্য যে-সকল উপায়ে আমি মনে করি, তাহারা ধর্ম্মে কিঞ্চিৎ উন্নতি লাভ করিবে, তৎসম্বন্ধেও তাহাদিগকে সুপরামর্শ প্রদান করি। তৎপরে, প্রাচীন কালের জ্ঞানী পুরুষদিগের সঞ্চিত ধন—যাহা তাঁহারা পুস্তকে লিখিয়া রাখিয়া গিয়াছেন—আমি বন্ধুদিগের সহিত একত্র অনুশীলন ও অধ্যয়ন করিয়া থাকি; যদি আমরা তাহাতে উৎকৃষ্ট কিছু দেখিতে পাই, তবে তাহা বাছিয়া রাখি; এবং (এইরূপে) আমরা পরস্পরের প্রিয় হইতে পারিলে, তাহা পরম লাভ বলিয়া গণনা করি।" (জেনফোন লিখিয়াছেন,) আমি এই কথাগুলি শুনিয়াছিলাম; আমার বোধ হইল, যে সোক্রাটীস নিজেও সুখী, এবং যাহারা তাঁহার উপদেশ শ্রবণ করে, তাহাদিগকেও সুন্দর ও মহতের পথে লইয়া যাইতেছেন।

পুনশ্চ, একদিন আন্টিফোন তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি রাষ্ট্রকর্ম্মের বোধ হয় কিছুই জান না; যদিই বা জান, তুমি যখন নিজে রাষ্ট্রের সেবা কর না, তখন কি করিয়া তুমি মনে কর, যে অপরকে রাষ্ট্রীয় কার্য্যের উপযোগী শিক্ষাদান করিবে?" সোক্রাটীস তদুত্তরে কহিলেন, "আন্টিফোন, আমি কোন্ উপায়ে রাষ্ট্রের অধিকতর সেবা করিতে পারিব?—আমি যদি একাকী রাষ্ট্রীয় কর্ম্মে রত থাকি, তাহা হইলে? না যাহাতে সর্ব্বাপেক্ষা অধিকসংখ্যক লোক রাষ্ট্র-পরিচর্য্যার উপযুক্ত হইতে পারে, তৎপক্ষে যদি যত্নবান্ হই, তাহাতে?"

দ্বিতীয় প্রকরণ

ভাল ও সুন্দর

আরিষ্টিপ্পসের সহিত কথোপকথন

(Book III. Chapter 8)

সোক্রাটীস পূর্ব্বে একদিন আরিষ্টিপ্পসকে ভ্রান্ত বলিয়া প্রমাণ করিয়াছিলেন; সে একদা সোক্রাটীসের ভ্রম প্রদর্শন করিতে চেষ্টা করিল; তিনি তখন সহচরগণের উপকার করিবার অভিপ্রায়ে তাহার জিজ্ঞাসার উত্তর দিলেন; যাহারা সর্ব্বদা সতর্ক থাকে, যে তাহারা যাহা বলে, তাহা যেন দুই অর্থে গৃহীত না হয়, তাহাদিগের ন্যায় নয়, কিন্তু যাহাদিগের নিশ্চিত বিশ্বাস আছে, যে তাহারা যাহা বলিতেছে, তাহাই সত্য, তাহাদিগের ন্যায় উত্তর দিলেন। সে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, যে তিনি ভাল কিছু জানেন কি না; তাহার মৎলবটা এই ছিল, যে যদি তিনি খাদ্য, পানীয়, অর্থ, স্বাস্থ্য, বল, কিংবা বীর্য্য—এই প্রকার একটা কিছুর নাম করেন, তবে সে প্রমাণ করিবে, যে এগুলি কখন কখনও মন্দ হইয়াও দাঁড়ায়। কিন্তু সোক্রাটীস জানিতেন, যে যদি কোনও পদার্থ আমাদিগকে ক্লেশ দেয়, তবে আমরা তাহার বিরামের উপায় অন্বেষণ করি; এজন্য যে-প্রকার উত্তর উৎকৃষ্ট, তিনি সেই প্রকার উত্তর দিলেন। তিনি বলিলেন, "তুমি কি আমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছ, যে আমি জ্বরের পক্ষে ভাল একটা কিছু জানি কি না?" সে বলিল, "না, তা' আমি জিজ্ঞাসা করি নাই।" "চক্ষুর পক্ষে?" "না, তাহাও নয়।" "ক্ষুধার পক্ষে?" "না, ক্ষুধার পক্ষেও নয়।" তিনি তখন বলিলেন, "যদি তুমি আমাকে জিজ্ঞাসা কর, যে আমি ভাল এমন একটা কিছু জানি কি না, যাহা কোন অবস্থার পক্ষেই ভাল নহে, তবে আমি তাহা জানি না, এবং জানিবার ইচ্ছাও করি না।"

পুনশ্চ আরিষ্টিপ্পস একদা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল, যে তিনি সুন্দর কিছু জানেন কি না। তিনি উত্তর করিলেন, "হাঁ, অনেক।"

"সেগুলি সকলই কি পরস্পরের সদৃশ ?"

"কতকগুলি বরং যতদূর সম্ভব বিসদৃশ।"

"সে কি রকম ? সুন্দর কি সুন্দরের বিসদৃশ হইতে পারে ?"

"হাঁ, নিশ্চয় ; কেন না, যে-ব্যক্তি মল্লযুদ্ধের পক্ষে সুন্দর, সে, যে-পুরুষ ধাবনের পক্ষে সুন্দর, তাহার বিসদৃশ। পরন্তু, একটা ঢাল আত্মরক্ষার পক্ষে সুন্দর, কিন্তু উহা শেলের বিসদৃশ ; শেল আবার সবলে ও সবেগে নিঃক্ষেপের পক্ষে সুন্দর।"

আরিষ্টিপ্পস বলিল, "আমি যখন তোমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, তুমি ভাল কিছু জান কি না, তখন যেমন উত্তর দিয়াছিলে, এখনও সেই প্রকার উত্তর দিতেছ।"

সোক্রাটীস বলিলেন, "কেন, তুমি কি মনে কর, যে ভাল এক বস্তু, এবং সুন্দর অন্য বস্তু ? তুমি কি জান না, যে সমুদায় পদার্থই, একবিধ লক্ষ্য সম্পর্কে ভাল ও সুন্দর ? প্রথমতঃ ধর ধর্ম্ম (aretē) ; ধর্ম্ম যে কতকগুলি বস্তু সম্পর্কে ভাল, এবং অপর কতকগুলি বস্তু সম্পর্কে সুন্দর, তাহা নয় ; তৎপরে মানুষও সেই প্রকার একই লক্ষ্য সম্পর্কে ভাল ও সুন্দর বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে। মানবের দেহও একই লক্ষ্য সম্পর্কে ভাল ও সুন্দর বলিয়া প্রতীয়মান হয় ; এইরূপ মানুষ অন্যান্য যে-সকল সামগ্রী ব্যবহার করে, সে সমস্তই যে-লক্ষ্যের জন্য অভিপ্রেত, সেই লক্ষ্য সম্পর্কে সুন্দর বলিয়া গণ্য।"

"তবে গোবরের ঝুড়িও একটা সুন্দর জিনিস ?"

"জেয়ুসের দিব্য, নিশ্চয় ; এবং একটা সোণার ঢালও কুৎসিত হইতে পারে, যদি উদ্দিষ্ট কার্য্য সাধনের পক্ষে প্রথমটা সুচারুরূপে, এবং দ্বিতীয়টা বিশ্রীভাবে নির্ম্মিত হয়।"

আরিষ্টিপ্পস বলিল, "তাহা হইলে, তুমি কি বলিতেছ, যে একই পদার্থ সুন্দর ও কুৎসিত, দুই-ই হইতে পারে ?"

সোক্রাটীস বলিলেন, "হাঁ, নিশ্চয় ; আমি আরও বলিতেছি, যে একই বস্তু ভাল ও মন্দ, দুই-ই হইতে পারে ; কেন না, অনেক সময়ে, যাহা ক্ষুধার পক্ষে ভাল, তাহা জ্বরের পক্ষে মন্দ ; আবার যাহা জ্বরের

পক্ষে ভাল, তাহা ক্ষুধার পক্ষে মন্দ; এবং অনেক সময়ে যাহা ধাবনের পক্ষে সুন্দর, তাহা মল্লযুদ্ধের পক্ষে কুৎসিত; আবার যাহা মল্লযুদ্ধের পক্ষে সুন্দর, তাহা ধাবনের পক্ষে কুৎসিত। সমুদায় পদার্থই স্বীয় লক্ষ্য সাধনের উপযোগী হইলেই ভাল ও সুন্দর, এবং অনুপযোগী হইলেই মন্দ ও কুৎসিত।"

পুনরায় সোক্রাটীস যখন বলিলেন, যে, যে-সকল গৃহ সুন্দর, সেই সকল গৃহই প্রয়োজন সাধনের উপযোগী, তখন আমার বোধ হইল, গৃহ কিরূপে নির্ম্মিত হওয়া উচিত, তিনি তদ্বিষয়ে উপদেশ দিতেছেন। তিনি বিষয়টীর নিম্নোক্তরূপ বিচার করিলেন। "যে-ব্যক্তি আদর্শস্থানীয় গৃহ চাহে, তাহার কি উহা এমন ভাবে নির্ম্মাণ করা কর্ত্তব্য নহে, যে গৃহখানি একান্ত আরামদায়ক এবং বাসের পক্ষে সাতিশয় উপযোগী হইতে পারে?" শ্রোতৃবর্গ ইহা স্বীকার করিলে তিনি বলিলেন, "গৃহ যদি গ্রীষ্মকালে শীতল এবং শীতকালে উষ্ণ হয়, তবেই না উহা আরামদায়ক?" যখন সকলেই একথায় সায় দিল, তখন তিনি বলিলেন, "যে-সকল গৃহ দক্ষিণমুখী, তাহাতে কি সূর্য্য শীতকালে স্তম্ভখচিত বারান্দাগুলি রৌদ্রে আলোকিত করে না, এবং গ্রীষ্মকালে আমাদিগের মস্তক ও ছাদের উপর দিয়া চলিয়া যাইয়া আমাদিগকে ছায়া জোগায় না? গৃহ এই প্রকার (শীতকালে রৌদ্র-তপ্ত এবং গ্রীষ্মকালে ছায়াশীতল) হইলেই যদি উত্তম হয়, তবে গৃহের দক্ষিণাংশ কি উচ্চতর স্থানে নির্ম্মাণ করা কর্ত্তব্য নহে, যাহাতে শীতকালে সূর্য্যকিরণ বাধা না পায়? এবং উহার উত্তরাংশ কি নিম্নতর স্থানে নির্ম্মাণ করা কর্ত্তব্য নহে, যাহাতে শীতল বায়ু তদুপরি বেগে প্রবাহিত হইতে না পারে? আমরা সংক্ষেপে বলিতে পারি, সেই গৃহই সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দর ও আরামদায়ক, যাহাতে গৃহস্বামী সকল ঋতুতেই আরামে আশ্রয় পায়, এবং আপনার ধন একান্ত নিরাপদে রক্ষা করিতে পারে। চিত্র ও সজ্জার উপকরণ আমাদিগকে যত আনন্দ প্রদান করে, তদপেক্ষা অধিক আনন্দ হরণ করে।" তিনি বলিলেন, "মন্দির ও বেদি এমন স্থানে নির্ম্মাণ করা উচিত, যথায় উহা দূর হইতে সহজেই দৃষ্টি আকর্ষণ করে, এবং যাহা দুরধিগম্য বলিয়া পথিকগণের পদধূলিতে নিয়ত মলিন হইয়া না যায়।

লোকে মন্দির ও বেদি দেখিয়াই প্রার্থনা করিবে, এবং শুদ্ধ থাকিয়া উহার সন্নিহিত হইবে, ইহাই অতীব মধুর।”

তৃতীয় প্রকরণ

কর্ম্মদক্ষতা—জ্যামিতি—জ্যোতিষ ইত্যাদি

(Book IV. Chapter 7)

সোক্রাটীস যে সরলভাবে সহচরগণের নিকটে নিজের মত ব্যক্ত করিতেন, আমি বোধ করি এতক্ষণ যাহা উক্ত হইল, তাহা হইতেই তাহা সুস্পষ্ট প্রতিপন্ন হইয়াছে। যে-সকল কর্ম্মে তাহারা লিপ্ত আছে, যাহাতে তাহারা তাহাতে সম্যক্ দক্ষ হইতে পারে, তৎপক্ষে তিনি কিরূপ যত্নশীল ছিলেন, আমি এক্ষণে তাহাই বর্ণনা করিব। আমি যত লোককে জানি, তাহাদিগের সকলের মধ্যে তিনি, স্বীয় সহচরগণের কাহার কোন্ বিষয়ে প্রকৃত জ্ঞান আছে, তাহা অবধারণ করিতে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রয়াস পাইতেন। সুন্দর ও মহৎ মানুষের পক্ষে যাহা যাহা অবগত হওয়া কর্ত্তব্য, তন্মধ্যে তিনি স্বয়ং যাহা কিছু জানিতেন, উৎসাহসহকারে সে সমস্তই তাহাদিগকে শিক্ষা দিতেন; এবং যে-বিষয়ে তিনি নিজে অভিজ্ঞ ছিলেন না, তাহা শিক্ষা করিবার জন্য তিনি তাহাদিগকে বিজ্ঞব্যক্তিগণের নিকটে লইয়া যাইতেন।

যথার্থ শিক্ষিত ব্যক্তির প্রত্যেক বিদ্যা কতদূর আয়ত্ত করা কর্ত্তব্য, তাহাও তিনি শিক্ষা দিতেন। যেমন তিনি বলিতেন, যে, একজনের জ্যামিতি ততদূর শিক্ষা করাই কর্ত্তব্য, যতদূর শিক্ষা করিলে সে, আবশ্যক হইলে, ভূমি ঠিক মত মাপিয়া, উহা দান বা গ্রহণ কিংবা বিভাগ করিতে পারিবে, অথবা একটা খাঁটি জিনিস উৎপাদন করিতে পারগ হইবে; অপিচ, ইহা শিক্ষা করা এত সহজ, যে, যে-ব্যক্তি পরিমিতিতে মনোনিবেশ করে, সে পৃথিবী কত বড়, তাহা জানিতে পারে, এবং সঙ্গে সঙ্গে কিরূপে উহার পরিমাপ সম্পন্ন হইয়াছে, তাহাও হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হয়। কিন্তু তিনি দুর্ব্বোধ্য চিত্রের সাহায্যে জ্যামিতি শিক্ষা করিবার অনুমোদন

করিতেন না ; কেন না, তিনি বলিতেন, যে তিনি উহার কোনও সার্থকতা দেখিতে পাইতেছেন না ; (যদিচ তিনি নিজে চিত্রাঙ্কনে অনিপুণ ছিলেন না ;) তিনি বলিতেন, যে ওগুলি মানুষের সারাজীবন কাটাইবার এবং অন্য অনেক হিতকরী বিদ্যা উপার্জ্জনে বাধা প্রদান করিবার পক্ষেই যথেষ্ট।

তিনি সহচরদিগকে জ্যোতিষে পারদর্শী হইতেও উপদেশ দিতেন ; কিন্তু শুধু ততদূর, যতদূর শিক্ষা করিলে তাহারা জলে স্থলে ভ্রমণ করিতে, এবং প্রহরীর কর্ম্ম করণের উদ্দেশ্যে রাত্রির যাম, মাসের পর্য্যায় ও বৎসরের ঋতুগুলি অবগত হইতে সমর্থ হইবে ; যাহারা পূর্ব্বোক্ত বিভাগগুলি সম্যক্ অবগত হইয়াছে, তাহাদিগের রাত্রিতে, মাসে ও সংবৎসরে যাহা যাহা ঘটে, তাহা নিরূপণের জন্য সুস্পষ্ট নিদর্শন ব্যবহারে সুদক্ষ হওয়া কর্ত্তব্য। নৈশ শিকারী, কর্ণধার এবং অপর অনেক লোক—যাহারা যত্নপূর্ব্বক এই সকল বিষয়ের জ্ঞান অর্জ্জন করে—ইহাদিগের নিকট হইতে ঐ সমুদায় অনায়াসেই শিক্ষা করা যাইতে পারে। তিনি এই পর্য্যন্ত জ্যোতিষ শিক্ষার অনুমোদন করিতেন ; কিন্তু, যে-সকল জ্যোতিষ্ক নভোমণ্ডলের সহিত একই কক্ষে ভ্রমণ করে না, সেই সকল জ্যোতিষ্ক, গ্রহগণ, ও অস্থির তারারাজি চিনিতে সুক্ষম হওয়া ; এবং পৃথিবী হইতে তাহাদিগের দূরত্ব, তাহাদিগের আবর্ত্তনের কাল, এবং এই সমস্তের কারণ অনুসন্ধানে পরিশ্রান্ত হইয়া পড়া—এগুলি তিনি অত্যন্ত অপছন্দ করিতেন। কেন না, তিনি বলিতেন, যে তিনি উহাতে কোনও সার্থকতা দেখিতে পাইতেছেন না ; (যদিচ তিনি নিজে ঐ সকল বিষয়ে অজ্ঞ ছিলেন না ;) তিনি বলিতেন, যে এগুলি মানুষের সারাজীবন কাটাইবার এবং অন্য অনেক হিতকরী বিদ্যা উপার্জ্জনে বাধা প্রদান করিবার পক্ষেই যথেষ্ট।

ঈশ্বর আকাশের প্রত্যেক ব্যাপার কোন্ কৌশলে নিয়ন্ত্রিত করিতেছেন, এই প্রকার আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়া সাধারণতঃ কেহ জ্যোতিষ্কমণ্ডলী সম্বন্ধে পারগামী হইতে চাহিলে তিনি তাহাকে প্রতি-নিবৃত্ত করিতেন ; কেন না, তিনি মনে করিতেন, যে মানুষের এ সমুদায় আবিষ্কার করিবার সাধ্য নাই ; এবং তিনি ইহাও বিশ্বাস করিতেন না,

যে দেবগণ যাহা প্রকট করিতে ইচ্ছা করেন না, তৎসম্বন্ধে অনুসন্ধিৎসু হইয়া কেহ তাঁহাদিগের সন্তোষ বিধান করিতে পারে। তিনি আরও বলিতেন, যে যেমন আনাক্ষাগরাস দেবগণের লীলাকৌশল ব্যাখ্যা করিতে পারিয়াছেন বলিয়া অত্যন্ত গর্ব্বিত হইয়া বুদ্ধিভ্রষ্ট হইয়াছিলেন, তেমনি যে-ব্যক্তি ঐ প্রকার অনুসন্ধানে ব্যস্ত থাকে, তাহারও বুদ্ধিভ্রষ্ট হইবার আশঙ্কা আছে। (কারণ, আনাক্ষাগরাস যখন বলিলেন, যে অগ্নি ও সূর্য্য একই পদার্থ, তখন তিনি ভুলিয়া গেলেন, যে লোকে অক্লেশেই অগ্নিকে নিরীক্ষণ করিতে পারে, কিন্তু সূর্য্যের দিকে তাকাইয়া থাকিতে পারে না ; পুনশ্চ, লোকে অধিকক্ষণ রৌদ্রে তাপিত হইলে তাহাদিগের বর্ণ মলিনতর হয়, কিন্তু অগ্নিতে তাপিত হইলে তাহা হয় না। তিনি ইহাও ভাবিয়া দেখিলেন না, যে পৃথিবীজাত উদ্ভিজ্জসমূহের মধ্যে কিছুই সূর্য্যকিরণ ব্যতীত উত্তমরূপে পরিপুষ্ট হইতে পারে না ; পক্ষান্তরে অগ্নিতে উত্তপ্ত হইলে সকলই বিনষ্ট হয়। আবার যখন তিনি বলিলেন, যে সূর্য্য এক জ্বলন্ত প্রস্তর, তখনও তিনি বুঝিলেন না, যে প্রস্তর অগ্নিতে থাকিয়া প্রদীপ্ত হয় না, এবং দীর্ঘকাল বর্ত্তমানও থাকে না ; কিন্তু সূর্য্য চিরকাল সর্ব্বাপেক্ষা উজ্জ্বলরূপে প্রদীপ্ত হইয়া অবস্থান করিতেছে।)

তৎপরে, তিনি তাঁহার সহচরদিগকে গণন শিক্ষা করিতে বলিতেন ; কিন্তু অন্যান্য বিষয়ের ন্যায় এ বিষয়েও তিনি তাহাদিগকে এই উপদেশ দিতেন, যে তাহারা যেন বৃথাশ্রম হইতে নিরস্ত থাকে ; গণন যতদূর উপকারী, ততদূর তিনি নিজেই গবেষণা করিতেন, এবং সহচরগণকে সতীর্থ করিয়া গণনে নিবিষ্ট থাকিতেন।

তিনি সহচরগণকে পুনঃ পুনঃ স্বাস্থ্য সম্বন্ধে যত্নশীল হইতে প্ররোচিত করিতেন ; তিনি বলিতেন, যে তাহারা প্রত্যেকেই যেন অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণের নিকট হইতে যথাসাধ্য শিক্ষা করিয়া, এবং আপনাদিগকে আজীবন পর্য্যবেক্ষণপূর্ব্বক অবধারণ করে, কোন্ খাদ্য বা কোন্ পানীয়, বা কোন্ ব্যায়াম তাহাদিগের পক্ষে হিতকর , এবং ঐ সকল বিষয়ে কি প্রকার আচরণ করিলে তাহারা উৎকৃষ্ট স্বাস্থ্য সম্ভোগ করিতে পারিবে ; কেন না, তিনি বলিতেন, যে, যে-ব্যক্তি আপনাকে এইরূপ পর্য্যবেক্ষণ

করিতেছে, তাহার পক্ষে এমন চিকিৎসক পাওয়া দুরূহ, যে তাহাকে স্বাস্থ্যরক্ষা সম্বন্ধে তাহার নিজের অপেক্ষা অধিকতর উপাদেয় পরামর্শ দিতে সমর্থ হইবে।

কিন্তু যদি কেহ মানবীয় জ্ঞানের অতীত সহায় আকাঙ্ক্ষা করিত, তবে তিনি তাহাকে দৈববাণীর শরণ লইতে পরামর্শ দিতেন; কেন না, তিনি বলিতেন, যে দেবগণ কোন্ কোন্ উপায়ে মানবীয় ব্যাপার সম্বন্ধে ইঙ্গিত প্রেরণ করেন, তাহা যে-ব্যক্তি অবগত আছে, সে কখনও দেবতাদিগের পরামর্শলাভে বিফলমনোরথ হইবে না।

চতুর্থ প্রকরণ

পুণ্য, ন্যায়, জ্ঞান, বীর্য্য, শ্রেয়ঃ, সৌন্দর্য্য ইত্যাদি

এয়ুথুডীমসের সহিত কথোপকথন

(Book IV. Chapter 6)

সোক্রাটীস কিরূপে সহচরদিগকে তর্কে অধিকতর সুনিপুণ করিতে প্রয়াস পাইতেন, আমি এক্ষণে তাহাই বর্ণনা করিব। কেন না, তিনি বিশ্বাস করিতেন, যে যাহারা প্রত্যেক পদার্থের স্বরূপ অবগত হইয়াছে, তাহারা অপরকেও তাহা বুঝাইয়া দিতে সমর্থ হয়; কিন্তু যাহারা তাহা অবগত হয় নাই, তাহারা যে নিজেরাও ভ্রমে পতিত হইবে, এবং অপরকেও ভ্রমে ফেলিবে, (তিনি বলিতেন) তাহা কিছুই আশ্চর্য্য নহে। এজন্য, তিনি সহচরগণের সহিত পদার্থের স্বরূপ আলোচনা করিতে বিরত হইতেন না। তিনি যে-সকল পদার্থের সংজ্ঞা প্রদান করিয়াছেন, বিস্তারিতরূপে তাহার আলোচনা করা এক দীর্ঘকালসাপেক্ষ ব্যাপার; কিন্তু তিনি কোন্ প্রণালীতে বিষয়গুলি পরীক্ষা করিতেন, তাহা দেখাইবার জন্য আমার বিবেচনায় যতগুলি আবশ্যক, আমি ততগুলি দৃষ্টান্ত উপস্থিত করিতেছি।

পুণ্য।

প্রথমতঃ, তিনি পুণ্য সম্বন্ধে কতকটা এই রূপে বিচার করিতেন। তিনি বলিলেন, "এয়ুথুডীমস, আমায় বল তো, তুমি পুণ্যকে কিপ্রকার বস্তু বলিয়া বিবেচনা কর ?"

সে বলিল, "জেয়ুসের দিব্য, মহত্তম বলিয়া বিবেচনা করি।"

"তবে, তুমি কি বলিতে পার, কি রকম মানুষ পুণ্যবান্ ?"

"আমার মনে হয়, যে-ব্যক্তি দেবগণকে ভক্তি করে।"

"যাহার যেমন ইচ্ছা, সে কি সেই রূপে দেবগণকে ভক্তি করিতে পারে ?"

"না, এ বিষয়ে কতকগুলি নিয়ম আছে ; তদনুসারে তাঁহাদিগকে ভক্তি প্রদর্শন করিতে হয়।"

"তাহা হইলে, যে-ব্যক্তি ঐই নিয়মগুলি অবগত আছে, সে জানে, কিরূপে দেবগণের প্রতি ভক্তি প্রদর্শন করা কর্ত্তব্য ?

"হাঁ, আমার তাহাই মনে হয়।"

"সুতরাং, যে-ব্যক্তি জানে, কিরূপে দেবগণের প্রতি ভক্তি প্রদর্শন করা কর্ত্তব্য, সে যে-প্রকার জানে, তদ্ভিন্ন অন্য প্রকারে ভক্তি প্রদর্শন করা কর্ত্তব্য বিবেচনা করিবে না ?"

"না, করিবে না।"

"কিন্তু কেহ কি, সে যে-প্রকারে ভক্তি প্রদর্শন করা কর্ত্তব্য বিবেচনা করে, তদ্ভিন্ন অন্য প্রকারে দেবগণের প্রতি ভক্তি প্রদর্শন করে ?"

"আমার বোধ হয় না।"

"অতএব, যে-ব্যক্তি জানে, দেবগণের সম্বন্ধে কি কি নিয়ম সঙ্গত, সে নিয়মানুসারেই তাঁহাদিগের প্রতি ভক্তি প্রদর্শন করিবে ?"

"নিশ্চয়ই।"

"তবে, যে-ব্যক্তি নিয়মানুসারে দেবগণের প্রতি ভক্তি প্রদর্শন করে, সে কি যে-প্রকারে করা কর্ত্তব্য, সেই প্রকারেই উহা করে না ?"

"তা' নয় তো কি ?"

"যে-প্রকারে করা কর্ত্তব্য, যে-ব্যক্তি সেই প্রকারে ভক্তি প্রদর্শন করে, সেই ব্যক্তিই তবে পুণ্যবান্?"

"নিশ্চয়ই।"

"তাহা হইলে, যে-ব্যক্তি জানে, দেবগণের সম্বন্ধে কি কি নিয়ম সঙ্গত, সেই আমাদিগের দ্বারা পুণ্যবান্ বলিয়া সংজ্ঞিত হইতে পারে?"

"হাঁ, আমার তাহাই বোধ হইতেছে।"

ন্যায়।

সোক্রাটীস বলিলেন, "কিন্তু কেহ কি মানুষের সহিত যেরূপ ইচ্ছা, সেইরূপ ব্যবহার করিতে পারে?"

এয়ুথুডীমস কহিল, "না, কিন্তু যে-ব্যক্তি জানে, মানুষের সম্বন্ধে কি নিয়ম সঙ্গত, এবং কিরূপে পরস্পরের সহিত কোন রকম নিয়ম-সঙ্গত ব্যবহার করিতে হয়, সে নিয়মানুগত।"

"তবে, যাহারা পরস্পরের সহিত নিয়মসঙ্গত ব্যবহার করে, তাহারা, পরস্পরের সহিত যে-প্রকার ব্যবহার করা কর্ত্তব্য, তাহাই করে?"

"তা, নয় তো কি?"

"তাহা হইলে, যাহারা, যে-প্রকার ব্যবহার করা কর্ত্তব্য, সেই প্রকার ব্যবহার করে, তাহারা উত্তম ব্যবহার করে?"

"নিশ্চয়ই।"

"সুতরাং যাহারা মানুষের সহিত উত্তম ব্যবহার করে, তাহারা মানবীয় ব্যাপারগুলিতে উত্তম ব্যবহার করে?"

"হাঁ, তাহাই সম্ভব।"

"তবে, যাহারা নিয়ম মানিয়া চলে, তাহারা ন্যায়াচরণ করে?"

"নিশ্চয়ই।"

"তুমি কি জান, কোন্ প্রকার কার্য্য ন্যায়সঙ্গত বলিয়া অভিহিত হয়?"

"নিয়ম-(বা বিধি)-সমূহ যাহা আদেশ করে।"

"তবে, যাহারা, নিয়ম যাহা আদেশ করে, তাহাই করে, তাহারা যাহা ন্যায়সঙ্গত ও তাহাদিগের কর্ত্তব্য, তাহাই করে?"

"তা' নয় তো কি ?"

"সুতরাং যাহারা ন্যায়সঙ্গত কার্য্য করে, তাহারা ন্যায়বান্ ?"

"আমি তাহাই মনে করি।"

"তুমি কি মনে কর, যে যাহারা নিয়ম মানিয়া চলে, তাহারা, নিয়ম কি আদেশ করে, তাহা না জানিলে, নিয়ম পালন করিত ?"

"না, আমি তাহা মনে করি না।"

"তুমি কি মনে কর, যে যাহারা জানে, তাহাদিগের কি করা কর্ত্তব্য, তাহারা ভাবে, যে তাহা করা কর্ত্তব্য নহে ?"

"না, আমি তাহা মনে করি না।"

"তুমি কি এমন কাহাদিগকেও জানে, যাহারা, যাহা কর্ত্তব্য বলিয়া বিবেচনা করে, তাহা না করিয়া অন্য প্রকার কার্য্য করে ?"

"না, আমি জানি না।"

"অতএব যাহারা জানে, মানুষ সম্বন্ধে কি কি নিয়ম সঙ্গত, তাহারা ন্যায়সঙ্গত কার্য্য করে ?"

"অবশ্য।"

"যাহারা ন্যায়সঙ্গত কার্য্য করে, তাহারাই ন্যায়বান ?"

"তাহারা ছাড়া আর কাহারা ন্যায়বান্ ?"

"সুতরাং, যাহারা জানে, মানুষ সম্বন্ধে কি কি নিয়ম সঙ্গত, তাহারা যদি ন্যায়বান্ বলিয়া সংজ্ঞিত হয়, তবে আমরা তাহাদিগকে ঠিক সংজ্ঞাই প্রদান করিব ?"

"আমার তো তাহাই বোধ হয়।"

জ্ঞান।

সোক্রাটীস বলিলেন, "আমরা কাহাকে জ্ঞান বলিয়া নির্দ্দেশ করিব ? আমাকে বল, যাহারা জ্ঞানী, তাহারা যাহা অবগত আছে, তদ্বিষয়ে জ্ঞানী, না যাহা তাহারা অবগত নহে, তদ্বিষয়ে জ্ঞানী ?"

এয়ুথুডীমস বলিল, "ইহা তো সুস্পষ্ট, যাহা তাহারা অবগত আছে, তদ্বিষয়ে; কেন না, যাহা সে অবগত নহে, তদ্বিষয়ে কেহ কি করিয়া জ্ঞানী হইতে পারে?"

"তবে যাহারা জ্ঞানী, তাহারা অবগতি আছে বলিয়াই জ্ঞানী?"

"যদি অবগতি আছে বলিয়া মানুষ জ্ঞানী না হয়, তবে আর কিরূপে সে জ্ঞানী হইবে?"

"তাহা হইলে, তুমি কি মনে কর, যে মানুষ যাহার দ্বারা জ্ঞানী, জ্ঞান তদপেক্ষা ভিন্ন একটা কিছু?"

"না, আমি মনে করি না।"

"তবে অবগতি (বা বিদ্যা, epistēmē)ই জ্ঞান (sophia)?"

"আমার তাহাই বোধ হয়।"

"কিন্তু তোমার কি মনে হয়, যে মানুষ যাবতীয় পদার্থ অবগত হইতে সমর্থ?"

"না, না, জেয়ুসের দিব্য, আমার তো বোধ হয় অত্যল্প অংশও নহে।"

"তাহা হইলে, মানুষ যাবতীয় পদার্থ সম্বন্ধে জ্ঞানী হইতে সমর্থ নয়?"

"না, জেয়ুসের দিব্য, কখনই নয়।"

"সুতরাং প্রত্যেক ব্যক্তিই, যাহা সে অবগত আছে, কেবল সেই বিষয়েই জ্ঞানী?"

"আমার সেই রূপই মনে হয়।"

শ্রেয়ঃ।

সোক্রাটীস বলিলেন, "এয়ুথুডীমস, আমরা কি শ্রেয়ঃ সম্বন্ধেও এই রূপে অন্বেষণ করিব?"

"কিরূপে?"

"তোমার কি মনে হয়, একই বস্তু সকলের পক্ষেই উপকারী?"

"না, আমার মনে হয় না।"

"তার পর? যাহা একজনের পক্ষে উপকারী, তাহা কি তোমার নিকটে সময়ে সময়ে অন্য জনের পক্ষে অপকারী বলিয়া বোধ হয় না?"

"হাঁ, খুব।"

"তুমি কি বলিতে চাও, যে শ্রেয়ঃ উপকারী ভিন্ন একটা কিছু?"

"না, আমি চাই না।"

"তবে, যাহা উপকারী,—যাহার পক্ষেই উপকারী হউক না কেন,—তাহাই শ্রেয়ঃ?"

"হাঁ, আমার তাহাই বোধ হয়।"

সৌন্দর্য্য।

(সোক্রাটীস পুনশ্চ বলিলেন,) "যদি সুন্দর বলিয়া কিছু থাকে, তবে আমরা কিরূপে সুন্দরের সংজ্ঞা নির্দ্দেশ করিব? দেহ, বা ভৃঙ্গার, বা এই রূপ অন্য যাহা কিছু হউক না কেন, তাহা তুমি যে-উদ্দেশ্যে অভিপ্রেত বলিয়া জান, সেই উদ্দেশ্যের পক্ষে সুন্দর হইলেই তুমি বলিবে, যে উহা সুন্দর, (এই রূপে আমরা সংজ্ঞা নির্দ্দেশ করিব, নয় কি?")

এয়ুথুডীমস কহিল, "জেয়ুসের দিব্য, আমি মনে করি না, যে আর কোন রূপে সুন্দরের সংজ্ঞা নির্দ্দেশ করা যায়।"

"তবে, প্রত্যেক বস্তু যে-উদ্দেশ্য সাধনের উপযোগী, তাহা সেই উদ্দেশ্যে ব্যবহার করাই সুন্দর?"

"নিশ্চয়ই।"

"প্রত্যেক বস্তু যে-উদ্দেশ্যে সুন্দর রূপে ব্যবহৃত হইতে পারে, তদ্ভিন্ন অন্য উদ্দেশ্যে কি উহা সুন্দর হইতে পারে?"

না, অন্য এক উদ্দেশ্যে উহা সুন্দর হইতে পারে না।"

"অতএব যাহা প্রয়োজন সাধনের উপযোগী—যে-প্রয়োজন সাধনেরই উপযোগী হউক না কেন—তাহাই সুন্দর?"

"হাঁ, আমার তাহাই বোধ হয়।"

বীর্য্য।

সোক্রাটীস বলি ন, "এয়ুথুডীমস, তুমি কি বীর্য্যকে মহৎ পদার্থের মধ্যে গণ্য কর?"

সে বলিল, "আমি তো ইহাকে মহত্তম বলিয়া গণ্য করি।"

"তুমি তবে বীর্য্যকে তুচ্ছতম কর্ম্মের উপযোগী বিবেচনা কর না?"

"না, না, জেয়ুসের দিব্য, বরং সর্ব্বাপেক্ষা গুরুতর কর্ম্মের উপযোগী বিবেচনা করি।"

"তোমার কি বোধ হয়, যে ভয়ানক ও বিপদ্‌সঙ্কুল ব্যাপারে, তৎসম্বন্ধে অজ্ঞ থাকাই বাঞ্ছনীয়?"

"মোটেই নয়।"

"তবে, যাহারা ভয়ানক ও বিপদ্‌সঙ্কুল ব্যাপারের স্বরূপ সম্বন্ধে অজ্ঞ বলিয়া উহাকে ভয় করে না, তাহারা বীর্য্যবান্ নহে?"

"কখনই নয়; কারণ, তাহা হইলে অনেক উন্মাদ ও কাপুরুষও বীর্য্যবান্ হইত।"

"যাহা ভয়ানক নহে, তাহাকে যাহারা ভয় করে, তাহাদিগের সম্বন্ধে (তুমি কি বল)?"

"জেয়ুসের দিব্য, তাহাদিগকে আরও কম বীর্য্যবান্ বলিতে হইবে।"

"তাহা হইলে, তুমি ভয়ানক ও বিপদ্‌সঙ্কুল ব্যাপার সম্পর্কে যাহারা উত্তম, তাহাদিগকে বীর্য্যবান্, ও যাহারা অধম, তাহাদিগকে কাপুরুষ জ্ঞান কর?"

"নিশ্চয়ই।"

"ভয়ানক ও বিপদ্‌সঙ্কুল ব্যাপারে যাহারা সুন্দর ব্যবহার করিতে সুক্ষম, তাহাদিগকে ছাড়া তুমি কি আর কাহাকেও তৎসম্পর্কে উত্তম বিবেচনা কর?"

"না, শুধু তাহাদিগকেই (উত্তম বিবেচনা করি)।"

"তবে, যাহারা ঐ অবস্থায় অধম ব্যবহার করিতে পারে, তাহাদিগকেই তুমি অধম (বিবেচনা কর)?"

"তাহাদিগকে ছাড়া আর কাহাদিগকে?"

"অপিচ, তাহারা প্রত্যেকেই কি যেরূপ কর্ত্তব্য বিবেচনা করে, সেই রূপ ব্যবহার করে না?"

"তা' নয় তো কি?"

"তাহা হইলে, যাহারা সুন্দর ব্যবহার করিতে সমর্থ নহে, তাহারা কি জানে, কিরূপ ব্যবহার করা কর্ত্তব্য ?"

"কথনই নয়।"

"সুতরাং, যাহারা জানে, কিরূপ ব্যবহার করা কর্ত্তব্য, তাহারাই সেই রূপ ব্যবহার করিতে সমর্থ ?"

"হাঁ, কেবল তাহারাই।"

"তার পর ? যাহারা ঐ অবস্থায় একেবারে অভিভূত হয় না, তবে তাহারাই কি অধম ব্যবহার করে ?"

"আমি তাহা মনে করি না।"

"তাহা হইলে, যাহারা অভিভূত হয়, তাহারাই অধম ব্যবহার করে ?"

"সেই রূপই বোধ হয়।"

"অতএব, যাহারা ভয়ানক ও বিপদ্‌সঙ্কুল অবস্থায় সুন্দর ব্যবহার করিতে জানে, তাহারাই বীর্য্যবান্, এবং যাহারা তদবস্থায় অভিভূত হয়, তাহারাই কাপুরুষ ?"

"আমার তো তাহাই বোধ হয়।"

সোক্রাটীস রাজতন্ত্র (basileia) ও একনায়কত্ব (tyrannis), উভয়কেই শাসনপ্রণালী (archē) বলিয়া মানিতেন ; কিন্তু মনে করিতেন, যে একটী অপরটী হইতে বিভিন্ন ; কেন না, তিনি ভাবিতেন, যে প্রকৃতিপুঞ্জের ইচ্ছা ও রাষ্ট্রের নিয়ম অনুযায়ী যে শাসনপ্রণালী, তাহাই রাজতন্ত্র ; পক্ষান্তরে, যে-শাসনপ্রণালী প্রকৃতিপুঞ্জের ইচ্ছা ও রাষ্ট্রের নিয়ম অনুযায়ী নহে, কিন্তু যাহা শাসনকর্ত্তার নিজের ইচ্ছানুসারে পরিচালিত, তাহাই একনায়কত্ব। যাহারা নিয়মের (বা বিধির) অভিপ্রায় পূর্ণ করিতেছে, তাহাদিগের মধ্য হইতে যথায় শাসকদল নির্ব্বাচিত হয়, তিনি মনে করিতেন, তথাকার শাসনপ্রণালী গণমুখ্যতন্ত্র (aristokratia) ; যথায় শাসকদল সম্পত্তিশালী ব্যক্তিদিগের মধ্য হইতে নির্ব্বাচিত হয়, তথাকার শাসনপ্রণালী ধনতন্ত্র (ploutokratia) ; যথায় শাসকদল

সর্ব্বসাধারণের মধ্য হইতে নির্ব্বাচিত হয়, তথাকার শাসনপ্রণালী গণতন্ত্র (বা সাধারণতন্ত্র) (dēmokratia)।

যদি কেহ পরিষ্কার কিছু বলিবার না থাকিলেও কোনও ব্যক্তি সম্বন্ধে তাঁহার কথার প্রতিবাদ করিত, এবং বিনা প্রমাণেই বলিতে থাকিত, যে সে যাঁহার কথা বলিতেছে, তিনি জ্ঞানে, বা রাষ্ট্রপরিচালনে বা বীর্য্যে কিংবা এই জাতীয় কোনও গুণে শ্রেষ্ঠ, তাহা হইলে তিনি সমগ্র আলোচনাটীকে কতকটা এই রূপে মূল প্রতিপাদ্য বিষয়ে পুনরায় লইয়া আসিতেন। "তুমি কি বলিতেছ, যে তুমি যাহার প্রশংসা করিতেছ, সে, আমি যাহার প্রশংসা করিতেছি, তাহার অপেক্ষা উত্তমতর পুরবাসী ?"

"হাঁ, আমি বলিতেছি।"

"তবে, আমরা প্রথমেই পরীক্ষা করিয়া দেখি না কেন, উত্তম পুরবাসীর কর্ত্তব্য কি ?"

"আচ্ছা, চল, তাহাই করি।"

"যে-ব্যক্তি পুরীর ধন বৃদ্ধি করিয়া তাহাকে অধিকতর শ্রীসম্পন্ন করে, সেই কি পুরীর ধন-রক্ষণাবেক্ষণে শ্রেষ্ঠ নহে ?"

"নিশ্চয়ই।"

"আর, যে পুরীকে প্রতিপক্ষের উপরে বিজয়ী করিতে পারে, সেই কি যুদ্ধে শ্রেষ্ঠ নহে ?"

"তা' নয় তো কি ?"

"এবং যে প্রতিপক্ষকে শত্রুর পরিবর্ত্তে মিত্র করিতে পারে, সেই কি দৌত্যকর্ম্মে শ্রেষ্ঠ নহে ?"

"নিঃসন্দেহ।"

"অপিচ, যে জনগণের দলাদলির বিরাম সাধন ও তাহাদিগকে ঐকমত্যে আনয়ন করিতে পারে, সেই কি জনসভায় বক্তৃতায় শ্রেষ্ঠ নহে ?"

"আমার তাহাই মনে হয়।"

যখন এইরূপে আলোচনাটী মূল প্রতিপাদ্য বিষয়ে পুনরায় আনীত হইত, তখন প্রতিবাদকারীদিগের নিকটে সত্যটী উজ্জ্বল হইয়া উঠিত।

সোক্রাটীস যখনই নিজে কোনও বিষয়ের বিচারে প্রবৃত্ত হইতেন, তখনই তিনি, যে-সকল তত্ত্ব অধিকাংশ লোক স্বীকার করে, তাহা হইতে বিচার আরম্ভ করিতেন; তিনি মনে করিতেন, ইহাই বিচারের অটল ভিত্তি। এই জন্য, আমি যত লোককে জানি, তাহাদিগের মধ্যে তিনি যখনই আলাপ করিতেন, তখনই শ্রোতৃবর্গকে তাঁহার সহিত ঐকমত্যে আনয়ন করিতে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক কৃতকার্য্য হইতেন। তিনি বলিতেন, যে হোমার অডুস্সেয়ুসকে "অব্যর্থ বক্তা" বলিয়া আখ্যাত করিয়াছেন (Od. VIII. 171); কেন না, মানবসমাজে যে-সকল তত্ত্ব সর্ব্ববাদি-সম্মত, তিনি তদুপরি যুক্তিপরম্পরা প্রতিষ্ঠিত করিতে পারদর্শী ছিলেন।

দ্বিতীয় অধ্যায়

আত্মোৎকর্ষ-সাধন

প্রথম প্রকরণ

সুখদুঃখ—ইন্দ্রিয়দমন—ধর্ম্মাধর্ম্ম

আরিষ্টিপ্পসের সহিত কথোপকথন

(Book II. Chapter 1)

আমার বোধ হইত, যে সোক্রাটীস নিম্নবর্ণিত উপদেশ দ্বারা সহচরদিগকে পান, ভোজন ও ইন্দ্রিয়তৃপ্তি, এবং শীত, গ্রীষ্ম ও শ্রম বিষয়ে সংযম ও সহিষ্ণুতা শিক্ষা দিতেন। কিন্তু একজন সহচরকে এই সকল বিষয়ে অসংযত জানিয়া তিনি বলিলেন—"আরিষ্টিপ্পস, আমাকে বল দেখি, তোমাকে যদি দুই জন যুবক গ্রহণ করিয়া এমন ভাবে শিক্ষা দিতে হয়, যে একজন শাসনকার্য্যের উপযুক্ত হইবে, এবং অপর যুবক কখনও শাসন করিতে চাহিবে না, তবে তুমি প্রত্যেককে কি প্রকারে শিক্ষাদান করিবে? তুমি কি চাও, যে আমরা আদি উপাদানস্বরূপ খাদ্য হইতে আরম্ভ করিয়া বিষয়টী পর্য্যালোচনা করিব?" আরিষ্টিপ্পস কহিল, "হাঁ, খাদ্য আমার নিকটে আদি বলিয়াই বোধ হয়; কেন না, খাদ্য গ্রহণ না করিলে কেহই বাঁচিয়া থাকিত না।" সোক্রাটীস জিজ্ঞাসা করিলেন, "তাহা হইলে, নির্দ্দিষ্ট সময় উপস্থিত হইলে আহার গ্রহণ করিবার আকাঙ্ক্ষা উভয়ের নিকটেই সঙ্গত বলিয়া প্রতীয়মান হইবে?"

"হাঁ, সঙ্গত বলিয়া প্রতীয়মান হইবে।"

"তবে আমরা এই উভয়ের মধ্যে কাহাকে এই অভ্যাস করিতে শিক্ষা দিব, যে উদরতর্পণ অপেক্ষা গুরুতর কর্ত্তব্য সম্পাদনকেই শ্রেয়ঃ বলিয়া বরণ করিতে হইবে?"

"নিশ্চয়ই তাহাকে, যে রাষ্ট্রশাসনের জন্ম শিক্ষা পাইতেছে—যাহাতে তাহার শাসনকালে রাষ্ট্রীয় কর্ম্মগুলি অসম্পন্ন না থাকে।"

"এবং যখন তাহারা পান করিতে ইচ্ছা করে, তখন তাহাকেই আমরা তৃষ্ণা সহ্য করিবার বিধি দিব ?"

"অবশ্য।"

"নিদ্রা সম্বন্ধে সংযমী হওয়া, যথা বিলম্বে শয্যায় গমন, প্রত্যূষে গাত্রোত্থান এবং আবশ্যক হইলে রাত্রি জাগরণ—উভয়ের মধ্যে কাহার প্রতি আমরা এই অনুশাসন প্রয়োগ করিব ?"

"ইহাও ঐ ব্যক্তির প্রতি।"

"তার পর ? কামের তাড়নায় যাহাতে কর্ত্তব্য সম্পাদনের ব্যাঘাত না ঘটে, তদুদ্দেশ্যে কাহাকে আমরা কামদমন করিতে উপদেশ দিব ?"

"ইহাও ঐ ব্যক্তিকে।"

"তার পর, শ্রম হইতে বিমুখ না হওয়া, এবং প্রফুল্লচিত্তে শ্রমে নিযুক্ত থাকা—কাহাকে আমরা এই প্রকার বিধি দিব ?"

"যে রাষ্ট্রশাসনের শিক্ষা পাইতেছে, তাহাকেই।"

"তার পর ? প্রতিদ্বন্দ্বীদিগকে পরাজিত করিবার উপযোগী যদি কোনও বিদ্যা থাকে, তাহা অর্জ্জন করা কাহার পক্ষে অধিকতর বাঞ্ছনীয় হইবে ?"

"যে রাষ্ট্রশাসনের শিক্ষা পাইতেছে, তাহার পক্ষেই নিশ্চয় খুব বেশী ; কেন না, এই সকল বিদ্যা ভিন্ন তাহার অন্য সকল গুণই নিরর্থক হইবে।"

"তবে তোমার বোধ হইতেছে, যে, যে-ব্যক্তি এই প্রকার শিক্ষা পাইয়াছে, সে প্রতিপক্ষ দ্বারা অন্য জন্তু অপেক্ষা অল্পই ধৃত হইবে ? কারণ, সকলেই জানে, ইতর প্রাণীদিগের মধ্যে কতকগুলি উদরতৃপ্তির লোভে ধৃত হয় ; ইহাদিগের মধ্যে অনেকে ভীরুস্বভাব হইলেও, আহারের আকাঙ্ক্ষা দ্বারা শিকারীর লোভনীয় খাদ্য সমীপে আকৃষ্ট হইয়া আবদ্ধ হইয়া থাকে ; আবার কতকগুলি পানীয়ের প্রলোভনে ফাঁদে পড়ে।"

"হাঁ, ঠিক কথা।"

"আবার তিতির ও ভারুই পাখীর মত কতকগুলি ইতর প্রাণী কি কামের বশীভূত হইয়া ধৃত হয় না? ইহারা কি স্বজাতীয়ার কণ্ঠস্বর শুনিয়া কাম চরিতার্থ করিবার আকাঙ্ক্ষা ও আশায় অভিভূত হইয়া বিপদের ভাবনা একেবারে ভুলিয়া গিয়া বাগুড়ায় পতিত হয় না?"

আরিষ্টিপ্পস এ কথাতেও সায় দিল।

"তবে কি তোমার বোধ হয় না, যে একান্ত অবোধ পশুর ন্যায় এই প্রকার দুর্গতি ভোগ করা মানুষের পক্ষে লজ্জাজনক? একটা দৃষ্টান্ত দিই; দেশের আইন ব্যভিচারীর প্রতি যে-দণ্ডদানের ভীতি প্রদর্শন করিতেছে, ব্যভিচারীকে তাহা ভোগ করিতে হইবে; তাহাকে লোকে পর্য্যবেক্ষণ করিতেছে; এবং সে ধরা পড়িলে লাঞ্ছিত হইবে—এই সমুদায় জানিয়াও ব্যভিচারী পুরুষেরা অন্দর মহলে প্রবেশ করে। যদিও ব্যভিচারীর মস্তকের উপরে এত বিপদ্ ও এত অপমান প্রতীক্ষা করিতেছে, এবং কাম চরিতার্থ করিবার বাসনা হইতে অব্যাহতি পাইবার এত উপায় বর্ত্তমান রহিয়াছে; তথাপি সে যে এইরূপ বিপদ্‌রাশিতে নিক্ষিপ্ত হয়, ইহাতে কি অতঃপর মনে হয় না, যে এই ব্যক্তি সম্পূর্ণভাবে এক অপদেবতা দ্বারা পরিচালিত হইতেছে?"

"হাঁ, আমার তাহাই মনে হয়।"

"আবার মানুষকে অধিকাংশ অত্যাবশ্যক কর্ম্ম—যেমন যুদ্ধ, কৃষিকার্য্য ও অন্যান্য অনেক কাজ—উন্মুক্ত আকাশতলে সম্পাদন করিতে হয়, অথচ বহুলোক যে ব্যায়াম দ্বারা শীত গ্রীষ্ম সহিতে অভ্যাস করে না, ইহা কি তোমার নিকটে একটা গুরুতর ঔদাস্য বলিয়া বোধ হয় না?"

আরিষ্টিপ্পস ইহাতেও সায় দিল।

"তবে কি তোমার মনে হয় না, যে, যে-যুবক শাসনকর্ত্তা হইতে চলিয়াছে, তাহার এগুলি অনায়াসে সহ্য করিবার অভ্যাস করা কর্ত্তব্য?"

"অবশ্য।"

"অতএব, যাহারা এই সমুদায় সহ্য করিতে পারে, তাহাদিগকে যদি আমরা রাজ্যশাসনের উপযুক্ত ব্যক্তিদিগের দলে স্থান দিই, তবে যাহারা

এগুলি সহ্য করিতে অক্ষম, তাহাদিগকে সেই দলে স্থান দিব, যে-দলের লোকে রাজ্যশাসনের আশা পোষণ করে না ?”

সে ইহাতেও সায় দিল।

“আচ্ছা, এখন ? তুমি যখন এই উভয় দলের স্থানই অবগত আছ, তখন একবার কি ভাবিয়া দেখিয়াছ, যে তুমি আপনাকে ন্যায়তঃ কোন্ দলে স্থাপন করিবে ?”

আরিষ্টিপ্পস বলিল, “হাঁ, দেখিয়াছি; যাহারা রাজ্যশাসন করিতে চাহে, তাহাদিগের দলে আমি আমাকে মোটেই স্থান দিই না। কেন না, আমার নিকটে ইহা একটা নির্ব্বোধ লোকের কাজ বলিয়া মনে হয়, যে, মানুষের যখন নিজের যাহা আবশ্যক, তাহা সংগ্রহ করাই এত কঠিন, তখন সে তাহাতেই সন্তুষ্ট না থাকিয়া, আবার অপর পুরবাসীর অভাব মোচন করিবার প্রয়াস পাইবে। সে নিজে যে-সকল সামগ্রী চায়, তাহার অধিকাংশই তাহাকে পরিহার করিতে হয়; অথচ সে পুরীর নায়কত্বে প্রতিষ্ঠিত হইয়া, পুরা যাহা কিছু চাহে, তাহা সম্পাদন করিতে না পারিলে তজ্জন্য দণ্ডভোগ করিবে—ইহা কি একটা নিতান্তই নির্ব্বুদ্ধিতার কর্ম্ম নয় ? কারণ, আমি আমার দাসদিগকে যেরূপ ব্যবহার করি, পুরীগুলিও শাসনকর্ত্তাদিগকে সেই রূপে ব্যবহার করিতে চাহে। কেন না, আমি চাই, যে আমার দাসদাসী আমাকে অপর্য্যাপ্ত প্রয়োজনীয় সামগ্রী যোগাইবে, কিন্তু নিজেরা তাহার কিছুই স্পর্শ করিবে না; পুরীগুলিও শাসনকর্ত্তাদিগকে এইরূপে ব্যবহার করিতে মানস করে, যে তাঁহারা তাহাদিগকে বহুতর সম্ভোগ্য সামগ্রী যোগাইবেন, কিন্তু তাঁহারা স্বয়ং সে সমুদায়ের ভোগ হইতে নিবৃত্ত থাকিবেন। সুতরাং যাহারা নিজেরা বহু বিড়ম্বনায় বিব্রত থাকিতে অভিলাষ করে, এবং অপরকেও বিব্রত করিতে চাহে, তাহাদিগকে আমি এই প্রকার শিক্ষা দিব, এবং শাসনকার্য্যের উপযুক্ত ব্যক্তিগণের দলে স্থান দান করিব; কিন্তু আমি আমাকে তাহাদিগেরই দলভুক্ত করিয়া রাখিতেছি, যাহারা পরম আরামে ও সুখে জীবনযাপন করিতে বাঞ্ছা করে।”

তখন সোক্রাটীস কহিলেন, "তুমি কি চাও, যে আমরা ইহাও বিচার করিয়া দেখিব,—যাহারা শাসক ও যাহারা শাসিত, এই উভয়ের মধ্যে কাহার জীবন অধিকতর সুখের ?"

"হাঁ, নিশ্চয়।"

"আচ্ছা, আমরা যে-সকল জাতির কথা জানি, তাহাদিগের মধ্যে আসিয়ার পারসীকেরা রাজ্য শাসন করে; সীরিয়া, ফ্রীজিয়া ও লীডিয়ার অধিবাসিগণ তাহাদিগের অধীন; ইয়ুরোপে শকগণ রাজত্ব করে; মাইয়টিস হ্রদের তীরবর্ত্তী জাতি তাহাদিগের অধীন; লিবীয়ায় কার্থেজ-বাসীরা রাজত্ব করে; লিবীয়ার অধিবাসিগণ তাহাদিগের অধীন। এই জাতিসমূহের মধ্যে কাহাদের জীবন তোমার বিবেচনায় অধিকতর সুখের ? অথবা, তুমি নিজে একজন গ্রীক; গ্রীকদিগের মধ্যে কাহাদের জীবন তোমার নিকটে অধিকতর সুখের বলিয়া বোধ হয়?—যাহারা শাসক, না যাহারা শাসিত ?"

আরিষ্টিপ্পস উত্তর করিল, "আমি কিন্তু আমাকে দাসের দলে স্থান দিতেছি না; কেন না, আমার মনে হয়, উভয়ের মাঝামাঝি একটা মধ্য পন্থা আছে; আমি ঐ পথেই চলিতে চেষ্টা করিতেছি; উহা শাসন-কর্ম্মও নয়, দাসত্বও নয়, কিন্তু উহা স্বাধীনতার সাহায্যে নিশ্চিতরূপে সুখের সদনে লইয়া যায়।"

সোক্রাটীস বলিলেন,"কিন্তু তোমার এই পথ যেমন শাসনকর্ম্ম ও দাসত্ব, কোনটীর মধ্য দিয়াই যায় নাই, তেমনি যদি মানবসমাজের মধ্য দিয়াও না যাইত, তবে তোমার কথা যুক্তিযুক্ত হইত; এখন, তুমি যদি ইহাই সমীচীন বিবেচনা কর, যে, তুমি মানবসমাজে বাস করিয়াও শাসনও করিবে না, শাসিতও হইবে না, অপিচ যাহারা রাষ্ট্র শাসন করে, স্বেচ্ছায় তাহাদিগের বাধ্য হইয়াও চলিবে না, তবে বোধ করি তুমি দেখিবে, যে, যাহারা প্রবল-তর, তাহারা দুর্ব্বলতরকে দাসত্বে নিয়োজিত করিয়া সজনে ও নির্জ্জনে ক্রন্দন করাইতে জানে। তুমি কি কখনও দেখ নাই, যে অপরে যে-শস্য বপন ও যে-বৃক্ষ রোপণ করিয়াছে, প্রবলতরেরা তাহা কর্ত্তন ও বিনাশ করে ? এবং যাহারা দুর্ব্বলতর ও তাহাদের পদলেহন করিতে অনিচ্ছুক,

তাহাদিগকে তাহারা যাবৎ প্রবলতরের সহিত যুদ্ধ করা অপেক্ষা দাসত্বই শ্রেয়ঃকর বলিয়া স্বীকার করাইতে না পারে, তাবৎ তাহাদিগকে সর্ব্ব-প্রকারে আক্রমণ করিতে বিরত হয় না ? তুমি কি জান না, যে ব্যক্তিগত জীবনেও যাহারা সাহসী ও শক্তিশালী, তাহারা ভীরু ও অশক্তদিগকে দাসত্বে নিয়োজিত করিয়া তাহাদিগের শ্রমলব্ধ ফল ভোগ করে ?”

“কিন্তু আমাকে যাহাতে এইপ্রকার দুর্ভোগ ভোগ করিতে না হয়, সে জন্য আমি নিজকে কোন একটা রাষ্ট্রে আবদ্ধ রাখিব না ; আমি বিদেশীরূপে সর্ব্বত্র পর্য্যটন করিব।”

তখন সোক্রাটীস বলিলেন, “তুমি যে-কৌশলটী ব্যাখ্যা করিলে, তাহা চমৎকার বটে, কেন না, সিন্নিস ও স্কাইরোন ও প্রক্রোষ্টীস (১) হত হইয়াছে অবধি বৈদেশিক পথিকের প্রতি কেহই আর অত্যাচার করে না। তথাপি, যাহারা স্বীয় স্বীয় দেশে শাসনকার্য্য নির্ব্বাহ করে, তাহারা, অপরে যাহাতে তাহাদিগের উপরে অত্যাচার করিতে না পারে, তজ্জন্য বিধি প্রণয়ন করে, এবং যাহারা তাহাদিগের অত্যাবশ্যক বান্ধব বলিয়া অভিহিত, তাহাদিগকে ছাড়া অন্য সহায়ও রাখে ; অধিকন্তু তাহারা অত্যাচারী হইতে আত্মরক্ষা করিবার অভিপ্রায়ে আপন আপন পুরীগুলিকে প্রাচীর দ্বারা বেষ্টন করে ; অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহ করে ; এবং এতদ্ব্যতীত বিদেশ হইতেও সংগ্রামে সহযোগী আহরণ করিতে যত্নবান্ হয় ; তবু তো, যাহাদিগের আত্মরক্ষার এত আয়োজন আছে, তাহারাও অত্যাচার ভোগ করে ; আর তুমি—তোমার এই সকল আয়োজনের কিছুই নাই ; তুমি দীর্ঘকাল পথে পথে যাপন করিবে, (যথায় অধিকাংশ লোক প্রপীড়িত হইয়া থাকে ;) তুমি যে-রাষ্ট্রেই উপনীত হও না কেন, সেইখানেই সমগ্র রাষ্ট্র-বাসীদিগের অপেক্ষা দুর্ব্বলতর রহিবে ; যাহারা অত্যাচার করিতে একান্ত উন্মুখ, তাহারা যে-অবস্থার লোককে নিয়তই আক্রমণ করে, তুমি ঠিক সেই অবস্থাপন্ন—তুমি তথাপি ভাবিতেছ, যে তোমাকে বিদেশী দেখিয়া কেহই তোমার প্রতি অত্যাচার করিবে না ? অথবা, যেহেতু এই সকল

(১) গ্রীসের তিন বিখ্যাত দস্যু।

পুরী তোমার নিকটে ঘোষণা করিয়াছে, যে, যে-কেহ উহাতে অবাধে প্রবেশ ও উহা হইতে প্রস্থান করিতে পারিবে, এই জন্য তুমি নির্ভয় হইয়াছ ? না যেহেতু তুমি ভাবিতেছ, যে তুমি এমনই অকর্ম্মণ্য দাস হইবে, যে তোমার দ্বারা কোন প্রভুর কিছুমাত্র লাভ হইবে না ? কেন না, (তুমি হয় তো আপন মনে বলিতেছ,) কোন্ মানুষ সেই ব্যক্তিকে দাসরূপে গৃহে স্থান দিতে ইচ্ছুক হইবে, যে মোটেই শ্রম করিতে চাহে না, অথচ যে বহুব্যয়সাধ্য ভোজনবিলাসেই আনন্দ পায় ? কিন্তু এস, আমরা এইটী পরীক্ষা করিয়া দেখি, যে প্রভুগণ এই প্রকৃতির দাসের প্রতি কিরূপ ব্যবহার করেন। তাঁহারা কি ভোজনবিলাসকে অনাহার দ্বারা সংযত করেন না ? যে-স্থানে তাহারা কিছু চুরি করিতে পারে, সেই স্থান রুদ্ধ রাখিয়া তাঁহারা কি তাহাদিগের চুরির পথ বন্ধ করেন না ? তাঁহারা কি তাহাদিগকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া তাহাদিগের পলায়ন নিবারণ করেন না ? তাঁহারা কি প্রহার করিয়া তাহাদিগের আলস্য জয় করেন না ? অথবা, তুমি যখন তোমার দাসদাসীর মধ্যে কাহাকেও এই প্রকৃতির বলিয়া বুঝিতে পার, তখন তুমি নিজে কি কর ?"

আরিষ্টিপ্পস উত্তর দিল, "যতক্ষণ আমি তাহাকে আমার দাসত্বে রত হইতে বাধ্য করিতে না পারি, ততক্ষণ, যত প্রকার সাজা আছে, তাহাকে সকল প্রকার সাজা দিই। কিন্তু, সোক্রাটীস, যাহারা রাজত্ব করিবার বিদ্যা শিক্ষা করে—আমার বোধ হয় তুমি ইহাকেই সুখ বলিয়া বিবেচনা করিতেছ—তাহারা যদি না হয় স্বেচ্ছাক্রমেই ক্ষুধা, তৃষ্ণা, শীত ও অনিদ্রায় ক্লেশ পায়, এবং এই প্রকার অন্য সমুদায় অসুবিধা ভোগ করে; তবে তাহারা, ও যাহারা বাধ্য হইয়া দুঃখে নিপতিত হয়, এই উভয়ের মধ্যে পার্থক্য কি ? কারণ, আমি তো বুঝিতেই পারি না, যদি কেহ একই চর্ম্মে কশাঘাতে জর্জ্জরিত হয়, তবে তাহা তাহার ইচ্ছায় হইল, কি অনিচ্ছায় হইল, ইহাতে কি পার্থক্য আছে। অথবা সংক্ষেপে বলিতে পারি, যে-ব্যক্তি একই দেহে এই জাতীয় সমুদায় দুর্গতি ভোগ করে, সে স্বেচ্ছায় কি অনিচ্ছায় নিগৃহীত হয়, তাহার পক্ষে তাহাতে আর কিছুই

পার্থক্য নাই ; শুধু এইটুকু পার্থক্য, যে, যে-মানুষ ইচ্ছা করিয়া দুঃখের নিকটে আত্মসমর্পণ করে, সে নির্ব্বুদ্ধিতার পরিচয় দেয়।"

সোক্রাটীস বলিলেন, "সে কি, আরিষ্টিপ্পস ? তোমার কি বোধ হয় না, যে স্বেচ্ছায় এই সকল দুঃখ পাওয়া, এবং অনিচ্ছায় এই সকল দুঃখ পাওয়া, এই দুইয়ের মধ্যে পার্থক্য আছে ? কেন না, যে ইচ্ছা করিয়া অনাহারে আছে, সে যখন চাহিবে, তখনই আহার করিতে পারিবে ; যে ইচ্ছা করিয়া তৃষ্ণার্ত্ত আছে, সে যখন চাহিবে, তখনই পান করিতে পারিবে ; অন্যান্য বিষয়েও এইরূপ। কিন্তু যে-ব্যক্তি বাধ্য হইয়া এই সকল দুঃখ ভোগ করে, সে যে যখন ইচ্ছা তখনই উহার নিরাকরণ করিতে পারিবে, তাহা সম্ভবপর নয়। তৎপরে, যে স্বেচ্ছাক্রমে কঠোর দুঃখ বহন করে, সে বাঞ্ছিত বস্তুলাভের মহতী আশায় প্রফুল্লচিত্তে শ্রমে নিযুক্ত থাকে ; যেমন শিকারীরা বনের পশু ধরিবার আশায় আনন্দে দুরন্ত শ্রম স্বীকার করে। আর, শ্রমের এই জাতীয় পুরস্কারের মূল্য অত্যল্প ; কিন্তু যাহারা এই উদ্দেশ্যে শ্রম করে, যাহাতে তাহারা উত্তম বন্ধুলাভ করিতে পারে, শত্রুদিগকে পরাজিত করিতে পারে, কিংবা দেহ ও আত্মায় বলিষ্ঠ হইতে পারে ; অপিচ যাহাতে তাহারা স্বীয় গার্হস্থ্য কর্ম্ম সুষ্ঠুরূপে সম্পাদন, বন্ধুজনের উপকার সাধন ও জন্মভূমির পরিচর্য্যা করিতে সমর্থ হয় ; তুমি কেন মনে করিতেছ না, যে তাহারা এই সকল ব্যাপারে আনন্দের সহিত শ্রমে নিরত রহিয়াছে ; তাহারা সুখে কালযাপন করিতেছে ; তাহারা আপনার প্রতি আপনারা পরিতৃপ্ত ; এবং অপরেও তাহাদিগকে প্রশংসা ও ঈর্ষা করিতেছে ? পক্ষান্তরে আলস্য ও ইন্দ্রিয়পরিচর্য্যার আপাতমনোরম সুখ দেহের পুষ্টিসাধন করিতে সমর্থ নহে—ব্যায়াম-শিক্ষকেরা এ কথাই বলিয়া থাকেন—এবং আত্মাকেও কোন প্রকার প্রশংসাযোগ্য জ্ঞানে মণ্ডিত করে না। কিন্তু সাধুপুরুষেরা বলেন, যে অধ্যবসায়-সহকারে অক্লান্ত পরিশ্রম করিলে মানুষ সুন্দর ও মহৎ লক্ষ্যে উপনীত হইতে পারে। হীসিয়ড একস্থানে বলিয়াছেন,

'পাপ একান্ত সহজে ও ভূরিভূরি সঞ্চয় করা যায় ; পাপের পথ মসৃণ, ও উহা আমাদিগের অতি নিকটেই অবস্থিত। কিন্তু অমর দেবগণ

ধর্ম্ম ও আমাদিগের মধ্যে গলদঘর্ম্ম স্থাপন করিয়াছেন; ধর্ম্মের পথ দীর্ঘ ও উত্তুঙ্গ, এবং প্রথমে উহা বন্ধুর; কিন্তু মানুষ যখন উহার শিখরদেশে উপনীত হয়, তখন উহা সহজ, যদিচ উহা আদিতে এমন দুর্গম।' (Works and Days, 287-292)।

"এপিথার্মসও নিম্নোক্ত বাক্যে এই সাক্ষ্য দিয়াছেন—

'দেবগণ পরিশ্রমের বিনিময়ে আমাদিগকে সমুদায় ইষ্টবস্তু বিক্রয় করেন।' এবং তিনি অন্যত্র বলিয়াছেন—

'ওরে নরাধম, কোমল পদার্থ বাঞ্ছা করিও না, নচেৎ তুমি কঠিন পদার্থ প্রাপ্ত হইবে।'

[হীরাক্লীসের জীবনপথ নির্ব্বাচন।]

"জ্ঞানী প্রাডিকসও তাঁহার হীরাক্লীস্ বিষয়ক একখানি পুস্তকে ধর্ম্ম সম্বন্ধে ইহাই প্রদর্শন করিয়াছেন। তিনি এই পুস্তক দ্বারাই অধিকাংশ লোকের নিকটে পরিচিত হইয়াছেন; আমার যতদূর স্মরণ আছে, তিনি উহাতে এইরূপ বলিতেছেন—

হীরাক্লীস যখন বাল্য হইতে যৌবনে পদার্পণ করিতেছিলেন—এই কালেই যুবকেরা স্বাধীনতা প্রাপ্ত হইয়া, তাহারা ধর্ম্মের পথে জীবন পরিচালিত করিবে, না পাপের পথে জীবন পরিচালিত করিবে, তাহার পরিচয় দেয়—তখন একদা তিনি এক নির্জ্জন স্থানে যাইয়া উপবেশন করিয়া সংশয়াকুলচিত্তে ভাবিতে লাগিলেন, তিনি কোন্ পথ অবলম্বন করিবেন। এমন সময়ে তিনি দেখিলেন, দুই উন্নতকায়া নারী তাঁহার দিকে আগমন করিতেছেন। একজন দেখিতে সুন্দরী ও নানাগুণালঙ্কৃতা; তাঁহার দেহ লাবণ্যে ভূষিত, চক্ষু ব্রীড়ায় পরিপূর্ণ, অঙ্গভঙ্গী সংযমময়, এবং বসন শুভ্র। অপর নারী স্থূলতনু ও কোমলাঙ্গীরূপে পরিপুষ্টা হইয়া উঠিয়াছেন; কৃত্রিম উপায়ে তাঁহার বর্ণ বাস্তবিক যাহা, তদপেক্ষা উজ্জ্বলতর ও অধিকতর লাবণ্যময় বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছে; এবং তিনি স্বভাবতঃ যত দীর্ঘ, তাঁহার অঙ্গভঙ্গী তাঁহাকে তদপেক্ষা দীর্ঘতরা বলিয়া দেখাইতেছে; তাঁহার চক্ষু প্রগল্ভ,

তাঁহার বস্ত্র এপ্রকার, যে তাহার মধ্য দিয়া তাঁহার রূপ পূর্ণমাত্রায় প্রকাশ পাইতেছে। তিনি অবিরত আপনাকে নিরীক্ষণ করিতেছেন; অপরে তাঁহাকে দেখিতেছে কি না, তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখিতেছেন; এবং পুনঃ পুনঃ আপনার ছায়া অবলোকনে ব্যস্ত রহিয়াছেন। যখন তাঁহারা হীরাক্লীসের নিকটবর্ত্তিনী হইলেন, তখন প্রথমোক্তা নারী সমপদক্ষেপে অগ্রসর হইতে লাগিলেন, কিন্তু দ্বিতীয়া নারী তাঁহাকে পশ্চাতে রাখিবার মানসে হীরাক্লীসের নিকটে দৌড়াইয়া গেলেন, এবং তাঁহাকে বলিলেন— 'হীরাক্লীস, আমি দেখিতেছি যে, তুমি কোন্ পথে জীবনযাত্রা আরম্ভ করিবে, তদ্বিষয়ে সংশয়াকুল হইয়া রহিয়াছ; অতএব তুমি যদি আমাকে সখীরূপে গ্রহণ কর, তবে আমি তোমাকে একান্ত সুখময় ও সহজ পথে লইয়া যাইব; সংসারে যত প্রকার সুখ আছে, তাহার কোনটীর আস্বাদনেই তুমি বঞ্চিত থাকিবে না, অপিচ তুমি সকল ক্লেশ হইতে মুক্ত থাকিয়া জীবনযাপন করিবে। প্রথমতঃ, তোমাকে যুদ্ধ বা রাষ্ট্রীয় কর্ম্মের কথা মোটেই ভাবিতে হইবে না; কিন্তু তুমি কেবল এই চিন্তায় কাল কাটাইবে, যে তুমি কি খাদ্য খাইবে, বা কি পানীয় পান করিবে; কিংবা কি দেখিয়া বা কি শুনিয়া পরিতৃপ্ত হইবে; অথবা কোন্ বস্তু আঘ্রাণ বা কোন্ বস্তু স্পর্শ করিয়া আনন্দ পাইবে; কোন্ প্রেমাস্পদদিগের সঙ্গ লাভ করিয়া তুমি একান্ত হরষিত হইবে; এবং কিরূপে তুমি পরম আরামে নিদ্রা যাইবে ও এক বিন্দু শ্রম না করিয়াও সমগ্র ভোগ্যজাত লাভ করিবে। যদি কখনও তোমার চিত্তে এই সন্দেহের উদয় হয়, যে এই সকল ভোগের সামগ্রী-সঞ্চয়ে বুঝি অভাব ঘটিবে, তবে তুমি ভয় পাইও না, যে আমি তোমাকে দুরন্ত শ্রম করিয়া এবং দেহ ও আত্মার দারুণ ক্লেশ সহিয়া ঐ সকল সামগ্রী আহরণ করিতে উপরোধ করিব; কিন্তু অন্যে যাহা পরিশ্রম করিয়া উপার্জ্জন করে, তুমি তাহাই সম্ভোগ করিবে; যে-কোন বস্তু হইতে কিছুমাত্র লাভের সম্ভাবনা আছে, তাহার কোনটীই তোমাকে ছাড়িতে হইবে না; কারণ, আমি আমার সহচরদিগকে এই অধিকার দিয়াছি, যে তাহারা সকল স্থান হইতেই আপনাদিগের স্বার্থ সাধন করিবে।'

হীরাক্লীস কথাগুলি শুনিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'রমণী, আপনার নাম কি?' তিনি কহিলেন, 'আমার ভক্তেরা আমাকে 'সুখ' নাম দিয়াছে; কিন্তু যাহারা আমাকে ঘৃণা করে, তাহারা নিন্দাচ্ছলে আমাকে 'পাপ' নামে আখ্যাত করে।'

ইতোমধ্যে অপর নারী নিকটে আসিয়া বলিলেন, 'হীরাক্লীস, আমিও তোমার নিকটে আসিয়াছি, কেন না, আমি তোমার জনকজননীকে জানি, এবং তোমার বাল্যকালের শিক্ষার মধ্যে তোমার প্রকৃতিটীও পর্য্যবেক্ষণ করিয়াছি; তাহাতে আমার মনে এই আশার সঞ্চার হইয়াছে, যে আমার সদনে যে-পথ গিয়াছে, যদি তুমি সেই পথে চলিতে থাক, তবে তুমি সুন্দর ও মহৎ কর্ম্মের অতীব নিপুণ কর্ম্মী হইয়া উঠিবে; এবং আমিও নিশ্চয়ই অধিকতর শ্রদ্ধাভাজন ও তোমার মহৎকর্ম্ম প্রভাবে আরও মহীয়সী বলিয়া প্রতীয়মান হইব। আমি তোমাকে সুখের পথ দেখাইয়া প্রবঞ্চনা করিব না; কিন্তু দেবতারা যেমন বিহিত করিয়াছেন, ঠিক তেমনি পদার্থের সত্য স্বরূপ তোমার নিকটে ব্যাখ্যা করিব। কারণ, যাহা সুন্দর ও মহৎ, দেবগণ তাহার কিছুই মানবকে শ্রম ও যত্ন ব্যতিরেকে প্রদান করেন না। তুমি যদি আকাঙ্ক্ষা কর, যে দেবগণ তোমার প্রতি প্রসন্ন থাকুন, তবে তোমাকে তাঁহাদিগের পূজা করিতে হইবে; যদি তুমি প্রিয়জনের ভালবাসা চাও, তবে তোমাকে প্রিয়জনের ইষ্টসাধন করিতে হইবে; যদি তোমার কোন পুরীর দ্বারা সম্মানিত হইবার কামনা থাকে, তবে তোমাকে সেই পুরীর উপকার করিতে হইবে; যদি তুমি সদ্‌গুণের জন্য সমগ্র গ্রীসের প্রশংসা পাইতে ইচ্ছা কর, তবে তোমাকে সমগ্র গ্রীসের হিতকল্পে প্রয়াস পাইতে হইবে; যদি তুমি চাও, যে ধরিত্রী তোমাকে অপর্য্যাপ্ত শস্য যোগাইবেন, তবে তোমাকে ধরিত্রীর কর্ষণ করিতে হইবে; যদি তুমি ভাব, যে গোমেষাদি গৃহপালিত পশু দ্বারা তুমি ঐশ্বর্য্যশালী হইবে, তবে তোমাকে গৃহপালিত পশুর যত্ন করিতে হইবে; যদি তুমি যুদ্ধ দ্বারা প্রতাপান্বিত হইবার জন্য ব্যগ্র হও, এবং জ্ঞাতিকুটুম্বের স্বাধীনতা রক্ষা ও শত্রুদিগকে পরাজয় করিতে সক্ষম হইতে চাও, তবে তোমাকে যুদ্ধবিদ্যা শিক্ষা করিতে হইবে—যাহারা ঐ বিদ্যা অবগত আছে,

তাহাদিগের নিকটে উহা শিখিতে হইবে, এবং নিজেকেও উহা কার্য্যে পরিণত করিবার অভ্যাস করিতে হইবে। যদি তুমি দৈহিক বলে বলীয়ান্ হইতে বাঞ্ছা কর, তবে তোমার দেহকে মনের ভৃত্য করিয়া রাখিতে হইবে, এবং পরিশ্রম ও আয়াস-সহকারে উহাকে ব্যায়ামে নিয়োগ করিতে হইবে।''

"প্রডিকস লিখিয়াছেন, যে এখানে পাপ তাঁহাকে বাধা দিয়া কহিল, 'হীরাক্লীস, তুমি বুঝিতে পারিতেছ, এই স্ত্রীলোকটী কত কঠিন ও দীর্ঘ পথ দিয়া তোমাকে তাহার ভোগসুখে লইয়া যাইবে? আমি কিন্তু তোমাকে সহজ ও হ্রস্ব পথে সুখধামে লইয়া যাইব।'

তখন ধর্ম্মদেবী কহিলেন, 'ওরে হতভাগিনি, তোমার ভাল কি আছে? অথবা তুমি যখন কোন সুখের জন্যই শ্রম করিতে চাহ না, তখন তুমি কোন্ সুখ আস্বাদন করিয়াছ? তুমি সম্ভোগের আকাঙ্ক্ষার জন্যও অপেক্ষা কর না; কিন্তু আকাঙ্ক্ষা উদ্রিক্ত হইবার পূর্ব্বেই আপনাকে যাবতীয় ভোগের উপকরণে পূর্ণ কর; তুমি ক্ষুধা না হইতেই আহার কর, এবং তৃষ্ণার্ত্ত হইবার পূর্ব্বেই পান কর; তুমি সুখে ভোজন করিবার উদ্দেশ্যে পাচক নিযুক্ত কর, সুখে পান করিবার অভিপ্রায়ে বহুমূল্য মদ্য ক্রয় কর, এবং গ্রীষ্মকালে তুষারের অন্বেষণে ছুটিয়া বেড়াও। তুমি যাহাতে সুখে নিদ্রা যাইতে পার, সেজন্য তোমার কেবল কোমল শয্যা আছে, তাহা নয়; কিন্তু তুমি পালঙ্ক ও পালঙ্কের নীচে আরামের নানা কলকৌশলও রচনা করিয়াছ; কারণ, তুমি শ্রান্তিবশতঃ নিদ্রা যাইতে চাও না, কিন্তু তোমার কিছুই করিবার নাই, এই জন্যই তুমি নিদ্রা যাইতে উৎসুক। কামবৃত্তি চরিতার্থ করিবার সময় উপস্থিত হইবার পূর্ব্বেই তুমি তাহা উত্তেজিত কর; এজন্য তুমি সকল রকম উপায় অবলম্বন করিয়া থাক, এবং স্ত্রীলোক ও পুরুষকে উহাতে নিয়োজিত রাখ; কেন না, এইরূপেই তুমি তোমার সহচরদিগকে গড়িয়া তোল; তুমি রাত্রিতে তাহাদিগের ব্রীড়া অপহরণ কর, এবং তাহাদিগকে দিবসের সর্ব্বোৎকৃষ্ট ভাগ ঘুমাইয়া কাটাইতে শিক্ষা দেও। তুমি অমর হইয়াও দেবকুল হইতে বহিষ্কৃত হইয়াছ, এবং মানবসমাজেও সজ্জনের অবজ্ঞাভাজন' হইয়া রহিয়াছ।

সকল ধ্বনির মধ্যে মিষ্টতম ধ্বনি যে তোমার নিজের প্রশংসাধ্বনি, তাহা তুমি কখনও শুনিতে পাও নাই, এবং সকল দৃশ্যের মধ্যে মিষ্টতম দৃশ্যও কখনও দেখ নাই ; কারণ, তুমি কদাপি আপনার একটাও শোভন কর্ম্ম দর্শন কর নাই। কে তোমার কথায় আস্থা স্থাপন করিবে? তোমার কোনও প্রয়োজন উপস্থিত হইলে কে তোমাকে সাহায্য করিবে? অথবা কে সুবোধ হইয়াও তোমার অনুচরগণের দলভুক্ত হইতে সাহসী হইবে? তোমার অনুচরেরা যখন যুবক, তখন তাহাদিগের দেহ অক্ষম ; যখন তাহারা বয়ঃপ্রবীণ হয়, তখন তাহাদিগের আত্মা মোহে নিমগ্ন থাকে। যৌবনকালে তাহারা বিনাশ্রমে বিলাসের মধ্যে বর্দ্ধিত হয় ; বৃদ্ধবয়সে তাহারা বহুশ্রমে ঘোর দারিদ্র্যে কালযাপন করে ; তখন তাহারা অতীতের স্বকৃত কর্ম্মের জন্য লজ্জিত, এবং ভবিষ্যতের কর্ত্তব্যভারে প্রপীড়িত ; কেন না, তাহারা যৌবনেই সকল সুখ নিঃশেষ করিয়াছে, এবং বার্দ্ধক্যের জন্য শুধু দুঃখ সঞ্চয় করিয়া রাখিয়াছে। কিন্তু আমি দেবগণের সঙ্গিনী ; আমি সাধুপুরুষদিগের সহিত বাস করি ; আমি ছাড়া কি দেবতার কি মানুষের কোন মহৎ কার্য্যই সম্পাদিত হয় না। দেবকুল সর্ব্বোপরি আমাকে সম্মান করেন ; মানবসমাজেও যাহাদিগের আমাকে সম্মান করা উচিত, তাহাদিগের দ্বারা আমি সম্মানিত ; কেন না, আমি শ্রমশিল্পী-দিগের বাঞ্ছিতা সহযোগিনী ; প্রভুদিগের গৃহের বিশ্বস্তা রক্ষয়িত্রী ; দাসদাসীগণের সহৃদয় সহায় ; শান্তির সকল ব্যাপারে মঙ্গলময়ী উৎসাহদাত্রী ; সমরের সর্ব্বপ্রকার আয়োজনে যোদ্ধৃবর্গের নিত্যসহচরী ; বন্ধুত্বের সর্ব্বোত্তম অংশভাগিনী। আমার সহচরেরা নিরুপদ্রবে ও অবিচ্ছেদে পানভোজনের আনন্দও সম্ভোগ করে ; কেন না, তাহারা ক্ষুধাতৃষ্ণার উদয় না হওয়া পর্য্যন্ত উহা হইতে নিবৃত্ত থাকে। অলস লোকের নিদ্রা অপেক্ষা তাহাদিগের নিদ্রা মধুরতর ; নিদ্রার কিয়দংশ হারাইলে তাহারা বিরক্ত হয় না, এবং সে জন্য কর্ত্তব্য কর্ম্মেও অবহেলা করে না। অপিচ যুবকগণ বয়োজ্যেষ্ঠদিগের প্রশংসা পাইয়া হরষিত হয় ; বয়ঃপ্রবীণেরা যুবকদিগের শ্রদ্ধাঞ্জলি পাইয়া আনন্দিত থাকে। তাহারা পুলকভরে অতীত জীবনের কর্ম্ম স্মরণ করে, এবং

উপস্থিত কর্ত্তব্য সুসম্পন্ন করিয়া প্রীতিপ্রাপ্ত হয়; তাহারা আমার কৃপায় দেবগণের প্রিয়, বন্ধুজনের হৃদয়বল্লভ, জন্মভূমির দ্বারা সম্পূজিত। যখন তাহাদিগের নিয়তিবিহিত অন্তিমকাল উপস্থিত হয়, তখন তাহারা গৌরব-বঞ্চিত হইয়া বিস্মৃতিতে নিমজ্জিত রহে না; প্রত্যুত তাহারা কবিগণের স্তুতিগীতিতে কীর্ত্তিত হইয়া চিরকাল মানবের স্মৃতিপথে অপরিম্লানরূপে বর্ত্তমান থাকে। হে সৎপিতামাতার সন্তান হীরাক্লীস, তুমিও এই পথের অনুসরণ করিলে অনিন্দ্যতম সুখের অধিকারী হইবে।'

"ধর্ম্মদেবী হীরাক্লীসকে যে-উপদেশ দিয়াছিলেন, প্রডিকস তাহা প্রায় এই রূপই বিবৃত করিয়াছেন; তবে আমি এক্ষণে যে-ভাষায় উহা বর্ণনা করিলাম, তিনি তদপেক্ষা গম্ভীরতর বাক্যচ্ছটায় ভাবগুলি অলঙ্কৃত করিয়াছেন। অতএব, আরিষ্টিপ্পস, তোমার কর্ত্তব্য এই, যে তুমি উক্ত অনুশাসনগুলি অনুধাবন করিয়া তোমার ভবিষ্যৎ জীবনের কার্য্যাকার্য্য সম্বন্ধে চিন্তা করিবে।"

দ্বিতীয় প্রকরণ

আত্মসংযম

এয়ুথুডীমসের সহিত কথোপকথন

(Book IV. Chapter 5)

সোক্রাটীস কিরূপে তাঁহার সহচরদিগকে কর্ম্মে সুদক্ষ হইতে শিক্ষা দিতেন, আমি এক্ষণে তাহাই বর্ণনা করিব। তিনি বিশ্বাস করিতেন, যে-ব্যক্তি কোনও শোভন কর্ম্ম করিতে চাহে, তাহার পক্ষে আত্মসংযম এক মহৎ গুণ; এজন্য, তিনি প্রথমতঃ সহচরগণের সম্মুখে আপনাকে সমগ্র মানবজাতির মধ্যে আত্মসংযম সাধনের এক উজ্জ্বলতম দৃষ্টান্তরূপে প্রতিষ্ঠিত করিয়া রাখিয়াছিলেন; তৎপরে, তিনি সহচরদিগের, সহিত আলাপ করিবার কালে তাহাদিগকে সর্ব্বোপরি সংযম অভ্যাস করিতে উপদেশ দিতেন। সুতরাং যাহা ধর্ম্মের (aretē) পরিপোষক, তিনি সর্ব্বদাই তদ্বিষয়ে আলাপ করিবার কথা স্মরণ রাখিতেন, এবং

সহচরগণকেও তাহা স্মরণ করাইয়া দিতেন। আমি জানি, একদিন তাঁহার ও এয়ুথুডীমসের মধ্যে আত্মসংযম সম্বন্ধে নিম্নোক্তরূপে কথোপকথন হইয়াছিল।

সোক্রাটীস বলিলেন, "এয়ুথুডীমস, আমায় বল তো, তুমি ব্যক্তি ও রাষ্ট্রের পক্ষে স্বাধীনতাকে এক পরম, গৌরবভূয়িষ্ঠ ধন বলিয়া বিবেচনা কর কি না?"

সে বলিল, "হাঁ, খুবই ঐ প্রকার বিবেচনা করি।"

"তবে যে-ব্যক্তি দৈহিক সুখের দ্বারা পরিচালিত হয়, এবং দৈহিক সুখের প্রভাবে, যাহা তাহার পক্ষে সর্ব্বোত্তম, তাহা করিতে সমর্থ হয় না, তাহাকে কি তুমি স্বাধীন বলিয়া বিবেচনা কর?"

"মোটেই নয়।"

"কারণ, যাহা সর্ব্বোত্তম, তাহা করাই বোধ করি তোমার নিকটে স্বাধীনতা বলিয়া প্রতীত হয়; কিন্তু যাহা যাহা তাহা করিতে বাধা প্রদান করে, তাহার বশীভূত হওয়াই তুমি কি অধীনতা জ্ঞান কর?"

"হাঁ, সর্ব্বতোভাবে।"

"তাহা হইলে, অসংযত ব্যক্তিরাই তোমার নিকটে সর্ব্বতোভাবে পরাধীন বলিয়া বোধ হয়?"

"হাঁ, জেয়ুসের দিব্য, স্বভাবতঃই বোধ হয়।"

"তুমি কি মনে কর? অসংযত ব্যক্তিরা, যাহা সর্ব্বোত্তম, শুধু তাহা করিতেই বাধা পায়, না যাহা হীনতম, তাহা করিতেও বাধ্য হয়?"

"আমার তো মনে হয়, যে তাহারা যেমন প্রথমোক্ত কার্য্য করিতে বাধা পায়, তদপেক্ষা শেষোক্ত কার্য্য করিতে কিছুমাত্র কম বাধ্য হয় না।"

"তুমি তাহাদিগকে কি প্রকার প্রভু বিবেচনা কর, যাহারা মানুষকে মহত্তম কর্ম্ম করিতে বাধা দেয়, এবং অধমতম কর্ম্ম করিতে বাধ্য করে?"

"জেয়ুসের দিব্য, তাহারা নিশ্চয় যতদূর সম্ভব অধম।"

"কোন্ প্রকার দাসত্ব তুমি অধমতম জ্ঞান কর?"

"আমি জ্ঞান করি অধমতম প্রভুর দাসত্ব।"

"তবে অসংযত ব্যক্তিরা অধমতম দাসত্বের নিগড়ে দাসত্ব করে?"

"হাঁ, আমার তাহাই বোধ হয়।"

"তোমার কি বোধ হয় না, যে অসংযম মানবের পরম শ্রেয়ঃ যে জ্ঞান, তাহাকে নিষ্কাশিত করিয়া তাহাদিগকে তদ্বিপরীত দুর্দ্দশায় নিঃক্ষেপ করে? তুমি কি মনে কর না, যে ইহা মানুষের হিতকর কার্য্যে মনোনিবেশ ও হিতকর কার্য্য শিক্ষা করিবার পরিপন্থী, যেহেতু ইহা তাহাদিগকে সুখের দিকে টানিয়া লইয়া যায়, এবং অনেক সময়ে যাহারা কল্যাণ, অকল্যাণ বুঝিতে পারে, তাহাদিগকেও অভিভূত করিয়া মহত্তর কর্ম্মের পরিবর্ত্তে অধমতর কর্ম্ম করিতে বাধ্য করে?"

"হাঁ, এইরূপই ঘটিয়া থাকে।"

"এয়ুথুডীমস, অসংযত ব্যক্তি অপেক্ষা আমরা আর কাহাকে সংযমের অল্পতর অধিকারী বলিব? কেন না, সংযম ও অসংযমের কার্য্য নিশ্চয়ই পরস্পরের একেবারে বিপরীত।"

"আমি ইহাও স্বীকার করিতেছি।"

"তুমি কি বিবেচনা কর, যে যাহা সঙ্গত, তৎপ্রতি যত্নশীল হইবার পক্ষে অসংযম অপেক্ষা প্রবলতর অন্তরায় আছে?"

"না, আমি মনে করি না।"

"যাহা হিতকরের স্থলে অহিতকরকে গ্রহণ করিতে শিক্ষা দেয়; যাহা প্রথমটীকে অবহেলা ও দ্বিতীয়টীকে সযত্নে সঞ্চয় করিবার প্রবৃত্তি জন্মায়; এবং যাহা জ্ঞানীদিগের বিপরীত আচরণ করিতে বাধ্য করে;—তুমি কি মনে কর, মানুষের পক্ষে তদপেক্ষা গুরুতর অকল্যাণ আছে?"

"না, নাই।"

সোক্রাটীস বলিলেন, "তবে কি ইহাই স্বাভাবিক নহে, যে মানুষের পক্ষে সংযম অসংযমের বিপরীত ফল উৎপাদন করিবে?"

এয়ুথুডীমস বলিল, "নিশ্চয়।"

"তাহা হইলে, ইহাও কি স্বাভাবিক নহে, যে যাহা ঐ বিপরীত ফল উৎপাদন করে, তাহাই (মানুষের পক্ষে) পরম শ্রেয়ঃ?"

"হাঁ, ইহাই স্বাভাবিক।"

"অতএব, এয়ুথুডীমস, সংযম কি স্বভাবতঃই মানুষের পক্ষে পরম শ্রেয়ঃ নয় ?"

"হাঁ, সোক্রাটীস, স্বভাবতঃই পরম শ্রেয়ঃ।"

"এয়ুথুডীমস, তুমি কি ঐ বিষয়ে কখনও চিন্তা করিয়াছ ?"

"কোন্ বিষয়ে ?"

"(এই বিষয়ে,) যে শুধু অসংযমই মানুষকে যে-সকল সুখের দিকে আকর্ষণ করে বলিয়া মনে হয়, উহা সেই দিকেও তাহাদিগকে আকর্ষণ করিতে সমর্থ নহে ; প্রত্যুত সংযমই সর্ব্বাপেক্ষা মধুময় সুখের সৃষ্টি করে।"

"কি রূপে ?"

"এই রূপে—একদিকে যেমন অসংযম মানুষকে ক্ষুধা বা পিপাসা বা কামসম্ভোগেচ্ছা বা জাগরণ প্রতিরোধ করিতে দেয় না, (এইগুলির জন্যই মানুষ সুখে ভোজন, পান ও কামোপভোগ করিতে পারে, সুখে বিশ্রাম করিতে ও নিদ্রা যাইতে পারে,এবং যতক্ষণ না বাসনাগুলি পরমসুখে পরিতৃপ্ত হয়, ততক্ষণ সহিষ্ণু হইয়া প্রতীক্ষা করিতেও পারে) ; সুতরাং উহা যেমন একান্ত আবশ্যক ও অভ্যস্ত কর্ম্মে যথোচিত আনন্দ সম্ভোগের পক্ষে বাধা হইয়া দাঁড়ায়, পক্ষান্তরে তেমনি একা সংযমই মানুষকে পূর্ব্বোক্ত বাসনাতৃপ্তিতে উল্লেখযোগ্য আনন্দলাভ করিতে সমর্থ করে।"

"তুমি যাহা বলিতেছ, তাহা সম্পূর্ণ সত্য।"

"তৎপরে, যাহা সুন্দর ও মহৎ, তাহা অবগত হইয়া, এবং যে-সকল গুণের সাহায্যে মানুষ আপনার দেহকে সুষ্ঠুরূপে নিয়ন্ত্রিত করিতে পারে, আপনার গৃহপরিজন সুষ্ঠুরূপে পরিচালিত করিতে পারে, এবং বন্ধুবর্গ ও রাষ্ট্রের হিতসাধন করিতে সুক্ষম হয়, সেই সকল গুণের অনুশীলন করিয়া,—(এই সমুদায় গুণ হইতে শুধু পরম উপকার নয়, কিন্তু পরম সুখও প্রসূত হইয়া থাকে ;)—সংযমী পুরুষেরা উহার চর্চ্চা হইতে সুখ সম্ভোগ করে ; কিন্তু অসংযমী লোকে সেই সুখের একটুকুও ভাগ পায় না ; কারণ, যে-ব্যক্তি উপস্থিত সুখের ভাবনাতেই নিমগ্ন রহিয়াছে, এবং যে তজ্জন্য পূর্ব্বোক্ত গুণগ্রামের অনুশীলন করিতে একেবারেই অক্ষম, তদপেক্ষা আমরা কাহাকে ঐ সকল সুখের অল্পতর অধিকারী বলিব ?"

এয়ুথুডীমস বলিল, "সোক্রাটীস, আমার বোধ হয়, তুমি বলিতেছ, যে, যে-ব্যক্তি দৈহিক সুখলালসা দমন করিতে একেবারেই অক্ষম, সে কোনও গুণেরই (aretē) অধিকারী হইতে পারে না।"

সোক্রাটীস বলিলেন, "এয়ুথুডীমস, (আমি এই জন্যই বলিতেছি, যে) অসংযত পুরুষ ও নিতান্ত অজ্ঞান পশুর মধ্যে কি প্রভেদ আছে ? কেন না, যে-ব্যক্তি পরম শ্রেয়কে গ্রাহ্য করে না, কিন্তু যাহা অত্যন্ত সুখকর, সর্ব্বপ্রযত্নে কেবল তাহারই সম্ভোগের জন্য লালায়িত হয়, তাহার সহিত নিতান্ত অবোধ গবাদি পশুর পার্থক্য কি ? কিন্তু মানুষের কার্য্যের মধ্যে কোন্ কোন্ কার্য্য শ্রেষ্ঠ, তাহা পর্য্যালোচনা করা ; সে গুলিকে অভিজ্ঞতা ও বিচার অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত করা ; এবং পরিশেষে, যাহা উত্তম তাহাকে গ্রহণ, ও যাহা অধম তাহাকে বর্জ্জন করা ;—ইহা শুধু সংযমী পুরুষের পক্ষেই সম্ভবপর।"

সোক্রাটীস বলিতেন, যে, এইরূপেই মানুষ সর্ব্বগুণান্বিত, সর্ব্বাপেক্ষা সুখী ও তর্কে সর্ব্বাপেক্ষা সুদক্ষ হইয়া থাকে। তিনি ইহাও বলিতেন, "তর্ক করার (dialegesthai) অর্থই এই, যে কতিপয় ব্যক্তি একত্র হইয়া পদার্থনিচয় সম্বন্ধে আলোচনা করিবে, ও শ্রেণী অনুসারে সেগুলির পরস্পরের প্রভেদ কি (dialegontas), তাহা বুঝিয়া লইবে। অপিচ, এই প্রণালীর অনুশীলন করা ও ইহাতে পারদর্শী হওয়া প্রতিজনেরই কর্ত্তব্য ; কারণ, ইহার সাহায্যেই মানুষ সর্ব্বগুণে গুণবান্, লোক-পরিচালনে একান্ত কুশল, ও তর্কে অতীব সুনিপুণ হইতে পারে।"

তৃতীয় প্রকরণ

প্রেমতত্ত্ব

(The Banquet, Chapter 8)

[৪২৪ সনে আউটলুকস নামক আথীনীয় যুবক অলুম্পিয়ার উৎসবে মল্লযুদ্ধে (pankration) জয়লাভ করে ; তদুপলক্ষে বিজয়ীর প্রেমমুগ্ধ, ধনবান্ গৃহস্থ কাল্লিয়াস একটা ভোজ দেন ; তাহাতে সোক্রাটীস, জেনফোন প্রভৃতি দশ জন ভদ্রলোক উপস্থিত ছিলেন। সীরাকুসবাসী একব্যক্তি নৃত্যগীত

ও বাজির আমোদ যোগাইবার জন্য একটী বালক ও দুইটী বালিকা লইয়া ভোজনকক্ষে আহুত হইয়াছিল, এবং এক ভাঁড় রবাহুত হইয়া আমোদে যোগ দিয়াছিল। সোক্রাটীস ভোজের অবকাশে নিম্নবর্ণিত প্রেমতত্ত্ব বিবৃত করেন।]

সোক্রাটীস পুনশ্চ একটা নূতন বিষয়ের অবতারণা করিয়া বলিলেন, "বন্ধুগণ, আমাদিগের মধ্যে যখন এক মহাদেব বর্ত্তমান রহিয়াছেন, যিনি কালে চিরবিদ্যমান দেবগণের সমবয়স্ক, কিন্তু আকারে নবীনতম, এবং শক্তিতে সর্ব্বজয়ী, অথচ যিনি মানবাত্মায় অবতরণ করেন—আমি কামদেবের কথা বলিতেছি—তথন আমরা সকলেই তাঁহার উপাসক হইয়াও যদি তাঁহাকে উপেক্ষা করি, তবে তাহা কি সঙ্গত কার্য্য হইবে? কারণ, আমি তো জীবনে এমন সময়ের কথা বলিতে পারি না, যখন আমি কাহারও প্রেমে আবদ্ধ হই নাই; আর আমি জানি, যে এই খার্মিডীস অনেকের প্রেম লাভ করিয়াছে, এবং নিজেও অনেকের প্রেমে পড়িয়াছে; ক্রিটবৌলসও নিশ্চয়ই এক্ষণে প্রেম পাইতেছে ও অপরের প্রেম আকাঙ্ক্ষা করিতেছে। আমি শুনিতে পাই, যে নিকীরাটসও নিজের স্ত্রীকে ভালবাসে, এবং পুরস্কারস্বরূপ স্ত্রীর ভালবাসা প্রাপ্ত হয়। তৎপরে, আমাদিগের মধ্যে কে না জানে, যে হার্মগেনীস 'সুন্দর ও মহতের' প্রেমে—'সুন্দর ও মহৎ' যাহাই হউক না কেন—গলিয়া যাইতেছে? তোমরা কি দেখিতেছ না, তাহার ভ্রূ কেমন গম্ভীর, চক্ষু কেমন নিশ্চল, বাক্য কেমন ধীর, কণ্ঠ কেমন কোমল, ব্যবহার কেমন মধুর? কিন্তু যদিচ সে পূজ্যতম দেবগণের প্রীতি সম্ভোগ করিতেছে, তথাপি সে, আমরা যে মানুষ, আমাদিগকেও অবহেলা করিতেছে না। কিন্তু, ওহে আন্টিস্থেনীস, একা তুমিই কি কাহাকেও ভালবাস না?"

সে বলিল, "না, সমুদায় দেবতার দিব্য, আমি তোমাকে অত্যন্ত ভালবাসি।"

তখন, সোক্রাটীস যেন বিরক্ত হইয়াছেন, এই ভাবে বিদ্রূপ করিয়া বলিলেন, "তুমি ও কথা তুলিয়া আমাকে এখন যন্ত্রণা দিও না;

কেন না, তুমি দেখিতেছ, যে আমি অন্য বিষয়ের ভাবনায় নিমগ্ন আছি।"

আন্টিস্থেনীস বলিল, "তুমি নিজে প্রেমের ঘটক কি না, তাই সর্ব্বদা প্রকাশ্যেই এই প্রকার ব্যবহার করিয়া থাক। তুমি কখনও ভাণ কর, যে তোমার উপদেবতা তোমাকে আমার সহিত আলাপ করিতে দিতেছেন না, এবং কখনও বা বল, যে অন্য কাজের জন্য কথাবার্ত্তা ত্যাগ করিয়াছ।"

সোক্রাটীস বলিলেন, "দেবতাদিগের দোহাই, আন্টিস্থেনীস, (আর যাহাই কর) আমাকে শুধু মারিয়া ফেলিও না ; তুমি আমাকে অন্য যত যাতনা দিতেছ, তাহা আমি বন্ধুভাবেই বহন করিতেছি, এবং বহন করিব ; কিন্তু এস, তোমার ঐ প্রেমটা আমরা সঙ্গোপন রাখি, যেহেতু ও প্রেম আমার আত্মার জন্য নয়, কিন্তু আমার স্বরূপের জন্য। তুমি, কাল্লিয়াস, যে আউটলুকসকে ভালবাস, তাহা সমগ্র পুরী জানে, এবং আমি বোধ করি বিদেশীও অনেকেই জানে। তোমাদিগের এই ভালবাসার একটা কারণ এই, যে তোমরা উভয়েই প্রথিতনামা পিতার পুত্র, এবং নিজেরাও কীর্ত্তিমান্। আমি চিরদিনই তোমার স্বভাবের সুখ্যাতি করিয়া আসিতেছি, কিন্তু এক্ষণে আরও অধিক সুখ্যাতি করি, কেন না, আমি দেখিতেছি, যে তুমি এমন এক ব্যক্তিকে ভালবাসিতেছ না, যে আপনার বিলাসপ্রিয়তার জন্য গর্ব্বিত, এবং সুখের সেবায় বিকল ; কিন্তু (তুমি এমন ব্যক্তিকেই ভালবাসিতেছ,) যে কষ্ট-সহিষ্ণুতা, বল, বীর্য্য ও সংযম প্রদর্শন করিতেছে। এই সকল গুণের জন্য লালায়িত হওয়াই প্রেমিক স্বভাবের লক্ষণ। আমি জানি না, অভ্রদত্তা এক, না ত্রিদিববাসিনী ও সাধারণী, এই যুগল ; কেন না, জেয়ুস এক বলিয়া প্রতীয়মান হইলেও তাঁহার বহু নাম ; কিন্তু আমি জানি, যে ঐ দেবীযুগলের প্রত্যেকেরই স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র বেদি, মন্দির ও যজ্ঞ আছে ; অপবিত্র (বেদি প্রভৃতি) সাধারণীর, এবং পবিত্রতর (বেদি প্রভৃতি) ত্রিদিববাসিনীর জন্য। তোমরা অনুমান করিতে পার, যে সাধারণী অভ্রদত্তা (মানুষের অন্তরে) দেহের প্রতি

প্রেম উৎপাদন করেন, কিন্তু ত্রিদিববাসিনী অভ্রদত্তা আত্মা, সৌহার্দ্দ ও মহৎ কর্ম্মের প্রতি প্রেম সঞ্চারিত করিয়া থাকেন; আমার বোধ হইতেছে, তুমি, কাল্লিয়াস, নিশ্চয়ই এই প্রেমের দ্বারাই আবিষ্ট হইয়াছ। তুমি যে সুন্দর ও মহৎকে প্রীতি করিতেছ, এবং আমি যে দেখিতেছি, তাহার পিতা তোমাকে তাহার সাহচর্য্যের অধিকার দিয়াছে, ইহাতেই আমি উহার প্রমাণ পাইতেছি; যেহেতু, যে-ব্যক্তি সুন্দর ও মহৎকে প্রীতি করে, পিতার নিকট হইতে তাহার এ সকল বিষয়ে কিছুই গোপন করিবার নাই।"

হার্মগেনীস বলিল, "হীরার দিব্য, সোক্রাটীস, আমি তোমাকে অন্য অনেক কারণে তো প্রশংসা করিই, কিন্তু এখন এই জন্য প্রশংসা করিতেছি, যে তুমি যুগপৎ কাল্লিয়াসকে (সুখ্যাতি করিয়া) সন্তুষ্ট করিতেছ, এবং তাহার কি প্রকার হওয়া কর্ত্তব্য, তাহাও শিক্ষা দিতেছ।"

সোক্রাটীস বলিলেন, "হাঁ, জেয়ুসের দিব্য, কথাটা খুবই ঠিক; পরন্তু সে যাহাতে আরও সন্তুষ্ট হয়, তদুদ্দেশ্যে আমি তাহার নিকটে সাক্ষ্য দিতে চাই, দেহের প্রেম অপেক্ষা আত্মার প্রেম কত শ্রেষ্ঠ। কেন না, আমরা সকলেই অবগত আছি, যে বন্ধুতা ব্যতীত কোনই উল্লেখযোগ্য সাহচর্য্য সম্ভবে না। যাহারা পরস্পরের প্রকৃতিকে শ্রদ্ধা করে, তাহাদিগের ভালবাসাই অন্তরঙ্গ ও স্বপ্রণোদিত সম্পর্ক বলিয়া অভিহিত হয়; কিন্তু যাহারা দেহের জন্য লালায়িত, তাহাদিগের মধ্যে অনেকেই প্রেমাস্পদের চরিত্রকে নিন্দা ও বিদ্বেষ করে। কিন্তু যদি তাহারা এই উভয় (ভিত্তির উপরে প্রেমকে) দৃঢ়রূপে প্রতিষ্ঠিত করে, তাহা হইলে, রূপের কুসুম নিঃসন্দেহ অচিরেই বিশীর্ণ হইয়া পড়ে, এবং রূপ বিনষ্ট হইলে সঙ্গে সঙ্গে প্রীতিও যে বিলয় প্রাপ্ত হইবে, তাহাও অবশ্যম্ভাবী; কিন্তু আত্মা যতদিন জ্ঞানে উন্নত হইতে থাকে, ততদিন ইহা উত্তরোত্তর অধিকতর প্রেমের যোগ্য হইয়া উঠে। অপিচ রূপের সম্ভোগে এক প্রকার বিতৃষ্ণা আছে; কাজেই, আমরা যেমন ক্ষুন্নিবৃত্তি হইলে খাদ্যের প্রতি বিতৃষ্ণ হই, তেমনি ঠিক সেই কারণেই অপরিহার্য্যরূপে শারীরিক প্রেমের পাত্র সম্পর্কেও ঐ অবস্থা ভোগ করি; কিন্তু আত্মার প্রেম পবিত্র, এজন্য

তাহাতে বিতৃষ্ণাও অল্পতর ; কিন্তু তাই বলিয়া, (যেমন কেহ মনে করিতে পারে,) ইহা অল্পতর সুখদায়ক নহে ; বরং আমরা যে-প্রার্থনাতে ঐ দেবীর চরণে এই ভিক্ষা করি, যে তাঁহার কৃপায় আমাদিগের বাক্য ও কার্য্য মধুময় হউক, সেই প্রার্থনাই স্পষ্টতঃ পূর্ণ হয়। কেন না, যে-আত্মা মনোহর রূপে এবং বিনম্র ও উদার প্রকৃতিতে বিকশিত হইতেছে, এবং যাহা বয়স্যগণের যুগপৎ নেতা ও হিতাকাঙ্ক্ষী, সে আত্মা যে প্রেমাস্পদকে প্রশংসা ও প্রীতি করিবে, তাহা কোনও প্রমাণের অপেক্ষা করে না ; কিন্তু এই প্রকার প্রেমিক যে প্রেম করিয়া প্রেমাস্পদদিগের প্রীতি প্রাপ্ত হইবে, আমি তাহাই প্রদর্শন করিব।

প্রথমতঃ, কে এমন ব্যক্তিকে বিদ্বেষ করিতে পারে, যাহার দ্বারা, সে জানে, সে সুন্দর ও মহৎ বলিয়া বিবেচিত হইতেছে ? আবার, যদি সে দেখিতে পায়, যে ঐ ব্যক্তি তাহার নিজের সুখ অপেক্ষা প্রেমাস্পদের গৌরবের জন্যই অধিকতর ব্যস্ত ? যদি সে অধিকন্তু বিশ্বাস করে, যে সে কোনও লঘু অপরাধ করিলে, কিংবা রোগে পড়িয়া রূপ হারাইলে তাহাদিগের ভালবাসা হ্রাস পাইবে না ? যাহারা পরস্পরকে ভালবাসে, তাহারা কি নিশ্চয়ই পরস্পরকে দেখিয়া আহ্লাদিত হয় না, প্রসন্নচিত্তে পরস্পরের সহিত আলাপ করে না, পরস্পরকে বিশ্বাস অর্পণ ও পরস্পরের নিকট হইতে বিশ্বাস লাভ করে না, পরস্পরের জন্য পূর্ব্ব হইতেই ভাবে না, মহৎ কর্ম্মের অনুষ্ঠানে পরস্পরে মিলিয়া আনন্দিত হয় না, এবং একজনের বিপৎপাতে উভয়েই একত্র দুঃখ অনুভব করে না ? যখন তাহারা সুস্থদেহে পরস্পরের সহিত মিলিত হয়, তখন কি তাহারা আনন্দে কালহরণ করে না, এবং একজন পীড়িত হইলে তাহাদিগের নিকটে কি পরস্পরের সঙ্গ অধিকতর মিষ্ট বোধ হয় না ? তাহারা যখন একত্র বাস করে, তদপেক্ষা পরস্পর হইতে দূরে অবস্থান করিবার কালে কি তাহারা একে অন্যের কথা আরও অধিক করিয়া ভাবে না ? এই প্রকার কার্য্যের মধ্য দিয়াই তাহারা পরস্পরের প্রেমে অনুরক্ত থাকে, এবং জরাজীর্ণ বয়ঃক্রম পর্য্যন্ত প্রেমসম্ভোগে জীবনযাপন করে। কিন্তু যাহার প্রেম দৈহিক আকর্ষণের উপরে নির্ভর করে, তাহার প্রেমাস্পদ কেন তাহাকে

(ভালবাসার বিনিময়ে) ভালবাসিবে ? সে যাহার জন্য লালায়িত, তাহা যে প্রাপ্ত হইয়াছে, এবং প্রেমাস্পদকে জঘন্যতম কলঙ্কে কলঙ্কিত করিয়াছে, এই জন্যই কি ? না এই জন্য, যে সে প্রেমাস্পদের প্রতি যে-প্রকার ব্যবহার করিতে ব্যগ্র হইয়াছে, তদ্দ্বারা তাহার আত্মীয়গণকে তৎপ্রতি যৎপরোনাস্তি বিমুখ করিয়া তুলিয়াছে ? সে বলপ্রয়োগ না করিয়া প্ররোচনা অবলম্বন করিয়াছে, সেই জন্যই সে অধিকতর বিদ্বেষের পাত্র ; কেন না, যে বলপ্রয়োগ করে, সে আপনাকে পাপিষ্ঠ বলিয়া প্রতিপন্ন করে ; কিন্তু যে প্ররোচনার আশ্রয় লয়, সে প্ররোচিত ব্যক্তির আত্মাকে অধোগতির পথে লইয়া যায়। আবার বাজারে পণ্যবিক্রেতা কি পণ্যক্রেতাকে ভালবাসে ? (তাহা যদি না হয়,) তবে যে-ব্যক্তি অর্থ লইয়া রূপ বিক্রয় করে, সেই বা রূপক্রেতাকে তাহার অপেক্ষা অধিক ভালবাসিবে কেন ? যে যুবক, সে অপগতযৌবনের, যে সুন্দর, সে প্রণষ্ট-সৌন্দর্য্যের, যে প্রেমাকাঙ্ক্ষী নহে, সে প্রেমাকাঙ্ক্ষীর সঙ্গে থাকে বলিয়াই যে তাহাকে ভালবাসিবে, ইহা কখনও সম্ভবপর নহে। কেন না, যে-যুবক প্রৌঢ়ের সহবাস করে, সে যোষিতের ন্যায় কামজ সুখ ভোগ করে না, কিন্তু অপ্রমত্ত ব্যক্তি মদোন্মত্তকে যে-ভাবে দর্শন করে, সে কামমুগ্ধ জনকে সেই ভাবেই দেখিয়া থাকে। সুতরাং ইহা কিছুই আশ্চর্য্য নয়, যে প্রেমাস্পদের চিত্তে প্রেমিকের প্রতি অবজ্ঞার উৎপত্তি হইবে। কেহ যদি বিষয়টী পর্য্যালোচনা করে, তবে দেখিতে পাইবে, যে যাহারা চরিত্র-গুণের জন্য পরস্পরকে ভালবাসিয়াছে, তাহাদিগের পক্ষে অপ্রীতিকর কিছুই সংঘটিত হয় নাই ; কিন্তু পঙ্কিল আসঙ্গ হইতেই বহুতর পাপফল প্রসূত হইয়াছে।

আমি এক্ষণে স্পষ্ট করিয়া দেখাইব, যে, যে আত্মার অপেক্ষা দেহকেই প্রীতি করে, তাহার সাহচর্য্য হীন। কেন না, যে-ব্যক্তি প্রেমাস্পদকে যাহা কর্ত্তব্য, তাহাই বলিতে ও করিতে শিক্ষা দেয়, সে, খাইরোন্ ও ফইনিক্স্ যেমন্ আখিলীসের নিকটে সম্মান পাইতেন, প্রেমাস্পদের নিকটে ন্যায়তঃই সেই রূপ সম্মান প্রাপ্ত হয় ; কিন্তু যে দৈহিক সুখের কামনা করে, সে সঙ্গতরূপেই ভিক্ষুকের ন্যায় প্রেমাস্পদের পশ্চাৎ ছুটিতে থাকুক।

কারণ, সে সর্ব্বদাই প্রেমাস্পদের নিকটে একটা চুম্বন বা প্রেমের এইরূপ অন্য কোনও নিদর্শন ভিক্ষা ও যাচ্ঞা করিতে করিতে তাহার সঙ্গে সঙ্গে গমন করিতেছে। আমি যদি নিঃসঙ্কোচে কথাটা বলি, তোমরা আশ্চর্য্য হইও না; কেন না, একে মন্ত আমাকে উন্মাদিত করিয়া তুলিতেছে, তাহাতে আবার যে-প্রেম আমাতে বসতি করে, তাহা তদ্বিপরীত প্রেমের বিরুদ্ধে নির্ভয়ে কথা বলিতে আমাকে উত্তেজিত করিতেছে। আমার মনে হয়, যে, যে-ব্যক্তি কেবল রূপের প্রতি মনকে নিবদ্ধ রাখিয়াছে, সে, যে কর দিয়া একখানি ক্ষেত্র গ্রহণ করিয়াছে, তাহারই মত; কেন না, ক্ষেত্রখানির মূল্য যাহাতে বর্দ্ধিত হইতে পারে, তৎপক্ষে ঐ ব্যক্তি কিছুই যত্ন করে না; কিন্তু তাহার চেষ্টা থাকে, শুধু কি করিয়া সে উহা হইতে যত অধিক সম্ভব শস্য আহরণ করিবে। পক্ষান্তরে, প্রীতিই যাহার লক্ষ্য, সে বরং তাহারই মত, যাহার নিজস্ব ক্ষেত্র আছে, কারণ, সে নানা দিক্ হইতে যথাসাধ্য ধন আহরণ করিয়া প্রেমাস্পদের মূল্য বাড়াইয়া দেয়। পুনশ্চ, যে-প্রেমাস্পদ জানে, যে সে রূপের প্রভা বিস্তার করিয়াই প্রেমিকের হৃদয়ে রাজত্ব করিবে, সে যে অন্য সমস্তই উপেক্ষা করিবে, ইহাই সম্ভব; কিন্তু যে-কেহ বুঝিয়াছে, যে সুন্দর ও মহৎ না হইলে সে প্রেমিকের প্রেম রক্ষা করিতে পারিবে না, সে বরং ধর্ম্মোপার্জ্জনে যত্নশীল হওয়াই কর্ত্তব্য বিবেচনা করে। কিন্তু যে-জন প্রেমাস্পদকে উত্তম মিত্র করিতে প্রয়াস পায়, ইহাই তাহার পক্ষে পরম শ্রেয়ঃ, যে সে বাধ্য হইয়া ধর্ম্মের অনুসরণ করে; কেন না, যে স্বয়ং পাপকর্ম্মে লিপ্ত রহিয়াছে, সে যে সহচরকে শ্রেয়ের পথ দেখাইবে; অথবা যে নির্লজ্জ ও অসংযত, সে যে প্রেমাস্পদকে সংযমী ও ব্রীড়াশীল করিয়া তুলিবে, তাহা সম্ভবপর নহে।"

তৃতীয় অধ্যায়

পারিবারিক সম্বন্ধ

প্রথম প্রকরণ

পিতামাতার প্রতি ভক্তি

পুত্র লাম্প্রক্লীসের সহিত কথোপকথন

(Memorabilia, Book II. Chapter 2)

একদিন সোক্রাটীস বুঝিতে পারিলেন, যে তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র লাম্প্রক্লীস তাহার মাতার প্রতি কুপিত হইয়াছে; তখন তিনি তাহাকে বলিলেন, "বৎস, আমায় বল তো, তুমি কি জান, যে কতকগুলি লোক অকৃতজ্ঞ বলিয়া অভিহিত হয়?" যুবক উত্তর দিল, "হাঁ, খুব জানি।"

"তবে তুমি কি বুঝিতে পারিয়াছ, কিরূপ আচরণের জন্য লোকে তাহাদিগকে এই নামে অভিহিত করে?"

"হাঁ, পারিয়াছি; যাহারা উপকার পাইয়া শক্তি থাকিতেও প্রত্যুপকার করে না, তাহাদিগকেই লোকে অকৃতজ্ঞ কহে।"

"তোমার কি তবে বোধ হয়, যে তাহারা অকৃতজ্ঞ ব্যক্তিদিগকে অন্যায়াচারীর পর্য্যায়ে স্থান দেয়?"

"হাঁ।"

"তুমি কি কখনও ভাবিয়া দেখিয়াছ, যে, যেমন স্বজনকে দাসত্বে নিয়োজিত করা অন্যায়, কিন্তু শত্রুকে দাসত্বে নিয়োজিত করা ন্যায্য বলিয়া প্রতীত হয়, তেমনি স্বজনের প্রতি অকৃতজ্ঞ হওয়া অন্যায়, কিন্তু শত্রুর প্রতি অকৃতজ্ঞ হওয়া ন্যায্য কি না?"

"নিশ্চয়ই দেখিয়াছি; মানুষ যাহার নিকটেই উপকার প্রাপ্ত হউক না কেন, সে শত্রু হউক, মিত্র হউক, যদি সে ব্যক্তি তাহার প্রত্যুপকার করিবার চেষ্টা না করে, তবে আমার মতে সে অন্যায়াচারী।"

"যদি তাহাই হয়, তবে অকৃতজ্ঞতা একরকম অবিমিশ্র অন্যায়?"

লাম্প্রক্লীস ইহাতে সায় দিল।

"তবে যদি কেহ উপকার পাইয়া প্রত্যুপকার না করে, তাহা হইলে উপকার যত অধিক, সে তত অন্যায়াচারী?"

সে ইহাতেও সায় দিল।

সোক্রাটীস বলিলেন, "সন্তান জনকজননীর দ্বারা যত উপকৃত হয়, আমরা কাহার নিকট হইতে তাহাকে তদপেক্ষা অধিকতর উপকার পাইতে দেখিয়াছি? জনকজননী তাহাদিগকে অসত্তা হইতে সত্তাতে আনয়ন করিয়াছে, যাহাতে তাহারা এমন সুন্দর পদার্থসমূহ দর্শন করে, এবং দেবগণ মানবকে যে-সকল বাঞ্ছিত বস্তু প্রদান করিয়াছেন, এমন বাঞ্ছিত সেই সমুদায় বস্তু তাহারা সম্ভোগ করিতে সমর্থ হয়। এগুলি আমাদিগের নিকটে এতই মুল্যবান্ বলিয়া বোধ হয়, যে আমরা সকলেই উহা পরিহার করিতে একান্তই পরাঙ্মুখ হই। অধিকতর অকল্যাণের ভয়ে মানুষকে অন্যায়াচরণ হইতে নিবৃত্ত রাখা যাইবে না, এই ভাবিয়া রাষ্ট্রসমূহ ঘোরতর দুষ্কার্য্যের শাস্তিস্বরূপ প্রাণদণ্ড বিধান করিয়াছে। তুমি অবশ্যই মনে কর না, যে লোকে কামচরিতার্থ করিবার জন্যই সন্তানোৎপাদন করে; যেহেতু (নগরের) পথ ও বেশ্যালয়গুলি কামোপশান্তির উপায়ে পরিপূর্ণ; আমরা বরং স্পষ্টই চিন্তা করিয়া থাকি, যে কি প্রকার রমণীর গর্ভে উৎকৃষ্ট সন্তান জন্মগ্রহণ করিবে; আমরা এই প্রকার রমণীর সহিত সঙ্গত হইয়া সন্তান উৎপাদন করি। পুরুষ সন্তানোৎপাদনে তাহার সহযোগিনী স্ত্রীকে প্রতিপালন করে; এবং যে-সকল সন্তান জন্মগ্রহণ করিবে, তাহাদিগের জীবনযাত্রা নির্ব্বাহের পক্ষে সে যাহা কিছু প্রয়োজনীয় বিবেচনা করে, তাহা তাহাদিগকে যথাসাধ্য প্রচুর পরিমাণে যোগাইয়া থাকে। স্ত্রী গর্ভধারণ ও গর্ভভার বহন করে; তজ্জন্য সে কাতর হয় এবং তাহার জীবন সঙ্কটাপন্ন হইয়া উঠে; সে নিজে যে-খাদ্য খাইয়া জীবিত থাকে, গর্ভস্থ সন্তানকে তাহার ভাগ দেয়; পরিশেষে বহুক্লেশে পূর্ণকাল গর্ভধারণ ও সন্তান প্রসব করিয়া সে তাহাকে স্তন্য দিয়া পোষণ ও লালনপালন করে;—যদিচ সে পূর্ব্বে এই শিশু হইতে কোনই উপকার প্রাপ্ত হয়

নাই, এবং শিশুও জানে না, যে কাহার নিকট হইতে সে এত স্নেহ পাইতেছে; এমন কি, উহা আপনার অভাবও জানাইতে অক্ষম; তথাপি জননী, শিশু কি পাইলে পুষ্ট ও সন্তুষ্ট হইবে, তাহা অনুমান করিয়া তাহার সকল অভাব মোচন করে; এবং দিবারাত্রি শ্রম স্বীকার করিয়া ও শিশু ইহার কি প্রতিদান করিবে, তাহা না জানিয়াও দীর্ঘকাল তাহাকে পালন করে। জনকজননী সন্তানদিগকে কেবল ভরণ পোষণ করিয়াই তৃপ্ত থাকে না; কিন্তু যখন তাহাদিগের বোধ হয়, যে শিশুরা শিক্ষা পাইবার উপযুক্ত হইয়াছে, তখন তাহারা জীবনযাত্রা নির্ব্বাহের যে যে সদুপায় অবগত আছে, তাহা তাহাদিগকে শিক্ষা দেয়। যে-সকল বিষয়ে তাহারা মনে করে, অন্য শিক্ষক তাহাদিগের অপেক্ষা অধিকতর পারদর্শী, সেগুলি শিক্ষা করিবার জন্য তাহারা সন্তানদিগকে নিজব্যয়ে ঐ শিক্ষকের নিকটে প্রেরণ করে; এবং সন্তানেরা যাহাতে যতদূর সম্ভব ভাল হয়, তজ্জন্য জনকজননী সকল রকমে প্রয়াস পায়।”

কথাগুলি শুনিয়া যুবক কহিল, “কিন্তু জননী যদি সমস্তই করিয়া থাকেন, এমন কি ইহার অনেকগুণ অধিকও করিয়া থাকেন, তথাপি তাঁহার কোপন স্বভাব কেহই সহিতে পারে না।”

সোক্রাটীস কহিলেন, “কাহার প্রচণ্ডতা তুমি অধিকতর অসহনীয় মনে কর, বন্য পশুর, না মাতার ?”

“আমি তো মনে করি, মাতার; অন্ততঃ এই প্রকার মাতার।”

“তিনি কি কখনও দংশন করিয়া বা লাথি মারিয়া তোমাকে আহত করিয়াছেন—যেমন বন্য পশু দ্বারা অনেকে আহত হয় ?”

“না, না, জেয়ুসের দিব্য, কিন্তু তিনি এমন কথা বলেন, যাহা কেহ জীবনের সর্ব্বস্ব দিয়াও শুনিতে চাহিবে না।”

সোক্রাটীস বলিলেন, “তুমি কি ভাবিয়া দেখিয়াছ, তুমি বাল্যাবধি শব্দ করিয়া, দৌরাত্ম্য করিয়া এবং অসহিষ্ণুতা প্রকাশ করিয়া দিবারাত্রি তাঁহাকে কত দুঃসহ দুঃখ দিয়াছ, এবং পীড়িত হইয়া তাঁহাকে কি চিন্তাকুল করিয়া তুলিয়াছ ?”

"কিন্তু আমি কখনও তাঁহাকে এমন কথা বলি নাই, কিংবা তাঁহার প্রতি এমন ব্যবহার করি নাই, যাহাতে তিনি লজ্জা বোধ করিতে পারেন।"

"তাতে কি? তুমি কি মনে কর, যে নটেরা নাটক-অভিনয়-কালে যে একান্ত অবমানসূচক ভাষায় পরস্পরকে সম্বোধন করে, তাহা শোনা তাহাদিগের পক্ষে যত কঠিন নয়, তোমার মাতা যাহা বলেন, তাহা শোনা তোমার পক্ষে তদপেক্ষাও কঠিন?"

"কিন্তু আমার বিশ্বাস, যে নটেরা এসমস্ত সহজেই সহিতে পারে; কারণ, তাহারা কদাপি ভাবে না, যে বক্তাদিগের মধ্যে যে-অভিনেতা তিরস্কার করিতেছে, সে প্রকৃতই দণ্ডদানের উদ্দেশ্যে তিরস্কার করিতেছে; কিংবা যে ভয় প্রদর্শন করিতেছে, সে সত্য সত্যই কোন অপকার করিবার অভিপ্রায়ে ভয় প্রদর্শন করিতেছে।"

"কিন্তু তুমি বেশ জান, যে তোমার মাতা তোমাকে যাহা বলেন, তাহা যে শুধু তোমার অপকার করিবার অভিপ্রায়ে বলেন না, তাহা নহে, কিন্তু তিনি তোমার এমন উপকার করিতে চাহেন, যেমন তিনি আর কাহারও চাহেন না; ইহা জানিয়াও তুমি তাঁহার প্রতি বিরক্ত হইতেছ? না তুমি মনে কর, যে তাঁহার তোমার সম্বন্ধে কোনও মন্দ অভিপ্রায় আছে?"

"না, আমি তাহা কখনও মনে করি না।"

তখন সোক্রাটীস বলিলেন, "তবে যে-মাতা তোমার প্রতি এমন স্নেহশীলা; তুমি পীড়িত হইলে তোমার আরোগ্যের জন্য যিনি এত যত্ন করেন; তোমার যাহাতে কোন প্রয়োজনীয় সামগ্রীরই অভাব না ঘটে, তদর্থে (যিনি সদাই ব্যস্ত); শুধু তাহাই নহে; যিনি দেবগণের চরণে এই প্রার্থনা করিতেছেন, যে তাঁহারা যেন তোমাকে বহু বাঞ্ছিত বস্তু প্রদান করেন, এবং যিনি মানস করিয়া তাঁহাদিগকে নৈবেদ্য উৎসর্গ করিতেছেন;—তুমি কি বলিতে চাও, যে তিনি কোপনস্বভাবা? আমি তো মনে করি, যে তুমি যদি এমন মাতাকে সহিতে না পার, তবে তুমি ভাল কিছুই সহিতে পারিবে না। কিন্তু আমায় বল তো, তুমি

কি ভাবিয়াছ, যে তোমার কোন মানুষেরই অনুগত হওয়া কর্ত্তব্য নয় ? না তুমি দৃঢ় সংকল্প করিয়াছ, যে তুমি কাহাকেই সন্তুষ্ট করিয়া চলিবে না, এবং কোন সেনাপতি বা শাসনকর্ত্তাকেই মানিবে না, কিংবা তাঁহাদিগের কথার বাধ্য হইবে না ?"

সে উত্তর করিল, "না, না, জেয়ুসের দিব্য, আমি তাহা কখনও ভাবি নাই।"

"তবে তুমি তোমার প্রতিবেশীকে সন্তুষ্ট করিয়া চলিতে চাও, যাহাতে তোমার আগুনের প্রয়োজন হইলে সে তোমাকে আগুন জ্বালিয়া দেয়, ইষ্টবস্তুপ্রাপ্তিতে তোমার সহায় হয়, এবং তোমার কোনও বিপদ্ উপস্থিত হইলে তৎক্ষণাৎ স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া তোমার সাহায্য করে ?"

"হাঁ, আমি চাই।"

"তার পর ? স্থলপথে বা জলপথে যে-মানুষ তোমার সহযাত্রী হয়, কিংবা ঘটনাবশে তুমি অন্য যে-সঙ্গী প্রাপ্ত হও, সে তোমার শত্রু না মিত্র, ইহাতে কি তোমার কিছুই আসিয়া যায় না ? না তুমি মনে কর, যে তাহার সৌহার্দ্দ লাভ করিবার জন্য যত্ন করাই তোমার কর্ত্তব্য ?"

"অবশ্যই কর্ত্তব্য মনে করি।"

"তাহা হইলে, তুমি ইহাদিগের শুশ্রূষা করিতে প্রস্তুত আছ, কিন্তু তোমার মাতা—যিনি তোমাকে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ভালবাসেন—তাঁহার অনুগত হওয়া কর্ত্তব্য বলিয়া বিবেচনা কর না ? তুমি কি জান না, যে রাষ্ট্র অন্য প্রকার অকৃতজ্ঞতা এক তিলও গ্রাহ্য করে না, এবং তাহার বিচারেরও কোনও ব্যবস্থা নাই; যাহারা উপকার পাইয়া প্রত্যুপকার করে না, উহা তাহাদিগকে উপেক্ষা করে; কিন্তু যে-সন্তান পিতামাতার সেবা করে না, তাহার প্রতি রাষ্ট্র দণ্ডবিধান করে, এবং তাহার চরিত্র পরীক্ষা করিয়া তাহাকে রাষ্ট্রীয় কার্য্য হইতে বঞ্চিত রাখে ও তাহাকে আর্খোণের পদ লাভ করিতে দেয় না; যেহেতু প্রচলিত বিশ্বাস এই, যে, এই প্রকার লোক রাষ্ট্রের পক্ষে বলি উৎসর্গ করিলে

তাহা বৈধ হয় না, এবং সে অন্য কোন কর্ম্মও সুষ্ঠুরূপে ও ন্যায্যভাবে সম্পাদন করিতে পারে না? বস্তুতঃ, যদি কেহ উপরত পিতামাতার সমাধি যথাবিধি রক্ষা না করে, তবে রাষ্ট্র রাষ্ট্রীয়কর্ম্মপ্রার্থীদিগের যোগ্যতা-পরীক্ষাকালে তদ্বিষয়ে অনুসন্ধান করিয়া থাকে। অতএব, বৎস, তুমি যদি সুবোধ হও, তবে তোমার মাতার প্রতি একটুকুও অশ্রদ্ধা প্রকাশ করিয়া থাকিলে দেবগণের চরণে এই ভিক্ষা করিও, যে তাঁহারা যেন তোমাকে ক্ষমা করেন; নতুবা তোমাকে অকৃতজ্ঞ জ্ঞান করিয়া তাঁহারা তোমার কল্যাণ করিতে বিমুখ হইবেন। লোকে যাহাতে পিতামাতার প্রতি উদাসীন দেখিয়া তোমাকে ঘৃণা না করে, এবং তুমি যাহাতে বান্ধববিহীন হইয়া না পড়, সে জন্য তোমাকে জনসমাজের মতামত বিষয়েও সাবধান হইতে হইবে; কারণ, তাহারা যদি তোমাকে পিতামাতার প্রতি অকৃতজ্ঞ বলিয়া সন্দেহ করে, তবে কিছুতেই বিশ্বাস করিবে না, যে তোমার কোনও উপকার করিলে তাহারা প্রত্যুপকার প্রাপ্ত হইবে।"

দ্বিতীয় প্রকরণ

সৌভ্রাত্র

থাইরেক্রাটীসের সহিত কথোপকথন

(Book II. Chapter 3)

থাইরেফোন ও থাইরেক্রাটীস নামক দুই ভ্রাতা সোক্রাটীসের পরিচিত ছিল। তিনি জানিতে পারিলেন, যে তাঁহাদিগের পরস্পরের সহিত সম্প্রীতি নাই; তখন একদিন তিনি থাইরেক্রাটীসকে দেখিতে পাইয়া বলিলেন, "থাইরেক্রাটীস, আমাকে বল, তুমি নিশ্চয়ই সেই সকল মানুষের মধ্যে গণ্য নও—গণ্য কি?—যাহারা ভ্রাতা অপেক্ষা ধনকেই অধিকতর মূল্যবান্ জ্ঞান করে? ধন তো জ্ঞানহীন, কিন্তু ভ্রাতা জ্ঞানবান্; ধনের প্রহরীর আবশ্যক, কিন্তু ভ্রাতা প্রহরীর কার্য্য করিতে সমর্থ; তা' ছাড়া, ধন প্রচুর মিলে, কিন্তু ভ্রাতা আছে তোমার মোটে একজন। ইহাও আশ্চর্য্যের বিষয়, যে, এক ব্যক্তি যদি তাহার সহোদরগণের সম্পত্তির

অধিকারী না হয়, তবে সে সহোদরদিগকে তাহার ক্ষতির কারণ মনে করে; অথচ, সে যদি পুরবাসীদিগের সম্পত্তি না পায়, তবে পুরবাসীদিগকে ক্ষতির কারণ বিবেচনা করে না। কিন্তু শেষোক্ত স্থলে সে এইরূপ বিচার করিতে পারে, যে, তাহাকে যখন সমাজে বহুজনের সহিত বাস করিতে হইবে, তখন একাকী পুরবাসীদিগের ধন আত্মসাৎ করিয়া বিপদের মধ্যে বাস করা অপেক্ষা নিরাপদে যথোপযুক্ত ধন সম্ভোগ করাই শ্রেয়স্কর; কিন্তু সে ভ্রাতাদিগের সম্বন্ধে এই প্রকার বিচার করিতে জানে না। তৎপরে, যাহাদিগের সামর্থ্য আছে, তাহারা সহকর্ম্মী পাইবার অভিপ্রায়ে দাসদাসী ক্রয় করে, এবং সহায়ের আবশ্যক বলিয়া বন্ধুবান্ধব সংগ্রহ করিয়া রাখে; অথচ তাহারা সহোদরদিগকে অবহেলা করে, যেন পুরবাসীরা তাহাদিগের বন্ধু হইতে পারে, কিন্তু সহোদরেরা বন্ধু হইতে পারে না। অপিচ, একই জনকজননী হইতে জন্মগ্রহণ করা, এবং একত্র প্রতিপালিত হওয়া—ইহা নিশ্চয়ই বন্ধুত্ববন্ধনের পরম সহায়; যেহেতু বন্য পশুদিগেরও একত্র প্রতিপালিত হইলে পরস্পরের প্রতি একরকম আকর্ষণ জন্মে। এতদ্ব্যতীত, যাহাদিগের সহোদর নাই, তাহাদিগের অপেক্ষা, যাহাদিগের সহোদর আছে, তাহাদিগকে লোকে অধিক সম্মান করে, এবং তাহাদিগকে আক্রমণ করিতেও কম সাহসী হয়।"

থাইরেক্রাটীস কহিল, "সোক্রাটীস, আমাদিগের বিরোধ যদি একান্তই গুরুতর হইয়া না দাঁড়াইত, তবে হয় তো আমার ভ্রাতাকে সহ্য করাই আমার কর্ত্তব্য হইত, এবং তুচ্ছ কারণে তাহাকে বর্জ্জন করা কর্ত্তব্য হইত না; কেন না, তুমি যেমন বলিতেছ, ভাই যদি যে-প্রকার হওয়া উচিত, ঠিক সেই প্রকার হয়, তবে সে এক বহুমূল্য ধন। কিন্তু তাহার যখন সকলেরই অভাব, এবং সে যখন সর্ব্বাংশেই আমার একেবারে বিরোধী, তখন কেন আমি একটা অসাধ্য সাধন করিতে প্রয়াস পাইব?"

তখন সোক্রাটীস বলিলেন, "থাইরেক্রাটীস, থাইরেফোন যেমন তোমাকে সন্তুষ্ট করিতে পারে না, তেমনি কি সে কোন লোককেই সন্তুষ্ট করিতে পারে না, না এমন কেহ কেহ আছে, যাহাদিগকে সে নিশ্চয়ই সন্তুষ্ট করিতে পারে?"

"হাঁ, সোক্রাটীস, আমি ঠিক এই কারণেই তো তাহাকে বিদ্বেষ করি—সঙ্গতরূপেই বিদ্বেষ করি—যে সে আর সকলকেই সন্তুষ্ট রাখিতে পারে, কেবল আমার সহিত যখনই দেখা হয়, তখনই কথায় ও কাজে সর্ব্বত্র আমার ক্ষতি করে, উপকার কিছুই করে না।"

"তবে কি (কথাটা এই, যে) যে-ব্যক্তি ঘোড়া ব্যবহার করিতে জানে না, সে যদি ঘোড়া ব্যবহার করিতে যায়, তবে ঘোড়া যেমন তাহার ক্ষতির কারণ হয়, তেমনি যে ভ্রাতার সহিত ব্যবহার করিতে জানে না, সে যদি ভ্রাতাকে চালাইতে চায়, তবে ভ্রাতাও তাহার পক্ষে তেমনি ক্ষতির কারণ হইয়া উঠে ?"

"কিন্তু আমি কেমন করিয়া জানি না, যে, আমার ভ্রাতার সহিত কিরূপ ব্যবহার করিতে হয়, যখন, যে আমার প্রশংসা করে, আমি তাহার প্রশংসা করিতে জানি, এবং যে আমার উপকার করে, তাহার উপকার করিতেও জানি ? কিন্তু যে-লোক কথায় ও কাজে আমাকে শুধু বিরক্ত করিতেই চেষ্টা করে, তাহাকে আমি প্রশংসা করিতে পারিব না, তাহার উপকার করিতেও পারিব না—কখনও করিতে চেষ্টাও করিব না।"

সোক্রাটীস বলিলেন, "খাইরেক্রাটীস, কি আশ্চর্য্য কথাই বলিতেছ ! যদি তোমার একটা কুকুর মেষ রক্ষা করিবার কাজে দক্ষতা দেখায়, এবং তোমার রাখালদিগের ভক্ত হয়, কিন্তু তুমি নিকটে আসিলেই ক্রুদ্ধ হইয়া উঠে, তবে তুমি তাহার প্রতি বিরক্তি প্রকাশ করিতে বিরত হইবে, এবং সকরুণ ব্যবহার দ্বারা তাহাকে শান্ত করিতে প্রয়াস পাইবে ; অথচ তুমি বলিতেছ, যে যদিও তোমার ভ্রাতা যদি উপযুক্ত ভ্রাতা হয়, তবে সে তোমার এক মহাধন, এবং যদিও তুমি স্বীকার করিতেছ, যে তুমি তাহার প্রশংসা ও উপকার করিতেও জান, তথাপি সে যাহাতে তোমার পরম বান্ধব হয়, সে জন্য তুমি কোন চেষ্টাই করিবে না ?"

খাইরেক্রাটীস কহিল, "সোক্রাটীস, আমি আশঙ্কা করি, যে আমার সে প্রকার জ্ঞান নাই, যাহাতে আমি খাইরেফোনকে উপযুক্ত ভ্রাতা করিয়া গড়িয়া তুলিতে পারি।"

"কিন্তু আমার তো বোধ হয়, যে তাহার সম্বন্ধে একটা বিচিত্র বা আশ্চর্য্য কাণ্ড করিবার কোনই প্রয়োজন নাই, কারণ, আমি মনে করি, যে তুমি নিজে যে-সকল উপায় অবগত আছ, তাহাতেই তাহাকে আকৃষ্ট করিয়া তোমার প্রতি একান্ত অনুরক্ত করিতে পারিবে।"

"আমাকে তবে আগে বল,—তুমি কি বুঝিতে পারিয়াছ, যে আমি একটা প্রেমের যাদু জানি, যদিচ আমি যে তাহা জানি, সে সকল কথা ভুলিয়াই গিয়াছিলাম?"

"তুমি আমাকে বল, তোমার যদি ইচ্ছা থাকে, যে তোমার পরিচিত লোকের মধ্যে কেহ যখন বলি প্রদান করে, তখন সে যাহাতে তোমাকে ভোজনের নিমন্ত্রণ করে, তুমি তাহার সেইরূপ মত করাইবে, তবে তুমি কি কর?"

"এ তো সুস্পষ্ট, যে প্রথমেই আমি যখন বলি প্রদান করিব, তখন তাহাকে নিমন্ত্রণ করিয়া আনিব।"

"তুমি যখন বিদেশে যাইবে, তখন যদি তোমার বন্ধুদিগের তাহাকেও তোমার সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণের ভার লইতে সম্মত করাইতে চাও, তবে তুমি কি করিবে?"

"ইহাও সুস্পষ্ট, যে প্রথমে সে যখন বিদেশে যাইবে, তখন আমি তাহার সম্পত্তির রক্ষণাবেক্ষণের ভার লইতে চাহিব।"

"তুমি যখন অন্য দেশে যাও, তখন যদি সেই দেশের মিত্রকে তোমার আতিথ্যসৎকারে সম্মত করাইতে চাও, তবে তুমি কি কর?"

"ইহাও সুস্পষ্ট, যে সে যখন আথেন্সে আসিবে, তখন অগ্রে আমি তাহার আতিথ্যসৎকার করিব। আর, আমি যে-উদ্দেশ্যে তাহার দেশে যাইব, তাহাকে যদি তদ্বিষয়ে সাহায্য করিবার জন্য উৎসাহী করিতে চাই, তবে সে যখন আমার দেশে আসিবে, তখন স্পষ্টই অগ্রে আমি তাহাকে তদ্রূপ সাহায্য করিব।"

"তবে মানবসমাজে যত প্রেমের যাদু আছে, তুমি অজ্ঞাতসারে বহুকাল হইতেই সেগুলি আয়ত্ত করিয়া রাখিয়াছ। না তুমি ভয় পাইতেছ, যে তুমি যদি অগ্রে তোমার ভ্রাতার প্রতি সদ্ব্যবহার করিতে চাও, তবে

তুমি হীন বলিয়া প্রতীয়মান হইবে ? অথচ, যে অগ্রে শত্রুদিগের অপকার ও বন্ধুজনের উপকার করে, সে অতীব প্রশংসাযোগ্য বলিয়া গণ্য হয়। সুতরাং যদি আমার বোধ হইত, যে খাইরেফোন তোমার অপেক্ষা বন্ধুত্ব-স্থাপনে অগ্রসর হইবার অধিকতর উপযুক্ত, তবে আমি তাহাকেই বুঝাইতে চেষ্টা করিতাম, যে সে যেন প্রথমেই তোমাকে বন্ধু করিতে প্রয়াস পায় ; এখন কিন্তু আমার মনে হইতেছে, যে তুমিই এই কর্ম্মে অগ্রবর্ত্তী হইবার অধিকতর যোগ্য।”

খাইরেক্রাটীস কহিল, “সোক্রাটীস, তুমি অসঙ্গত কথা বলিতেছ, মোটেই তোমার উপযুক্ত কথা বলিতেছ না ; কেন না, আমি কনিষ্ঠ, অথচ তুমি আমাকেই নেতৃত্ব গ্রহণ করিতে আহ্বান করিতেছ ; সমগ্র মানবজাতির প্রথা কিন্তু ঠিক ইহার বিপরীত। সকল কথায় ও সকল কার্য্যে জ্যেষ্ঠ নেতৃত্ব করিবে, সর্ব্বত্র ইহাই রীতি।”

সোক্রাটীস বলিলেন, “সে কি ? পথে দৈবাৎ সাক্ষাৎ হইলে কনিষ্ঠ জ্যেষ্ঠকে পথ ছাড়িয়া দিবে ; উপবিষ্ট থাকিলে তাঁহাকে দেখিয়া উঠিয়া দাঁড়াইবে ; কোমল আসন দিয়া তাঁহার অভ্যর্থনা করিবে, এবং আলাপ-কালে তাঁহার পশ্চাতে থাকিবে—ইহাই কি সর্ব্বত্র রীতি নয় ? হে সৌম্য, সঙ্কোচ করিও না, তোমার ভ্রাতাকে প্রসন্ন করিতে প্রয়াসী হও, তাহা হইলে সে অচিরাৎ তোমার কথায় কর্ণপাত করিবে। তুমি কি দেখিতেছ না, যে সে কেমন সম্মানপ্রিয় ও উদারচিত্ত ? যাহারা নীচাশয়, তাহাদিগকে কিছু দান করিয়া তুমি যেমন আকর্ষণ করিতে পারিবে, এমন আর কিছুতেই নয় ; কিন্তু সুন্দর ও মহৎ মানুষকে তুমি সর্ব্বাপেক্ষা প্রেমপূর্ণ ব্যবহার দ্বারাই আপনার করিয়া লইতে পারিবে।”

তখন খাইরেক্রাটীস বলিল, “কিন্তু আমি এ সমস্ত করিলেও যদি সে পূর্ব্বাপেক্ষা ভাল না হয় ?”

সোক্রাটীস উত্তর করিলেন, “তাহাতে তোমার আর কি ক্ষতি হইবে ? তুমি শুধু ইহাই দেখাইবে, যে তুমি সহৃদয়, ও ভ্রাতার প্রতি অনুরক্ত, আর সে অসার, এবং সপ্রেম ব্যবহারের অযোগ্য। কিন্তু এরকম কিছু হইবে বলিয়া আমার বোধ হয় না ; আমি মনে করি, যে সে যখন দেখিবে, যে

তুমি তাহাকে এই প্রকার দ্বন্দ্বে আহ্বান করিতেছ, তখন সে যাহাতে কথায় ও কার্য্যে সদ্ব্যবহার দ্বারা তোমাকে অতিক্রম করিতে পারে, সেই জন্যই সংগ্রামে রত হইবে। তোমাদিগের অবস্থাটা এক্ষণে এই প্রকার—ঈশ্বর যে হাত দুখানি পরস্পরের সাহায্যের জন্য সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহারা যদি সেই উদ্দেশ্য সম্পন্ন না করিয়া পরস্পরকে বাধা দিতে আরম্ভ করে; কিংবা ঈশ্বরের বিধানে যে পা' দুখানি পরস্পরের সহযোগিতার অভিপ্রায়ে রচিত হইয়াছে, তাহারা যদি তাহা অবহেলা করিয়া পরস্পরের ব্যাঘাত উৎপাদন করিতে থাকে, তবে যেমন হয়, (তোমাদিগের অবস্থাও ঠিক তাই।) যাহা আমাদিগের উপকারের জন্য সৃষ্ট হইয়াছে, তাহা আমাদিগের অপকারের জন্য ব্যবহার করা কি ঘোর অজ্ঞতা ও দুর্ভাগ্যের বিষয় নয়? আমার তো অধিকন্তু বোধ হয়, যে, হস্তদ্বয়, পদদ্বয়, নয়নদ্বয় ও মানুষের অন্যান্য যে-সকল প্রত্যঙ্গ ঈশ্বর যুগ্ম করিয়া রচনা করিয়াছেন, সে সমুদায় অপেক্ষাও তিনি ভ্রাতৃদ্বয়কে পরস্পরের অধিকতর উপকারের জন্য সৃষ্টি করিয়াছেন। কেন না, হাত দুখানিকে যদি একই সময়ে দুই গজের অধিক দূরে কোন কাজ করিতে হয়, তবে তাহারা তাহা করিতে পারিবে না; পা' দুখানি এককালে দুই গজ ব্যবধানে দুইটী পদার্থের নিকটে যাইতে সমর্থ হইবে না; চক্ষু দুইটী যদিচ বহু দূরে পঁহুছিতে পারে বলিয়া বোধ হয়, তথাপি যে-পদার্থগুলি অতি নিকটে, সেগুলিও তাহারা যুগপৎ সম্মুখে ও পশ্চাতে দেখিতে পায় না। কিন্তু দুই ভ্রাতা পরস্পরের প্রতি অনুরক্ত হইলে, অতি দূরদেশে থাকিয়াও সমকালে কার্য্য করিয়া একে অন্যের ইষ্ট সাধন করিতে পারে।"

চতুর্থ অধ্যায়

কর্ম্মক্ষেত্র

প্রথম প্রকরণ

শাসনকর্ত্তার গুণ

গ্লৌকোনের সহিত কথোপকথন

(Book III. Chapter 6)

আরিষ্টোনের পুত্র গ্লৌকোন, (১) বিশ বৎসর বয়স না হইতেই, রাষ্ট্রের শাসনকার্য্যের ভার লইবার লালসায় জনসাধারণের নিকটে বক্তৃতা করিবার উদ্যম করিয়াছিল; তাহার অন্যান্য আত্মীয় বন্ধু থাকিলেও, তাহাকে যে লোকে বক্তৃতামঞ্চ হইতে টানিয়া নামাইয়া দিয়াছিল, এবং সে যে তাহাতে হাস্যাস্পদ হইয়াছিল, তাহা কেহই নিবারণ করিতে পারে নাই। সোক্রাটীস গ্লৌকোনের পুত্র খামিডীস, ও প্লেটোকে প্রীতি করিতেন বলিয়া ইহার প্রতিও প্রীতিমান্ ছিলেন; একা তিনিই তাহাকে প্রতিনিবৃত্ত করিতে পারিয়াছিলেন। একদা দৈবাৎ তাহার সাক্ষাৎ পাইয়া, সে যাহাতে তাঁহার বাক্যে কর্ণপাত করে, তদুদ্দেশ্যে তিনি প্রথমে তাহাকে এই বলিয়া থামাইলেন, "গ্লৌকোন, তুমি কি আমাদিগের হিতার্থে পুরীর পরিচালনা করিবার সংকল্প করিয়াছ?"

সে বলিল, "হাঁ, সোক্রাটীস।"

সোক্রাটীস বলিলেন, "জেয়ুসের দিব্য, কাজটা নিশ্চয়ই মহৎ—যদি মানবসমাজে মহৎ কিছু থাকে; কেন না, ইহা সুস্পষ্ট, যে যদি তুমি সফলকাম হও, তবে তুমি যাহা কিছু বাঞ্ছা কর, সকলই লাভ করিতে সমর্থ হইবে, এবং আত্মীয় স্বজনের উপকার করিবারও অবসর পাইবে; তুমি পৈত্রিক গৃহের উন্নতি সাধন করিবে, ও স্বদেশকে ধনৈশ্বর্য্যে মহীয়ান্

(১) প্লেটোর ভ্রাতা।

করিয়া তুলিবে ; অপিচ, তুমি প্রথমে এই পুরীতে, তৎপরে সমগ্র হেলাসে, এবং হয় তো থেমিষ্টক্লীসের ন্যায় বর্ব্বর জাতির মধ্যেও খ্যাতিমান্ হইয়া উঠিবে; এবং তুমি যেখানেই থাক না কেন, সর্ব্বত্র লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবে।”

কথাগুলি শুনিয়া গ্লৌকোন গর্ব্বে স্ফীত হইল, এবং আনন্দিতহৃদয়ে সেখানে দাঁড়াইয়া রহিল। তৎপরে সোক্রাটীস বলিলেন, “কিন্তু গ্লৌকোন, ইহাও কি সুস্পষ্ট নয়, যে তুমি যদি সম্মানিত হইতে চাও, তবে তোমাকে রাষ্ট্রের হিতসাধন করিতে হইবে ?”

“নিশ্চয়ই।”

“দেবতার দিব্য, আমাদিগের নিকটে গোপন করিও না, কিন্তু আমাদিগকে বল, তুমি কোন্ পথে রাষ্ট্রের হিতসাধন করিতে আরম্ভ করিবে ?”

গ্লৌকোন নীরব রহিল ; যেন মনে মনে আলোচনা করিতে লাগিল, সে কোথা হইতে হিতসাধন করিতে আরম্ভ করিবে। সোক্রাটীস তখন বলিলেন, “তুমি যদি কোনও বন্ধুপরিবারকে আঢ্য করিতে চাও, তবে তো তাহার ধন বৃদ্ধি করিতে চেষ্টা করিবে ? তেমনি তুমি কি রাষ্ট্রের ধন বৃদ্ধি করিতে প্রয়াস পাইবে ?”

“অবশ্য।”

“যদি রাষ্ট্রের রাজস্ব বৃদ্ধি পায়, তবেই তো উহার ধন বৃদ্ধি পাইবে ?”

“তাহাই সম্ভব।”

“তবে আমাকে বল, এক্ষণে কোন্ কোন্ স্থান হইতে রাজস্বগুলি উৎপন্ন হইতেছে, এবং উহার পরিমাণ কত ? কেন না, তুমি নিশ্চয়ই ভাবিয়া রাখিয়াছ, যে যদি কোন রাজস্ব ন্যূন হয়, তবে তুমি তাহা পূরণ করিবে ; এবং যদি কোনটী একেবারেই উপেক্ষিত হয়, তবে তৎস্থলে আয়ের একটা নূতন পথও বাহির করিতে পারিবে।”

“না, না, জেয়ুসের দিব্য, আমি এগুলি ভাবিয়া দেখি নাই।”

“তা' বেশ, যদি তুমি এই বিষয়টী উপেক্ষা করিয়া থাক, তবে আমাদিগকে রাষ্ট্রের ব্যয় সম্বন্ধে বল ; কারণ, যথায় অতিরিক্ত

ব্যয় হইতেছে, তুমি নিশ্চয়ই তথায় উহা কমাইবার সংকল্প করিয়াছ।"

"কিন্তু, জেয়ুসের দিব্য, আমি এগুলিও ভাবিবার অবসর পাই নাই।"

"তাহা হইলে আমরা রাষ্ট্রের ধন বৃদ্ধি করিবার কল্পনা স্থগিত রাখি; কারণ, যে-ব্যক্তি রাষ্ট্রের আয়ব্যয় সম্বন্ধে অজ্ঞ, সে কি করিয়া এই সকল ব্যাপারের তত্ত্বাবধান করিবে?"

গ্লৌকোন কহিল, "কিন্তু, সোক্রাটীস, শত্রু হইতেও তো রাষ্ট্রের ধন বৃদ্ধি করা সাধ্যায়ত্ত।"

সোক্রাটীস বলিলেন, "খুবই সাধ্যায়ত্ত, যে শত্রুর অপেক্ষা বলবান্, তাহার পক্ষে; কিন্তু যে দুর্ব্বল, সে, যাহা আছে, তাহাও হারাইতে পারে।"

"সত্য কথাই বলিয়াছ।"

"সুতরাং, যে-ব্যক্তি কোন্ পক্ষের সহিত যুদ্ধ করা উচিত, তদ্বিষয়ে আমাদিগকে পরামর্শ দিতেছে, তাহার কর্ত্তব্য এই, যে সে স্বীয় রাষ্ট্রের ও প্রতিপক্ষের বল অবধারণ করিবে, যাহাতে, তাহার রাষ্ট্র প্রবলতর হইলে সে যুদ্ধ করিতে পরামর্শ দিতে পারে; এবং উহা প্রতিপক্ষ অপেক্ষা দুর্ব্বলতর হইলে, সতর্কতা অবলম্বন করিবার মত করাইতেও সমর্থ হয়।"

"ঠিক বলিতেছ।"

"তবে প্রথমে এই পুরীর পদাতিকবল ও নৌবল কত, এবং তৎপরে শত্রুগণের পদাতিকবল ও নৌবলই বা কত, তাহা আমাদিগকে বল।"

"কিন্তু, জেয়ুসের দিব্য, তাহা আমি তোমাকে এ রকম হঠাৎ মুখে মুখে বলিতে পারি না।"

"আচ্ছা, যদি তাহা তোমার লেখা থাকে, তবে লইয়া আইস; আমি অত্যন্ত আহ্লাদের সহিত উহা শুনিব।"

"কিন্তু, জেয়ুসের দিব্য, আমি উহা কোথাও লিখিয়া রাখি নাই।"

"তাহা হইলে আমরা আপাততঃ যুদ্ধের আলোচনাটাও ছাড়িয়া দিই; কেন না, ব্যাপারগুলি অতি গুরুতর, এবং তুমি সবেমাত্র রাজকার্য্য পরিচালন করিতে আরম্ভ করিয়াছ, হয় তো এই জন্য তুমি বিষয়টী এখনও

পরীক্ষা করিয়া উঠিতে পার নাই। কিন্তু, আমি জানি, তুমি দেশের রক্ষা সম্বন্ধে পর্য্যালোচনা করিয়াছ ; কোন্ কোন্ থানা অনুকূল স্থানে স্থাপিত হইয়াছে, কোন্ কোন্ থানা হয় নাই ; কতগুলি লোক উহাদিগের রক্ষার পক্ষে যথেষ্ট, কতগুলি যথেষ্ট নয়—তুমি এ সমস্তই অবগত আছ ; অপিচ তুমি পুরীকে এই পরামর্শ দিবে, যে, যে-থানাগুলি অনুকূল স্থানে অবস্থিত, সে গুলিকে দৃঢ়তর করা হউক, এবং যেগুলি নিরর্থক, সেগুলি উঠাইয়া দেওয়া যাক।”

“জেয়ুসের দিব্য, আমি সব কয়টাই উঠাইয়া দিতে পরামর্শ দিব, কেন না, প্রহরীরা এমনই পাহারা দেয়, যে ধনসম্পত্তি চুরি হইয়া দেশের বাহিরে চলিয়া যাইতেছে।”

সোক্রাটীস বলিলেন, “আচ্ছা, যদি থানাগুলি উঠাইয়া দেওয়া যায়, তবে তুমি কি মনে কর না, যে, যাহার ইচ্ছা তাহাকেই লুঠ করিবার সুযোগ দেওয়া হইবে? কিন্তু তুমি কি নিজে যাইয়া সব পর্য্যবেক্ষণকরিয়াছ? অথবা তুমি কিরূপে জানিলে, যে প্রহরীরা শৈথিল্য করিয়া পাহারা দেয়?”

“আমি অনুমান করিতেছি।”

“আমরা কি তবে যখন অনুমান ছাড়িয়া দিব এবং বিষয়গুলি নিশ্চিতরূপে বুঝিব, তখন একটা সিদ্ধান্তে উপনীত হইব?”

গ্লৌকোন উত্তর করিল, “বোধ হয় তাহাই ভাল হইবে।”

“আমি কিন্তু জানি, যে তুমি কখনও রৌপ্যখনিতে যাও নাই, সুতরাং তুমি বলিতে পারিবে না, যে পূর্ব্বে উহা হইতে যে-আয় হইত, এখন তদপেক্ষা অল্প হইতেছে কেন?”

“না, আমি সেখানে কখনও যাই নাই।”

সোক্রাটীস বলিলেন, “হাঁ, জেয়ুসের দিব্য, লোক বলে, যে জায়গাটা ভারী অস্বাস্থ্যকর ; সুতরাং যখন এ বিষয়ে পরামর্শ করিবার প্রয়োজন হইবে, তখন তোমার পক্ষে ঐ ওজুহাতই যথেষ্ট কাজ করিবে।”

গ্লৌকোন বলিল, “তুমি ঠাট্টা করিতেছ।”

“কিন্তু আমি নিশ্চয়ই জানি, যে তুমি এ বিষয়টাও উপেক্ষা কর নাই, এবং ইহাও ভাবিয়া দেখিয়াছ, যে, দেশে যে-শস্য উৎপন্ন হয়, তাহা কতকাল

পুরীর পোষণের পক্ষে পর্য্যাপ্ত, এবং সম্বৎসরের জন্য উহার কত শস্যের প্রয়োজন; যাহাতে তোমার অজ্ঞাতসারে পুরীতে দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইতে না পারে; বরং তুমি নিজের অভিজ্ঞতা হইতে নিত্যব্যবহার্য্য সামগ্রী সম্বন্ধে পুরীকে পরামর্শ দিয়া উহার সাহায্য ও রক্ষা করিতে পার।"

"আমাকে যদি এতগুলি বিষয়ে মনোনিবেশ করিতে হয়, তবে তো তুমি এক মহা বিশাল ব্যাপারের প্রস্তাব করিতেছ।"

"যাহা হউক, কেহই কদাপি তাহার নিজের গৃহের উত্তম ব্যবস্থা করিতে পারে না, যদি সে না জানে, তাহার কি কি বস্তুর আবশ্যক; এবং যদি সে যত্নপূর্ব্বক সমুদায় অভাব পূরণ না করে। কিন্তু যখন এই পুরীতে দশ সহস্রের অধিক গৃহ আছে, এবং যখন এককালে এতগুলি গৃহের তত্ত্বাবধান করা কঠিন, তখন তুমি কেন প্রথমে একটা গৃহের—তোমার পিতৃব্যের গৃহের—সাহায্য করিতে চেষ্টা কর নাই? উহার সাহায্যের প্রয়োজনও আছে। যদি তুমি এক গৃহের সাহায্য করিতে সমর্থ হও, তবেই তুমি অধিক গৃহের হিতসাধনে প্রয়াসী হইতে পার; কিন্তু যদি তুমি একজনের উপকার করিতে পারগ না হও, তবে তুমি কি করিয়া বহুজনের উপকার করিতে পারগ হইবে? যেমন, যে-ব্যক্তি এক মণ (talent) ভার বহন করিতে অক্ষম, ইহা কি সুস্পষ্ট নয়, যে তাহার পক্ষে এক মণের অধিক ভার বহিবার চেষ্টা অকর্ত্তব্য?"

গ্লোকোন বলিল, "কিন্তু আমার পিতৃব্য যদি আমার কথা শুনিয়া চলিতে প্রস্তুত থাকেন, তবে আমি নিশ্চয়ই তাঁহার গৃহের উপকার করিতে পারি।"

সোক্রাটীস বলিলেন, "যদি তুমি তোমার পিতৃব্যকেই তোমার কথানুসারে চালাইতে না পার, তবে তোমার পিতৃব্য-সহিত সমুদায় আথীনীয়দিগকে তোমার কথা মানিয়া চলিতে সম্মত করাইতে সমর্থ হইবে? গ্লোকোন, সাবধান, তুমি বা খ্যাতির লালসায় তাহার বিপরীত ফলই লাভ কর। তুমি কি দেখিতেছ না, যে, যে যাহা বুঝে না, সে বিষয়ে তাহার কথা বলা বা কাজ করা কি বিপজ্জনক? তোমার পরিচিত অন্যান্য লোকের মধ্যে যাহাদিগের প্রকৃতি এ প্রকার, যে তাহারা

যাহা জানে না, তদ্বিষয়ে অবলীলাক্রমে কথা বলে ও কাজ করিতে যায়, তাহাদিগের সম্বন্ধে চিন্তা কর; তোমার কি মনে হয়, যে তাহারা এ প্রকার করিয়া নিন্দা অপেক্ষা প্রশংসাই অধিক অর্জ্জন করে? কিংবা অবজ্ঞাত না হইয়া বরং কীর্ত্তিমান্ বলিয়াই বিবেচিত হয়? আবার, যাহারা জানিয়া শুনিয়া কথা বলে ও কাজ করে, তাহাদিগের সম্বন্ধেও চিন্তা কর; আমার বোধ হয়, তাহা হইলে তুমি দেখিবে, যে, সমুদায় ব্যাপারেই, যাহারা বিজ্ঞতমের মধ্যে গণ্য, তাহারাই প্রশংসাভাজন ও কীর্ত্তিমান্; এবং যাহারা নিতান্ত অজ্ঞের মধ্যে গণ্য, তাহারাই নিন্দিত ও অবজ্ঞাত। অতএব, যদি তুমি স্বরাষ্ট্রে প্রশংসা ও প্রতিপত্তি অর্জ্জন করিতে অভিলাষী হও, তবে যাহা করিতে চাহিতেছ, যথাসাধ্য তাহার জ্ঞান লাভ করিতে চেষ্টা কর; কারণ, যদি তুমি অন্য সকলকে জ্ঞানে পরাস্ত করিয়া রাষ্ট্রের পরিচর্য্যা করিতে প্রয়াস পাও, তবে তুমি যাহা আকাঙ্ক্ষা করিতেছ, তাহাতে অতি সহজে কৃতকার্য্য হইলে আমি বিস্মিত হইব না।"

দ্বিতীয় প্রকরণ

নায়কের গুণ

নিকমাখিডীসের সহিত কথোপকথন

(Book III. Chapter 4)

একদিন নিকমাখিডীসকে রাজপুরুষ নির্ব্বাচনের স্থান হইতে আসিতে দেখিয়া সোক্রাটীস তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "নিকমাখিডীস, কে কে সেনাপতি নির্ব্বাচিত হইল?" সে বলিল, "আথীনীয়েরা কি অতি মন্দ লোক নয়, সোক্রাটীস? তাহারা আমাকে নির্ব্বাচন করিল না—অথচ আমি ছোট ও বড় দলের নায়কের তালিকায় পড়িয়া রহিয়া কত কাল হইতে যুদ্ধ করিয়া আসিতেছি, এবং রণক্ষেত্রে কতবার আহত হইয়াছি, (বলিতে বলিতে সে বস্ত্র সরাইয়া ক্ষতচিহ্নগুলি দেখাইল;) আর তাহারা কি না আন্টিস্থেনীসকে নির্ব্বাচন করিল, যে পূর্ণাস্ত্র সৈনিকরূপে কোন

কালেই যুদ্ধে যায় নাই, ও অশ্বারোহী দলেও আশ্চর্য্য কিছুই করে নাই; এবং যে অর্থ সঞ্চয় করা বই আর কোন কর্ম্মই জানে না।”

সোক্রাটীস বলিলেন, “এ কাজটা কি তবে ভাল নয়? কেন না, সে তাহা হইলে সৈন্যগণকে প্রয়োজনীয় সামগ্রী যোগাইতে সমর্থ হইবে।”

নিকমাখিডীস কহিল, “কিন্তু বণিকেরা অর্থ সংগ্রহ করিতে পারে, তাই বলিয়া তাহারা সেনাপতি হইবার যোগ্য নয়।”

“কিন্তু আন্টিস্থেনীস অন্তরে উচ্চাকাঙ্ক্ষা পোষণ করে; সেনাপতির পক্ষে এই গুণটীও প্রয়োজনীয়। তুমি কি দেখ নাই, যে সে যখনই নটনায়কের ভার লইয়াছে, তখনই সকল নটদলেই জয়লাভ করিয়াছে?” (১)

“কিন্তু, জেয়ুসের দিব্য, নটনায়ক ও সেনানায়কের কর্ম্ম মোটেই একরকম নয়।”

“কিন্তু আন্টিস্থেনীস সঙ্গীত ও নৃত্যশিক্ষাদানে পারদর্শী না হইয়াও উহার উৎকৃষ্ট শিক্ষক আহরণ করিতে সমর্থ হইয়াছিল।”

“তবে সে সেনাপরিচালনে ও সৈন্যগণকে রণসজ্জায় সজ্জিত করিবার জন্য অন্য লোক সংগ্রহ করিবে, এবং তাহার হইয়া যুদ্ধ করিবার জন্য অন্য লোক ডাকিয়া আনিবে।”

সোক্রাটীস বলিলেন, “বেশ কথা, সে যেমন নটগণের শিক্ষায় উৎকৃষ্ট লোক পাইয়াছিল, তেমনি যদি সামরিক ব্যাপারেও উৎকৃষ্ট লোক পায় ও তাহাদিগকে নিযুক্ত করে, তবে সে সম্ভবতঃ এক্ষেত্রেও জয়ী হইবে, এবং ইহাও সম্ভব, যে, সে স্বীয় শাখার পক্ষে নটদল দ্বারা জয়ী হইবার জন্য অর্থ ব্যয় করিতে যত উৎসাহিত হইয়াছিল, সমগ্র পুরীর পক্ষে সংগ্রামে জয়লাভ করিবার জন্য তদপেক্ষা অধিকতর উৎসাহী হইবে।”

“সোক্রাটীস, তুমি কি বলিতে চাও, যে একই মানুষের পক্ষে সম্যক্ রূপে নটনায়কের কার্য্য করা ও সম্যক্ রূপে সেনাপতির কার্য্য করা সম্ভবপর?”

“আমি বলিতেছি, যে একজন যে কর্ম্মেই অধ্যক্ষতা করুক, সে যদি জানে, যে তাহার কি কি আবশ্যক, এবং সে যদি তাহা আহরণ করিতে

(১) প্রথম খণ্ড, ৪৩৩ পৃষ্ঠা।

সক্ষম হয়, তবে সে নিপুণ অধ্যক্ষ হইবে—তা' সে নটদল, পরিবার, পুরী, বা সেনানী—যাহার অধ্যক্ষতাতেই প্রতিষ্ঠিত থাকুক না কেন।"

"জেয়ুসের দিব্য, সোক্রাটীস, আমি কখনও ভাবি নাই, যে তোমার মুখে এমন কথা শুনিব, যে যাহারা গার্হস্থ্যকর্ম্মে দক্ষ, তাহারা দক্ষ সেনাপতিও হইতে পারে।"

সোক্রাটীস বলিলেন, "তবে এস, আমরা বিচার করিয়া দেখি, ইহাদিগের প্রত্যেকের কর্ত্তব্য কি; তাহা হইলে বুঝিতে পারিব, কর্ত্তব্যগুলি এক, না কোন কোন বিষয়ে বিভিন্ন।"

"স্বচ্ছন্দে।"

"আচ্ছা, যাহারা তাহাদিগের অধীন, তাহাদিগকে বাধ্য ও অনুগত করিয়া গড়িয়া তোলা কি উভয়েরই কর্ত্তব্য নয়?"

"নিশ্চয়।"

"তার পর? যাহারা যে-কর্ম্মের উপযুক্ত, প্রত্যেককে সেই কর্ম্ম নির্দ্দেশ করা (কি উভয়েরই কর্ত্তব্য নয়?")

"এ কথাও ঠিক।"

"তৎপরে, যাহারা মন্দ, তাহাদিগকে দণ্ড দেওয়া, এবং যাহারা ভাল, তাহাদিগকে পুরস্কৃত করা, আমি বিবেচনা করি, উভয়ের পক্ষেই সঙ্গত।"

"তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই।"

"অধীন ব্যক্তিদিগকে নিজেদের প্রতি প্রসন্ন রাখা—ইহাও কি উভয়ের পক্ষেই শোভন কর্ম্ম নয়?"

"হাঁ, ইহাও সত্য।"

"সহায় ও সহযোগী সংগ্রহ করা তোমার মতে উভয়েরই কর্ত্তব্য? না নয়?"

"খুবই কর্ত্তব্য।"

"তার পর, ধনরক্ষণে সুদক্ষ হওয়া কি উভয়ের পক্ষেই উচিত নহে?"

"অত্যন্ত উচিত।"

"তবে, আপন আপন কর্ম্মে পরিশ্রমী ও যত্নশীল হওয়া দুইয়ের পক্ষেই বাঞ্ছনীয় ?"

"হাঁ, এই সমুদায় দুইয়ের পক্ষেই সমান ; কিন্তু যুদ্ধ করা দুই জনেরই কর্ত্তব্য নহে।"

"কিন্তু দুই জনেরই নিশ্চয় শত্রু আছে ?"

"খুব সম্ভব, আছে।"

"অপিচ, তাহাদিগকে পরাভব করা উভয়ের পক্ষেই বাঞ্ছনীয় ?"

"অবশ্য ; কিন্তু সে কথা ছাড়িয়া দিয়া আমি জিজ্ঞাসা করি, যুদ্ধ করিবার প্রয়োজন হইলে গার্হস্থ্য বিদ্যা হইতে কোন্ উপকার হইবে ?"

সোক্রাটীস উত্তর করিলেন, "এ ক্ষেত্রে নিশ্চয়ই উহা মহোপকার সাধন করিবে ; কেন না, সুদক্ষ গৃহপতি জানে, যে যখন শত্রুর সহিত যুদ্ধ উপস্থিত হয়, তখন তাহাদিগের উপরে জয়লাভ করার মত এমন সার্থক ও লাভজনক আর কিছুই নাই, এবং পরাজিত হওয়ার ন্যায় এমন অনর্থ ও ক্ষতির মূলও আর কিছু নাই ; এজন্য সে উৎসাহের সহিত জয়ের উপায় অন্বেষণ ও আহরণ করিতে ব্যাপৃত হইবে ; এবং যে যে কারণে সে পরাজিত হইতে পারে, যত্নপূর্ব্বক তৎপতি দৃষ্টি রাখিবে, ও তাহা হইতে আপনাকে রক্ষা করিবে ; অধিকন্তু, যদি সে দেখিতে পায়, যে তাহার সেনানী জয় লাভ করিতে পারিবে, তবে সে প্রবল উদ্যমে যুদ্ধ করিবে ; এবং—ইহাও একান্ত উপেক্ষণীয় বিষয় নহে—যদি সে (যুদ্ধার্থ) প্রস্তুত না হইয়া থাকে, তবে যুদ্ধ হইতে বিনিবৃত্ত থাকিবে। অতএব, নিকমাখিডীস, সুদক্ষ গৃহপতিদিগকে অবজ্ঞা করিও না ; কেন না, ব্যক্তিগত বিষয়কর্ম্মের তত্ত্বাবধান, এবং সাধারণ বিষয়কর্ম্মের তত্ত্বাবধান, এই উভয়ের পার্থক্য শুধু পরিমাণে ; অন্যান্য বিষয়ে উহাদিগের সাদৃশ্য রহিয়াছে। কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা গুরুতর কথা এই, যে, মানুষ ছাড়া কোনটীর ব্যাপারই নির্ব্বাহিত হয় না ; এবং এক শ্রেণীর মানুষ যে ব্যক্তিগত বিষয়কর্ম্মের, ও অন্য শ্রেণীর মানুষ সাধারণ বিষয়কর্ম্মের তত্ত্বাবধান করে, তাহাও নহে ; যেহেতু ব্যক্তিগত বিষয়কর্ম্মের অধ্যক্ষেরা যে-শ্রেণীর মানুষ কার্য্যে নিযুক্ত করে, সাধারণ বিষয়-কর্ম্মের অধ্যক্ষগণ তদপেক্ষা ভিন্ন শ্রেণীর মানুষ কার্য্যে নিয়োগ করে না।

যাহারা জানে, কিরূপে তাহাদিগকে খাটাইতে হয়, তাহারা ব্যক্তিগত ও সাধারণ, এই দ্বিবিধ কর্ম্মই উত্তমরূপে সম্পাদন করে; কিন্তু যাহারা তাহা জানে না, তাহারা উভয়ত্রই প্রমাদে পতিত হইয়া থাকে।"

তৃতীয় প্রকরণ

শ্রমের মর্য্যাদা

আরিষ্টার্খসের সহিত কথোপকথন

(Book II. Chapter 7)

বন্ধুজন অজ্ঞতাবশতঃ সঙ্কটে পতিত হইলে সোক্রাটীস সুপরামর্শ দিয়া তাহাদিগকে সাহায্য করিতেন; যাহারা দারিদ্র্যনিবন্ধন ক্লেশ পাইত, তাহাদিগকে তিনি সাধ্যানুসারে পরস্পরের সাহায্য করিতে উপদেশ দিতেন। এ সম্বন্ধে আমি নিজে তাঁহার মুখে যাহা শুনিয়াছি, তাহাই বর্ণনা করিতেছি।

একদিন তিনি আরিষ্টার্খসকে বিষণ্ণ দেখিয়া বলিলেন, "আরিষ্টার্খস, তোমাকে দেখিয়া বোধ হইতেছে, যে তুমি একটা দুশ্চিন্তার ভার বহন করিতেছ; তোমার বন্ধুদিগকে এই ভারের ভাগ দেওয়া উচিত; কারণ, আমরা হয় তো উহা কিঞ্চিৎ লঘু করিতে পারিব।"

আরিষ্টার্খস বলিল, "হাঁ, সোক্রাটীস, আমি মহা সঙ্কটে পতিত হইয়াছি; কারণ, যদবধি এই পুরীতে বিপ্লব ঘটিয়াছে, এবং বহুলোক পাইরাইয়ুসে পলাইয়া গিয়াছে, তদবধি আমার বর্ত্তমান সহোদরা, ভ্রাতুষ্পুত্রী, ভাগিনেয়ী এবং খুড়তাত জেঠতাত ভগিনী এতগুলি আসিয়া আমার গৃহে জড় হইয়াছে, যে এখন উহাতে স্বাধীন পুরুষরমণীই চৌদ্দ জন বাস করিতেছে, (দাসদাসীর তো কথাই নাই;) পক্ষান্তরে, আমাদিগের ভূমি হইতে আমরা এখন কোনই উপস্বত্ব পাই না, কেন না, শত্রুরা তাহা অধিকার করিয়াছে; বাটীগুলি হইতেও কোনও আয় হয় না, কারণ নগরে এখন অল্প লোকই বিদ্যমান আছে; আমাদিগের জিনিসপত্রও কেহ ক্রয় করিবে না; কোথাও যে টাকা ধার পাইব, তাহারও সম্ভাবনা নাই;

আমার তো বোধ হয়, যে বরং রাস্তায় খুঁজিলে টাকা পাওয়া যাইবে, তবু ধার চাহিয়া পাওয়া যাইবে না। সোক্রাটীস, আত্মীয়স্বগণ মৃত্যুমুখে পতিত হইতেছে, ইহা দেখিয়া নিশ্চেষ্ট থাকাও কঠিন, অথচ বর্ত্তমান অবস্থায় আমি এতগুলি লোককে প্রতিপালন করিতেও অক্ষম।"

কথাগুলি শুনিয়া সোক্রাটীস বলিলেন, "ইহা তবে কিরূপে সম্ভব হইল, যে ঐ কেরামোন বহু লোক প্রতিপালন করিয়াও শুধু নিজের ও এতগুলি লোকের জন্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী যোগাইতে সমর্থ হইয়াছে, তাহা নহে, অধিকন্তু তাহার এত আয় হইতেছে, যে সে ধনী হইয়া উঠিয়াছে? আর তুমি বহু লোক পোষণ করিতেছ বলিয়া ভয় পাইতেছ, যে তাহারা বা সকলেই প্রয়োজনীয় সামগ্রীর অভাবে মৃত্যুমুখে পতিত হয়?"

"কিন্তু সে যে দাসদাসী প্রতিপালন করে, আর আমি স্বাধীনপুরুষ-রমণী পোষণ করি।"

"তুমি তবে কাহাদিগকে শ্রেষ্ঠ মনে কর—তোমার গৃহের স্বাধীন পুরুষরমণীদিগকে, না কেরামোনের অধীন দাসদাসীদিগকে?"

"আমি আমার গৃহের স্বাধীন পুরুষরমণীদিগকেই শ্রেষ্ঠ বিবেচনা করি।"

"ইহা কি তবে লজ্জার বিষয় নয়, যে সে নিকৃষ্টতর লোকের সাহায্যেই প্রচুর ধন উপার্জ্জন করে, আর তুমি উৎকৃষ্টতর লোক থাকিতে অভাবে ক্লেশ পাইবে?"

"হাঁ, কথাটা খুবই ঠিক; কিন্তু সে শ্রমশিল্পী প্রতিপালন করে, আর আমি যাহাদিগকে পোষণ করি, তাহারা ভদ্রলোকের শিক্ষা পাইয়াছে।"

"তাহা হইলে, শ্রমশিল্পীরাই প্রয়োজনীয় সামগ্রী উৎপাদন করিতে জানে?"

"নিশ্চয়ই।"

"আচ্ছা, যবের ছাতু কি একটা প্রয়োজনীয় বস্তু?"

"খুব।"

"রুটি কি?"

"কম প্রয়োজনীয় নয়।"

"তার পর? পুরুষ ও রমণীর পরিচ্ছদ, খিটোন, অঙ্গরক্ষা, হাতকাটা জামা, এগুলি?"

"এ সকলই অত্যন্ত প্রয়োজনীয়।"

"তবে কি তোমার গৃহের কেহই এগুলি তৈয়ার করিতে জানে না?"

"আমার তো বিশ্বাস, তাহারা সবই জানে।"

"আচ্ছা, তুমি কি জান না, যে নৌসিকুডীস উক্ত সামগ্রীগুলির মধ্যে একটী—কেবল যবের ময়দা—তৈয়ার করিয়াই শুধু যে নিজের ও দাসদাসীর ভরণপোষণ নির্ব্বাহ করিতেছে, তাহা নহে; সে তদুপরি বহু গো ও শূকর পালন করিতেছে, এবং তাহার এত আয় হইতেছে, যে সে প্রায়শঃ নিজব্যয়ে রাষ্ট্রের উৎসবাদি সম্পন্ন করিতেছে? কুরীবস রুটি তৈয়ার করিয়া দাসদাসী প্রতিপালন করিতেছে, এবং বহুব্যয়সাধ্য বিলাসিতায় নিমগ্ন রহিয়াছে? কলুটসবাসী ডীমেয়াস অঙ্গরক্ষা, মেনোন পশমের উত্তরীয়, এবং মেগারার অধিকাংশ লোক হাতকাটা জামা তৈয়ার করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করে?"

"হাঁ, নিশ্চয়ই করে; কেন না, তাহারা বর্ব্বর দাসদাসী ক্রয় করিয়া গৃহে রাখে, এবং তাহাদিগকে নিজেদের ইচ্ছামত কাজ করিতে বাধ্য করে; কিন্তু আমি যাহাদিগকে গৃহে স্থান দিয়াছি, তাহারা স্বাধীন ও আমার স্বগণ।"

সোক্রাটীস বলিলেন, "তবে কি তুমি মনে কর, যে তাহারা যখন স্বাধীন ও তোমার স্বগণ, অতএব ভোজন করা ও নিদ্রা যাওয়া ছাড়া তাহাদিগের আর কিছুই করা উচিত নয়? অন্যান্য স্বাধীন লোকের মধ্যে যাহারা জীবনযাপনের অনুকূল শিল্পকলা অবগত আছে, এবং তাহার চর্চ্চা করে, তাহাদিগের অপেক্ষা, যাহারা ঐ প্রকার জীবন যাপন করে, তাহাদিগকেই কি তুমি অধিকতর আরামে কাল কাটাইতে দেখ, ও অধিকতর সুখী বিবেচনা কর? তুমি কি মনে কর, যে, মানুষের যে-বিষয়ের জ্ঞান লাভ করা কর্ত্তব্য, তাহা শিক্ষা করা; এবং সে যাহা শিক্ষা করিয়াছে, তাহা স্মরণ রাখা; দেহের স্বাস্থ্য ও বল বিধান করা; জীবনধারণের উপযোগী সামগ্রীসমূহ উপার্জ্জন ও রক্ষা করা—এই

সমুদায়ের জন্য আলস্য ও ঔদাস্যই মানবের পক্ষে হিতকর, এবং পরিশ্রম ও প্রযত্ন মোটেই হিতকর নহে? আর তুমি যে বলিতেছ, তাহারা কতকগুলি শিল্পকলা শিক্ষা করিয়াছে,—সেগুলি জীবনযাত্রার পক্ষে নিষ্প্রয়োজন, এবং তাহারা তন্মধ্যে কোনটীরই চর্চ্চা করিবে না—এই ভাবে কি তাহারা উহা শিক্ষা করিয়াছিল? না, ঠিক উল্‌টা, তাহারা উহাতে নিযুক্ত থাকিবে, ও উহা হইতে উপকার লাভ করিবে, এই জন্যই উহা শিখিয়াছিল? কোন্ অবস্থায় মানুষ অধিকতর সংযমী হয়—সে যখন আলস্যে কালযাপন করে, না যখন হিতকর কর্ম্মে রত থাকে? সে কখন অধিকতর ন্যায়বান্ হয়—যখন সে কর্ম্মে নিবিষ্ট থাকে, না যখন সে আলস্যে নিমগ্ন থাকিয়া ভাবে, কিরূপে সে নিত্যব্যবহার্য্য সামগ্রী সংগ্রহ করিবে? বর্ত্তমান অবস্থায় আমার তো মনে হইতেছে, যে তুমিও তোমার কুটুম্বিনীদিগকে ভালবাস না, তাহারাও তোমাকে ভালবাসে না; কেন না, তুমি ভাবিতেছ, যে তাহারা তোমার ভারস্বরূপ হইয়াছে; তাহারা দেখিতেছে, যে তুমি তাহাদিগকে গৃহে স্থান দিয়া বিরক্ত হইয়াছ। ইহা হইতে এই একটা বিপদ্ দেখা যাইতেছে, যে তোমাদিগের পরস্পরের প্রতি বিদ্বেষ বৃদ্ধি পাইবে, এবং পূর্ব্বতন সদ্ভাব হ্রাস পাইবে। কিন্তু তুমি যদি এই প্রকার ব্যবস্থা কর, যে তাহারা কর্ম্মে রত থাকে, তবে তাহারা তোমার উপকার করিতেছে দেখিয়া তুমিও তাহাদিগকে ভালবাসিবে, এবং তাহারাও তোমাকে তাহাদিগের প্রতি প্রসন্ন দেখিয়া তোমাকে প্রীতি করিবে; অপিচ, অতীতের উপকার অধিকতর আহ্লাদের সহিত স্মরণ করিয়া তোমরা তজ্জনিত সম্প্রীতি বর্দ্ধিত করিবে, এবং এইরূপে পরস্পরের প্রতি অধিকতর অনুরক্ত ও আদরণীয় হইয়া উঠিবে। যদি তাহারা লজ্জাজনক কোনও কর্ম্ম করিতে যাইত, তবে তদপেক্ষা নিশ্চয় মৃত্যুই বাঞ্ছনীয় হইত; কিন্তু যাহা নারীজাতির পক্ষে উৎকৃষ্ট ও বৈধ বলিয়া বিবেচিত হয়, তাহারা এক্ষণে তাহাই জানে বলিয়া বোধ হইতেছে; এবং সকল লোকেই, যাহা তাহারা জানে, তাহাই সহজে, ক্ষিপ্রগতিতে, সুষ্ঠুরূপে ও আনন্দের সহিত সম্পাদন করে। অতএব, যে-কার্য্য দ্বারা তুমি ও তাহারা (দুই পক্ষই) লাভবান্ হইবে,

তাহাদিগকে তাহা সম্পাদন করিবার অনুরোধ করিতে সঙ্কুচিত হইও না; খুব সম্ভব তাহারাও আহ্লাদসহকারে তোমার কথা মানিয়া চলিবে।"

আরিষ্টার্খস বলিল, "দেবতার দিব্য, সোক্রাটীস, তুমি আমার বিবেচনায় এমন উপাদেয় উপদেশই দিয়াছ, যে যদিচ আমি এযাবৎ ঋণ করা সঙ্গত বোধ করি নাই, কেন না, আমি জানি, যে যাহা ঋণ করিব, তাহা পরিশোধ করিতে পারিব না, তথাপি এখন আমার মনে হইতেছে, যে কাজ আরম্ভ করিবার উপযোগী অর্থ সংগ্রহের জন্য আমি ঋণ করিতে পারি।"

এই পরামর্শ অনুসারে কার্য্য আরম্ভ করিবার উপযুক্ত অর্থ সংগৃহীত হইল, এবং আরিষ্টার্খস স্ত্রীলোকদিগকে পশম কিনিয়া দিল; তাহারাও কাজ করিতে করিতে মাধ্যাহ্নিক ভোজন, এবং কাজ শেষ করিয়া রাত্রিকালীন আহার করিতে লাগিল; যে-স্থলে তাহারা বিরসবদন ছিল, সে স্থলে তাহারা প্রফুল্ল হইল, এবং পূর্ব্বের ন্যায় পরস্পরকে ক্রূর দৃষ্টিতে না দেখিয়া, তাহারা এক্ষণে পরস্পরকে প্রসন্নচিত্তে দেখিতে আরম্ভ করিল; অপিচ, তাহারা আরিষ্টার্খসকে রক্ষক জ্ঞানে ভালবাসিতে লাগিল; আরিষ্টার্খসও উপকারী বলিয়া তাহাদিগের প্রতি অনুরক্ত হইল। পরিশেষে, সে একদিন সোক্রাটীসের নিকটে আসিয়া সমুদায় বর্ণনা করিল, এবং বলিল, "স্ত্রীলোকেরা অভিযোগ করিতেছে, যে আমার গৃহে আমিই একা নিষ্কর্ম্মা বসিয়া থাকিয়া ভোজন করিতেছি।"

সোক্রাটীস তখন বলিলেন, "তুমি তাহাদিগকে কুকুরের উপাখ্যানটা বল নাই? কথিত আছে, যে পশুরা যখন কথা বলিতে পারিত, তখন একদা এক মেষী তাহার প্রভুকে কহিল, 'আপনি কি অদ্ভুত কাজই করিতেছেন—আমরা আপনাকে পশম, শাবক ও নবনীত যোগাই, অথচ আমরা ভূমি হইতে যাহা পাই, তা' ছাড়া আপনি আমাদিগকে কিছুই দেন না, আর ঐ কুকুরটা আপনাকে ওরকম কিছুই দেয় না, কিন্তু আপনি ওকে নিজের খাদ্যের ভাগ দিতেছেন।' তখন কুকুর এ কথা শুনিয়া বলিল, 'হাঁ, সে তো বটেই, কারণ আমিই তো তোমাদিগকে রক্ষা করি, এবং সেই জন্যই তোমাদিগকে লোকে চুরি

করিতে পারে না, নেকড়ে বাঘেও লইয়া যাইতে পারে না; কিন্তু আমি যদি তোমাদিগের প্রহরী হইয়া না থাকিতাম, তবে বিনষ্ট হইবার ভয়ে তোমরা খাইতেও সমর্থ হইতে না।' কথিত আছে, যে ইহা শুনিয়া মেষেরা স্বীকার করিল, যে কুকুরই অধিকতর সমাদরের পাত্র। অতএব তুমিও কুটুম্বিনীদিগকে বল, যে কুকুরের স্থলে তুমিই তাহাদিগের প্রহরী ও পর্য্যবেক্ষক; এবং তোমার জন্যই কেহ তাহাদিগের প্রতি অত্যাচার করিতে পারে না, ও তোমার জন্যই তাহারা আপন আপন কর্ম্ম করিয়া নিরাপদে ও সুখে কালযাপন করিতেছে।"

চতুর্থ প্রকরণ

স্বদেশের সেবা

খার্মিডীসের সহিত কথোপকথন

(Book III. Chapter 7)

সোক্রাটীস দেখিলেন, যে গ্লৌকোনের পুত্র খার্মিডীস যদিচ প্রশংসনীয় লোক, এবং যাহারা তৎকালে রাজকার্য্য পরিচালন করিতেছিল, তাহাদিগের অপেক্ষা যোগ্যতর, তথাপি সে জনসাধারণের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া বক্তৃতা করিতে ও রাষ্ট্রীয় কর্ম্মের ভার লইতে সঙ্কোচ বোধ করিতেছে; ইহা দেখিয়া তিনি বলিলেন, "খার্মিডীস, আমায় বল তো, যদি কোনও ব্যক্তি জাতীয় উৎসবে বিজয়ী হইয়া মুকুট পাইবার, এবং তদ্দ্বারা স্বয়ং গৌরবান্বিত হইবার ও স্বদেশকে গ্রীসে অধিকতর প্রখ্যাত করিবার সামর্থ্য থাকিতেও প্রতিদ্বন্দ্বিতায় প্রবৃত্ত হইতে না চাহে, তবে তুমি সেই ব্যক্তিকে কি প্রকৃতির লোক বলিয়া বিবেচনা কর?"

"আমি নিশ্চয়ই তাহাকে ভীরু ও উদ্যমবিহীন বলিয়া বিবেচনা করিব।"

"আর, যদি কেহ রাষ্ট্রীয় কর্ম্মের ভার গ্রহণ করিয়া পুরীর শ্রীবৃদ্ধি সাধন, এবং তদ্দ্বারা আপনাকে গৌরবান্বিত করিবার সামর্থ্য থাকিতেও

উক্ত ভার লইতে একান্ত সঙ্কোচ বোধ করে, তবে কি সে ন্যায্যরূপেই উদ্যমবিহীন বলিয়া বিবেচিত হইবে না ?"

"হইতে পারে, বোধ হয় ; কিন্তু তুমি আমাকে একথা জিজ্ঞাসা করিতেছ কেন ?"

"এই জন্য, যে তুমি সামর্থ্য থাকিতেও, পুরবাসীরূপে যে-সকল রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে তোমার সহযোগিতা করা কর্ত্তব্য, সেই সকল ব্যাপারের ভার লইতেও সঙ্কুচিত হইতেছ।"

খার্মিডীস বলিল, "তুমি কোন্ ব্যাপারে আমার সামর্থ্যের পরিচয় পাইয়া আমার প্রতি এই প্রকার অভিযোগ করিতেছ ?"

সোক্রাটীস বলিলেন, "যাহারা রাষ্ট্রীয় কর্ম্মে নিযুক্ত আছে, তাহাদিগের সহিত তুমি যে-সকল সঙ্গতে মিলিত হও, তাহাতে ; কেন না, আমি দেখিতে পাই, যে তাহারা যখন কোনও ব্যাপারে তোমার পরামর্শ জিজ্ঞাসা করে, তখন তুমি উত্তম পরামর্শ প্রদান কর ; এবং যদি তাহারা কোনও বিষয়ে ভ্রমে পতিত হয়, তবে তুমি সমীচীনভাবে তাহার সমালোচনা করিয়া থাক।"

"কিন্তু, সোক্রাটীস, গৃহে অপরের সহিত আলাপ করা, এবং জন-সাধারণের সমক্ষে বক্তৃতার পরীক্ষা দেওয়া এক কথা নহে।"

"অথচ, যাহারা গণনা করিতে জানে, তাহারা যেমন একাকী গণনা করিতে পারে, বহুজনের সমক্ষেও তদপেক্ষা কম গণনা করিতে পারে না ; এবং যাহারা একাকী উৎকৃষ্ট বীণা বাজাইতে পারে, তাহারা বহুজনের সম্মুখেও উৎকৃষ্ট বীণাবাদনের পরিচয় দেয়।"

"তুমি কি দেখিতেছ না, যে লজ্জা ও ভয় মানুষের স্বভাবসিদ্ধ ধর্ম্ম, এবং উহারা গার্হস্থ্য সম্মিলন অপেক্ষা বহুজনের মধ্যেই আমাদিগকে অধিক অভিভূত করে ?"

"কিন্তু, আমি তোমাকে না বলিয়া পারিতেছি না, যে তুমি অত্যন্ত বুদ্ধিমান্ লোকের মধ্যে লজ্জায় কাতর হও না, এবং একান্ত শক্তিশালী লোকের সমক্ষেও ভয় পাও না ; কিন্তু যাহারা নিতান্ত অবোধ ও দুর্ব্বল, তাহাদিগের নিকটেই তুমি লজ্জায় বক্তৃতা করিতে পার না। তুমি

কাহাদের নিকটে বক্তৃতা করিতে সঙ্কোচ বোধ করিতেছ? ঐ ধোপা, মুচী, ছুতার, কামার, কৃষক, সমুদ্রগামী বণিক্ ও দোকানদারদিগের নিকটে? যে-দোকানদারেরা বসিয়া বসিয়া কেবলই ভাবিতেছে, কোন্ জিনিসটা একটু সস্তায় কিনিয়া বেশী দরে বেচিতে পারিবে? জনসভা তো ঐ সকল লোক লইয়াই গঠিত হইয়াছে। যে-মল্ল অভিজ্ঞ প্রতিপক্ষ-দিগকে পরাজিত করিবার শক্তি থাকিতেও অশিক্ষিত প্রতিপক্ষকে ভয় করে, তোমার বিবেচনায় তাহার সহিত তোমার ব্যবহারের পার্থক্য কি? কেন না, যাহারা রাষ্ট্রীয় কর্ম্মে যশোলাভ করিয়াছে, তাহাদিগের সহিত তুমি অনায়াসে আলাপ করিতে সমর্থ, (তাহাদিগের মধ্যে কেহ কেহ তোমাকে অবজ্ঞা করে;) এবং যাহারা রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে জনসাধারণের নিকটে বক্তৃতা করে, তাহাদিগের অনেকের অপেক্ষা তুমি শ্রেষ্ঠ; অথচ যাহারা রাষ্ট্রীয় বিষয়ে কোন দিন চিন্তা করে নাই, এবং যাহারা তোমার প্রতি কদাপি অবজ্ঞাও প্রকাশ করে নাই, তুমি কি তাহাদিগের নিকটেই উপহাসাস্পদ হইবার ভয়ে বক্তৃতা করিতে সঙ্কোচ বোধ করিতেছ না?"

"সে কি? তোমার কি মনে হয় না, যে যাহারা জনসভায় যুক্তিযুক্ত কথা বলে, তাহাদিগকেও অনেক সময়ে জনসাধারণ উপহাস করে?"

সোক্রাটীস বলিলেন, "অপর লোকেও তো তাহাই করে; এই জন্যই তোমার সম্বন্ধে আমার আশ্চর্য্য বোধ হয়, যে তাহারা যখন উপহাস করে, তখন তুমি অক্লেশে তাহাদিগকে বশীভূত করিতে পার; অথচ তুমি ভাবিতেছ, যে তুমি কস্মিন্ কালেও অপর পক্ষের (অর্থাৎ জনসাধারণের) সম্মুখীন হইতে সমর্থ হইবে না। হে সৌম্য, আপনার সম্বন্ধে অজ্ঞ থাকিও না; এবং অধিকাংশ লোক যে-ভ্রম করে, সেই ভ্রমে পতিত হইও না; কেন না, ইতর জন অন্যের কার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করিবার জন্য লালায়িত, কিন্তু আপনার কার্য্য-পরীক্ষায় উদাসীন। অতএব, তুমিও এই কর্ত্তব্যটী অবহেলা করিও না; কিন্তু স্বীয় শক্তির উৎকর্ষ সাধনে যত্নবান্ হও; এবং যদি তোমার দ্বারা কোনও বিষয়ে স্বদেশের উন্নতি সাধন সম্ভবপর হয়, তবে রাষ্ট্রীয় কর্ম্মে ঔদাস্য প্রকাশ করিও না; কারণ, যদি রাষ্ট্রের সমুদায় ব্যাপার সুষ্ঠুরূপে নির্ব্বাহিত হয়, তবে শুধু যে অন্য

পুরবাসীরা উপকৃত হইবে, তাহা নহে; কিন্তু তোমার আত্মীয়স্বজনও তাহাতে নিতান্ত অল্প উপকৃত হইবে না।"

পঞ্চম প্রকরণ

ন্যায় ও নিয়ম

হিপ্পিয়াসের সহিত কথোপকথন

(Book IV. Chapter 4)

সোক্রাটীস ন্যায় সম্বন্ধে কি মত পোষণ করিতেন, তাহাও গোপন করেন নাই; প্রত্যুত তিনি তাহা কার্য্যে প্রদর্শন করিতেন; তিনি ব্যক্তিগত জীবনে সকলের সহিতই বিধিসঙ্গত ও হিতকর ব্যবহার করিতেন, এবং রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে কর্ত্তৃপক্ষ কি পুরীতে কি যুদ্ধক্ষেত্রে নিয়মানুগত যাহা কিছু আদেশ করিতেন, তাহাই পালন করিতেন; এজন্য তিনি নিয়মানুগত্যে সর্ব্বোপরি সুবিদিত ছিলেন। তৎপরে, তিনি যখন জনসভায় অধ্যক্ষের পদে অধিষ্ঠিত হইয়াছিলেন, তখন তিনি জনসাধারণকে অবৈধরূপে মত প্রকাশ করিয়া একটা বিষয়ের মীমাংসা করিতে দেন নাই; কিন্তু তিনি বিধির পক্ষ হইয়া জনসাধারণের এমন প্রচণ্ড ক্রোধের সম্মুখীন হইয়াছিলেন, যে আমার মনে হয় না, অন্য কোনও মানুষ তেমন ভাবে উহার প্রতিকূলে দণ্ডায়মান হইতে পারিত। পুনশ্চ, যখন ত্রিংশন্নায়ক তাঁহাকে বিধিবিরুদ্ধ কোনও কর্ম্ম করিতে আদেশ করিত, তখন তিনি সে আদেশ মান্য করিতেন না; তাহার দৃষ্টান্ত যথা—যখন তাহারা তাঁহাকে যুবকগণের সহিত আলাপ করিতে নিষেধ করিয়া দিয়াছিল, এবং তাঁহাকে ও অপর কতিপয় পুরবাসীকে একব্যক্তিকে বধ করিবার জন্য ধরিয়া লইয়া আসিতে আদেশ করিয়াছিল, তখন একা তিনিই অবৈধ বলিয়া ঐ আদেশ পালন করেন নাই। তার পর, অন্য লোকে অভিযুক্ত হইলে বিচারালয়ে বিচারকগণের অনুগ্রহ লাভের আশায় বক্তৃতা করিত, তাঁহাদিগের তোষামোদ করিত, তাঁহাদিগের কৃপা ভিক্ষা করিত; এ সকলই নিয়মবিরুদ্ধ, অথচ ইহাই রীতি হইয়া

দাঁড়াইয়াছিল; এবং অনেকে এই প্রকার করিয়া অনেক সময়ে বিচারক-গণের হস্ত হইতে অব্যাহতিও পাইত। কিন্তু যখন সোক্রাটীস মেলীটসের দ্বারা অভিযুক্ত হইলেন, তখন তিনি বিচারালয়ে বিধিবিরোধী কোন রীতিরই অনুসরণ করিতে স্বীকৃত হইলেন না; কিন্তু যদিচ তিনি সামান্য ভাবে ঐ রকম কিছু করিলে অনায়াসেই বিচারকগণের নিকটে মুক্তি লাভ করিতেন, তথাপি তিনি বিধি ল ন করিয়া বাঁচিয়া থাকা অপেক্ষা বিধির বাধ্য থাকিয়া মরণকেই বরণ করিলেন।

তিনি অপরের সহিত এ বিষয়ে বহুবার আলাপ করিয়াছেন; কিন্তু তাঁহার যে একদা ঈলিসবাসী হিপ্পিয়াসের সহিত ন্যায় সম্বন্ধে কথোপকথন হইয়াছিল, তাহা আমি জানি। উহার মর্ম্ম প্রদত্ত হইতেছে।

হিপ্পিয়াস কিছুকাল অন্যত্র থাকিয়া পুনরায় আথেন্সে ফিরিয়া আসিলে একদিন দৈবাৎ সোক্রাটীসের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল। সোক্রাটীস তখন কয়েক ব্যক্তিকে বলিতেছিলেন, "কি আশ্চর্য্য! যদি কোনও লোক কাহাকেও চর্ম্মকার, সূত্রধর, কাংস্যকার বা অশ্বারোহীর ব্যবসায় শিক্ষা করাইতে চাহে, তবে তাহাকে কোথায় পাঠাইয়া দিলে, সে উহা শিখিতে পারিবে, তদ্বিষয়ে ঐ ব্যক্তিকে মোটেই বিপদে পড়িতে হয় না; (কেহ কেহ বরং বলে, যে, যে-ব্যক্তি গো ও অশ্বকে কার্য্যোপযোগী করিবার অভিপ্রায়ে শিক্ষা দিতে চাহে, তাহার জন্য শিক্ষকের অন্তই নাই;) কিন্তু যদি কেহ নিজে ন্যায় শিক্ষা করিতে চায়, কিংবা পুত্রকে বা দাসদাসীকে শিক্ষা দিতে ইচ্ছা করে, তবে কোথায় গেলে যে তাহার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে, তাহা সে মোটেই ানে না।" হিপ্পিয়াস কথাগুলি শুনিয়া যেন তাঁহাকে পরিহাস করিয়া বলিলেন, "কি সোক্রাটীস, আমি বহুকাল পূর্ব্বে তোমার নিকটে যাহা শুনিয়াছিলাম, এখনও তুমি তাহাই বলিতেছ?"

সোক্রাটীস বলিলেন, "হাঁ, হিপ্পিয়াস, আমি ইহা অপেক্ষাও অদ্ভুত কাজ করিতেছি; আমি যে শুধু সেই একই কথা বলিতেছি, তাহা নহে; কিন্তু আমি সেই এক বিষয়েই কথা বলিতেছি; তুমি হয় তো বহুবিধ জ্ঞানের ভাণ্ডার বলিয়া কোন দিনই এক বিষয়ে একই কথা বল না।"

"নিশ্চয়, আমি সর্ব্বদাই নূতন একটা কিছু বলিতে চেষ্টা করি।"

"তুমি যে-সকল বিষয় জান, সে সকল বিষয়েও কি ? যেমন অক্ষরের দৃষ্টান্ত লওয়া যাক; যদি কেহ তোমাকে জিজ্ঞাসা করে, 'সোক্রাটীস লিখিতে কয়টা এবং কোন্ কোন্ অক্ষর আবশ্যক', তবে কি তুমি এক এক বার এক এক রকম উত্তর দিতে চেষ্টা করিবে ? অথবা যদি কেহ তোমাকে পাটীগণিতের একটা প্রশ্ন করে, যথা, পাঁচ দ্বিগুণে দশ হয় কি না, তাহা হইলে কি তুমি পূর্ব্বে যে-উত্তর দিয়াছিলে, এখন আর সে উত্তর দিবে না ?"

"এ সকল বিষয়ে, সোক্রাটীস, যেমন তুমি, তেমনি আমি সর্ব্বদাই এক কথাই বলি; কিন্তু ন্যায় সম্বন্ধে নিশ্চয়ই আমি মনে করি আমার এক্ষণে এমন কিছু বলিবার আছে, যাহা তুমিও খণ্ডন করিতে পারিবে না, অন্য কেহও খণ্ডন করিতে পারিবে না।"

সোক্রাটীস বলিলেন, "হীরার দিব্য, তুমি বলিতেছ তুমি একটা মহাকল্যাণ আবিষ্কার করিয়াছ; অতঃপর বিচারকগণ আর পরস্পর-বিরোধী রায় দিবেন না; রাষ্ট্রবাসীরা, কোন্‌টা ন্যায্য, তৎসম্বন্ধে বাদ-প্রতিবাদ, পরস্পরের বিরুদ্ধে বিচারালয়ে গমন, এবং দলাদলি হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইবে; এবং রাষ্ট্রসমূহের মধ্যেও পরস্পরের অধিকার লইয়া যে-বিরোধ ও যুদ্ধ হইত, তাহা থামিয়া যাইবে। আমি তো জানি না, যে এত বড় একটা কল্যাণের কাহিনী যতক্ষণ তাহার আবিষ্কর্ত্তার মুখে শুনিতে না পাই, ততক্ষণ তোমাকে কি করিয়া ছাড়িয়া দিই।"

হিপ্পিয়াস কহিলেন, "কিন্তু, জেয়ুসের দিব্য, তুমি ন্যায় বলিতে কি বুঝ, নিজে তাহা ব্যক্ত করিবার পূর্ব্বে সে কথা কিছুতেই শুনিতে পাইবে না। কেন না, তুমি যে সকলকেই প্রশ্ন করিয়া ও সকলেরই ভ্রম দেখাইয়া অপরকে উপহাস কর, অথচ নিজে কাহাকেও কোনও যুক্তি প্রদর্শন কর না, এবং কোন বিষয়ে নিজের মতও ব্যক্ত কর না, তাহাতেই তুমি সন্তুষ্ট থাক।"

"সে কি, হিপ্পিয়াস ? তুমি কি উপলব্ধি কর নাই, যে আমার নিকটে কি ন্যায় বলিয়া বোধ হয়, তাহা ব্যাখ্যা করিতে আমি কখনও বিরত হই না ?"

"তোমার সেই মতটা কি ?"

"আমি যদি তাহা কথায় না দেখাইয়া কাজে দেখাই ? তোমার নিকটে কি কথা অপেক্ষা কাজ উৎকৃষ্টতর প্রমাণ বলিয়া বোধ হয় না ?"

"নিশ্চয়ই ; কারণ অনেক লোকে ন্যায়ের কথা বলে, কিন্তু অন্যায় আচরণ করে ; কিন্তু যে-ব্যক্তি ন্যায়ানুগত আচরণ করে, সে কখনও অন্যায়াচারী হইতে পারে না ।"

"তুমি কি তবে আমাকে কখনও মিথ্যা সাক্ষ্য দিতে, বা গুপ্তচরের কার্য্য করিতে, অথবা বন্ধুবর্গ বা পুরবাসীদিগকে কলহে জড়িত করিতে, কিংবা অন্য কোনও অন্যায় কর্ম্ম করিতে দেখিয়াছ ?"

"না, দেখি নাই ।"

"অন্যায় হইতে প্রতিনিবৃত্ত থাকাই কি তুমি ন্যায় বলিয়া বিবেচনা কর না ?".

হিপ্পিয়াস বলিলেন, "সোক্রাটীস, স্পষ্টই দেখা যাইতেছে, যে তুমি কি ন্যায় বলিয়া বিবেচনা কর, তুমি এখন সে বিষয়ে তোমার মত প্রকাশ করিবার দায় এড়াইতে চেষ্টা করিতেছ ; কেন না, ন্যায়বান্ লোকে কি কি করে, তাহা তুমি বলিতেছ না, কিন্তু তাহারা কি কি করে না, তাহাই তুমি বলিতেছ ।"

সোক্রাটীস বলিলেন, "কিন্তু আমি ভাবিয়াছিলাম, যে অন্যায়াচরণ করিবার ইচ্ছা না করাই ন্যায়ের যথেষ্ট প্রমাণ ; কিন্তু তোমার নিকটে যদি সেরূপ বোধ না হয়, তবে চিন্তা করিয়া দেখ, যে এখন যাহা বলিব, তাহাতে তুমি সন্তুষ্ট হইবে কি না ? কেন না, আমি বলিতেছি, যে যাহা নিয়মানুগত (বা বিধিসঙ্গত), তাহাই ন্যায্য ।"

"সোক্রাটীস, তুমি তবে বলিতেছ, যে নিয়মানুগত (বা বিধিসঙ্গত) ও ন্যায্য এক ও অভিন্ন ?"

"হাঁ, আমি বলিতেছি ।"

("কথাটা বুঝাইয়া বল,) কেন না, আমি তোমার কথার অর্থ বুঝিতে পারিতেছি না ; তুমি কি বিধিসঙ্গত, বা কি ন্যায্য বলিতেছ ?"

"তুমি রাষ্ট্রের বিধিসমূহ জান তো ?"

"হাঁ, জানি।"

"সে গুলিকে তুমি কি বলিয়া মনে কর ?"

"কি কি কর্ত্তব্য, এবং কি কি অকর্ত্তব্য, এ বিষয়ে পুরবাসীরা মিলিত হইয়া যাহা যাহা প্রণয়ন করিয়াছে, (তাহাই বিধি)।"

সোক্রাটীস জিজ্ঞাসা করিলেন, "যে-ব্যক্তি রাষ্ট্রীয় জীবনে এগুলি মানিয়া চলে, সে নিয়মানুগত বা বিধির বাধ্য (nomimos), এবং যে-ব্যক্তি এগুলি লঙ্ঘন করে, সে বিধির অবাধ্য (anomos), নয় কি ?"

হিপ্পিয়াস উত্তর করিলেন, "নিশ্চয়।"

"তাহা হইলে, যে-ব্যক্তি এগুলি মানিয়া চলে, সে ন্যায়াচরণ করে, এবং যে-ব্যক্তি এগুলি মানিয়া চলে না, সে অন্যায়াচরণ করে ?"

"অবশ্য।"

"তবে যে ন্যায়াচরণ করে, সে ন্যায়বান্, এবং যে অন্যায়াচরণ করে, সে অন্যায়াচারী ?"

"তা' নয় তো কি ?"

"সুতরাং যে বিধির বাধ্য, সে ন্যায়বান্; এবং যে বিধির অবাধ্য, সে অন্যায়াচারী ?"

"তা' নয় তো কি ?"

"সুতরাং যে বিধির বাধ্য, সে ন্যায়বান্, এবং যে বিধির অবাধ্য, সে অন্যায়াচারী।"

তখন হিপ্পিয়াস বলিলেন, "কিন্তু, সোক্রাটীস, যাহারা বিধি প্রণয়ন করে, তাহারাই যখন অনেক সময়ে উহা বর্জ্জন ও পরিবর্ত্তন করে, তখন একজন বিধিকে বা বিধির প্রতি বাধ্যতাকে কি করিয়া একটা গুরুতর ব্যাপার বলিয়া বিবেচনা করিবে ?"

সোক্রাটীস বলিলেন, ("তাহাতে কি ? কেন না,) যে-রাষ্ট্রগুলি যুদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে, তাহারাও তো অনেক সময়ে আবার শান্তি স্থাপন করে।"

"হাঁ, নিশ্চয়ই করে।"

"যাহারা বিধি মানিয়া চলে, বিধি পরিবর্ত্তিত হইতে পারে বলিয়া তাহাদিগকে তুমি অবজ্ঞা করিতেছ, এবং যাহারা যুদ্ধে পারদর্শিতা দেখাইতেছে, শান্তি স্থাপিত হইতে পারে বলিয়া তাহাদিগকে তুমি নিন্দা করিতেছ;—তোমার এই উভয় কার্য্যের মধ্যে তোমার বিবেচনায় কি পার্থক্য আছে? না যাহারা স্বদেশ রক্ষার জন্য প্রবল উদ্যমে সংগ্রাম করে, তাহাদিগকে তুমি দোষী জ্ঞান করিতেছ?

"জেয়ুসের দিব্য, কথনই নয়।"

সোক্রাটীস বলিলেন, "তুমি কি লাকেডাইমোনবাসী লুকোর্গস (Lycurgus) সম্বন্ধে কথনও শুনিয়াছ, যে তিনি স্পার্টাকে অন্যান্য পুরী হইতে ভিন্ন করিয়া গড়িতে পারিতেন, যদি তিনি উহাতে যথাসাধ্য নিয়মানুগত্য অনুপ্রবিষ্ট না করাইতেন? তুমি কি জান না, যে, রাষ্ট্রসমূহের শাসনকর্ত্তৃগণের মধ্যে, যাঁহারা পুরবাসীদিগের চিত্তে নিয়মানুগত্য সঞ্চার করিতে সর্ব্বাপেক্ষা সুদক্ষ, তাঁহারাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট? এবং যে-রাষ্ট্রের পুরবাসিগণ সর্ব্বতোভাবে নিয়ম মানিয়া চলে, সেই রাষ্ট্রই শান্তির সময়ে মহাসুখে কালযাপন করে ও যুদ্ধে দুর্নিবার হয়? পরন্তু ঐকমত্য রাষ্ট্রের পক্ষে পরম শ্রেয়ঃ বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছে; এজন্য রাষ্ট্রের বয়োবৃদ্ধ-সভা ও শ্রেষ্ঠ পুরুষগণ পুরবাসীদিগকে একমত হইতে উদ্বুদ্ধ করেন; অপিচ, গ্রীসের সর্ব্বত্র এই নিয়ম প্রতিষ্ঠিত আছে, যে পুরবাসীরা একমত হইবার জন্য শপথ করিবে; এবং সর্ব্বত্রই তাহারা এই শপথ গ্রহণ করে; আমি মনে করি, যে এই অভিপ্রায়ে শপথ গৃহীত হয় না, যে, পুরবাসিগণ একই নটদল (chorus) অনুমোদন করিবে, একই বীণাবাদকদিগকে প্রশংসা করিবে, একই কবিগণকে সমাদর করিবে, কিংবা একই দৃশ্য দেখিয়া আনন্দ উপভোগ করিবে; কিন্তু শপথ গ্রহণের উদ্দেশ্য এই, যে তাহারা বিধি মানিয়া চলিবে। কারণ, পুরবাসীরা যতক্ষণ বিধির বাধ্য থাকিবে, ততক্ষণ পুরীসমূহ দুর্জ্জয় শক্তিশালী হইয়া দাঁড়াইবে, ও একান্ত সুখী হইবে; কিন্তু ঐকমত্য বিনা পুরী সুশাসিত হয় না, গৃহও সুশৃঙ্খলভাবে পরিচালিত হইতে পারে না। ব্যক্তিগত জীবনেও, বিধির বাধ্য না হইলে একজন কিরূপে রাষ্ট্রের দ্বারা যথাসম্ভব অল্প দণ্ডিত বা অধিক সম্মানিত

হইতে পারে? কিরূপে সে বিচারালয়ে যথাসম্ভব অল্প পরাজিত হইতে বা অধিক জয়লাভ করিতে পারে? কাহার নিকটে একজন বিশ্বাস করিয়া আপনার বিত্ত, পুত্র বা দুহিতা ন্যস্ত করিতে পারে? যে বিধির বাধ্য, তাহাকে ছাড়া আর কাহাকে সমগ্র পুরী অধিকতর বিশ্বাসভাজন বলিয়া বিবেচনা করিবে? কাহার নিকট হইতে জনকজননী, আত্মীয়স্বগণ, দাসদাসী, বন্ধুজন, পুরবাসী বা বিদেশী অধিকতর ন্যায়বিচার প্রাপ্ত হইবে? শত্রুগণ যুদ্ধের বিরাম, বা সন্ধিস্থাপন বা শান্তির সর্ত্ত-নির্দ্ধারণ উপলক্ষে কাহাকে অধিকতর বিশ্বাস করিবে? যে বিধির বাধ্য, তাহাকে ছাড়া লোকে আর কাহার (যুদ্ধে) সহায় হইতে ইচ্ছা করিবে? এবং সহায়গণ কাহাকে অধিকতর বিশ্বাস করিয়া নেতৃত্বে বরণ করিবে, কিংবা দুর্গ বা পুরীর অধিনায়কত্বে প্রতিষ্ঠিত করিবে? যে বিধির বাধ্য, তাহাকে ছাড়া আর কাহার নিকট হইতে একজন উপকার করিয়া অধিকতর প্রত্যুপকার পাইবার আশা করিবে? অথবা যাহার নিকট হইতে প্রত্যুপকার পাইবার আশা আছে, তাহাকে ছাড়া লোকে আর কাহার উপকার করিতে চাহে? এই প্রকার লোক ভিন্ন একজন কাহার মিত্র হইতে অধিক বা শত্রু হইতে কম ইচ্ছা করে? লোকে যাহার মিত্র হইতে একান্ত ইচ্ছুক, এবং শত্রু হইতে মোটেই ইচ্ছুক নহে; অধিকাংশ মানুষ যাহার মিত্র ও সহায় হইতে চাহে; এবং যাহার শত্রু ও বিরোধীর সংখ্যা অত্যল্প,—এরূপ ব্যক্তি ছাড়া একজন আর কাহার সহিত সংগ্রামে কম প্রবৃত্ত হইবে? অতএব, হে হিপ্পিয়াস, আমি 'নিয়মানুগত' ও 'ন্যায্য' (অথবা বিধির বাধ্য ও ন্যায়ানুগত) এক বলিয়া ঘোষণা করিতেছি। তুমি যদি ইহার বিপরীত মত পোষণ কর, তবে আমাকে বল।"

হিপ্পিয়াস বলিলেন, "না, সোক্রাটীস, জেয়ুসের দিব্য, আমার তো মনে হয় না, যে তুমি ন্যায় সম্বন্ধে যাহা বলিলে, আমি তাহার বিপরীত মত পোষণ করি।"

"কিন্তু, হিপ্পিয়াস, তুমি কি জান, যে কতকগুলি অলিখিত বিধি আছে?"

"সকল দেশেই একই বিষয়ে যে-সকল বিধি প্রচলিত আছে, (তুমি তাহারই কথা বলিতেছ।")

"তুমি কি বলিতে পার, যে মানুষে সেই সকল বিধি প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে?"

"কেমন করিয়া মানুষে উহা প্রতিষ্ঠিত করিবে, যখন তাহারা সকলে একত্র মিলিত হয় নাই, এবং সকলে এক ভাষাও বলে না?"

"তবে তুমি কাহাদিগকে এই সকল বিধির প্রতিষ্ঠাতা বলিয়া বিশ্বাস কর?"

"আমি বিশ্বাস করি, যে দেবতারা মানবের জন্য এই সকল বিধি প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন; কারণ, সমুদায় জাতির মধ্যেই প্রথম বিধি দেবগণকে ভক্তি করা।"

"পিতামাতাকে পূজা করাও কি সর্ব্বত্র বিধি নয়?"

"হাঁ, তাহাও বিধি।"

"মাতাপিতা পুত্রকন্যাকে বা পুত্রকন্যা মাতাপিতাকে বিবাহ করিবে না, ইহাও কি বিধি নয়?"

"ইহা কিন্তু এখন পর্য্যন্ত আমার নিকটে ঈশ্বরের বিধি বলিয়া বোধ হইতেছে না, সোক্রাটীস।"

"কেন, বল তো?"

"কারণ, আমি দেখিতে পাইতেছি, যে কোন কোনও জাতি এই নিয়ম লঙ্ঘন করে।"

"তাহারা আরও অনেক নিয়ম লঙ্ঘন করে; কিন্তু যাহারা দেবগণের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত বিধি লঙ্ঘন করে, তাহারা দণ্ড প্রাপ্ত হয়; মানুষের সাধ্য নাই, যে সে কোনও প্রকারে এই দণ্ড হইতে নিষ্কৃতি পাইবে, যেমন, যাহারা মানুষের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত বিধি লঙ্ঘন করে, তাহারা কেহ তাহা গোপন করিয়া, কেহ বা বলপ্রয়োগ করিয়া, দণ্ড হইতে নিষ্কৃতি পায়।"

হিপ্পিয়াস বলিলেন, "সোক্রাটীস, মাতাপিতা পুত্রকন্যাকে বা পুত্রকন্যা মাতাপিতাকে বিবাহ করিলে কি রকম দণ্ড হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিতে পারিবে না?"

সোক্রাটীস বলিলেন, "জেয়ুসের দিব্য, কঠোরতম দণ্ড; কারণ,

যাহারা সন্তানোৎপাদন করে, তাহারা কুসন্তান উৎপাদন অপেক্ষা আর কোন্ কঠোরতর দণ্ড ভোগ করিতে পারে ?"

"কি করিয়া তাহারা কুসন্তানই উৎপাদন করিবে, যখন, তাহারা যে নিজেরা সৎপুরুষ হইয়া সুশীলা ভার্য্যাতে সন্তান উৎপাদন করিবে, সে পথে কোনই বাধা নাই ?"

"কারণ, পতিপত্নী নিজেরা ভাল লোক হইয়া যে পরস্পরের সাহায্যে সন্তান উৎপাদন করিবে, শুধু তাহাই যথেষ্ট নহে, কিন্তু তাহাদিগের দৈহিক বলেরও পূর্ণপরিণতি হওয়া আবশ্যক। অথবা, তোমার কি মনে হয়, যে, যাহাদিগের দেহ পূর্ণপরিণতি প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহাদিগের বীজ, আর যাহারা পূর্ণপরিণতি প্রাপ্ত হয় নাই, কিংবা পূর্ণপরিণতি অতিক্রম করিয়া গিয়াছে, তাহাদিগের বীজ একই প্রকার ?"

"না, না, জেয়ুসের দিব্য, এক প্রকার হইবার কোনই সম্ভাবনা নাই।"

"তবে এই দুইয়ের মধ্যে কোন্‌টী শ্রেষ্ঠ ?"

"এ তো সুস্পষ্ট—পূর্ণপরিণতিপ্রাপ্ত পুরুষের বীজ।"

"তবে যাহারা পূর্ণপরিণতি প্রাপ্ত হয় নাই, তাহাদিগের বীজ সারবান্ নয় ?"

"না, সারবান্ হওয়া মোটেই সম্ভব নয়।"

"তাহা হইলে, তাহাদিগের সন্তানোৎপাদন করা উচিত নয় ?"

"না, কখনই নয়।"

"তবে যাহারা এই অবস্থায় সন্তান উৎপাদন করে, তাহারা যেমন সন্তান উৎপাদন করা কর্ত্তব্য নহে, সেই প্রকার সন্তানই উৎপাদন করে ?"

"আমার তাহাই বোধ হয়।"

"সুতরাং ইহারা যদি কুসন্তান উৎপাদন না করে, তবে আর কাহারা করিবে ?"

"আমি তোমার এ কথাও স্বীকার করিলাম।"

"তার পর ? সর্ব্বত্র কি ইহাও নিয়ম নয়, যে, যাহারা উপকার করে, তাহাদিগের প্রত্যুপকার করিতে হইবে ?"

"হাঁ, এটা নিয়ম বটে, কিন্তু ইহাও লঙ্ঘিত হইয়া থাকে।"

"কিন্তু যাহারা এই নিয়ম লঙ্ঘন করে, তাহারা কি দণ্ড ভোগ করে না? (যেমন,) তাহারা উত্তম মিত্রে বঞ্চিত হইয়া, যাহারা তাহাদিগকে বিদ্বেষ করে, তাহাদিগের শরণ লইতে বাধ্য হয়। যাহারা উপকার-প্রার্থীর উপকার করে, তাহারা কি আপনাদিগের পরম সুহৃৎ নয়? আর, যাহারা উপকারীর প্রত্যুপকার করে না, তাহারা কি অকৃতজ্ঞতার জন্য উপকারীর বিদ্বেষভাজন হয় না? তথাপি, উপকারী ব্যক্তির সাহায্য তাহাদিগের পক্ষে একান্ত আবশ্যক, এজন্য কি তাহারা সর্ব্বদা তাহার পশ্চাদনুসরণ করে না?"

হিপ্পিয়াস বলিলেন, "জেয়ুসের দিব্য, সোক্রাটীস, এ সমস্তই দেবগণের কার্য্য বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছে; কেন না, আমার মনে হয়, যাহারা নিয়ম লঙ্ঘন করে, নিয়ম স্বয়ংই যে তাহাদিগকে দণ্ড দেয়, ইহা মানব অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কোনও নিয়ম-প্রণেতার বিধান।"

সোক্রাটীস বলিলেন, "অতএব, হিপ্পিয়াস, তুমি কি বিবেচনা কর, যে, দেবগণ যাহা বিধান করেন, তাহা ন্যায়ানুগত, না ন্যায়ের বিরোধী?"

হিপ্পিয়াস বলিলেন, "না, না, জেয়ুসের দিব্য, কখনই ন্যায়ের বিরোধী নহে; কেন না, যদি দেবগণ যাহা ন্যায়ানুগত, তাহাই বিধিরূপে প্রতিষ্ঠিত না করেন, তবে কদাচিৎ অপর কেহ তাহা করিতে পারিবে।"

"হিপ্পিয়াস, তাহা হইলে দেবগণ এই ব্যবস্থা করিয়া সন্তুষ্ট হইয়াছেন, যে যাহা নিয়মানুগত (বা বিধিসঙ্গত) তাহাই ন্যায়ানুগত।"

সোক্রাটীস এই প্রকার উপদেশ দিয়া ও আচরণ করিয়া সহচরদিগকে অধিকতর ন্যায়পরায়ণ করিয়া গড়িয়া তুলিতেন।

ষষ্ঠ প্রকরণ

সখ্য

দেবদত্তার সহিত কথোপকথন

(Book III. Chapter 2)

একসময়ে এই পুরীতে এক সুন্দরী রমণী ছিল; তাহার নাম দেবদত্তা (Theodotē); যে তাহার সঙ্গের প্রার্থী হইত, সে তাহারই সহিত বাস

করিত। একদা সোক্রাটীসের এক সহচর এই রমণীর প্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়া বলিল, যে তাহার সৌন্দর্য্য বর্ণনাতীত; চিত্রকরেরা তাহার চিত্র অঙ্কন করিবার অভিপ্রায়ে তাহার গৃহে যাইতেছে, এবং সেও তাহাদিগকে সর্ব্বাঙ্গের সৌন্দর্য্য প্রদর্শন করিতেছে। তখন সোক্রাটীস কহিলেন, "তবে আমাদিগকে তাহাকে দেখিতে যাইতে হইতেছে; কেন না, শুধু শুনিয়া তোমার 'বর্ণনাতীত সৌন্দর্য্য' ধারণা করা সম্ভবপর হইবে না।" যে-ব্যক্তি প্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়াছিল, সে বলিল, "তবে বিলম্ব না করিয়া চল, আমরা এখনই যাই।"

এই পরামর্শানুসারে তাঁহারা দেবদত্তার গৃহে যাইয়া দেখিলেন, যে সে এক চিত্রকরের সম্মুখে দণ্ডায়মান রহিয়াছে। তাঁহারা তাহার রূপ নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন, এবং চিত্রকর চলিয়া গেলে সোক্রাটীস কহিলেন, "বন্ধুগণ, দেবদত্তা যে আমাদিগকে তাহার রূপ দেখিতে দিল, সেজন্য আমাদিগের তাহার নিকটে কৃতজ্ঞ থাকা কর্ত্তব্য, না আমরা যে মুগ্ধ নেত্রে তাহার রূপ নিরীক্ষণ করিলাম, সেজন্য তাহারই আমাদিগের নিকটে কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত? এই প্রদর্শন যদি তাহার পক্ষে অধিকতর হিতকর হয়, তবে কি সে আমাদিগের নিকটে নিশ্চয়ই কৃতজ্ঞ হইবে না? আর যদি সে দৃশ্য আমাদিগের পক্ষে অধিকতর হিতকর হয়, তবে কি আমাদিগেরই তাহার নিকটে কৃতজ্ঞ হওয়া কর্ত্তব্য নহে?" কে একজন বলিল, যে তিনি ন্যায্য কথাই বলিয়াছেন; তখন তিনি বলিলেন, "এই নারী তবে এক্ষণে আমাদিগের নিকটে প্রশংসা পাইতেছে; আমরা যখন অনেকের নিকটে ইহার সম্বন্ধে আলাপ করিব, তখন সে উপকারও প্রাপ্ত হইবে। কিন্তু আমরা এখন যে-দৃশ্য দেখিলাম, তাহা আলিঙ্গন করিবার জন্য আমাদিগের প্রাণ আকুল হইতেছে; আমরা আবেগপূর্ণ হৃদয়ে এখান হইতে চলিয়া যাইব, এবং দূরে অবস্থান করিয়া ইহার জন্য লালায়িত হইব। তাহার ফল এই হইবে, যে আমরা ইহার অর্চ্চনা করিব, এ আমাদিগের অর্চ্চনা গ্রহণ করিবে।" দেবদত্তা কহিল, "জেয়ুসের দিব্য, যদি বাস্তবিক তাহাই হয়, তবে তুমি যে আমাকে দেখিতে আসিয়াছ, সে জন্য আমার তোমার নিকটে কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত।"

কিয়ৎকাল পরে সোক্রাটীস দেখিলেন, যে দেবদত্তা বহুমূল্য বসনে ভূষিত হইয়াছে; তাহার মাতা অনন্যসুলভ বস্ত্র ও অলঙ্কার পরিধান করিয়া তাহার নিকটে উপস্থিত রহিয়াছে; তাহার বহু রূপবতী দাসী আছে; তাহারাও অযত্নে সজ্জিত হয় নাই; এবং তাহার গৃহ অন্যপ্রকার সাজসজ্জায়ও ঐশ্বর্য্যের পরিচয় দিতেছে; দেখিয়া তিনি বলিলেন, "দেবদত্তা, আমাকে বল তো, তোমার কি ভূসম্পত্তি আছে?"

দেবদত্তা বলিল, "না, আমার নাই।"

"তবে তোমার লাভজনক বাড়ী আছে?"

"না, বাড়ীও নাই।"

"তবে কি শ্রমশিল্পী দাসদাসী আছে?"

"না, শ্রমশিল্পীও নাই।"

"তাহা হইলে তোমার জীবিকা-নির্ব্বাহ হয় কোথা হইতে?"

"যদি কেহ আমার প্রণয়ী হইয়া আমার উপকার করিতে চাহে, তবে সেই আমার জীবিকার উপায়।"

সোক্রাটীস বলিলেন, "হীরার দিব্য, দেবদত্তা, সে তোমার উৎকৃষ্ট সম্পত্তিই বটে; গো মেষ ছাগ অপেক্ষা প্রণয়ীর দল থাকাই বহুগুণে বাঞ্ছনীয়। কিন্তু কোন প্রণয়ী মক্ষিকার ন্যায় দৈবাৎ আসিয়া তোমার নিকটে উপস্থিত হয় কি না, এই ভাবে তুমি তাহা অদৃষ্টের উপরে ছাড়িয়া দেও, না নিজে কোন প্রকার কৌশল অবলম্বন কর?"

দেবদত্তা বলিল, "আমি এই উদ্দেশ্যে কৌশল কোথায় পাইব?"

"জেয়ুসের দিব্য, তুমি মাকড় অপেক্ষা অনেক সহজে পাইতে পার। তুমি জান, যে মাকড়সা জীবন রক্ষার জন্য শিকার করে; তাহারা অতি সূক্ষ্ম জাল বোনে, এবং যাহা কিছু তাহাতে পতিত হয়, তাহাই আহার্য্যে পরিণত করিয়া থাকে।"

"তুমিও কি তবে আমাকে জাল বুনিতে পরামর্শ দিতেছ?"

সোক্রাটীস বলিলেন, "হাঁ, কেন না, তোমার কখনই মনে করা উচিত নয়, যে এমন বহুমূল্য শিকার, প্রণয়ীজন, তুমি বিনা কৌশলেই ধরিতে পারিবে। তুমি কি দেখ নাই, শশক যে এত তুচ্ছ জীব, তাহা ধরিবার

জন্যই শিকারীরা কত কৌশল অবলম্বন করে? শশকগণ রাত্রিকালে চরিয়া বেড়ায়, এজন্য তাহারা নৈশশিকারদক্ষ কুকুর সংগ্রহ করিয়া তদ্দ্বারা তাহাদিগকে শিকার করে; শশকেরা দিবাভাগে দৌড়িয়া পলাইয়া যায়, সুতরাং শিকারীরা অন্য কুকুর রাখে; শশকগুলি কোন্ পথে চারণভূমি হইতে গহ্বরে ফিরিয়া গিয়াছে, ইহারা গন্ধ দ্বারা তাহা বুঝিতে পারিয়া তাহাদিগকে বাহির করে; আবার শশকগণ দ্রুতগামী, তাহারা দৌড়িয়া শীঘ্র দৃষ্টির বহির্ভূত হইয়া পড়ে; একারণে তাহাদিগকে দৌড়িয়া ধরিবার উদ্দেশ্যে শিকারীরা ক্ষিপ্রগতি কুকুর পোষণ করে; অপিচ, কতকগুলি শশক এই দ্রুতপদ কুকুরদিগকেও পশ্চাতে ফেলিয়া পলাইয়া যায়; এজন্য শিকারীরা পলায়নের পথে জাল পাতিয়া রাখে, যাহাতে শশকগুলি জালে পড়িয়া তাহাতে আবদ্ধ হয়।"

দেবদত্তা বলিল, "এই জাতীয় কোন্ কৌশল দ্বারা আমি প্রণয়ীদিগকে ধরিতে পারিব?"

"যদি কুকুরের পরিবর্ত্তে তুমি এমন একজন লোক পাও, যে রূপলোলুপ ও ধনবান্ ব্যক্তিদিগকে খুঁজিয়া বাহির করিবে, এবং বাহির করিয়া কৌশলক্রমে তোমার জালে আনিয়া ফেলিয়া দিবে।"

"আমার কি রকম জাল আছে?"

সোক্রাটীস বলিলেন, "তোমার অন্ততঃ একটা জাল আছে, এবং সে জাল খুব ভাল বোনা, (তাহা) দেহ; উহাতে তোমার আত্মা বাস করে; উহার সাহায্যেই তুমি বুঝিতে পার, কোন্ প্রকার দৃষ্টি প্রীতিপ্রদ, এবং কোন্ কথা চিত্তাকর্ষক; বুঝিতে পার যে, যে-ব্যক্তি তোমার জন্য ব্যাকুল, তাহাকে প্রসন্নচিত্তে অভ্যর্থনা করা কর্ত্তব্য; এবং যে উদ্ধত, তাহাকে নিষ্কাশিত করিয়া রাখা উচিত; বুঝিতে পার, যে প্রণয়ী পীড়িত হইলে যত্নপূর্ব্বক তাহার সেবা করিতে হইবে, এবং সে কোনও শোভন কর্ম্ম সম্পাদন করিলে নিরতিশয় আনন্দ প্রকাশ করিবে; এবং যে তোমার প্রতি একান্ত অনুরক্ত, সমগ্র হৃদয়ের সহিত তাহাকে ভালবাসিবে। আমি বেশ জানি, যে তুমি শুধু বিগলিত হইয়া ভালবাসিতে জান, তাহা নহে; কিন্তু তুমি অকপট প্রেমেও ভালবাসিতে জান; অধিকন্তু তোমার

প্রণয়ীরা তোমার সন্তোষবিধান করিতে প্রয়াস পায়, যেহেতু, আমি জানি, তুমি কেবল কথায় নয়, কিন্তু কার্য্যেও তাহাদিগকে প্রসন্ন রাখ।"

দেবদত্তা বলিল, "জেয়ুসের দিব্য, আমি কিন্তু এরকম কোন কৌশলই প্রয়োগ করি না।"

"কিন্তু তাহা হইলেও মানুষের সহিত তাহার প্রকৃতি অনুসারে বুদ্ধিসঙ্গত ব্যবহার করা একান্ত আবশ্যক; কেন না, তুমি বল প্রয়োগ করিয়া বন্ধু লাভ করিতে ও বন্ধুকে ধরিয়া রাখিতে পারিবে না; কিন্তু সুমিষ্ট সেবা ও মধুর ব্যবহার দ্বারাই এই জন্তু ধৃত ও আকৃষ্ট হইয়া থাকে।"

"তুমি ঠিক কথাই বলিয়াছ।"

"অতএব, প্রথমতঃ তোমার কর্ত্তব্য এই, যে, যাহারা তোমার সঙ্গপ্রার্থী, তাহাদিগের নিকটে তুমি শুধু সেই প্রকার সামগ্রীই যাচ্ঞা করিবে, যাহা দিতে তাহারা অণুমাত্রও কুণ্ঠিত হইবে না; তৎপরে, তুমিও সেইরূপ অকুণ্ঠিত চিত্তে উপহারের পরিবর্ত্তে প্রত্যুপহার দিবে; কারণ, এই রূপেই তাহারা তোমার প্রতি একান্ত অনুরক্ত হইবে, এবং সুদীর্ঘ কাল তোমাকে ভালবাসিবে ও তোমার মহোপকার সাধন করিবে। কিন্তু যখন তাহারা তোমার দান প্রার্থনা করে, তুমি যদি শুধু সেই সময়ে তাহাদিগের প্রার্থনা পূর্ণ কর, তবেই তুমি তাহাদিগকে অত্যন্ত সন্তুষ্ট রাখিবে; কেন না, তুমি দেখিতে পাইতেছ, যে অতীব স্বাদু আহার্য্যও যদি কেহ অপরকে তাহার ক্ষুধা উদ্রেকের পূর্ব্বে প্রদান করে, তবে তাহাও ঐ ব্যক্তির নিকটে বিস্বাদ বোধ হয়; এমন কি, যাহাদিগের ক্ষুন্নিবৃত্তি হইয়াছে, উহা তাহাদিগের বমনোদ্বেগ সৃষ্টি করে। পক্ষান্তরে যদি কেহ বুভুক্ষার সঞ্চার করিয়া অপরকে খাদ্য দেয়, তবে তাহা অপেক্ষাকৃত আকিঞ্চিৎকর হইলেও অত্যন্ত উপাদেয় বলিয়া প্রতীয়মান হয়।"

দেবদত্তা জিজ্ঞাসা করিল, "যাহারা আমার নিকটে আইসে, আমি কি করিয়া তাহাদিগের বুভুক্ষার উদ্রেক করিতে সমর্থ হইব?"

সোক্রাটীস উত্তর করিলেন, "প্রথমতঃ তাহাদিগের কামনা পরিতৃপ্ত হইলে, যতক্ষণ তাহাদিগের পরিতৃপ্তির অবসান না হয়, এবং তাহারা

পুনরায় তোমাকে না চাহে, ততক্ষণ যদি তুমি আপনাকে অর্পণ না কর, এবং তাহাদিগকে তোমার কথা স্মরণ করাইয়া না দেও; তৎপরে, তাহারা যখন তোমাকে চাহিবে, তখন তুমি একান্ত মধুর ভাবে তাহাদিগকে আসঙ্গ স্মরণ করাইবে; এবং দেখাইবে, যে তাহাদিগের বাঞ্ছা পূর্ণ করিতে তুমি যথার্থই অত্যন্ত ব্যগ্র; আবার যতক্ষণ তাহারা নিরতিশয় লোলুপ না হয়, ততক্ষণ তুমি তাহাদিগের নিকট হইতে দূরে থাকিবে; কেন না, একই অর্ঘ্য সেই সময়ে (অর্থাৎ লালসা উদ্রেকের পরে) প্রদান করা, এবং লালসা উদ্রেকের পূর্ব্বে প্রদান করা, এই উভয়ের মধ্যে গুরুতর পার্থক্য।"

দেবদত্তা কহিল, "তবে সোক্রাটীস, তুমি কেন প্রণয়ীজন আহরণে আমার সহায় হও না?"

সোক্রাটীস বলিলেন, "জেয়ুসের দিব্য, তুমি যদি আমাকে রাজি করাইতে পার, তবে নিশ্চয়ই হইব।"

"আমি তবে কি করিয়া তোমাকে রাজি করাইব?"

"তোমার যদি আমাতে কোনও প্রয়োজন থাকে, তবে তুমি নিজেই উপায় অন্বেষণ ও আবিষ্কার করিবে।"

"তবে তুমি সদা সর্ব্বদা এখানে আসিও।"

তখন সোক্রাটীস আপনার নিষ্কর্ম্মা জীবনের প্রতি ব্যঙ্গ করিয়া বলিলেন, "দেবদত্তা, আমার তো বড় সহজে অবসর হয় না; কেন না, আমার নিজের ও জনসাধারণের নানা কাজে আমি সর্ব্বদাই ব্যস্ত থাকি; তা' ছাড়া, আমারও বান্ধবী আছে; তাহারা আমাকে দিবারাত্রি এক মুহূর্ত্তও তাহাদিগকে ছাড়িয়া যাইতে দেয় না; তাহারা আমার নিকটে প্রেমের যাদু ও মন্ত্র শিক্ষা করে।"

দেবদত্তা বলিল, "তুমি তাহাও জান নাকি, সোক্রাটীস?"

সোক্রাটীস বলিলেন, "তবে কিসের জন্য তুমি মনে কর এই আপল্লডোরস এবং আন্টিস্থেনীস কখনও আমাকে ছাড়ে না? এবং কিসের জন্য কেবীস ও সিম্মিয়াস থীব্‌স হইতে আমার নিকটে আসিয়াছে? তুমি বেশ জানিও, যে এমনতর ব্যাপার অনেক প্রেমের যাদু ও মন্ত্র এবং ঐন্দ্রজালিক চক্র ছাড়া হয় না।"

"তাহা হইলে আমাকে তোমার চক্রটা ধার দেও, যাহাতে আমি উহা প্রথমে তোমার উপরেই চালাইতে পারি।"

"কিন্তু, জেয়ুসের দিব্য, আমি তোমার দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া তোমার নিকটে আসিতে চাই না; আমি চাই, যে তুমিই আমার নিকটে গমন করিবে।"

"আচ্ছা, আমি যাইব; তুমি শুধু আমাকে তোমার গৃহে অভ্যর্থনা করিও।"

"হাঁ, আমি তোমাকে অভ্যর্থনা করিব, যদি অভ্যন্তরে তোমার অপেক্ষা প্রিয়তর কেহ না থাকে।"

পঞ্চম অধ্যায়

ধর্ম্ম

প্রথম প্রকরণ

দৈব ও মানবীয় ব্যাপার

(Book I. Chapter 1)

সোক্রাটীস অন্তরঙ্গ সুহৃদ্‌দিগের সহিত এইরূপ ব্যবহার করিতেন;—তাহাদিগের যাহা যাহা করণীয়, তাহা যে-প্রকারে উৎকৃষ্ট রূপে সম্পাদিত হইতে পারে বলিয়া তিনি বিবেচনা করিতেন, তাহাদিগকে সেই প্রকার পরামর্শ দিতেন; কিন্তু যে-সকল কার্য্যের ফল অপরিজ্ঞাত, তাহা করা কর্ত্তব্য কি না, ইহা স্থির করিবার জন্য তিনি তাহাদিগকে দৈববাণী শুনিতে প্রেরণ করিতেন। তিনি বলিতেন, যে, যাহারা পরিবার ও রাষ্ট্র উত্তম রূপে পরিচালনা করিতে চাহে, তাহাদিগের দৈববাণী জিজ্ঞাসারও প্রয়োজন আছে; কারণ, তিনি মনে করিতেন, সূত্রধর বা কাংস্যকার বা কৃষক, বা লোকনায়ক বা এই সকল বিষয়ের নিপুণ সমালোচক, বা তার্কিক বা গৃহপতি, কিংবা সৈন্যাধ্যক্ষ—এই সমুদায়ের কর্ম্মে সুদক্ষ হওয়া শিক্ষাসাপেক্ষ, এবং তাহা মানবীয় বুদ্ধির দ্বারাই আয়ত্ত করা সম্ভবপর। কিন্তু তিনি বলিতেন, যে, ঐ সমুদায়ের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা গুরুতর বিষয়গুলি দেবগণ আপনাদিগের কর্ত্তৃত্বাধীন করিয়া রাখিয়াছেন; তাঁহার মতে উহাদিগের কোনটীই মানবের নিকটে পরিজ্ঞাত নহে। কেন না, যে-ব্যক্তি ক্ষেত্র উত্তম রূপে কর্ষণ করিয়াছে, তাহার নিকটে, কে শস্য আহরণ করিবে, তাহা অনিশ্চিত; যে উত্তম রূপে গৃহ নির্ম্মাণ করিয়াছে, তাহার নিকটে, কে উহাতে বাস করিবে, তাহা অনিশ্চিত; যে সেনাপতির কর্ম্মে কুশল, তাহার নিকটে, সেনাপতির কর্ম্ম করা (তাহার, সৈন্যগণের ও রাষ্ট্রের পক্ষে) কল্যাণকর হইবে কি না, তাহা অনিশ্চিত; যে রাষ্ট্র

পরিচালনে কুশল, তাহার নিকটে, রাষ্ট্র-নায়কের পদ (তাহার পক্ষে) কল্যাণকর হইবে কি না, তাহা অনিশ্চিত ; যে সুখের আশায় সুন্দরী রমণী বিবাহ করিয়াছে, তাহার নিকটে, সে যে ঐ স্ত্রীর জন্য দুর্দ্দশায় পতিত হইবে না, তাহা অনিশ্চিত ; এবং যে রাষ্ট্রে ক্ষমতাশালী সহায় লাভ করিয়াছে, তাহার নিকটে, সে যে ঐ সহায়গণের জন্য পুরী হইতে নির্ব্বাসিত হইবে না, তাহা অনিশ্চিত। যাহারা ভাবে, যে এ সকলের কিছুই দৈবাধীন নয়, কিন্তু সমস্তই মানবীয় বুদ্ধির উপরে নির্ভর করে, তাহাদিগকে তিনি পাগল বলিতেন ; আবার, দেবতারা যে-সকল বিষয় মানুষকে অভিজ্ঞতা দ্বারা অবগত হইবার অধিকার দিয়াছেন, সে সকল বিষয়ে যাহারা দৈববাণীর ভিখারী হয়, তাহাদিগকেও তিনি পাগল বলিতেন। যেমন, একজন যেন দেবতাকে জিজ্ঞাসা করিতেছে, যে-ব্যক্তি সারথির কার্য্যে অভিজ্ঞ, তাহাকে সারথি নিযুক্ত করাই শ্রেয়ঃ ; কিংবা যে-ব্যক্তি কর্ণধারের কার্য্যে অভিজ্ঞ, তাহাকে তাহার নৌকার কর্ণধার নিযুক্ত করাই শ্রেয়ঃ, না যে অনভিজ্ঞ, তাহাকে নিযুক্ত করাই শ্রেয়ঃ ; অথবা যাহা গুণিয়া, মাপিয়া বা ওজন করিয়া জানা সম্ভবপর, একজন যেন তাহা দেবতার নিকটে জানিতে চাহিতেছে। তিনি মনে করিতেন, যে, যাহারা এই সকল বিষয়ে দেবগণের নিকটে জিজ্ঞাসু হইয়া যায়, তাহারা প্রত্যবায়গ্রস্ত হয়। তিনি বলিতেন, যে, দেবগণ মানুষকে যাহা শিক্ষাপূর্ব্বক সম্পাদন করিবার সামর্থ্য দিয়াছেন, তাহা তাহাদিগের শিক্ষা করা কর্ত্তব্য ; কিন্তু যাহা কিছু তাহাদিগের নিকটে অপরিজ্ঞাত, তাহাই দেবগণের নিকট হইতে দৈববাণীর সাহায্যে অবগত হইবার চেষ্টা করা উচিত ; কেন না, দেবতারা যাহাদিগের প্রতি প্রসন্ন, তাহাদিগকে ইঙ্গিত প্রেরণ করেন।

দ্বিতীয় প্রকরণ

পূজা, প্রার্থনা, নৈবেদ্য ও সংযম

(Book I. Chapter 3)

একব্যক্তি (ডেল্‌ফিতে আপলোর) প্রবক্তাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, যে, বলি, পূর্ব্বপুরুষের তর্পণ, কিংবা এই প্রকার অন্যান্য বিষয়ে কিরূপে

ক্রিয়া সম্পন্ন করিতে হইবে; প্রবক্তা তাহাকে যে-উত্তর দিয়াছিলেন, ইহা (দিবালোকের ন্যায়) উজ্জ্বল, যে সোক্রাটীস তদনুরূপ কথা বলিতেন ও কার্য্য করিতেন। প্রবক্তা বলিয়াছিলেন, যে যাহারা রাষ্ট্রের বিধি মানিয়া চলে, তাহারাই পুণ্য আচরণ করে; সোক্রাটীসও নিজে তদ্রূপ আচরণ করিতেন ও অপরকে তদ্রূপ আচরণ করিতে শিক্ষা দিতেন; যাহারা অন্যরূপ আচরণ করে, তাহাদিগকে তিনি বৃথাকর্ম্মী ও অন্তঃসার-শূন্য বলিয়া বিবেচনা করিতেন।

তিনি দেবতাদিগের নিকটে শুধু এই প্রার্থনা করিতেন, যে, যাহা শুভ, তাঁহারা যেন তাঁহাকে তাহাই প্রদান করেন; কারণ, তিনি বিশ্বাস করিতেন, যে, কি কি শুভ, তাঁহারাই তাহা সর্ব্বাপেক্ষা ভাল জানেন। তিনি মনে করিতেন, যে, যাহারা সুবর্ণ, রজত, রাজত্ব কিংবা এই জাতীয় অন্য কোনও ধনের জন্য প্রার্থনা করে, তাহাদিগের প্রার্থনা, এবং অক্ষ-ক্রীডা বা যুদ্ধ কিংবা এইপ্রকার অন্য যে-সকল কার্য্যের ফল সম্পূর্ণরূপে অনিশ্চিত, তাহাতে কৃতকার্য্য হইবার জন্য প্রার্থনা; এই উভয়ে কোনই প্রভেদ নাই।

তিনি যখন আপনার সামান্য আয় হইতে সামান্য বলি নিবেদন করিতেন, তখন ভাবিতেন না, যে, যাহারা আপনাদিগের বহুবিধ মহৈশ্বর্য্য হইতে বহু মহামূল্য বলি নিবেদন করিতেছে, তাহাদিগের অপেক্ষা তিনি হীন হইয়া গেলেন; কেন না, তিনি বলিতেন, যে, দেবতারা যদি ক্ষুদ্র বলি অপেক্ষা মহাবলি পাইয়া অধিকতর আনন্দিত হইতেন, তবে তাহা তাঁহাদিগের পক্ষে শোভন হইত না; (যেহেতু তাহা হইলে অনেক সময়ে ধার্ম্মিকের নৈবেদ্য অপেক্ষা পাপিষ্ঠের নৈবেদ্যই তাঁহাদিগের নিকটে অধিকতর আদরণীয় হইয়া উঠিত;) এবং যদি ধার্ম্মিকের নৈবেদ্য অপেক্ষা পাপিষ্ঠের নৈবেদ্যই দেবগণের নিকটে অধিকতর আদরণীয় হইত, তবে মানুষের পক্ষে জীবন ধারণযোগ্যই থাকিত না। কিন্তু তিনি বিশ্বাস করিতেন, যে, যাহারা সর্ব্বাপেক্ষা ভক্তিমান্, দেবতারা তাহাদিগের পূজা পাইয়াই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রীতিলাভ করিয়া থাকেন। তিনি নিম্নোক্ত বচনটীর অত্যন্ত প্রশংসা করিতেন—

"আপনার শক্তি অনুসারে অমর দেবগণকে বলি উৎসর্গ কর।"
(Hesiod, Works and Days, 336)।

তিনি বলিতেন, যে বন্ধুজন, অতিথি ও সাধারণতঃ জীবনের অন্যান্য ব্যাপার সম্পর্কে এই উপদেশটী উপাদেয়,

"শক্তি অনুসারে কর্ম্ম কর।"

যখন তাঁহার বোধ হইত, যে, দেবগণের নিকট হইতে কোনও বিষয়ে প্রেরণা আসিয়াছে, তখন কেহ বরং তাঁহাকে চক্ষুষ্মান্ ও অভিজ্ঞ ব্যক্তির পরিবর্ত্তে একজন অন্ধ ও অজ্ঞ লোককে পথপ্রদর্শক নির্ব্বাচন করিতে সম্মত করাইতে পারিত, তথাপি ঐ প্রেরণার প্রতিকূলে কার্য্য করিতে সম্মত করাইতে পারিত না। যাহারা মানুষের অবজ্ঞা পরিহার করিবার আশায় দেবগণের ইঙ্গিতের বিরুদ্ধে কোনও কার্য্য করিত, তিনি তাহাদিগের মূর্খতার নিন্দা করিতেন। তিনি স্বয়ং দেবগণের পরামর্শের তুলনায় মানবীয় সকলই তুচ্ছ ভাবিতেন।

সোক্রাটীস দেহ ও আত্মাকে এপ্রকার জীবনযাপনে অভ্যস্ত করিয়াছিলেন, যে যদি কেহ তদনুসারে জীবনযাপন করে, তবে দৈব কিছু না ঘটিলে, সে হর্ষে ও নিরাময়ে কালহরণ করিতে সমর্থ হইবে, এবং তদুদ্দেশ্যে ব্যয়নির্ব্বাহের জন্য তাহার অর্থেরও অভাব হইবে না। তিনি এমন মিতাচারী ছিলেন, যে আমি তো জানি না, কেহ স্বীয় শ্রম দ্বারা এত অল্প অর্থ উপার্জ্জন করিতে পারিত কি না, যদ্দ্বারা যাবতীয় ব্যবহার্য্য সামগ্রী ক্রয় করিয়া সোক্রাটীসকে সন্তুষ্ট রাখা না যাইত। তিনি শুধু সেই পরিমাণ খাদ্যই খাইতেন, যাহা তৃপ্তির সহিত ভোজন করিতে পারিতেন; এবং তিনি এমন ভাবে প্রস্তুত হইয়া ভোজন করিতে আসিতেন, যে খাদ্যের জন্য বুভুক্ষাই তাঁহার পক্ষে ব্যঞ্জনের কার্য্য করিত। তিনি তৃষ্ণার্ত্ত না হইলে পান করিতেন না, এজন্য সকল প্রকার পানীয়ই তাঁহার নিকটে স্বাদু ছিল। যদি তিনি কখনও নিমন্ত্রণ-রক্ষার অভিপ্রায়ে ভোজে যাইতেন, তবে অধিকাংশ লোকের পক্ষে একান্ত দুরূহ কর্ম্ম যে পূর্ব্ব হইতেই সাবধান থাকা, যেন উদরটী অপরিমিত ভোজ্য দ্বারা পরিপূর্ণ না হয়, তদ্বিষয়ে তিনি অতি সহজেই সাবধান থাকিতেন। যাহারা এ

সম্বন্ধে সাবধান থাকিতে পারিত না, তাহাদিগকে তিনি এই পরামর্শ দিতেন, যে, যে-সকল বস্তু তাহাদিগকে ক্ষুধা উদ্রেকের পূর্ব্বে আহার ও পিপাসা উদ্রেকের পূর্ব্বে পান করিতে প্ররোচিত করে, তাহারা যেন সেগুলির সম্বন্ধে সতর্ক হইয়া চলে; কেন না, তিনি বলিতেন, যে এই-গুলিই উদর, মস্তক ও মনের পীড়া উৎপাদন করে। তিনি পরিহাসচ্ছলে বলিতেন, যে কির্কী (Circe) এই জাতীয় প্রচুর খাদ্য খাওয়াইয়াই অনেককে শূকর করিয়া রাখিয়াছিল; কিন্তু অডুস্সেয়ুস হার্মীসের উপদেশে, এবং নিজেও সংযমী পুরুষ ছিলেন বলিয়া, ঐ সকল খাদ্য অপরিমিত মাত্রায় ভোজন করিবার লোভ সংবরণ করিয়াছিলেন; এই জন্যই তিনি শূকরের রূপ প্রাপ্ত হন নাই। (Od. X. 239...)।

সোক্রাটীস এই সমুদায় বিষয়ে এই প্রকার পরিহাস করিতেন বটে, কিন্তু ইহাতে একটা নিগূঢ় অভিপ্রায় নিহিত থাকিত। তিনি সকলকেই সুদর্শন পুরুষদিগের আসঙ্গলিপ্সা হইতে সর্ব্বপ্রযত্নে বিনিবৃত্ত থাকিতে উপদেশ দিতেন; কেন না, তিনি বলিতেন, যে ইহাদিগকে স্পর্শ করিয়া সংযত থাকা সহজ নহে। তিনি একদা শুনিলেন, যে ক্রিটোনের পুত্র ক্রিটবৌলস আল্কিবিয়াডীসের পুত্রকে—সে দেখিতে সুন্দর—চুম্বন করিয়াছে; শুনিয়া তিনি ক্রিটবৌলসের সাক্ষাতে জেনফোনকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "জেনফোন, আমায় বল তো, তুমি কি মনে করিতে না, যে ক্রিটবৌলস দুঃসাহসী অপেক্ষা বরং ধীরস্বভাব, এবং চিন্তাবিহীন ও অবিমৃশ্যকারী অপেক্ষা বরং চিন্তাশীল পুরুষের মধ্যে গণ্য?"

জেনফোন বলিল, "হাঁ, নিশ্চয়।"

"তবে, এখন তুমি তাহাকে একান্ত অবিবেচক ও দুর্বৃত্ত বলিয়া বিবেচনা করিতেছ; কেন না, সে কৃপাণের উপরে নৃত্য করিতে পারে, সে আগুনে ঝাঁপ দিতে যায়।"

"তুমি তাহাকে কি করিতে দেখিয়াছ, যে তাহার প্রতি এই প্রকার দোষারোপ করিতেছ?

"কেন, আল্কিবিয়াডীসের পুত্র পরম সুন্দর এবং ফুল্লযৌবনোপেত বলিয়া সে কি তাহাকে চুম্বন করিতে সাহসী হয় নাই?"

জেনফোন বলিল, "কিন্তু ইহাই যদি অবিমৃশ্যকারিতার কর্ম্ম হয়, তবে বোধ করি আমিও এপ্রকার অবিমৃশ্যকারিতার বিপদ্‌কে আলিঙ্গন করিতে পারি।"

সোক্রাটীস বলিলেন, "ওরে হতভাগ্য, তুমি সুন্দর পুরুষকে চুম্বন করিয়া কি ফল ভোগ করিবে ভাবিতেছ? তুমি কি স্বাধীন থাকিবার পরিবর্ত্তে তৎক্ষণাৎ অধম দাস হইবে না? অহিতকর সম্ভোগের জন্য অমিত ধন ব্যয় করিবে না? সুন্দর ও মহৎ বিষয়ে যত্নবান্ হইবার পক্ষে তোমার কি একান্তই অনবসর ঘটিবে না? এবং একটা পাগলেও যে-সকল বস্তুর জন্য ব্যস্ত হয় না, তুমি কি তাহারই পশ্চাৎ ছুটিয়া যাইতে বাধ্য হইবে না?"

"ও হরিকুলেশ, একটা চুম্বনের কি ভয়ঙ্কর শক্তি আছে বলিয়াই তুমি বর্ণনা করিতেছ?"

"তুমি ইহাতে বিস্ময় বোধ করিতেছ? তুমি কি জান না, যে ফালাঙ্ক্ (phalanx) নামক এক জাতীয় মাকড় আকারে একটা অবলের অর্দ্ধেকও নয়, কিন্তু তাহা মুখের দ্বারা মানুষের অঙ্গ শুধু স্পর্শ করিয়াই তাহাকে যন্ত্রণায় অভিভূত করিয়া ফেলে, এবং তাহার জ্ঞান অপহরণ করে?"

জেনফোন বলিল, "হাঁ, জেয়ুসের দিব্য, তা' নিশ্চয়ই করে, কেন না, উহা দষ্টস্থানে খানিকটা বিষ ঢুকাইয়া দেয়।"

সোক্রাটীস কহিলেন, "ওরে মূর্খ, তুমি কি মনে কর না, যে, সুন্দর সুন্দর ব্যক্তিরাও চুম্বন করিবার কালে একটা কিছু ঢুকাইয়া দেয়, যদিচ তুমি তাহা দেখিতে পাও না? তুমি কি জান না, যে, যে-জন্তুকে লোকে সুন্দর ও সুদৃশ্য পশু কহে, তাহা ঐ মাকড় অপেক্ষা এত ভয়ানক, যে উক্ত কীট স্পর্শ করিয়া বিষ প্রবেশ করায়, কিন্তু ইহা স্পর্শ না করিয়াই, যদি কেহ বহুদূরে থাকিয়াও ইহার প্রতি দৃষ্টিপাত করে, তবেই বিষ ঢুকাইয়া দিয়া তাহাকে পাগল করিয়া ফেলে? বোধ হয় কন্দর্পগণ এই জন্যই ধনুর্ব্বাণধারী বলিয়া আখ্যাত হয়, যে সুপুরুষেরা দূর হইতেই আঘাত করে। কিন্তু, জেনফোন, আমি তোমাকে এই পরামর্শ দিতেছি, যে তুমি যদি কোনও সুন্দর লোক দেখিতে পাও, তবে পশ্চাতে ফিরিয়া না চাহিয়াই

পলায়ন করিও। আর, ক্রিটবৌলস, তোমাকে আমি এই পরামর্শ দিতেছি, যে তুমি এক বৎসর অন্যত্র চলিয়া যাও, কেন না, তাহা হইলে হয় তো এই কালের মধ্যে—যদিও সে সম্ভাবনা বড় কম—তুমি ক্ষত হইতে আরোগ্য লাভ করিবে।"

অতএব, এই নীতি অনুসারে তিনি বিশ্বাস করিতেন, যে যাহারা কামপরিচর্য্যায় কঠোর সংযম রক্ষা করিতে পারে না, তাহাদিগের কর্ত্তব্য এই, যে তাহারা এমন সকল পদার্থের প্রীতিতে কামনা ক্ষয় করিবে, যাহা দেহ আকাঙ্ক্ষা না করিলে আত্মা কখনও গ্রহণ করিতে চাহিবে না; আবার, দেহ আকাঙ্ক্ষা করিলে আত্মা তাহাতে বাধা প্রদান করিবে না। তিনি স্বয়ং এ সকল বিষয়ে সুস্পষ্টই সাধনবলে এমন সিদ্ধ হইয়াছিলেন, যে অন্যে যত সহজে কুৎসিত ও কুরূপ পদার্থ হইতে দূরে থাকিত, তিনি তদপেক্ষাও সহজে পরম সুন্দর ও সুদৃশ্য পদার্থ পরিবর্জ্জন করিতেন।

পান, আহার ও কামতর্পণে তিনি আপনাকে এইরূপে গড়িয়া তুলিয়াছিলেন। তিনি বিশ্বাস করিতেন, যে, যাহারা এই সকল ব্যাপারে বহু শ্রম স্বীকার করে, তিনি তাহাদিগেরই মত পর্য্যাপ্ত সুখ সম্ভোগ করিবেন, অথচ তাহাদিগের অপেক্ষা তাঁহাকে অনেক কম ক্লেশ পাইতে হইবে।

তৃতীয় প্রকরণ

"সৃষ্টিকৌশলে স্রষ্টার পরিচয়"

নাস্তিক আরিষ্টডীমসের সহিত বিচার

(Book I. Chapter 4)

একদা "খর্ব্বকায়" নামে পরিচিত আরিষ্টডীমসের সহিত দেবতা ও ধর্ম্ম সম্বন্ধে সোক্রাটীসের বিচার হইয়াছিল; আমি তাহা নিজে শুনিয়াছিলাম। এক্ষণে, আমি সেই আলোচনা বর্ণনা করিব। সোক্রাটীস শুনিলেন, যে আরিষ্টডীমস দেবগণকে বলি প্রদান করেন না; তাঁহাদিগের নিকটে প্রার্থনা করেন না; এবং দৈববাণীও গ্রাহ্য করেন না; বরং এই

সমুদায় পরিহাস করিয়া থাকেন। শুনিয়া তিনি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আরিষ্টডীমস, আমাকে বল তো, তুমি কি কোনও মানুষকে জ্ঞানের জন্য শ্রদ্ধা কর ?"

"হাঁ, করি।"

"তাঁহাদিগের নাম বল।"

"মহাকাব্যে হোমার, গীতিকাব্যে (dithyrambos) মেলানিপ্পিডীস, নাটকে সফক্লীস, ভাস্কর্য্যে পলুক্লাইটস, চিত্রাঙ্কনে জেয়ুক্সিস।"

"কাহারা তোমার নিকটে অধিকতর প্রশংসাযোগ্য বলিয়া মনে হয়—যাহারা অচল ও অচেতন পুতুল নির্ম্মাণ করে, না যাহারা সচেতন ও শক্তিমান্ জীব সৃষ্টি করে ?"

"যাহারা জীব সৃষ্টি করে, তাহারা; জেয়ুসের নামে বলিতেছি, নিশ্চয়ই তাহারা, কেন না, জীব অকস্মাৎ উৎপন্ন হয় না, কিন্তু জ্ঞান হইতেই উদ্ভূত হয়।"

"কতকগুলি পদার্থ আছে, যাহা কোন্ উদ্দেশ্যে বর্ত্তমান, নিশ্চিত বলা যায় না; আবার এমন কতকগুলি পদার্থ আছে, যাহার উদ্দেশ্য সুস্পষ্ট; এই উভয়ের মধ্যে তুমি কোন্‌গুলি আকস্মিক ও কোন্‌গুলি জ্ঞানের কার্য্য বলিয়া বিবেচনা কর ?"

"যে-সকল পদার্থ কোনও অভিপ্রায় সিদ্ধির জন্য বর্ত্তমান, সেইগুলি নিশ্চয়ই জ্ঞানের কার্য্য।"

"তবে কি তোমার বোধ হয় না, যে যিনি আদিতে মানব সৃষ্টি করিয়াছেন, তিনি বিশেষ বিশেষ অভিপ্রায় সাধনের জন্যই তাহাকে নানা ইন্দ্রিয় দিয়াছেন ? ইহাদিগের সাহায্যে সে বিভিন্ন পদার্থের জ্ঞান লাভ করে; তিনি যাহা দর্শনীয়, তাহা দেখিবার জন্য চক্ষু, এবং যাহা শ্রবণীয় তাহা শুনিবার জন্য কর্ণ দিয়াছেন; যদি আমাদিগের নাসিকা না থাকিত, তবে গন্ধ হইতে আমাদিগের কি উপকার হইত ? মিষ্ট, তিক্ত এবং মুখের পক্ষে যাহা সুস্বাদ, আমরা সে সমুদায়ের কোন্ অনুভূতি লাভ করিতাম, যদি উহা আস্বাদনের জন্য মুখে রসনা রচিত না থাকিত ? তৎপরে, ইহা কি তোমার নিকটে ভবিষ্যৎ-জ্ঞান বলিয়া প্রতীয়মান হয় না,

যে চক্ষু কোমল বলিয়া তাহাকে রক্ষা করিবার জন্য দ্বারস্বরূপ চক্ষুর পাতা রহিয়াছে? যখন চক্ষুর ব্যবহার আবশ্যক, তখন উহা উন্মীলিত হয়, আবার নিদ্রাকালে উহা নিমীলিত থাকে? বায়ু যাহাতে চক্ষুর অনিষ্ট করিতে না পারে, তজ্জন্য ছাঁকনীর ন্যায় পক্ষ্ম সৃষ্ট হইয়াছে। কপাল হইতে ঘর্ম্ম পড়িয়া যাহাতে চক্ষুর ক্লেশ উৎপাদন না করে, তদুদ্দেশ্যে চক্ষুর উপরিভাগে আচ্ছাদক হইয়া ভ্রূযুগল রহিয়াছে। কর্ণ সকল প্রকার শব্দ গ্রহণ করে, অথচ কদাপি অবরুদ্ধ হয় না। প্রাণীমাত্রেরই সম্মুখের দন্ত এমন ভাবে নির্ম্মিত, যে উহা কর্ত্তন করিবার উপযোগী, এবং পশ্চাতের দন্ত এপ্রকার, যে উহা সম্মুখের দন্ত হইতে খাদ্য লইয়া তাহা চূর্ণ করে। জীব মুখ দিয়া বাঞ্ছিত খাদ্য গ্রহণ করে, এজন্য উহা চক্ষু ও নাসিকার নিকটে অবস্থিত; পাকস্থলী হইতে যাহা নিঃসারিত হয়, তাহা ন্যক্কারজনক; এজন্য তাহার প্রণালী ভিন্নমুখী, উহা ইন্দ্রিয়গ্রাম হইতে যথাসম্ভব দূরে স্থাপিত হইয়াছে। দূরদৃষ্টির সহিত এই যে এতগুলি ব্যাপার সম্পন্ন হইয়াছে, এগুলি আকস্মিক, না জ্ঞানের ক্রিয়া, তদ্বিষয়ে কি তোমার সংশয় আছে?"

"না, না, জেয়ুসের নামে বলিতেছি, একটুকুও সংশয় নাই; অপিচ, যে ঐ বিষয়গুলি এইরূপে দর্শন করে, তাহার নিকটে উহা অবশ্যই কোনও জ্ঞানবান্ স্রষ্টার রচনা বলিয়াই প্রতিভাত হয়, যিনি জীবকে ভালবাসেন।"

"তার পর, তিনি যে মানবের অন্তরে সন্তানোৎপাদনের কামনা, এবং জননীর হৃদয়ে সন্তানপালনের আকাঙ্ক্ষা দিয়াছেন; আর তিনি যে প্রতিপালিত সন্তানদিগের প্রাণে জীবনের প্রতি মমতা ও মৃত্যুর প্রতি মহৎ ভয় সঞ্চারিত করিয়াছেন, (তৎসম্বন্ধে তুমি কি বলিতে চাও) ?"

" 'জীব বাঁচিয়া থাকুক,' ইহাই যাঁহার অভিপ্রায়, এগুলি নিশ্চয়ই এইরূপ একজনের কৌশল।"

"তোমার কি বোধ হয়, যে তোমাতে জ্ঞানময় কিছু বর্ত্তমান আছে?"

"আচ্ছা, জিজ্ঞাসা কর, আমি উত্তর দিতেছি।"

"তুমি কি ভাব, যে (তোমার বাহিরে) জ্ঞানময় কোথাও কিছু নাই? তুমি তো জান, যে তোমার এই দেহে তুমি এই বিশাল ক্ষিতির কি ক্ষুদ্র

অংশ, এবং বিপুল বারির কি সামান্য অংশই প্রাপ্ত হইয়াছ! অন্যান্য উপাদনগুলিও বৃহৎ—তোমাকে স্বীকার করিতেই হইবে, যে প্রত্যেকটীর অণুপরিমাণ অংশ লইয়া তোমার দেহখানি রচিত হইয়াছে। তবে তুমি কি মনে করে, যে, (জগতে) অন্য কোথাও জ্ঞান নাই, কেবল তুমিই দৈবক্রমে উহা আত্মসাৎ করিয়াছ? আর এই যে অতি বিশাল ও অসংখ্য জড়পিণ্ডসমূহ, তাহা তোমার মতে একটা অজ্ঞানতা দ্বারাই সুশৃঙ্খল ভাবে বিধৃত রহিয়াছে?"

"না, জগতের অন্যত্র জ্ঞানময় কিছুই নাই; কেন না, সংসারে যাহা রচিত হয়, আমি যেমন তাঁহার রচককে দেখিতে পাই, সে প্রকার (বিশ্বের) কর্ত্তা কাহাকেও দেখিতে পাইতেছি না।"

"বেশ, কিন্তু যে-আত্মা তোমার দেহের কর্ত্তা, তুমি তো তোমার সেই আত্মাকেও দেখিতে পাও না। এই রূপে বিচার করিলে তোমাকে বলিতে হইবে, যে তুমি বুদ্ধিপূর্ব্বক কিছুই কর না, প্রত্যুত সকলই দৈববশে করিয়া থাক।"

আরিষ্টডীমস বলিলেন, "সোক্রাটীস, আমি দেবগণকে অবজ্ঞা করি না; কিন্তু আমার বিবেচনায় তাঁহারা এত বড়, যে আমাদের সেবায় তাঁহাদিগের কোনই প্রয়োজন নাই।"

সোক্রাটীস বলিলেন, "কিন্তু তাঁহারা তোমার সেবার পক্ষে যত বড়, ততই তোমার অধিকতর পূজার পাত্র।"

"নিশ্চয় জানিও, যে আমি যদি মনে করিতাম, যে দেবতারা মানবের বিষয়ে ভাবেন, তবে আমি তাঁহাদিগকে উপেক্ষা করিতাম না।"

"তবে, তুমি কি বিশ্বাস কর না, যে তাঁহারা (মানুষের বিষয়ে) ভাবেন? প্রথমতঃ, তাঁহারাই সমুদায় প্রাণীর মধ্যে একা মানুষকে ঋজু করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন। এই ঋজুতাই মানুষকে সম্মুখে দূরতর বস্তু দেখিতে এবং ঊর্দ্ধে সমুদায় পদার্থ উত্তমতর রূপে অবলোকন করিতে সমর্থ করে; আর শরীরের যে-ভাগে তাঁহারা চক্ষু, কর্ণ ও মুখ স্থাপন করিয়াছেন, তাহাতে এই জন্যই অল্প অনিষ্টপাত হয়। তৎপরে, অপর জন্তুদিগকে তাঁহারা শুধু পদ দিয়াছেন, তৎসাহায্যে তাহারা কেবল চলিয়া বেড়াইতে

পারে ; মনুষ্যকে তাঁহারা হস্তও প্রদান করিয়াছেন ; আমরা যে-সকল কর্ম্মের প্রসাদে অন্যান্য প্রাণী অপেক্ষা অধিকতর সুখী, হস্তের সাহায্যেই তাহার অধিকাংশ সম্পন্ন হইয়া থাকে। অধিকন্তু, সকল জীবেরই জিহ্বা আছে বটে, কিন্তু দেবগণ শুধু মানুষের জিহ্বাই এপ্রকার গঠন করিয়াছেন, যে এক এক সময়ে মুখের এক এক ভাগ স্পর্শ করিয়া আমরা শব্দ উচ্চারণ করিতে পারি, এবং পরস্পরের নিকটে ইচ্ছামত সকলই প্রকাশ করিতে সমর্থ হই। তাঁহারা অন্যান্য জীবকে কামসুখ বৎসরের বিশেষ ঋতুতে আবদ্ধ করিয়া দিয়াছেন, কিন্তু আমাদিগকে উহা জরা পর্য্যন্ত সম্ভোগ করিবার অধিকার দিয়া রাখিয়াছেন। ঈশ্বর কেবল দেহের ব্যবস্থা করিয়াই সন্তুষ্ট হন নাই ; অপিচ মানুষের মধ্যে তাহার শ্রেষ্ঠ ধন আত্মাকে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন—ইহাই তাঁহার মহত্তম দান। যে-দেবগণ এই সুবিশাল ও পরম সুন্দর নিখিল বিশ্বকে সুবিন্যস্ত করিয়া রাখিয়াছেন, প্রথমতঃ, অন্য কোন্ জীবের আত্মা জানিতে পারিয়াছে, যে তাঁহারা বিদ্যমান আছেন ? প্রাণিজগতে মানব ভিন্ন অন্য কোন্ জাতি দেবগণের অর্চ্চনা করে ? কোন্ প্রাণীর এমন আত্মা আছে, যাহা মানবাত্মা অপেক্ষা ক্ষুধা, তৃষ্ণা, শীত, গ্রীষ্ম হইতে আপনাকে অধিকতর রক্ষা করিতে পারে ? যাহা রোগের প্রতীকার, ব্যায়াম দ্বারা বললাভ, এবং জ্ঞানার্জ্জনে শ্রম করিতে অধিকতর সমর্থ ? যে আত্মা যাহা কিছু দেখিয়াছে, যাহা কিছু শুনিয়াছে, যাহা কিছু শিক্ষা করিয়াছে, তাহা স্মরণ রাখিতে অধিকতর সুক্ষম ? তোমার নিকটে কি ইহা অতি উজ্জ্বল রূপে প্রতীয়মান হইতেছে না, যে, অন্য সমুদায় জীবের তুলনায় মানুষ দেবতুল্য জীবন যাপন করে ; এবং তাহারা স্বভাবতঃ দেহ ও আত্মা, উভয় সম্পর্কেই তাহাদিগের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ? কারণ, কোন প্রাণীর যদি বৃষের মত দেহ ও মানুষের মত বুদ্ধি থাকিত, তবে সে অভিপ্রেত কর্ম্ম সম্পাদন করিতে পারিত না ; পুনশ্চ, যে-সকল জন্তুর হস্ত আছে, কিন্তু জ্ঞান নাই, তাহারা অপর জীব অপেক্ষা অধিক কিছুই লাভবান্ হয় নাই। আর তুমি এই উভয় বিষয়ে অধিকতর সৌভাগ্যশালী হইয়াও ভাবিতেছ, যে দেবতারা তোমার প্রতি উদাসীন ? তবে কি করিলে তুমি বিশ্বাস করিবে, যে তাঁহারা তোমার বিষয়ে ভাবেন ?”

আরিষ্টডীমস বলিলেন, "তুমি বলিয়া থাক, যে তাঁহারা তোমার নিকটে দৈববাণী প্রেরণ করেন; কি করা উচিত, এবং কি করা অনুচিত, এ বিষয়ে যখন তাঁহারা আমাকেও আদেশ প্রেরণ করিবেন, (তখন আমি বিশ্বাস করিব।)"

সোক্রাটীস কহিলেন, "আথীনীয়েরা যখন দেববাণী প্রার্থনা করে, এবং তদনুসারে যখন দেবতারা তাহাদিগকে বাণী প্রেরণ করেন, তুমি কি মনে কর না, যে তখন তাঁহারা তাহা তোমাকেও. প্রেরণ করেন? অথবা, যখন তাঁহারা প্রাকৃতিক বিপর্য্যয় দ্বারা গ্রীকদিগকে কিংবা সমগ্র মানবজাতিকে আসন্ন বিপদ্ জ্ঞাপন করেন, তখন তাঁহারা একা তোমাকেই বর্জ্জন করিয়া কেবল তোমার প্রতিই একেবারে উদাসীন থাকেন? তুমি কি বিবেচনা কর, যে, দেবগণের যদি প্রকৃতই মানবের মঙ্গল ও অমঙ্গল করিবার শক্তি না থাকিত, তবে তাঁহারা মানব-হৃদয়ে এই বিশ্বাস নিহিত করিতেন যে, তাঁহারা মানুষের মঙ্গল ও অমঙ্গল করিতে সমর্থ? আর, মানুষ যদি নিয়তই তাঁহাদিগের দ্বারা প্রবঞ্চিত হইত, তবে তাহারা এই প্রবঞ্চনা বুঝিতে পারিত না? তুমি কি দেখিতেছ না, যে, মানবকুলে প্রাচীনতম ও বিজ্ঞতম সমাজ, পুরী ও জাতিসমূহই দেবগণের প্রতি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ভক্তিমান্, এবং মানবের যে-যুগ জ্ঞানে উন্নততম, সেই যুগই দেবারাধনায় অধিকতম অনুরক্ত? হে সৌম্য, ভাবিয়া দেখ, যে তোমার আত্মা (Nous) তোমার দেহের মধ্যে থাকিয়া উহাকে ইচ্ছানুরূপ ব্যবহার করিতেছে। অতএব তোমার ইহাই মনে করা কর্ত্তব্য, যে, বিশ্বজনীন জ্ঞান বিশ্বের সর্ব্বত্র বর্ত্তমান থাকিয়া বিশ্বের সমুদায় ব্যাপার নিজের অভিরুচি অনুসারে পরিচালনা করিতেছে। তোমার এরূপ মনে করা কর্ত্তব্য নয়, যে তোমার চক্ষু বহুক্রোশ ব্যাপিয়া দৃষ্টিকে প্রেরণ করিতে পারে, আর ঈশ্বরের চক্ষু যুগপৎ সমুদায় দর্শন করিতে অক্ষম। তোমার ইহাও মনে করা উচিত নয়, যে, তোমার আত্মা এখানকার ও মিশরের ও সিসিলীর সকল বিষয় ভাবিতে পারে, অথচ ঈশ্বরের জ্ঞান যুগপৎ সকলের ভাবনা ভাবিতে সমর্থ নহে। তুমি যেমন্ মানুষের সেবা করিয়া জানিতে পার, কোন্ মানুষ তোমার সেবা

করিতে ইচ্ছুক, উপকার করিয়া বুঝিতে পার, কে তোমার প্রত্যুপকার করিবে, এবং পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিয়া অবগত হও, কোন্ কোন্ ব্যক্তি বুদ্ধিমান্, তেমনি যদি দেবগণকে পূজা করিয়া পরীক্ষা করিতে চাও, যে, মানবের অপরিজ্ঞাত ব্যাপারে তাঁহারা তোমাকে উপদেশ দিবেন কি না, তবে তুমি বুঝিতে পারিবে, যে ঈশ্বর কেমন, এবং তাঁহার শক্তি কি প্রকার; (তখন তুমি বুঝিবে,) যে, তিনি যুগপৎ সমুদায় দর্শন করেন ও সমুদায় শ্রবণ করেন; এবং তিনি সর্ব্বত্র বিদ্যমান আছেন, ও সমকালে সকলের যথাযোগ্য ব্যবস্থা করিতেছেন।"

চতুর্থ প্রকরণ

দেবগণের প্রতি ভক্তি

এয়ুথুডীমসের সহিত কথোপকথন

(Book IV. Chapter 3)

সোক্রাটীসের সহচরগণ চতুর বক্তা, দক্ষ কর্ম্মী, ও নিপুণ শিল্পী হইবে, এজন্য তিনি ত্বরান্বিত হইতেন না; কিন্তু তিনি মনে করিতেন, যে এই সকল গুণ উপার্জ্জন করিবার পূর্ব্বে তাহাদিগের সংযম শিক্ষা করা কর্ত্তব্য; কেন না, তিনি বিশ্বাস করিতেন, যে, যাহারা ঐ গুণগুলি লাভ করিয়াছে, তাহারা সংযম ব্যতিরেকে অধিকতর অন্যায়াচারী ও পাপকর্ম্মে অধিকতর পারদর্শী হইয়া থাকে। অতএব প্রথমেই তিনি সহচরদিগের চিত্তে দেবগণের প্রতি শ্রদ্ধার সঞ্চার করিতে প্রয়াস পাইতেন। সোক্রাটীস যখন ঐ বিষয়ে অপরের সহিত আলাপ করিতেছিলেন, তখন যাহারা উপস্থিত ছিল, তাহাদিগের মধ্যে কেহ কেহ উহা বর্ণনা করিয়াছে; কিন্তু এয়ুথুডীমসের সহিত কথোপকথনের সময়ে আমি নিকটে বর্ত্তমান ছিলাম; তাহার মর্ম্ম প্রদত্ত হইল।

তিনি বলিলেন, "এয়ুথুডীমস, আমাকে বল তো, দেবগণ কেমন যত্নপূর্ব্বক মানবের সমুদায় অভাব পূরণ করিতেছেন, তাহা চিন্তা করিয়া দেখিবার কথা কি তোমার চিত্তে কখনও উদিত হইয়াছে?"

সে বলিল, "না, জেয়ুসের দিব্য, কখনও হয় নাই।"

"কিন্তু তুমি তো জান, যে সর্ব্বাগ্রে আমাদিগের আলোকের প্রয়োজন, এবং দেবগণ তাহা আমাদিগকে যোগাইতেছেন?"

"হাঁ, নিশ্চয়ই জানি; আমরা যদি আলোক না পাইতাম, তবে আমরা অন্ততঃ চক্ষু সম্বন্ধে অন্ধের ন্যায় হইতাম।"

"কিন্তু, আমাদিগের বিশ্রামের আবশ্যক আছে; এজন্য তাঁহারা আমাদিগকে বিশ্রামের জন্য সর্ব্বোত্তম কাল রাত্রি দিয়াছেন।"

"হাঁ, নিশ্চয়, এই দান কৃতজ্ঞতার যোগ্য।"

"তৎপরে, সূর্য্য জ্যোতির্ম্ময় বলিয়া আমাদিগকে দিবসের হোরাসমূহ ও অন্যান্য সমুদায় প্রদর্শন করিতেছে; পক্ষান্তরে রাত্রি তমোময়ী বলিয়া এগুলি আমাদিগের উপলব্ধির পক্ষে দুরূহ; এজন্য কি দেবতারা নিশাকালে তারারাজি প্রকাশমান করেন নাই, যাহা আমাদিগকে রাত্রির হোরাগুলি প্রদর্শন করে, এবং যাহার সাহায্যে আমরা অবশ্যকর্ত্তব্য বহু কর্ম্ম সম্পাদন করি?"

"এ কথা সত্য।"

"চন্দ্রও আমাদিগের নিকটে শুধু রাত্রির নয়, কিন্তু মাসেরও বিভাগগুলি প্রকট করে?"

"অবশ্য।"

সোক্রাটীস বলিলেন, "অপিচ, আমাদিগের খাদ্যের প্রয়োজন, এজন্য তাঁহারা পৃথিবী হইতে আমাদিগকে খাদ্য প্রদান করিতেছেন, এবং তদর্থে যথোপযুক্ত ঋতুসমূহ নির্দ্ধারিত করিয়া রাখিয়াছেন; এই ঋতুগুলি আমাদিগকে শুধু অপর্য্যাপ্ত ও সর্ব্বপ্রকার প্রয়োজনীয় আহার্য্য নয়, কিন্তু আমরা যে-সকল খাদ্য হইতে আনন্দ পাই, তাহাও যোগাইতেছে। দেবগণের এই দান সম্বন্ধে তুমি কি বলিতে চাও?"

এয়ুথুডীমস বলিল, "ইহাতে নিশ্চয়ই মানবের প্রতি প্রীতি প্রকাশ পাইতেছে।"

"তার পর, আমরা এমন বহুমূল্য জল প্রাপ্ত হইতেছি, যে ইহা পৃথিবী ও ঋতুগুলির সহিত মিলিত হইয়া আমাদিগের যাবতীয় প্রয়োজনীয় পদার্থ

উৎপাদন করিতেছে, উৎপাদনে সাহায্য করিতেছে, এবং স্বয়ং আমাদিগকেও পোষণ করিতেছে ; অপিচ, সমুদায় খাদ্যের সহিত মিশ্রিত হইয়া উহাকে আমাদিগের পক্ষে অধিকতর স্বাদু, সুপাচ্য ও হিতকর করিয়া দিতেছে। পরিশেষে, আমাদিগের জলের প্রয়োজন সর্ব্বাপেক্ষা অধিক, এজন্য তাঁহারা আমাদিগকে একেবারে অপর্য্যাপ্ত জল যোগাইতেছেন। এই দান সম্বন্ধে তোমার মত কি ?"

"ইহাও তাঁহাদিগের অনাগত-জ্ঞানের পরিচয়।"

"তৎপরে, তাঁহারা আমাদিগকে অগ্নি দিয়াছেন ; ইহা শীতে ও অন্ধকারে আমাদিগের বান্ধব, এবং সকল শিল্পে, ও মানুষ আপনার জন্য যাহা কিছু প্রয়োজনীয় দ্রব্যের ব্যবস্থা করে, তাহাতে, আমাদিগের সহায় ; আমরা সংক্ষেপে বলিতে পারি, যে, জীবনের পক্ষে যে-সকল বস্তু আবশ্যক, তন্মধ্যে মানুষ বাঞ্ছনীয় কোন পদার্থই অগ্নি ভিন্ন প্রস্তুত করিতে পারে না। দেবগণের এই দান সম্বন্ধে তুমি কি ভাবিতেছ ?"

"ইহাও তাঁহাদিগের মানবপ্রীতির উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।"

["আবার, তাঁহারা আমাদিগকে এমন অগাধ বায়ুমণ্ডল দ্বারা বেষ্টন করিয়া রাখিয়াছেন, যে উহা শুধু আমাদিগের রক্ষক ও জীবনধারণের উপায় নহে ; কিন্তু উহা আমাদিগকে আপনার শক্তিতে সমুদ্র লঙ্ঘন করিতে সমর্থ করে, এবং উহার সাহায্যে আমরা অর্ণবপথে নানা দিগ্‌দেশে গমন করিয়া বিদেশে পরস্পরের নিকট হইতে আহার্য্য আহরণ করিতে সক্ষম হই। ইহা কি অত্যাশ্চর্য্য করুণা নয় ?"

"হাঁ, ইহা অনির্ব্বচনীয়।"]

সোক্রাটীস বলিলেন, "পুনশ্চ, যখন শীতকালে সূর্য্য (অয়নান্তে) আমাদিগের অভিমুখী হয়, তখন উহা নিকটে আসিয়া কতকগুলি বস্তু পরিপক্ক করে, এবং অপর যে-সকল বস্তুর পাকিবার কাল উত্তীর্ণ হইয়াছে, সেগুলিকে শুষ্ক করিয়া ফেলে ; এই সকল কার্য্য সম্পাদন করিয়া সূর্য্য অধিকতর নিকটে আগমন করে না ; প্রত্যুত সে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে থাকে, যেন, আমাদিগকে প্রয়োজনাতিরিক্ত উত্তাপ দিয়া যাহাতে আমাদিগের অহিত না করে, তজ্জন্য সে সাবধান রহিয়াছে ; আবার, যখন

প্রত্যাবর্ত্তন করিতে করিতে সূর্য্য এমন স্থানে উপনীত হয়, যথা হইতে আরও দূরে চলিয়া গেলে ইহা একেবারে নিশ্চিত যে আমরা শীতে জমিয়া যাইব, তখন পুনরায় (অয়নান্তে) সে আমাদিগের দিকে অগ্রসর হইতে আরম্ভ করে, এবং আকাশের ঠিক সেই ভাগে আবর্ত্তন করিতে থাকে, যেখানে সে আমাদিগের সর্ব্বাপেক্ষা অধিক হিতসাধন করিতে সমর্থ হইবে। এ বিষয়ে তুমি কি বল ?”

এয়ুথুডীমস বলিল, “জেয়ুসের দিব্য, এসমস্তও সর্ব্বতোভাবে মানবের জন্যই হইতেছে বলিয়া বোধ হইতেছে।”

“তৎপরে, (ইহাও সুস্পষ্ট, যে যদি শীত ও গ্রীষ্ম সহসা উপস্থিত হইত, তবে আমরা তাহা সহিতে পারিতাম না, এজন্য) সূর্য্য এত আস্তে আস্তে দূরে চলিয়া যায়, যে আমরা কখন প্রবল শীত ও কখন প্রবল গ্রীষ্মের মধ্যে আসিয়া পড়ি, তাহা বুঝিতেই পারি না। এ সম্বন্ধে তোমার বক্তব্য কি ?”

“আমি ভাবিতেছি, যে মানবের হিত সাধন ছাড়া দেবতাদিগের আর কোনও কাজ আছে কি না ; শুধু এই চিন্তা আমাকে একটা সমস্যায় ফেলিয়াছে, যে অন্যান্য জীবও এই সকল দয়ার ভাগ পায়।”

সোক্রাটীস বলিলেন, “তবে ইহাও কি সুস্পষ্ট নয়, যে অন্যান্য জীব মানবের জন্যই উৎপন্ন ও পরিপুষ্ট হয় ? কারণ, অন্য কোন্ জীব ছাগ, মেষ, গো, অশ্ব, গর্দ্দভ এবং অন্যান্য জন্তু হইতে মানুষের মত এত অধিক উপকার লাভ করে ? আমার মনে হয়, যে মানুষ তরুলতা অপেক্ষাও এই সকল প্রাণী হইতে অধিকতর উপকার প্রাপ্ত হইতেছে ; অন্ততঃ তাহারা উহাদিগের অপেক্ষা ইতর প্রাণীর দ্বারা কম পুষ্ট ও লাভবান্ হয় না ; কেন না, মানবজাতির এক বিশাল বংশ পৃথিবী হইতে উৎপন্ন দ্রব্য খাদ্যরূপে ব্যবহার করে না ; তাহারা গোমেষাদি পশুর দুগ্ধ, পণির ও মাংস খাইয়া প্রাণধারণ করে ; এবং সকল লোকেই কার্য্যোপযোগী ইতর জন্তুগুলিকে পোষ মানাইয়া ও পালন করিয়া যুদ্ধ ও অপরাপর নানা কার্য্যের সহায়রূপে ব্যবহার করে।”

এয়ুথুডীমস বলিল, “আমি তোমার এ কথাও স্বীকার করিতেছি ; কেন না, আমি দেখিতেছি, যে কতকগুলি পশু আমাদিগের অপেক্ষা

অনেক অধিক বলবান্ হইলেও মানুষের এমন অনুগত হইয়া উঠিয়াছে, যে তাহারা যে-কার্য্য ইচ্ছা সেই কার্য্যে তাহাদিগকে খাটাইতেছে।"

"তৎপরে, (যেহেতু সুন্দর ও হিতকর পদার্থের সংখ্যা বহু, এবং তাহারা পরস্পর বিভিন্ন, এজন্য) দেবগণ মানবকে প্রত্যেকটীর উপযোগী ইন্দ্রিয় দিয়াছেন, যদ্দ্বারা আমরা ঐ সকল পদার্থ হইতে সর্ব্বপ্রকার উপকার সম্ভোগ করি; অপিচ, তাঁহারা আমাদিগের অন্তরে বুদ্ধি নিহিত করিয়াছেন, যদ্দ্বারা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়সমূহ সম্বন্ধে আমরা বিচার করি, এবং প্রত্যেক পদার্থ কোন্ পরিমাণে উপকারী, স্মৃতিশক্তির সাহায্যে তাহা অবধারণ করিতে পারি; অপিচ, আমরা এমন অনেক উপায় উদ্ভাবন করি, যাহার সাহায্যে আমরা কল্যাণ সম্ভোগ ও অকল্যাণ পরিহার করিতে সমর্থ হই। অধিকন্তু তাঁহারা আমাদিগকে বাক্‌শক্তি প্রদান করিয়াছেন, যদ্দ্বারা আমরা পরস্পরের নিকটে মনোভাব প্রকাশ করি, পরস্পরকে বাঞ্ছিত সামগ্রীর অংশ দিই, এবং সকলে মিলিয়া সেই সমুদায় ভোগ করিয়া থাকি; আবার উহার সাহায্যেই আমরা বিধি প্রণয়ন ও রাষ্ট্র সংগঠন করি। এই সকল দান সম্বন্ধে তোমার কি মনে হয়?"

"দেবগণ মানবের হিতকল্পে সর্ব্বপ্রকারে অশেষ যত্ন করেন, ইহাই বোধ হইতেছে, সোক্রাটীস।"

"পুনশ্চ দেখ, ভবিষ্যতে যাহা ঘটিবে, তাহা আমাদিগের পক্ষে শুভ হইবে কি না, আমরা পূর্ব্বে তাহা জানিতে পারি না; এজন্য দেবগণ এই সকল স্থলে আমাদিগের সহায় হইয়া রহিয়াছেন; যাহারা দৈববাণীর সাহায্যে তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করে, তাহাদিগের নিকটে তাঁহারা ভবিষ্যৎ উদ্‌ঘাটিত করেন, এবং কোন্ উপায়ে সর্ব্বোত্তম ফল উৎপন্ন হইবে, তাহা তাহাদিগকে বলিয়া দেন। তুমি এ বিষয়ে কি বলিতে চাও?"

"সোক্রাটীস, দেবগণ তোমাকে অন্য লোক অপেক্ষা অধিক প্রীতি করেন বলিয়া বোধ হইতেছে, কেন না, তোমার কি করা কর্ত্তব্য, এবং কি করা কর্ত্তব্য নয়, তাঁহারা বিনা জিজ্ঞাসাতেই তাহা তোমার নিকটে ব্যক্ত করিয়া থাকেন।"

সোক্রাটীস বলিলেন, "আমি যে সত্য কথাই বলিতেছি, তাহা তুমি নিজেও জানিতে পারিবে, যদি তুমি দেবগণের সাকার রূপ দেখিবার জন্য প্রতীক্ষা না কর, এবং তাঁহাদিগের কার্য্য দেখিয়াই তাঁহাদিগকে ভক্তি ও পূজা করিয়া সন্তুষ্ট থাক। ভাবিয়া দেখ, যে স্বয়ং দেবতারাও আমাদিগকে ইহাই প্রদর্শন করিতেছেন। কেন না, অন্যান্য যে-দেবগণ আমাদিগকে ইষ্টধন প্রদান করিতেছেন, তাঁহারা আমাদিগের নিকটে প্রকাশিত হইয়া তাহার কিছুই প্রদান করেন না; আর, যিনি এই নিখিল বিশ্বকে বিধৃত ও নিয়মিত করিয়া রাখিয়াছেন—যাহার সকলই সুন্দর ও শুভ—এবং যিনি ইহাকে চিরকাল অক্ষয়, অভঙ্গুর ও অজর করিয়া রক্ষা করিতেছেন; এবং (যাঁহার শক্তিতে) ইহা মনন অপেক্ষাও দ্রুতগতিতে, ধ্রুবপথে তাঁহার আজ্ঞা পালন করিতেছে;—তিনি তাঁহার মহিমোজ্জ্বল সৃষ্টির মধ্যেই প্রকাশমান হইতেছেন, কিন্তু বিশ্বের নিয়ন্তারূপে বিরাজমান থাকিয়াও তিনি আমাদিগের নিকটে অদৃশ্য রহিয়াছেন। আবার ভাবিয়া দেখ, যে, সূর্য্য সকলের নিকটেই প্রকাশিত হইয়া আছে; কিন্তু মানুষ যে অবিচ্ছেদে তাহার দিকে চাহিয়া থাকিবে, সে তাহা সহ্য করিতে পারে না; যদি কেহ স্থির ভাবে তাহার দিকে তাকাইয়া থাকিতে চেষ্টা করে, তবে সূর্য্য তাহার দৃষ্টিশক্তি হরণ করে। তুমি দেখিবে, যে, দেবগণের অনুচরেরাও দৃষ্টির অগোচর; কারণ, (দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যাইতে পারে,) বজ্র স্পষ্টই ঊর্দ্ধ হইতে নিঃক্ষিপ্ত হয়, এবং যাহার উপরে পতিত হয়, তাহাকেই পরাভব করে; কিন্তু ইহা যখন আগমন করে, যখন আঘাত করে, যখন প্রস্থান করে, তখন, কোন অবস্থাতেই দৃষ্টিগোচর হয় না। বাত্যাসমূহও অদৃশ্য, যদিচ তাহাদিগের ক্রিয়া আমাদিগের নিকটে প্রকট, এবং আমরা তাহাদিগের গতি বুঝিতেও সমর্থ হই। পুনশ্চ, মানুষের মধ্যে যদি দৈবত কিছু থাকে, তবে তাহা তাহার আত্মা; আত্মা যে আমাদিগের মধ্যে থাকিয়া রাজত্ব করিতেছে, ইহা সুস্পষ্ট; কিন্তু আত্মা স্বয়ং অদৃশ্য। অতএব তোমার কর্ত্তব্য এই, যে, এই সমস্ত অনুধ্যান করিয়া তুমি আর অদৃশ্য দেবগণের প্রতি অবজ্ঞা প্রকাশ করিবে না, প্রত্যুত তাঁহাদিগের

ক্রিয়াকলাপে তাঁহাদিগের শক্তির পরিচয় পাইয়া দৈবতকে ভক্তি করিবে।”

এয়ুথুডীমস বলিল, “সোক্রাটীস, আমি উজ্জ্বলরূপে উপলব্ধি করিতেছি, যে আমি দৈবতকে কণামাত্রও অবহেলা করিব না; কিন্তু আমি ইহা ভাবিয়া ম্রিয়মাণ হইতেছি, যে আমার বোধ হইতেছে, আমরা দেবগণের নিকটে যে উপকার পাই, মানুষের মধ্যে এক জনও যথোচিত কৃতজ্ঞতার সহিত তাহার প্রতিদান দিতে পারে না।”

সোক্রাটীস বলিলেন, “কিন্তু সেজন্য ম্রিয়মাণ হইও না, এয়ুথুডীমস, কারণ, তুমি জান, যে, যখন কেহ ডেল্ফির দেবতাকে জিজ্ঞাসা করে, কিরূপে সে দেবগণের প্রসন্নতা সম্পাদন করিবে, তখন তিনি উত্তর দেন, ‘তোমার রাষ্ট্রের বিধি অনুসারে’; এবং সর্ব্বত্রই এই বিধি প্রচলিত আছে, যে প্রত্যেকেই আপনার শক্তির অনুরূপ নৈবেদ্য দ্বারা দেবগণের সন্তোষ বিধান করিবে। অতএব তাঁহারা স্বয়ং যেরূপ আদেশ করিতেছেন, তদ্রূপ কার্য্য করা ভিন্ন, মানুষ আর কোন্ প্রকারে অধিকতর সুন্দরভাবে ও অধিকতর ভক্তির সহিত দেবগণের পূজা করিতে পারে? কিন্তু আমাদিগের যতখানি শক্তি আছে, কিছুতেই তদপেক্ষা কম করা কর্ত্তব্য নহে; কেন না, যখন কেহ এই প্রকার (স্বীয় শক্তির তুলনায় দেবপূজার লাঘব) করে, তখন ইহাই উজ্জ্বলরূপে প্রতিভাত হয়, যে, সে দেবগণকে শ্রদ্ধা করে না। কিন্তু যে-ব্যক্তি দেবগণের পূজায় আপনার শক্তি অপেক্ষা এক তিলও ন্যূনতা করে না, তাহার কর্ত্তব্য এই, যে, সে মহত্তম বাঞ্ছিত পদার্থের অধিকারী হইবে বলিয়া আশ্বস্ত ও আশান্বিত হইবে; যেহেতু, যাঁহারা মহত্তম কল্যাণ করিতে সমর্থ, তাঁহাদিগের নিকটে উপকারের প্রত্যাশা করিয়া মানুষ যেমন সুবুদ্ধির পরিচয় দেয়, এমন (সুবুদ্ধির পরিচয়) সে অন্য কাহারও নিকটে আশা করিয়া দেয় না; এবং তাঁহাদিগের প্রসন্নতা সম্পাদন করিয়া সে যেমন সুবুদ্ধির পরিচয় দেয়, এমনও আর কিছুতেই দিতে পারে না। মানুষ যথাসাধ্য তাঁহাদিগের অনুগত থাকিয়া তাঁহাদিগকে যেমন

প্রসন্ন রাখিতে পারে, কোন্ উপায়ে তাঁহাদিগকে তদপেক্ষা অধিকতর প্রসন্ন করিতে সমর্থ হইবে ?”

সোক্রাটীস এই প্রকার উপদেশ দিয়া এবং স্বয়ং তদনুরূপ আচরণ করিয়া সহচরদিগকে অধিকতর সংযমী ও ভক্তিমান্ করিয়া গড়িয়া তুলিতেন।

ইতি সোক্রাটীসের জীবনচরিত ও উপদেশ

দ্বিতীয় খণ্ড সম্পূর্ণ

সমাপ্তশ্চায়ং “সোক্রাটীস”-ইত্যাখ্যো গ্রন্থঃ

পরিশিষ্ট

১। অধ্যেতব্য গ্রন্থাবলি

২। নির্ঘণ্ট চতুষ্টয়

Bibliography

(Additional)

অধ্যেতব্য গ্রন্থাবলি

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

Buddhist Suttas—Translated by T. W. Rhys Davids. (S.B.E.)

Burnet, John—Early Greek Philosophy.

Compendium of Philosophy (by Aniruddha)—
Translated by S. Z. Aung and Mrs. Rhys Davids.

Das Gupta, Surendra Nath—History of Indian Philosophy.

The Dialogues of the Buddha (The Digha Nikaya) —Translated by T. W. Rhys Davids.

The Dhammapada—Translated by F. Max Müller. (S.B.E.)

Discourses of Gotama Buddha (Fifty Suttas of the Majjhima Nikaya)—Translated by Silacara.

Grant, A. G.—Greece in the Age of Pericles.

Kern, H.—Manual of Indian Buddhism.

Kindred Sayings (Samyutta Nikaya)—Translated by Mrs. Rhys Davids.

The Legacy of Greece—Edited by R. W. Livingstone.

Livingstone, R.W.-The Greek Genius and its Meaning to Us.

Plato—Euthyphron, Apology, Kriton and Phaedon—Translated by H. N. Fowler. (Loeb.)

The Questions of King Milinda—Translated by T. W. Rhys Davids. (S.B.E.)

Rhys Davids, T. W.—Buddhism : Its History and Literature. (American Lectures.)
Buddhist India. (Story of the Nations.)

Spence Hardy—Manual of Buddhism.

The Sutta Nipata—Translated by V. Fausböll. (S.B.E.)

Vinaya Texts—Translated by T. W. Rhys Davids and H. Oldenberg. (S.B.E.)

Warren, H. C.—Buddhism in Translations.

অধ্যেতব্য গ্রন্থাবলি

অঙ্গুত্তর নিকায়—(Pali Text Society.)

ইতিবুত্তক—(P.T.S.)

উদান—(P.T.S.)

দীঘনিকায়—(P.T.S.)

মজ্ঝিমনিকায়—(P.T.S.)

মিলিন্দপঞ্‌হ—(Edited by Trenkner.)

বিনয়পিটক—(Edited by H. Oldenberg.)

সংযুত্ত নিকায়—(P.T.S.)

সুত্তনিপাত—(P.T.S.)

প্রথম নির্ঘণ্ট

গ্রীক সাহিত্য হইতে উদ্ধৃত বাক্য

দ্বিতীয় নির্ঘণ্ট

সংস্কৃত ও পালি সাহিত্য হইতে উদ্ধৃত বাক্য

সংস্কৃত

পালি

তৃতীয় নির্ঘণ্ট

ঐতিহাসিক ব্যক্তিগণের নাম

চতুর্থ নির্ঘণ্ট

বিষয়নিচয়

গ্রন্থকারের অন্যান্য পুস্তক

(১) সোক্রাটীস

প্রথম খণ্ড

গ্রীক জাতি ও গ্রীক সভ্যতা

মূল্য ৫৲

(২) মেগাস্থেনীসের ভারতবিবরণ

(মূল গ্রীকের অনুবাদ)

১ম সংস্করণ নিঃশেষ হইয়াছে।

(৩) মার্কাস অরেলিয়াসের আত্মচিন্তা

(মূল গ্রীকের অনুবাদ)

উৎকৃষ্ট বাঁধাই, মূল্য ১৷৹

(৪) সত্য ও সংস্কার

মূল্য ৵৹

কলিকাতা, প্রধান প্রধান পুস্তকালয়ে প্রাপ্তব্য।